ভগবদ্ব্যাস-প্রণীতং

ব্রহ্মসূত্রং নাম

বেদান্তদর্শনম্।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীশঙ্করভগবৎকৃত‘শারীরকমীমাংসা’নামক-ভাষ্য-
মহামহোপাধ্যায়শ্রীবাচস্পতিমিশ্রকৃত‘ভামতী’-টীকা-
শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশকৃত-‘সূত্রার্থসংক্ষেপ’-
‘ভাষ্যানুবাদ’-সমেতম্।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ পরিশোধিতম্।

পরলোকগতায়াঃ

কমলমণি-দাস্যাঃ

প্রায়ঃপ্রাক্কালীনসংকল্পিতপরিপূর্ত্তিমভীপ্সতা তদ্ভর্ত্রা

শ্রীমতিলাল ঘোষদাসেন

নরসিংহলেনস্থিত ২ সংখ্যকভবনে

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা রাজধান্যাং

২২নং ওল্‌ড্‌বৈটকখানাসেকেণ্ডলেনস্থিত

পোষ্টডিস্প্যাচ্‌মেশিন্‌প্রেসে

শ্রীরমানাথ ঘোষেণ মুদ্রিতম্।

বঙ্গাব্দ ১২৯৪।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার মুখ-পত্রিকায় যে রমণীর নাম সন্নিবিষ্ট হইল, সেই রমণীর স্ত্রীধন ব্যয়ে তাঁহার স্মারক-চিহ্নস্বরূপ বেদান্তদর্শন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে চলিল।

মদীয় পত্নী কমলমণি দাসী পরলোক যাত্রাকালে আমায় বলিয়া যান, "আমার যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ থাকিল, তাহা যেন কোন এক হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয়।" আমার বেশ্ মনে আছে, তিনি জীবদ্দশায় অপব্যয় করি ভাল বাসিতেন না। দুঃখী বালকদিগকে স্কুলে পড়িবার খরচ দেওয়া, তাঁহাদিগকে পুস্তকাদি কিনিয়া দেওয়া, এইরূপ এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তদ্বিষয়ে যত্নও ছিল। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গোবিন্দচন্দ্র পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে আমাকে শাস্ত্র পড়াইতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি দুই একবার এরূপ কথা বলিয়াছিলেন যে, "জ্ঞানভাণ্ডার ভগবদ্গীতা কি কোন একখানি ভাল বেদান্ত গ্রন্থ বেশ্ পরিষ্কার বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে কি ব্যয় লাগে?" পরে অধিক ব্যয় হয় শুনিয়া যদিও তিনি ঐরূপ কথা আর বলেন নাই, তথাপি এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, বোধ হয় তাঁহার ঐরূপ কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিল। এইরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় (আত্ম-তত্ত্ব দর্শন-প্রকাশক) মহাশয়ের পরামর্শে আমি তাঁহার সেই যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীধন বেদান্তদর্শন-প্রচাররূপ সুমহৎ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে ইহা সমাপ্ত হইলেই আমি তাঁহার নিকট কতকটা অঋণী হইতে পারি, এরূপ বিশ্বাস করি। যদি তাঁহার প্রচুর অর্থ থাকিত তাহা হইলে ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে পারিতাম; কিন্তু অর্থের অল্পতাহেতু ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ইহার যথোচিত মূল্য অবধারণ করিলাম।

প্রকাশকস্য।

পাতনিকা।

নির্ণয় সংশয়-সাপেক্ষ। সংশয় না থাকিলে নির্ণয়-ইচ্ছা অথবা বিচারপ্রবৃত্তি কিছুই হয় না। যাহাতে সংশয় থাকে তাহাই নির্ণেয় হয় বিচার্য্য হয় যদি তাহাতে প্রয়োজন থাকে। সংশয় নাই, প্রয়োজন নাই, অথচ বিচার,—এরূপ হয় না। এ অব্যভিচরিত নিয়মের প্রতি ও জ্ঞান ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র বৃথা বা নিষ্ফল। কেননা, প্রাণিমাত্রেরই অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞান আছে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। সকলেই আমি আমি করে,—সকলেই অহং স্বরূপে আপনাকে জানে,—আমি হই কি না, আছি কি না, কেহই এরূপ সন্দেহ করে না। সুতরাং অহং এতদ্রূপ স্বানুভব প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রাণিমাত্রেই অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞানী। যদি তাহাই হইল অর্থাৎ যদি প্রাণিমাত্রেরই স্বভাবতঃ আত্মজ্ঞান থাকিল,—তাহা হইলে তাহার আবার নির্ণয় কি? নূতন কি নির্ণয় হইবে? বিচারে কি ফল ফলিবে? তাহার জন্য শাস্ত্র কেন? আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ফল পিষ্টপেষণতুল্য নিষ্ফল। পক্ষান্তরে আবার ইহাও মনে হইতে পারে যে, না—বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ফল নহে,—সফল। কেন-না, মনুষ্যমাত্রেই আত্মজ্ঞানী, সকলেই আপনাকে জানে, আপনাকে অহং এতদ্রূপে অনুভব করে,—একথা সত্য, কিন্তু তাহারা আপনার অব্যভিচরিত স্থিরতর রূপটি জানে না। তাহাদের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে সত্য, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই। অর্থাৎ "আমি অমুক বা এতৎস্বরূপ" এরূপ কোন স্থিরতর জ্ঞান নাই। থাকিলে কেন তাহারা একবার দেহাদির প্রতি আত্মজ্ঞান (আমি এতদ্রূপ জ্ঞান) স্থাপন করিয়া আবার তাহাদিগকেই আমার বলিয়া উল্লেখ করে? [illegible] একবার বলে আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি,—আবার বলে আমি খঞ্জ, আমি কুব্জ, আমি অন্ধ, আমি বামন, আমি উন্মত্ত। অতএব "আমি"-জ্ঞানের স্থির অবলম্বন না থাকায় আমি বা আত্মা কেবল "আমি"-জ্ঞানের জ্ঞেয়, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, জীবের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাহার বিশেষরূপ জানা নাই। যখন বিশেষতত্ত্ব জানা নাই তখন অবশ্যই সংশয় আছে। স্পষ্টাকারে না থাকুক, অন্ততঃ সূক্ষ্মাকারেও আছে। সে সংশয় ব্যবহারকালে উপস্থিত না হউক, প্রণিধানকালে উপলব্ধি হয়। [illegible]

কালে হয়। জীব যখনই স্থিরচিত্তে ভাবিবে যে "আমি কি? কিংস্বরূপ?' তখনই সে সংশয়িত হইবে—বুদ্ধি আমি? না মন আমি? কি আমি? এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, ভগবান শঙ্করাচার্য্য, প্রথমতঃ "আমি' "আমার' ইত্যাদি অনাদিসিদ্ধ ও লোকসিদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল তত্ত্ব কি? কারণই বা কি? তাহা নির্ণয় করিয়াছেন, পশ্চাৎ তদনুযায়ী যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সুগভীর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ প্রথমাংশটি 'তাঁহার' ভাষ্যের ভূমিকাস্বরূপ। এক্ষণে উহা অধ্যাস-ভাষ্য নামে বিখ্যাত। এমন চমৎকার ভূমিকা কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিতে পারেন নাই। এই ভূমিকার দ্বারাই তিনি অধ্যাসবাদ্ বা ভ্রমবাদ দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, জীব আমি আমি করে বটে; কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপটি যে কি—তাহা তাহারা জানে না। কারণ, কেবল মাত্র অহংবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ "আমি'-জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানা হয় না। অহংবৃত্তির প্রতি বিশ্বাস কি? উহা কখন দেহাদি অবলম্বন করিয়া উদিত হইতেছে, কখন বা কেবলমাত্র চৈতন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে। সুতরাং আমি বা আত্মা অহংবৃত্তির অর্থাৎ আমি এতদ্রূপ জ্ঞানের স্থির বিষয় বা অব্যভিচরিত আলম্বন নহে। সংসারকালে, মোহকালে, ব্যবহারকালে, ঐ তত্ত্বের প্রস্ফুরণ হয় না বটে; কিন্তু প্রণিধানকালে উহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। প্রণিধানকালে ইহাও প্রতীত হয় যে, চৈতন্যরূপী আত্মা বা আমি অহংবৃত্তির ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ অহংবৃত্তি-উপলক্ষিত স্ফুরণ মাত্র অথচ তদ্বৃত্তির সহিত তাহার লিপ্ততা নাই। সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। তবে যে দেহাদির সহিত তাহার লিপ্ততাপ্রতীতি হয় —তাহা বিভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিভ্রম বা অধ্যাস বলেই ঐরূপ অবিবিক্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। যদিও অধ্যাসের বিরুদ্ধে যুক্তি থাকা দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ অহংজ্ঞান অধ্যস্ত নহে, এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, তথাপি তাহা (অধ্যাস) অনিবার্য্য। শত সহস্র যুক্তি একত্রিত হইলেও অহংজ্ঞানের অধ্যস্ততা নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না। এই অভিপ্রায়ে, ঐ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য, জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ জীবের অহংজ্ঞান অধ্যস্ত কিনা, এইরূপ একটী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া সে শঙ্কা যুক্তির দ্বারা "অধ্যস্ত না" এই রূপে দৃঢ় করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যুস্মদ . যুক্তং,—এই পর্য্যন্ত শঙ্কাভাষ্য এবং তথাপি...... ব্যবহারঃ;—এই পর্য্যন্ত তাহার পরিহার ভাষ্য।

মুখবন্ধঃ।

ইহ খলু ভগবান্ পরমকারুণিকোমুনির্ব্বাদরায়ণঃ কর্ম্মকাণ্ডোদিতযজ্ঞদানতপঃস্বাধ্যায়াদিকর্ম্মভির্ব্বিশুদ্ধাশয়ানাং শমদমাদিমতাং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেনেহামুত্রফলভোগবিরাগিণাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষোপায়ভূতামধ্যাত্মবিদ্যামুপদিদিক্ষুঃ "অথাহতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদিভিঃ সূত্রজাতৈরখিলোপনিষদ্বাক্যানি বিচার্য্য সংগ্রথয়ামাস। সোহয়ং গ্রন্থশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্ব্বিভক্তোবেদান্তশাস্ত্রমিতি ব্রহ্মমীমাংসেত্যুত্তরমীমাংসেতি চ ব্যপদিশ্যতে ব্যবহর্ত্তৃভিঃ পুরুষৈঃ। তত্র তাবৎ প্রথমেহধ্যায়ে সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং তাৎপর্য্যতো ব্রহ্মণি পর্য্যবসানলক্ষণঃ সমন্বয়ঃ, দ্বিতীয়ে সম্ভাবিতবিরোধপরিহারঃ, তৃতীয়েহধ্যাত্মবিদ্যাসাধননির্ণয়ঃ, চতুর্থে চ বিদ্যাফলবিচারঃ সূত্রিতঃ।

সোহয়ং সূত্রগ্রন্থঃ কালবশাৎ কৃশত্বমাপন্নোহপি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈস্তদুপরি-ভাষ্যং নাম প্রসন্নগম্ভীরং মহানিবন্ধং বিরচয্য সমুপবৃংহিতস্তদনু চ বাচস্পতিমিশ্রপ্রভৃতিভিরাচার্য্যবর্য্যৈর্ভামতীপ্রমুখানুদারনিবন্ধনিচয়ান্ বিধায় সুপ্রতিষ্ঠাপিতশ্চ। শঙ্করাচার্য্যপ্রাদুর্ভাবস্তু বিক্রমার্কসময়াৎ প্রগতে ৮৪৫ পঞ্চচত্বারিংশদধিকাষ্টশতমিতে সংবৎসরে কেরলদেশে কালপীগ্রামে শিবগুরুশর্ম্মণোভার্য্যায়াং সমভবদিতি সম্প্রদায়বিদ আহুঃ। অস্মাচ্চ ভগবতঃ শঙ্করাচার্য্যাৎ প্রাগেতস্য ব্রহ্মসূত্রাখ্যগ্রন্থস্য ভগবদ্বোধায়নাচার্য্যকৃতাতিবিস্তীর্ণা বৃত্তিনামধেয়া ব্যাখ্যাসীদিতি প্রমাণশতৈর্ব্বিজ্ঞায়তে। তামেবাবলম্ব্য রামানুজেন বিশিষ্টাদ্বৈতপ্রতিপাদকং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং নিরমায়ীতি রামানুজীয়ব্রহ্মসূত্রভাষ্যদর্শনান্নিশ্চীয়তে।

শঙ্করস্তাবদেবং মেনে।—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যৈর্ব্বোধিতস্য সফলস্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানস্য সাধনং শ্রবণং "শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি শ্রুতির্ব্বোধয়তি। শ্রবণঞ্চ নাম বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণানুকূলবিচারঃ। তাদৃশেনৈব শ্রবণেন নির্ব্বিচিকিৎসং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং সম্পদ্যতে। তদেব তাবৎ সমস্তদুঃখোপশমক-

মানন্দৈকরসং পরমং প্রয়োজনং মুমুক্ষূণাম্। তচ্চ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং বস্তুতঃ প্রাপ্তমপ্যনাদ্যবিদ্যাবশাদপ্রাপ্তকল্পমস্তীত্যতস্তৎ প্রেপ্সিতমিব ভবতি। যথা চ স্বগ্রীবাগতমপি গ্রৈবেয়কং কুতশ্চিৎ ভ্রমাৎ নাস্তীতি মন্যমানঃ পরেণ প্রতিবোধিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি তদ্বৎ।

ন চ লোকে বহুশঃ কৃতশ্রবণস্যাপি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানানুৎপত্তিদর্শনাদকৃতশ্রবণস্য বামদেবাদের্গর্ভবাসকাল এব তদুৎপত্তিদর্শনাচ্চ শ্রবণং ন ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারহেতুরিতি বাচ্যম্। সহকারিবৈকল্যেনান্বয়ব্যভিচারস্য দোষত্বাভাবাৎ জাতিস্মরস্য তস্য তস্য চ জন্মান্তরীয়শ্রবণাৎ ফলসম্ভবেন ব্যতিরেকব্যভিচারাযোগাচ্চ। নো খলু কৃতশ্রবণস্য নিয়মেন সর্ব্বত্র শাব্দং পরোক্ষমেব জ্ঞানমুপজায়তে। সন্নিকৃষ্টযোগ্যবস্তুবিষয়কস্য যাবৎপ্রমাণজন্যজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমাৎ। চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টস্য বহ্নেঃ সত্যামনুমিৎসায়ামনুমানজন্যজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাব্যভিচারাৎ। কেনচিন্নিমিত্তেন ব্যাধকুলসম্বর্দ্ধিতস্য রাজকুমারস্য স্বীয়যথার্থস্বরূপানভিজ্ঞস্য কদাচিৎ প্রাপ্তেঽবসরে রাজকুমারস্ত্বমসীত্যাপ্তবাক্যাৎ স্বস্বরূপসাক্ষাৎকাবোদয়দর্শনাচ্চ শব্দানামপ্যপরোক্ষজ্ঞানজননক্ষমত্বমস্ত্যেবেতি নাত্র বিবদিতব্যম্। অতএব শ্রুতিবিহিতানাং শ্রবণমননাদীনাং তৃণারণিমণিন্যায়েন প্রত্যেকং ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বমস্ত্যেবেতি সিদ্ধান্তিতম্।

কিঞ্চাস্যাং ভ্রান্তিদশায়াং সংসারদশায়াং বা যদয়মহমস্মীত্যহম্প্রত্যয়ানুবিদ্ধমাত্মজ্ঞানমবভাসতে তন্ন প্রমারূপম্। অনিয়তাকারতয়া সন্দিগ্ধত্বাৎ। তথা হি—স্থূলোঽহং কৃশোঽহং ইত্যাদ্যনুভবকালীনাহম্প্রত্যয়ো দেহাভিন্নমাত্মানং গৃহ্ণাতি। তথা বধিরোঽহমন্ধোঽহমিত্যাদ্যনুভকালীনাহম্প্রত্যয় ইন্দ্রিয়াকারমাত্মানং গৃহ্ণাতি। এবমন্যদাপ্যনাৎ। তস্মাদহম্প্রত্যয়েনানিয়তাকারাত্মবস্তুগ্রহণাদস্ত্যেব তত্র সন্দিগ্ধতা। সন্দিগ্ধত্বাদেব চ তত্রাস্তি প্রমাত্বব্যাঘাতঃ। অপি চ "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" ইতি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি চৈবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্বতরশ্চ সমস্তোপাধিশূন্যমখণ্ডৈকরসমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদিশন্তি। অহম্প্রত্যয়স্তু প্রাদেশিকমনেকবিধদুঃখশোকাদিপ্রপঞ্চোপপ্লুতমাত্মানং প্রত্যাপয়তি। ততোঽপি সন্দিগ্ধতাত্মবস্তুনঃ। তত্রাপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কেন স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবেন শ্রুতিবচনেন বিরুদ্ধত্বাদহম্প্রত্যয়প্রতীতস্যাপ্রামাণ্যমেবাধ্যবসীয়তে। নিশ্চীয়তে চ

দেহাদিতাদাত্ম্যাধ্যাসেন স্থূলোঽহমিত্যাদিরূপোঽহম্প্রত্যয়োভ্রান্তিবিলসিত ইতি। অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ভ্রান্তিরিতি ভ্রান্তেরৌৎসর্গিকং লক্ষণম্। বিশেষলক্ষণন্তু ভাষ্যে প্রবিততমস্তীতি তদ্‌দ্রষ্টব্যম্। ন চাঽপুরোবর্ত্তিনি নিরবয়বে নীরূপে চ চিদাত্মনি দেহাদিতদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসোঽঘটত অদৃষ্টত্বাদিতি মন্তব্যম্। অধ্যাসহেতোরনাদ্যজ্ঞানদোষস্য নিরর্গলত্বাৎ। ন চায়মস্তি নিয়মো পুরোবর্ত্তিত্বাদিবিশিষ্ট এব বিষয়ান্তরমধ্যাসিতব্যমিতি যতো বালা অতাদৃশেঽপ্যাকাশে তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। বস্তুতস্ত্বারোপ্যপদার্থস্য সত্ত্বমধ্যাসে নাপেক্ষিতং কিন্তু প্রতীতিমাত্রম্। এবঞ্চ কূটকার্ষাপণাদিনা ব্যবহারদর্শনাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বমিথ্যাজ্ঞানোপস্থাপিতদেহাদিপ্রপঞ্চপ্রতীতিরেবোত্তরোত্তরাধ্যাস উপযোক্ষ্যতে ন ত্বন্যৎ কিঞ্চিদপি। যদ্যপি দেহাদিপ্রপঞ্চস্য কথঞ্চিৎ প্রতীতৌ সত্যামধ্যাসঃ সিধ্যতি সিদ্ধে চাধ্যাসে দেহাদিপ্রপঞ্চস্য প্রতীতিরিত্যন্যোন্যাশ্রয় আপততি তথাপি নাঽসৌ দোষঃ। বীজাঙ্কুরবৎ সংসারপ্রবাহস্যাঽনাদিত্বেন তৎকারণস্যাধ্যাসস্যাপ্যনাদিত্বাৎ। তদেবমপরিচ্ছিন্নে চৈতন্যৈকরসেঽদ্বিতীয়ে প্রত্যগাত্মবস্তুন্যঽধ্যস্তো নিখিলোঽন্তঃকরণাদির্জ্জড়বর্গশ্চেতনবৎ সদ্রূপেণাবভাসতে প্রত্যগাত্মা চান্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্তোঽন্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ সন্ পূর্ণোঽপি প্রাদেশিক ইব চেতনোঽপি জড় ইবাবভাসমানঃ কর্ত্তা ভোক্তা চাঽহঙ্কারাস্পদমুপজায়তে। সোঽয়মনির্ব্বচনীয়ো মিথ্যাজ্ঞানবিলাসোঽনাদিরপার ইতরেতরাধ্যাসরূপঃ সর্ব্বানর্থমূলকারণং ন শক্যতে তত্ত্বজ্ঞানমন্তরা সমূলঘাতং হন্তুম্। তস্মাদাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালাভ্যাসজন্মনা প্রবলতরতত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণাঽনন্তজন্মান্তরপ্রণালিকাগতঃ সুদৃঢ়োঽপি মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারঃ সমূলঘাতং হন্যত ইত্যুপদিশতি মাতেব হিতকারিণী শ্রুতিঃ "দ্রষ্টব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিকা।

অস্মিন্ হি শাস্ত্রে ব্রহ্মণো যৎ জগৎকারণত্বরূপং লক্ষণমুক্তং তন্ন পরমাণূনামিবারম্ভকত্বরূপং নাপি প্রকৃতেরিব পরিণামিত্বরূপং কিন্তু মায়য়া ব্যোমাদিরূপেণ বিবর্ত্তমানত্বলক্ষণম্। তথা চেন্দ্রজালসদৃশস্যৈবাস্য জগতো মায়িকত্বেন তাত্ত্বিকসত্তাশূন্যত্বাৎ জগৎকারণত্ববোধিকাশ্রুতির্জ্জগদ্‌ব্রহ্মণোস্তাত্ত্বিককার্য্যকারণভাবং নাভিধত্তে কিন্ত্বৌপচারিকমেব। যথা চাস্মিংশ্চ লোকে লোকপ্রসিদ্ধো মায়াবী পরমৈন্দ্রজালিকো মণিমন্ত্রাদিপ্রয়োগসংক্ষুভ্যমাণয়া মায়য়া প্রেক্ষকাণাং বিস্মাপনমিন্দ্রজালং সৃজতি তথা মহামায়াবী মহেশ্বরোঽপ্যন-

স্বশক্তির্নির্ব্ব্যাপার এব স্বেচ্ছামাত্রেণাঽখিলং সৃজতি। যা তস্যেচ্ছাশক্তিঃ সৈব মায়েত্যঽস্মিন্ বেদান্তশাস্ত্রে নিগদ্যতে। জীবেশ্বরবিভাগোঽপি তদ্বিভেদাদুপপদ্যত এব। একাপি হি গুণবতীচ্ছাশক্তীরজস্তমোঽনভিভূতশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা সতী মায়েতি রজস্তমোঽভিভূতমলিনসত্ত্বপ্রধানা সতী চাবিদ্যেত্যভিধীয়তে। একমপি সদ্ ব্রহ্ম মায়োপাধিকমীশ্বর ইতি গীয়তে শ্রুতিস্মৃতিষু। তদেব পুনরবিদ্যোপাধিকং সৎ জীব ইতি ব্যপদিশ্যতে চ। বিশুদ্ধেরেকবিধত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানমায়ায়া একত্বেন মায়াবিন ঈশ্বরস্যাপ্যেকত্বমেব। মালিন্যস্য তারতম্যেন মলিনসত্ত্বপ্রধানায়া অবিদ্যায়া নানাত্বাৎ তদুপাধিকস্য জীবস্যাপি দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিপ্রভেদেন নানাত্বম্। তত্রেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বনিয়ন্তা তদুপাধের্মায়ায়া শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানত্বাৎ জীবস্তু ন তথা মলিনসত্ত্বপ্রধানয়া অবিদ্যায়া উপহিতত্বাৎ। এবঞ্চ কৌন্তেয়স্যৈব রাধেয়ত্ববদবিকৃতস্যৈব পরমাত্মনঃ স্বাঽবিদ্যয়া জীবভাবঃ। যদপি সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং মূলকারণমজ্ঞানং তদেব প্রকৃতিরিতি মিথ্যাজ্ঞানমিতি মায়েতি চাভিধীয়তে। তদেব পুনর্জ্জীবেশ্বরাদিভেদে কারণমিত্যুপপন্না বিভাগব্যবস্থা। যথা চ স্বভাবে নানবচ্ছিন্ন আকাশে ঘটমুপাধিং নিমিত্তীকৃত্য তৎক্রোড়ীকৃতত্বেনাংঽশং কল্পয়িত্বা ঘটাকাশ ইত্যেকো বিভাগঃ, ঘটাদ্বহিরিতি শব্দমাত্রনিবন্ধনো মহাকাশ ইত্যপরো বিভাগঃ, বস্তুতস্তু নাসৌ বিভাগঃ পারমার্থিকঃ, এবং দেহাদিনাঽহং মনুষ্য ইত্যাদিপ্রকারেণ বিশেষ্যমাণো জীবঃ স এব পুনস্তেনাঽবিশেষ্যমাণঃ পরম ইতি বিভাবনীয়ম্।

ঘটোঽস্তি, ঘটঃ স্ফুরতি, ইত্যাদিনা ঘটাদিসত্ত্বস্ফুরণগ্রাহকং প্রত্যক্ষমাগমবিরোধাদনৈকান্তিকমেব। দৃশ্যতে হি প্রত্যক্ষদৃষ্টবস্তুস্বরূপস্য বহুশো ব্যভিচারঃ।

> "তলবদ্দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতোঽব্যবাড়িব।
> ন তলং বিদ্যতে ব্যোম্নি ন খদ্যোতো হুতাশনঃ॥
> বিতস্তিমাত্রং গগনে প্রত্যক্ষেণেন্দুমণ্ডলম্।
> দৃশ্যতাং বালিশৈস্তন্ন প্রমাণং শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ॥"

অতএব হ্যাগমস্যৈব নির্ব্বিশঙ্কং প্রামাণ্যমাস্থেয়মেব। অত্রেদমবধারণীয়ম্। যৎ যদধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকং তৎ তস্মিন্ কল্পিতমেব যথা জলাধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকং

-তরঙ্গবুদ্বুদাদিকং জলে কল্পিতম্। তথা চ বিশ্বমপি সচ্চিদাত্মাধীনসত্তাস্ফূর্ত্তি-কত্বাৎ সচ্চিদাত্মন্যেব কল্পিতমিতি কৃতবুদ্ধয়ো বিদাং কুর্ব্বন্তু। যথা স্বগতেনৈব কালিম্না দর্পণস্বভাব আচ্ছাদ্যতে তথা স্বগতেনৈবাঽনাদ্যনির্ব্বচনীয়াঽজ্ঞানেন স্বস্বরূপমাচ্ছাদ্যতে। তত এব হি বিচারমন্তরেণ বালিশা লোকা দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য স্বাত্মকল্পিতত্বং ন বিজানন্তি। আকাশবদনবচ্ছিন্নঃ পূর্ণঃ সর্ব্বগতঃ স্বয়ম্প্রকাশশ্চিদাত্মা স্বাশ্রিতমূলাজ্ঞানলক্ষণদোষবশাৎ স্বস্মিন্নুত্থিতময়মহমস্মীত্যহঙ্কারভেদেন প্রতিপদ্যতে। অয়মেব স্বাভেদেন গৃহীতোঽহঙ্কার আত্মচৈতন্যখচিতো-ভূত্বা নিখিলং প্রপঞ্চচমৎকারমবভাসয়ন্নাত্মানমানন্দয়তি। তস্মাচ্চ কারণাদেষ আনন্দময়কোষ ইতি বেদান্তশ্রুতিষু কীর্ত্ত্যতে। ততশ্চাঽহং বিজানামীতি বুদ্ধিং বিবর্ত্তয়ন্ বিজ্ঞানময়ং কোষমধিতিষ্ঠতি। ততশ্চাঽহং মন্য ইতি মননং ভাবয়ন্ সংকল্পবিকল্পাদ্যাত্মকেন মনোময়কোষেণাব্রিয়তে। ততঃ পরং মনুষ্যোঽহমিত্যাদ্যভিমন্যমানোবাল্যতারুণ্যাদ্যনেকধর্ম্মবতাঽন্নময়কোষেণ দেহাপরনাম্নোপহিতো ভূত্বা নানাবিধান্ পুত্রকলত্রধনাগারাদিরূপান্ দেহতোঽপি বাহ্যান্ বিষয়ান্ বিচরন্ তত্র তত্রাভেদেনোপরজ্যতে। এবং স পরমোঽপি সন্ মিথ্যাজ্ঞানেন মোহমুপগতো দেহাদ্যভিন্নমাত্মানং গৃহ্লন্ স্বস্য প্রাদেশিকত্বমভিমন্যতে। তদেবমখণ্ডানন্দে স্বপ্রকাশে চিদাত্মন্যহঙ্কারেণ বৃথা প্রসঞ্জিতং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিকং ভেদপ্রতিভাসমপবদিতুং জীবাত্মপরমাত্মনোঽভেদং প্রত্যায়য়ন্তি শ্রুতয়ঃ—"তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিকাঃ।

ন চাগ্রমাত্রারয়বেঽপ্যবয়বিত্বারোপেণাগ্রহস্ত ইতি রাজসচিবেঽপি রাজত্বারোপেণ রাজেতি চ প্রয়োগং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং জীবেশ্বরয়োরংশাংশিভাবাভিপ্রায়তা স্বামিভৃত্যভাবাভিপ্রায়তা বা কল্পনীয়া। যত আকাশস্যেব বিভোরীশ্বরস্যাংশো ন সম্ভবতি। জীবাত্মানশ্চেদীশ্বরাংশাস্তর্হি সোঽপ্যংশীতি স্বীক্রিয়তাম্। অংশিত্বং সাবয়বত্বমিত্যনর্থান্তরম্। তস্য সাবয়বত্বে জন্যত্ববিনাশিত্বাদয়ো দোষা আপতেয়ুরিতি তন্মতমসমঞ্জসমেব। কিঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মনোর্ভেদঘটিতঃ স্বস্বামিভাবাদি র্ন কোঽপি সম্বন্ধো ঘটতে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদ্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ পঠিতেন শ্রুতিকদম্বেন যৎ স্ফুটমেবানয়োরখণ্ডত্বাপরপর্য্যায়মদ্বিতীয়ত্বমাম্নাতং তদেব প্রত্যায়য়িতুং প্রবৃত্তানাং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং

ভেদঘটিতাংশাংশিস্বস্বামিভাবাদৌ ন লেশতোঽপি তাৎপর্য্যং স্থাপয়িতুং পার্য্যতে কেনাপি। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এব ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" ইত্যাদ্যনেকশ্রুতিভির্বলবতীভিঃ স্রষ্টুরীশ্বরস্য স্বসৃষ্টেষু সংঘাতেষ্বহংবিকৃতস্যৈব প্রবেশবোধনাৎ ভেদঘটিতস্বামিভৃত্যভাবাদিসম্বন্ধস্য দূরনিরস্তত্বমবারণীয়মেব। "যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবং—" ইত্যাদিকাস্তু শ্রুতয়স্তুত্তদুপাধিকল্পিতভেদমাশ্রিত্য প্রবৃত্তা ইত্যৌপচারিকমেব তত্র তত্র তত্তদ্ভেদশ্রবণম্। ততশ্চ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ সাধু সঙ্গচ্ছন্ত এব। কিমধিকেনোক্তেন—ঔপাধিকত্বেনাতাত্ত্বিক এব দ্বৈতপ্রপঞ্চ ইতি সর্ব্বাসাং বেদান্তশ্রুতীনাং হৃদয়ম্।

এতৎ সর্ব্বং মনসিকৃত্য পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ শারীরকং নাম ভাষ্যং বাদরায়ণকৃতব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানাত্মকং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিভিরুপবৃংহিতং ন্যায়ৈশ্চ লৌকিকবৈদিকৈর্দৃঢ়ীকৃতং নির্ব্বিশেষাদ্বৈতপ্রতিপাদকং বিরচয়ামাস। তস্যায়মুপক্রম উপোদ্ঘাতো বা—যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি। অস্যোপোদ্ঘাতসন্দর্ভস্যাধ্যাসভাষ্যমিতি প্রসিদ্ধিরস্তীত্যাস্তাং তাবৎ সর্ব্বমগ্রে দর্শনপথমাগমিষ্যতীত্যলং বহুনা।

শ্রীকালীবরশর্ম্মণাম্।

ভাষা-ভাষ্য-ভূমিকা

পূর্ব্বে দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে ভগবান্ ব্যাস সমুদায় বেদরাশি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চার বিভাগে বিভক্ত করিয়া জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বেদ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, এতন্নামক কাণ্ডত্রয়ে বিভূষিত। মহামুনি জৈমিনি কর্ম্মী দিগের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ ভাগের ও তদীয় গুরু বাদরায়ণ ব্যাস মুমুক্ষু দিগের নিমিত্ত উপাসনা ও জ্ঞান এই দ্বিকাণ্ডী বেদের উৎকৃষ্ট মীমাংসা নিবন্ধ প্রস্তুত করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনির অভিপ্রায়, অধিকারী জীবনিবহ নিত্য নিয়মিত বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে রত থাকুক এবং ব্যাসের অভিপ্রায়, কর্ম্মী লোক কর্ম্মের দ্বারা পূত হইয়া তাহা হইতে (কর্ম্ম-বন্ধন হইতে) মুক্ত হউক। জৈমিনি মুনি জানিয়াছিলেন, একমাত্র কর্ম্মই জীবের ভোগের ও অপবর্গের মুখ্য উপায়, তাই তিনি লোকের কর্ম্মবৈগুণ্য না জন্মে, এই ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্মমীমাংসা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কর্ম্মের স্বভাব এই যে, কর্ম্ম কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে কাম্যফল প্রদান করিবে এবং নিষ্কাম মুমুক্ষু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতাকে মোক্ষের সোপান পরম্পরায় অধিরোহণ করাইবে। কামনা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মকরণে প্রসক্ত বা রত থাকিলে অল্পে অল্পে কামক্রোধাদি মনোদোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, ক্রমে বৈরাগ্য আইসে, পরে শমদমাদি গুণ দৃঢ় হওয়ায় মুক্তির পরম কারণ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্ম ভোগ ও অপবর্গ উভয়েরই কারণ। সকাম কর্ম্ম ভোগের ও নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের সোপান স্বরূপ। স্বর্গাদি ভোগের ও ভোগস্বরূপ মোক্ষের সোপান স্বরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানরহস্য অর্থাৎ বিচার বা মীমাংসা জৈমিনি মুনি কর্ত্তৃক এবং মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য সহায় উপাসনার স্বরূপ, রহস্য বা মীমাংসা, বেদ-গুরু ব্যাস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অদ্যাপি ইহ জগতে বিরাজিত ও পূজিত আছে। জৈমিনিকৃত কর্ম্মরহস্য পূর্ব্বমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা নামে এবং ব্যাসের উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানরহস্য ব্রহ্মমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা ও বেদান্ত নামে বিখ্যাত।

পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থ ১৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শেষ ৪ অধ্যায় দেবতা-কাণ্ড ও সঙ্কর্ষণকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই সঙ্কর্ষণকাণ্ড অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই এবং ইহার কোন ভাষ্য কি টীকা আছে কি না তাহা জানিতে পারি নাই। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্র ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহার অনেক ভাষ্য বৃত্তি বার্ত্তিক ও টীকা আছে। স্বস্বমতের অনুকূলে বেদান্তের টীকা বা ব্যাখ্যা নাই এমন সম্প্রদায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণবসম্প্র-দায়ে রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য ও আধুনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির, শৈবসম্প্রদায়ে অবধূতাচার্য্য প্রভৃতির, সন্ন্যাসীদলে শঙ্কর প্রভৃতির ভাষ্যাদি প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। এমন কি ৺রাজা রামমোহনরায় মহোদয়ও এই বেদান্তসূত্রের স্বীয় মতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যাখ্যাকারের নাম লিখিত হইল, তাঁহাদের পূর্ব্বেও অন্যান্য আচার্য্যের ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। বেদান্তসূত্রের খুব্ পুরাতন ব্যাখ্যা এখন পাওয়া যায় না। পুরাতন ব্যাখ্যাকারের মধ্যে বৌধায়ন মুনি ও পাণিনিগুরু উপবর্ষ পণ্ডিত * এই দুই আচার্য্যই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অনেক স্থলেই দেখা যায়, রামানুজ ও শঙ্করস্বামী এই দুই ভাষ্যকার ঐ দুই প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের বাক্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্র গুরু শিষ্য ও আচার্য্য সমাজে বিশেষ মান্য গণ্য ও আদরণীয় ছিল। মধ্যে বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবে ইহার হতাদর ও বিরল-প্রচার ঘটনা হইয়াছিল সত্য; পরন্তু সে অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই ভগবান্ শঙ্কর-সূর্য্য উদিত হইয়া ভাষ্য-কিরণ বিস্তার করতঃ সমুদায় অধ্যাত্মবিদ্যার আবরক অন্ধকার দূরীকৃত করিয়াছিলেন। সম্বৎ অব্দের ৮৪৫ অতীত হইলে কেরল দেশের কালপী গ্রামে শিবগুরু ব্রাহ্মণের

* বৌধায়ন এক জন ঋষি। উপবর্ষ পাণিনি মুনির অধ্যাপক। পাণিনি মুনি শাক্যসিংহের বহুপূর্ব্বের লোক। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ অতি পুরাতন। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ বাঁদরায়ণ ব্যাসের কি না, সংশয় করিবার অল্পমাত্রও কারণ নাই। মহাভারত প্রণেতা ব্যাস মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা আভাস মহাভারতান্তর্গত গীতাপর্ব্বাধ্যায়ের "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়।

ঔরসে জ্ঞানগুরু শঙ্করের জন্ম হয়। প্রথিত আছে, সর্ব্বজ্ঞকল্প শঙ্কর ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সমুদায় উপনিষদের, গীতার, সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়ের ও ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অতি উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেক প্রকরণ গ্রন্থও (অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজ্ কাল ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের যত গুলি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে, সে সমুদায়ের মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যই অধিক পুরাতন। শঙ্করের অনেক পরে বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজ জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মতের অনুকূলে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজের মত পরে বলিব, আগে শঙ্করের মত বলা যাউক। শঙ্কর বলেন—

"জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবা মাত্র ব্রহ্ম হয়" "আত্মজ্ঞ সংসারদুঃখ অতিক্রম করে" এই সকল আপ্ত বাক্য প্রমাণে ও তদনুকূল যুক্তিতে স্থির হয় যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। "ব্রহ্মই আমি" ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ। মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয় তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এগুলি একত্রিত হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপ শুনাই শুনা, তদ্ভিন্ন শুনা শুনা নহে। তোমার বাড়ী গিয়া তোমার চাকরকে বলিলাম, তামাক সাজ্। সে তামাক সাজিল না। আমি দুঃখিত হইয়া বলিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনিল না। সত্য সত্যই কি সে আমার "তামাক সাজ্" এই কথা শুনে নাই? "তামাক সাজ্" এ শব্দ কি তাহার কর্ণপ্রবিষ্ট হয় নাই? তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা সে মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অথবা সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই। বক্তব্য তাহাই, কিন্তু শব্দ সাজাইলাম, "তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই।" অতএব, উপর উপর শুনা শুনা নহে, শ্রুত পদার্থে আদর ও বিশ্বাসাদি না করিলে তাহাও শুনা নহে।

বলিতে পার, শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি মহাবাক্যও

শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, অনেক লোক বেদান্ত না পড়িয়া ও তত্ত্বমসি বাক্য না শুনিয়া জ্ঞানী হয়। শাস্ত্রেও শুনা যায়, কপিল ও বামদেব প্রভৃতি ঋষি জন্মজ্ঞানী। সুতরাং শ্রবণের ফল তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য, একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়। শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে, তাহাতে তাহার কারণতার অভাব ঘটে না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণি-মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহকার্য্য অবরুদ্ধ থাকে তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় প্রাপ্ত হয়। বামদেবাদি ঋষিবৃন্দের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এতৎ জন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য আর ইহ জন্মে তাঁহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব, শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয় সে ঘটনা মননের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহি, এ অনুভব না হয় তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হইবে। অন্যথা হইলে হইবে না। এই স্থলে কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য কারণ এবং অন্য দুইটী (শ্রবণ ও মনন) তাহার সহায়।

আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরু-মরীচিকায় জলভ্রান্তি, তেমনি, ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়। অনন্তর "আমি" এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমস্তই ভ্রান্তি-বিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি-জ্ঞান ও আমি-জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়, মন, এ সকল ত্যাগ

করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহং-জ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। তদ্বিধ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তাহাকে মোক্ষ বল, জীবত্ব নাশ বল, জীবন্মুক্তি বল, তুরীয়প্রাপ্তি বল, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তি বল, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার। সে অবস্থা সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক মনোবৃত্তির অতীত সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ দুঃখের অতীত। তাহা নির্ভয়, অদ্বয়, ঘন আনন্দ, একরস ও কূটস্থনিত্য।

একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্যান্য জীবে বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য উপাধি ভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি) ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া আছে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক ; নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে অবভাসিত অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে হেতু একাদ্বয় মহান্ ব্যাপি চৈতন্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্যই সত্য। অধিক কি, সত্য চৈতন্যে যাহা যাহা ভাসমান তাহা তাহাই অসত্য। সে সকল চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রতীতি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক এবং ঐ প্রতীতি সুদৃঢ় বা অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ হইলেই জীব আপনার ব্রহ্মত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শক্তিমান্ গুরু যখন বিবেকী ও বুভুৎসু শিষ্যকে "তত্ত্বমসি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন, তখন তাহার তদুক্ত বাক্যের সামর্থ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রতীতি অর্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার ব্রহ্মত্ব বোধ উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই বোধ সাধনের বলে অপরোক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করে। শ্রবণাদির পর দুই প্রকারে বাক্যার্থবোধ হইতে দেখা যায়। এক পরোক্ষরূপে, অপর অপরোক্ষরূপে। বাক্‌প্রকাশ্য বস্তু শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক বাক্য তদ্বস্তুবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসন্নিহিত থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়। "তুমিই দশম" এই বাক্য "দশম

নাই" এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া শ্রোতাকে আপনার দশমত্ব সাক্ষাৎকার করাইয়াছিল*। "তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ" এই বাক্য রাজপুত্রের ব্যাধভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়াছিল†। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যও শিষ্যের মানুষ্যভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মত্বসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ এই যে, ব্রহ্মই স্বাশ্রিত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানে "আমি অমুক" এই সদ্বয়ভাব বা পরিচ্ছেদভ্রান্তি প্রাপ্ত ও জীব হইয়া আছেন। সুতরাং অদ্বয়ব্রহ্মবোধক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাহার সেই স্বাত্মভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ। উপদেশাত্মক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য জিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করে, তদ্দ্বারা ক্রমে তাহার "আমি অমুক" এই চিরাভ্যস্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদূরিত বা নিবৃত্ত হয়, তখন তাহার সেই চিরসিদ্ধ অদ্বয়ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব স্থিরীকৃত হয়। এই অদ্বয় ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। যদিও আলোক অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্য পরস্পর বিরোধী ‡ তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব

---

* দশম। দশ জন চাষা একদা দেশান্তর যাইতেছিল। পথি মধ্যে এক নদী, সন্তরণ ব্যতীত পার হইবার উপায় নাই, দেখিয়া সন্তরণ দ্বারা পার গমন করিল। দশ জনই আছি কি না, কেহ নক্রকুম্ভিরগ্রস্ত হইয়াছে কি না, বুঝিবার নিমিত্ত একে একে সকলেই সকলকে গণিল, পরন্তু গণনামধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট না করায় সকলেরই দশম নাই, এই প্রতীতি(ভ্রান্তি) জন্মিল, তাহাতে তাহারা দশমের জন্য অনেকবিধ শোক পরিতাপাদি করিতে লাগিল। এই সময়ে জনৈক বিজ্ঞ পথিক তথায় আগমন করতঃ তাহাদের শোকের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে পুনর্গণনা করিতে বলিল। নবম পর্য্যন্ত গণা হইলে পথিক উপদেশ করিল, "তুমি দশম।" "তুমি দশম" এই উপদেশে তাহাদের ভ্রান্তি গেল এবং দশম জ্ঞান অপরোক্ষ পথে আসিল। তখন তাহাদের শোক মোহ বিনষ্ট হইল। বাক্য এই উদাহরণের অনুরূপ স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়।

† রাজপুত্র। এক সময়ে কোন এক রাজপুত্র চৌরনীত, ব্যাধকুলে বিক্রীত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে কোন এক তদীয় আত্মীয় তাহাকে "তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ" এইরূপ এইরূপ বাক্য বলিয়া তাহার জন্মবৃত্তান্ত বুঝাইয়া দেয়। তাহাতে তাহার ব্যাধ পুত্রতাভিমান বিদূরিত ও স্বরূপসম্বোধ উদিত হয়।

‡ বিরোধী পদার্থের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না

অপ্রত্যাখ্যেয়। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপ বোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণিত করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? অপিচ, প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্ চেতনে অজ্ঞানসংশ্রব নাই? সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান-সংশ্রব দৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার্শ্বচর শক্তি। ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে, কখন নিকটে, কখন প্রকাশ্যরূপে ও কখন অন্তর্হিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা মোক্ষের আশা করি। যেমন অন্ধকারকালে আলোকের অপসার, এবং আলোককালে অন্ধকারের অপসার হয়, তেমনি, অজ্ঞান-কালে জ্ঞানের তিরোভাব ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন ঘটনা হয়। জ্ঞান হইলে অজ্ঞান পলায়ন করিবে; ইহা স্থির থাকাতেই আমরা অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানই সংসার; সংসার অন্য কিছু নহে। অখণ্ডচেতন অদ্বয়ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকর-

---

অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান পায় না, তেমনি, জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মে অজ্ঞানের আবেশ অস্বীকার করা ন্যায্য নহে। কারণ, জ্ঞান অজ্ঞান একত্রাবস্থিত হয় না, এ নিয়ম বৃত্তিজ্ঞানে প্রচলিত। ঘটাকারা মনোবৃত্তি ও ঘটাভাবাকারা মনোবৃত্তি একত্রিত হয় না, এই মাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। সুতরাং উক্ত উভয় বৃত্তির গ্রাহক যে আত্মচৈতন্য তাহা তাহার অধিকার ভুক্ত নহে। আত্মচৈতন্যে দ্বিপ্রকার বৃত্তিই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাসমান হইয়া থাকে। যাহা আত্মা বা চেতন, তাহাই ব্রহ্ম। যাহা তাহার প্রতিযোগী—বিপর্য্যয়—এবং কখন আচ্ছাদক—কখন বা পার্শ্বস্থায়ী—তাহাই অজ্ঞান। অতএব, মূলাজ্ঞান ও মূল জ্ঞান ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানের তুল্যস্বভাবাপন্ন নহে। সেই জন্যই চিৎ ও জড় এই দুই বিরুদ্ধ পদার্থের অভিভাব্য অভিভাবক ভাব সম্ভব হয়।

পাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদিপরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে তিনি অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। চিদাত্মা ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর কখন বা সহচর শক্তিবিশেষই এতৎ শাস্ত্রে ঐশীশক্তি, জগদ্যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়া, সৃজনশক্তি ও মূলপ্রকৃতি, ইত্যাদি নামে পরিভাবিত হইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ কি বাহ্যপ্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্য তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইয়াছে। সে জন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবভাসে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। অস্তি—আছে (১), ভাতি—প্রকাশ পাইতেছে (২), প্রিয়—ভাল বা বেশ্ এই ভাব (৩), রূপ—ইহা এতৎ-প্রকার (৪), নাম—ইহা অমুক বস্তু (৫)। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত তিন রূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুই রূপ জগৎ। অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞান-বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। সেই জন্যই বলা যায় "জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।"

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় "অহং—আমি" এই বৃত্তি অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে। সংসারকালের অহং-জ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞানকালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, কখন শরীর, অবলম্বন করতঃ অবস্থান করে, পূর্ণ-চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয় না। সুতরাং সংসারকালের অহং-জ্ঞান অস্থি-রতা বিধায় সন্দিগ্ধের ন্যায় অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। জননীর ন্যায় হিতাভি-লাষিণী শ্রুতি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা সেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্তা আছেন। শ্রবণে অকৃতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে অধি-কারিতা লাভের জন্য ও বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য নিবারণের জন্য প্রথমে চিত্তপরিকর্ম্ম-স্থায়ক উপাসনা প্রয়োজনীয়। শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদোক্ত অনুষ্ঠানে কিছু দিন রত থাকিলেই চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হয়, তখন

শ্রবণাদিকার্য্যে অধিকারিতা জন্মে। মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধক অভাবপ্রাপ্ত হয়, প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান (অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অনুভব) আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা অহংবৃত্তি ব্রহ্মদর্শন করায়, করাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন আর অহং থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ জন্মে। শ্রোতার চিত্তে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করাইবার নিমিত্ত শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ লক্ষণ তটস্থ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, এ লক্ষণ স্বরূপসন্নিবিষ্ট। জগৎকারণ হইলেও তিনি সাংখ্যের প্রকৃতির ও বৈশেষিকের পরমাণুর ন্যায় পরিণামী ও আরম্ভক নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন, সুতরাং অভিন্ননিমিত্তোপাদান বিবর্ত্ত কারণ। অভিন্ননিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড়শা)। লূতা সৃজ্যমান সূত্রের প্রতি স্বচৈতন্যপ্রাধান্যে নিমিত্ত কারণ এবং স্বশরীরপ্রাধান্যে উপাদান কারণ। লূতা যে সূত্র সৃজন করে, তাহার উপাদান সে অন্য কোথা হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে। বিবর্ত্তশব্দের অর্থও শ্লোকে গ্রথিত আছে।

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

সত্য সত্যই একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং মিথ্যা অন্যথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার। রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত্ত। সুতরাং এই দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রজালসদৃশ তাত্ত্বিকসত্তাশূন্য অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদিপ্রয়োগকৃত্যমান মায়ার দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃজন করে, সেইরূপ, মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছার দ্বারা জগৎ সৃজন করেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই এতৎশাস্ত্রে মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবেশ্বর বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্টসত্ত্ব প্রাবল্যে মায়া এবং মলিনসত্ত্ব প্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ার উপহিত ঈশ্বর ও অবিদ্যার উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। মায়া

এক, সেজন্য ঈশ্বরও এক। মালিন্যের অল্পাধিক্য অনুসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা। সুর, অসুর, মানুষ, পশু, ইত্যাদি। মায়ার জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্য তদুপহিত ঈশ্বরও সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অল্পতা বশতঃ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের জীব হওয়া কৌন্তের কর্ণের রাধেয় হওয়ার অনুরূপ। অপিচ, যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তত্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনি ব্রহ্মও মনুষ্যাদি উপাধিতে (আধারে) জীব ও তদপগতে ব্রহ্ম।

শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভব, তিন্ প্রকার অনুসন্ধানে পাওয়া যায় যে, যাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধীন, তাহাতে তাহা কল্পিত। যেমন তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত অর্থাৎ সে সকলের সত্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে, তেমনি, এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সচ্চিদানন্দব্রহ্মসত্তার অধীন। এতদ্দৃষ্টে স্থির করা যায়, সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচৈতন্যে কল্পিত। অজ্ঞ জীব এই আত্মকল্পিত ভাব সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ। যদ্রূপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছস্বভাব প্রচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ, স্বীয় অনির্ব্বাচ্য অনাদি অজ্ঞানও স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই অজ্ঞ জীব দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞাত নহে। বিচারাত্মক শ্রবণাদির দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য পরিমার্জ্জিত হইলে তখন তাহারা বুঝিতে পারে (আমি পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও সত্য; অপর সমস্ত আমাতে ও আমারই কল্পিত)

আত্মা আকাশের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন, পূর্ণ, সর্ব্বগত, স্বয়ম্প্রকাশ ও চেতন। ইহার পার্শ্বচর অজ্ঞান নামক দোষ ইহাতে প্রথমে বৃথা অহং-প্রতিভাস উত্থাপন করে। অহং-প্রতিভাস উৎপন্ন হওয়াতেই ক্রমে অসংখ্য দ্বৈত-প্রতিভাস উৎপন্ন হয়। জীব বস্তুতঃ পরম, পরন্তু তিনি পরম হইয়াও স্বীয় পার্শ্বচর অজ্ঞানের দোষে অপরম অর্থাৎ প্রাদেশিক (পরিচ্ছিন্ন) জীব হইয়া আছেন এবং জীবভাব প্রাপ্ত হওয়াতেই বৃথা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভোগ করিতে-ছেন। জননী অপেক্ষা অধিক হিতৈষিণী শ্রুতি তাহা বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদপ্রতিপাদক (অভেদবোধক) "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করিয়াছেন।

যদি বল, অভেদ তত্ত্বমসি-বাক্যের মুখ্যার্থ নহে, ঔপচারিক; লোকে

যেমন অমাত্যকেও রাজা বলে, তেমনি শ্রুতি চৈতন্যাংশে ব্রহ্মস্বভাবের সাদৃশ্য আছে দেখিয়া জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অথবা জীব ব্রহ্মের অংশ, অথবা জীব ব্রহ্মের সেবক, তৎকারণে শ্রুতি জীবকে ব্রহ্ম বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সাদৃশ্য থাকিলে সদৃশ বস্তুকে তৎস্বরূপ বলা যায় এবং অংশাংশিভাব সেব্যসেবকভাব অথবা স্বামিভৃত্যভাব থাকিলেও ঐ রূপ প্রয়োগ হইতে পারে। হয় ত শ্রুতির অভিপ্রায়—অংশাংশিভাব, না হয় স্বামিভৃত্যভাব, না হয় সেব্যসেবকভাব। শঙ্কর বলেন, প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে। অংশাংশিভাব অথবা স্বামিভৃত্যভাব অভিপ্রায়ে ঐ সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, শ্রুতি-সন্দর্ভের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান ও তাৎপর্য্য বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, অভেদ অর্থ গৌণ নহে; প্রত্যুত মুখ্য। বিবেচনা কর, আকাশের ন্যায় নিরবয়ব বিভু পরমেশ্বরের অংশ নিতান্ত অসম্ভব। জীবগণ ঈশ্বরাংশ, এ কথা সত্য হইলে ঈশ্বর অংশী, এ কথাও সত্য হইবে; কিন্তু তাহা অযুক্ত। বিবেচনা কর, অংশী ও সাবয়ব সমান কথা এবং সাবয়ব পদার্থ যে জন্যত্ববিনাশিত্বাদি দোষে প্রলিপ্ত তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এবিষয়ে অধিক কি বলিব, ভেদঘটিত স্বামিভৃত্যভাব বা সেব্য-সেবকভাব শ্রুতিতাৎপর্য্যের বিরোধী; সে জন্য তাহা অপ্রমাণ। অপিচ, উপক্রমে ও উপসংহারে পরিপঠিত * "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিল, অন্য কিছু ছিল না।" "এ সমস্তই ব্রহ্ম" "অদ্বয় ব্রহ্মই আদিতত্ত্ব।" এই সকল শ্রুতি সুব্যক্তরূপে অদ্বয়-ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া অনন্তর তৎ-প্রতিপাদনার্থ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভেদঘটিত স্বামিভৃত্যভাবে কি অন্যভাবে ঐ সকল শ্রুতির

---

* উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফলবর্ণন, অর্থবাদ, ও যুক্তিযোজনা, এই ছয়টী প্রস্তাবতাৎপর্য্য ও শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায়। উপক্রম—আরম্ভ, উপসংহার—সমাপ্তি। আরম্ভকালের বাক্য ও সমাপ্তিকালের বাক্য যদি একরূপ বা একার্থবোধক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহাই তৎপ্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। অভ্যাসশব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ। উপক্রান্ত পদার্থের পুনঃ পুনঃ বা বার বার উপদেশ বা উল্লেখ থাকিলে তাহাকে অভ্যাস বলে। সে উপদেশ অন্যত্র অলব্ধ হইলে অপূর্ব্ব। ফলবর্ণন, অর্থবাদ (প্রশংসাদি) ও যুক্তিপ্রদর্শন সেই উপক্রান্ত বিষয়েই প্রযোজিত হইয়াছে দেখিলে স্থির করিবে যে তাহাই তৎপ্রস্তাবের তাৎপর্য্য।

অন্নমাত্রও তাৎপর্য্য নাই। আরও দেখ, "তিনি সৃজন করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন" "তিনিই এই শরীরে প্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতি স্বসৃষ্ট সংঘাতে (দেহে) অবিকৃত পরমেশ্বরের (ব্রহ্মের) অনুপ্রবেশ উপদেশ করিয়াছেন। দুই একটী ভেদ-শ্রুতি আছে সত্য; পরন্তু সে গুলিও ঔপচারিক অর্থ ব্যক্ত করে। একের ঔপচারিকত্বে অন্যের মুখ্যতা, এ নিয়ম অনুসারে অবশ্যই সেই সেই অভেদ শ্রুতি জীবব্রহ্মের অভেদ অর্থ প্রতিপাদন করিবে। অদ্বয় ব্রহ্মবাদেই "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইত্যাদি শ্রুতি সাধু-রূপে সঙ্গত হয়। ইহাই বেদান্তশ্রুতির হৃদয় অথবা বেদান্তনিহিত রহস্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাই আচার্য্য শঙ্করস্বামীর অভিপ্রেত। শঙ্কর উক্তরূপে শ্রুতিরহস্য অনুভব করতঃ অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তীর্ণা ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়া ইহপরলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্যাখ্যার নাম শারীরক ভাষ্য। ভাষ্যমধ্যে তিনি উপরোক্ত তত্ত্বের অনুকূলে নানা যুক্তি, নানা উদাহরণ ও নানা প্রমাণাদি বিন্যস্ত করিয়াছেন। বর্ণিতপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হইবার জন্য যে সকল কার্য্য করিতে হয় সে সকল কার্য্য, বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যের উপকরণ, শ্রুতিবিচারের প্রণালী, সাধনরহস্য, উপাসনাতত্ত্ব, কর্ম্মানুষ্ঠানের ও উপাসনানিবিষ্ট ব্যক্তির উচ্চাবচ ফল, জীবন্মুক্তি, ক্রমমুক্তি ও নির্ব্বাণ মোক্ষ, এ সমস্তই বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গাগত স্বর্গনরকাদি ফলভোগের কথাও বলিয়াছেন। ঈদৃশ শাঙ্করভাষ্য প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে বোধায়ন মুনির ও আচার্য্য উপবর্ষের বৃত্তি বা ভাষ্য ছিল। তাঁহারা যে কি মর্ম্মে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। শুনা যায় এবং রামানুজস্বামীর ভাষ্য দৃষ্টে জানা যায় যে, বোধায়ন ও উপবর্ষ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্কর ব্যতীত অন্য কেহ নির্ব্বিশেষাদ্বৈত হৃদগত করেন নাই। নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম একরূপ, তাঁহার আর কোন রূপ বিশেষ অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত, কোন রূপ প্রভেদ নাই। এ সকল ভেদপ্রতিভাস (বিশ্ব) মায়িক, সুতরাং মিথ্যা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, অন্য দ্বিপ্রকার ভেদ না থাকুক, স্বগত ভেদ আছে। বৃক্ষ এক বটে; পরন্তু তাহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, ইত্যাদি নানা ভেদ আছে। সে সকল বৃক্ষ ছাড়া নহে;

অথচ ভিন্ন। সেইরূপ, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার নানা ভেদ আছে। জীব ও জীবোপজীব্য জগৎ তাঁহারই প্রভেদ অথচ তাঁহা ছাড়া নহে। তিনি সেব্য, জীব সকল তাঁহার সেবক। এই মত রামানুজ ও মধ্ব স্বামীর। রামানুজ স্বামীর ও মধ্ব মুনির মতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ এই——

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও তিন পদার্থবাদী। তাঁহার মতে চিৎ, জড় ও ঈশ্বর, এই তিন তত্ত্ব প্রধান। চিৎ—জীব। জড়—দৃশ্য জগৎ। ঈশ্বর—পরমাত্মা হরি। জীব ভোক্তা, দৃশ্য জগৎ তাহাদের ভোগ্য, এবং ঈশ্বর তৎসমুদায়ের নিয়ন্তা। দৃশ্য জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত। ভোগ্য, ভোগের উপকরণ ও ভোগের আয়তন। ঈশ্বর এই ত্র্যাত্মক জগতের কর্ত্তা ও উপাদান ন্যায়বিৎ গৌতম প্রভৃতি নিত্য পরমাণু প্রভৃতিকে বিশ্বের উপাদান কারণ বলেন, কিন্তু রামানুজ তাহা বলেন না। রামানুজ বলেন, ভগবান্ হরি নিজেই নিজসৃষ্টির উপাদান এবং তিনিই পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবান্, পুরুষোত্তম, বাসুদেব, ইত্যাদি ইত্যাদি নামে ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। তিনি পরমকারুণিক ও ভক্তবৎসল। যে সকল জীব তাঁহার উপাসনা করে, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের উপাসনানুরূপ ফল প্রদান করেন। ভক্তবৎসলতা বিধায় তিনি লীলাবিশেষের বশবর্ত্তী হন, হইয়া অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী ভেদে ব্যপদিষ্ট হন। তদীয় ভক্তগণ সোপানারোহণ ন্যায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া পর পর মূর্ত্তির অনুগ্রহ লাভে চরম সোপানে গিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন।* উপাসক জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনায় বাসুদেবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের পরম শত্রু দুরিতনিচয় ক্ষয় করিয়া উত্তরোত্তর উপাসনায় অধিকারী হয়। অর্চ্চা—প্রতিমাদি। বিভব—অবতার সমূহ। ব্যূহ—সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চার রূপ। বাসুদেব—সম্পূর্ণ ষড়্গুণ। এই বাসুদেবই বেদান্তাদি শাস্ত্রে পরব্রহ্ম আখ্যায় প্রথিত। সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী মূর্ত্তি জীবস্থ ও জীবপ্রেরক রূপে বিজ্ঞেয়।

রামানুজ বলেন, উপাসনা পাঁচ প্রকার। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। অভিগমন শব্দে ভগবৎস্থানের মার্জ্জন ও লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি দান। ইজ্যা শব্দে পূজা। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রজপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ও ভগবত্তত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রের

অভ্যাস। যোগ শব্দে একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান। এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তিনামক জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাকে আবৃত্তিরহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। তাহাই শাস্ত্রান্তরের মোক্ষ। ধ্যানাদি সহকৃত ভক্তির দ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায়; অন্য উপায়ে নহে। ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া হয় না।

রামানুজ আরও বলেন, একমাত্র ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। ভক্তি জ্ঞানবিশেষ, জ্ঞানের সার বা ফল। তাহা ইতরবৈতৃষ্ণ্যরূপিণী। ভগবান্ ব্যতীত আর সমস্ত যখন হেয় গোচরে আইসে তখন যে অনন্যপরা বা অচলা ভক্তি বিকাশমানা হয়, সেই ভক্তিই ভক্তি। বৈরাগ্য ব্যতীত তাদৃশী ভক্তি লাভ করিবার আশা করা যায় না এবং বৈরাগ্যও সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। সত্ত্বশুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধতা হইতে অল্পে অল্পে হইয়া থাকে। স্বামী রামানুজ এইরূপ এইরূপ তাৎপর্য্যে ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই বৃত্তি এক্ষণে ভাষ্য নামে প্রথিত।

মধ্বাচার্য্যের মত প্রায় ঐরূপ; কোন কোন অংশে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। জীব অণুপরিমাণ, তাহারা ভগবানের দাস, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, পঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্র জীবের আশ্রয়নীয়, প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য, এই কয় বিষয়ে মধ্ব রামানুজের সহিত একমত; পরন্তু তত্ত্ববিভাগ ব্যবস্থায় অন্যমত। মধ্ব সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী এবং তন্মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ। স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। অশেষ-সদ্গুণ ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র তত্ত্ব; জীব ও জড়জগৎ অস্বতন্ত্র তত্ত্ব। ভগবদ্দাস জীব ভ্রমবশতঃ ভগবদ্দাস্য ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সাম্য ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ অহংব্রহ্মাস্মি উপাসনায় নিবিষ্ট হইলে অধঃপতিত হয়। সে জন্য, অস্বতন্ত্র ও সেবক জীবের ভগবদ্দাস্যই পরম অবলম্বনীয়। অধিক কি বলিব, পরমসেব্য ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের পক্ষে অন্য কর্ত্তব্য নাই।

মধ্বমতে সেবা প্রধানতঃ ত্রিবিধ। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। সর্ব্বদা ভগবৎরূপের স্মরণ হইবে, এই আশায় তন্মতাবলম্বীরা শরীরে গদাচক্রাদি নারায়ণাস্ত্রের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করেন। সর্ব্বদা তাঁহার নাম স্মরণ পথে থাকিবে, সেই আশায় তাঁহারা পুত্রাদির "কেশব" "কৃষ্ণ" প্রভৃতি নাম

রাখিয়া থাকেন। এ সকল ব্যাপারও তন্মতে সেবা বলিয়া গণ্য। ভজন দশ প্রকার। দয়া, ভগবৎস্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক। সত্যবাক্য, হিতবাক্য, প্রিয়বাক্য ও স্বাধ্যায়, এই চার বাচিক। দান, পর-পরিত্রাণ ও পূজা, এই তিন কায়িক।

পরম সেব্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব ভগবানের প্রসন্নতা লাভই অস্বতন্ত্র সেবক জীবের পরমপুরুষার্থ। কিন্তু তাহা ভগবদ্‌গুণোৎকর্ষজ্ঞান ব্যতীত হয় না। সে জ্ঞান তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণে জন্মে না। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনের দ্বারাই তাহা লব্ধ ও স্থিরতর হয়। "তত্ত্বমসি" বাক্য "অগ্নির্মাণবকঃ" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় সাদৃশ্যপর। নির্ব্বাণমুক্তি বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় কথামাত্র, সারূপ্য সালোক্যাদি মুক্তিই পরমার্থ। মধ্ব মুনি এই ভাব হৃদিস্থ করিয়া ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বল্লভাচার্য্যের মতও সংক্ষেপে বলি, প্রণিহিত হউন।

জীব অণু, সেবক, প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য, এ সকল বিষয়ে বল্লভ মধ্ব-মুনির সহিত একমত। প্রভেদ এই যে, মধ্বমতে বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু মুমুক্ষু জীবের সেব্য, বল্লভমতে গোলকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু জীবের সেব্য। মধ্ব বলেন, অঙ্কনাদিভেদে সেবা ত্রিবিধ; বল্লভ বলেন, সেবা দ্বিবিধ। ফলরূপা ও সাধনরূপা। সর্ব্বদা কৃষ্ণশ্রবণচিন্তারূপ মানসী সেবা ফলরূপা এবং দ্রব্যা-র্পণাদি নিষ্পাদ্য ও কায়ব্যাপারনিষ্পাদ্য শারীরী সেবা সাধনরূপা। বলেন, বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই মোক্ষ; বল্লভ বলেন, গোলোকস্থ পরমানন্দ-সন্দোহ বৃন্দাবনে ভগবদনুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডরাসরসোৎস নির্ভররসাবেশে পতিভাবে ভগবান্‌কে সেবা করাই মোক্ষ। এতন্মতে জ্ঞান-মার্গ কিছুই নহে, ভক্তিমার্গও উৎকৃষ্ট নহে, প্রীতিমার্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বল্লভ সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী হইয়াও জীবাত্মার ও পরমাত্মার শুদ্ধতা বর্ণন করিয়াছেন, সেজন্য তন্মত শুদ্ধ দ্বৈতবাদ নামে প্রখ্যাত। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল কথা আছে সে সকল তাঁহাদের দর্শনে দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর দ্বৈতবাদী দিগের কথিত প্রকার মুক্তিকে স্বর্গ মধ্যে গণনা করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও শুদ্ধদ্বৈতবাদী বল্লভ প্রভৃতির অভিপ্রায় তাঁহার অনুমোদনীয় নহে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, যাবৎ না অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিপত্তি

হয় তাবৎ অমোক্ষ। ভগবৎসারূপ্য ও ভগবৎস্থান লাভ করিলেও কোন না কোন কালে তৎপরিচ্যুত হইতে হইবে। পদে পদে সেবকের সেবাপরাধ সংঘটন হইয়া থাকে। যে দিন তাহা ঘটিবে সেই দিনেই আবার সংসারে আসিবে। ভগবানের নিত্য পার্ষদ জয় বিজয় তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব, সাযুজ্য সারূপ্য সালোক্য, এ সকল মুক্তি পরম মুক্তি নহে; কিন্তু গৌণ মুক্তি। অর্থাৎ আপেক্ষিক মুক্তি। ঐ সকল মুক্তি কর্ম্মী দিগের মধ্যে স্বর্গ নামে পরিচিত। মোক্ষের অন্য নাম অমৃত। যাহারা কর্ম্মপ্রভাবে দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ-সন্দোহে অবস্থান করে, শাস্ত্র, প্রশংসা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকেও অমৃতী বলেন। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ বলেন। অথচ তাহারা প্রকৃত মুক্ত নহে। মোক্ষ উৎকর্ষাপকর্ষ-শূন্য, একরূপ ও একব্রহ্ম। সুতরাং তাহা অদ্বয়। অদ্বয় ব্যতীত সদ্বয়ে সংসার ভয় নিবারিত হয় না, ইহা শ্রুতি উচ্চৈ রবে বলিয়াছেন। "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ন্তবতি।" ইত্যাদি। শাঙ্কর দর্শনে এইরূপ অনেক কথা আছে, সে সকল তত্তৎস্থানে দ্রষ্টব্য। ভূমিকা উপলক্ষ্যে তদীয় মতের সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইল; তাঁহার বিস্তৃতভাব বুঝিতে হইলে সমুদায় ভাষ্যানুবাদ দেখা আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্কর যে প্রথমতঃ ভাষ্যভূমিকা লিখিয়াছেন এক মাত্র সেই ভূমিকাই অদ্বৈত প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। বলা বাহুল্য যে, শঙ্করের অধ্যাসভাষ্য যার পর নাই সুগভীর, যুক্তিপূর্ণ ও অদ্ভুত। তাহা পাঠ মাত্রে বিজ্ঞ পাঠকের চিত্ত প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। ভাষ্য পাঠে মন যে কিরূপ প্রফুল্ল হয় তাহা বর্ণনাতীত এবং অব্যবহিত পরেই তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। ইত্যলম্।

শিবমস্তু।

ভাষ্যস্থিত শ্রুতির অনুক্রমণিকা।

১ ম অধ্যায়

শ্রুতি	পৃষ্ঠা

হ

৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়ঃ।

সমাপ্তানি সূচিপত্রাণি।

সমাপ্তোগ্রন্থঃ।

ছাড় ও শুদ্ধ্যশুদ্ধি।

ছাড়।

২য় অধ্যায়ের ১ম পাদে ১ম সূত্রের সূত্রার্থ-সংক্ষেপের অনুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎ কারণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল বলিয়া মনে করিও না যে, সাংখ্য পাতঞ্জলাদি স্মৃতি নির্ব্বিষয় অর্থাৎ অপ্রমাণ (মিথ্যা) হইল। সাংখ্য স্মৃতির ভয়ে ব্রহ্মকারণবাদ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে। কারণ, সাংখ্য স্মৃতির প্রাধান্য স্থাপন করিতে গেলে মন্বাদি স্মৃতি অপ্রধান ও নির্ব্বিষয় সুতরাং অপ্রমাণ হইবে। অতএব, যখন এক স্মৃতির প্রাধান্যে অপর স্মৃতির অপ্রাধান্য, তখন অবশ্যই উক্ত পূর্ব্ব পক্ষ অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ স্মৃতির অনুরোধে শ্রুতির সংকোচ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।

শুদ্ধ্যশুদ্ধি।

অধ্যায়		পৃষ্ঠা	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১মঃ	নোটে	৬৩	৩	মাহগ্রস্ত	মোহগ্রস্ত
২য়ঃ	ভাষ্যে	৩৭৪	৭	হ্যষ	দ্বেষ
২য়ঃ	ঐ	৩৫৩	২	বুদ্ধিস্ত	বুদ্ধিস্ত
৩য়ঃ	ভাষায়	১৮	১২	পুনর্ভোগয়তন	পুনর্ভোগায়তন
"	"	৭০	৬	কাৎর্স্ব	কাৎর্স্ন্য
"	"	১৬১	৫	যোষড়কল	ষোড়শকল
"	নোটে	১৮৪	৫	যেদান্তে	বেদান্তে
"	"	২৬২	৫	ইইবে	হইবে
"	ভাষায়	৪৪৬	২	শ্রাবণ	শ্রবণ
৪র্থ	নোটে	৯৭	২	নই	নাই
"	ভাষায়	১১৯	৫	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত
"	"	১২৩	২	গুণোপসংসার	গুণোপসংহার
"	নোটে	"	৫	ঐ	ঐ
"	ভাষায়	১২৮	১৩	পীণ্ডিতেন্দ্রিয়	পিণ্ডিতেন্দ্রিয়
"	নোটে	১৯৯	৫	তৎকাশে	তৎসকাশে
"	"	১৮২	২	ইচ্ছ	ইচ্ছা
"	ভাষায়	১২৩	২	গুণোপসংসার	গুণোপসংহার
	শুচিপত্রে	৸৶০	৫	সংজ্ঞাহূর্ত্তিকৢপ্তিস্ত	সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্ত
	"	২১০	২৬	শসা বিনাশঃ	শস্যা বিনাশঃ
	ঐ	৮	১৯	বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ	বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ

ভাষ্যানুবাদস্থ দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থ।

অ।

অবিবিক্ত—একীভূত, যাহার পার্থক্য বোধগম্য হয় না।

অখণ্ডৈকরস—যাহার খণ্ড অর্থাৎ অংশ নাই বা কোন প্রকার ভেদ নাই।

অসংহত—যাহা দুই বা ততোধিক বস্তুর মিলনে উৎপন্ন নহে।

অনাবরণত্বজ্ঞানতা—যাহার জ্ঞানশক্তি কিছুতেই আচ্ছন্ন হয় না।

অপ্রতিহতজ্ঞানতা—যাহার জ্ঞান কোন প্রতিবন্ধক দ্বারা অবসন্ন হয় না।

অনুপ্রবেশ—সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ।

অত্যন্তবিলক্ষণ—একেবারে পৃথক্।

অত্যন্তবিবিক্ত—যার পর নাই পৃথক্। বিবেক জ্ঞানে সুনিশ্চিত।

অনুক্রান্ত—অনুক্রমবিশিষ্ট। যাহা ক্রমানুসারে কথিত হয় তাহা।

অহঙ্কামাত্রপ্রভব—যাহা "আমি" ইত্যাকার মিথ্যা প্রত্যয় হইতে জন্মিয়াছে।

অনুভূয়মান—সর্ব্বদা অনুভবগোচরে বিদ্যমান।

অপিগত—বিলীন হওয়া। লয়প্রাপ্ত।

অপ্যয়—প্রলয় বা কার্য্যের কারণ-দ্রব্যে প্রবেশ।

অবধারণভঙ্গ—যাহা স্থির বা নিশ্চয় করা হইয়াছে তাহার অন্যথা।

অর্থপ্রত্যায়ণ—বস্তু বুঝাইবার সামর্থ্য।

অক্ষরময়ী—বর্ণময়ী, শব্দমূর্ত্তি।

অধিপ্রজ্ঞ—প্রজ্ঞা অধিকারের। প্রজ্ঞা =বুদ্ধি।

অতিসান্নিধ্য—অব্যবধান, অত্যন্ত নিকট।

অনুশয়যুক্ত—ভোগাবশিষ্ট পাপপুণ্য অনুশয়, তদ্বর্জ্জিত।

অভিব্যঞ্জক—আছে, কিন্তু ব্যক্ত নাই, যাহা তাদৃশ পদার্থ ব্যক্ত করে তাহা।

অকৃতাভ্যাগম—না করিয়া ফল পাওয়া। যেমন গমন না করিয়া গ্রাম পাওয়া।

অতিদেশ—প্রতিনিধিবাক্য। যথা—যেমন করিয়া অমুক করা হয় তেমনি করিয়া কর, ইত্যাদি।

অভিলাপ্য—স্পষ্ট করিয়া বলিবার বস্তু। উল্লেখ্য।

অধ্বর্য্যু—যজুর্ব্বেদোক্তকর্ম্মকর্ত্তা।

অপান্তরতম—এক জন ঋষি।

অনুবন্ধ—নিমিত্ত।

অধিকরণে—পঞ্চাঙ্গ বিচারে। বিচার-যোগ্য বাক্য, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর বা সিদ্ধান্ত, এই ৫ অঙ্গ।

অন্তর্নিহিত—মধ্যে অবস্থিত।

অনুপপত্তি—যুক্তিযুক্ত না হওয়া।

অনুভবাত্মক—বোধরূপ।

অকর্ত্রাদ্বয়ব্রহ্মাত্মভাব—কর্ত্তা নহে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, তদ্‌দ্বিতীয় নাই, এতদ্রূপ ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব।

অধিকৃতাধিকার—যে যাহাতে অধি-কারী, তাহার অধিকার ভুক্ত।

অভিসম্ভূত—সেই সেই রূপে উৎপন্ন।

অবক্লৃপ্ত—যাহার কল্পনা করিতে হয় না। যাহা স্বীয় সামর্থ্যে প্রতীত হয়।

অগন্তুকরূপ—অস্বাভাবিক রূপ। কোন এক নূতন প্রকার হওয়া।

অবন্ধ্যসঙ্কল্প—যাহার মনের কল্পনা বা ইচ্ছা বৃথা হয় না।

অনারোপিতরূপ—ব্রহ্মরূপ। যাহা ঠিক্, সত্য, তাহা।

অনুবৃত্ত—পূর্ব্বোক্তের প্রাপ্তি বা আক-র্ষণ। পূর্ব্বের কথা আনিয়া পরোক্ত কথায় যোগ করা।

অকর্ত্রাদ্বয়—কর্ত্তৃত্ব ও দ্বৈত এতদুভয় বর্জ্জিত।

অনভ্যুপগম—অস্বীকার।

অশাস্ত—উপদেশের বা শাসনের অনধীন বা অযোগ্য।

অর্চ্চিঃ—সূর্য্যরশ্মি।

অর্চ্চিরাদিমার্গে—জ্ঞানীর গন্তব্য দেব-যান নামক পথে।

অতিবহনীয়—যে, পথে বাহক কর্ত্তৃক নীত হয়। বহনকারী যাহাকে বহন করে।

অমানবপুরুষ—ব্রহ্মলোকস্থ পুরুষ।

অর্চ্চিরাদিপর্ব্ব—অর্চ্চিঃ (সূর্য্যকিরণ), দিন, ইত্যাদি প্রকার বিভাগ—যাহা ব্রহ্মলোক গমনের শাস্ত্রোক্ত পথের অংশবিশেষ, তাহা।

অমৃতবর্ষী—মোক্ষ বা পরম সুখ-প্রদাতা।

আ।

আবিদ্যক—অবিদ্যাকল্পিত।

আনন্তর্য্য—অব্যবহিতপরে।

আত্মসদ্ভাব—আপনার অস্তিত্ব।

আপাতজ্ঞান—বিচারের পূর্ব্বে যে চিরাভ্যস্ত জ্ঞান থাকে তাহা।

আপাদ্যের—যাহা আপত্তির বিষয় তাহার।

আধ্বর্য্যব—অধ্বর্য্যুর কার্য্য। হোম করা।

আরম্ভণাদিযুক্তিতে — উৎপাদনাদি যুক্তিতে। ঘট, এটী কথামাত্র,

মৃত্তিকাই সত্য, এতৎ প্রণালীর শাস্ত্রোক্ত যুক্তিতে।

আবৃত্তলোক—অধোলোক। পাতাল-নামক স্থান।

আমুষ্মিক—পারলৌকিক।

আতিযাত্রিক—বাহক। বহনকার্য্য-কারী।

আতিবাহিকত্ব—বহনকারিত্ব।

আন্ধ্য—অন্ধতা। দৃক্‌শক্তিরাহিত্য।

আত্মবহির্ভূত—যাহা আত্মা নহে। যাহা অনাত্মা তাহা।

ঈ।

ঈক্ষিতা—আলোচনাকারী।

উ।

উপাস্তিকর্ম্ম—উপাসনা।

উপাধান—উপাধিনির্দ্দিষ্ট।

উপমর্দ্দন—নষ্ট হওয়া।

উদ্গীথ—সামগানের অংশ। প্রণব, প্রণবে ব্রহ্মোপাসনা।

এ।

একভবিকত্ব—মরণ কালে পূর্ব্বোপার্জ্জিত নানাকর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ একত্রিত ও ফলদানোন্মুখ হইয়া যে কোন এক জন্মের অর্থাৎ শরীরোৎপত্তির কারণ ভাব ধারণ করে, তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম।

ঔ।

ঔদর্য্য—উদরবর্ত্তী। দেহস্থ পাচকাগ্নি।

ক।

কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ--কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত।

কৃতনির্ব্বচন নাম—যে নামের ব্যুৎপত্তি বলা হয় তাহা।

কৌক্ষেয়-উদরবর্ত্তী তেজ। পাচকাগ্নি।

কৢপ্তরথরূপ শরীর—শরীরটা রথ, এইরূপ বর্ণনা থাকা।

কারীরী—এক প্রকার যজ্ঞ। ইহা বৃষ্টি কামনায় অনুষ্ঠিত হয়।

কপূয়চরণ—পাপাচার।

কৃতপ্রণাশ—করিলাম অথচ ফলভোগ হইল না, এই দোষ।

কূটনির্ব্বিকার—কূটের ন্যায় বিকার শূন্য। কূট—কামার দিগের "লেই," যাহার উপর লোহা পিটে তাহা। লোহাই বাড়ে, লেই যেমন তেমনি থাকে। তাহার কিছুই হয় না।

ক্রমবৎ—অমুকের পর অমুক, এতদ্রূপ পরিপাটীযুক্ত।

ক্রমমুক্তি—অগ্রে সূর্য্যলোকে গমন, তৎপরে ব্রহ্মলোকে গমন বা জন্ম, পরে তৎস্থানের প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান, তৎপরে মুক্তি।

ক্রমপরিপাটী—যেরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা।

কর্ত্তৃভোক্তৃ—ক্রিয়ার কর্ত্তা ও তাহার ফলভোগ। করা ও ফলভোগকরা।

কালুষ্য—মলিনতা।

গ।

গোলক-ইন্দ্রিয়দিগের থাকিবার স্থান। ইন্দ্রিয়াধার। চক্ষুঃ প্রভৃতি।

গেরু—গাঁইট, হস্ত পদাদির গ্রন্থি।

গুণোপসংহার—নানাস্থানোক্ত নানা-গুণ বা বিশেষণ একত্র সংগ্রহ করিয়া একই বিশেষ্যে (বস্তুতে) ন্যস্ত করা।

গুণপরিচ্ছিন্ন—গুণের দ্বারা পরিচ্ছেদ অর্থাৎ অল্পভাব প্রাপ্ত। গুণপরিমিত।

চ।

চিরস্থেমা—চিরকাল স্থায়ী। দীর্ঘ-কাল স্থায়ী।

চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম—চার ভাগের এক ভাগ পাদ। যাহা তাদৃশ চার পদে কল্পিত হইয়াছে তাহা।

চয়ন—যজ্ঞের নিমিত্ত কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা। যজ্ঞাগ্নি স্থাপন।

চৈতন্যঘন—কেবল চৈতন্য। নিবিড় চৈতন্য।

চলবৎ—গতিশীল, সচল।

ছ।

ছত্রিন্যায়—ছত্রধারীর দৃষ্টান্ত। যেমন ২।৩ জনের মধ্যে এক জনের ছত্র থাকিলে তাহাকে দেখাইয়া লোকে বলে, ছাতাওয়ালারা, তেমনি।

জাড্যবিপরীত—জড়ের উল্টা, চিৎ।

জীবঘন—সমষ্টিজীব। হিরণ্যগর্ভ।

ত।

তাত্ত্বিক—যাহা যথার্থ তাহা। মিথ্যা-বিপরীত।

তত্তাদাত্ম্য—তাহার স্বারূপ্য প্রাপ্তি।

তদাত্মক—তৎস্বরূপ, তৎসমান।

তত্ত্ববুভুৎসু—যে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে ইচ্ছুক, সে।

তত্ত্বমসিবাক্য—ব্রহ্মের ও জীবের অভেদপ্রতিপাদক মহাবাক্য।

দ।

দেহাদিসংঘাত—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, এই গুলি একীভূত বা একত্র মিলিত হওয়া।

দ্বারীভূত—দ্বার স্বরূপ। যেমন চিত্ত-শুদ্ধির দ্বারা কর্ম্মের মোক্ষকার-ণতা।

ধ।

ধ্যেয়াকারা—অর্থাৎ চিন্তনীয় পদার্থের আকার প্রাপ্ত। যাহা ধ্যান করা যায় মন তাহারই আকার ধারণ করে।

ন

নিষেধচোদনাবোধ্য—ন-ঘটিত নিষেধ বাক্যে যাহা বুঝা যায় তাহা।

নিত্যনৈমিত্তিক—যাহা না করিলে পাপ হয় তাহা এবং যাহা স্থির

আছে তাহা। যাহা কোন এক উপলক্ষ্য বিশেষ অবলম্বনে করিতে হয় তাহা নৈমিত্তিক। যেমন পুত্রেষ্টিযাগ ও জাতকর্ম্ম। এই দুই কর্ম্ম পুত্র জন্ম উপলক্ষ্যে করা হইয়া থাকে।

নেত্রপ্রতীকে—চক্ষু যাহার অবলম্বন তাহা।

নাড়ীরশ্মি—ব্রহ্মরন্ধ্র ও সূর্য্যকিরণ।

নৈর্ঘৃণ্য—নির্দ্দয়তা।

প

প্রমেয়—যাহা সত্য জ্ঞানে ভাসে তাহা

প্রমাতৃত্ব—জীবভাব। যে প্রমাণ দ্বারা এ সকল জানিতেছে তাহার ধর্ম্ম।

প্রবিভাগ—এক একটী ভাগ। অংশ।

পরাবর—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য—প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রিয়াদি অবয়ব—প্রিয়, মোদ, আমোদ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আনন্দ ব্রহ্মের মস্তকাদি অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধপ্রাণপর—যাহা প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ তাহার বোধক। তাহারই শ্বাস প্রশ্বাসাদি পাঁচ প্রকার কার্য্য।

পঞ্চবৃত্তিক—যাহার বৃত্তি বা কার্য্য পাঁচ প্রকার তাহা।

প্রাণকার্য্য—শ্বাস, প্রশ্বাস।

প্রকৃতহান—যাহা বলিতে প্রবৃত্ত তাহার পরিত্যাগ হওয়া।

প্রসঞ্জিত—প্রাপিত।

প্রদেশবিশেষ—সেই সেই অংশ। অবয়ব বিশেষ।

পরিস্পন্দনাত্মক—চলনরূপ। গতি।

পরভবিক—জন্মান্তরীয়।

প্রপঞ্চিত—বিস্তারিত।

প্রত্যবসর্পণ—বাহির হইয়া যাওয়া। বিস্তৃত হওয়া।

পররূপাপত্তি—নিজরূপ ত্যাগ ও অপরের রূপ পাওয়া।

প্রচ্যুতি—ত্যাগ হওয়া।

প্রবর্গ্য—বেদের একটা কাণ্ড।

পর্য্যুদাস—ন-শব্দের অর্থ। পুণ্য ও পাপ দুয়ের কিছুই হয় না এরূপ অর্থ।

প্রত্যয়াবৃত্তি—ধ্যানপ্রবাহ।

প্রত্যয়ত্বসামান্য—প্রত্যয় = জ্ঞান, তাহার সামান্য অর্থাৎ সমানতা। ইহাও জ্ঞান, তাহাও জ্ঞান, সুতরাং সমান, এই ভাব।

প্রবুদ্ধ—তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত।

প্রত্যগাত্মা—প্রতিশরীরস্থ আত্মা, জীব।

পাপবত্ত্ব—পাপ থাকা।

প্রক্ষীণ—ক্ষয়প্রাপ্ত।

প্রপদ্যে—প্রাপ্ত হই।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দিব্ ও পর্জ্জন্য (মেঘ) প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিভাব আরোপিত করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে তাহা।

পর্য্যঙ্কবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা। ইহাও ছান্দোগ্যে কথিত আছে।

ব

বিদিক্রিয়া—বিদ্ ধাতুর অর্থ। জ্ঞান। জ্ঞান = মানসী ক্রিয়া।

ব্যপদিষ্ট—যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা।

বিদেহমুক্তি—দেহ ত্যাগের পর নির্ব্বাণ মুক্তি।

বাচিতা—অর্থবোধক ভাব।

ব্যাহতি—ব্যাঘাত নামক দোষ।

বাক্যশেষ—প্রস্তাবের শেষ কথা। উপসংহার বাক্য।

বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু—বিশ্বের উপরে। সমুদয়ের উপরে।

বীপ্সা—প্রত্যেককে বুঝাইবার নিমিত্ত দ্বিরুক্তি। দুই বার বলা। যেমন প্রতিদিন বুঝাইবার নিমিত্ত দিন দিন, এই রূপ বলা যায়।

বাক্‌সন্দর্ভ—বাক্যের পরিপাটী।

বিহর্ত্তা—বিহারকারী। ক্রিড়াকারী।

ব্যামিশ্র—মিশ্র। অনিশ্চিত।

বশিষ্ঠ—অতিশয় বশী। অন্যকে বশতাপন্ন করে এরূপ গুণ যাহার আছে।

বিধূনন—ধৌতকরণ। ধুয়ে ফেলা।

বিশেষ্যভূত—যাহার বিশেষণ তাহা।

বিবিদিষা—তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা।

ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তি—ব্রহ্মই আত্মা অর্থাৎ আমি, এতদ্রূপ অনুভব বা বোধ।

ব্রহ্মগন্তা—যে ব্রহ্মগতি পায়।

বিশেষপর—যাহা বিশেষে নিশ্চিত বা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অবস্থিত। বিশেষ অর্থে পর্য্যবসিত।

ব্রহ্মবেশ্মপ্রাপ্তি—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।

বামনীত্বাদি—কর্ম্মফলদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ।

ব্রহ্মক্রতু—ব্রহ্মধ্যানকারী।

বৃত্ত্যুপসংহার—ইন্দ্রিয়ের ও মনের তুষ্ণীম্ভাব। কিছু না করা, চুপ্ থাকা।

ভ

ভোগভূমিত্ব—ভোগপ্রদ স্থান।

ম

মহদাদি ক্রম—প্রকৃতি হইতে মহান্, তাহা হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদি।

মোক্ষয়িতব্য—যাহাকে মুক্ত করিতে হইবে তাহা।

মুমুক্ষুচেতন—মুক্ত হইতে ইচ্ছুক এরূপ জীব।

মর্কটপুচ্ছমূলবর্ণ—বানরের রক্তবর্ণ পায়ু।

মনোলয়—মনের কোন প্রকার বৃত্তি না থাকা ও না হওয়া। না থাকার ন্যায় হওয়া।

মনোব্রহ্ম—মনঃই ব্রহ্ম।

মহান্ ব্যাপী—সর্ব্বব্যাপী। পরিপূর্ণ।

য

যুক্ত্যুপেত—যুক্তিযুক্ত।

র

রৈতসী—রেতস্=শুক্রনামক চরম ধাতু, তৎপ্রভব। শুক্রশোণিত যোগে শরীরোৎপত্তি হওয়া।

ল

লোকসংঘ—লোকসমূহ। জীবসমূহ।

লিঙ—ব্যাকরণোক্ত বিধিপ্রত্যয়। ইহাতে কুর্য্যাৎ ইত্যাদি প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়।

শ

শরীরাদ্যনপেক্ষ জ্ঞান—যে জ্ঞান শরীরাদিনিরপেক্ষ, শরীরাদির অস্তিত্ব অবচ্ছেদ না করিয়া বিদ্যমান বা উৎপন্ন হয়।

শ্রোতৃপুরুষ—যে শ্রবণ করে সে।

শেষষষ্ঠী—সম্বন্ধ মাত্রের বোধিকা ৬ষ্ঠী বিভক্তি।

শরীরবহির্ব্বর্ত্তী—বাহ্যবস্তু।

শতৌদন—একপ্রকার চরু। দেবতার উদ্দেশে কেবল দুগ্ধে তণ্ডুল পাক করিলে তাহাকে চরু বলে।

ষ

ষোড়শকল—কল্পিত ১৬ অবয়ববিশিষ্ট

স

সংব্যবহার—অব্যভিচারী ব্যবহার। অবাধে কার্য্য চলা।

সূত্রাত্মা—হিরণ্যগর্ভ। সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানী।

সংখ্যাসাম্য—সমানাকারের সংখ্যা। যেমন ইহাতে দশ, তাহাতে দশ সুতরাং সংখ্যায় সমান।

সম্প্রসাদ—সুষুপ্ত জীব। মুক্তাত্মা।

স্বোৎপ্রেক্ষিত—নিজে নিজে কল্পনা করা। নিজ বুদ্ধিতে উহ্য করা।

স্বাপকাল—সুষুপ্তি সময়।

সম্পৎ—তৎস্বরূপ হইয়া যাওয়া।

স্তিমিত—নিশ্চল। নিস্পন্দ। নিঃশব্দ।

সম্বর্গবিদ্যা—একপ্রকার উপাসনা।

সত্য—সৎ+ত্যদ=এই ও সেই।

সাতত্য—নিরন্তরতা। অবিচ্ছেদে।

সহভাব—এক সঙ্গে থাকা।

সম্প্রসূত—সম্যক্ রূপে প্রসূত। উৎপন্ন।

স্বরূপাববোধ—আপনার চেতনত্ব ও ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারা।

স্বার্থপ্রমা—শব্দের প্রামাণিক অর্থ অভিধাশক্তিমূলক অর্থ।

সংসার্য্যাত্মতা—ব্রহ্মই অবিদ্যা যোগে জীব, তাহার ভাব বা ধর্ম্ম।

সৃত্যুপক্রম—মরণ অবধি পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত জীবগতি বর্ণনের শাস্ত্র।

স্বসম্বেদ্য—নিজ প্রজ্ঞার জ্ঞেয়।

স্থিতপ্রজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানী।

সমষ্টি—সমূহ।

সমষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানী — সমুদায় প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরে যাহার "এ সকল আমার শরীর।" এইরূপ অভিমান আছে তিনি। হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মা।

সম্বিৎ—সম্যক্ জ্ঞান। আত্মজ্ঞান।

সমনস্ক—যাহার মন আছে সে।

হিতশাসক—যাহাতে হিত হওয়া বুঝা যায় তাহা।

হিততমত্বাদিবাক্য—হিত হয়, অধিক হিত হয়, ইত্যাদিবিধ বাক্য।

হোমপ্রতিষেধক—হোমনিষেধক।

হিংকার—সামগানের অংশবিশেষ।

হার্দ্দবিদ্যা—উপাসনা বিশেষ। হৃদ্পদ্মে ব্রহ্মচিন্তা।

সূত্রানুক্রমণিকা।

প্রথমাধ্যায়স্য।

অ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য।

অ।

আ।

ই।

আ।

চতুর্থাধ্যায়স্য।

অ।

ব্রহ্মসূত্রীয়ষোড়শপদার্থদর্শনম্।

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ।	অধ্যায়াঙ্কাঃ।	পাদাঙ্কাঃ।
স্পষ্টব্রহ্মবোধকশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ।	১	১
উপাস্যব্রহ্মবাচকাস্পষ্টশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ।	১	২
জ্ঞেয়ব্রহ্মপ্রতিপাদকাস্পষ্টশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ।	১	৩
অব্যক্তাদিসন্দিগ্ধপদমাত্রাণামেব সমন্বয়ঃ।	১	৪
সাঙ্খ্যযোগকাণাদাদিস্মৃতিভিঃ সাঙ্খ্যাদিপ্রযুক্ততর্কৈশ্চ বেদান্তসমন্বয়স্য বিরোধপরিহারঃ।	২	১
সাঙ্খ্যাদিমতানাং দুষ্টত্বপ্রদর্শনম্।	২	২
পূর্ব্বভাগেণ পঞ্চমহাভূতশ্রুতীনাং উত্তরভাগেণ চ জীবশ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধপরিহারঃ।	২	৩
লিঙ্গশরীরশ্রুতীনাং বিরোধপরিহারঃ।	২	৪
জীবস্য পরলোকগমনাগমনবিচারপূর্ব্বকবৈরাগ্যনিরূপণম্।	৩	১
পূর্ব্বভাগেণ ত্বং-পদার্থস্য উত্তরভাগেণ চ তৎ-পদার্থস্য শোধনম্।	৩	২
সগুণবিদ্যাসু গুণোপসংহারস্য, নির্গুণে ব্রহ্মণি অপুনরুক্তপদোপসংহারস্য নিরূপণম্।	৩	৩
নির্গুণজ্ঞানস্য বহিরঙ্গসাধনভূতানাং আশ্রমযজ্ঞাদীনাং অন্তরঙ্গসাধনভূতানাং চ শমদমশ্রবণমননাদীনাং নিরূপণম্।	৩	৪
শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা নির্গুণং উপাসনয়া সগুণং বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতো জীবতঃ পুণ্যাপাপালেপবিনাশলক্ষণায়া মুক্তেরভিধানম্।	৪	১
ম্রিয়মাণস্য উৎক্রান্তিপ্রকারবর্ণনম্।	৪	২
সগুণব্রহ্মবিদোমৃতস্যোত্তরমার্গাভিগমনম।	৪	৩
পূর্ব্বভাগেণ নির্গুণব্রহ্মবিদো বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তেঃ, উত্তরভাগেণ চ সগুণব্রহ্মবিদো ব্রহ্মলোকস্থিতের্নিরূপণম্।	৪	৪

অধিকরণানি ।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে ।

প্রতিপাদ্যবিষয়াঃ ।		সূ০	অধি০
ব্রহ্মণোবিচার্য্যত্বম্ ।		১	১
ব্রহ্মণোলক্ষ্যত্বম্ ।		২	২
ব্রহ্মণোবেদকর্ত্তৃত্বম্ ।	১ বর্ণকম্ ।	৩	৩
ব্রহ্মণোবেদৈকমেয়তা,	২ বর্ণকম্ ।		
বেদান্তানাং ব্রহ্মবোধকত্বম্ ।	১ বর্ণকম্ ।	৪	৪
বেদান্তানাং ব্রহ্মণ্যবসিতত্বম্ ।	২ বর্ণকম্ ।		
প্রধানস্য জগৎকর্ত্তৃত্বাভাবকথনম্ ।		৫-১১	৫
আনন্দময়কোষস্য পরমাত্মত্বম্ ।	১ বর্ণকম্ ।	১২-১৯	৬
ব্রহ্মণ আনন্দময়জীবাধারত্বম্ ।	২ বর্ণকম্ ।		
আদিত্যান্তর্গতহিরণ্ময়পুরুষস্যেশ্বরত্বম্ ।		২০-২১	৭
পরব্রহ্মণ আকাশশব্দবাচ্যত্বম্ । ...		২২	৮
ব্রহ্মণ আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দবাচ্যত্বম্ । ...		২২	৯
পরব্রহ্মণো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যত্বম্ ।		২৪-২৭	১০
ব্রহ্মণঃ প্রাণশব্দপ্রতিপাদ্যত্বম্ ।		২৮-৩১	১১

দ্বিতীয়পাদে ।

ব্রহ্মণ উপাস্যত্বম্ ।	১-৮	১
ব্রহ্মণোজগৎকর্ত্তৃত্বম্ ।	৯-১০	২
চেতনয়োর্জীবেশ্বরয়োর্হৃদ্গুহাগতত্বম্ । ...	১১-১২	৩
ছায়াজীবান্যদেবান্ হিত্বা পরব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বম্ ।	১৩-১৭	৪
প্রধানজীবেতরস্যেশ্বরস্যৈবান্তর্যামিশব্দবাচ্যত্বম্ ।	১৮-২০	৫
প্রধানজীবৌ নিরাকৃত্যেশ্বরস্য ভূতযোনিত্বম্ ।	২১-২৩	৬
ব্রহ্মণোবৈশ্বানরশব্দবাচ্যত্বম্ । ...	২৪-৩২	৭

তৃতীয়পাদে।

চতুর্থপাদে।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে ।

চতুর্থপাদে।

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে।

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে।

সমাপ্তং ব্রহ্মসূত্রীয়াধিকরণার্থদর্শনম্।

বেদান্তদর্শনম্।

"ভামতী"-টীকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

টীকাকৃতোমঙ্গলাচরণম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো-
বিবর্ত্তা যস্যৈতে বিয়দনিলতেজোঽববনয়ঃ।
যতশ্চাভূদ্বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদং
নমামস্তদ্ব্রহ্মাপরিমিতসুখজ্ঞানমমৃতম্ ॥ ১ ॥
নিশ্বসিতমস্য বেদা বীক্ষিতমেতস্য পঞ্চভূতানি।
স্মিতমেতস্য চরাচর-মস্য চ সুপ্তং মহাপ্রলয়ঃ ॥ ২ ॥
ষড়্ভিরঙ্গৈরুপেতায় বিবিধৈরব্যয়ৈরপি।
শাশ্বতায় নমস্কুর্মোবেদায় চ ভবায় চ ॥ ৩ ॥
মার্ত্তণ্ডতিলকস্বামি-মহাগণপতীন্ বয়ম্।
বিশ্ববন্দ্যান্ নমস্যামঃ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মসূত্রকৃতে তস্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে।
জ্ঞানশক্ত্যবতারায় নমোভগবতোহরেঃ ॥ ৫ ॥
নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে ॥ ৬ ॥
আচার্য্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোঽস্মদাদীনাম্।
রথ্যোদকমিব গঙ্গাপ্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি ॥ ৭ ॥

টীকাপ্রারম্ভঃ।

অথ যদসন্দিগ্ধমপ্রয়োজনং চ ন তৎপ্রেক্ষাবৎপ্রতিপিৎসাগোচরো,
যথা সমনস্কেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তী ঘটঃ করটদন্তো বা, তথা

চেদং ব্রহ্মেতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। তথাহি, "বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাদ্বাত্মৈব ব্রহ্মেতি গীয়তে"। স চায়মাকীটপতঙ্গেভ্য আ চ দেব ... ভ্যঃ প্রাণভৃন্মাত্র-স্যেদংকারাস্পদেভ্যো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়েভ্যো বি...বেকেনাহমিত্যস-ন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তাপরোক্ষানুভবসিদ্ধ ইতি ন জিজ্ঞাসাস্পদম্। ন হি জাতু কশ্চিদত্র সংদিগ্ধেঽহং বা নাহং বেতি, ন চ বিপর্য্যস্যতি নাহমেবেতি। ন চা... কৃশঃ স্থূলো গচ্ছামীত্যাদিদেহধর্মসামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ দেহাল-ম্বনোঽহংকার ইতি সাম্প্রতম্। তদালম্বনত্বে হি যোঽহং বাল্যে পিতরাবন্বভবং স এব স্থাবিরে প্রণপ্তৄননুভবামীতি প্রতিসন্ধানং ন ভবেৎ। ন হি বালস্থবিরয়োঃ শরীরযোরস্তি মনাগপি প্রত্যভিজ্ঞান-গন্ধো যেনৈকত্বমধ্যবসীয়েত। তস্মাৎ যেষু ব্যাবর্ত্তমানেষু যদনুবর্ত্ততে তত্তেভ্যো ভিন্নম্। যথা কুসুমেভ্যঃ সূত্রম্। তথা চ বালাদিশরীরেষু ব্যাবর্ত্তমানেষ্বপি পরস্পরমহংকারাস্পদমনুবর্ত্তমানং তেভ্যো ভিদ্যতে। অপি চ স্বপ্নান্তে দিব্যং শরীরভেদমাস্থায় তদুচিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জান এব প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরমাত্মানং পশ্যন্নাহং দেবো মনুষ্য এবেতি দেবশরীরে বাধ্যমানেঽপ্যহমাস্পদমবাধ্যমানং শরীরাদ্ভিন্নং প্রতিপদ্যতে। অপিচ যোগিব্যাঘ্রঃ শরীরভেদেঽপ্যাত্মানমভিন্নমনুভবতীতি নাহংকারালম্বনং দেহঃ। অত এব নেন্দ্রিয়াণ্যপ্যস্যালম্বনম্। ইন্দ্রিয়... যোঽহমদ্রাক্ষং স এবৈতর্হি স্পৃশামীত্যহমালম্বনস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বিষয়েভ্যস্তস্য বিবেকঃ সুকর এব। বুদ্ধিমনসোশ্চ করণযোরহমিতি কর্তৃপ্রতিভাসপ্রত্যয়ালম্বনত্বা-যোগাৎ। কৃশোঽহমন্ধোঽহমিত্যাদয়শ্চ প্রয়োগা অসত্যপ্যভেদে কথঞ্চিৎ মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীত্যাদিবদৌপচারিকা ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। তস্মাদিদং-কারাস্পদেভ্যো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ স্ফুটতরাহমনুভব-গম্য আত্মা স শঙ্কাভাবান্ন জিজ্ঞাস্য ইতি সিদ্ধম্। অপ্রয়োজনত্বাচ্চ। তথাহি,--সংসারনিবৃত্তিরপবর্গ ইহ প্রয়োজনং বিবক্ষিতম। সংসারশ্চ আত্মযাথাত্ম্যানুভবনিমিত্ত আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন নিবর্ত্তনীয়ঃ। স চেদয় মনাদিরনাদিনাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন সহানুবর্ত্ততে কুতোঽস্য নিবৃত্তিরবিরো-ধাৎ। কুতশ্চাস্য যাথাত্ম্যানুভবঃ। ন হ্যহমিত্যনুভবাদন্যদাত্মযাথাত্ম্য-... ন চাহমিতি সা... জনানাং স্ফুটতরানুভবসমর্থিত আত্মা দেহে-ন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তঃ শক্য উপনিষদাং সহস্রৈরপ্যন্যথয়িতুমনুভববিরোধাৎ। ন হি ... সহস্রমপি ঘটং পটয়িতুমীশতে। তস্মাদনুভববিরোধাদুপ-চরিতার্থা এতা উপনিষদ ইতি যুক্তমুৎপশ্যাম ইত্যাশয়বানাশঙ্ক্য পঠিহবতি যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি।

— — —

ভাষ্যপ্রারম্ভঃ।

যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্ত [illegible]

অত্র চ যুষ্মদস্মদিত্যাদির্মিথ্যাভবিতুং যুক্তমিত্যন্তঃ [illegible] ত্যাদিঃ পরিহারগ্রন্থঃ। তথাপীত্যভিসম্বন্ধাচ্ছঙ্কা [illegible] খ্যম্। ইদমস্মৎ প্রত্যয়গোচরয়োরিতি বক্তব্যে [illegible] পলক্ষণার্থম্। যথা হ্যহংকার প্রতিযোগী ত্বংকা [illegible] এতে বয়মিমে বয়মাস্মহে ইতি বহুলং প্রয়োগদর্শ [illegible] আত্মা বিষয়ী, জড়স্বভাবা বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহবিষয়া [illegible] চিদাত্মানং বিষিণ্বন্তি অববধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূ [illegible] যাবৎ। পরস্পরানধ্যাসহেতাবত্যন্তবৈলক্ষণ্যে দৃ [illegible] দিতি। ন হি জাতু কশ্চিৎ সমুদাচরদ্বৃত্তিনী প্রকাশ [illegible] তয়া প্রতিপত্তুমর্হতি। তদিদমুক্তমিতরেতরভাবানুপপত্তা [illegible] রেতরভাব ইতরেতরত্বম্, তাদাত্ম্যমিতি যাবৎ। তস্যাম্ [illegible] স্যাদেতৎ। যা ভূতয়োঃ পরস্পরভাবস্তদ্ধর্মাণাং [illegible] বিত্যাদীনামিতরেতরাধ্যা-

চ

যুষ্মদ্ অর্থাৎ ইদং। অস্মদ্ অর্থাৎ অহং। "ইদং" বা "এই" এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা আলম্বন অনেক; কিন্তু "অহং"—"আমি" এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা গোচর এক (১)। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রত্যেক বাহ্যবস্তু,—সমস্তই ইদং-প্রত্যয়ের গোচর—"এই" বা "ইহা" বলিবার যোগ্য অথবা "এই" এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আত্মা অস্মদ্ শব্দের গোচর ও "অহং" "আমি" এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য। [বিষয় বিষয়িণোঃ]—যাহা ইদং-জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয় এবং যাহা অহংজ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয়ী। চিৎস্বভাব আত্মা বিষয়ী—তাঁহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত তাঁহার বিষয় (২) অর্থাৎ জড় বা চিৎপ্রকাশ্য। [তমঃ

(১) যাহাকে "এই" বলা যায়, সম্বোধন কালে তাহাকে "তুমি" বলাও যায় এবং যাহাকে "তুমি" বলা যায়, নির্দ্দেশ কালে তাহাকে "এই" বলাও যায়; কিন্তু আমি বলা যায় না। অতএব, আত্মাভিন্ন সমস্ত পদার্থই ইদংশব্দের ও ইদংজ্ঞানের গোচর; কেবল একমাত্র আত্মাই অহংশব্দের ও অহংজ্ঞানের গোচর।

(২) যাহারা চিদাত্মাকে বিবিধ প্রকারে বন্ধন করে, নিরূপণীয় করে, তাহারা বিষয়। প্রত্যেক বাহ্য বস্তু ও দেহাদি ইহারা চৈতন্যপদার্থকে বন্ধন করে, অর্থাৎ আপন আপন স্বরূপের অনুরূপ নিরূপণীয় করে, এ কারণে তাহারা বিষয়।

বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মা-

সো ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে হি ধর্ম্মিণোর্ব্বিবেকগ্রহণেঽপি তদ্ধর্ম্মাণা-ধ্যাসো, যথা কুসুমাত্তে... গৃহ্যমাণেঽপি স্ফটিকমণাবভিস্বচ্ছ-তয়া লোহিতকুসুমবিম্বোদ্গ্রাহিণ্যরুণঃ স্ফটিক ইত্যাকৃণ্যবিভ্রমঃ। ইত্যত উক্তং ...লোহিত... ইতরেতরত্র ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণাং ভাবোবিনিময়স্তস্যা হৃপপত্তিঃ। অয়মভিসন্ধিঃ—রূপবদ্ধি দ্রব্যমতিস্বচ্ছতয়া রূপবতোদ্রব্যান্ত-রস্য তদ্বিবেকেন গৃহ্যমাণস্যাঽপি ছায়াং গৃহ্নীয়াৎ। চিদাত্মা ত্বরূপো বিষয়ী ন বিষয়চ্ছায়ামুদ্গ্রাহয়িতুমর্হতি। যথাহুঃ—"শব্দগন্ধরসানাঞ্চ কীদৃশী প্রতিবিম্বতা" ইতি।

তদিহ পারিশেষ্যাদ্বিষয়বিষয়িণোরন্যোন্যাত্মসম্ভেদেনৈব তদ্ধর্ম্মাণামপি পরস্পরসম্ভেদেন বিনিগ্রাহ্যনা ভবিতব্যং, তৌ চেদ্ধর্ম্মিণাবত্যন্তবিবেকেন গৃহ্যমাণাবসম্ভিন্নৌ, অসংভিন্নাঃ সুতরাং তয়োর্ধর্ম্মাঃ, স্বাশ্রয়াভ্যাং ব্যবধানেন দূরাপেতত্বাৎ। তদিদমুক্তং সুতরামিতি। তদ্বিপর্য্যয়েণেতি। বিষয়বিপর্য্যয়েণেত্যর্থঃ। মিথ্যাশব্দোঽপহ্নববচনঃ। এতদুক্তং ভবতি—অধ্যাসো ভেদাগ্রহেণ ব্যাপ্তস্তদ্বিরুদ্ধশ্চেহাঽস্তি ভেদগ্রহঃ স ভেদাগ্রহং নিবর্ত্তয়ংস্তদ্ব্যাপ্তমধ্যাসমপি নিবর্ত্তয়তীতি। মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং যদ্যপি তথাপীতি যোজনা। ইদমত্রাকূতম্। ভবেদেতদেবং যদ্যহমিত্যনুভবে আত্মতত্ত্বং প্রকাশেত, ন ত্বেতদস্তি। তথাহি।—সমস্তোপাধ্যনবচ্ছিন্না নন্তানন্দচৈতন্যৈকরসমুদাসীনমেকমদ্বিতীয়মাত্মতত্ত্বং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরা-ণেষু গীয়তে। ন চৈতানুপক্রমপরামর্শোপসংহারৈঃ ক্রিয়াসমভিহারেণ

স্বভাবয়োঃ]—অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহং-প্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়-গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা, ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে, যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নহে। এইরূপ, যাহা আত্মা তাহা অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা তাহা আত্মা নহে। [ইত...সিদ্ধায়াং] সুতরাং অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় অনাত্মার ইতরে-তরত্ব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না (৩)।

(৩) অর্থাৎ আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি যাইতেছি, ইত্যাদিবিষয়ে যে দেহাদির উপর অহংজ্ঞান দেখা যায় তাহা অধ্যাসমূলক হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন অন্ধকারে আলোক জ্ঞান হইবার ও আলোকে অন্ধকার জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি, অনাত্মায় আত্মজ্ঞান ও আত্মায় অনাত্মজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই।

দৃগাত্মতত্ত্বমভিদধতি তৎপরাণি সন্তি শক্যানি শক্রেণাপ্যুপচরিতার্থানি কর্তুম্। অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি। যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শনীয়েতি ন ন্যূনত্বং প্রাগেবোপচরিতত্বমিতি। অহমনুভবস্তু প্রাদেশিকমনেকবিধশোকদুঃখাদিপ্রপঞ্চোপপ্লুতমাত্মানমাদর্শয়ন্ কথমা[illegible] দেহাত্মভাবে [illegible] বা হস্তপল্লবঃ? ন চ জ্যেষ্ঠপ্রমাণপ্রত্যক্ষবিরোধাদাম্নায়স্যৈব তদপেক্ষস্যাপ্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বং বেতি যুক্তম্। তস্যাপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য বোধকতয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্য্যে প্রমিতাবনপেক্ষত্বাৎ। প্রমিতাবনপেক্ষত্বেঽপি উৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাত্তদ্বিরোধাদনুৎপত্তিলক্ষণমপ্রামাণ্যমিতি চেন্ন। উৎপাদকাপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ। ন হ্যাগমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহন্তি যেন কারণাভাবান্ন ভবেদপি তু তাত্ত্বিকম্। ন চ তত্তস্যোৎপাদকম্। অতাত্ত্বিকপ্রমাণভাবেভ্যোঽপি সাংব্যবহারিকপ্রমাণেভ্যস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা চ বর্ণে হ্রস্বদীর্ঘত্বাদয়োঽন্যধর্ম্মা অপি সমারোপিতাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ। ন হি লৌকিকা নাগ ইতি বা নগ ইতি বা পদাৎ কুঞ্জরং বা তরুং বা প্রতিপদ্যমানা ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চানন্যপরং বাক্যং স্বার্থ উপচরিতার্থং যুক্তম্। উক্তং হি "ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ" ইতি। জ্যেষ্ঠত্বঞ্চানপেক্ষিতস্য বাধ্যত্বে হেতুর্ন বাধকত্বে রজতজ্ঞানস্য জ্যায়সঃ শুক্তিজ্ঞানেন কনীয়সা বাধদর্শনাৎ। তদনপবাধনে তদপবাধাত্মনস্তস্যোৎপত্তেরনুৎপত্তেঃ। [illegible] তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবস্যানপেক্ষিতত্বম্। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং—"পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ" (মী, অং ৬ পাং ৫) ইতি। তথা "পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্। অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ" ইতি। অপি চ, যেঽপ্যহঙ্কারাস্পদমাত্মানমাস্থিষত তৈরপ্যস্য ন তাত্ত্বিকত্বমভ্যুপেতব্যম্। অহমিহৈবাস্মি সদনে জানান ইতি সর্ব্বব্যাপিনঃ প্রাদেশিকত্বেন গ্রহাৎ। উচ্চতরগিরিশিখরবর্ত্তিষু মহাতরুষু ভূমিষ্ঠস্যদূর্ব্বাপ্রবালনির্ভাসপ্রত্যয়বৎ। ন চেদং দেহস্য প্রাদেশিকত্বমনুভূয়তে ন ত্বাত্মন ইতি সাংপ্রতম্। ন হি তদৈবং ভবত্যহমিতি, গৌণত্বে বা ন জানামীতি। অপি চ পরশব্দঃ পরত্র লক্ষ্যমাণগুণযোগেন বর্ত্তত ইতি যত্র প্রযোক্তৃপ্রতিপত্ত্রোঃ সম্প্রতিপত্তিঃ স গৌণঃ। স চ ভেদপ্রত্যয়পুরঃসরঃ। তদ্যথা নৈয়মিকাগ্নিহোত্রবচনোঽগ্নিহোত্রশব্দঃ (মী, অং ১ পাং ৪) প্রকরণান্তরাবধৃতভেদে কৌণ্ডপায়িনাময়নগতে কর্ম্মণি মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যত্র সাধ্যসাদৃশ্যেন গৌণঃ [মী, অং ৭ পাং ৩]। মাণবকে চানুভবসিদ্ধভেদে সিংহাৎ সিংহশব্দঃ। ন ত্বহঙ্কারস্য মুখ্যোঽস্মিন্ [illegible]গর্ভতয়া দেহাদিভ্যো ভিন্নোঽনুভূয়তে যেন পরশব্দঃ শরীরাদৌ গৌণো-

স্তবেৎ। ন চাত্যন্তনিরূঢ়তয়া গৌণেঽপি ন গৌণত্বাভিমানঃ সার্ষপাদিষু তৈলশব্দবদিতি বেদিতব্যম্। তত্রাঽপি স্নেহাত্তিলভবাদ্ভেদে সিদ্ধ এব সার্ষপাদীনাং তৈলশব্দবাচ্যত্বাভিমানো ন তু তয়োর্থয়োস্তৈলসার্ষপয়োরভেদা-ধ্যবসায়ঃ। তথা সিদ্ধং গৌণত্বমুভয়দর্শিনো গৌণমুখ্যবিবেকবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তং। তদিহ ব্যাপকং বিবেকজ্ঞানং নিবর্তমানং গৌণতামপি নিবর্তয়-তীতি। ন চ বালস্থবিরশরীরভেদেঽপি সোঽহমিত্যেকস্যাত্মনঃ প্রতিসন্ধা-নাদ্দেহাদিভ্যো ভেদেনাঽস্ত্যাত্মানুভব ইতি বাচ্যম্। পরীক্ষকাণাং খল্বিয়ং কথা ন লৌকিকানাম্। পরীক্ষকা অপি হি ব্যবহারসময়ে ন লোকসামান্যমতিবর্তন্তে। বক্ষ্যতানন্তরমেব হি ভগবান্ ভাষ্যকারঃ। "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি"। বাহ্যা অপ্যাহুঃ "শাস্ত্রচিন্তকাঃ খল্বেবং বিবেচয়ন্তি ন প্রতিপত্তার" ইতি। তৎ পারিশেষ্যাচ্চিদাত্মগোচরম-হংকারমহমিহাঽস্মি সদন ইতি প্রযুঞ্জানো লৌকিকঃ শরীরাদ্যভেদগ্রহাদা-ত্মনঃ প্রাদেশিকত্বমভিমন্যতে নভস ইব ঘটমণিকমল্লিকাদ্যুপাধ্যবচ্ছেদা-দিতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। ন চাহংকারপ্রামাণ্যায় দেহাদিবদাত্মাপি প্রাদে-শিক ইতি যুক্তম্। তদা খল্বয়মণুপরিমাণো বা স্যাদ্দেহপরিমাণো বা। অণুপরিমাণত্বে স্থূলোঽহং দীর্ঘ ইতি চ ন স্যাৎ। দেহপরিমাণত্বে তু সাব-য়বতয়া দেহবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। কিঞ্চ অস্মিন্ পক্ষে অবয়বসমুদায়ো বা চেতয়েৎ প্রত্যেকং বাঽবয়বাঃ। প্রত্যেকং চেতনত্বপক্ষে বহূনাং চেতনানাং স্বতন্ত্রাণামেকবাক্যতাভাবাদপর্য্যায়ং বিরুদ্ধদিক্ক্রিয়তয়া শরীরমুন্মথ্যেত, অক্রিয়ং বা প্রসজ্যেত। সমুদায়স্য তু চৈতন্যযোগে রক্ত একস্মিন্নবয়বে চিদাত্মনোঽপ্যবয়বোরক্ত ইতি ন চেতয়েৎ। ন চ বহূনামবয়বানাম বিনাভাবনিয়মো দৃষ্টো য এবাঽবয়বো বিশীর্ণস্তদা তদভাবে ন চেত-য়েৎ। বিজ্ঞানালম্বনত্বেঽপ্যহংপ্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বং তদবস্থমেব। তস্য স্থিরকল্পনির্ভাসত্বাদস্থিরত্বাচ্চ বিজ্ঞানানাম্। এতেন স্থূলোঽহমন্ধোঽহং গচ্ছামীত্যাদয়োঽপ্যধ্যাসতয়া ব্যাখ্যাতাঃ। তদেবমুক্তক্রমেণাঽহং প্রত্যয়ে পূতিকুষ্মাণ্ডীকৃতে ভগবতী শ্রুতিরপ্রত্যূহং কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব সুখদুঃখশোকাদ্যাত্মত্বমহমনুভবপ্রসঞ্জিতমাত্মনো নিষেদ্ধুমর্হতীতি। তদেবং সর্ব্বপ্রবাদিশ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণপ্রথিতমখ্যাভাবস্যাঽহং প্রত্যয়স্য স্বরূপনিমিত্তফলৈরুপব্যাখ্যানমন্যোন্যস্মিন্নিত্যাদি। অত্র চ অন্যোন্যস্মিন্ ধর্ম্মিণি আত্মশরীরাদাবন্যোন্যাত্মকতমধ্যাস্যাঽহমিদং শরীরাদীতি। ইদমিতি চ পশ্যতো ন প্রতীতিতঃ। লোকব্যবহারো লোকানাং ব্যবহারঃ। স চায়মহমিতি ব্যপদেশঃ। ইতিশব্দসূচিতশ্চ শরী-রাদ্যনুকূলং প্রতিকূলং চ প্রমেয়জাতং প্রমাণেন প্রমায় তদুপাদান

ণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়-
গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য

পরিবর্জ্জনাদিঃ। অন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যাস্যান্যোন্যস্মিন্ ধর্ম্মিণি দেহাদি-
ধর্ম্মান্ জন্মমরণজরাব্যাধ্যাদীনাত্মনি ধর্ম্মিণি অনাত্মদেহাত্মভাবে সমা-
রোপ্য তথা চৈতন্যাদীনাত্মধর্ম্মান্ দেহাদাবধ্যস্তাত্মভাবে সমারোপ্য
মমেদং জরামরণপুত্রপশুস্বাম্যাদীতি ব্যবহারো ব্যপদেশঃ। ইতিশব্দসূচি-
তশ্চ তদনুরূপঃ প্রবৃত্ত্যাদিঃ। অত্র চাধ্যাসব্যবহারক্রিয়াভ্যাং যঃ কর্ত্তো-
ন্নীতঃ স সমান ইতি সমানকর্ত্তৃকত্বেনাধ্যাস্য ব্যবহার ইত্যুপপন্নম্। পূর্ব্ব-
কালত্বসূচিতমধ্যাসস্য ব্যবহারকারণত্বং সূচয়তি,—মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তো
ব্যবহারঃ। মিথ্যাজ্ঞানমধ্যাসস্তন্নিমিত্তস্তদ্ভাবাভাবানুবিধানাদ্ব্যবহারভাবা-
ভাবয়োরিত্যর্থঃ। তদেবমধ্যাসস্বরূপং ফলঞ্চ ব্যবহারমুক্ত্বা তস্য চ
নিমিত্তমাহ—ইতরেতরাবিবেকেন। বিবেকাগ্রহেণেত্যর্থঃ। অথাঽবিবেক
এব কস্মান্ন ভবতি তথা চ নাঽধ্যাস ইত্যত আহ।—অত্যন্তবিবিক্তয়ো-
র্ধর্ম্মধর্ম্মিণোরিতি। পরমার্থতোধর্ম্মিণোরতাদাত্ম্যং বিবেকোধর্ম্মাণাঞ্চাঽসং
কীর্ণতা বিবেকঃ। স্যাদেতৎ। বিবিক্তয়োর্ব্বস্তুসতোর্ভেদাগ্রহনিবন্ধন
স্তাদাত্ম্যবিভ্রমোযুজ্যতে শুক্তেরিব রজতাদ্ভেদাগ্রহে রজততাদাত্ম্য-
বিভ্রমঃ। ইহ তু পরমার্থসতশ্চিদাত্মনো ন ভিন্নং দেহাদ্যস্তি বস্তুসৎ তৎ কুত
শ্চিদাত্মনোভেদাগ্রহঃ কুতশ্চ তাদাত্ম্যবিভ্রম ইত্যত আহ।—সত্যা-
নৃতে মিথুনীকৃত্য। বিবেকাগ্রহাদধ্যস্যেতি যোজনা। সত্যং চিদাত্মা,
অনৃতং বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহাদি, তে দ্বে ধর্ম্মিণী মিথুনীকৃত্য, যুগলীকৃত্যেত্যর্থঃ।
ন চ সংবৃতিপরমার্থসতোঃ পারমার্থিকং মিথুনমস্তীত্যভূততদ্ভাবার্থস্য
চ্বেঃ প্রয়োগঃ। এতদুক্তং ভবতি।—অপ্রতীতস্যারোপাঽযোগাদারো-
প্যস্য প্রতীতিরুপযুজ্যতে ন বস্তুসত্ত্বেতি। স্যাদেতৎ। আরোপস্য প্রতী-
তৌ সত্যাং পূর্ব্বদৃষ্টস্য সমারোপঃ সমারোপনিবন্ধনা চ প্রতীতিরিতি
দুর্ব্বারং পরস্পরাশ্রয়ত্বমিত্যত আহ।—নৈসর্গিক ইতি। স্বাভাবিকো

[তদ্ধর্ম্মাণাং...অনুপপত্তিঃ]—যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায় অনাত্মায় তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভয়ের ধর্ম্মসমূহেরও অর্থাৎ জাড্যচৈতন্যাদিগুণেরও পরস্পর তাদাত্ম্যভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না (৪)।

(৪) অর্থাৎ স্ফটিক ও জবাকুল পৃথক বস্তু হইলেও স্ফটিকে জবাধর্ম্ম লোহিত্যের অধ্যাস বা বিনিময় হইয়া থাকে, এইরূপ কোন ধর্ম্মবিনিময় হইবার সম্ভাবনা নাই।

তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসোমিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং। তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যা-

ত্মনাদিরয়ং ব্যবহারঃ। ব্যবহারানাদিত্বয়া তৎকারণস্যাধ্যাসস্যানাদিত্বোক্তা। ততশ্চ পূর্ব্বপূর্ব্বমিথ্যাজ্ঞানোপদর্শিতস্য বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরাদেকত্ত্বস্যোত্তরাধ্যাসোপযোগ ইত্যনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবন্ন পরম্পরাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ।

স্যাদেতৎ। অস্তু পূর্ব্বপ্রতীতিমাত্রমুপযুজ্যতে আরোপে, নতু প্রতীয়মানস্য পরমার্থসত্তা। প্রতীতিরেব ত্বত্যন্তাসতো গগনকমলিনীকল্পস্য দেহেন্দ্রিয়াদের্নোপপদ্যতে। প্রকাশমানত্বমেব হি চিদাত্মনোঽপি সত্ত্বং ন তু তদতিরিক্তং সত্ত্বসামান্যসমবায়োঽর্থক্রিয়াকারিতা বা। দ্বৈতাপত্তেঃ। সত্তায়াশ্চার্থক্রিয়াকারিতায়াশ্চ সত্তান্তরার্থক্রিয়াকারিতান্তরকল্পনেঽনবস্থাপাতাৎ প্রকাশমানত্বৈব সত্তাঽভ্যুপেতব্যা। তথা চ দেহাদয়ঃ প্রকাশমানত্বাৎসন্তশ্চিদাত্মবৎ অসত্ত্বে বা ন প্রকাশমানাস্তৎ কথং সত্যাঽনৃতয়োর্ম্মিথুনীভাবস্তদভাবে বা কস্য কুতো ভেদাগ্রহস্তদসম্ভবে কুতোঽধ্যাস ইত্যাশয়বানাহ।—আহ আক্ষেপ্তা। কোঽয়মধ্যাসো নাম। ক ইত্যাক্ষেপে। সমাধাতা লোকসিদ্ধমধ্যাসলক্ষণমাক্ষাণ এবাক্ষেপং প্রতিক্ষিপতি।—উচ্যতে। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। অবসন্নোঽবমতো বা ভাসোঽবভাসঃ। প্রত্যয়ান্তরবাধশ্চাস্যাবসাদোঽবমানো বা। এতাবতা মিথ্যাজ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি। তস্যোদমুপব্যাখ্যানং পূর্ব্বদৃষ্টেত্যাদি। পূর্ব্বদৃষ্টস্যাবভাসঃ পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। মিথ্যাপ্রত্যয়শ্চারোপবিষয়ারোপণীয়স্য মিথুনমন্তরেণ ন ভবতীতি পূর্ব্ব

[অতঃ ··যুক্তম্]—যদিও এই এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মায় (আমাতে) ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় অনাত্মার (দেহাদির) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যভ্রম মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় দেহাদিতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মার (আমার) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম অসত্য হইবার যোগ্য অর্থাৎ অহং মম—আমি আমার—ইত্যাদিবিধজ্ঞানব্যবহার অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ (৫)।

(৫) জীব আপনাতে আমি মানলাম, আমি অন্ধ, ইত্যাদিপ্রকার জরামরণাদিধর্ম্মের অনুশীলন করে এবং আমি যাইতেছি, আমি করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকারে দেহাদির উপর চেতনধর্ম্মের আরোপ [illegible] অনুভব ও ঐ ব্যবহার যে অধ্যাসমূলক তাহা যুক্তি দ্বারা [illegible]। যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অহংজ্ঞানমাত্রেই আত্মাবলম্বী, এবং ইদংজ্ঞানমাত্রই অনাত্মাবলম্বী।

ত্মকতামন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্যেতরেতরাবিবেকেনাত্যন্তবিবি-ক্তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যা-হমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।

দৃষ্টগ্রহণেনাহৃতমারোপণীয়মুপস্থাপয়তি। তস্য চ দৃষ্টত্বম্ উপযুজ্যতে ন বস্তুসত্ত্বেতি দৃষ্টগ্রহণং তথাপি বর্ত্তমানং দৃষ্টি দর্শনং নারোপোপযোগীতি পূর্ব্বেত্যুক্তং, তত্র পূর্ব্বদৃষ্টং স্বরূপেণ সদপ্যারোপণীয়তয়া নির্ব্বাচ্যমিত্যাহৃতম্। আরোপবিষয়ং সত্যমাহ পরত্রেতি। পরত্র শুক্তিকাদৌ পরমার্থসতি। তদনেন সত্যানৃতমিথুনমুক্তম্। স্যাদেতৎ। পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস ইত্যলক্ষণমতিব্যাপকত্বাৎ। অস্তি হি স্বস্তিমত্যাং গবি পূর্ব্বদৃষ্টস্য গোত্বস্য পরত্র কালাক্ষ্যামবভাস। অস্তি চ পাটলিপুত্রে পূর্ব্বদৃষ্টস্য দেবদত্তস্য পরত্র মাহিষ্মত্যামবভাসঃ সমীচীনঃ। অবভাসপদঞ্চ সমীচীনেঽপি প্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম্। যথা নীলস্যাবভাসঃ পীতস্যাবভাস ইত্যত আহ স্মৃতিরূপ ইতি। স্মৃতেরূপমিব রূপমস্যেতি স্মৃতিরূপঃ। অসন্নিহিতবিষয়ত্বঞ্চ স্মৃতিরূপত্বং সন্নিহিতবিষয়ঞ্চ প্রত্যভিজ্ঞানং সমীচীনমিতি নাতিব্যাপ্তিঃ। নাপ্যব্যাপ্তিঃ স্বপ্নজ্ঞানস্যাপি স্মৃতিবিভ্রমরূপস্যৈবংরূপত্বাৎ। তত্রাপি হি স্মর্য্যমাণে পিত্রাদৌ নিদ্রোপপ্লববশাদসন্নিধানপরামর্শে তত্র তত্র পূর্ব্বদৃষ্টস্যৈব সন্নিহিতদেশকালত্বস্য সমারোপঃ। এবং পীতঃ শঙ্খস্তিক্তো গুড় ইত্যত্রাপ্যেতল্লক্ষণং যোজনীয়ম্। তথাহি।—বহির্ব্বিনির্গচ্ছদত্যচ্ছনয়নরশ্মিসংপৃক্তপিত্তদ্রব্যবর্ত্তিনীং পীততাং পিত্তরহিতামনুভবন্ শঙ্খঞ্চ দোষাচ্ছাদিতশুক্লি-

---

[তথাপি ব্যবহারঃ,]—তথাপি, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক প্রভাবে অত্যন্তবিলক্ষণ ও অত্যন্তবিবিক্ত আত্মার অনাত্মার বিবিক্ততা বা পার্থক্য বোধ না থাকা প্রযুক্ত আপনাতে অন্যের ও অন্যধর্ম্মের এবং অন্যতে (দেহাদিতে) আত্মার ও আত্মধর্ম্মের অধ্যাস (আরোপ) করিয়াই লোকে "আমি" "আমার" "এই আমি" "ইহা আমার" ইত্যাদিবিধ উল্লেখ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্য মিথ্যা উভয়জড়িত, সুতরাং অধ্যাসমূলক, এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও অনাদিসিদ্ধ (৬)।

---

(৬) অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহারমাত্রেই অধ্যাসমূলক, এবং তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন না হইলেও 'না' বলিবার উপায় নাই। উহা যখন অনাদিসিদ্ধ—তখন উহা যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও স্বতঃসিদ্ধ এবং উহার অনাপ করিবার উপায় নাই

আহ কোঽয়মধ্যাসো নামেতি। উচ্যতে, স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং কেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি।

জয়মানমনুভবন্ পীততায়াশ্চ শঙ্খাঽসম্বন্ধমননুভবন্নসম্বন্ধাঽগ্রহণ সারূপ্যেণ পীতং তপনীয়পিণ্ডং পীতং বিল্বফলমিত্যাদৌ পূর্ব্বদৃষ্টং সামানাধিকরণ্যং পীতত্বশঙ্খত্বয়োরারোপ্যাহ লোকঃ পীতঃ শঙ্খ ইতি। এতেন তিক্তো গুড় ইতি প্রত্যয়োঽপি ব্যাখ্যাতঃ। এবং বিজাতৃপুরুষাভিমুখেষ্বাদর্শোদকাদিষু স্বচ্ছেষু চাক্ষুষং তেজঃ সংলগ্নমপি বলীয়সা সৌর্য্যেণ তেজসা প্রতিস্রোতঃ প্রবর্ত্তিতং মুখসংযুক্তং মুখং গ্রাহয়দ্দোষবশাত্তদ্দেশতামনভিমুখতাঞ্চ মুখস্যাঽগ্রাহয়ৎ পূর্ব্বদৃষ্টাভিমুখাদর্শোদকদেশতামাভিমুখ্যঞ্চ মুখস্যারোপয়তীতি প্রতিবিম্ববিভ্রমোঽপি লক্ষিতো ভবতি। এতেন দ্বিচন্দ্রদিঙ্‌মোহালাতচক্রগান্ধর্ব্বনগরবংশোরগাদিবিভ্রমেষ্বপি যথাসম্ভবঞ্চ লক্ষণং যোজনীয়ম্। এতদুক্তং ভবতি। ন প্রকাশমানতামাত্রং সত্ত্বং যেন দেহেন্দ্রিয়াদেঃ প্রকাশমানতয়া সত্ত্বাবোভবেৎ। ন হি সর্পাদিভাবেন রজ্জ্বাদয়ো বা স্ফটিকাদয়ো বা রক্তাদিগুণযোগিনো ন প্রতিভাসন্তে প্রতিভাসমানা বা ভবন্তি তদাত্মানস্তদ্ধর্ম্মাণো বা। তথা সতি মরুষু মরীচিচয়মুচ্চাবচমুচ্চলত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গমালেয়মভ্যর্ণমবতীর্ণা মন্দাকিনীত্যভিসন্ধায় প্রবৃত্তঃ স্যাৎ তোয়মাপীয় পিপাসামুপশময়েৎ। তস্মাদকামেনাঽপি আরোপিতস্য প্রকাশমানস্যাপি ন বস্তুসত্ত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। ন চ মরীচিরূপেণ সলিলমবস্তুসৎ স্বরূপেণ তু পরমার্থসদেব। দেহেন্দ্রিয়াদয়স্তু স্বরূপেণাপি অসন্ত ইত্যনুভবাগোচরত্বাৎ কথমারোপ্যন্ত ইতি সাম্প্রতম্। যতো যদ্যসন্তো নানুভবগোচরাঃ কথং তর্হি মরীচ্যাদীনামসতাং তোয়তয়ানুভবগোচরত্বং। ন চ স্বরূপসত্ত্বেন তোয়াত্মনাপি সন্তো ভবন্তি। যদ্ব্যাচ্যেত নাভাবো নাম ভাবাদন্যঃ কশ্চিদস্তি অপি তু ভাব এব ভাবান্তরাত্মনাঽভাবঃ স্বরূপেণ তু ভাবঃ। যথাহুঃ।—"ভাবান্তরমভাবো হি কয়া চিত্তু ব্যপেক্ষয়েতি।" ততশ্চ ভাবাত্মনোপাখ্যেয়তয়াঽস্য যুজ্যে-

---

[আহ...উচ্যতে]—অধ্যাস কি? তাহার স্বরূপ কি? কারণই বা কি? বলা যাইতেছে। [স্মৃতি···অবভাসঃ।]—অধ্যাস এক প্রকার অবভাস অর্থাৎ মিথ্যাপ্রত্যয় এবং তাহা স্মৃতিজ্ঞানের মত ও পূর্ব্বপ্রতীতি অনুসারে বা অনুরূপে উৎপন্ন হয়। স্থূল কথা এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান বা অবভাস হইলেই তাহা অধ্যাস ও ভ্রম এই দুই আখ্যা প্রাপ্ত

কেচিত্তু যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহণনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্যে তু যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে। সর্ব্ব-

---

তানুভবগোচরতা। প্রপঞ্চস্য পুনরত্যন্তাসতো নিরস্তসমস্তসামর্থ্যস্য নিস্তত্ত্বস্য কুতোঽনুভববিষয়ভাবঃ কুতো বা চিদাত্মন্যারোপঃ। ন হ বিষয়স্য সমস্তসামর্থ্যস্য বিরহেঽপি জ্ঞানমেব তত্তাদৃশং স্বপ্রত্যয়সামর্থ্যা-সাদিতাদৃষ্টান্তসিদ্ধস্বভাবভেদমুপজাতমসতঃ প্রকাশনম্। তস্মাদসৎ-প্রকাশনশক্তিরেবাঽবিদ্যেতি সাম্প্রতম্। যতো যেয়মসৎপ্রকাশনশক্তি-র্বিজ্ঞানস্য কিং পুনরস্যাঃ শক্যমসদিতি চেৎ, কিমতৎকার্য্যং আহোস্বিৎ অস্যা জ্ঞাপ্যং, ন তাবৎ কার্য্যমসতস্তত্ত্বানুপপত্তেঃ। নাপি জ্ঞাপ্যং জ্ঞানা-ন্তরানুপলব্ধেঃ। অনবস্থাপাতাচ্চ। বিজ্ঞানস্বরূপমেবাঽসতঃ প্রকাশ ইতি চেৎ, কঃ পুনরেষ সদসতোঃ সম্বন্ধঃ। অসদধীননিরূপণত্বং সতো জ্ঞানস্য অসতা সংবন্ধ ইতি চেৎ, অহোবতাঽয়মতিনির্ব্বৃত্তঃ প্রত্যয়-তপস্বী যস্যাঽসত্যাপি নিরূপণমাযততে ন চ প্রত্যয়স্তত্রাধত্তে কিঞ্চিৎ। অসত আধারত্বাযোগাৎ। অসদন্তরেণ প্রত্যয়ো ন প্রথত ইতি প্রত্যয়স্যৈ-বৈষ স্বভাবো ন ত্বসদধীনমস্য কিঞ্চিদিতি চেৎ, অহোবতাঽস্যাসৎ-পক্ষপাতো যদয়মতত্ত্বংপত্তিরতদাত্মা চ তদবিনাভাবনিয়তঃ প্রত্যয় ইতি। তস্মাদত্যন্তাসন্তঃ শরীরেন্দ্রিয়াদয়ো নিস্তত্ত্বা নানুভববিষয়া ভবিতুমর্হন্তীতি। অত্র ব্রূমঃ। নিস্তত্ত্বং চেন্নানুভবগোচরঃ তৎ কিমি-দানীং মরীচয়োঽপি তোয়াত্মনা সতত্ত্বা যদনুভবগোচরাঃ স্যুর্ন সতত্ত্বান্ত দাত্মনাঃ মরীচীনামসত্ত্বাৎ। দ্বিবিধঞ্চ বস্তূনাং তত্ত্বং সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ। তত্র পূর্ব্বং স্বতঃ পরং তু পরতঃ। যথাহুঃ।—“স্বরূপপররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে। বস্তুনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ রূপং কৈশ্চিৎ কদাচনেতি।” তৎ কিং মরীচিষু তোয়নির্ভাসপ্রত্যয়স্তত্ত্বগোচরঃ। তথা চ সমীচীন ইতি ন ভ্রান্তো নাপি বাধ্যেত। অদ্ধা ন বাধ্যেত যদি মরীচী ন তোয়াত্ম-

---

হয়। [তং···সাম্বতীয়বদিতি।]—ঐরূপ অবভাস বা ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞান কিংমূলক ও কিংরূপ? তাহা নির্ব্বাচিত করিতে গিয়া অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞানের তথ্য নির্ণয় করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, এক পদার্থে অন্য পদার্থের ধর্ম্মবিশেষ প্রতীত হয় এবং তাহা অধ্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কেহ বলেন, যাহাতে যাহার অধ্যাস হয় তাহার সহিত তাহার পার্থক্যপ্রতীতির অভাব থাকে—তৎকারণে ঐরূপ ভ্রম বা মিথ্যাপ্রত্যয় জন্মে। অন্যে বলেন, যাহাতে

থাপি তু অন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি, তথা চ লোকেঽনুভবঃ, শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ

তদ্বান্ অতোয়াত্মনা গৃহ্নীয়াৎ। তোয়াত্মনা তু গৃহ্নন্ কথমভ্রান্তঃ কথং বা হবাধ্যঃ। হন্ত তোয়াভাবাত্মনাং মরীচীনাং তোয়ভাবাত্মত্বং তাবন্ন সৎ। তেষাং তোয়াভাবাদভেদেন তোয়ভাবাত্মতানুপপত্তেঃ। নাপ্যসৎ। বস্ত্বন্তরমেব হি বস্ত্বন্তরস্যাসত্ত্বমাস্থীয়তে ভাবান্তরমভাবো হ্যন্যো ন কশ্চিদনিরূপণাদিতি বদন্তিঃ। ন চারোপিতং রূপং বস্ত্বন্তরং তদ্ধি মরীচয়ো বা ভবেৎ গঙ্গাদিগতং তোয়ং বা। পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে মরীচয় ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ ন তোয়মিতি। উত্তরাস্মিংস্তু গঙ্গায়াং তোয়মিতিস্যান্ন পুনরিহেতি। দেশভেদাস্মরণে তোয়মিতি স্যান্ন পুনরিহেতি। ন চেদমত্যন্তমসন্নিরস্তসমস্তস্বরূপমলীকমেবাঽস্থিতি সাম্প্রতম্। তস্যাঽনুভবগোচরত্বানুপপত্তেরিত্যুক্তমধস্তাৎ। তস্মান্ন সৎ, নাঽপি সদসৎ, পরস্পরবিরোধাদিতি অনির্ব্বাচ্যমেবারোপণীয়ং মরীচিষু তোয়মাস্থেয়ম্। তদনেন ক্রমেণাধ্যস্তং তোয়ং পরমার্থতোয়মিব। অতএব পূর্ব্বদৃষ্টমিব। তত্ত্বতস্তু ন তোয়ং ন চ পূর্ব্বদৃষ্টং কিং ত্বনৃতমনির্ব্বাচ্যম্। এবঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রপঞ্চোপ্যনির্ব্বাচ্যোঽপূর্ব্বোঽপি পূর্ব্বমিথ্যাপ্রত্যয়োপদর্শিত ইব পরত্র চিদাত্মন্যধ্যস্যত ইতি উপপন্নমধ্যাসলক্ষণযোগাদ্দেহেন্দ্রিয়াদি-

---

অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীতধর্ম্মের কল্পনা করার নাম অধ্যাস। যিনি যে প্রকার বলুন, অথবা লক্ষণ নির্ণয় করুন, কোন লক্ষণই "এক পদার্থে অন্য পদার্থের ও অন্যধর্ম্মের অবভাস" এ লক্ষণ অতিক্রম করিতেছে না। লোকমধ্যেও ঐরূপ অনুভব প্রসিদ্ধ আছে। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে যে, শুক্তি রজতের মত অবভাসিত হইতেছিল এবং একই চন্দ্র দু-এর মত দেখাইতেছিল। (৭)

---

(৭) "দেখাইতেছিল" ইহা ভ্রমবিনাশের পরে বোধ হয়। ভ্রমকালে "ন্যায়" বা "মত" বোধ হয় না, ঠিক বলিয়াই বোধ হয়। অতএব, ভ্রমজ্ঞানের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে ভ্রমের আধারটী সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা প্রতীত হয় তাহা মিথ্যা। মিথ্যা বটে; কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় আত্যন্ত মিথ্যা নহে। আত্যন্তিক মিথ্যা হইলে কখনই তাহা প্রতীতিগোচর হইত না। সুতরাং ঐরূপ আরোপাতত্ত্ব যে অনির্ব্বচনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই। অধ্যস্ত বস্তু থাকে না বলিয়া মিথ্যা অর্থাৎ তুচ্ছ, কিন্তু প্রতীত হয় বলিয়া তাহা পূর্ণ মিথ্যা নহে। তাহার ঠিক রূপটী বলা যায় না, বলিয়া ন্যায় ও মত প্রভৃতি উপমার দ্বারা কথঞ্চিৎপ্রকারে বুঝাইতে হয়। সুতরাং উহা অনির্ব্বাচ্য ভিন্ন নির্ব্বাচ্য নহে।

সদ্বিতীয়বদিতি। কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসোবিষয়-ধর্ম্মাণাং, সর্ব্বোহি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি,

---

প্রপঞ্চবাধনং চোপপাদয়িষ্যতে। চিদাত্মা তু শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণ-গোচরস্তন্মূলতদবিরুদ্ধন্যায়নির্ণীতশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সন্নৈব নির্ব্বাচ্যো-ঽবাধিতঃ। স্বয়ংপ্রকাশতৈবাঽস্য সত্তা সা চ স্বরূপমেব চিদাত্মনো ন তু তদতিরিক্তম্। সত্তাসামান্যসমবায়োঽর্থক্রিয়াকারিতা বা। ইতি সর্ব্বমবদাতম্। স চায়মেবংলক্ষণকোঽধ্যাসোঽনির্ব্বচনীয়ঃ সর্ব্বে-ষামেব সম্মতঃ পরীক্ষকাণাং তদ্ভেদে পরং বিপ্রতিপত্তিরিত্যনির্ব্ব-চনীয়তাং দ্রঢ়য়িতুমাহ—তং কেচিদন্যত্রাঽন্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। অন্যধর্ম্মস্য, জ্ঞানধর্ম্মস্য রজতস্য, জ্ঞানাকারস্যেতি যাবৎ। অধ্যাসো ঽন্যত্র বাহ্যে। সৌত্রান্তিকনয়ে তাবদ্বাহ্যমস্তি বস্তুসৎ তত্র জ্ঞানাকারস্যা-রোপঃ। বিজ্ঞানবাদিনামপি যদ্যপি ন বাহ্যং বস্তুসৎ তথাপ্যনাদ্যবিদ্যা-বাসনারোপিতমলীকং বাহ্যং তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ। উপপত্তিশ্চ যদ্‌যাদৃশমনুভবসিদ্ধং রূপং তত্তাদৃশমেবাভ্যুপেতব্যমিত্যুৎসর্গোঽন্যথাত্বং পুনরস্য বলবদ্বাধকপ্রত্যয়বশাৎ। নেদং রজতমিতি চ বাধস্যেদন্তা-মাত্রবাধেনোপপত্তৌ ন রজতগোচরতোচিতা। রজতস্য ধর্ম্মিণো বাধে হি রজতং চ তস্য চ ধর্ম্ম ইদন্তা বাধিতে ভবেতাম। তদ্বরমিদ-ন্তৈবাঽস্য ধর্ম্মো বাধ্যতাং ন পুনা রজতমপি ধর্ম্মি। তথাচ রজতং বহির্ব্বাধিতমর্থাদান্তরে জ্ঞানে ব্যবতিষ্ঠত ইতি জ্ঞানাকারস্য বহিরধ্যাসঃ সিধ্যতি। কেচিত্তু জ্ঞানাকারখ্যাতাবপরিতুষ্যন্তো বদন্তি।—যত্র যদ-ধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অপরিতোষকারণঞ্চ আহুঃ— বিজ্ঞানাকারতা রজতাদেরনুভবাদ্বা ব্যবস্থাপ্যেতানুমানাদ্বা। তত্রানু-মানমুপরিষ্টান্নিরাকরিষ্যতে। অনুভবোঽপি রজতপ্রত্যয়ো বা স্যাৎ বাধকপ্রত্যয়ো বা। ন তাবদ্রজতানুভবঃ। স হীদংকারাস্পদং রজতমা-বেদয়তি ন ত্বান্তরম্। অহমিতি হি তদা স্যাৎ প্রতিপত্তুঃ প্রত্যয়াদব্যতি-

---

[কথং—ব্রবীষি ?]—যদি বলেন, প্রত্যগাত্মা অবিষয়, তিনি কাহার বিষয় নহেন—অর্থাৎ তিনি পরাধীন প্রকাশ নহেন। সুতরাং কি প্রকারে তাঁহাতে বিষয়ের (দেহাদির) ও বিষয়ধর্ম্মের (জরামরণাদির) অধ্যাস হইতে পারে ? যাহা বিষয়—যাহা পুরোবর্ত্তী অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষীকৃত—তাহাতেই লোকের বিষয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য কোন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু অদৃষ্টের ও অবিষয় পদার্থে কাহারও কোন অধ্যাস দেখা যায় না।

যুষ্মৎ প্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি।
উচ্যতে, ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ

য়েকাৎ। ভ্রান্তং বিজ্ঞানং স্বাকারমেব বাহ্যতয়াঽধ্যবস্যতি। তথা চ নাহংকারাস্পদমস্য গোচরো জ্ঞানাকারতা পুনরস্য বাধকপ্রত্যয়প্রবেদনীয়েতি চেৎ, হন্ত বাধকপ্রত্যয়মালোচয়তায়ুষ্মান্। কিং পুরোবর্ত্তি দ্রব্যং রজতাদ্বিবেচয়ত্যাহো জ্ঞানাকারতামপ্যস্য দর্শয়তি। তত্র জ্ঞানাকারতোপদর্শনব্যাপারং বাধকপ্রত্যয়স্য ব্রুবাণঃ শ্লাঘনীয়প্রজ্ঞো দেবানাং প্রিয়ঃ। পুরোবর্ত্তিত্বপ্রতিষেধাদর্থাদস্য জ্ঞানাকারতেতি চেৎ, ন। অসন্নিধানাগ্রহনিষেধাৎ অসন্নিহিতো ভবতি। প্রতিপত্তুরত্যন্তসন্নিধানং হ্যস্য প্রতিপত্রাত্মকং কুতস্ত্যং, ন চৈব রজতস্য নিষেধো ন চেদন্তায়াঃ কিং তু বিবেকাগ্রহপ্রসঞ্জিতস্য রজতব্যবহারস্য। ন চ রজতমেব শুক্তিকায়াং প্রসঞ্জিতং রজতজ্ঞানেন। ন হি রজতনির্ভাসস্য শুক্তিকালম্বনং যুক্তং অনুভববিরোধাৎ। ন খলু সত্তামাত্রেণালম্বনং অতিপ্রসঙ্গাৎ। সর্ব্বেষামর্থানাং সত্ত্বাবিশেষাদালম্বনত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি কারণত্বেন। ইন্দ্রিয়াদীনামপি কারণত্বাৎ। তথা চ ভাসমানত্বেবালম্বনার্থঃ। ন চ রজতজ্ঞানে শুক্তিকা ভাসত ইতি কথমালম্বনম্। ভাসমানতাভ্যুপগমে বা কথং নানুভববিরোধঃ। অপি চেন্দ্রিয়াদীনাং সমীচীনজ্ঞানোপজননে সামর্থ্যমুপলব্ধমিতি কথমেভ্যো মিথ্যাজ্ঞানসম্ভবঃ। দোষসহিতানাং তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়েঽপি সামর্থ্যমিতি চেৎ ন। দোষাণাং কার্য্যোপজননসামর্থ্যবিঘাতমাত্রে হেতুত্বাৎ। অন্যথা দুষ্টাদপি কুটজবীজাদ্বটাঙ্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ স্বগোচরব্যভিচারে বিজ্ঞানানাং সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং জ্ঞানং সমীচীনমাস্থেয়ম্। তথা চ রজতমিদমিতি চ দ্বে বিজ্ঞানে স্মৃত্যনুভবরূপে। তত্রেদমিতি পুরোবর্ত্তিদ্রব্যমাত্রগ্রহণং দোষবশাৎ তদ্গতশুক্তিত্বসামান্যবিশেষস্যাগ্রহাৎ তন্মাত্রঞ্চ গৃহীতং সৎ সদৃশতয়া সংস্কারোদ্বোধক্রমেণ রজতে স্মৃতিং জনয়তি। সা চ গৃহীত-

---

(শুক্তি প্রভৃতি বিষয় অর্থাৎ পরাধীন প্রকাশ, তজ্জন্য তাহাতে রজত প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে)। কিন্তু আপনি বলিতেছেন, প্রত্যগাত্মা অস্মদ্প্রত্যয়ের অতীত সুতরাং তিনি বিষয় নহেন, অবিষয়।

অবিষয় সত্য; অবিষয় হইলেও যে প্রকারে তাঁহাতে বিষয়ের ও বিষয়ধর্ম্মের আরোপ বা অধ্যাস (ভ্রম) হইতে পারে; [উচ্যতে] তাহা বলিতেছি।

অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোঽবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্র-

গ্রহণস্বভাবাঽপি দোষবশাদগৃহীততাংশপ্রমোষাদ্গ্রহণমাত্রমবতিষ্ঠতে। তথা চ রজতস্মৃতেঃ পুরোবর্ত্তিদ্রব্যমাত্রগ্রহণস্য চ মিথঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ ভেদাঽগ্রহাৎ সন্নিহিতরজতগোচরজ্ঞানসারূপ্যেণ ইদং রজতমিতি ভিন্নে অপি স্মরণগ্রহণে অভেদব্যবহারঞ্চ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশঞ্চ প্রবর্ত্তয়তঃ। ক্বচিৎ পুনর্গ্রহণ এব মিথোগৃহীতভেদে। যথা পীতঃ শঙ্খ ইতি। অত্র হি বিনির্গচ্ছন্নয়নরশ্মিবর্ত্তিনঃ পিত্তদ্রব্যস্য কাচস্যেব স্বচ্ছস্য পীতত্বং গৃহ্যতে। পিত্তস্তু ন গৃহ্যতে। শঙ্খোঽপি দোষবশাৎ শুক্লগুণরহিতঃ স্বরূপমাত্রেণ গৃহ্যতে। তদনয়োর্গুণগুণিনোরসংসর্গাগ্রহসারূপ্যাৎ পীততপনীয়পিণ্ডপ্রত্যয়াবিশেষেণাভেদব্যবহারঃ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশশ্চ। ভেদাগ্রহপ্রসঞ্জিতাভেদব্যবহারবাধনাচ্চ নেদমিতি বিবেকপ্রত্যয়স্য বাধকত্বমপ্যুপপদ্যতে। তদুপপত্তৌ চ প্রাক্তনস্য প্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বমপি লোকসিদ্ধং সিদ্ধং ভবতি। তস্মাৎ যথার্থাঃ সর্ব্বে বিপ্রতিপন্নাঃ সন্দেহবিভ্রমাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ, ঘটাদিপ্রত্যয়বৎ। তদিদমুক্তং যত্র যদধ্যাস ইতি। যস্মিন্ শুক্তিকাদৌ যস্য রজতাদেরধ্যাস ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ নাসাবন্যথাখ্যাতিনিবন্ধনা। কিন্তু গৃহীতস্য রজতাদেস্তৎস্মরণস্য চ গৃহীততাংশপ্রমোষেণ গৃহীতমাত্রস্য। য ইদমিতি পুরোবস্থিতাৎ দ্রব্যমাত্রাৎ তৎপ্রজ্ঞানাচ্চ বিবেকঃ তদগ্রহণনিবন্ধনো ভ্রমঃ। ভ্রান্তত্বঞ্চ গ্রহণস্মরণয়োরিতরেতরসামানাধিকরণ্যব্যপদেশোরজতাদিব্যবহারশ্চেতি। অন্যে ত্বত্রাপ্যপরিতুষ্যন্তো যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে। অত্রেদমাকূতম্।—অস্তি তাবদ্রজতার্থিনো রজতমিদমিতি প্রত্যয়াৎ পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে প্রবৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশশ্চেতি সার্ব্বজনীনম্। তদেতন্ন তাবদ্গ্রহণস্মরণয়োস্তদ্গোচরয়োশ্চ

[ন অনাত্মাধ্যাসঃ] আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোনও প্রকারে বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এমত নহে। এখন তাঁহাতে (এই জীবাবস্থায় তাঁহাতে) অস্মদ্প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বা প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে (৮)। আত্মা যখন "অহং" "আমি" এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না

(৮) প্রসিদ্ধ = ভাসমানতা বা প্রকাশমানরূপে প্রখ্যাত। অর্থাৎ যাহা সকলেই জানে। অপরোক্ষ = সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ।

ত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবমবি-

বিক্তেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি।

মিথোভেদাঽগ্রহমাত্রাত্তুমিত্যুহ্যতি। গ্রহণনিবন্ধনৌ হি চেতনস্য ব্যবহারব্যপদেশৌ কথমগ্রহণমাত্রাদ্ভবেতাম্। নন্ক্তং নাগ্রহণমাত্রাৎ কিন্তু গ্রহণস্মরণে এব মিথঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ অগৃহীতভেদে সমীচীনপুরোবস্থিতরজতবিজ্ঞানসাদৃশ্যেনাভেদব্যবহারং সামানাধিকরণ্যব্যপদেশঞ্চ প্রবর্তয়তঃ। অথ সমীচীনজ্ঞানসারূপ্যমনয়োর্গৃহ্যমাণং বা ব্যবহারপ্রবৃত্তিহেতুরগৃহ্যমাণং বা। সত্তামাত্রেণ গৃহ্যমাণেঽপি সমীচীনজ্ঞানসারূপ্যমনয়োরিদমিতি রজতমিতি চ জ্ঞানয়োরিতি গ্রহণং অথবা তয়োরেব স্বরূপতো বিষয়তশ্চ মিথো ভেদাগ্রহ ইতি গ্রহণম্। তত্র ন তাবৎ সমীচীনজ্ঞানসদৃশী ইতি জ্ঞানং সমীচীনজ্ঞানবদ্ব্যবহারপ্রবর্তকম্। ন হি গোসদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানং গবার্থিনং গবয়ে প্রবর্তয়তি। অনয়োরেব ভেদাগ্রহ ইতি তু জ্ঞানং পরাহতম্। ন হি ভেদাগ্রহেঽনয়োরিতি ভবতি। অনয়োরিতি গ্রহে ভেদাগ্রহণমিতি চ ভবতি। তস্মাৎ সত্তামাত্রেণ ভেদাগ্রহোঽগৃহীত এব ব্যবহারহেতুরিতি বক্তব্যম্। তত্র কিময়মারোপোৎপাদক্রমেণ ব্যবহারহেতুরাহো অনুৎপাদিতারোপ এব স্বত ইতি। বয়ং তু পশ্যামঃ—চেতনব্যবহারস্যাজ্ঞানপূর্বকত্বানুপপত্তেরারোপজ্ঞানোৎপাদক্রমেণৈবেতি। নন্ চ সত্যং চেতনব্যবহারো নাজ্ঞানপূর্বকঃ কিন্ত্ববিদিতবিবেকগ্রহণস্মরণপূর্বক ইতি। নৈবম্। ন হি রজতপ্রাতিপদিকার্থমাত্রস্মরণং প্রবৃত্তাবুপযুজ্যতে। ইদংকারাস্পদাভিমুখী খলু রজতার্থিনাং প্রবৃত্তিরিত্যবিবাদম্। কথং চায়মিদংকারাস্পদে প্রবর্তেত যদি তু ন তদিচ্ছেৎ। অন্যদিচ্ছত্যন্যৎ করোতীতি ব্যাহতম্। ন চেদিদংকারাস্পদং রজতমিতি জানীয়াৎ কথং রজতার্থী তদিচ্ছেৎ। যদ্যতথাত্বেনাগ্রহণাদিতি ব্রূয়াৎ স চ প্রতিবক্তব্যোঽথ তথাত্বেনাগ্রহণাৎ কস্মান্নোপেক্ষেতেতি। সোঽয়মুপাদানোপেক্ষাভ্যামভিমত আকৃষ্যমাণশ্চেতনোঽব্যবস্থিত ইদংকারাস্পদে রজতসমারোপেণোপাদান এব ব্যবস্থাপ্যত ইতি ভেদাগ্রহঃ সমারোপোৎপাদক্রমেণ চেতনপ্রবৃত্তিহেতুঃ। তথাহি—ভেদাগ্রহাদিদং-

---

এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না। (অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তুরূপে নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যা-*কল্পিত "অহং"-উপাধির দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ অহংজ্ঞানের গোচর বা বিষয় হইয়াছেন। বিবেককালে বা অনধ্যাসকালে

রুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ। তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং

কারাস্পদে রজতত্বং সমারোপ্য তজ্জাতীয়স্যোপকারহেতুভাবমনুচিন্ত্য তজ্জাতীয়ত্বেনেদংকারাস্পদে রজতেঽনুমায় তদর্থী প্রবর্ত্ততে ইত্যা- নুপূর্ব্ব্যং সিদ্ধম্। ন চ তটস্থরজতস্মৃতিরিদংকারাস্পদস্যোপকার- হেতুভাবমনুমাপয়িতুমর্হতি। রজতত্বস্য হেতোরপক্ষধর্ম্মত্বাৎ। এক দেশদর্শনং হ্যনুমাপকং ন ত্বনেকদেশদর্শনম্। যথাহুঃ—জ্ঞাতসম্বন্ধ স্যৈকদেশদর্শনাদিতি। সমারোপে ত্বেকদেশদর্শনমস্তি। তৎসিদ্ধমেত- দ্বিবাদাধ্যাসিতং রজতাদিজ্ঞানং পুরোবর্ত্তিবস্তুবিষয়ং রজতাদ্যর্থিনস্তত্র নিয়মেন প্রবর্ত্তকত্বাৎ। যৎ যদর্থিনং যত্র নিয়মেন প্রবর্ত্তয়তি তজ্জ্ঞানং তদ্বিষয়ম্। যথোভয়সিদ্ধসমীচীনরজতজ্ঞানম্। তথা চেদং তস্মাত্তথেতি। যচ্চোক্তমনবভাসমানতয়া ন শুক্তিরালম্বনমিতি, তত্র ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং কিং শুক্তিকাত্বস্যেদং রজতমিতি জ্ঞানং প্রত্যনালম্বনত্বমাহো- স্বিদ্ দ্রব্যমাত্রস্য পুরঃস্থিতস্য সিতভাস্বরস্য। যদি শুক্তিকাত্বস্যানালম্বনত্বং অদ্ধা। উত্তরস্যানালম্বনত্বং ব্রুবাণস্য তবৈবানুভববিরোধঃ। তথাহি— রজতমিদমিত্যনুভবসদ্ভবিতা পুরোবর্ত্তিবস্ত্বিদমিত্যাদিনা নির্দ্দিশতি। দৃষ্টঞ্চ দুষ্টানাং কারণানামৌৎসর্গিককার্য্যপ্রতিবন্ধেন কার্য্যান্তরোপজননসাম- র্থ্যম্। যথা দাবাগ্নিদগ্ধানাং বেত্রবীজানাং কদলীকাণ্ডজনকত্বম্।

তিনি নিরুপাধিক ও নিরংশ কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশ। অবিদ্যাকল্পিত অহং যত কাল থাকিবে তত কালই তিনি অহং- বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয়। সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত অহং-উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন। অর্থাৎ আত্মা এখন অহং-বৃত্তির বিষয়। অতএব, যাহা অহংবৃত্তির বিষয়—তাহাতে দেহাদির ও দেহাদির ধর্ম্মের অধ্যাস থাকা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যাহা অবিষয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞেয় নহে কিরূপে তাহাতে বিষয়ের অধ্যাস বা ভ্রান্তি হইতে পারে? এতদ্রূপ প্রথম আপত্তির বা প্রশ্নের খণ্ডন বা প্রত্যুত্তর হইল। অপ্রত্যক্ষ পদার্থে প্রত্যক্ষ বস্তুর অধ্যাস হয় না, এই দ্বিতীয় আপত্তির খণ্ডনার্থ বলা যাইতেছে যে, আত্মা অপ্রত্যক্ষ নহেন, তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ। কেন না, জীব মাত্রেই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অহং—আমি এতদ্রূপে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। অপিচ, এমন নিয়ম নাই যে, যাহা চক্ষুরাদির দ্বারা প্রতীত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং তদ্রূপ প্রত্যক্ষেই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইবে, ভ্রম হইবে, অন্যত্র হইবে না। আকাশ তদ্রূপ প্রত্যক্ষ

পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং

স্তম্বকদুষ্টস্য চৌদর্ষ্যস্য তেজসো বহ্নিরূপচনমিতি। প্রত্যক্ষবাধাপহৃত-বিষয়ঞ্চ বিভ্রমাণাং যথার্থত্বানুমানমাভাসোহতবহ্ন্যনুমানবৎ। যচ্চোক্তং মিথ্যাপ্রত্যয়স্য ব্যভিচারে সর্ব্বপ্রমাণেষ্বনাশ্বাস ইতি তদো-হকত্বেন স্বতঃ প্রামাণ্যং নাব্যভিচারেণেতি ব্যুৎপাদয়দ্ভিরস্মাভিঃ পরি-হৃতং ন্যায়কণিকায়ামিতি নেহ প্রতন্যতে। দিঙ্মাত্রং চাস্য স্মৃতিপ্রমো-ষভঙ্গস্যোক্তম্। বিস্তরস্তু ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষায়ামবগন্তব্য ইতি। তদিদমুক্তং— অন্যে তু যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনমাচক্ষত ইতি। যত্র শুক্তি কাদৌ যস্য রজতাদেরধ্যাসস্তস্যৈব শুক্তিকাদের্ব্বিপরীতধর্ম্মকল্পনং রজতত্বধর্ম্মকল্পনমিতি যোজনা। নমু সন্তু নাম পরীক্ষকাণাং বিপ্রতি-পত্তয়ঃ প্রকৃতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ—সর্ব্বথাপি ত্বন্যস্যান্যধর্ম্মকল্প-নাং ন ব্যভিচরতি। অন্যস্যান্যধর্ম্মকল্পনাহনৃততা, সা চানির্ব্বচনীয়-তেত্যধস্তাদুপপাদিতম্। তেন সর্ব্বেষামেব পরীক্ষকাণাং মতে হন্যস্যা-ন্যধর্ম্মকল্পনাহনির্ব্বচনীয়তাহবশ্যন্তাবিনীত্যনির্ব্বচনীয়তা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত-ইত্যর্থঃ। অখ্যাতিবাদিভিরকামৈরপি সামানাধিকরণ্যব্যপদেশপ্রবৃত্তি-নিয়মস্নেহাদিদমভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ। ন কেবলমিয়মনৃততা পরীক্ষকা-ণাং সিদ্ধা অপি তু লৌকিকানামপীত্যাহ। তথা চ লোকেহনুভবঃ— শুক্তিকা হি রজতবদবভাসত ইতি। ন পুনারজতমিদমিতি শেষঃ। স্যাদেতৎ। অন্যস্যান্যাত্মতাবিভ্রমো লোকসিদ্ধঃ। একস্য ত্বভিন্নস্য

নহে, তথাপি উহাতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস (ভ্রম) দৃষ্ট হয়। বালকেরা অর্থাৎ অজ্ঞ মানবেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশে তল-মলিনতাদির (৯) অধ্যাস বা আরোপ করিয়া থাকে। অতএব, আত্মা সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাঁহাতে অনাত্মার অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির ও বুদ্ধ্যাদিধর্ম্মের অধ্যাস হও-য়ার বাধা নাই।

[তং......সম্বধ্যতে] তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রোক্ত লক্ষণ অধ্যাসকে অর্থাৎ ঐরূপ মিথ্যা জ্ঞানকে অবিদ্যা নামে উল্লেখ করেন এবং বিবেক দ্বারা বা

(৯) তল—কটাহ-তল। মলিনতা—নীলকান্তি। যখন মেঘ না থাকে, তখনও আকাশকে নিবিড় নীলবর্ণ ও কটাহতলাকার দেখায়। যেন একখানি নীলকান্তমণির কড়া উপুড় করা আছে। বস্তুতঃ আকাশের রঙ নাই এবং উহা চক্ষুগ্রাহ্যও নহে। সুতরাং ঐরূপ বোধ অধ্যাস মূলক অর্থাৎ ভ্রম। অজ্ঞ মানবেরা অবিবেক প্রযুক্ত পৃথিবীর ছায়াকে ও পৃথিবীর গোল-ত্বাকে আকাশে আরোপ করিয়া ঐরূপ ভ্রম অনুভব করে। বাচস্পতিমিশ্র বলেন, পৃথিবী যে গোল, তাহা এবম্বিধ ভ্রমপ্রতীতির দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়।

বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি স ন সংবধ্যতে।

ভেদভ্রমো ন দৃষ্ট ইতি কুতশ্চিদাত্মনোঽভিন্নানাং জীবানাং ভেদবিভ্রম ইত্যত আহ।—একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি।

পুনরপি চিদাত্মন্যধ্যাসমাক্ষিপতি—কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যঽবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়তদ্ধর্ম্মাণামিতি। অয়মর্থঃ—চিদাত্মা প্রকাশতে ন বা। ন চেৎ প্রকাশতে কথমস্মিন্নধ্যাসো বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাম্। ন খল্বপ্রতিভাসমানে পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে রজতস্য বা তদ্ধর্ম্মাণাং বা সমারোপঃ সম্ভবতীতি। প্রতিভাসে বা ন তাবদয়মাত্মা জড়ো ঘটাদিবৎ পরাধীনপ্রকাশ ইতি যুক্তম্। ন খলু স এব কর্ত্তা চ কর্ম্ম চ ভবতি বিরোধাৎ। পরসমবেতক্রিয়াফলশালি হি কর্ম্ম। ন চ জ্ঞানক্রিয়া পরসমবায়িনীতি কথমস্যাং কর্ম্ম। ন চ তদেব স্বঞ্চ পরঞ্চ, বিরোধাৎ। আত্মান্তরসমবায়াভ্যুপগমে তু জ্ঞেয়স্যাত্মনোঽনাত্মত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং তস্য ততোঽন্যস্যাবস্থাপ্রসঙ্গঃ। স্যাদেতৎ। আত্মা জড়োঽপি সর্ব্বার্থজ্ঞানেষু ভাসমানোঽপি কর্ত্তৈব ন কর্ম্ম। পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাভাবাৎ। চৈত্রবৎ। যথা হি চৈত্রসমবেতক্রিয়য়া চৈত্রনগরপ্রাপ্তাবুভয়সমবেতায়ামপি ক্রিয়মাণায়াং নগরস্যৈব কর্ম্মতা পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাৎ। ন তু চৈত্রস্য ক্রিয়াফলশালিনোঽপি, চৈত্রসমবায়াদ্গমনক্রিয়ায়া ইতি। তন্ন। শ্রুতিবিরোধাৎ। শ্রূয়তে হি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। উপপদ্যতে চ। তথাহি—যোঽয়মর্থপ্রকাশঃ ফলং যস্মিন্নর্থশ্চ আত্মা চ প্রথেতে স কিং জড়ঃ স্বয়ং প্রকাশো বা। জড়শ্চেদ্বিষয়াত্মানাবপি জড়াবিতি কস্মিন্ কিং প্রকাশেত অবিশেষাৎ ইতি প্রাপ্তমান্ধ্যমশেষস্য জগতঃ। তথা চাভাণকঃ—

বিচারজনিত প্রজ্ঞা বিশেষের দ্বারা তদ্বস্তুর স্বরূপাবধারণকে বিদ্যা বলিয়া জানেন। ঐ অবিদ্যা বহুল অনর্থের মূল এবং উহারই উচ্ছেদ জন্য বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

[তত্র···সম্বধ্যতে] অধ্যাসের কথিতপ্রকার রূপ বা লক্ষণ স্থির হওয়াতে ইহাও স্থির হইতেছে যে, যাহাতে যাহার অধ্যাস—তাহাতে তাহার দোষ গুণ অণুমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, অথচ তাহাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষ গুণ স্পৃষ্ট হয় না, সর্পেও রজ্জুর দোষ গুণ অনুক্রান্ত হয় না। এইরূপ, আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ বা সংশ্লিষ্টতা নাই সুতরাং

তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ

"অন্ধেনৈবাম্বলগ্নস্য বিনিপাতঃ পদে পদে।" ন চ নিলীনমেব বিজ্ঞানমর্থাত্মানৌ জ্ঞাপয়তি চক্ষুরাদিবদিতি বাচ্যম্। জ্ঞাপনং হি জ্ঞানজননম্। জনিতঞ্চ জ্ঞানং জড়ং সৎ নোক্তদূষণমতিবর্ত্তেতেতি। এবমুত্তরোত্তরাণ্যপি জ্ঞানানি জড়ানীত্যনবস্থা। তস্মাদপরাধীনপ্রকাশা সংবিদ্রূপৈতব্যা। তথাপি কিমায়াতং বিষয়াত্মনোঃ স্বভাবজড়য়োঃ। এতদায়াতং যত্তয়োঃ সংবিদজড়েতি। তৎ কিং পুত্রঃ পণ্ডিত ইতি পিতাঽপি পণ্ডিতোঽস্তু। স্বভাব এষ সংবিদঃ স্বয়ংপ্রকাশাত্মা যদর্থাত্মসম্বন্ধিতেতি চেৎ হন্ত পুত্রস্যাপি পণ্ডিতস্য স্বভাব এষ যৎ পিতৃসম্বন্ধিতেতি সমানম্। সহার্থাত্মপ্রকাশে ন সংবিৎপ্রকাশোঽন্যথার্থাত্মপ্রকাশং বিনেতি তস্যাঃ স্বভাব ইতি চেৎ তৎ কিং সংবিদো ভিন্নৌ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশৌ। তথা চ ন স্বয়ংপ্রকাশা সংবিৎ ন চ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশ ইতি। অথ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশৌ ন সংবিদোঽভিদ্যেতে, সংবিদেব তৌ। এবং চেৎ যাবদুক্তং ভবতি সংবিদাত্মার্থৌ সহেতি তাবদুক্তং ভবতি সংবিদর্থাত্মপ্রকাশৌ সহেতি। তথা চ ন বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ। ন চাতীতানাগতার্থগোচরায়াঃ সংবিদোঽর্থসহভাবোঽপি। তদ্বিষয়হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধিজননাদর্থসহভাব ইতি চেন্ন। অর্থসংবিদ ইব হানাদিবুদ্ধীনামপি তদ্বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। হানাদিজননাজ্জ্ঞানাদিবুদ্ধীনামর্থ বিষয়শ্চেৎ অর্থবিষয় হানাদিবুদ্ধিজননা চার্থসংবিদস্তদ্বিষয়ত্বমিতি চেৎ তৎ কিং দেহস্য প্রযত্নবদাত্মসংযোগো দেহপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুরর্থে ইত্যর্থপ্রকাশোঽস্তু। জাড্যাদ্দেহাত্মসংযোগো নার্থপ্রকাশ ইতি চেৎ, নন্বয়ং স্বয়ংপ্রকাশোঽপি স্বাত্মন্যেব খদ্যোতবৎপ্রকাশঃ অর্থে তু জড় ইত্যুপপাদিতম্। ন চ প্রকাশস্যাত্মাঽন্যোবিষয়াঃ। তে হি বিচ্ছিন্ন দীর্ঘ স্থূলতয়া অনুভূয়ন্তে

কেহ কাহার দোষ গুণে লিপ্ত হয় না। [তং···পরাণি] প্রমাণব্যবহার, প্রমেয়ব্যবহার, অহংমমাদি-জ্ঞান-ব্যবহার, লৌকিক ও বৈদিক যে কোন ব্যবহার, সমস্তই ঐ অবিদ্যা নামক আত্মানাত্মার পরস্পরাধ্যাস হইতে উৎপন্ন ও নির্ব্বাহিত হইতেছে। সমস্ত বিধি শাস্ত্র, সমস্ত নিষেধ শাস্ত্র, সমুদয় মোক্ষ শাস্ত্র, সমস্তই অবিদ্যাপর অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও অবিদ্যা প্রতিপাদক। অবিদ্যা ব্যতীত অর্থাৎ আত্মানাত্মার অধ্যাস ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অতএব, আত্মা ও অনাত্মা পরস্পর পরস্পরে অধ্যস্ত

সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি। কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি।

প্রকাশশ্চায়মাত্মনো হস্থূলো হনণুরহ্রস্বোহদীর্ঘশ্চেতি প্রকাশতে। তস্মাচ্চন্দ্রে অস্থূলত্বাম ইব দ্বিতীয়শ্চন্দ্রমাঃ স্বপ্রকাশাদন্যোঽর্থোঽনির্বচনীয় এবেতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। ন চাস্য প্রকাশস্যাজানতঃ স্বলক্ষণভেদো হনুভূয়তে। ন চানির্ব্বাচ্যার্থভেদঃ প্রকাশং নির্ব্বাচ্যং ভেত্তুমর্হতি। অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চার্থানামপি পরস্পরং ভেদঃ সমীচীনজ্ঞানপদ্ধতিমধ্যাস্তে ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যতে। তদয়ং প্রকাশ এব স্বয়ংপ্রকাশ একঃ কূটস্থো নিত্যো নিরংশঃ প্রত্যগাত্মা ইদংত্যানির্ব্বচনীয়েভ্যো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্য আত্মানং প্রতীপং নির্ব্বচনীয়মঞ্চতি জানাতীতি প্রত্যঙ্ স চাত্মেতি প্রত্যগাত্মা। স চাপরাধীনপ্রকাশত্বাদনংশত্বাচ্চাবিষয়স্তস্মিন্নধ্যাসো বিষয়ধর্ম্মাণাং দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মাণাং কথং, কিমাক্ষেপে। অযুক্তোঽয়মধ্যাস ইত্যাক্ষেপঃ কস্মাদয়মযুক্ত ইত্যত আহ।—সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে, বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি। এতদুক্তং ভবতি।—যৎ পরাধীনপ্রকাশমংশবচ্চ বস্তু তৎসামান্যাংশগ্রহে কারণদোষবশাচ্চ বিশেষাগ্রহে হন্যথা প্রকাশতে। প্রত্যগাত্মা ত্বপরাধীনপ্রকাশতয়া ন স্বভাবে কারণান্যপেক্ষতে। যেন তদাশ্রয়ৈর্দোষৈর্দূষ্যেত। ন চাংশবান্, যেন কশ্চিদস্যাংশোঽগৃহ্যেত কশ্চিদ্‌ গৃহ্যেত। ন হি তদেব তদানীমেব তেনৈব গৃহীতমগৃহীতঞ্চ সম্ভবতীতি ন স্বয়ংপ্রকাশপক্ষেঽধ্যাসঃ। সদাতনেঽপ্যপ্রকাশে পুরোঽবস্থিতত্বস্যাপরোক্ষত্বস্যাভাবান্নাধ্যাসঃ। ন হি শুক্তাবপুরঃস্থিতায়াং রজতমধ্যস্যতীদং রজতমিতি। তস্মাদত্যন্তগ্রহেঽত্যন্তাগ্রহে চ নাধ্যাস ইতি সিদ্ধম্। স্যাদেতৎ। অবিষয়ত্বে হি চিদাত্মনো নাধ্যাসঃ বিষয় এব তু চিদাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়স্য, তৎ কথং নাধ্যাস ইত্যত আহ।—যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি। বিষয়ত্বে হি চিদাত্মনোঽন্যো বিষয়ী ভবেৎ। তথা চ যো বিষয়ী স এব চিদাত্মা বিষয়স্তু ততোঽন্যো

হইয়াই এই বিশ্ব সংসার ও এতদন্তর্গত প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদি লৌকিক ব্যবহার সকল নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছে।

[কথং...চেতি] যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকল অবিদ্যাবদ্বিষয় কেন? অর্থাৎ অজ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অধিকারভুক্ত কেন? উহাও যে অধ্যাসমূলক তাহা তোমায় কে বলিল? অথবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকল যদি অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয়ই হয়, তাহ'

উচ্যতে। দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহংমমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ন হীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্য-

যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরোঽস্তু্যপেয়ঃ। তস্মাদনাত্মত্বপ্রসঙ্গাদনবস্থাপরিহারায় যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতত্বম্। অতএবাবিষয়ত্বমাত্মনোবক্তব্যম্। তথা চ নাধ্যাস ইত্যর্থঃ।

পরিহরতি।—উচ্যতে। ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয় ইতি। কুতঃ? অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ। অয়মর্থঃ।—সত্যং প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রকাশত্বাদবিষয়োঽনংশশ্চ। তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাপরিকল্পিতবুদ্ধিমনঃসূক্ষ্ম স্থূলশরীরেন্দ্রিয়াবচ্ছেদেনানবচ্ছিন্নোঽপি বস্তুতোঽবচ্ছিন্ন ইবাভিন্নোঽপি ভিন্ন ইবাঽকর্ত্তাপি কর্ত্তেব অভোক্তাপি ভোক্তেব অবিষয়োঽপ্যস্মৎ-প্রত্যয় বিষয় ইব জীবভাবমাপন্নোঽবভাসতে। নভ ইব ঘট মণিক মল্লিকাদ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্নমিবানেকবিধধর্ম্মকমিবেতি। ন হি চিদেকরসস্যাত্মনশ্চিদংশে গৃহীতে ঽগৃহীতং কিঞ্চিদস্তি। ন খল্বানন্দনিত্যত্ব বিভুত্বাদয়োঽস্য চিদ্রূপাদ্বস্তুতো ভিদ্যন্তে যেন তদগ্রহেন গৃহ্যেরন্। গৃহীতা এব তু কল্পিতেন ভেদেন ন বিবেচিতা ইত্যগৃহীতা ইবাভান্তি। ন চাত্মনো বুদ্ধ্যাদিভ্যোভেদস্তাত্ত্বিকো যেন চিদাত্মনি গৃহ্যমাণে সোঽপি গৃহীতো ভবেৎ। বুদ্ধ্যাদীনামনির্ব্বাচ্যত্বেন তদ্ভেদস্যাপ্যনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ। তস্মাচ্চিদাত্মনঃ স্বয়ংপ্রকাশস্যৈবাঽনবচ্ছিন্নস্যাবচ্ছিন্নেভ্যোবুদ্ধ্যাদিভ্যো-ভেদাগ্রহাৎ তদধ্যাসেন জীবভাব ইতি। তস্য চানিদমিদমাত্মনোঽস্মৎ প্রত্যয়বিষয়ত্বমুপপদ্যতে। তথাহি।—কর্ত্তা ভোক্তা চিদাত্মা অহংপ্রত্যয়ে প্রত্যবভাসতে। ন চোদাসীনস্য তস্য ক্রিয়াশক্তির্ভোগশক্তির্ব্বা সম্ভবতি। যস্য চ বুদ্ধ্যাদেঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য ক্রিয়াভোগশক্তী ন তস্য চৈতন্যম্। তস্মাচ্চিদাত্মৈব কার্য্যকরণসঙ্ঘাতেন গ্রথিতো লব্ধক্রিয়াভোগশক্তিঃ স্বয়ংপ্রকাশোঽপি বুদ্ধ্যাদিবিষয়বিচ্ছুরণাৎ কথঞ্চিদস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ো ঽহংকারাস্পদো জীব ইতি চ জন্তুরিতি চ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে।

হইলে, ঐ সকল কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? [উচ্যতে] বলিতেছি, অর্থাৎ এ প্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর করিতেছি।

[দেহে···শাস্ত্রাণি চ] ভাবিয়া দেখ, দেহের উপর, ইন্দ্রিয়াদির উপর, অহংমমাদি জ্ঞান ন্যস্ত না হইলে অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে অভিমানবর্জ্জিত হইলে প্রমাতৃত্ব সম্ভব হয় না বা কর্ত্তৃত্বাদি জীবভাব থাকে না। প্রমাতৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ জীবভাব না থাকিলে, দেহাদির প্রতি অহংমমাদিজ্ঞান না থাকিলে,

ক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারঃ সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ

ন খলু জীবশ্চিদাত্মনোভিদ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি। তস্মাচ্চিদাত্মনোঽব্যতিরেকাজ্জীবঃ স্বয়ংপ্রকাশোঽপ্যহংপ্রত্যয়েন কর্ত্তৃভোক্তৃ-তয়া ব্যবহারযোগ্যঃ ক্রিয়ত ইত্যহংপ্রত্যয়ালম্বনমুচ্যতে। ন চাধ্যাসে সতি বিষয়ত্বং বিষয়ত্বে চাধ্যাস ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিতি সাম্প্রতম্। বীজাঙ্কুর-বদনাদিত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বাধ্যাসতদ্বাসনাবিষয়ীকৃতস্য উত্তরোত্তরাধ্যাসবিষয়ত্বা বিরোধাদিত্যুক্তং নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহার ইতি ভাষ্যগ্রন্থেন। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয় ইতি। জীবো হি চিদাত্মতয়া স্বয়ংপ্রকাশ-তয়া অবিষয়োঽপ্যৌপাধিকেন রূপেণ বিষয় ইতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ। ন বয়মপরাধীনপ্রকাশতয়া অবিষয়ত্বেনাধ্যাসমপাকুর্ম্মঃ। কিন্তু প্রত্যগাত্মা ন স্বতো নাপি পরতঃ প্রথত ইত্যবিষয় ইতি ব্রূমঃ। তথা চ সর্ব্বথাঽপ্রথমানে প্রত্যগাত্মনি কুতোঽধ্যাস ইত্যত আহ—অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। প্রতীচ আত্মনঃ প্রসিদ্ধিঃ প্রথা তস্যা অপরোক্ষত্বাৎ। যদ্যপি প্রত্যগাত্মনি নান্যা প্রথাস্তি, তথাপি ভেদোপচারঃ। যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি। এত-দুক্তং ভবতি।—অবশ্যং চিদাত্মা অপরোক্ষোঽভ্যুপেতব্যস্তদপ্রথায়াং সর্ব্বস্যাঽ

অন্য কোনও প্রকারে প্রমাণাদির (চক্ষুরাদির) প্রবৃত্তি হয় না, হইতেও পারে না। ইন্দ্রিয়গণও নিরাশ্রয়ে অর্থাৎ দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত আপন আপন কার্য্য করিতে পারে না। (ইন্দ্রিয়দিগকে ছাড়িয়া দিলে, অর্থাৎ অহং মমাদি জ্ঞান বর্জ্জিত হইলে, কি দিয়া কি প্রকারে দেখিবে ও শুনিবে? এবং শরীর ভুলিয়া গেলে ইন্দ্রিয়েরাই বা কোথায় থাকিয়া কিরূপে আপন আপন কার্য্য করিবে?) যে দেহে অহংমমাদির অধ্যাস নাই, অর্থাৎ যে দেহে অহংমমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহের দ্বারা কোন্ জীব কি কার্য্য সাধন করিতে পারে? কোন্ ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে পারে? তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্ব্যাপার থাকে (১০)। অতএব, যখন ঐরূপ ঐরূপ

---

(১০) সুপ্ত মূর্চ্ছাদিকালে শরীরাদিতে অহং-মম-জ্ঞান বা অভিমান থাকে না। তৎ-কারণে তৎকালে প্রমাতৃত্ব বা জীবভাব লুপ্ত থাকে। ইন্দ্রিয়গণও তখন নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্ব্যা-পার থাকে। ইহা দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অসঙ্গ চেতন পরমাত্মা অহংবৃত্তির-যোগে জীব হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া তদাশ্রিত অঙ্গ সকলকে পরিচালন করিতেছেন। সুতরাং শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় উভয়বিধ ব্যবহারই অধ্যাসমূলক ও জীবাশ্রিত।

ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নসত্যসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি

প্রথনেন জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গাদিত্যুক্তম্। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি। তদেবং পরমার্থপরিহারমুক্ত্বা অভ্যুপেত্যাপি চিদাত্মনঃ পরোক্ষতাং প্রৌঢ়বাদিতয়া পরিহারান্তরমাহ—ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোবস্থিত এব—(অপরোক্ষ এব) বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। কস্মাদয়ং ন নিয়ম ইত্যত আহ।—অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। হির্যস্মাদর্থে। নভো হি দ্রব্যং সৎ রূপস্পর্শবিরহান্ন বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষম্। নাপি মানসং মনসা ঽসহায়স্য বাহ্যে ঽপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদপ্রত্যক্ষম্! অথ চ তত্র বালা অবিবেকিনঃ পরদর্শিতদর্শিনঃ কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজসং শুক্লত্বমারোপ্য নীলোৎপলপলাশশ্যামমিতি বা রাজহংসমালাধবলমিতি বা নির্ব্বর্ণয়ন্তি। তত্রাপি পূর্ব্বদৃষ্টস্য তৈজসস্য বা তামসস্য বা রূপস্য পরত্র নভসি স্মৃতিরূপোঽবভাস ইতি। এবং তদেব তলমধ্যস্যন্তি অবাঙ্মুখীভূতং মহেন্দ্রনীলমণিময়মহাকটাহকল্পমিত্যর্থঃ। উপসংহরতি—এবমিতি—উক্তেন প্রকারেণ। সর্ব্বাক্ষেপপরিহারাৎ। অবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মনাং বুদ্ধ্যাদীনাং অধ্যাসঃ। নমু সন্তি চ সহস্রমধ্যাসাস্তৎ কিমর্থময়মেবাধ্যাস আক্ষেপসমাধানাভ্যাং ব্যুৎপাদিতো নাধ্যাসমাত্রমিত্যত আহ।—"তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে"। অবিদ্যা হি সর্ব্বানর্থবীজমিতি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণাদিষু প্রসিদ্ধম্। তদুচ্ছেদায়-

---

অধ্যস্তভাব ব্যতীত অসঙ্গস্বভাব পরমাত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না এবং কর্তৃত্ববোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃত্তিও থাকে না, তখন ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত। অর্থাৎ সমস্তই জীবের পরিকল্পিত। (বস্তুতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বেদাদি শাস্ত্র, তদ্ঘটিত ব্যবহার, সমস্তই অবিদ্যামূলক, অধ্যাসমূলক, সুতরাং উহাদের ব্যবহারিক প্রামাণ্য বা ব্যবহারিক সত্যতা ভিন্ন তাত্ত্বিক প্রামাণ্য বা পরমার্থ সত্যতা নাই। অধ্যাসমূলক-ব্যবহার অধ্যাস নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্তই থাকে সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্যও তৎকাল পর্য্যন্ত থাকে, ইহা অঙ্গীকৃত হয়)। কেবল অজ্ঞ মানবেরাই যে প্রত্যক্ষাদিব্যবহারে প্রবৃত্ত

চেতি। পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ। যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে

বেদান্তাঃ প্রবৃত্তা ইতি বক্ষ্যতি। প্রত্যগাত্মন্যনাত্মাধ্যাস এব সর্ব্বানর্থহেতুর্ন পুনারজতাদিবিভ্রমা ইতি স এবাবিদ্যা তৎস্বরূপঞ্চাবিজ্ঞাতং ন শক্যমুচ্ছেত্তু-মিতি তদেব ব্যুৎপাদ্যং নাধ্যাসমাত্রম্। অত্র চ এবংলক্ষণমিত্যেবংরূপতয়া-ঽনর্থহেতুতোক্তা। যস্মাৎ প্রত্যগাত্মন্যশনায়াদিরহিতে ঽশনায়াদ্যুপেতান্তঃ-করণাদ্যহিতারোপেণ প্রত্যগাত্মানমদুঃখং দুঃখাকরোতি, তস্মাদনর্থহেতুঃ। ন চৈবং পৃথগ্‌জনা অপি মন্যন্তেঽধ্যাসং, যেন ন ব্যুৎপাদ্যেত ইত্যত উক্তং পণ্ডিতা মন্যন্তে। নম্বিয়মনাদিরতিনিরূঢ়নিবিড়বাসনানুবিদ্ধা ঽবিদ্যা ন শক্যা নিরোদ্ধু মুপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে তং প্রতি তন্নিরোধোপায়মাহ।—"তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং" নির্ব্বিচিকিৎসং জ্ঞানং "বিদ্যামাহুঃ" পণ্ডিতাঃ প্রত্যগাত্মনি খল্বত্যন্তবিবিক্তে বুদ্ধ্যাদিভ্যো বুদ্ধ্যাদিভেদাগ্রহনি-মিত্তো বুদ্ধ্যাদ্যাত্মত্বতদ্ধর্ম্মাধ্যাসঃ। তত্র শ্রবণমননাদিভির্যদ্বিবেকবিজ্ঞানং তেন বিবেকাগ্রহে নিবর্ত্তিতে অধ্যাসাপবাধাত্মকং বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যা চিদাত্মরূপং স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। অতিনিরূঢ়নিবিড়-বাসনানুবিদ্ধাঽবিদ্যা বিদ্যয়া অপবাধিতাঽপি স্ববাসনাবশাৎ পুনরুদ্ভবিষ্যতি, প্রবর্ত্তয়িষ্যতি চ বাসনাদিকার্য্যং স্বোচিতমিত্যত আহ।—"তত্রৈবং সতি" এবংভূতবস্তুতত্ত্বাবধারণে সতি। "যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে"। অন্তঃকরণাদিদোষেণাশনায়াদিনা চিদাত্মা চিদাত্মনোগুণেন চৈতন্যানন্দাদিনাঽন্তকরণাদি ন সম্বধ্যতে। এতদুক্তং ভবতি।—তত্ত্বাবধারণাভ্যাসস্য হি স্বভাব এষ স তাদৃশো বদনাদিমপি

আছে, এমত নহে। জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাঁহাদের অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়াছে তাঁহারাও ব্যবহারকালে ঐরূপ ঐরূপ অধ্যস্তভাব গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

[পশ্বা...অবিশেষাৎ] ব্যবহার বিষয়ে বা ব্যবহারকালে জ্ঞানী মনুষ্যেরাও পশুদিগের সহিত সমান—তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই। অর্থাৎ পশুরা যেমন অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করে, জ্ঞানীরাও তদ্রূপ অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করেন। অধ্যাস ব্যতীত কাহারও কোন ব্যব-হার চলিতে বা থাকিতে পারে না।

[যথা...বর্ত্তন্তে] শব্দাদির সহিত শ্রোত্রাদির সম্বন্ধ হইলে পশু প্রভৃতিরা যেমন শব্দাদি জানিতে পারে এবং জানিবার পর তাহারা

ভতোনিবর্ত্তন্তে অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুং অয়মিচ্ছতীতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তীতি,

---

নিরূঢ়নিবিড়বাসনমপি মিথ্যাপ্রত্যয়মপনয়তি। তত্ত্বপক্ষপাতো হি স্বভাবো ধিয়াম্। যদাহুর্ব্বাহ্যা অপি। "নিরুপদ্রবভূতার্থ-স্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধো যত্নবত্ত্বেঽপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাতত" ইতি। বিশেষতস্তু চিদাত্মস্বভাবস্য তত্ত্বজ্ঞানস্যাত্যন্তান্তরঙ্গস্য কুতো ঽনির্ব্বাচ্যয়া ঽবিদ্যয়া বাধ ইতি। যদুক্তং "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য বিবেকাগ্রহাদধ্যস্যাহমিদং মমেদমিতি লোকব্যবহার" ইতি, তত্র ব্যপদেশলক্ষণো ব্যবহারঃ কণ্ঠোক্তঃ। ইতিশব্দসূচিতং লোকব্যবহারমাদর্শয়তি।—"তমেতমবিদ্যাখ্য" মিতি। নিগদব্যাখ্যাতম্।

আক্ষিপতি।—"কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি"। তত্ত্বপরিচ্ছেদো হি প্রমা বিদ্যা, তৎসাধনানি প্রমাণানি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়াণি। নাবিদ্যাবন্তং প্রমাণান্যাশ্রয়ন্তি, তৎকার্য্যস্য বিদ্যায়া অবিদ্যাবিরোধিত্বাদিতি ভাবঃ। সন্তু বা প্রত্যক্ষাদীনি সংবৃত্ত্যাপি যথা তথা, শাস্ত্রাণি তু পুরুষহিতানুশাসনপরাণ্যবিদ্যাপ্রতিপক্ষতয়া নাবিদ্যাবদ্বিষয়াণি ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ।—"শাস্ত্রাণি চেতি।"

সমাধত্তে।—"উচ্যতে। দেহেন্দ্রিয়াদিষহংমমাভিমানহীনস্য" তাদাত্ম্যতদ্ধর্ম্মাধ্যাসহীনস্য "প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ সত্যাং প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"। অয়মর্থঃ।—প্রমাতৃত্বং হি প্রমাম্প্রতি কর্তৃত্বম্। তচ্চ স্বাতন্ত্র্যম্। স্বাতন্ত্র্যঞ্চ প্রমাতুরিতরকারকাপ্রযোজ্যস্য সমস্তকারকপ্রযোক্তৃত্বম্। তদনেন প্রমাকরণং প্রমাণং প্রয়োজনীয়ম্। ন চ স্বব্যাপারমন্তরেণ করণং প্রয়োক্তুমর্হতি। ন চ কূটস্থনিত্যশ্চিদাত্মা ঽপরিণামী স্বতোব্যাপারবান্। তস্মাৎ ব্যাপারবদ্বুদ্ধ্যাদিতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ ব্যাপারবত্তয়া প্রমাণমধিষ্ঠাতুমর্হতীতি ভবত্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বমবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বং প্রমাণানামিতি। অথ মা প্রবর্ত্তিষত প্রমাণানি কিং নশ্ছিন্নমিত্যত আহ।—ন হীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ব্যবহ্রিয়তে ঽনেনেতি ব্যবহারঃ ফলং প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণানাং ফলমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণীতি ইন্দ্রিয়লিঙ্গাদীনীতি দ্রষ্টব্যম্। দণ্ডিনো-

---

যেমন অনুকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হয়—প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হয়—জ্ঞানীরাও তদ্রূপ ঐরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং জানিবার পর তাঁহারাও প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হন ও অনুকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হন। [যথা...ব্যবহারঃ] পশুরা যেমন দণ্ডোদ্যতহস্ত মনুষ্যকে আপনার অভিমুখে

এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততোনিবর্ত্তন্তে তদ্বিপরীতান্ প্রতি অভিমুখীভবন্তি। অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ

গচ্ছন্তীতিবৎ। এবং হি প্রত্যক্ষাদীন্যুপপদ্যন্তে। ব্যবহারক্রিয়য়া চ ব্যবহার্য্যাক্ষেপাৎ সমানকর্ত্তৃকতা। অনুপাদায় যো ব্যবহার ইতি যোজনা। কিমিতি পুনঃপ্রমাতোপাদত্তে প্রমাণানি, অথ স্বয়মেব কস্মান্ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যত আহ।—"ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারঃ" প্রমাণানাং ব্যাপারঃ সম্ভবতি। ন জাতু করণান্যনধিষ্ঠিতানি কর্ত্রা স্বকার্য্যে ব্যাপ্রিয়ন্তে। মাভূৎ কুবিন্দরহিতেভ্যো বেমাদিভ্যঃ পটোৎপত্তিরিতি। অথ দেহ এবাধিষ্ঠাতা কস্মান্ন ভবতি? কৃতমত্রাত্মাধ্যাসেনেত্যত আহ।—"ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে।" সুষুপ্তেঽপি ব্যাপারপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ। যথা ঽনধ্যস্তাত্মভাবং বেমাদিকং কুবিন্দো ব্যাপারয়ন্ পটস্য কর্ত্তা এবমনধ্যস্তাত্মভাবং দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারয়ন্ ভবিষ্যতি তদভিজ্ঞঃ প্রমাতা ইত্যত আহ। "ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্" ইতরেতরাধ্যাসে ইতরেতরধর্ম্মাধ্যাসে চাসত্যাত্মনো ঽসঙ্গস্য সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বধর্ম্মধর্ম্মিবিমুক্তস্য প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ব্যাপারবন্তো হি কুবিন্দাদয়ো বেমাদীনধিষ্ঠায় ব্যাপারয়ন্তি। অনধ্যস্তাত্মভাবস্য তু দেহাদিষ্বাত্মনো ন ব্যাপারযোগোঽসঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ। অতশ্চাধ্যাসাশ্রয়াণি প্রমাণানীত্যাহ।—"ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি।" প্রমায়াং খলু ফলে স্বতন্ত্রঃ প্রমাতা ভবতি। অন্তঃকরণপরিণামভেদশ্চ প্রমেয়প্রবণঃ কর্ত্তৃস্থশ্চিৎস্বভাবঃ প্রমা কথঞ্চ জড়স্যান্তঃকরণস্য পরিণামশ্চিদ্রূপো ভবেৎ যদি চিদাত্মা তত্র নাধ্যস্যেত। কথঞ্চৈব চিদাত্মকর্ত্তৃকো ভবেৎ যদ্যন্তঃকরণং ব্যাপারবচ্চিদাত্মনি নাধ্যস্যেত। তস্মাদিতরেতরাধ্যাসাচ্চিদাত্মকর্ত্তৃস্থং প্রমাফলং সিধ্যতি। তৎসিদ্ধৌ চ প্রমাতৃত্বম। তামেব চ প্রমামুররীকৃত্য প্রমাণস্য প্রবৃত্তিঃ। প্রমাতৃত্বেন চ প্রমোপলক্ষ্যতে। প্রমায়াঃ ফলস্যাভাবে প্রমাণং ন প্রবর্ত্তেত। তথা চ প্রমাণমপ্রমাণং স্যাদিত্যর্থঃ। উপসংহরতি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি। স্যাদেতৎ। ভবতু পৃথগ্জনানামেবম্। আগমোপপত্তিপ্রতিপন্নপ্রত্যগাত্মতত্ত্বানাং ব্যুৎপন্নানামপি পুংসাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা দৃশ্যন্ত ইতি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রমাণা-

আসিতে দেখিলে "এ আমায় মারিতে আসিতেছে" ভাবিয়া পলায়ন করে এবং তৃণপূর্ণহস্তে আগমন করিতে দেখিলে তাহার অভিমুখীন হয়, সেই রূপ, জ্ঞানী লোকেরাও আপনার অভিমুখে রোষকষায়িতনেত্রে খড়্গহস্ত

পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাঞ্চ প্রসিদ্ধ এবা-বিবেকপূর্ব্বকঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্যদর্শনাদ্‌ব্যু-

নীত্যত আহ।—"পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" ইতি। বিদন্তু নামাগমোপপত্তিভ্যাং দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো ভিন্নং প্রত্যগাত্মানং, প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারে তু প্রাণভৃন্মাত্রধর্ম্মান্নাতিবর্ত্তন্তে। যাদৃশো হি পশুশকুন্তাদীনামবিপ্রতিপন্নমুগ্ধভাবানাং ব্যবহারস্তাদৃশোব্যুৎপন্নানামপি পুংসাং দৃশ্যতে। তেন তৎসামান্যাত্তেষামপি ব্যবহারসময়ে ঽবিদ্যাবত্ত্বমনুমেয়ম্। চ শব্দঃ সমুচ্চয়ে। উক্তশঙ্কানিবর্ত্তন-সহিতপূর্ব্বোক্তোপপত্তিরবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং প্রমাণানাং সাধয়তীত্যর্থঃ। এতদেব বিভজতে "যথা হি পশ্বাদয় ইতি।" অত্র চ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতীতি প্রত্যক্ষং প্রমাণং দর্শিতম্। শব্দাদিবিজ্ঞান ইতি তৎফল-মুক্তম্। প্রতিকূল ইতি চানুমানফলম্। তথাহি।—শব্দাদিস্বরূপমুপলভ্য তজ্জাতীয়স্য প্রতিকূলতামনুস্মৃত্য তজ্জাতীয়তয়োপলভ্যমানস্য প্রতিকূলতা-মনুমিমীত ইতি। উদাহরতি।—"যথা দণ্ডেতি" শেষমতিরোহিতার্থম্। স্যা-দেতৎ। ভবন্তু প্রত্যক্ষাদীন্যবিদ্যাবদ্বিষয়াণি। শাস্ত্রন্তু জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি ন দেহাত্মাধ্যাসেন প্রবর্ত্তিতুমর্হতি। অত্র হ্যামুষ্মিকফলোপভোগযোগ্যো ঽধিকারী প্রতীয়তে। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্। "শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি তল্লক্ষণত্বাৎ তস্মাৎ স্বয়ংপ্রয়োগে স্যাদিতি।" ন চ দেহাদি ভস্মীভূতং পারলৌকিকায় ফলায় কল্পত ইতি দেহাদ্যতিরিক্তং কঞ্চিদধিকারিণমাক্ষিপতি শাস্ত্রং তদবগমশ্চ বিদ্যেতি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়ং শাস্ত্রমিত্যাশঙ্কাহ।—শাস্ত্রীয়ে ত্বিতি। তু-শব্দঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারাদ্ভিনত্তি শাস্ত্রীয়ম্। অধিকারশাস্ত্রং হি স্বর্গকামস্য পুংসঃ পরলোকসম্বন্ধং বিনা ন নির্ব্বহতীতি তাবন্মাত্রমাক্ষিপেৎ, ন ত্বস্যাসংসারিত্বমপি, তস্যাধিকারে ঽনুপ-যোগাৎ। প্রত্যুতৌপনিষদস্য পুরুষস্যাকর্ত্তৃরভোক্তৃরধিকারবিরোধাৎ। প্রযোক্তা হি কর্ম্মণঃ কর্ম্মজনিত ফলভোগভাগী কর্ম্মণ্যধিকারী স্বামী ভবতি। তত্র কথমকর্ত্তা অপ্রযোক্তা কথং বা অভোক্তা কর্ম্মজনিতফলভোগভাগী। তস্মাদনাদ্যবিদ্যালব্ধকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বব্রাহ্মণত্বাদ্যভিমানিনং নরমধিকৃত্য বিধি-

পুরুষ আসিতেছে দেখিলে পলায়ন করেন এবং তদ্বিপরীত দেখিলে তাহার অভিমুখীন হন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মনুষ্য জাতির প্রমাণাদি ব্যবহার ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমস্তই পশুদিগের সহিত সমান; কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।

[পশ্বা...নিশ্চীয়তে] পশুদিগের প্রত্যক্ষাদিব্যবহার অবিদ্যামূলক বা

পত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে। শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্বকারী নাবিদিত্বাত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি,

---

নিষেধশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে। এবং বেদান্তা অপ্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়া এব। ন হি প্রমাত্রাদিবিভাগাদৃতে তদর্থাধিগমঃ। তে স্ববিদ্যাবস্তমনুশাসন্তো নির্মৃষ্টনিখিলাবিদ্যমনুশিষ্টং স্বরূপে ব্যবস্থাপয়ন্তীত্যেতাবানেষাং বিশেষঃ। তস্মাদবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়াণ্যেব শাস্ত্রাণীতি সিদ্ধম্। স্যাদেতৎ। যদ্যপি বিরোধানুপযোগাভ্যামৌপনিষদঃ পুরুষো ঽধিকারে নাপেক্ষ্যতে, তথাপ্যুপনিষদ্ভ্যোঽবগম্যমানঃ শক্নোত্যধিকারং নিরোদ্ধুম্। তথা চ পরম্পরাপহতার্থত্বেন কৃৎস্ন এব বেদঃ প্রামাণ্যমপজহ্যাদিত্যত আহ।—প্রাক্ চ তথাভূতাত্মেতি। সত্যমৌপনিষদপুরুষাধিগমোঽধিকারবিরোধী, তস্মাত্তু পুরস্তাৎ কর্ম্মবিধয়ঃস্বোচিতং ব্যবহারং নির্ব্বহন্তো নানুপজাতেন ব্রহ্মজ্ঞানেন শক্যা নিরোদ্ধুম্। ন চ পরম্পরাপহতিঃ। বিদ্যাবিদ্যাবৎপুরুষভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ। যথা ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি সাধ্যাংশনিষেধেঽপি শ্যেনেনাভিচরন্ যজেতেতি শাস্ত্রং প্রবর্ত্তমানং ন হিংস্যাদিত্যনেন ন বিরুধ্যতে। তৎ কস্য হেতোঃ, পুরুষভেদাদিতি। অবর্জিতক্রোধারাতয়ঃ পুরুষা নিষেধেঽধিক্রিয়ন্তে, ক্রোধারাতিবশীকৃতাস্তু শ্যেনাদিশাস্ত্র ইতি। অবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং নাতি-

---

অজ্ঞানকৃত, ইহা সকলেরই জানা আছে এবং তাহার স্থিরতাও আছে (১১)। ব্যবহার মাত্রেই সমান সুতরাং জ্ঞানীর ব্যবহারও পাশব-ব্যবহারের সহিত সমান। পশুরা যেরূপে ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে, জ্ঞানীরাও সেইরূপে ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাহা দেখিয়া নিশ্চয় হয় যে, জ্ঞানিপুরুষের ব্যবহারও অধ্যাসমূলক এবং ব্যবহারকালে নিশ্চিত তাঁহাদের অধ্যাস থাকে। (১২)

(শাস্ত্রী...বিরোধাচ্চ) যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে (যজ্ঞাদিকার্য্যে) বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকারীরাই অর্থাৎ জ্ঞানি-মনুষ্যেরাই অধিকারী; কেন না, আপ-

---

(১১) পশুদিগের সামান্যতঃ আত্ম-পর-জ্ঞান আছে পরন্তু তাহাদের তদ্বিষয়ক বিবেক জ্ঞান নাই। বিবেক জ্ঞান উপদেশ লভ্য; উপদেশ না থাকায় তাহাদের বিবেক-জ্ঞান নাই।

(১২) যখন যখন অধ্যাস—তখন তখনই ব্যবহার,—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। সুপ্তিকালে দেহাদিতে আত্মাধ্যাস (অহংজ্ঞান) থাকে না, সুতরাং তৎকালে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে না। জাগ্রৎকালে অধ্যাস থাকে, সেই জন্য তখন প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে। জ্ঞানীরা যখন সমাহিত থাকেন, তখন তাঁহাদের অধ্যাস থাকে না, অর্থাৎ তখন তাঁহারা দেহাদি হইতে বিবিক্ত হন; এজন্য তৎকালে তাঁহাদের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার লুপ্ত থাকে।

ন বেদান্তবেদ্যমশনায়াদ্যতীতমপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিভেদমসংসা-র্য্যাত্মতত্ত্বমধিকারেঽপেক্ষ্যতে। অনুপযোগাদধিকারে বিরো-ধাচ্চ।

বর্ত্তত ইতি যদুক্তং তদেব স্ফোরয়তি।—তথাহীতি। তত্র বর্ণাধ্যাসঃ,—রাজা রাজসূয়েন যজেতেত্যাদিঃ। আশ্রমাধ্যাসঃ,—গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দে-দিত্যাদিঃ। বয়োধ্যাসঃ—কৃষ্ণকেশোঽগ্নীনাদধীতেত্যাদিঃ। অবস্থাধ্যাসঃ অপ্রতিসমাধেয়ব্যাধীনাং জলাদিপ্রবেশেন প্রাণত্যাগ ইতি। আদিগ্রহণং মহাপাতকোপপাতকসঙ্করীকরণাপাত্রীকরণমলিনীকরণাদ্যধ্যাসোপসংগ্রহার্থম্। তদেবমাত্মানাত্মনোঃ পরস্পরাধ্যাসমাক্ষেপসমাধানাভ্যামুপপাদ্য প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারপ্রবর্ত্তনেন চ দৃঢ়ীকৃত্য তস্যানর্থহেতুতামুদাহরণপ্রপঞ্চনেন প্রতিপাদয়িতুং তৎস্বরূপমুক্তং স্মারয়তি।—অধ্যাসোনাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিত্য-বোচাম ইতি। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস ইত্যস্য সংক্ষেপাভিধানমেতৎ। তত্রাহমিতি ধর্ম্মিতাদাত্ম্যাধ্যাসমাত্রং মমেত্যনুৎপাদিতধর্ম্মাধ্যাসং নানর্থহেতু-রিতি ধর্ম্মাধ্যাসমেব মমকারং সাক্ষাদশেষানর্থসংসারকারণমুদাহরণপ্রপঞ্চে-নাহ।—তদ্যথা, পুত্রভার্য্যাদিষু ইতি। দেহতাদাত্ম্যমাত্মন্যধ্যস্য দেহধর্ম্মং পুত্রকলত্রাদিস্বাম্যং কৃশত্বাদিবদারোপ্যাহাহমেব বিকলঃ সকল ইতি। স্বস্য খলু সাকল্যেন স্বাম্যসাকল্যাৎ স্বামীশ্বরঃ সকলঃ সম্পূর্ণো ভবতি। তথা স্বস্য বৈকল্যেন স্বাম্যবৈকল্যাৎ স্বামীশ্বরো বিকলো ঽসম্পূর্ণো ভবতি। বাহ্যধর্ম্মা যে বৈকল্যাদয়ঃ স্বাম্যপ্রণালিকয়া সঞ্চারিতাঃ শরীরে তানাত্মন্য-ধ্যস্যতীত্যর্থঃ। যদা চ পরোপাধ্যপেক্ষে দেহধর্ম্মে স্বাম্যে ইয়ং গতিস্তদা কৈব কথা অনৌপাধিকেষু দেহধর্ম্মেষু কৃশত্বাদিষ্বিত্যাশয়বানাহ। তথা দেহধর্ম্মানি তি। দেহাদপ্যন্তরঙ্গাণামিন্দ্রিয়াণামধ্যস্তাত্মভাবানাং ধর্ম্মান্ মূকত্বাদীংস্ততো ঽপ্যন্তরঙ্গস্যান্তঃকরণস্যাধ্যস্তাত্মভাবস্যধর্ম্মান্ কামসংকল্পাদীনাত্মন্যধ্যস্যতীতি যোজনা। তদনেন প্রপঞ্চেন ধর্ম্মাধ্যাসমুক্ত্বা তস্য মূলং ধর্ম্ম্যধ্যাসমাহ।—"এবমহম্প্রত্যয়িনম্" অহম্প্রত্যয়ো বৃত্তির্যস্মিন্নন্তঃকরণাদৌ সোঽয়মহম্প্রত্যয়ী

নার বা আত্মার পরলোকসম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত তদ্রূপ ব্যবহারে (যজ্ঞাদিতে) প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তথাপি, সেই সেই ব্যবহারে আধ্যাসিক জ্ঞান ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য ক্ষুৎপিপাসাদিধর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণত্বাদি-জাতিভেদশূন্য অখণ্ডৈকরস আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই (প্রয়োজন হয় না)। কেন-না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ঐ অধিকারের (শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যের) একান্ত অনুপযুক্ত ও বিরোধী।

প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে। তথাহি—ব্রাহ্মণোযজেতেত্যাদীনি

"প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য" তদনেন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে উপপাদিতে। চৈতন্যমুপপাদয়তি।—"তঞ্চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণ" অন্তঃকরণাদিবিপর্য্যয়েণ, অন্তঃকরণাদ্যচেতনং তস্য বিপর্য্যয়ঃ চৈতন্যং তেন। ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। "অন্তকরণাদিষ্বধ্যস্যতি।" তদনেনান্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ প্রত্যগাত্মা ইদমনিদংরূপশ্চেতনঃ কর্ত্তা ভোক্তা কার্য্যকারণাবিদ্যাদ্বয়াধারোঽহংকারাস্পদং সংসারী সর্ব্বানর্থসম্ভারভাজনং জীবাত্মা ইতরেতরাধ্যাসোপাদানস্তদুপাদানশ্চাধ্যাস ইত্যনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবন্নেতরেতরাশ্রয়ত্বমিত্যুক্তং ভবতি। প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারদৃঢ়ীকৃতমপি শিষ্যহিতায় স্বরূপাভিধানপূর্ব্বকং সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষতয়াঽধ্যাসং সুদৃঢ়ীকরোতি।—"এবময়মনাদিরনন্তঃ"—তত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণাশক্যসমুচ্ছেদঃ। অনাদ্যনন্তত্বে হেতুরুক্তঃ "নৈসর্গিকঃ" ইতি। "মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ" মিথ্যাপ্রত্যয়ানাং রূপননির্ব্বচনীয়ত্বং তদ্‌যস্য স তথোক্তঃ, অনির্ব্বচনীয় ইত্যর্থঃ। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়।" বিরোধিপ্রত্যয়ং বিনা কুতো হস্য প্রহানমিত্যত উক্তম্।—আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয় ইতি। প্রতিপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ তস্যৈ ন তু জপমাত্রায়, নাপি কর্ম্মসু প্রবৃত্তয়ে। আত্মৈকত্বং বিগলিতনিখিলপ্রপঞ্চত্বমানন্দরূপস্য সতস্তৎপ্রতিপত্তিং নির্ব্বিচিকিৎসাং ভাবয়ন্তো বেদান্তাঃ সমূলঘাতমধ্যাসমুপঘ্নন্তি। এতদুক্তং ভবতি।—অস্মৎপ্রত্যয়স্যাত্মবিষয়স্য সমীচীনত্বে সতি ব্রহ্মণো জ্ঞাতত্বান্নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চ ন জিজ্ঞাসা স্যাৎ। তদভাবে চ ন ব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তাঃ পঠ্যেরন্। অপি ত্ববিবক্ষিতার্থা জপমাত্রে উপযুজ্যেরন্। ন হি তদোপ-

---

[প্রাক্…বর্ত্ততে] কেন-না, আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই শাস্ত্র সকল প্রবৃত্ত থাকে ; পরে তাহার কিছুই থাকে না অর্থাৎ তাহার কোনও সাফল্য থাকে না। এতদ্দৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে, যখন শাস্ত্র সকল তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বপর্য্যন্তই থাকে, পরে থাকে না, নিষ্ফল হইয়া যায়, তখন আর তাহারা অবিদ্যাবদ্বিষয়তাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না অর্থাৎ অধ্যাসের অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। (সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত এই যে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সমস্তই ঐ কারণে আবিদ্যক, অধ্যাসমূলক বা অজ্ঞানকল্পিত)। [তথাহি…বর্ত্তন্তে] ইহার উদাহরণ দেখ। "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ

শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে। অধ্যাসোনাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিত্যবোচাম।

নিষদাত্মপ্রত্যয়ঃ প্রমাণভাবমশ্নুতে। ন চাসাবপ্রমাণমত্যন্তোঽপি বাস্তবং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যাত্মনো ঽপনেতুমর্হতি। আরোপিতং হি রূপং তত্ত্বজ্ঞানে-নাপোহ্যতে, ন তু বাস্তবমতত্ত্বজ্ঞানেন। ন হি রজ্জ্বা রজ্জুত্বং সহস্রমপি সর্প-ধারাপ্রত্যয়া অপবদিতুং সমুৎসহন্তে। মিথ্যাজ্ঞানপ্রসঞ্জিতঞ্চ স্বরূপং শক্যং তত্ত্বজ্ঞানেনাপবদিতুম্। মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারশ্চ সুদৃঢ়োঽপি তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণা-দর-নৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকাল-তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস-জন্মনেতি। স্যাদেতৎ। প্রাণাদ্যু-পাসনা অপি বেদান্তেষু বহুলমুপলভ্যন্তে, তৎ কথং সর্ব্বেষাং বেদান্তানামা-ত্মৈকত্বপ্রতিপাদনমর্থ ইত্যত আহ।—"যথা চায়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ"। শরীরমেব শরীরকং তত্র নিবাসী শারীরকো জীবাত্মা তস্য ত্বং-পদাভিধেয়স্য তৎ-পদাভিধেয়পরমাত্ম-রূপতামীমাংসা যা সা তথোক্তা। এতাবানত্রার্থসংক্ষেপঃ।—যদ্যপি চ স্বাধ্যা-য়াধ্যয়নবিধিনা স্বাধ্যায়পদবাচ্যস্য বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধপরতামাপা-দয়তা কর্ম্মবিধিনিষেধানামিব বেদান্তানামপি স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যানাং ফলবদর্থা-ববোধপরত্বমাপাদিতং যদ্যপি চ অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থ ইতি ন্যায়াৎ মন্ত্রাণামিব বেদান্তানামর্থপরত্বমৌৎসর্গিকং, যদ্যপি চ বেদান্তেভ্যশ্চৈতন্যানন্দঘনঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরহিতোনিষ্প্রপঞ্চ একঃ প্রত্যগাত্মাঽবগম্যতে, তথাপি কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব-

---

করিবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্র সকল যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ, গার্হ-স্থ্যাদি আশ্রম, অষ্টবর্ষাদি বয়স ও শুচিত্বাদি অবস্থা প্রভৃতি অধ্যস্ত থাকে—সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রবর্ত্তক হয়, সফল হয়, স্বীয় ক্ষমতা প্রচার করিতে পারে; অন্যথা নিষ্ফল বা বিফল হইয়া বিলীন হইয়া যায় (১৩)। [অধ্যা··· চামঃ] যে যাহা বা যদ্রূপ নহে—তাহাতে তাহার বা তদ্রূপের জ্ঞান হওয়ার নাম অধ্যাস এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্য-মাত্রস্বভাব নির্ব্বিশেষ আত্মায় অনাত্ম-বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান এবং বুদ্ধ্যাদি অনাত্মপদার্থে অহংমমাদি জ্ঞান,—এইরূপ পরস্পরাধ্যাস ব্যতীত কোনও শাস্ত্র ও কোনও ব্যবহার চলিতে বা জন্মলাভ করিতে পারে না।

---

(১৩) যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে না, "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন," এরূপ শাসন বাক্য বা শত সহস্র শাস্ত্র তাহাকে যজ্ঞপ্রবৃত্ত করিতে পারিবে না; সুতরাং তৎপ্রতি সে শাস্ত্র বিফল হইবে। এইরূপে অন্যান্য শাস্ত্রের বিফলতার উদাহরণ উন্নয়ন করিয়া লও।

তদ্ যথা—পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বাহহমেব বিকলঃ সকলোবেতি বাহ্যধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্যতি। তথা দেহধর্ম্মান্ কৃশোহহং কৃষ্ণোহহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লঙ্ঘয়ামি চেতি, তথেন্দ্রিয়ধর্ম্মান্ মূকঃ ক্লীবোবধিরঃ কাণোহহমিতি। তথা অন্তঃকরণধর্ম্মান্ কামসংকল্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্। এবমহংপ্রত্য-

---

দুঃখশোকমোহময়মাত্মানমবগাহমানেনাহহংপ্রত্যয়েন সন্দেহবাধবিরহিণা বিরুধ্যমানা বেদান্তাঃ স্বার্থাৎ প্রচ্যুতা উপচরিতার্থা বা জপমাত্রোপযোগিনো বা ইত্যবিবক্ষিতস্বার্থাঃ। তথা চ তদর্থবিচারাত্মিকা চতুর্লক্ষণী শারীরক মীমাংসা নারব্ধব্যা। ন চ সার্ব্বজনীনাহমনুভবসিদ্ধ আত্মা সন্দিগ্ধো বা সপ্রয়োজনো বা যেন জিজ্ঞাস্যঃ সন্ বিচারং প্রযুঞ্জীতেতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

সিদ্ধান্তস্ত ভবেদেতদেবং যদ্যহংপ্রত্যয়ঃ প্রমাণম্। তস্য তূক্তেন ক্রমেণ শ্রুত্যাদিবাধকত্বানুপপত্তেঃ। শ্রুত্যাদিভিশ্চ সমস্ততীর্থকরৈশ্চ প্রামাণ্যানভ্যুপগমাদধ্যাসত্বম্। এবঞ্চ বেদান্তা নাবিবক্ষিতার্থা নাপ্যুপচরিতার্থাঃ

[তদ্...সায়াদীন্] ইহার উদাহরণ দেখ। পুত্র ভার্য্যাদি ক্লিষ্ট হইলে ও অক্লিষ্ট থাকিলে অজ্ঞ জীব আমি ক্লেশে আছি ও আমি সুখে আছি মনে করিতেছে। বাহ্যিক পুত্র ভার্য্যাদির ক্লেশাক্লেশ আপনাতে আরোপ বা অধ্যস্ত করিয়াই ঐরূপ অনুভব করিতেছে। স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি দেহ ধর্ম্ম সমূহকে আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে আরোপ করিয়া আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি কৃষ্ণবর্ণ, আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থিত হইতেছি, আমি যাইতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি, ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান ও সংব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। মূকত্ব কাণত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মদিগকেও আপনাতে আরোপিত করিয়া আমি মূক—কথা কহিতে পারি না, আমি ক্লীব—রতি ক্রীড়ায় অক্ষম, আমি বধির—শুনিতে পাই না, আমি অন্ধ—দেখিতে পাই না, ভাবিতেছে। দ্বেষ, সংকল্প, বিকল্প প্রভৃতি মানস ধর্ম্মকেও আত্মার উপর ন্যস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়া আমি ইচ্ছা করি, আমি সংকল্প করি, আমি বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি, আমি নিশ্চয় করি,—ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞানব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে।

[এবং...স্যতি] ঐঐরূপে লোক সকল অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আধার বা উৎপত্তিস্থান অন্তঃকরণকে, তৎপ্রচারসাক্ষীতে অর্থাৎ

য়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য তঞ্চ প্রত্যগাত্মা-নং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্যতি। এব-ময়মনাদিরনন্তোনৈসর্গিকোঽধ্যাসোমিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।

অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে। যথা চায়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা চ বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ। বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাঽস্মাভিরিদমাদিমং সূত্রম্।

কিন্তূক্তলক্ষণঃ প্রত্যগাত্মৈব তেষাং মুখ্যোঽর্থঃ। তস্য চ বক্ষ্যমাণেন ক্রমেণ সন্দিগ্ধত্বাৎ প্রয়োজনবত্ত্বাচ্চ যুক্তা জিজ্ঞাসা ইত্যাশয়বান্ সূত্রকারঃ তজ্জিজ্ঞাসাসূত্রমসূত্রয়ৎ।

অন্তঃকরণের অস্তিত্বসাধক, দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্য নামক প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছে—তদ্ভাবাপন্ন করিতেছে—আবার সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্বাবভাসক প্রত্যগাত্মাতেও অন্তঃকরণাদিতে অধ্যস্ত বা তত্তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি করাইতেছে।

[এবং···প্রত্যক্ষঃ] এতদ্বিধ অনাদি ও আবহমানকালাগত স্বতঃ প্রবর্ত্ত-মান মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ অধ্যাস সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ বা অনুভবগোচর। এই অনাদি অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় অধ্যাসই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির প্রবর্ত্তক। [অস্য...ষ্যামঃ] সকল অনর্থের মূলস্বরূপ ঐ অবিদ্যার উচ্ছেদ ও অবিদ্যানাশক একাত্মবিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বেদান্তবিচার আবশ্যক। যে প্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের ঐরূপ অর্থ বা ঐরূপ তাৎপর্য্য জ্ঞানগম্য হয়, সে প্রকার বা সে প্রণালী আমি এই শারীরক মীমাংসায় (১৪) দেখাইব। [বেদান্ত...সূত্রম্] যে বেদান্ত-মীমাংসার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি—সেই বেদান্তমীমাংসার প্রথম সূত্র এই:—

---

(১৪) শরীরে ভয়ঃ শরীরের তত্তঃ কুৎসিতার্থেকঃ। জীব ইত্যর্থঃ। তৎসম্বন্ধিনী মীমাংসা—বিচারঃ। শারীরক মীমাংসা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিচার।

অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ *

তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে নাধিকারার্থঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ। মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবাৎ। অর্থান্তরপ্রযুক্তএব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গল-

---

ইতি। জিজ্ঞাসয়া সন্দেহপ্রয়োজনে সূচয়তি। তত্র সাক্ষাদিচ্ছাব্যাপ্যত্বাৎ-ব্রহ্মজ্ঞানং কণ্ঠোক্তং প্রয়োজনম্। ন চ কর্ম্মজ্ঞানাৎ পরাচীনমনুষ্ঠানমিব ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পরাচীনং কিঞ্চিদস্তি যেনৈতদবান্তরপ্রয়োজনং ভবেৎ। কিন্তু ব্রহ্মমীমাংসাখ্যতর্কেতিকর্ত্তব্যতানুজ্ঞাতবিষয়ৈর্ব্বেদান্তৈরাহিতং নির্ব্বিচিকিৎসং ব্রহ্মজ্ঞানমেব সমস্তদুঃখোপশমরূপমানন্দৈকরসং পরমং প্রয়োজনম্। তমর্থমধিকৃত্য। হি প্রেক্ষাবন্তঃ প্রবর্ত্তন্তেতরাম্। তচ্চ প্রাপ্তমপ্যনাদ্যবিদ্যাবশাদপ্রাপ্তমিবেতি প্রেপ্সিতং ভবতি। যথা স্বগ্রীবাগতমপি গ্রৈবেয়কং কুতশ্চিদ্‌ভ্রমান্নাস্তীতি মন্যমানঃ পরেণ প্রতিপাদিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি। জিজ্ঞাসা তু সংশয়স্য কার্য্যমিতি স্বকারণং সংশয়ং সূচয়তি। সংশয়শ্চ মীমাংসারম্ভং প্রয়োজয়তি। তথা চ শাস্ত্রে প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিহেতুসংশয়প্রয়োজনসূচনাৎ যুক্তমস্য সূত্রস্য শাস্ত্রাদিত্বমিত্যাহ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ।—"বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাহস্মাভিরিদমাদিমং সূত্রম"। পূজিতবিচারবচনোমীমাংসাশব্দঃ। পরমপুরুষার্থহেতুভূতসূক্ষ্মতমার্থনির্ণয়ফলতা বিচারস্য

[তত্র...অনধিকার্য্যত্বাৎ] সূত্রস্থ অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য। অধিকার বা আরম্ভ অর্থ থাকিলেও তাহা এস্থানে গ্রহণ যোগ্য নহে। কেন-না, এস্থলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান অধিকার্য্য নহে। অর্থাৎ আরম্ভণীয় নহে। [মঙ্গলা... ভবতি] অথ শব্দের আর এক অর্থ "মঙ্গল", তাহাও এস্থলের যোগ্য নহে। কেন-না, মঙ্গল অর্থটী "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই বাক্যের অর্থের সহিত অন্বিত বা সম্বদ্ধ হয় না। অর্থাৎ পৃথক্ থাকিয়া যায়। মঙ্গলের জন্য "অথ" শব্দের প্রয়োগ বা উচ্চারণ আবশ্যক আছে বটে; কিন্তু তাহা অন্য

---

* অথ অনন্তরং সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মবিচারয়িতব্যমিত্যর্থঃ। বিচারজনিতেন জ্ঞানেনাবগন্তমিষ্টং ব্রহ্মেতি সূত্রতাৎপর্য্যম্। জ্ঞানসাধক শম দমাদি সাধন জন্মিবার পর ব্রহ্মবিচার করিবেক। অর্থাৎ বিচারজনিত নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করিবেক।

প্রয়োজনোভবতি। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্ত-র্য্যাব্যতিরেকাৎ।

পূজিততা। তস্যা মীমাংসায়াঃ শাস্ত্রম্। সা হ্যনেন শিষ্যতে শিষ্যেভ্যো যথাবৎপ্রতিপাদ্যত ইতি। সূত্রঞ্চ বহ্বর্থসূচনাদ্ভবতি। যথাহুঃ।——

'লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥'

ইতি। তদেবং সূত্রতাৎপর্য্যং ব্যাখ্যায় তস্য প্রথমপদমথেতি ব্যাচষ্টে। "তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে" তেষু সূত্রপদেষু মধ্যে যোঽয়মথশব্দঃ স আনন্তর্য্যার্থ ইতি যোজনা। নন্বধিকারার্থোপ্যথশব্দোদৃশ্যতে যথা, অথৈষ জ্যোতিরিতি বেদে, যথা বা লোকে, অথ শব্দানুশাসনম্, অথ যোগানুশাসনম্, ইতি, তৎ কিমত্রাধিকারার্থো ন গৃহ্যত ইত্যত আহ।—"নাধিকারার্থঃ।" কুতঃ। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ।" জিজ্ঞাসা তাবদিহ সূত্রে ব্রহ্মণশ্চ তজ্জ্ঞানাচ্চ শব্দতঃ প্রধানং প্রতীয়তে। ন চ যথা দণ্ডী প্রৈষানন্বাহ-ইত্যত্রাপ্রধানমপি দণ্ডশব্দার্থো বিবক্ষ্যতে, এবমিহাপি ব্রহ্মতজ্জ্ঞানে ইতি যুক্তম্। ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যঙ্গসংশয়প্রয়োজনসূচনার্থত্বেন জিজ্ঞাসায়া এব বিবক্ষিতত্বাৎ। তদবিবক্ষায়াস্তু তদসূচনেন কাকদন্তপরীক্ষায়ামিব ব্রহ্মমীমাংসায়াং ন প্রেক্ষাবন্তঃ প্রবর্ত্তেরন্। ন হি তদানীং ব্রহ্ম বা তজ্জ্ঞানং বা অভিধেয়প্রয়োজনে ভবিতুমর্হতঃ। অনধ্যস্তাহংপ্রত্যয়বিরোধেন বেদান্তানামেবম্বিধেঽর্থে প্রামাণ্যানুপপত্তেঃ। কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যুপযোগিতয়োপচরিতার্থানাং বা জপোপযোগিনাং বা হুমিত্যেবমাদীনামবিবক্ষিতার্থানামপি স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যধীনগ্রহণত্বস্য সম্ভবাৎ। তস্মাৎ সন্দেহপ্রয়োজনসূচনী জিজ্ঞাসা ইহ পদতোবাক্যতশ্চ প্রধানং বিবক্ষিতব্যা। ন চ তস্যা অধিকার্য্যত্বম্, অপ্রস্তূয়মানত্বাৎ, যেন তৎসমভিব্যাহৃতোঽশব্দোঽথধিকারার্থঃ স্যাৎ।

অর্থে প্রয়োগ করিলেও সিদ্ধ হইতে পারে। যে-কোন অর্থে হউক, উচ্চারিত হইলেই তাহা (অথ শব্দ) শঙ্খধ্বনি প্রভৃতির ন্যায় মঙ্গলজনক হয়।

[পূর্ব্ব···রেকাৎ] পূর্ব্বে কিছু, তৎপরে অন্য কিছু, এরূপ স্থলেও অথ-শব্দের প্রয়োগ হয় সত্য, পরন্তু তাদৃশ পূর্ব্বাপরীভাব অর্থটী আনন্তর্য্য অর্থের অব্যতিরেক অর্থাৎ তাহা আনন্তর্য্য হইতে অতিরিক্ত নহে। কেন না, তাহাও আনন্তর্য্যমধ্যে গণ্য।

সতি চানন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্ববৃত্তং বেদাধ্যয়নং নিয়মেনাপেক্ষতে এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যৎ পূর্ব্ববৃত্তং

জিজ্ঞাসাবিশেষণস্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানমধিকার্য্যস্তবেৎ। ন চ তদপ্যথশব্দেন সম্বধ্যতে প্রাধান্যাভাবাৎ। ন চ জিজ্ঞাসা মীমাংসা যেন যোগানুশাসনবদধিক্রিয়েত। নাস্তত্বং নিপাত্য মাঙ্ মান ইত্যস্মাদ্বা মান পূজায়ামিত্যস্মাদ্বা ধাতোর্ম্মান্-বধেত্যাদিনাহনিচ্ছার্থে সনি ব্যুৎপাদিতস্ত মীমাংসাশব্দস্য পূজিতবিচারবচনত্বাৎ। জ্ঞানেচ্ছাবাচকত্বাত্তু জিজ্ঞাসাপদস্য প্রবর্ত্তিকা হি মীমাংসায়াং জিজ্ঞাসা স্যাৎ। ন চ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকযোরৈক্যম্। একত্বে তদ্ভাবানুপপত্তেঃ। ন চ স্বার্থপরত্বস্তোপপত্তৌ সত্যামন্যার্থপরত্বকল্পনা যুক্তা অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠুক্তং জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাদিতি। অথ মঙ্গলাহথশব্দঃ কস্মান্ন ভবতি তথা চ মঙ্গলহেতুত্বাৎ প্রত্যহং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি সূত্রার্থঃ সম্পদ্যত ইত্যত আহ।—"মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবাৎ।" পদার্থ এব হি বাক্যার্থে সমন্বীয়তে। স চ বাচ্যো লক্ষ্যো বা। ন চেহ মঙ্গলমথশব্দস্য বাচ্যং বা লক্ষ্যং বা কিন্তু মৃদঙ্গশঙ্খধ্বনিবদথশব্দশ্রবণমাত্রকার্য্যম্। ন চ কার্য্যজ্ঞাপ্যযোর্ব্বাক্যার্থে সমন্বয়ঃ শব্দব্যবহারে দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তৎকিমিদানীং মঙ্গলার্থোহথশব্দস্তেষু তেষু ন প্রয়োক্তব্যঃ। তথা চ—

ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥

ইতি স্মৃতিব্যাকোপ ইত্যত আহ।—অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা শ্রবণমাত্রেণ বেণুবীণাধ্বনিবন্মঙ্গলং কুর্ব্বন্ মঙ্গলপ্রয়োজনো ভবতি। অন্যার্থমানীয়মানোদকুম্ভদর্শনবৎ। তেন ন স্মৃতিব্যাকোপঃ। ন চেহানন্তর্যার্থস্য সতো ন শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলার্থতেত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষোহথশব্দোভবিষ্যতি বিনৈবানন্তর্যার্থত্বম। তদ্যথেমমেবাথশব্দং প্রকৃত্য

[সতি...বক্তব্যম্] অথ-শব্দের "অনন্তর" অর্থ-ই স্থির হইলে, গ্রাহ্য বা সিদ্ধান্তিত হইলে, অবশ্যই প্রশ্ন হইবে, "কাহার অনন্তর ?" ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্মবিচার যেমন পূর্ব্বকৃত বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন যেমন ধর্ম্মমীমাংসার নিয়মিত কারণ, বেদ না পড়িলে যেমন ধর্ম্মবিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে না, বিচারে অধিকারী হওয়া যায় না, সেইরূপ, যাহা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার নিয়মিত কারণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে যাহার অবশ্য অপেক্ষা আছে, যাহা না থাকিলে বা না হইলে ব্রহ্মবিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে না,

নিয়মেনাপেক্ষতে তদ্বক্তব্যম্। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যন্তু সমানম্। নম্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ, ন, ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ন তথেহ

বিমৃশ্যতে,—কিময়মথশব্দ আনন্তর্য্যেঽথাধিকারে ইতি। অত্র বিমর্শবাক্যে অথশব্দঃ পূর্ব্বপ্রকৃতমথশব্দমপেক্ষ্য প্রথমপক্ষোপন্যাসপূর্ব্বকং পক্ষান্তরোপন্যাসে। ন চাস্যানন্তর্য্যমর্থঃ। পূর্ব্বপ্রকৃতস্য প্রথমপক্ষোপন্যাসেন ব্যবায়াৎ। ন চ প্রকৃতানপেক্ষা। তদনপেক্ষস্য তদ্বিষয়ত্বাভাবেনাসমানবিষয়তয়া বিকল্পানুপপত্তেঃ। ন হি জাতু ভবতি কিং নিত্য আত্মা, 'অথানিত্যা' বুদ্ধিরিতি। তস্মাদানন্তর্য্যং বিনা পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষ ইহাথশব্দঃ কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ।—পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাৎ। অস্যার্থঃ।—ন বয়মানন্তর্য্যার্থতাং ব্যসনিতয়া রোচয়ামহে কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুভূতপূর্ব্বপ্রকৃতসিদ্ধয়ে। সা চ পূর্ব্বপ্রকৃতার্থাপেক্ষত্বেঽপ্যথশব্দস্য সিধ্যতীতি ব্যর্থ আনন্তর্য্যার্থত্বাবধারণাগ্রহোঽস্মাকমিতি। তদিদমুক্তং ফলত ইতি। পরমার্থতস্তু কল্পান্তরোপন্যাসে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা। ন চেহ কল্পান্তরোপন্যাস ইতি পারিশেষ্যাদানন্তর্য্যার্থ এবেতি যুক্তম্। ভবত্বানন্তর্য্যার্থঃ কিমেবং সতীত্যত আহ—"সতি চানন্তর্য্যার্থত্ব" ইতি। ন তাবদ্ যস্য কস্য চিদত্রানন্তর্যমিতি বক্তব্যং

তদ্বিষয়ে অধিকারী হওয়া যায় না, তাহারই অনন্তর, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে।

[স্বাধ্যা...সমানম্] যদি বল, বেদাধ্যয়নের অনন্তর ব্রহ্মবিচার, তাহা বলিতে পার না। বেদাধ্যয়ন একটী কারণ বটে; কিন্তু পুষ্কল কারণ নহে। উহা ধর্ম্ম ব্রহ্ম উভয়-সাধারণ সুতরাং উহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নির্দ্দিষ্ট কারণ নহে। যে-টী বিশেষ কারণ—নিয়মিত কারণ—সেইটীই বলিতে হইবে।

[নম্বিহ...পত্তেঃ] ধর্ম্মজ্ঞানের পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্মজ্ঞানের আনন্তর্য্যই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পুষ্কল কারণ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কেন-না, ধর্ম্মবোধের পূর্ব্বেও বেদান্তমাত্র অধ্যয়ন করিয়া অনেক লোককে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে দেখা যায়। [যথাচ...বিবক্ষিতঃ] যজ্ঞ কার্য্যে যেমন

ক্রমোবিবক্ষিতঃ। শেষশেষিত্বেঽধিকৃতাধিকারে বা প্রমাণাভাবাদ্ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ। অভ্যুদয়-

তস্যাভিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্তত্বাৎ। অবশ্যং হি পুরুষঃ কিঞ্চিৎ কৃত্বা কিঞ্চিৎ করোতি ন চানন্তর্য্যমাত্রস্য দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনং পশ্যামঃ। তস্মাদ্বক্তব্যা-ঽনন্তর্য্যং বক্তব্যং যদ্বিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি। যস্মিন্ সতি তু ভবন্তীতি ভবত্যেব। তদিদমুক্তম্।—যৎ পূর্ব্ববৃত্তং নিয়মেনাপেক্ষত ইতি। স্যাদেতৎ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ইব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপি যোগ্যত্বাৎ স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং, ধর্ম্মবদ্ব্রহ্মণোঽপ্যাম্নায়ৈকপ্রমাণগম্যত্বাৎ। তস্য চাগৃহীতস্য স্ববিষয়ে বিজ্ঞানাজননাৎ গ্রহণস্য চ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইত্যধ্যয়নেনৈব নিয়তত্বাৎ। তস্মাৎ বেদাধ্যয়নানন্তর্য্যমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপ্যথশব্দার্থ ইত্যত আহ—স্বাধ্যায়ানন্তর্যন্তু সমানং ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ। অত্র চ স্বাধ্যায়েন বিষয়েণ তদ্বিষয়-মধ্যয়নং লক্ষয়তি। তথা চাথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসেত্যনেনৈব গতমিতি নেদং সূত্রমারব্ধব্যম্। ধর্ম্মশব্দস্য বেদার্থমাত্রোপলক্ষণতয়া ধর্ম্মবৎ ব্রহ্মণোঽপি বেদার্থত্বাবিশেষেণ বেদাধ্যয়নানন্তর্য্যোপদেশসাম্যাদিত্যর্থঃ। চোদয়তি।—নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষো ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ। অস্যার্থঃ।—

"অগ্রে মারিত পশুর হৃদয়মাংস লইয়া হোম করিবেক, অনন্তর তাহার জিহ্বা লইয়া হোম করিবেক" ইত্যাদিপ্রকার ক্রম-নিয়ম বা ক্রম-বিধান থাকা দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সেরূপ ক্রমসম্বন্ধ বা ক্রম নিয়ম থাকা দৃষ্ট হয় না। আগে ধর্ম্ম জানিবেক, তৎপরে ব্রহ্ম জানিবেক, নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। মানুষ ধর্ম্মমীমাংসা জানুক বা না-ই জানুক, বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ব্রহ্ম-জানিবার ইচ্ছা হয় এবং কৃতকার্য্যও হয়। [শেষ...ভেদাচ্চ] ব্রহ্মবিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের শেষশেষিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব বা সাধ্যসাধকসম্বন্ধ) (১৫) থাকিবার সম্ভাবনা নাই, প্রমাণও নাই। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বাঙ্গও নহে; অধিকার ভুক্তও নহে। বিশেষতঃ উক্ত উভয়ের ফল ও জিজ্ঞাস্য উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন—একবারে ভিন্ন। [অভ্যু...পেক্ষম্] ধর্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয়

(১৫) শেষ—অঙ্গ। শেষী—প্রধান। অগ্নিহোত্র যাগ একটী শেষী অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম; আর সমিধ-হোম ও আগ্নেয়-অষ্টাকপাল হোম তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ কর্ম্ম। সন্ধ্যা-বন্দনা একটী শেষী অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম; আর আচমন, মার্জ্জন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ। ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের এরূপ শেষশেষি ভাব নাই এবং থাকা পক্ষে প্রমাণও নাই।

ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষম্। নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্মজ্ঞানং ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্ম্মোজিজ্ঞাস্যোন জ্ঞানকালেঽস্তি পুরুষব্যাপারতন্ত্রত্বাৎ। ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম

বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা যজ্ঞাদীনামঙ্গত্বেন ব্রহ্মজ্ঞানে বিনিয়োগাৎ জ্ঞানস্যৈব কর্ম্মতয়েচ্ছাং প্রতি প্রাধান্যাৎ প্রধানসম্বন্ধাচ্চাপ্রধানানাং পদার্থান্তরাণাং তত্রাপি চ ন বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তাবঙ্গভাবোযজ্ঞাদীনাং বাক্যার্থজ্ঞানস্য বাক্যাদেবোৎপত্তেঃ। ন চ বাক্যং সহকারিতয়া কর্ম্মাণ্যপেক্ষত ইতি যুক্তম্। অকৃতকর্ম্মণামপি বিদিতপদতদর্থসঙ্গতীনাং সমধিগতশাব্দন্যায়তত্ত্বানাং গুণপ্রধানভূতপূর্ব্বাপরপদার্থাকাঙ্ক্ষাসন্নিধিযোগ্যতানুসন্ধানবতামপ্রত্যূহং বাক্যার্থপ্রত্যয়োৎপত্তেঃ। অনুৎপত্তৌ বা বিধিনিষেধবাক্যার্থপ্রত্যয়াভাবেন তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জ্জনাভাবপ্রসঙ্গঃ। তদ্বোধতস্তু তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জ্জনে পরস্পরাশ্রয়ঃ। তস্মিন্ সতি তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জ্জনং ততশ্চ তদ্বোধ ইতি। ন চ বেদান্তবাক্যানামেব স্বার্থপ্রত্যায়নে কর্ম্মাপেক্ষা ন বাক্যান্তরাণামিতি সাম্প্রতম্। বিশেষহেতোরভাবাৎ। তত্ত্বমসীতিবাক্যাৎ ত্বম্পদার্থস্য কর্ত্তৃভোক্তৃরূপস্য জীবাত্মনো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবেন তৎপদার্থেন পরমাত্মনৈক্যমশক্যং দ্রাগিত্যেব প্রতিপত্তুম্। আপাততোঽশুদ্ধসত্ত্বৈর্যোগ্যতাবিরহনিশ্চয়াৎ। যজ্ঞতপোদানতনূকৃতান্তর্ম্মলাস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ শ্রদ্দধানাযোগ্য-

(পারলৌকিক হিত অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভ), তাহা আবার অনুষ্ঠানসাধ্য। আর ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মুক্তি; পরন্তু তাহা অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ তাহা কর্ত্তৃব্যাপারজন্য নহে—ক্রিয়ার দ্বারা জন্মে না। [ভব্যশ্চ...তন্ত্রম্] ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জিজ্ঞাস্য—ধর্ম্ম, তাহা ভব্য অর্থাৎ জন্য (অনুষ্ঠানের প্রভাবে জন্মে), সুতরাং তাহা জ্ঞানকালে হয় না বা জন্মে না। না জন্মিবার কারণ এই যে, তাহা পুরুষ-ব্যাপারের অধীন (১৬)। পুরুষ তৎকালে নির্ব্যাপার হয়, কাযেই তৎকালে নিষ্ক্রিয়ত্ববিধায় পুণ্যাপুণ্য কিছুই হয় না। আর এ শাস্ত্রের (বেদান্ত শাস্ত্রের) জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম, তাহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ তাহাকে করিতে হয় না। তাহা নিত্যনির্বৃত্ত অর্থাৎ তাহা চিরনিষ্পন্ন আছে। সেই জন্যই তিনি পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহেন, অর্থাৎ তিনি

(১৬) পুরুষ যদি করে তবেই হয় নচেৎ হয় না। জ্ঞানকালে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান থাকে না, সুতরাং সে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না, কাযেই তৎকালে তাহার তজ্জন্য ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না।

জিজ্ঞাস্যং নিত্যনির্বৃত্তত্বান্ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্। চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ। যা হি চোদনা ধর্ম্মস্য লক্ষণং সা স্ববিষয়ে নিযুঞ্জানৈব পুরুষমববোধয়তি। ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমব-

---

তাবগমপুরঃসরং তাদাত্ম্যমবগমিষ্যতীতি চেৎ। তৎ কিমিদানীম্প্রমাণকারণং যোগ্যতাবধারণমপ্রমাণাৎ কর্ম্মণোবক্তুমধ্যবসিতোঽসি। প্রত্যক্ষাদ্যতিরিক্তং বা কর্ম্মাপি প্রমাণম্। বেদান্তাবিরুদ্ধতন্মূলন্যায়বলেন তু যোগ্যতাবধারণে কৃতং কর্ম্মভিঃ। তস্মাৎ তত্ত্বমসীত্যাদেঃ শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা তন্মূলয়া চোপপত্ত্যা ব্যবস্থাপ্য তদুপাসনায়াং ভাবনাপরাভিধানায়াং দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যবত্যাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলায়াং যজ্ঞাদীনামুপযোগঃ। যথাহুঃ।—স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিরিতি। ব্রহ্মচর্য্যতপঃশ্রদ্ধাযজ্ঞাদয়শ্চ সৎকারঃ। অতএব শ্রুতিঃ—তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণ ইতি। বিজ্ঞায় তর্কোপকরণেন শব্দেন প্রজ্ঞাং ভাবনাং কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞাদীনাং শ্রেয়ঃপরিপন্থি[illegible]নিবর্হণদ্বারেণোপযোগ ইতি কেচিৎ। পুরুষসংস্কারদ্বারেণেত্যন্যে। যজ্ঞাদিসংস্কৃতো হি পুরুষ আদরনৈরন্তর্যদীর্ঘকালৈরাসেবমানো ব্রহ্মভাবনামনাদ্যবিদ্যাবাসনাং সমূলকাষং কষতি। ততোঽস্য প্রত্যগাত্মা সুপ্রসন্নঃ কেবলোবিশদীভবতি। অতএব স্মৃতিঃ।—

"মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।"

যস্যৈতেঽষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারা ইতি চ। অপরে তু ঋণত্রয়াপাকরণেন ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগং কর্ম্মণামাহুঃ। অস্তি হি স্মৃতিঃ।—

অনুষ্ঠেয় বস্তু নহেন। করিলে হয়, না করিলে হয় না, এরূপ বস্তু তিনি নহেন। [চোদনা...দাচ্চ] ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই দুই বিষয়ে যে সকল চোদক বাক্য (বিধি বাক্য) আছে, সে সকল ও সে সকলের অর্থবোধিকা শক্তি অত্যন্ত বিভিন্ন; অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত। [যা হি...তবৎ] ধর্ম্মবিষয়ক বিধানগুলি অর্থাৎ বিধি বাক্যগুলি শ্রোতৃপুরুষকে "ইহা কর—এইরূপে কর" ইত্যাদিপ্রকারে বোধ জন্মায় অর্থাৎ স্ব স্ব প্রতিপাদ্য যাগ দান প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি জন্মায়—কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বিধান বা বিধিবাক্যগুলি উহার বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ "কর" বলিয়া না করাইয়া—না বুঝাইয়া, কেবলমাত্র "জান—তাঁহাকে জান—" এতন্মাত্র উপদেশ দ্বারা কেবলমাত্র তদ্গত অজ্ঞান সংশয়াদি নিবৃত্তি করিয়া দেয়—অনন্তর আপনা হইতেই তদ্বিষয়ক অববোধ

বোধয়ত্যেব কেবলম্। অববোধস্য চোদনাজন্যত্বাম্ন পুরুষো-
ববোধে নিযুজ্যতে, যথাক্ষসন্নিকর্ষেণার্থাববোধে তদ্বৎ। ত-
স্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত

---

* "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ" ইতি।

অন্যে তু—তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন ইত্যাদিশ্রুতি-
ভ্যস্তত্তৎফলায় চোদিতানামপি কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন ব্রহ্মভাবনাং
প্রত্যঙ্গভাবমাচক্ষতে ক্রত্বর্থস্যৈব খাদিরত্বস্য বীর্য্যার্থতাম্। একস্য তূভয়ার্থত্বে
সংযোগপৃথক্ত্বমিতি ন্যায়াৎ। অতএব পারমর্ষং সূত্রম্। "সর্ব্বাপেক্ষা চ
যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" ইতি। যজ্ঞতপোদানাদি সর্ব্বং তদপেক্ষা ব্রহ্মভাবনে-
ত্যর্থঃ। তস্মাৎ যদি শ্রুত্যাদয়ঃ প্রমাণং যদি বা পারমর্ষং সূত্রং সর্ব্বথা যজ্ঞাদি-
কর্ম্মসমুচ্চিতা ব্রহ্মোপাসনা বিশেষণত্রয়বত্যনাদ্যবিদ্যাতদ্বাসনাসমুচ্ছেদক্রমেণ
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় মোক্ষাপরনাম্নে কল্পত ইতি তদর্থং কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি।
ন চৈতানি দৃষ্টাদৃষ্টসামবায়িকারাদুপকারহেতুভূতোপদেশিকাতিদেশিকক্রমপ-
র্য্যন্তাঙ্গগ্রামসহিতপরস্পরবিভিন্নকর্ম্মস্বরূপতদধিকারিভেদপরিজ্ঞানং বিনা শ-
ক্যান্যনুষ্ঠাতুম্। ন চ ধর্ম্মমীমাংসাপরিশীলনং বিনা তৎপরিজ্ঞানম্। তস্মাৎ
সাধূক্তং কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষ ইতি। কর্ম্মাববোধেন হি কর্ম্মানুষ্ঠানসা-
হিত্যম্ভবতি ব্রহ্মোপাসনায়া ইত্যর্থঃ। তদেতন্নিরাকরোতি।—ন, কুতঃ, কর্ম্মাব-
বোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। ইদমত্রাকূতম্।—
ব্রহ্মোপাসনয়া ভাবনাপরাভিধানয়া কর্ম্মাণ্যপেক্ষন্ত ইত্যুক্তম্। তত্র ব্রূমঃ।
ক পুনরস্যাঃ কর্ম্মাপেক্ষা কিং কার্য্যে যথা আগ্নেয়াদীনাং পরমাপূর্ব্বে চিরভাবি-
ফলানুকূলে জনয়িতব্যে সমিদাদ্যপেক্ষা স্বরূপে বা যথা তেষামেব ব্রীহিবত্ত-
পুরোডাশাদিদ্রব্যাগ্নিদেবতাদ্যপেক্ষা। ন তাবৎ কার্য্যে। তস্য বিকল্পাসহ-
ত্বাৎ। তথাহি।—ব্রহ্মোপাসনায়া ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারঃ কার্য্যমভ্যুপেয়ঃ।

উদিত হয়। অববোধ বা সম্যক্‌জ্ঞান নিয়োগ দ্বারা জন্মে না—অর্থাৎ
"কর" বলিয়া করান যায় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্দ্রব্যের সন্নিকর্ষ হইলেই
যেমন তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা অববোধ আপনা হইতেই হয়, সে স্থলে যেমন "কর"
বলিতে হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম জানিবে। অতএব, ধর্ম্ম-
জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান, এরূপ অর্থ সর্বপ্রকারে অসঙ্গত,—ইহা সিদ্ধ
হইল।

[তস্মাৎ...দিশ্যত ইতি] অতএব, এমন কিছু বলিতে হইবে, যাহার

ইতি। উচ্যতে। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থফল-ভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ। তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধঞ্চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞা-

---

স চোৎপাদ্যোবা স্যাৎ যথা সংযবনস্য পিণ্ডঃ। বিকার্য্যোবা যথ অবঘাতস্য ব্রীহয়ঃ। সংস্কার্য্যোবা যথা প্রোক্ষণস্যোলুখলাদয়ঃ। প্রাপ্যোবা যথা দোহনস্য পয়ঃ। ন তাবদুৎপাদ্যঃ। ন খলু ঘটাদিসাক্ষাৎকার ইব জড়স্বভাবেভ্যো-ঘটাদিভ্যো ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদ্যাধেযো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভাবনাধেয়ঃ সম্ভবতি। ব্রহ্মণোঽপরাধীনপ্রকাশতয়া তৎসাক্ষাৎকারস্য তৎস্বাভাব্যেন নিত্যতয়োৎ-পাদ্যত্বানুপপত্তেঃ। ততো ভিন্নস্য চ ভাবনাধেয়স্য সাক্ষাৎকারস্য প্রতিভা-প্রত্যয়বৎ সংশযাক্রান্ততয়া প্রামাণ্যাযোগাৎ। তদ্বিধস্য তৎসামগ্রীকস্যৈব বহুলং ব্যভিচারোপলব্ধেঃ। ন খল্বনুমানবিবুদ্ধং বহ্নিং ভাবযতঃ শীতাতুরস্য শিশিরভরমন্থরতরকায়কাণ্ডস্য স্ফুরজ্জালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমানান্তরেণ সম্বাদ্যতে। বিসম্বাদস্য বহুলমুপলম্ভাৎ। তস্মাৎ প্রামাণিকসাক্ষাৎকারলক্ষণ-কার্য্যাভাবান্নোপাসনায়া উৎপাদ্যে কর্ম্মাপেক্ষা। ন চ কূটস্থনিত্যস্য সর্ব্বব্যা-পিনো ব্রহ্মণ উপাসনাতো বিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি। স্যাদেতৎ। মাভূৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদ্যাদিরূপ উপাসনয়াঃ। সংস্কার্য্যস্ত্বনির্ব্বচনীযানাদ্য-বিদ্যাদ্বয়পিধানাপনয়নেন ভবিষ্যতি প্রতিসীরাপিহিতা নর্ত্তকীব প্রতিসীরা-পনয়দ্বারা রঙ্গব্যাপৃতেন। তত্র চ কর্ম্মণামুপযোগঃ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। প্রতিসীরাপনয়ে পারিষদানাং নর্ত্তকীবিষয়সাক্ষাৎকারোভবতি। ইহ তু অবিদ্যাপিধানাপনয়মাত্রমেব নাপবমুৎপাদ্যমস্তি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য ব্রহ্ম-স্বভাবস্য নিত্যত্বেনানুৎপাদ্যত্বাৎ। অত্রোচ্যতে।—কা পুনরিয়ং ব্রহ্মোপা-

---

অনন্তর অর্থাৎ যাহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য সম্ভব হইতে পারে। তাহা কি? [উচ্যতে] বলিতেছি।

[নিত্যা...বিপর্য্যয়ে] নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। (কি নিত্য, কি অনিত্য, তাহা অনুসন্ধান করা) ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে বৈরাগ্য। শম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম)। দম (অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ)। উপরতি (বিষয়ানুভব হইতে বিরত হওয়া)। তিতিক্ষা (শীতগ্রীষ্মাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা)। সমাধান (আত্মতত্ত্বে মনঃসংযোগ)। শ্রদ্ধা (গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস)। মুমুক্ষুত্ব (মুক্ত হইবার ইচ্ছা)। এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন থাকিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ও পরে উভয়কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ সকল সাধন

সিতুং জ্ঞাতুঞ্চ, ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধন-সম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।

অতঃশব্দোহেত্বর্থঃ। যস্মাদ্বেদ এবাগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃ-সাধনানামনিত্যফলতাং দর্শয়তি 'তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতোলোকঃ

সনা। কিং শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিরাহো নির্ব্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিঃ। যদি শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ কিমিয়মভ্যস্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্হতি। তত্ত্ব-বিনিশ্চয়স্তদভ্যাসো বা সবাসনং বিপর্য্যাসমুন্মূলয়েৎ ন সংশয়াভ্যাসঃ সামান্য-মাত্রদর্শনাভ্যাসো বা। ন হি স্থাণুর্ব্বা পুরুষোবেতি বা আরোহপরিণাহবদ্ব্যমিতি বা শতশোঽপি জ্ঞানমভ্যস্যমানং পুরুষ এবেতি নিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তমৃতে বিশেষদর্শনাৎ। ননূক্তং শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্যত ইতি। তস্মান্নির্ব্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিরূপোপা-সনা কর্ম্মসহকারিণ্যবিদ্যাদ্বয়োচ্ছেদহেতুঃ। ন চাসাবনুৎপাদিতব্রহ্মানুভবা তচ্ছেদায় পর্য্যাপ্তা। সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্য্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব তত্ত্বজ্ঞানেনোচ্ছিদ্যতে ন তু পরোক্ষাবভাসেন। দিঙ্মোহালাতচক্রচলদ্বৃক্ষ-মরুমরীচিসলিলাদিবিভ্রমেম্বপরোক্ষাবভাসিষু অপরোক্ষাবভাসিভিরেব দিগা-দিতত্ত্বপ্রত্যয়ৈর্নিবৃত্তিদর্শনাৎ। নো খল্বাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং দিঙ্মোহাদয়ো নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ ত্বং-পদার্থস্য তৎ-পদার্থত্বেন সাক্ষাৎকার এষিতব্যঃ। এতাবতা হি ত্বম্পদার্থস্য দুঃখিশোকিত্বাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তির্না ন্যথা। ন চৈষ সাক্ষাৎকারো মীমাংসাসহিতস্যাপি শব্দস্য প্রমাণস্য ফলম্।

না থাকিলে কি পূর্ব্বে, কি পরে, কোনও সময়ে পারা যায় না। [তস্মাৎ... দিশ্যতে] ঐ কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, মহামুনি ব্যাস 'অথ' শব্দের দ্বারা ঐ সকল সাধনের আনন্তর্য্য উপদেশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়, অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি ঐ সকল সাধন আয়ত্ত করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের যথার্থ অধিকারী; অন্যে নহে।

[অতঃ...হেত্বর্থঃ] সূত্রে "অথ" শব্দের পর "অতঃ" শব্দ আছে। তাহার অর্থ সেই হেতু। অর্থাৎ ক্রিয়াফলের (স্বর্গাদির) অনিত্যতা হেতু। [যস্মাৎ ইত্যাদি] যেহেতু বেদ স্বয়ং যুক্তিসহকারে অগ্নিহোত্রাদি-ফলের অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—"যেমন কৃষিকর্ম্মাদিসম্পাদিত ঐহিক

ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে' ইত্যাদিঃ। তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদিঃ। তস্মাদ্‌যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা।

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য জাত্যাদ্যর্থান্তর-

---

অপি তু প্রত্যক্ষস্য। তস্যৈব তৎফলত্বনিয়মাৎ। অন্যথা কুটজবীজাদপি বটাঙ্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নির্বিচিকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকসহিতমন্তঃকরণং ত্বং পদার্থস্যাপরোক্ষস্য তত্তদুপাধ্যাকারনিষেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্। ন চায়মনুভবো ব্রহ্মস্বভাবো যেন ন জন্যেত অপি ত্বন্তঃকরণস্যৈব বৃত্তিভেদো ব্রহ্মবিষয়ঃ। ন চৈতাবতা ব্রহ্মণো নাপরাধীনপ্রকাশতা। ন হি শাবজ্ঞানপ্রকাশ্যং ব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশং ন ভবতি। সর্ব্বোপাধিরহিতং হি স্বয়ংজ্যোতিরিতি গীয়তে [illegible]হিতমপি। যথাহুঃ স্ম ভগবান্ ভাষ্যকারঃ।—'নায়মেকান্তেনাবিষয়' ইতি। [illegible]বপ্যস্য সাক্ষাৎকারে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মোকঃ। তস্যৈব [illegible]পাধের্বিনশ্যদবস্থস্য স্বপররূপাধিবিরোধিনো বিদ্যমানত্বাৎ। অন্যথা চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা অন্তঃকরণবৃত্তেঃ স্বয়মচেতনায়াঃ স্বপ্রকাশত্বানুপপত্তেঃ সাক্ষাৎকারত্বাযোগাৎ। ন চানুমিতভাবিতবহ্নিসাক্ষাৎকারবৎপ্রতিভাত্বেনাস্যাপ্রামাণ্যং তত্র বহ্নিস্বলক্ষণস্য

ফল (শস্যাদি) অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর; তেমনি, যাগাদি-কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য পারত্রিক স্বর্গাদি ফলও অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর। [তথা...কর্ত্তব্যা] এবং "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদিপ্রকারে ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পরমপুরুষার্থ লাভ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই হেতু, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবেক। [ব্রহ্মণঃ...ভবাম্] এক্ষণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-শব্দের অর্থ শুন। ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। ফলিতার্থ এই যে, ইচ্ছামন্ত্রত বিচারপ্রভব জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে পাইবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম কি? তাহা পরসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে ব্রহ্মশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি অথবা পদ্মযোনি ব্রহ্মা, এরূপ আশঙ্কা করিবার সম্ভাবনা নাই।

মাশঙ্কিতব্যম্। ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ন শেষে জিজ্ঞাস্যাপেক্ষত্বাৎ জিজ্ঞাসায়াঃ, জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দ্দেশাচ্চ। ননু শেষষষ্ঠীপরিগ্রহেঽপি ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং ন বিরুধ্যতে সম্বন্ধসামান্যস্য বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ! এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ কর্ম্মত্বমুৎসৃজ্য সামান্যদ্বারেণ পরোক্ষং কর্ম্মত্বং কল্পয়তো-

পরোক্ষত্বাৎ। ইহ তু ব্রহ্মস্বরূপস্যোপাধিকলুষিতস্য জীবস্য প্রাগপ্যপরোক্ষত্বাৎ। ন হি শুদ্ধবুদ্ধত্বাদয়ো বস্তুতস্ততোঽতিরিচ্যন্তে। জীব এব তু তত্তদুপাধিরহিতঃ শুদ্ধবুদ্ধাদিস্বভাবো ব্রহ্মেতি গীয়তে। ন চ তত্তদুপাধিবিরহোঽপি ততোঽতিরিচ্যতে। তস্মাদ্যথা গান্ধর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিবশ্রোত্রেন্দ্রিয়েণ ষড়্‌জাদিস্বরগ্রামমূর্চ্ছনাভেদমধ্যক্ষমনুভবতি এবং বেদান্তার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারো জীবস্য ব্রহ্মভাবমন্তঃকরণেনেতি। অন্তঃকরণবৃত্তৌ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জনয়িতব্যে অস্তি তদুপাসনায়াঃ কর্ম্মাপেক্ষেতি চেৎ। ন। তস্যাঃ কর্ম্মানুষ্ঠানেন সহভাবাভাবেন তৎসহকারিত্বানুপপত্তেঃ। ন খলু তত্ত্বমসীত্যাদের্ব্বাক্যান্নির্ব্বিচিকিৎসং শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবমকর্তৃত্বাদ্যুপেতমপেতব্রাহ্মণত্বাদিজাতিং দেহাদ্যতিবিক্তমেকমাত্মানং প্রতিপদ্যমানঃ কর্ম্মস্বধিকারমববোদ্ধুমর্হতি। অনর্হশ্চ কথং কর্ত্তা বা অধিকৃতো বা। যদ্যপ্যেত নিশ্চিতেঽপি তত্ত্বে বিপর্য্যাসনিবন্ধনো ব্যবহারোঽনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে যথা গুড়স্য মাধুর্য্যবিনিশ্চয়েঽপি পিত্তোপহতেন্দ্রিয়াণাং তিক্তাবভাসানুবৃত্তিঃ আস্বাদ্য থুৎকৃত্য ত্যাগাৎ। তস্মাদবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যা কর্ম্মানুষ্ঠানং তে ন চ বিদ্যা সহকারিণা তৎসমুচ্ছেদ উপপৎস্যতে। ন চ কর্ম্মাবিদ্যাত্মকং কথ-

[ব্রহ্মণঃ · শাচ্চ] ব্রহ্মন্‌শব্দে যে ষষ্ঠী-বিভক্তি ছিল তাহা শেষষষ্ঠী (১৭) নহে, কর্ম্মষষ্ঠী। কেন না, জিজ্ঞাসা মাত্রেই জিজ্ঞাস্যসাপেক্ষ। এস্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন জিজ্ঞাস্য নাই; কাযেই কর্ম্মষষ্ঠী, শেষষষ্ঠী নহে। [ননু...ত্বাৎ] যদি বল, শেষষষ্ঠী গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতা বজায় থাকে; কেন না, সামান্য উল্লেখ সকল নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পর্য্যবসন্ন হয় (১৮)। [এবং...স্যাৎ] হয় সত্য; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (কর্ম্মতা) পরিত্যাগ করিয়া অসাক্ষাৎসম্বন্ধের

(১৭) শেষষষ্ঠী—সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী।

(১৮) অনির্দ্দিষ্ট বা সাধারণ উপদেশ সকল প্রয়োগকালে নির্দ্দিষ্টরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে।

ক্ষিপ্তত্বাৎ। ব্রহ্ম হি জ্ঞানেনাপ্তুমিষ্টতমত্বাৎ প্রধানম্। তস্মিন্ প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জিজ্ঞাসিতৈ-

---

রহিতস্তেষ্বপি নাধিক্রিয়েত পশ্বাদিবৎ। তথা চায়ং নিষিদ্ধমনুতিষ্ঠন্ ন প্রত্য-বেয়াৎ তির্য্যগাদিবদিতি ভিন্নকর্ম্মতাপাতঃ। নৈবম্। ন খল্বয়ং সর্ব্বথা মনু-ষ্যাভিমানরহিতঃ কিন্ত্ববিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যাঽস্য মাত্রয়া তদভিমানোঽনুবর্ত্ততে। অনুবর্ত্তমানঞ্চ মিথ্যেতি মন্যমানো ন শ্রদ্ধত্ত ইত্যুক্তম্। কিমতো যদ্যেবমেত-দতো ভবতি। বিধিষু শ্রাদ্ধোঽধিকারী নাশ্রাদ্ধঃ। ততশ্চ মনুষ্যাদ্যভিমানেন অশ্রদ্দধানো ন বিধিশাস্ত্রেণাধিক্রিয়তে। তথা চ স্মৃতিঃ—অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্ত-মিত্যাদিকা। নিষেধশাস্ত্রস্তু ন শ্রদ্ধামপেক্ষতে। অপি তু নিষিধ্যমানক্রিয়ো-ন্মুখো নর ইত্যেব প্রবর্ত্ততে। তথা চ সাংসারিক ইব শ্রদ্ধাবগতব্রহ্মতত্ত্বোঽপি নিষেধমতিক্রম্য প্রবর্ত্তমানঃ প্রত্যবৈতীতি ন ভিন্নকর্ম্মদর্শনাভ্যুপগমঃ। তস্মা-ন্নোপাসনায়াঃ কার্য্যে কর্ম্মাপেক্ষা। অত এব নোপাসনোৎপত্তাবপি নির্ব্বি-চিকিৎসশাব্দজ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালমনধিকারঃ কর্ম্মণীত্যুক্তম্। তথা চ শ্রুতিঃ।

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

তৎ কিমিদানীমনুপযোগ এব সর্ব্বথেহ কর্ম্মণাম্। তথা চ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিরুদ্ধ্যেরন্। ন। আরাদুপকারকত্বাৎ কর্ম্মণাং যজ্ঞাদীনাম্। তথাহি।—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন" নিত্যস্বাধ্যায়েন "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" বেদিতুমিচ্ছন্তি, ন তু বিদন্তি, বস্তুতঃ প্রধানস্যাপি বেদ-নস্য প্রকৃতার্থতয়া শব্দতো গুণত্বাদিচ্ছায়াশ্চ প্রত্যয়ার্থতয়া প্রাধান্যাৎ। প্রধানেন চ কার্য্যসম্প্রত্যয়াৎ। ন হি রাজপুরুষমানয়েত্যুক্তে বস্তুতঃ প্রধানমপি রাজা পুরুষবিশেষণতয়া শব্দত উপসর্জ্জনমানীয়তে অপি তু পুরুষ এব। শব্দতস্তস্য প্রাধান্যাৎ। এবং বেদানুবচনস্যেব যজ্ঞস্যাপীচ্ছাসাধন-তয়া বিধানম্। এবং তপসোঽনাশকস্য কামানশনমেব তপঃ হিতমিতমে-ধ্যাশিনো হি ব্রহ্মণি বিবিদিষা ভবতি ন তু সর্ব্বথা হনশ্রতো, মরণাৎ। নাপি চান্দ্রায়ণাদিতপঃশীলস্য। ধাতুবৈষম্যাপত্তেঃ। এতানি চ নিত্যান্যুপাত্ত-

---

পরিগৃহীত হইয়া থাকে; তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম পাইবার ইচ্ছা করিবেক, এই উপদেশের দ্বারা স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মই লোকের ঈপ্সিত বস্তু সুতরাং ব্রহ্মই প্রধান জিজ্ঞাস্য বা প্রধান বিষয়। যদি তাহাই হইল, তবে তাদৃশ প্রধানকে জিজ্ঞাসার কর্ম্মরূপে বা বিষয়-রূপে গ্রহণ করিলে যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা বা বিচার ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন

র্ব্বিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি তান্যর্থাক্ষিপ্তান্যেবেতি ন পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি। যথা রাজাঽসৌ গচ্ছতীত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞোগমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ। শ্রুত্যনুগমাচ্চ।

দুরিতনিবর্হণেন পুরুষং সংস্কুর্ব্বন্তি। তথা চ শ্রুতিঃ। "স হ বা আত্মযাজী যো বেদ ইদং মে ঽনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়ত ইদং মে ঽনেনাঙ্গমুপধীয়তে" ইতি। অনেনেতি প্রকৃতং যজ্ঞাদি পরামৃশতি। স্মৃতিশ্চ "যস্যৈতে ঽষ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারা" ইতি। নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানপ্রক্ষীণকল্মষস্য চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাবিদুষ এব উৎপন্নবিবিদিষস্য জ্ঞানোৎপত্তিং দর্শয়ত্যাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ। "বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি। স্মৃতিশ্চ।

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" ইত্যাদিকা।

ক্লৃপ্তেনৈব চ নিত্যানাং কর্ম্মণাং নিত্যে হি তেনোপাত্তদুরিতনিবর্হণেন পুরুষসংস্কারেণ জ্ঞানোৎপত্তাবঙ্গভাবোপপত্তৌ ন সংযোগপৃথক্ত্বেন সাক্ষাদঙ্গভাবো যুক্তঃ। কল্পনাগৌরবাপত্তেঃ। তথাহি।—নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাদ্ধর্ম্মোৎপাদঃ ততঃ পাপ্মা নিবর্ত্ততে। স হ্যনিত্যাশুচিদুঃখরূপে সংসারে নিত্যশুচিসুখখ্যাতিলক্ষণেন বিপর্য্যাসেন চিত্তসত্ত্বং মলিনয়তি। অতঃ পাপনিবৃত্তৌ প্রত্যক্ষোপপত্তিদ্বারাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারস্যানিত্যাশুচিদুঃখরূপতামপ্রত্যূহমববুধ্যতে। ততোঽস্যাস্মিন্নভিরতিসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততস্তজ্জিহাসোপাবর্ত্ততে ততোহানোপায়ং পর্য্যেষতে পর্য্যেষমাণশ্চাত্মতত্ত্বজ্ঞানমস্যোপায় ইত্যুপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসতে। ততঃ শ্রবণাদিক্রমেণ জানাতীত্যারাদুপকারকত্বং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদং প্রতি চিত্তসত্ত্বশুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং যুক্তম্। ইমমেবার্থমনুবদতি ভগবদ্গীতা।—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"

এবঞ্চাননুষ্ঠিতকর্ম্মাপি প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মবশাৎ যো বিশুদ্ধসত্ত্বঃ সংসারাসারতাদর্শনেন নিষ্পন্নবৈরাগ্যঃ কৃতং তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানেন বৈরাগ্যোৎপাদোপযো-

---

হইতে পারে না—সে সমস্ত বিষয় আপনা হইতেই পরিগৃহীত হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ প্রয়াস পাইতে হইবে না। যেমন রাজা যাইতেছেন বলিলে, তৎসঙ্গে তাঁহার অনুযাত্রিগণও যাইতেছে, বলা হয়, এস্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মবিচার করিবে বলিলে ব্রহ্মাশ্রিত সমস্ত পদার্থের বিচার করিবে বলা হয়। [শ্রুত্যনুগমাচ্চ] শ্রুতির বর্ণনা বা উপদেশ পর্য্যালোচনা করিলেও ঐরূপ

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসা-

---

গিনা। প্রাগ্‌ভবীয়কর্ম্মানুষ্ঠানাদেব তৎসিদ্ধেঃ। ইমমেব চ পুরুষধৌবেয়ভেদমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে শ্রুতিঃ। "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইতি। তদিদমুক্তম—"কর্ম্মাববোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তে" রিতি। অত এব ন ব্রহ্মচারিণ ঋণানি সন্তি যেন তদপাকরণার্থং কর্ম্মানুতিষ্ঠেৎ। এতদনুরোধাচ্চ "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋণবা জায়তে" ইতি। গৃহস্থঃ সম্পদ্যমান ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাব" ইতি শ্রুতির্বিরুধ্যেত। গৃহস্থস্যাপি চ ঋণাপাকরণং সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমেব। অগ্নামর্ষ্যাদো ভস্মান্ততাবাদোস্ত্যেষ্টয়শ্চ কর্মজড়ানবিদুষঃ প্রতি ন ত্বাত্মতত্ত্বপণ্ডিতান্। তস্মাত্তস্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থো যদ্বিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি যস্মিংস্তু সতি ভবন্তী ভবত্যেব। ন চেত্থং কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং, তস্মাৎ ন কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যমথশব্দার্থ ইতি সর্ব্বমবদাতম। স্যাদেতৎ। মা ভূদগ্নিহোত্রয়বাগূপাকবদার্থঃ ক্রমঃ শ্রৌতস্তু ভবিষ্যতি 'গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ' 'বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ' ইতি জাবালশ্রুতির্গার্হস্থ্যেন হি যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং সূচয়তি। স্মরন্তি চ।—

"অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥"

নিন্দন্তি চ।—

"অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন ব্রজত্যধঃ।" ইতি।

অত আহ।—"যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যানয়মঃ। কুতঃ"। 'হৃদয়স্যাগ্রে২বদ্যতি অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষস' ইত্যথাগ্রশব্দাভ্যাং ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ন ত্বেহ ক্রমো বিবক্ষিতঃ। তথৈবার্হনিয়মপ্রদর্শনাৎ—'যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা' ইতি। এতাবতা হি বৈরাগ্যমুপলক্ষয়তি। অত এব 'যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদি'তি শ্রুতিঃ। নিন্দাবচনং চাবিশুদ্ধসত্ত্বপুরুষাভিপ্রায়ম্। অবিশুদ্ধসত্ত্বো হি মোক্ষমিচ্ছন্নালস্যাত্তদুপায়েহপ্রবর্ত্তমানো গৃহস্থধর্ম্মমপি নিত্যনৈমিত্তিকমনাচরন প্রতিক্ষণমুপচীয়মানপাপ্মাহধোগতিং গচ্ছতীত্যর্থঃ।

অর্থ প্রতীত হইবে। [যতো ষষ্ঠী] শ্রুতি "যাঁহা হইতে এইসকল জন্মিয়াছে তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ বা উল্লেখ করিয়াছেন সুতারাং কর্ম্মষষ্ঠী গ্রহণ

কর্ম্মত্বং দর্শয়ন্তি। তচ্চ কর্ম্মণি ষষ্ঠীপরিগ্রহে সূত্রেণানুগতং ভবতি। তস্মাদ্ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা।

স্যাদেতৎ। মা ভূচ্ছ্রৌত অর্থো বা ক্রমঃ পাঠস্থানমুখ্যপ্রবৃত্তিপ্রমাণকস্তু কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ।—"শেষশেষিত্বে প্রমাণাভাবাৎ।" শেষাণাং সমিদাদীনাং শেষিণাং চাগ্নেয়াদীনামেকফলবদুপকারোপনিবদ্ধানামেকফলাবচ্ছিন্নানামেকপ্রয়োগবচনোপগৃহীতানামেকাধিকারিকর্ত্তৃকাণামেকপৌর্ণমাস্যামাবস্যাকালসম্বন্ধানাং যুগপদনুষ্ঠানাশক্তেঃ সামর্থ্যাৎ ক্রমপ্রাপ্তৌ তদ্বিশেষাপেক্ষায়াং পাঠাদয়স্তদ্ভেদনিয়মায় প্রভবন্তি যত্র তু ন শেষশেষিভাবো নাপ্যেকাধিকারাবচ্ছেদো যথা সৌর্য্যার্য্যমণপ্রাজাপত্যাদীনাং তত্র ক্রমভেদাপেক্ষাভাবান্ন পাঠাদিঃ ক্রমবিশেষনিয়মে প্রমাণম্। অবর্জ্জনীয়তয়া তস্য তত্রাগতত্বাৎ। ন চেহ ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ শেষশেষিভাবে শ্রুত্যাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তীতি। ননু শেষশেষিভাবাভাবেঽপি ক্রমনিয়মো দৃষ্টো যথা গোদোহনস্য পুরুষার্থস্য দর্শপৌর্ণমাসিকৈরঙ্গৈঃ সহ যথা বা দর্শপৌর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেতেতি দর্শপৌর্ণমাসসোমযোরশেষশেষিণোরিত্যত আহ—"অধিকৃতাধিকারে চ প্রমাণাভাবাৎ" ইতি যোজনা। স্বর্গকামস্য হি দর্শপৌর্ণমাসাধিকৃতস্য পশুকামস্য সতো দর্শপৌর্ণমাসক্রত্বর্থাপ্প্রণয়নাশ্রিতে গোদোহনেঽধিকারঃ। নো খলু গোদোহনদ্রব্যমব্যাপ্রিয়মাণং সাক্ষাৎ পশূন্ ভাবয়িতুমর্হতি। নচ ব্যাপারান্তরাবিষ্টং শ্রূয়তে যতস্তদঙ্গক্রমমতিপতেৎ। অপ্প্রণয়নাশ্রিতত্বন্তু প্রতীয়তে 'চমসেনাপঃ প্রণয়েদ্গোদোহনেন পশুকামস্যে'তি সমভিব্যাহারাৎ। যোগ্যত্বাচ্চাস্যাপাং প্রণয়নং প্রতি। তস্মাৎ ক্রত্বর্থাপ্প্রণয়নাশ্রিতত্বাৎ গোদোহনস্য তৎক্রমেণ পুরুষার্থমপি গোদোহনং ক্রমবদিতি সিদ্ধম্। শ্রুতিনিবাকবণেনৈবেষ্টিসোমক্রমবদপি ক্রমোপপাদ্যোবেদিতব্যঃ। শেষশেষিত্বাধিকৃতাধিকারাভাবেঽপি ক্রমো ববক্ষ্যেত যদ্যেকফলাবচ্ছেদোভবেৎ যথাগ্নেয়াদীনাং যণামেকস্বর্গফলাবচ্ছিন্নানাম। যদি বা জিজ্ঞাস্যব্রহ্মণোংশো ধর্ম্মঃ স্যাৎ যথা চতুর্লক্ষণ্যাব্যুৎপাদ্যং ব্রহ্ম বোন চিৎ কেনচিৎ অংশেনৈকৈকেন লক্ষণেন ব্যুৎপাদ্যতে তত্র চতুর্ণাং লক্ষণানাং জিজ্ঞাসাভেদেন পরস্পরসম্বন্ধে সতি ক্রমা বিবক্ষিতস্তথেহাপ্যেকজিজ্ঞাস্যতয়া ধর্ম্ম-

করিলে তাহা পরিরক্ষিত হয় এবং সূত্রার্থের সহিত শ্রুত্যর্থের আনুরূপ্যও থাকে। অতএব, ব্রহ্মশব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি ছিল, তাহা কর্ম্মষষ্ঠী, শেষ ষষ্ঠী নহে।

[জ্ঞাতু..ইত্যাম] জানিবার বা জ্ঞানের উদ্দেশে যে ইচ্ছা, তাহাই

অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্‌বাচ্যায়া ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম ফল-বিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ। জ্ঞানেন হি প্রমাণেনাবগন্তুমিষ্টং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ক্রমো বিবক্ষ্যেত। ন চৈতদুভয়মপ্যস্তীত্যাহ।—"ফলজিজ্ঞাস্য-ভেদাচ্চ।" ফলভেদং বিভজতে। "অভ্যুদয়ফলং ধর্ম্মজ্ঞান"মিতি। জিজ্ঞাসায়া বস্তুতো জ্ঞানতন্ত্রত্বাৎ জ্ঞানফলং জিজ্ঞাসাফলমিতি ভাবঃ। ন কেবলং স্বরূপতঃ ফলভেদস্তদুৎপাদনপ্রকারভেদাদপি তদ্ভেদ ইত্যাহ।—"তচ্চানুষ্ঠানা-পেক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ নানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্।" শাব্দজ্ঞানাভ্যাসান্নানুষ্ঠানান্তর-মপেক্ষতে। নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানসহভাবস্যাপাস্তত্বাদিতি ভাবঃ। জিজ্ঞাস্য-ভেদমাত্যন্তিকমাহ।—"ভব্যশ্চ ধর্ম্ম ইতি। ভবিতা ভব্যঃকর্ত্তরি কৃত্যঃ। ভবিতা চ ভাবকব্যাপারনির্ব্বর্ত্ত্যতয়া তত্তন্ত্র ইতি ততঃ প্রাক্ জ্ঞানকালে নাস্তীত্যর্থঃ। ভূতং সত্যং সদেকান্ততো ন কদাচিদসদিত্যর্থঃ। ন কেবলং স্বরূপতো জিজ্ঞাস্যয়োর্ভেদো জ্ঞাপকপ্রমাণপ্রবৃত্তিভেদাদপি ভেদ ইত্যাহ।—"চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ।" চোদনেতি বৈদিকং শব্দমাহ, বিশেষেণ সামান্যস্য লক্ষণাৎ। প্রবৃত্তিভেদং বিভজতে। "যা হি চোদনা ধর্ম্মস্যে"তি। আজ্ঞাদীনাং পুরুষাভিপ্রায়ভেদানামসম্ভবাদপৌরুষেয়ে বেদে চোদনোপদেশঃ। অত এবোক্তং (জৈমিনিনা) 'তস্য জ্ঞানমুপদেশ' ইতি। সা চ সাধ্যে চ পুরুষব্যাপারে ভাবনায়াং, তদ্বিষয়ে চ যোগাদৌ, স হি ভাবনাবিষয়ঃ, তদ-ধীননিরূপণত্বাৎ প্রযত্নস্য ভাবনায়াঃ। ষিঞ্ বন্ধন ইত্যস্য ধাতোর্ব্বিষয়পদ-ব্যুৎপত্তেঃ। ভাবনাযান্তদ্দ্বারেণ চ যাগাদেরপেক্ষিতোপায়তামবগময়ন্তী তত্রেচ্ছোপহারমুখেন পুরুষং নিযুঞ্জানৈব যাগাদিধর্ম্মমবোধযতি নান্যথা। ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমববোধয়ত্যেব কেবলং ন তু প্রবর্ত্তয়ত্যববোধয়তি। কুতঃ, অববোধস্য প্রবৃত্তিরহিতস্য চোদনাজন্যত্বাৎ নহ্যাত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যে-তদ্বিধিপরৈর্ব্বেদান্তৈস্তদেকবাক্যতযা অববোধে প্রবর্ত্তয়ন্তিরেব পুরুষো ব্রহ্মা-ববোধ্যত ইতি সমানত্বং ধর্ম্মচোদনাভির্ব্রহ্মচোদনানামিত্যত আহ।—"ন পুরুষোঽববোধে নিযুজ্যতে।" অয়মভিসন্ধিঃ।—ন তাবৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে

জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ। জ্ঞান এক প্রকার মনোবৃত্তি, অবগতি তাহার ফল। অর্থাৎ জ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তিতে জ্ঞেয়রূপ বিষয়ের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ পাওয়ার নাম জানা। সুতরাং অবগতি পর্য্যন্তই জ্ঞান-শব্দের বোধ্য। জ্ঞানার্থ জ্ঞা-ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া জিজ্ঞাসা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সন্ প্রত্যয়বোধ্য ইচ্ছার কর্ম্ম বা বিষয় জ্ঞান। ইচ্ছার বিষয় ফল অর্থাৎ

ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ। নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনিবর্হণাৎ। তস্মাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্।

পুরুষো নিযোক্তব্যঃ। তস্য ব্রহ্মস্বাভাব্যেন নিত্যত্বাদকার্য্যত্বাৎ। নাপ্যুপাসনায়াং তস্যা অপি জ্ঞানপ্রকর্ষে হেতুভাবস্যান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধতয়া প্রাপ্তত্বেনাবিধেয়ত্বাৎ। নাপি শাব্দবোধে। তস্যাপ্যধীতবেদস্য পুরুষস্য বিদিতপদতদর্থস্য সমধিগতশাব্দন্যায়তত্ত্বস্যাপ্রত্যহমুৎপত্তেঃ। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ।—"যথাক্ষার্থে"তি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি।—"তদ্ব"দিতি। অপি চাত্মজ্ঞানবিধিপরেষু বেদান্তেষু নাত্মতত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ শাব্দঃ স্যাৎ। ন হি তদাত্মতত্ত্বপরাস্তে। কিন্তু তজ্জ্ঞানবিধিপরাঃ। যৎপরাশ্চ তে ত এব তেষামর্থাঃ। ন চ বোধস্য বোধ্যনিষ্ঠত্বাদপেক্ষিতত্বাদন্যপরেভ্যোঽপি বোধতত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ। সমারোপেণাপি তদুপপত্তেঃ। তস্মান্ন বোধবিধিপরা বেদান্তা ইতি সিদ্ধম্। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মাৎকিমপি বক্তব্য"মিতি। যস্মিন্নসতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি সতি তু ভবন্তী ভবত্যেবেত্যর্থঃ। তদাহ।—"উচ্যতে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক" ইত্যাদি। নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা, অনিত্যা দেহেন্দ্রিয়বিষয়াদয়ঃ, তদ্বিষয়শ্চেদ্বিবেকো নিশ্চয়ঃ কৃতমস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া জ্ঞাতত্বাদ্ব্রহ্মণঃ। অথ বিবেকো জ্ঞানমাত্রং ন নিশ্চয়ঃ। তথা সত্যেষ বিপর্য্যাসাদন্যঃ সংশয়ঃ স্যাৎ। তথা চ ন বৈরাগ্যং ভাবয়েৎ। অভাবয়ন্ কথং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুঃ? তস্মাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্।—নিত্যানিত্যয়োর্ব্বসতীতি নিত্যানিত্যবস্তু তদ্ধর্ম্মঃ। নিত্যানিত্যয়োর্ধর্ম্মিণোস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিবেকো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। এতদুক্তং ভবতি।—মা ভূদিদং তদৃতং নিত্যমিদং তদনৃতমনিত্যমিতি ধর্ম্মিবিশেষয়োর্ব্বিবেকঃ ধর্ম্মিমাত্রয়োর্নিত্যানিত্যয়োস্তদ্ধর্ম্ময়োশ্চ বিবেকং নিশ্চিনোত্যেব। নিত্যত্বং সত্যত্বং যদ্যস্যাস্তি তন্নিত্যং সত্যং তথা চাস্যাশোচরঃ। অনিত্যত্বমসত্যত্বং তদ্যস্যাস্তি তদনিত্যমনৃতং তথা চানাস্থাগোচরঃ। তদেতেষনুভূয়মানেষু যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরেষু বিষয়বিষয়িষু যদৃতং নিত্যং সুখং ব্যবস্থাস্যতে তদাস্থাগোচরো ভবিষ্যতি যত্ত্বনিত্যমনৃতং ভবিষ্যতি তাপত্রয়পরীতং তৎ ত্যক্ষ্যত ইতি। সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ প্রাগ্ভবীয়াদৈহিকাদ্বা

ফলের উদ্দেশেই ইচ্ছার উদ্রেক হয়। জ্ঞানরূপা প্রমাণবৃত্তির অবগমনীয় বস্তু ব্রহ্ম; সুতরাং প্রাপ্য বস্তুও ব্রহ্ম এবং তিনি সেই জন্যই প্রোক্ত ইচ্ছার প্রধান বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞানই (ব্রহ্মকে জ্ঞানগম্য করাই) পুরুষার্থ। যদি তাহাই হইল, তবে ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য—অর্থাৎ ব্রহ্মই জিজ্ঞাসার বিষয়।

তৎ পুনর্ব্রহ্ম প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ। যদি প্রসিদ্ধং ন জিজ্ঞাসিতব্যং, অথাপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুমিতি। উচ্যতে, অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ব-

কর্ম্মণো বিশুদ্ধসত্ত্বস্য ভবত্যনুভবোপপত্তিভ্যাম। ন খলু সত্যং নাম ন কিঞ্চিদস্তীতি বাচ্যম্। তদভাবে তদধিষ্ঠানস্যানৃতস্যাপ্যনুপপত্তেঃ। শূন্যবাদিনামপি শূন্যতায়া এব সত্যত্বাৎ। অথাস্য পুরুষধৌরেয়স্যানুভবোপপত্তিভ্যামেবং সুনিপুণং নিরূপয়ত আ চ সত্যলোকাৎ আ চাবীচের্জ্জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি বিপরিবর্ত্তমানং ক্ষণমুহূর্ত্তযামাহোরাত্রার্দ্ধমাসমাসর্ত্ত্বয়নবৎসরযুগচতুর্যুগমন্বন্তরপ্রলয়মহাপ্রলয়মহাসর্গাবান্তরসর্গসংসারসাগরোর্ম্মিভিরনিশমুহ্যমানং তাপত্রয়পরীতমাত্মানঞ্চ জীবলোকঞ্চ অবলোক্যাস্মিন্ সংসারমণ্ডলে অনিত্যাশুচিদুঃখাত্মকং প্রসংখ্যানমুপাবর্ত্ততে। ততোঽস্যৈতাদৃশান্নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকলক্ষণাৎ প্রসংখ্যানাৎ "ইহামুত্রার্থভোগবিরাগো" ভবতি। অর্থ্যতে প্রার্থ্যত ইত্যর্থঃ ফলমিতি যাবৎ তস্মিন্ বিরাগোঽনাভোগাত্মিকোপেক্ষাবুদ্ধিঃ। "ততঃ শমদমাদিসাধনসম্পৎ।" রাগাদিকষায়মদিরামত্তং হি মনস্তেষু তেষু বিষয়েষূচ্চাবচমিন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তয়দ্বিবিধাশ্চ প্রবৃত্তীঃ পুণ্যাপুণ্যফলা ভাবয়ৎ পুরুষমতিঘোরে বিবিধদুঃখজ্বালাজটিলে সংসারহুতভুজি জুহোতি। প্রসংখ্যানাভ্যাসলব্ধবৈরাগ্যপরিপাকভগ্নরাগাদিকষায়মদিরামদন্তু মনঃ পুরু-

[তৎ...সিতুম] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ না অপ্রসিদ্ধ? যদি প্রসিদ্ধই হন—সকলের জানা বস্তু হন—তাহা হইলে আবার তাঁহাকে জানিব কি? যদি অপ্রসিদ্ধই হন—জানিবার যোগ্য না হন—তাহা হইলেও তিনি অজিজ্ঞাস্য। কেন না, তাঁহাকে জানিতে পারা যাইবে না। কে কোথায় অপ্রসিদ্ধ বস্তু জানিতে পারিয়াছে? (১৯) [উচ্যতে] ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি।

[অস্তি...ব্রহ্ম] অধ্যেতৃগণ প্রথমতঃ শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞাত হন যে, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ (২০) ব্রহ্ম আছেন।

(১৯) এস্থলে এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে যে, বেদান্ত বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম জানা যায় কি না। যদি যায়, তবে বিচারের প্রয়োজন নাই। যদি না যায়, তাহা হইলেও বিচার অনাবশ্যক। উভয় প্রকারেই এই বিচার শাস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হইতেছে।

(২০) সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এই দুই বিশেষণ পদের দ্বারা ব্রহ্মের সোপাধিকত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্য-শুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ। সর্ব্ব-

যেণাঽবজীয়তে বশীক্রিয়তে। সোঽয়মস্য বৈরাগ্যহেতুকোমনোবিজয়ঃ শম ইতি বশীকারসংজ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে। বিজিতঞ্চ মনস্তত্ত্ববিষয়বিনিয়োগ-যোগ্যতাং নীয়তে। সেয়মস্য যোগ্যতা দমঃ। যথা দান্তোঽয়ং বৃষভযুবা হলশকটাদিবহনযোগ্যঃ কৃত ইতি গম্যতে। আদিগ্রহণেন চ বিষয়তিতিক্ষা-তদুপরমতত্ত্বশ্রদ্ধাঃ সংগৃহ্যন্তে। অত এব শ্রুতিঃ। 'তস্মাৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাচিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ সর্ব্বমাত্মনি পশ্যতি' ইতি। তদেতস্য শমদমাদিরূপস্য সাধনস্য সম্পৎ প্রকর্ষঃ শমদমাদিসাধন-সম্পৎ। ততোঽস্য সংসারবন্ধনান্মুমুক্ষা ভবতীত্যাহ।—"মুমুক্ষুত্বঞ্চ"। তস্য চ নিত্যশুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষস্য কারণমিত্যুপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসা ভবতি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগূর্দ্ধঞ্চ। তস্মাত্তেষামেবানন্তর্য্যং ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ইত্যাহ।—তেষু হীতি। ন কেবলং জিজ্ঞাসামাত্রমপি তু জ্ঞানমপীত্যাহ।—"জ্ঞাতুঞ্চ।" উপসংহরতি।—তস্মাদিতি। ক্রমপ্রাপ্তমতঃশব্দং ব্যাচষ্টে।—"অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ"। তমেবাতঃশব্দস্য হেতুরূপমর্থমাহ।—যস্মাদ্বেদ এবেতি। অত্রৈবং পরিচোদ্যতে।—সত্যং যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ভবতি সৈব ত্বনুপপন্না। ইহামুত্রফলোপভোগবিরাগস্যানুপপত্তেঃ। অনুকূলবেদনীয়ং হি ফলম। ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলস্য। ন চানুরাগহেতাবস্য বৈরাগ্যং ভবিতুমর্হতি। দুঃখানুষঙ্গদর্শনাৎ সুখেঽপি বৈরাগ্যমিতি চেৎ, হন্ত ভোঃ সুখানুষঙ্গাদ্দুঃখেঽপ্যনুরাগো ন কস্মাদ্ভবতি। তস্মাৎ সুখে উপাদীয়-মানে দুঃখপরিহারে প্রযতিতব্যম্। অবর্জ্জনীয়তয়া দুঃখমাগতমপি পরিহৃত্য সুখমাত্রং ভোক্ষ্যতে। তদযথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় বিনিবর্ত্ততে। যথাবা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যা-ন্যাহরতি স যাবদাদেয়ং তাবদুপাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্দুঃখভয়ান্নানুকূল-

ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিলেও ঐ অর্থ প্রতীত হয়। যথা—বৃহ+মন্=ব্রহ্ম। বৃহ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—যাহার অন্য নাম বড় বা মহান্। মন্ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় অথাৎ অবধিরাহিত্য। যিনি নিরতিশয় মহান্—যাহা অপেক্ষা বৃহৎ (বড) ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর নাই—তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং অধ্যেতৃসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম একান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন। অপিচ, যাহা নশ্বর, যাহা সাদোষ, যাহাতে সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণ নাই, তাহাকে আমরা

স্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি

বেদনাদনৈহিকং বা আমুষ্মিকং বা সুখং স্থিরমুক্তম্মুচিতম। ন হি মৃগাঃ সন্তীতি শালয়ো নোপ্যন্তে, ভিক্ষবাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধিশ্রয়ন্তে। অপি চ, দৃষ্টং সুখং চন্দনবনিতাদিসঙ্গজন্যক্ষয়িতালক্ষণেন তুঃখেনাঘ্রাতত্বাদতিভীরুণা ত্যাজ্যং তথাপি ন স্বার্থম্মিক স্বর্গাদি তস্যাবিনাশিত্বাং। শ্রূয়তে হি 'অপাম সোমমমৃতা অভূম' ইতি। তথাচ 'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।' ন চ কৃতকত্বহেতুক বিনাশিত্বানুমানমত্র সম্ভবতি। নরশিরঃকপালশৌচানুমানবদাগমবাধিতবিষয়ত্বাৎ। তস্মাৎ যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যভাবান্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসোচিত প্রোথম। এবং প্রাপ্তে আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ "অত" ইতি। তস্যার্থং ব্যাচষ্টে ভাষ্যকারঃ "যস্মাদ্বেদ এব" ইতি। অযমভিসন্ধিঃ।—সত্যং মৃগভিক্ষুকাদয়ঃ শক্যাঃ পরিহর্তুং পাচকরক্ষাবলাদিভিঃ, তুঃখং ত্বনেকবিধানেককারণসম্পাতজমশক্যপরিহারং অন্ততঃ সাধনপারতন্ত্র্যক্ষয়িতালক্ষণযোর্দুঃখয়োঃ সমস্তসুকৃতকসুখাবিনাভাবনিয়মাৎ। ন হি মধুবিষসম্পৃক্তমন্নং বিষং পরিত্যজ্য সমধু শক্যং শিল্পিবরেণাপি ভোক্তুম। ক্ষয়িতানুমানোপোদ্বলনঞ্চ। 'তদ্যথেহ কর্ম্মচিত' ইত্যাদি বচনং ক্ষয়িতাপ্রতিপাদকম্। 'অপাম সোম' ইত্যাদিবং বচনং যথাসম্ভবে জঘন্যবর্ত্তিতামাপাদযতি। যথাহুঃ পৌরাণিকাঃ।—

'আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে' ইতি।

অত্র চ ধর্ম্মপদেন তৎপ্রমাণং বেদ উপস্থাপিতঃ। স চ যোগ্যত্বাৎ 'তদ্ যথেহ কর্ম্মচিত' ইত্যাদিঃ অত ইতি সর্ব্বনাম্না পরামৃশ্য হেতুপঞ্চম্যা নির্দ্দিশ্যতে। স্যাদেতৎ। যথা স্বর্গাদেঃ কৃতকস্য সুখস্য তুঃখানুষঙ্গস্তথা ব্রহ্মণো-

নিরতিশয় মহান্ বলিয়া জানি না। কাযেই ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বভাবতা প্রভৃতি অর্থ অনুভূত হয। দোষশূন্যতা বিধায নিত্য শুদ্ধ, জাড্যবিপরীত বলিয়া নিত্যবুদ্ধ এবং অবধি বা সীমা না থাকা প্রযুক্ত নিত্যমুক্ত। এতদ্ভিন্ন, "এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি শাস্ত্র ও বিদ্বদনুভব এ উভযের দ্বারাও ব্রহ্মাস্তিত্ব প্রসিদ্ধ হইযা থাকে। ফলিতার্থ এই যে, যেহেতু তিনি আত্মা—সেই হেতু সমস্ত লোক তাঁহাকে "অহং আমি" এতৎপ্রকারে ভাবনামাত্রেই আত্মার অর্থাৎ আপনার অস্তিত্ব জানে। কেন না, আমি অথবা আমি নাই, এরূপ প্রত্যয কাহারও নাই। আত্মাকে বা আপনাকে জানা না থাকিলে কেহই "আমি আমি" করিতে পারিত না।

ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বো লোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম।

হপীত্যত আহ।—"তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি" ইতি। তেনায়মর্থঃ।—অতঃ স্বর্গাদীনাং ক্ষয়িতাপ্রতিপাদকাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানস্য চ পরমপুরুষার্থতাপ্রতিপাদকাদাগমাদ্ যথোক্তসাধনসম্পৎ ততশ্চ জিজ্ঞাসেতি সিদ্ধম্। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপদব্যাখ্যানমাহ।—"ব্রহ্মণ" ইতি। ষষ্ঠীসমাসপ্রদর্শনেন প্রাচাং বৃত্তিকৃতাং ব্রহ্মণে জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি চতুর্থীসমাসঃ পরাস্তো বেদিতব্যঃ। তাদর্থ্যসমাসে প্রকৃতিবিকৃতিগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কাত্যায়নীয়বচনেন যূপদার্ব্বাদিষ্বেব প্রকৃতিবিকারভূতেষু চতুর্থীসমাসনিয়মাৎ অপ্রকৃতিবিকারভূত ইত্যেবমাদৌ তন্নিষেধাৎ। অশ্বঘাসাদয়ঃ ষষ্ঠীসমাসা ভবিষ্যন্তীত্যশ্বঘাসাদিষু ষষ্ঠীসমাসপ্রতিবিধানাৎ। ষষ্ঠীসমাসোঽপি চ ব্রহ্মণো বাস্তবপারান্যোপপত্তেরিতি। স্যাদেতৎ। ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেত্যুক্তে তত্রানেকার্থত্বাদ ব্রহ্মশব্দস্য সংশয়ঃ কস্য ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেতি। অস্তি ব্রহ্মশব্দো বিপ্রত্বজাতৌ যথা ব্রহ্মহত্যেতি। অস্তি চ বেদে যথা ব্রহ্মোজ্ঝমিতি। অস্তি চ পরমাত্মনি যথা ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি। তমিমং সংশয়মপাকরোতি।—ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণমিতি। যতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় তজ্জ্ঞাপনায় পরমাত্মলক্ষণং প্রণয়তি ততোঽবগচ্ছামঃ পরমাত্মজিজ্ঞাসৈবেষ ন বিপ্রত্বজাত্যাদিজিজ্ঞাসেত্যর্থঃ। ষষ্ঠীসমাসপরিগ্রহেঽপি নেয়ং কর্ম্মষষ্ঠী কিন্তু শেষলক্ষণা সম্বন্ধমাত্রঞ্চ শেষ ইতি ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেত্যুক্তে ব্রহ্মসম্বন্ধিনী জিজ্ঞাসেত্যুক্তং ভবতি। তথা চ ব্রহ্মস্বরূপপ্রমাণযুক্তিসাধনপ্রয়োজনজিজ্ঞাসাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার্থা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঽবরুদ্ধা ভবন্তি। সাক্ষাৎপারম্পর্য্যেণ চ ব্রহ্মসম্বন্ধাৎ। কর্ম্মষষ্ঠ্যাস্তু ব্রহ্মশব্দার্থঃ কর্ম্ম, স চ স্বরূপমেবেতি তৎপ্রমাণাদয়োনাবরুধ্যেরন্। তথা চাপ্রতিজ্ঞাতার্থচিন্তা প্রমাণাদিষু ভবেদিতি যে মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ।—"ব্রহ্মণ" ইতি। "কর্ম্মণি" ইতি। অত্র হেতুমাহ।—জিজ্ঞাস্যেতি। ইচ্ছায়াঃ প্রতিপত্ত্যনুবন্ধো জ্ঞানং জ্ঞানস্য চ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম। ন খলু জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বিনা নিরূপ্যতে। ন চ

সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, আত্মা বা আমি নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে, প্রত্যুত প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, আত্মার প্রসিদ্ধিতেই ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কেন না, আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাত্মবস্তুর পরোক্ষতা সিদ্ধ আছে কিন্তু তাহা অপরোক্ষ হইতেছে না, এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ।

যদি লোকে ব্রহ্মাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি ততোজ্ঞাতমেবেত্য-জিজ্ঞাস্যত্বং পুনরাপন্নম্। ন তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ।

জিজ্ঞাসা জ্ঞানং বিনেতি প্রতিপত্ত্যানুবন্ধত্বাৎ প্রথমং জিজ্ঞাসাকর্ম্মৈবাপেক্ষতে। ন তু সম্বন্ধিমাত্রম। তদন্তরেণাপি সতি কর্ম্মণি তন্নিরূপণাৎ। ন হি চন্দ্র-মসমাদিত্যঞ্চ উপলভ্য কস্যায়মিতি সম্বন্ধ্যন্বেষণা ভবতি। ভবতি তু জ্ঞান মিত্যুক্তে বিষয়ান্বেষণা কিং বিষয়মিতি। তস্মাৎ প্রথমমপেক্ষিতত্বাৎ কর্ম্মতয়ৈব ব্রহ্ম সম্বধ্যতে ন সম্বন্ধিতামাত্রেণ তস্য জঘন্যত্বাৎ। তথা চ কর্ম্মণি ষষ্ঠীত্যর্থঃ। নমু সত্যং ন জিজ্ঞাস্যমন্তরেণ জিজ্ঞাসা নিরূপ্যতে, জিজ্ঞাস্যান্তরং ত্বস্যা ভবি ষ্যতি, ব্রহ্ম তু শেষতয়া সম্ভনস্যতে ইত্যত আহ।—“জিজ্ঞাস্যান্তর' ইতি। নিগূঢাভিপ্রায়শ্চোদয়তি।—“ননু শেষষষ্ঠীপরিগ্রহেঽপি” ইতি। সামান্য-সম্বন্ধস্য বিশেষসম্বন্ধাবিরোধেন কর্ম্মতায়া অবিঘাতেন জিজ্ঞাসানিরূপণোপ-পত্তেরিত্যর্থঃ। নিগূঢাভিপ্রায এব দূষয়তি।—এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণ ইতি। বাচ্যস্য কর্ম্মত্বস্য জিজ্ঞাসয়া প্রথমমপেক্ষিতস্য সমস্বন্ধার্হস্য চান্বয়পরিত্যাগেন পশ্চাৎ কথঞ্চিদপেক্ষিতস্য সম্বন্ধিমাত্রস্য সম্বন্ধোজঘন্যঃ প্রথমঃ প্রথমশ্চ জঘন্য ইতি সুব্যাহৃতং ন্যায়তত্ত্বম। প্রত্যক্ষপরোক্ষাভি-ধানঞ্চ প্রাথম্যাপ্রাথম্যস্ফুটত্বাভিপ্রায়ম্। চোদকঃ স্বাভিপ্রায়মুদ্ঘাটয়তি।—“ন ব্যর্থো ব্রহ্মাশ্রিতাশেষ” ইতি। ব্যাখ্যাতমেতদধস্তাৎ। সমাধাতা স্বাভিসন্ধিমুদ্ঘাটয়তি।—“ন প্রধানপরিগ্রহে” ইতি। বাস্তবং প্রাধান্যং ব্রহ্মণং। শেষং সনিদর্শনমতিরোহিতার্থং প্রত্যনুগমশ্চাতিরোহিতঃ। তদেব-

[যদি পত্তেঃ] বলিতে পারেন, যদি অধ্যেতৃ লোকের মধ্যে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ বা বিদিত থাকে—তাহা হইলে তাহারা আবার জানিবে কি? যাহা জ্ঞাত—যাহা জানা আছে—তাহা আবার জানিবে কি? তাহা জানিবার ইচ্ছাই বা কেন হইবে? অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বথা অজিজ্ঞাস্য, এ আপত্তি পুন-র্ব্বার উপস্থিত হইল। ইহাতে আমরা বলিব, ঐ আপত্তি হইতে পারে না। কেন না, সে সম্বন্ধে লোকের বিশেষ জ্ঞান নাই। লোকে ব্রহ্মাত্মবস্তু জানে বটে, কিন্তু তাহারা তাঁহার সামান্য ভাবটাই জানে, বিশেষ তত্ত্ব জানে না। লোক সকল ব্রহ্ম আছেন, আমি আছি, এই মাত্র জানে, কিন্তু উক্ত উভ-য়ের ঠিক স্বরূপ কি তাহা জানে না। বিশেষ তত্ত্ব বা নিশ্চিত স্বরূপ জানা থাকিলে বিপ্রতিপত্তি থাকিবে কেন? ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন নির্ণয় করিবে কেন?

দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতাজনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মেত্যপরে। মন-

---

মভিমতং সমাসং ব্যবস্থাপ্য জিজ্ঞাসাপদার্থমাহ।—জ্ঞাতুমিতি। স্যাদেতৎ। ন জ্ঞানমিচ্ছাবিষয়ঃ। সুখদুঃখাবাপ্তিপরিহারৌ বা তদুপায়ৌ বা তদ্দ্বারেণেচ্ছাগোচরঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবিজ্ঞানম্। ন খল্বেতদনুকূলমিতি বা প্রতিকূলনিবৃত্তিরিতি বা অনুভূয়তে। নাপি তয়োরুপায়ঃ। তস্মিন্ সত্যপি সুখভেদস্যাদর্শনাৎ। অনুবর্ত্তমানস্য চ দুঃখস্যানিবৃত্তেঃ। তস্মান্ন সূত্রকারবচনমাত্রাদিবিকর্ম্মতা জ্ঞানস্যেত্যত আহ।—অবগতিপর্য্যন্তমিতি। ন কেবলং জ্ঞানমিষ্যতে কিন্ত্ববগতিং সাক্ষাৎকারং কুর্ব্বদবগতিপর্য্যন্তং সন্বাচ্যায়া ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম। কস্মাৎ। ফলবিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ। তদুপায়ং ফলপর্য্যন্তং গোচরয়তীচ্ছেতি শেষঃ। নন্বু ভবত্ববগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং, কিমেতাবতাপীষ্টং ভবতি। ন হ্যপেক্ষণীয়বিষয়মবগতিপর্য্যন্তমপি জ্ঞানমিষ্যত ইত্যত আহ।—"জ্ঞানেন হি প্রমাণেনাবগন্তুমিষ্টং ব্রহ্ম।" ভবতু ব্রহ্মবিষয়াবগতিঃ। এবমপি কথমিষ্টেত্যত আহ।—"ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ।" কিমভ্যুদয়ঃ, ন, কিন্তু নিঃশ্রেয়সং। বিগলিতনিখিলদুঃখানুষঙ্গপরমানন্দঘনব্রহ্মাবগতির্ব্রহ্মণঃ স্বভাব ইতি সৈব নিঃশ্রেয়সং পুরুষার্থ ইতি। স্যাদেতৎ। ন ব্রহ্মাবগতিঃ পুরু-

---

[দেহমাত্রং...ইত্যপরে] তাহার নিদর্শন দেখুন, প্রাকৃত লোকেরা অর্থাৎ জ্ঞানচর্চ্চাবিহীন অজ্ঞ মানবেরা এবং চার্ব্বাকেরা (২১) নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছে যে, এই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা অর্থাৎ অহমাস্পদ। আবার তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকেরা বলে, ইন্দ্রিয়সমষ্টিই চেতন, সুতরাং ইন্দ্রিয়সমষ্টিই আত্মা। (২২) অন্য এক সম্প্রদায় নির্ণয় করে, মনঃই আত্মা, মন ভিন্ন অন্য কোন পৃথগাত্মা নাই। (২৩) আবার বৌদ্ধেরা বলে, ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞান-প্রবাহই আত্মা; পৃথগাত্মা নাই। (২৪) উহাদের অন্য

---

(২১) লোকায়তিক ও চার্ব্বাক তুল্য পর্য্যায় শব্দ। চার্ব্বাকের মতে দেহাতিরিক্ত পৃথক্ চৈতন্য নাই; সুতরাং জীবদ্দেহই আত্মা অর্থাৎ অহমাস্পদ। দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, তাহা ইহার উপাদানীভূত ভূতনিবহের গুণ বা ধর্ম্ম।

(২২) ইহারা ঐ সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা।

(২৩) ইহারাও ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত।

(২৪) পূর্ব্বে ইহারা যোগাচারী বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইত।

ইত্যন্যে। বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে। শূন্যমিত্যপরে। অস্তি দেহাদিব্যতিরিক্তঃ সংসারী কর্ত্তা ভোক্তেত্যপরে। ভোক্তৈব

র্থাঃ। পুরুষব্যাপারব্যাপ্যো হি পুরুষার্থঃ। ন চাস্যা ব্রহ্মস্বভাবভূতায়া উৎপত্তিবিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি। তথা সত্যনিত্যত্বেন তৎস্বাভাব্যানুপপত্তেঃ। ন চোৎপত্ত্যাদ্যভাবে ব্যাপারব্যাপ্যতা। তস্মান্ন ব্রহ্মাবগতিঃ পুরুষার্থ ইত্যত আহ।—"নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনিবর্হণাৎ।" সত্যং ব্রহ্মাবগতৌ ব্রহ্মস্বভাবে নোৎপত্ত্যাদয়ঃ সম্ভবন্তি। তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাবশাৎ ব্রহ্মস্বভাবোঽপরাধীনপ্রকাশোঽপি প্রতিভানপি ন প্রতিভাতীব পরাধীনপ্রকাশ ইব দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যোভিন্নোপ্যভিন্ন ইব ভাসত ইতি সংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনিবর্হণাৎ প্রাগপ্রাপ্ত ইব তস্মিন্ সতি প্রাপ্ত ইব ভবতীতি পুরুষেণার্থ্যমানত্বাৎ পুরুষার্থ ইতি যুক্তম্। অবিদ্যাদীত্যাদিগ্রহণেন তৎসংস্কারোঽবরুধ্যতে। অবিদ্যাদিনিবৃত্তিস্তূপাসনাকার্য্যাদন্তঃকরণবৃত্তিভেদাৎ সাক্ষাৎকারাদিতি দ্রষ্টব্যম্। উপসংহরতি।—"তস্মাদ্ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমুক্তলক্ষণেন মুমুক্ষুণা।" ন খলু তজ্জ্ঞানং বিনা সবাসনবিবিধদুঃখনিদানমবিদ্যোচ্ছিদ্যতে। ন চ তদুচ্ছেদমন্তরেণ বিগলিতনিখিলদুঃখানুষঙ্গানন্দঘনব্রহ্মাত্মতাসাক্ষাৎকারাবির্ভাবোজীবস্য। তস্মাদানন্দঘনব্রহ্মাত্মতামিচ্ছতা তদুপায়োজ্ঞানমেষিতব্যম্। তচ্চ ন কেবলেভ্যো বেদান্তেভ্যোঽপি তু ব্রহ্মমীমাংসোপকরণেভ্য ইতি ইচ্ছানিভেন ব্রহ্মমীমাংসায়াং প্রবর্ত্ত্যতে। ন তু বেদান্তেষু

সম্প্রদায় বলে, আত্মতা কোন পদার্থ নহে, শূন্যতারই অন্য নাম আত্মা।(২৫) তার্কিকেরা বলে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত অথচ দেহাশ্রয়ী ও সংসংরণশীল। সেই সংসরণশীল আত্মা কর্ম্মনিবহের কর্ত্তা ও কর্ম্মফলের ভোক্তা। (২৬) অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে আত্মা অকর্ত্তা, তিনি কিছু করেন না, প্রকৃতির কর্তৃত্ব তাঁহাতে ছায়ারূপে অনুক্রান্ত হয়, তাই তিনি ভোক্তা,

---

(২৫) ইহারাও বৌদ্ধবিশেষ এবং এই সম্প্রদায়ের অন্য নাম মাধ্যমিক। মাধ্যমিক-মতে শূন্যই আত্মা। 'শূন্যই আত্মা' এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, অহংবুদ্ধি আকস্মিক ও নিরাশ্রয়। অহং বা আমি এতদ্রূপ জ্ঞানের কোন আলম্বন নাই। কাযেই তাহা অসৎ বা শূন্য, শূন্যই আত্মতত্ত্বের স্বরূপ।

(২৬) এস্থলে তার্কিকশব্দে নৈয়ায়িক বুঝিতে হইবে না। প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণই এস্থলে তার্কিক্ শব্দের বাচ্য।

কেবলং ন কর্ত্তেত্যেকে। অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি কেচিৎ। আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে। এবং হি

তদর্থবিবক্ষায়াং বা। তত্র ফলবদর্থাববোধপরতাং স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধেঃ সূত্রয়তা অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেত্যনেনৈব প্রবর্ত্তিতত্বাৎ ধর্ম্মগ্রহণস্য বেদার্থোপলক্ষণত্বেনাধর্ম্মবৎ ব্রহ্মণোপ্যুপলক্ষণাৎ। যদ্যপি চ ধর্ম্মমীমাংসাবৎ বেদার্থমীমাংসয়া ব্রহ্মমীমাংসাপ্যাক্ষেপ্তুং শক্যতে, তথাপি, প্রাচ্যা মীমাংসয়া ন তদ্ব্যুৎপাদ্যতে, নাপি ব্রহ্মমীমাংসায়া অধ্যয়নমাত্রানন্তর্য্যমিতি ব্রহ্মমীমাংসারম্ভায় নিত্যানিত্যবিবেকাদ্যানন্তর্য্যপ্রদর্শনায় চেদং সূত্রমারম্ভণীয়মিত্যপৌনরুক্ত্যম্। স্যাদেতৎ। এতেন সূত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রত্যুপায়তা মীমাংসায়াঃ প্রতিপাদ্যত ইত্যুক্তং তদযুক্তং, বিকল্পাসহত্বাদিতি চোদয়তি।—"তৎ পুনর্ব্রহ্ম" ইতি। বেদান্তেভ্যোঽপৌরুষেয়তয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রামাণ্যেভ্যঃ প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ। যদি প্রসিদ্ধং বেদান্তবাক্যসমুত্থেন নিশ্চয়জ্ঞানেন বিষয়ীকৃতং ততো ন জিজ্ঞাসিতব্যম্। নিষ্পাদিতক্রিয়ে কর্ম্মণি অবিশেষাধায়িনঃ সাধনস্য সাধনন্যায়াতিপাতাৎ। অথাপ্রসিদ্ধং বেদান্তেভ্যস্তর্হি ন তদ্বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীতি সর্ব্বথাঽপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুম্। অনুভূতে হি প্রিয়ে ভবতীচ্ছা ন তু সর্ব্বথাঽননুভূতপূর্ব্বে। ন চেষ্যমাণমপি শক্যং জ্ঞাতুং, প্রমাণাভাবাৎ। শব্দো হি তস্য প্রমাণং বক্তব্যম্। যথা বক্ষ্যতি 'শাস্ত্রয়োনিত্বা'দিতি। স চেন্নাববোধয়তি কুতস্তস্য তত্র প্রামাণ্যম্। ন চ প্রমাণা-

কর্ত্তা নহেন। (২৭) অন্যে বলেন, এই দেহাশ্রয়ী সংসারী আত্মা ছাড়া অন্য এক স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরনামক আত্মা আছেন। (২৮) এ সম্বন্ধে এ পক্ষের মত এই যে, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরাত্মাই ভোক্তাত্মার বা সংসারী আত্মার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। (২৯) [এবং…সন্তঃ] এইরূপ এইরূপ বহু লোককেই যুক্ত্যাভাস ও বাক্যাভাস (৩০) অবলম্বন করিয়া

(২৭) ইহা সাংখ্যবাদীর মত।

(২৮) এইটীই ন্যায়-মত।

(২৯) এইটীই স্ব-মত অর্থাৎ বেদান্তবাদীর মত।

(৩০) যুক্ত্যাভাস অর্থাৎ যুক্তির মত বা মিথ্যাযুক্তি। বাক্যাভাস অর্থাৎ বাক্যের মত বা শব্দমাত্র। তর্কপরিশোধিত অর্থ বা তাৎপর্য্যার্থ দৃষ্ট না হইলেই বাক্য ও যুক্তি উভয়ই আভাস পদ বাচ্য হয়।

বহবোবিপ্রতিপন্নাঃ যুক্তিবাক্যতদাভাসসমাশ্রয়াঃ সন্তঃ। তত্রাবিচার্য্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যমানোনিঃশ্রেয়সাৎ প্রতি-

---

ন্তরং ব্রহ্মণি প্রক্রমতে। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্য জ্ঞাতুং শক্যস্যাপ্যজিজ্ঞাসনাৎ অপ্রসিদ্ধস্যেচ্ছায়া অবিষয়ত্বাৎ অশক্যজ্ঞানত্বাচ্চ ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিত্যাক্ষেপঃ। পরিহরতি।—"উচ্যতে। অস্তি তাবদ্ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবম্।" অয়-মর্থঃ।—প্রাগপি ব্রহ্মমীমাংসায়া অধীতবেদস্য নিগমনিরুক্তব্যারণাদিপরি-শীলনবিদিতপদতদর্থসম্বন্ধস্য সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদিত্যুপক্রমাৎ তত্ত্বমসীত্য-ন্তাৎ সন্দর্ভান্নিত্যত্বাদ্যুপেতব্রহ্মস্বরূপাবগমস্তাবদাপাততোবিচারাদ্বিনাঽপ্যস্তি। অত্র চ ব্রহ্মেত্যাদিনাবগম্যেন তদ্বিষয়মবগমং লক্ষয়তি। তদস্তিত্বস্য সতি বিমর্শে বিচারাৎ প্রাগনির্ণয়াৎ। নিত্যেতি ক্ষয়িতালক্ষণং দুঃখমুপাক্ষিপতি। শুদ্ধেতি দেহাদ্যুপাধিকমপি দুঃখমপাকরোতি। বুদ্ধেত্যপরাধীনপ্রকাশ-মানন্দাত্মানং দর্শয়তি। আনন্দপ্রকাশয়োরভেদাৎ। স্যাদেতৎ। মুক্তৌ সত্যা-মস্যৈতে শুদ্ধত্বাদয়ঃ প্রথন্তে, ততস্তু প্রাগ্ দেহাদ্যভেদেন তদ্ধর্ম্মজন্মজরা-মরণাদিদুঃখযোগাদিত্যত উক্তং মুক্তেতি। সদৈব মুক্তঃ সদৈব কেবলো-ঽনাদ্যবিদ্যাবশাত্তু ভ্রান্ত্যা তথাঽবভাসত ইত্যর্থঃ। তদেবমনৌপাধিকং ব্রহ্মণোরূপং দর্শয়িত্বা অবিদ্যোপাধিকং রূপমাহ—"সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বি-তম্।" তদনেন জগৎকারণত্বমস্য দর্শিতং শক্তিজ্ঞানভাবাভাবানুবিধানাৎ কারণত্বভাবাভাবয়োঃ। কুতঃ পুনরেবম্ভূতব্রহ্মস্বরূপাবগতিরিত্যত আহ।—ব্রহ্মশব্দস্য হীতি। ন কেবলং সদেব সোম্যেদমিত্যাদীনাং বাক্যানাং পর্য্যালোচনয়া ইত্থম্ভূতব্রহ্মাবগতিঃ। অপি তু ব্রহ্মপদমপি নির্ব্বচনসামর্থ্যা-দিমমেবার্থং স্মরয়তি। নির্ব্বচনমাহ।—"বৃহতের্দ্ধাতোরর্থানুগমাৎ।" বৃদ্ধি-কর্ম্মা হি বৃহতিরতিশায়নে বর্ত্ততে। তচ্চেদমতিশায়নমনবচ্ছিন্নং পদান্তরা-বগমিতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধত্বাদ্যস্যাভ্যনুজানাতীত্যর্থঃ। তদেবং তৎপদার্থস্য শুদ্ধ-ত্বাদেঃ প্রসিদ্ধিমভিধায় ত্বং পদার্থস্যাপ্যাহ।—"সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ"। কুতঃ। আত্মত্বাৎ। এতদেব স্ফুটয়তি।—সর্ব্বোহীতি।

আত্মতত্ত্ববিষয়ে বিপ্রতিপন্ন (ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বোধবিশিষ্ট বা বিপরীত বোধবিশিষ্ট) হইতে দেখা যায়। [তত্র ··অনর্থঞ্চেয়াৎ] অতএব, বিচার ব্যতীত অসংস্কৃত ও অহন্তামাত্রপ্রভব আপাতজ্ঞানের দ্বারা আত্মার অযথার্থ-স্বরূপ নির্ণয় করিয়া রাখিলে নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) হইতে স্খলিত হইতে হয়

হন্যেতানর্থঞ্চেয়াৎ। তস্মাদ্ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্ত-

প্রতীতিমেবাপ্রতীতিনিরাকরণেন দ্রঢয়তি।—ন নেতি। ন ন প্রত্যেত্যহংমস্মীতি কিন্তু প্রত্যেত্যেবেতি যোজনা। নন্বহমস্মীতি চ জ্ঞাস্যতি মা চ জ্ঞাসীদাত্মানমিত্যত আহ।—"যদি" ইতি। "অহমস্মীতি ন প্রতীয়াৎ।" অহঙ্কারাস্পদং হি জীবাত্মানং চেন্ন প্রতীয়াদহমিতি ন প্রতীয়াদিত্যর্থঃ। নমু প্রত্যেতু সর্ব্বো জন আত্মানমহঙ্কারাস্পদং ব্রহ্মণি তু কিমায়াতমিত্যত আহ।—"আত্মা চ ব্রহ্ম।" তদত্বমা সামানাধিকরণ্যাৎ। তস্মাত্তৎপদার্থস্য শুদ্ধবুদ্ধত্বাদেঃ শব্দতস্তম্পদার্থস্য চ জীবাত্মনঃ প্রত্যক্ষতঃ প্রসিদ্ধেঃ। পদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাচ্চ বাক্যার্থজ্ঞানস্য ত্বম্পদার্থস্য ব্রহ্মভাবাবগমস্তত্ত্বমসীতিবাক্যাদুপপদ্যত ইতি ভাবঃ। আক্ষেপ্তা প্রথমকল্পাশ্রয়ং দোষমাহ।—"যদি তর্হি লোক" ইতি। অধ্যাপকাধ্যেতৃপরম্পরালোকঃ। তত্র তত্ত্বমসীতিবাক্যাদ্ যদি ব্রহ্মাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি আত্মা ব্রহ্মত্বেনেতি বক্তব্যে ব্রহ্মাত্মত্বেনেত্যভেদবিবক্ষয়া গময়িতব্যম্। পরিহরতি।—"ন," কুতঃ, "তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ।" তদনেন বিপ্রতিপত্তিঃ সাধকবাধকপ্রমাণাভাবে সতি সংশয়বীজমুক্তং ততশ্চ সংশয়াজ্জিজ্ঞাসোপপদ্যত ইতি ভাবঃ। বিবাদাধিকরণং ধর্ম্মো সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধোঽভ্যুপেয়ঃ। অন্যথা অনাশ্রয়া ভিন্নাশ্রয়া বা বিপ্রতিপত্তয়ো ন স্যুঃ। বিরুদ্ধা হি প্রতিপত্তয়ো বিপ্রতিপত্তয়ঃ। ন চানাশ্রয়া প্রতিপত্তয়ো ভবন্তি, অনালম্বনত্বাপত্তেঃ। ন চ ভিন্নাশ্রয়া বিরুদ্ধাঃ। ন হ্যনিত্যা বুদ্ধির্নিত্য আত্মেতি প্রতিপত্তিবিপ্রতিপত্তী। তস্মাৎ তৎপদার্থস্য শুদ্ধত্বাদের্ব্বেদান্তেভ্যঃ প্রতীতিস্ত্বম্পদার্থস্য চ জীবাত্মনো লোকতঃ সিদ্ধিঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। তদাভাসত্বানাভাসত্বেন তদ্বিশেষেষু পরমত্র বিপ্রতিপত্তয়ঃ। তস্মাৎ সামান্যতঃ প্রসিদ্ধে ধর্ম্মিণি বিশেষতো বিপ্রতিপত্তৌ যুক্তস্তদ্বিশেষেষু সংশয়ঃ। তত্র ত্বং-পদার্থে তাবদ্বিপ্রতিপত্তীর্দর্শয়তি।—"দেহমাত্র"মিত্যাদিনা

এবং অনর্থসংঘটনও হয়। (৩১) [তস্মাৎ…প্রস্তূয়তে] এই নিমিত্ত, মুক্তিফলক ব্রহ্মজ্ঞানের বা আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের বিচার উপলক্ষ্য করিয়া অনুকূল

(৩১) অনর্থঘটনা অর্থাৎ নরকাদি প্রাপ্তি অথবা অধোগতি। আচার্য্যের এই কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রতাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্ব-বুদ্ধিমাত্র অবলম্বন দ্বারা আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিলে আত্মতত্ত্ব জানা হয় না, প্রত্যুত মোহগ্রস্ত হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়।

বাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনা প্রস্তূয়তে।

"ভোক্তৈব কেবলং ন কর্ত্তা" ইত্যন্তেন। অত্র দেহেন্দ্রিয়মনঃক্ষণিকবিজ্ঞানচৈতন্যপক্ষে ন তৎপদার্থনিত্যত্বাদয়ন্ত্বম্পদার্থেন সম্বধ্যন্তে যোগ্যতাবিরহাৎ। শূন্যপক্ষেঽপি সর্ব্বোপাখ্যারহিতমপদার্থঃ কথং তত্ত্বমোর্গোচরঃ। কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাবস্যাপি পরিণামিতয়া তৎপদার্থনিত্যত্বাদ্যসঙ্গতিরেব। অকর্ত্তৃত্বেঽপি ভোক্তৃত্বপক্ষে পরিণামিতয়া নিত্যত্বাদ্যসঙ্গতিঃ। অভোক্তৃত্বেঽপি নানাত্বেনাবচ্ছিন্নত্বাৎ অনিত্যত্বাদিপ্রসক্তাবদ্বৈতহানাচ্চ তৎপদার্থসঙ্গতিস্তদবস্থৈব। ত্বম্পপদার্থবিপ্রতিপত্ত্যা চ তৎপদার্থেঽপি বিপ্রতিপত্তির্দর্শিতা। বেদাপ্রামাণ্যবাদিনো হি লৌকায়তিকাদয়স্তৎপদার্থপ্রত্যয়ং মিথ্যেতি মন্যন্তে। বেদপ্রামাণ্যবাদিনোপ্যৌপচারিকং তৎপদার্থমবিবক্ষিতং বা মন্যন্ত ইতি। তদেবং ত্বম্পদার্থবিপ্রতিপত্তিদ্বারা তৎপদার্থে বিপ্রতিপত্তিং সূচয়িত্বা সাক্ষাৎতৎপদার্থে বিপ্রতিপত্তিমাহ।—"অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি কে চিৎ।" তদিতি জীবাত্মানং পরামৃশতি। ন কেবলং শরীরাদিভ্যো জীবাত্মভ্যোঽপি ব্যতিরিক্তঃ। স চ সর্ব্বস্যৈব জগত ঈষ্টে। ঐশ্বর্য্যসিদ্ধ্যর্থং স্বাভাবিকমস্য রূপদ্বয়মুক্তং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি। তস্যাপি জীবাত্মভ্যোঽপি ব্যতিরেকান্ন ত্বম্পদার্থেন সামানাধিকরণ্যমিতি স্বমতমাহ।—"আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে।" ভোক্তুর্জীবাত্মনোঽবিদ্যোপাধিকস্য স ঈশ্বরস্তৎপদার্থ আত্মা তত ঈশ্বরাদভিন্নো জীবাত্মা পরমাকাশাদিব ঘটাকাশাদয় ইত্যর্থঃ। বিপ্রতিপত্তীরূপসংহরন্ বিপ্রতিপত্তিবীজমাহ।—"এবং বহব" ইতি। যুক্তিযুক্ত্যাভাসবাক্যবাক্যাভাসসমাশ্রয়াঃ সন্ত ইতি যোজনা। নন্বু সন্তু বিপ্রতিপত্তয়স্তন্নিমিত্তশ্চ সংশয়স্তথাপি কিমর্থং ব্রহ্মমীমাংসারভ্যত ইত্যত আহ।—"তত্রাবিচার্য্য" ইতি। তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগমো নাতত্ত্বজ্ঞানাদ্ভবিতুমর্হতি। অপি চ অতত্ত্বজ্ঞানান্নাস্তিক্যে সত্যনর্থপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। সূত্রতাৎপর্য্যমুপসংহরতি।—"তস্মা"দিতি। বেদান্তমীমাংসা তাবত্তর্ক এব। তদবিরোধিনশ্চ যেঽন্যেঽপি তর্কা অধ্বরমীমাংসায়াং ন্যায়ে চ বেদপ্রত্যক্ষাদি-

---

যুক্তির ও অনুকূল তর্কের সহিত বেদান্তবাক্যসমূহের মীমাংসা (বিচার) আরম্ভ করা যাইতেছে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তং কিংলক্ষণকং পুনস্তদ্ব্রহ্মেত্যত আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ।

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥ *

জন্ম উৎপত্তিরাদিরস্যেতি তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ। জন্মস্থিতিভঙ্গং সমাসার্থঃ। জন্মনশ্চাদিত্বং শ্রুতিনির্দ্দেশা-

---

প্রামাণ্যপরিশোধনাদিযুক্তাঃ ত উপকরণং যস্যাঃ সা তথোক্তা। তস্মাৎ পরমনিঃশ্রেয়সসাধনব্রহ্মজ্ঞানপ্রয়োজনা ব্রহ্মমীমাংসা আরব্ধব্যেতি সিদ্ধম্।

তদেবং প্রথমেন সূত্রেণ মীমাংসারম্ভমুপপাদ্য ব্রহ্মমীমাংসামারভ্যতে।

এতস্য সূত্রস্য পাতনিকমাহ ভাষ্যকারঃ।—"ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তং কিংলক্ষণকং পুনস্তদ্ব্রহ্ম" ইতি। অত্র যদ্যপি ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানস্য প্রধানস্য প্রতিজ্ঞয়া তদঙ্গান্যপি প্রমাণাদীনি প্রতিজ্ঞাতানি তথাপি স্বরূপস্য প্রাধান্যাৎ তদেবাক্ষিপ্য প্রথমং সমর্থ্যতে। তত্র যদ্‌যাবদনুভূয়তে তৎ সর্ব্বং পরিমিত-লক্ষয়তি। ন চ তদ্ধর্ম্মেণ নিত্যত্বাদিনা তল্লক্ষ্যতে। তস্যানুপলব্ধচরত্বাৎ।

[ব্রহ্ম...সূত্রকারঃ] পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম জানিবেক,—ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিবেক,—অথবা বিচারজনিত নির্ম্মলজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিবেক,—কিন্তু ব্রহ্ম কি? কিংস্বরূপ? তাহা ঐ সূত্রে বলা হয় নাই; কাযেই এক্ষণে তাহা বলা আবশ্যক বিবেচনায় ভগবান্ সূত্রকার (ব্যাসদেব) প্রথমতঃ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

[জন্ম...পেক্ষঞ্চ] "জন্ম" শব্দের অর্থ উৎপত্তি এবং "আদি" শব্দের অর্থ প্রভৃতি। জন্ম শব্দের সহিত আদি শব্দের বহুব্রীহি-সমাস; তদ্দ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়,—এই তিনই পাওয়া যাইতেছে। সূত্রকার

মবিশুদ্ধমবুদ্ধং বিধ্বংসিনং তেনোপলব্ধেন তদ্বিরুদ্ধস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং শক্যং লক্ষয়িতুম্। ন হি জাতু কশ্চিৎ কৃতকত্বেন নিত্যং

---

* যতঃ যৎসকাশাৎ অস্য জগতঃ জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং ভবতি তদ্‌ব্রহ্মেতি বাক্য-শেষঃ পূরণীয়ঃ। অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, সেই অখণ্ড নিত্য চিদ্বস্তুই ব্রহ্ম। ইহার বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে, দৃষ্ট করুন।

পেক্ষং বস্তুবৃত্তাপেক্ষঞ্চ। শ্রুতিনির্দ্দেশস্তাবৎ—"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি বাক্যে জন্মস্থিতিপ্রলয়ানাং ক্রমদর্শনাৎ। বস্তুবৃত্তমপি, জন্মনা লব্ধসত্তাকস্য ধর্ম্মিণঃ স্থিতিপ্রলয়সম্ভবাৎ। অস্যেতি প্রত্যক্ষাদিসন্নিধাপিতস্য ধর্ম্মিণ ইদমা নির্দ্দেশঃ। ষষ্ঠী জন্মাদিধর্ম্মসম্বন্ধার্থা। যত ইতি কারণনির্দ্দেশঃ। অস্য জগতোনামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যা-নেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়া-

---

প্রসিদ্ধং হি লক্ষণং ভবতি নাত্যন্তাপ্রসিদ্ধম্। এবঞ্চ ন শব্দোঽপ্যত্র ক্রমতে। অত্যন্তাঽপ্রসিদ্ধতয়া ব্রহ্মণোঽপদার্থস্যাবাক্যার্থত্বাৎ। তস্মাল্লক্ষণাভাবাৎ ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাক্ষেপাভিপ্রায়ঃ। তমিমমাক্ষেপং ভগবান্ সূত্রকারঃ পরিহরতি।—জন্মাদ্যস্য যত ইতি। মা ভূদনুভূয়মানং জগত্তদ্রূপতয়া তাদাত্ম্যেন বা ব্রহ্মণোলক্ষণং তদুৎপত্ত্যা তু ভবিষ্যতি। দেশান্তরপ্রাপ্তিরিব সবিতুর্ব্রজ্যায়া ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। সূত্রাবয়বান্ বিভজতে।—জন্মোৎপত্তিরাদি-রস্যেতি। লাঘবায় সূত্রকৃতা জন্মাদীতি নপুংসকপ্রয়োগঃ কৃতঃ। তদুপপাদনায় সমাহারমাহ।—জন্মস্থিতিভঙ্গমিতি। জন্মনশ্চেত্যাদিঃ কারণনির্দ্দেশ ইত্যন্তঃ সন্দর্ভো নিগদব্যাখ্যাতঃ। স্যাদেতৎ। প্রধানকালগ্রহলোকপালক্রিয়া-যদৃচ্ছাস্বভাবাভাবেষু পপ্লবমানেষু সৎসু সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিস্বভাবং ব্রহ্ম জগ-

---

শ্রুতির নির্দ্দেশ ও বস্তুসমূহের স্বভাব অনুসারে জন্ম-শব্দকে প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। [শ্রুতি···তাবৎ] শ্রুতিনির্দ্দেশ যথা।—[যতঃ···জায়ন্তে] এই সকল ভূত অর্থাৎ জন্যপদার্থ সমূহ যাঁহা হইতে জন্মে। [ইতি...সম্ভবাৎ] এই শ্রুতিতে অগ্রে জন্ম, পরে স্থিতি, তৎপরে তাহাদের লয়, এইরূপ ক্রম-নির্দ্দিষ্ট আছে। অপিচ, জন্য বস্তু সকল ঐরূপ ক্রমেই উৎপন্ন হয়। প্রথমে জন্মে, অস্তিতা প্রাপ্ত হয়, তৎপরে তাহাদের স্থিতি ও লয় (নাশ) হয়। [অস্য...শেষঃ] "অস্য" এই ইদং শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি গৃহীত জগৎ, ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা ইহার সহিত জন্মাদিধর্ম্মের সম্বন্ধ, এবং "যতঃ" শব্দের দ্বারা যাহা ইহার মূল কারণ তাহাই গৃহীত হইতেছে। সমুদায় কথা মিলিত করিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায়।—বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে বা আকারে প্রব্যক্ত বা প্রকাশমান এই জগৎ—ইহা অসংখ্যকর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্ত—

ফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্য-শেষঃ। অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং ত্রিম্বেবান্তর্ভাব ইতি

জন্মাদিকারণমিতি কুতঃ সম্ভাবনেত্যত আহ।—অস্য জগত ইতি। অত্র নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যেতি চেতনভাবকর্ত্তৃকত্বসম্ভাবনয়া প্রধানাদ্যচেতন-কর্ত্তৃকত্বং নিরূপাখ্যকর্ত্তৃকত্বঞ্চ ব্যাসেধতি। যৎ খলু নাম্না রূপেণ চ ব্যাক্রিয়তে তচ্চেতনকর্ত্তৃকং দৃষ্টং যথা ঘটাদি। বিবাদাধ্যাসিতঞ্চ জগন্নামরূপব্যাকৃতম্। তস্মাচ্চেতনকর্ত্তৃকং সম্ভাব্যতে। চেতনো হি বুদ্ধাবালিখ্য নামরূপে ঘট ইতি নাম্না রূপেণ চ কম্বুগ্রীবাদিনা বাহ্যং ঘটং নিষ্পাদয়তি। অত এব ঘটস্য নির্ব্বর্ত্ত্যস্যাপ্যন্তঃসঙ্কল্পাত্মনা সিদ্ধস্য কর্ম্মকারকভাবো ঘটং করোতীতি। যথাহুঃ।—"বুদ্ধিসিদ্ধং ন তদসৎ" ইতি। তথা চাচেতনোবুদ্ধাবনালিখিতং করোতীতি শক্যং সম্ভাবয়িতুমিতিভাবঃ। স্যাদেতৎ। চেতনা গ্রহা লোকপালা বা নামরূপে বুদ্ধাবালিখ্য জগজ্জনয়িষ্যন্তি, কৃতমুক্তস্বভাবেন ব্রহ্মণেত্যত আহ।—অনেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্যেতি। কেচিৎ কর্ত্তারো ভবন্তি যথা সূদর্ত্বিগাদয়ো ন ভোক্তারঃ। কেচিত্তু ভোক্তারো যথা শ্রাদ্ধবৈশ্বানরীয়েষ্ট্যাদিষু পিতাপুত্রাদয়ো ন কর্ত্তারঃ। তস্মাদুভয়গ্রহণম্। দেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলানি ইতীতরেতরদ্বন্দ্বঃ। দেশাদীনি চ তানি প্রতিনিয়তানি চেতি বিগ্রহঃ। তদাশ্রয়োজগৎ তস্য। কেচিৎ খলু প্রতিনিয়তদেশোৎপাদা যথা কৃষ্ণমৃগাদয়ঃ। কেচিৎ প্রতিনিয়তকালোৎ-পাদা যথা কোকিলারবাদয়ঃ। কেচিৎ প্রতিনিয়তনিমিত্তা যথা নবাম্বুদ-ধ্বানাদিনিমিত্তা বলাকাগর্ভাদয়ঃ। কেচিৎ প্রতিনিয়তক্রিয়া যথা ব্রাহ্মণানাং যাজনাদয়ো নেতরেষাম্। এবং প্রতিনিয়তফলাঃ। যথা কেচিৎ সুখিনঃ

নিয়মিত দেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের আশ্রয়—ইহার রচনা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য—ঈদৃশ অচিন্ত্যরূপ জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শক্তি কারণ পদার্থ হইতে হইতেছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণই ব্রহ্ম। [অন্যে...গৃহ্যন্তে] যাস্ক মুনির গ্রন্থে অন্য তিন প্রকার ভাব-বিকারের অর্থাৎ হ্রাস, বৃদ্ধি ও পরিণামের উল্লেখ আছে বটে; পরন্তু তাহা ঐ তিনের (উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ের) অন্তর্গত। সেই কারণে উৎপত্তি স্থিতি ও লয়, এই তিনটী প্রধান বিকারের উল্লেখ করা হইল, অন্য গুলির উল্লেখ হইল

জন্মস্থিতিনাশানামিহ গ্রহণম্। যাস্কপরিপঠিতানান্তু জায়তে-ঽস্তীত্যাদিনাং গ্রহণে হ্যেষাং জগতঃ স্থিতিকালে সম্ভাব্য-মানত্বান্মূলকারণাদুৎপত্তিস্থিতিনাশা জগতোন গৃহীতাঃ স্যুরি-ত্যাশঙ্কেত তন্মাশঙ্কিষ্টেতি যোৎপত্তির্ব্রহ্মণঃ কারণাৎ তত্রৈব স্থিতিঃ প্রলয়শ্চ তে গৃহ্যন্তে।

কেচিদ্দুঃখিন এবং যএব সুখিনস্ত এব কদাচিদ্দুঃখিনঃ। সর্ব্বমেতদাকস্মি-কাপরনাম্নি যাদৃচ্ছিকত্বে বা স্বাভাবিকত্বে বা ঽসর্ব্বজ্ঞাসর্ব্বশক্তিকর্তৃকত্বে চ ন ঘটতে। পরিমিতজ্ঞানশক্তিভির্গ্রহলোকপালাদিভির্জ্ঞাতুং কর্ত্তুঞ্চাশক্যত্বাৎ। তদিদমুক্তং মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্যেতি। একস্যা অপি হি শরীররচ-নায়া রূপং মনসা ন শক্যং চিন্তয়িতুং কদাচিৎ প্রাগেব জগদ্রচনায়াঃ কিমঙ্গ পুনঃ কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। সূত্রবাক্যং পূরয়তি।—তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ। স্যাদে-তৎ। কস্মাৎ পুনর্জ্জন্মস্থিতিভঙ্গমাত্রমিহাদিগ্রহণেন গৃহ্যতে ন তু বৃদ্ধিপরি-ণামাপক্ষয়া অপীত্যত আহ।—অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং বৃদ্ধ্যাদীনাং ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব ইতি। বৃদ্ধিস্তাবদবয়বোপচয়ঃ। তেনাল্পাবয়বাদবয়বিনো দ্বিতন্তুকাদেরন্য এব মহান্ পটো জায়ত ইতি জন্মৈব বৃদ্ধিঃ। পরিণামোঽপি ত্রিবিধো ধর্ম্মলক্ষণাবস্থালক্ষণ উৎপত্তিরেব। ধর্ম্মিণো হি হাটকাদের্দ্ধর্ম্মলক্ষণঃ পরিণামঃ কটকমুকুটাদিস্তস্যোৎপত্তিঃ। এবং কটকাদেরপি প্রত্যুৎপন্নত্বাদি-লক্ষণলক্ষণঃ পরিণাম উৎপত্তিরেব। এবমবস্থাপরিণামো নবপুরাণত্বাদ্যুৎ-

---

না। এস্থলে যাস্কোক্ত ছয় প্রকার ভাববিকারের (১) উল্লেখ না করিবার হেতু এই যে, জগতের স্থিতিকালেই ঐ সকল ভাব-বিকার সম্ভাবিত হয় ও দৃষ্ট হয়, পরন্তু ঐ সকলের দ্বারা মূলকারণ ব্রহ্ম হইতেই এ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, এ অংশ গৃহীত বা বোধগম্য হয় না। সুতরাং শঙ্কানিবারণের জন্য, স্পষ্টতার জন্য, হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়,—এই বিকার-ত্রয়ের পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ উল্লেখ না করিয়া উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই প্রধান বিকারত্রয়ের গ্রহণ করা হইল। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই ইহার স্থিতি এবং ব্রহ্মেই ইহার লয়

---

(১) যাস্ক। ইনি একজন বেদব্যাখ্যাতা ঋষি। ইহাঁর গ্রন্থের নাম নিরুক্ত ও নিঘণ্টু। ইনি ভাবপদার্থের অর্থাৎ জন্মবৎ বস্তুর ছয় প্রকার বিকার থাকা স্থির করিয়া ছিলেন। অস্তি (১) জায়তে (২) বর্দ্ধতে (৩) বিপরিণমতে (৪) অপক্ষীয়তে (৫) নশ্যতি (৬)।

ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতোযথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্ত্বান্যতঃ প্রধানাদচেতনাদণুভ্যোবাঽভাবাদ্বা সংসারিণোবা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্। ন চ স্বভাবতঃ। বিশিষ্ট-দেশকালাদিনিমিত্তোপাদানাৎ। এতদেবানুমানং সংসারি-

---

পত্তিরেব। অপক্ষয়স্ত্ববয়বহ্রাসো নাশ এব। তস্মাজ্জন্মাদিষু যথাস্বমন্তর্ভাবাৎ বৃদ্ধ্যাদয়ঃ পৃথঙ্নোক্তা ইত্যর্থঃ। অথৈতে বৃদ্ধ্যাদয়ো ন জন্মাদিষ্বন্তর্ভবন্তি তথাপ্যুৎপত্তিস্থিতিভঙ্গমেবোপাদাতব্যম্। তথা সতি হি তৎপ্রতিপাদকে 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইতি বেদবাক্যে বুদ্ধিস্থীকৃতে জগন্মূলকারণং ব্রহ্ম লক্ষিতং ভবতি। অন্যথা তু জায়তে অস্তি বর্দ্ধত ইত্যাদীনাং গ্রহণে তৎ-প্রতিপাদকং নৈরুক্তবাক্যং বুদ্ধৌ ভবেৎ তচ্চ ন মূলকারণপ্রতিপাদনপরম্। মহাসর্গাদূর্দ্ধং স্থিতিকালেঽপি তদ্বাক্যোদিতানাং জন্মাদীনাং ভাববিকারাণা-মুপপত্তেরিতি শঙ্কানিরাকরণার্থং বেদোক্তোৎপত্তিস্থিতিভঙ্গগ্রহণমিত্যাহ।—যাস্কপরিপঠিতানান্তু ইতি। নন্বেবমপ্যুৎপত্তিমাত্রং সূচ্যতাং তন্নান্তরীয়ক-তয়া তু স্থিতিভঙ্গং গম্যত ইত্যত আহ।—যা উৎপত্তির্ব্রহ্মণঃ কারণাৎ ইতি। ত্রিভিরস্যোপাদানত্বং সূচ্যতে। উৎপত্তিমাত্রন্তু নিমিত্তকারণসাধা-রণমিতি নোপাদানং সূচয়েৎ। তদিদমুক্তং তত্রৈব ইতি। পূর্ব্বোক্তানাং কার্য্যকারণবিশেষণানাং প্রয়োজনমাহ।—ন যথোক্ত ইতি। তদনেন প্রবন্ধেন প্রতিজ্ঞাবিষয়স্য ব্রহ্মস্বরূপস্য লক্ষণদ্বারেণ সম্ভাবনোক্তা। তত্র প্রমাণং বক্তব্যম্। যথাহুর্নৈয়ায়িকাঃ।—

'সম্ভাবিতঃ প্রতিজ্ঞায়াং পক্ষঃ সাধ্যেন হেতুনা।

নির্ব্বাহ হইতেছে। [ন...শক্যম্] ঐরূপ ঈশ্বর ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যতীত শূন্য বা অভাব হইতে, জড়স্বভাব প্রকৃতি হইতে, অথবা পরমাণু হইতে, কিংবা অন্য কোন জন্মমরণবান্ সংসারী জীব হইতে এরূপ জগতের এতৎপ্রকার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। [ন...পাদানাৎ] কার্য্যোৎপত্তির প্রতি বিশিষ্ট দেশ, কাল, নিমিত্ত ও উপাদান দ্রব্যাদির বিশিষ্ট-নিয়ম নিয়মিত থাকায় স্বভাব দ্বারা সৃষ্ট্যাদি হয়, এ কথা বা এ নির্ণয় রক্ষা করিতে পারিবে না। [এতদেব...মন্যন্তে] জন্মাদি-সূত্রের জীবনস্বরূপ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি দেখিয়া স্বতন্ত্রেশ্বরবাদী নৈয়ায়িকেরা মনে করেন,

ব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদিসাধনমীশ্বরকারণিনোমন্যন্তে। নম্বি-হাপি তদেবোপন্যস্তং জন্মাদিসূত্রে, ন, বেদান্তবাক্যকুসুম-গ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাম্। বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে। বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্ব্বৃত্তা হি ব্রহ্মাব-গতির্নানুমানাদিপ্রমাণান্তরনির্ব্বৃত্তা। সৎসু তু বেদান্ত-

---

ন তস্য হেতুভিস্ত্রাণমুৎপতন্নেব যো হতঃ॥'
যথা বন্ধ্যাজননীত্যাদি।

ইত্থং নাম জন্মাদিসম্ভাবনাহেতুঃ যদন্যে বৈশেষিকাদয় ইত এবানুমানা-দীশ্বরবিনিশ্চয়মিচ্ছন্তীতি সম্ভাবনাহেতূনাং দ্রঢ়য়িতুমাহ।—এতদেব ইতি। চোদয়তি।—নম্বিহাপীতি। এতাবতৈবাধিকরণার্থে সমাপ্তে বক্ষ্যমাণাধি-করণার্থং বদন্ সুহৃদ্ভাবেন পরিহরতি।—ন ইতি। বেদান্তবাক্যকুসুম-গ্রথনার্থতামেব দর্শয়তি।—বেদান্ত ইতি। বিচারস্যাধ্যবসানং সবাসনা-বিদ্যাদ্বয়োচ্ছেদঃ। ততো হি ব্রহ্মাবগতের্নির্বৃত্তিরাবির্ভাবঃ। তৎ কিং ব্রহ্মণি শব্দাদৃতে ন মানান্তরমনুসরণীয়ম্। তথা চ কুতো মননং কুতশ্চ তদনুভবঃ সাক্ষাৎকার ইত্যত আহ।—সৎসু তু বেদান্তবাক্যেম্বিতি। অনুমানং বেদান্তাবিরোধি তদুপজীবি চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। শব্দাবিরোধিন্যা তদুপ-জীবিন্যা চ যুক্ত্যা বিবেচনং মননম্। যুক্তিশ্চার্থাপত্তিরনুমানং বা। স্যাদে-তৎ। যথা ধর্ম্মে ন পুরুষবুদ্ধিসাহায্যং এবং ব্রহ্মণ্যপি কস্মান্ন ভবতীত্যত

ঐ শ্রুতির অর্থ ঈশ্বরাস্তিত্বসাধক অনুমান অর্থাৎ ঐরূপ অনুমানের দ্বারাই ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। (তাঁহারা আরও মনে করেন, সে-অনুমানের দ্বারা জীবের ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রতীতি হয়, শ্রুতি সেই অনুমান স্বীয় ভাষায় অনুবাদমাত্র করিয়াছেন) বস্তুতঃ তাহা নহে। [নমু...ভ্যুপেতত্বাৎ] বলিতে পারেন, বা ভাবিতে পারেন, ভগবান ঋষি (ব্যাস) সেই অনুমান—ঈশ্বরাস্তিত্বসাধক অনু-মান—এই জন্মাদি-সূত্রে বিন্যস্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। কেন না, এ সূত্র বেদান্তবাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার সূত্র; অনুমান বা যুক্তি গাঁথি-বার নহে। নানাস্থানস্থ বেদান্তবাক্য সকল আনীত বা আহৃত হইয়া এই সূত্রের দ্বারা বিচারিত বা মীমাংসিত হইবে। অপিচ, ব্রহ্মাবগতি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বেদান্তবাক্য-বিচার-জনিত-প্রজ্ঞা বিশেষের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, অনুমান অথবা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা হয় না। ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগদাধার, এরূপ অর্থের বেদান্ত বাক্য অনেক আছে। যদি তন্মধ্যে বা

বাক্যেষু জগতোজন্মাদিকারণবাদিষু তদর্থগ্রহণদার্ঢ্যায়ানুমানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং ভবন্ন নিবার্য্যতে। শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাপ্যভ্যুপেতত্বাৎ। তথাহি, 'শ্রোতব্যোমন্তব্য' ইতি শ্রুতিঃ 'পণ্ডিতোমেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ, ইতি চ শ্রুতিঃ পুরুষবুদ্ধিসাহায্যমাত্মনোদর্শয়তি। ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব

আহ।—ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব ইতি। শ্রুত্যাদয় ইতি—শ্রুতীতিহাসপুরাণস্মৃতয়ঃ প্রমাণম্। অনুভবোঽন্তঃকরণবৃত্তিভেদঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ। তস্যাঽবিদ্যানিবৃত্তিদ্বারেণ ব্রহ্মস্বরূপাবির্ভাবঃ প্রমাণফলম্। তচ্চ ফলমিব ফলমিতি গময়িতব্যম্। যদ্যপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামপি সামগ্র্যাং প্রত্যক্ষাদীনাং ব্যাপারস্তথাপি সাক্ষান্নাস্তি। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ান্তু সাক্ষাদনুভবাদীনাং সম্ভবোঽনুভবার্থা চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাহ।—"অনুভবাবসানত্বাৎ।" ব্রহ্মানুভবো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ। পরমপুরুষার্থো নির্মৃষ্টনিখিলদুঃখপরমানন্দরূপত্বাদিতি। নন্বু ভবতু ব্রহ্মানুভবার্থা জিজ্ঞাসা তদনুভব এব ত্বশক্যঃ। ব্রহ্মণস্তদ্বিষয়ত্বাযোগ্যত্বাদিত্যত আহ।—"ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য।" ব্যতিরেকসাক্ষাৎ-

তৎসঙ্গে উক্ত অর্থের পরিপোষক বা দৃঢ়তাকারক অবিরোধী অনুমান থাকে ত থাকুক, তাহা আমরা নিবারণ করি না। (এ সম্বন্ধে আমরা অনুমানের প্রাধান্য স্বীকার করি না বটে; কিন্তু) আমরা অনুমানকে—তর্ককে—যুক্তিকে—শ্রুতির সহায় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকি। তর্ক, যুক্তি বা অনুমান, এ সকল শ্রুতির সাহায্যকারী ভিন্ন অন্য কিছু নহে; অর্থাৎ তর্ক বা যুক্তি এ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। (কেন? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে)। [তথাহি···দর্শয়তি] শ্রুতিও ঐ কথা বলিয়াছেন। যথা—"শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।" "যেমন কোন বুদ্ধিমান্ মনুষ্য বুদ্ধির সাহায্যে গান্ধার দেশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, আচার্য্যবান্ পুরুষই আচার্য্যের সাহায্যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে পুরুষবুদ্ধির সহায়তামাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। (পুরুষবুদ্ধি-প্রভব অনুমান বা তর্ক ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের সহায়তা করে মাত্র; কিন্তু প্রমিতিজ্ঞান জন্মায় না। কাযেই তাহা প্রমাণ নহে। যুক্তি বা তর্ক প্রমাণের সহায় মাত্র; প্রমাণ নহে)।

[ন...গচ্ছতীতি] ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত শ্রুত্যাদি অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, স্থান,

শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং কিন্তু শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং, অনুভবাবসানত্বাদ্ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য। কর্ত্তব্যে হি বিষয়ে নানুভবাপেক্ষাস্তীতি শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যং স্যাৎ, পুরুষাধীনাত্মলাভত্বাচ্চ কর্ত্তব্যস্য। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং

কারস্য বিকল্পরূপো বিষয়বিষয়িভাবঃ। নন্বেবং ধর্ম্মজ্ঞানমনুভবাবসানং তদনুভবস্য স্বয়মপুরুষার্থত্বাৎ তদনুষ্ঠানসাধ্যত্বাৎ পুরুষার্থস্য অনুষ্ঠানস্য চ বিনাপ্যনুভবং শাব্দজ্ঞানমাত্রাদেব সিদ্ধেরিত্যাহ।—"কর্ত্তব্যে হি" ইত্যাদিনা। ন চায়ং সাক্ষাৎকারবিষয়তাযোগ্যোপ্যবর্ত্তমানত্বাৎ অবর্ত্তমানশ্চানবস্থিতত্বাদিত্যাহ।—পুরুষাধীনা ইতি। পুরুষাধীনত্বমেব লৌকিকবৈদিককার্য্যাণামাহ।—কর্ত্তুমকর্ত্তুমিতি। লৌকিকং কার্য্যমনবস্থিতমুদাহরতি।—"যথা অশ্বেন" ইতি। লৌকিকেনোদাহরণেন সহ বৈদিকমুদাহরণং সমুচ্চিনোতি।

প্রকরণ ও সমাখ্যা, (২) এ গুলি যেমন ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রমাণ; ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে ঐগুলি সেরূপ প্রমাণ নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে ঐগুলিকে এবং অনুভবপ্রভৃতিকে যথাসম্ভব (যেখানে যাহা খাটে বা সম্ভব হয়) প্রমাণকার্য্য করিতে দেখা যায়। তাহার হেতু এই যে, "ব্রহ্মবিজ্ঞানের অবসান বা চরমফল অনুভব অর্থাৎ বোধগম্য হওয়া এবং তাহার বিষয়ও সিদ্ধ অর্থাৎ চিরনিত্য।' যাহা কর্ত্তব্য—যাহা করিতে হয়—যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য—তাহাতে অনুভব অপেক্ষা করে না। (ধর্ম্মও করিতে হয়—জন্মাইতে হয়—তজ্জন্য তাহা অনুভব-সাপেক্ষ নহে)। ঐ কারণেই তাদৃশ বিষয়ে অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্পাদ্য ধর্ম্মাদি বিষয়ে কেবলমাত্র পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতি প্রভৃতির প্রামাণ্য আছে; অনুভব প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই। (৩) আরও দেখুন, যাহা কর্ত্তব্য—মানুষ যাহা কর্ম্মের দ্বারা বা ক্রিয়ার দ্বারা জন্মায়—তাহার আত্মলাভ বা স্বরূপোৎপত্তি কর্ত্তার অধীন।

---

(২) এ গুলি পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রীয় তর্কবিশেষের নাম। ইহাঁরা বেদশব্দকেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন এবং বেদশব্দের তাৎপর্য্য অবধারণের জন্য উঁহাদের মধ্যে ঐ সকল বিচারপদ্ধতি স্বীকৃত হয়। এই গ্রন্থের অন্যস্থানে এ সকল উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিব।

(৩) অভিপ্রায় এই যে, ধর্ম্ম অনুভবযোগ্য নহে; এ কারণ ধর্ম্মবিষয়ে বাক্য ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের প্রামাণ্য নাই। ব্রহ্ম অনুভবযোগ্য; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতি, যুক্তি, বাক্য, অনুভব, সমস্তই প্রমাণ।

লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্ম। যথাঽশ্বেন গচ্ছতি পদ্ভ্যামন্যথা বা ন গচ্ছতীতি বা, তথাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্নাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্নাতি, উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতীতি। বিধিপ্রতিষেধাশ্চাত্রার্থবন্তঃ স্যুঃ বিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ। ন তু বস্ত্বেবং নৈবমস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্ত

"তথা অতিরাত্রে" ইতি। কর্ত্তুমকর্ত্তুমিত্যস্যেদমুদাহরণমুক্তম্। কর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুমিত্যস্যোদাহরণমাহ।—"উদিতে" ইতি। স্যাদেতৎ। পুরুষস্বাতন্ত্র্যাৎ কর্ত্তব্যে বিধিপ্রতিষেধানামানর্থক্যং অতদধীনত্বাৎ পুরুষপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরিত্যত আহ।—"বিধিপ্রতিষেধাশ্চাত্রার্থবন্তঃ স্যুঃ"। গৃহ্নাতীতি বিধির্ন গৃহ্নাতীতি প্রতিষেধঃ। উদিতানুদিতহোময়োর্ব্বিধী। এবং নারাস্থিস্পর্শননিষেধো ব্রহ্মচারশ্চ তদ্ধারণবিধিরিত্যেবঞ্জাতীয়কা বিধিপ্রতিষেধা অর্থবন্তঃ। কুত ইত্যত আহ।—"বিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ"। চো হেতৌ। যস্মাদ্গ্রহণাগ্রহ-

---

কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারে, না করিতেও পারে, অন্যথা বা অন্য প্রকারে করিতেও পারে। লৌকিক বৈদিক যে কিছু কর্ম্ম—যে কিছু কর্ত্তব্য—বা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য—সমস্তই ঐ নিয়মের অধীন। মনে করুন, গমন একটী কর্ম্ম, গ্রামপ্রাপ্তি তাহার উৎপাদ্য বা কর্ত্তব্য। মনুষ্য তাহা ইচ্ছা করিলে অশ্বের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারে, পায়ের দ্বারাও পারে, অন্য উপায়েও পারে এবং না করিলেও পারে। [তথা...জুহোতীতি] বৈদিক কর্ম্মও ঐরূপ। অতিরাত্র নামযজ্ঞে ষোড়শী (৪) গ্রহণ করিবার বিধান আছে; কিন্তু তাহা যাজ্ঞিকের ঐচ্ছিক। অর্থাৎ যাজ্ঞিক তাহা লইলেও পারে, না লইলেও পারে। হোম একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু হোমকর্ত্তা তাহা উদয় কালে করিলেও করিতে পারেন, অনুদয় কালেও পারেন। [বিধি... বাদাশ্চ] অধিক কি, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি, নিষেধ, বিকল্প, উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) ও অপবাদ (বিশেষবিধি) সমস্তই পুরুষপ্রবৃত্তির অধীন। [ন তু... তৎ] কিন্তু যাহা বস্তু—যাহা আছে—যাহা স্বতঃসিদ্ধ—তাহা ঐরূপ অর্থাৎ পুরুষপ্রবৃত্তির অধীন হয় না। তাহা পুরুষবুদ্ধির সাহায্যে "ইহা এইরূপ" "উহা আছে" এবং "উহা নাই" ইত্যাদিপ্রকারে বিকল্পিত (ভিন্ন ভিন্ন) হইতে পারে না। কখন কখন লোকদিগকে অজ্ঞানপ্রযুক্ত বস্তুবিষয়ে বিকল্পিত

---

(৪) ষোড়শী—একপ্রকার যজ্ঞপাত্র।

পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্। কিন্তর্হি বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। ন হি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষো বাঽন্যো বেতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষো বাঽন্যো বেতি মিথ্যাজ্ঞানং, স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্। তত্রৈবং

ণয়োরুদিতানুদিতহোময়োশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়াসম্ভবে তুল্যবলতয়া চ বাধ্যবাধকভাবাভাবে সত্যগত্যা বিকল্পঃ। নারাস্থিস্পর্শননিষেধতদ্ধারণয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োরতুল্যবলতয়া ন বিকল্পঃ। কিন্তু সামান্যশাস্ত্রস্য স্পর্শননিষেধস্য ধারণবিধিবিষয়েণ বিশেষশাস্ত্রেণ বাধঃ। এতদুক্তং ভবতি।—বিধিপ্রতিষেধৈরেব স তাদৃশো বিষয়োঽনাগতোৎপাদ্যরূপ উপনীতো যেন পুরুষস্য বিধিনিষেধাধীনপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরপি স্বাতন্ত্র্যং ভবতীতি। ভূতে বস্তুনি তু নেয়মস্তি বিধেত্যাহ।—ন তু বস্ত্বেবং নৈবমিতি। তদনেন প্রকারবিকল্পো নিরস্তঃ। প্রকারিবিকল্পং নিষেধতি।—অস্তি নাস্তীতি। স্যাদেতৎ। ভূতেঽপি বস্তুনি বিকল্পো দৃষ্টঃ, যথা স্থাণুর্বা পুরুষো বেতি, তৎকথং ন বস্তু বিকল্পত ইত্যত

ও সংশয়িত হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু সে বিষয়ে সেই অজ্ঞ পুরুষই অপরাধী; বস্তু নিরপরাধী। বুদ্ধির অপরাধে সংশয় বা বিকল্প জন্মে; কিন্তু বস্তু যেমন তেমনিই থাকে। অপর, যাহা বস্তুবিষয়ক যথার্থজ্ঞান বা ঠিক্ জ্ঞান, কদাপি তাহা পুরুষবুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে। তাহা সেই বস্তুরই অধীন। [ন হি...তন্ত্রত্বাৎ] স্থাণুতে (৫) "ইহা স্থাণু না মানুষ?" এরূপ সংশয়-জ্ঞান; এবং "ইহা স্থাণুও নহে, মানুষও নহে, অন্য কিছু" এরূপ বিপর্য্যয়-জ্ঞান হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইবে না। স্থাণুতে স্থাণু জ্ঞান হইলেই তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইবে; অন্যথা হইলে তাহা মিথ্যাজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হইবে। তাহার কারণ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান মাত্রেই বস্তুতন্ত্র বা বস্তুর অধীন। যে বস্তু যদ্রূপ, সে বস্তুতে তদ্রূপ জ্ঞান হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। [এবং...তন্ত্রম্] তত্ত্বজ্ঞান (ঠিক্ জ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান) যেমন বস্তুতন্ত্র বা বস্তুর অধীন, সিদ্ধবস্তুবিষয়ক প্রমাণের প্রামাণ্যও তেমনি সিদ্ধবস্তুর অধীন। [তত্রৈ...বিষয়ত্বাৎ] যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মবস্তুরই অধীন; প্রমাণের অধীন নহে। তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম, তাহা সিদ্ধ

---

(৫) স্থাণু—শাখাবিহীন বৃক্ষ। গুঁড়ি বা মুড়ো গাছ।

সতি ব্রহ্মবিজ্ঞানমপি বস্তুতন্ত্রমেব ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ। ননু ভূতবস্তুবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বমেবেতি বেদান্তবাক্যবিচারণানর্থিকৈব প্রাপ্তা। ন। ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বে সম্বন্ধাগ্রহণাৎ। স্বভাবতো বহির্বিষয়বিষয়াণীন্দ্রিয়াণি ন ব্রহ্মবিষয়াণি। সতি হি ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কার্য্যমিতি গৃহ্যেত। কার্য্যমাত্রমেব গৃহ্যমাণং কিং ব্রহ্মণা

আহ।—বিকল্পনাস্তু ইতি। পুরুষবুদ্ধিঃ অন্তঃকরণং তদপেক্ষা বিকল্পনাঃ সংশয়বিপর্য্যাসাঃ সবাসনমনোমাত্রযোনয়ো বা, যথা স্বপ্নে সবাসনেন্দ্রিয়মনোযোনয়ো বা, যথা বা জাগরে স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি স্থাণৌ সংশয়ঃ পুরুষ এবেতি বা বিপর্য্যাসঃ, অন্যশব্দেন বস্তুতঃ স্থাণোরন্যস্য পুরুষস্যাভিধানাৎ, ন তু পুরুষতত্ত্বং বা স্থাণুতত্ত্বং বাঽপেক্ষন্তে। সমানধর্ম্মধর্ম্মিমাত্রাধীনজন্মত্বাৎ। তস্মাৎ যথাবস্তবো বিকল্পনা ন বস্তু বিকল্পয়ন্তি বা অন্যথয়ন্তি বেত্যর্থঃ।

অর্থাৎ চিরনিত্য। (অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি উদিত হওয়া ব্রহ্মস্বরূপেরই অধীন; তাহা ইচ্ছাধীন নহে)। [ননু...নিশ্চেতুম্] বলিতে পার, ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তুই হন—চিরন্তন হন—নিষ্পাদ্য বস্তু না হন—তাহা হইলে ইহাও বলিতে হইবে যে, তিনি অন্য প্রমাণেরও (অনুমানেরও) বিষয়। অন্যপ্রমাণের বিষয় বলিলে বেদান্তবাক্যবিচারের প্রয়োজনতা থাকে না। (বরং অনুমানবিচারের প্রয়োজনতাই থাকে)। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, না, সিদ্ধ বস্তু হইলেও ব্রহ্ম প্রমাণান্তরের বিষয় নহেন। অর্থাৎ তাঁহাতে বেদান্তবাক্য ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ প্রসর প্রাপ্ত হয় না। তাহার হেতু এই যে, তিনি ইন্দ্রিয়গণের বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় (প্রকাশ্য) নহেন। তৎকারণে তাঁহার সম্বন্ধ (৬) অজ্ঞাত বা অগোচর থাকে। (সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত অনুমান জন্মে না; ইহা সকলেই জানেন)। কাযেই বলিতে হইতেছে, ব্রহ্মবিজ্ঞানে অনুমান প্রমাণের কারণতা নাই। প্রণিধান করিয়া দেখুন; ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহিঃপ্রবৃত্ত এবং তাহাদের বিষয়ও (গ্রাহ্য বা প্রকাশ্য) বাহিরে। (ইন্দ্রিয়গণ উপরটাই দেখে, অন্তরে কি তাহা দেখিতে, বা গ্রহণ

(৬) ভাবার্থ এই যে, ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহার কারণীভূত মৃত্তিকার সহিতও সম্বন্ধ হয়, তৎকারণে ঘট দেখিলে তাহার কারণীভূত মৃত্তিকা অনুভব গম্য হয়। ব্রহ্ম কখন ইন্দ্রিয়গোচর হন না, সুতরাং কার্য্য দেখিয়া তাঁহার সহিত তৎকার্য্যের সম্বন্ধ থাকা বোধগম্য হয় না।

সম্বদ্ধং কিমন্যেন কেনচিদ্বা সম্বদ্ধমিতি ন শক্যং নিশ্চেতুম্। তস্মাজ্জন্মাদিসূত্রং নানুমানোপন্যাসার্থম্। কিন্তর্হি, বেদান্ত-বাক্যপ্রদর্শনার্থম্। কিং পুনস্তদ্বেদান্তবাক্যং যৎ সূত্রেণ ইহ লিলক্ষয়িষিতম্। "ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবোব্রহ্ম" ইত্যুপক্রম্যাহ "যতোবা ইমানি ভূতানি

তত্ত্বজ্ঞানন্তু ন বুদ্ধিতন্ত্রং কিন্তু বস্তুতন্ত্রম্। অতস্ততোবস্তুবিনিশ্চয়োযুক্তো ন তু বিকল্পনাভ্য ইত্যাহ।—ন বস্তুযাথাত্ম্য ইতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ ভূতবস্তু-বিষয়াণাং জ্ঞানানাং প্রামাণ্যস্থ বস্তুতন্ত্রতাং প্রসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য বস্তুতন্ত্রতা-মাহ।—তত্রৈবং সতি ইতি। অত্র চোদয়তি।—নন্থ ভূতেতি। যৎ কিল ভূতার্থং বাক্যং তৎপ্রমাণান্তরগোচরার্থতয়া অনুবাদকং দৃষ্টম্। যথা নদ্যা-স্তীরে ফলানি সন্তীতি। যথা চ বেদান্তাঃ। তস্মাদ্ভূতার্থতয়া প্রমাণান্তর-

করিতে বা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে)। সেই জন্যই সর্ব্বান্তরতম ব্রহ্ম উহা-দের (ইন্দ্রিয়গণের, অবিষয়,অগ্রাহ্য বা অগোচর। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়গণের অবিষয় অগ্রাহ্য বা অগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্রহ্ম-স্বরূপ দেখিতে পায় না তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দৃষ্টবস্তুতে ব্রহ্মসম্বন্ধ থাকিলেও তাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না। ইন্দ্রিয় কেবল কার্য্যভাগটাই দেখে, তাহার কারণভাগ কি তাহা দেখে না বা দেখিতে পায় না। সুতরাং কোন কার্য্যবস্তু (জন্য পদার্থ) দৃষ্ট হইলে তাহা ব্রহ্মসম্বন্ধ-বিশিষ্ট অথবা অন্য কোন কারণসম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা নির্নীত হয় না অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না। (৭) [তস্মাৎ...প্রদর্শনার্থম্] এই সকল ইহাই অবধারিত হইতেছে যে, এই সূত্রটী অনুমান বিচারের নিমিত্ত রচিত কারণে হয় নাই; বেদান্তবাক্য মীমাংসার জন্যই লিখিত বা রচিত হইয়াছে।

[কিং...ষিতম্] এই সূত্রের লক্ষ্যভূত বেদান্তবাক্য কি ? কোন্ বেদান্ত-বাক্য এ সূত্রের উদাহরণ বা বিচার্য্য-বিষয় কি ? [ভৃগু...অভিসংবিশন্তীতি] "বরুণপুত্র ভৃগু পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। বলিলেন, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন।" ইহা শুনিয়া বরুণ ভৃগুকে বলিলেন।— "যাঁহা হইতে এই সকল ভূত (জন্মবান্ জীব বা বস্তু) জন্মিতেছে, জন্মিয়া

(৭) ধূমবহ্নিস্থলে উভয়ই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য; তৎকারণে ধূমদর্শনের পর ধূমের সহিত বহ্নির জন্যজনকসম্বন্ধ থাকা জানা যায়; কাজেই বহ্নি সম্ভাব জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্থলে সেরূপ বিজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।

জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি। তস্য চ নির্ণয়বাক্যং "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইতি। অন্যান্যপ্যেবঞ্জাতীয়কানি বাক্যানি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসর্ব্বজ্ঞস্বরূপকারণবিষয়াণ্যুদাহর্ত্তব্যানি ॥ ২ ॥

দৃষ্টমেবার্থমনুবদেয়ুঃ। উক্তঞ্চ 'ব্রহ্মণি জগজ্জন্মাদিহেতুকমনুমানং প্রমাণান্তরম্। এবঞ্চ মৌলিকং তদেব পরিরক্ষণীয়ং ন তু বেদান্তবাক্যানি তদধীনসত্যত্বানীতি'। কথং বেদান্তবাক্যগ্রথনার্থতা সূত্রাণামিত্যর্থঃ। পরিহরতি।—নেন্দ্রিয়াবিষয়ত্ব ইতি। কস্মাৎ পুনর্নেন্দ্রিয়বিষয়ত্বং প্রতীচ ইত্যত আহ।—স্বভাবত ইতি। অত এব শ্রুতিঃ—

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্' ইতি।

"সতি হীন্দ্রিয়" ইতি।—প্রত্যগাত্মনস্ত্ববিষয়ত্বমুপপাদিতম্। যথা চ সামান্যতোদৃষ্টমপ্যনুমানং ব্রহ্মণি ন প্রবর্ত্ততে তথোপরিষ্টান্নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ। উপপাদিতঞ্চৈতদস্মাভির্বিস্তরেণ ন্যায়কণিকায়াম্। ন চ ভূতার্থতামাত্রেণানুবাদতেত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্। শ্রুতিঃ।—

যদ্দ্বারা জীবিত থাকিতেছে, আবার প্রলয়কালে যাঁহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইবে—লয় প্রাপ্ত হইবে,—তুমি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর—জানিতে ইচ্ছা কর—জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকেই লাভ কর—অনুভব কর—তিনিই ব্রহ্ম।" এইরূপ প্রশ্নপ্রতিবচনের পর, যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল—তাহা এই:—"এই সকল ভূত আনন্দ হইতে জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে, আবার অন্তকালে ইহারা আনন্দে গিয়া প্রবিষ্ট হইবে বা লীন হইবে।" এই বেদান্তবাক্যই (তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা) এ সূত্রের বিষয় অর্থাৎ ইহারই মীমাংসার জন্য জন্মাদি-সূত্রের প্রবৃত্তি। [অন্যান্য... উদাহর্ত্তব্যানি] এতদ্ভিন্ন ঐরূপ ভাবের অন্যান্য বেদান্তবাক্য—যাহা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি জগৎকারণ ব্রহ্মের অববোধক—তাহাও এ সূত্রের উদাহরণার্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।

জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তস্তদেব দ্রঢ়য়ন্নাহ।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥ *

মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য

'যতো বা' ইতি জন্ম দর্শয়তি। 'যেন জাতানি জীবন্তি' ইতি জীবনং স্থিতিম্। 'যৎ প্রযন্তি' ইতি তত্রৈব লয়ম্। "তস্য চ নির্ণয়বাক্যম্"। অত্র চ প্রধানাদিসংশয়ে নির্ণয়বাক্যং 'আনন্দাদ্ধ্যেব' ইতি। এতদুক্তং ভবতি।—যথা রজ্জুজ্ঞানসহিতরজ্জুপাদানা ধারা রজ্জ্বাং সত্যামস্তি রজ্জ্বামেব চ লীয়তে এবমবিদ্যাসহিতব্রহ্মোপাদানং জগৎ ব্রহ্মণ্যেবাঽস্তি তত্রৈব চ লীয়ত ইতি সিদ্ধম্।

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং পূর্ব্বসূত্রসঙ্গতিমাহ।—জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন ইতি।

ন কেবলং জগদ্‌যোনিত্বাদস্য ভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞতা শাস্ত্রযোনিত্বাদপি বোদ্ধব্যা। শাস্ত্রযোনিত্বস্য সর্ব্বজ্ঞতাসাধনত্বং সমর্থয়তে।—"মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য" ইতি। চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য চাতুরাশ্রম্যস্য চ যথাযথং নিষেকাদিশ্মশানান্তাসু

[জগৎ ...আহ] পূর্ব্বসূত্রে "ব্রহ্মই জগৎকারণ" এইরূপ বলায় বা সিদ্ধান্ত করায় ব্রহ্মের সার্ব্বজ্ঞ্য-শক্তির উপক্ষেপ (৮) করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, তাহাও বলা হইয়াছে। সেই অস্পষ্ট অর্থ বিস্পষ্ট করিবার জন্য—শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য—বলিতেছেন অর্থাৎ সূত্রান্তর উপদেশ করিতেছেন। (৯)

[মহত...ব্রহ্ম] যে মহান্ শাস্ত্র—ঋগ্বেদ প্রভৃতি মহাশাস্ত্র নানাবিদ্যার

---

(৮) এক অর্থের বলে অন্য অর্থ লব্ধ হইলে তাহা উপক্ষেপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহার অন্য নাম ব্যঙ্গ্যার্থ ও পাঞ্জিকার্থ। কখন কখন এরূপ অর্থকে ভাবার্থ শব্দেও উল্লেখ করা যায়। এস্থলে জগৎকারণ শব্দের দ্বারা এইরূপও অর্থ উপক্ষিপ্ত হইতেছে যে "ব্রহ্ম যখন সর্ব্বজগতের কারণ, তখন অবশ্যই তিনি সর্ব্বজগৎ জানেন।" ইত্যাদি।

* শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদেঃ যোনিঃ কারণম্। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ শাস্ত্রকারণত্বাৎ হেতোঃ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম। অথবা শাস্ত্রমেব কারণং উপায়োঽস্য স্বরূপাবগতৌ।—যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞতুল্য মহান্ শাস্ত্রের যোনি (উৎপত্তি স্থান) অথবা শাস্ত্রই যাহাকে জানিবার একমাত্র উপায়—সেই হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ইহার উপপাদক যুক্তিসমূহ ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে। (যেস্থানে ২।৩ প্রকার অর্থ থাকে; সে স্থলে বক্তা নিজের মত সর্ব্বশেষে বলেন। এতদনুসারে বুঝিতে হইবে যে, শেষোক্ত ব্যাখ্যাই আচার্য্যের অভিমত)।

প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। ন হীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞ-গুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি। যদ্‌যদ্বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেজ্ঞে্যৈকদেশার্থমপি স ততোপ্যধিকতরবিজ্ঞান-ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কিমু বক্তব্যমনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতো ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তোপক্রমপ্রদোষপরিসমাপনীয়াসু নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মপদ্ধতিষু ব্রহ্মতত্ত্বে চ শিষ্যাণাং শাসনাৎ শাস্ত্রমৃগ্বেদাদি অতএব মহাবিষয়ত্বাৎ মহৎ। ন কেবলং মহাবিষয়ত্বেনাস্য মহত্ত্বম্। অপি ত্বনেকাঙ্গোপাঙ্গোপকরণতয়াঽপীত্যাহ।—"অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য"। পুরাণন্যায়মীমাংসাদয়ো দশ বিদ্যাস্থানানি তৈস্তয়া তয়া দ্বারোপকৃতস্য। তদনেন সমস্তশিষ্টজনপরিগ্রহে-ণাপ্রামাণ্যশঙ্কাঽপ্যপাকৃতা। পুরাণাদিপ্রণেতারো হি মহর্ষয়ঃ শিষ্টাস্তৈস্তয়া তয়া দ্বারা বেদান্ ব্যাচক্ষাণৈস্তদর্থং চাদরেণানুতিষ্ঠদ্ভিঃ পরিগৃহীতো বেদ ইতি। ন চায়মনববোধকো নাপ্যস্পষ্টবোধকো যেনাপ্রমাণং স্যাদিত্যাহ।—"প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ"। সর্ব্বমর্থজাতং সর্ব্বথা অববোধয়ন্ নানব-বোধকো নাপ্যস্পষ্টবোধক ইত্যর্থঃ। অত এব "সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য" সর্ব্বজ্ঞসদৃশস্য। সর্ব্বজ্ঞস্য হি জ্ঞানং সর্ব্ববিষয়ং শাস্ত্রস্যাপ্যভিধানং সর্ব্ববিষয়মিতি সাদৃশ্যম্। তদেবমন্বয়মুক্ত্বা ব্যতিরেকমাহ।—"ন হীদৃশস্য" ইতি। সর্ব্বজ্ঞস্য গুণঃ সর্ব্ব-বিষয়তা তদন্বিতং শাস্ত্রম্। অস্যাপি সর্ব্ববিষয়ত্বাৎ। উক্তমর্থং প্রমাণয়তি—

আকর, সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বাবভাসক সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতুল্য—সেই ঋগ্বেদ প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উদ্ভবস্থান ব্রহ্ম।

[ন হি...সম্ভবোঽস্তি] সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন অল্পজ্ঞ হইতে তদ্রূপ সর্ব্বগুণান্বিত মহৎ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। [যদ্...লোকে] যে-পুরুষ হইতে যে-বিপুলার্থ শাস্ত্র জন্মে, সে-পুরুষে সে-শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক জ্ঞান থাকে, ইহা সকলেই বিদিত আছেন। পাণিনীয় শাস্ত্রে (ব্যাকরণে) যে-জ্ঞান লব্ধ হয়, সে-জ্ঞান অপেক্ষা পাণিনি মুনির অনেক অধিক জ্ঞান ছিল। [কিমু...সম্ভবঃ] অতএব, অসংখ্যশাখাসমন্বিত, দেব তির্য্যক্ মনুষ্য বর্ণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি নানা প্রবিভাগের হেতু, সর্ব্বজ্ঞানের আকর সুতরাং

সর্ব্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্-যস্মান্মহতোভূতাদ্‌যোনেঃ সম্ভবঃ—'অস্য মহতোভূতস্য নিশ্ব-সিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ—তস্য মহতোভূতস্য নির-তিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেতি।

অথবা যথোক্তমৃগ্বেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণ-মস্য ব্রহ্মণোযথাবৎস্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ

"যদ্ যদ্ বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি" "স পুরুষবিশেষ-স্ততোঽপি শাস্ত্রাদধিকতরবিজ্ঞানঃ" ইতি যোজনা। অদ্যত্বেঽপ্যস্মদাদিভির্যৎ সমীচীনার্থবিষয়ং শাস্ত্রং বিরচ্যতে তত্রাস্মাকং বক্তৄণাং বাক্যাৎ জ্ঞানমধিক-বিষয়ম্। ন হি তে তে অসাধারণধর্ম্মা অনুভূয়মানা অপি শক্যা বক্তুম্। ন খল্বিক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মধুররসভেদাঃ শক্যাঃ সরস্বত্যাপ্যাখ্যাতুম্। বিস্ত-রার্থমপি বাক্যং ন বক্তৃজ্ঞানেন তুল্যবিষয়মিতি কথয়িতুং বিস্তরগ্রহণম্। সোপনয়ং নিগমনমাহ।—"কিমু বক্তব্য"মিতি। বেদস্য যস্মাৎ মহতো ভূতাৎ যোনেঃ সম্ভবঃ তস্য মহতোভূতস্য ব্রহ্মণো নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব-শক্তিত্বঞ্চ কিমু বক্তব্যমিতি যোজনা। "অনেকশাখ" ইতি।—অত্র চানেক-শাখাভেদভিন্নস্যেত্যাদিঃ সম্ভব ইত্যন্ত উপনয়ঃ। তস্যেত্যাদি সর্ব্বশক্তিত্ব-ঞ্চেত্যন্তং নিগমনম্। "অপ্রযত্নেনৈব" ইতি।—ঈষৎপ্রযত্নেন, যথা অলবণা যবাগূরিতি। দেবর্ষয়ো হি মহাপরিশ্রমেণাপি যত্রাশক্তাস্তদয়মীষৎপ্রযত্নেন লীলয়ৈব করোতীতি নিরতিশয়মস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চোক্তং ভবতি। অপ্রযত্নেনাঽস্য বেদকর্তৃত্বে শ্রুতিরুক্তা 'অস্য মহতোভূতস্য' ইতি। যেঽপি তাবদ্বর্ণানাং নিত্যত্বমাস্থিষত তৈরপি পদবাক্যাদীনামনিত্যত্বমভ্যুপেতব্যম্।

সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহ যে-মহদ্ভূত (স্বতঃসিদ্ধ বা চিরনিত্য) হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে, সে মহদ্ভূত যে নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, এ কথা বলা বাহুল্য। [অস্য...ঞ্চেতি] ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যে মহদ্ভূত (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা শ্রুতি স্বয়ং "যাহা ঋগ্বেদ—তাহা সেই মহদ্ভূত হইতে নিঃশ্বসিতের ন্যায় বিনা আয়াসে উৎপন্ন হইয়াছে।" ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন।

[অথবা...অভিপ্রায়ঃ] অথবা, একমাত্র ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মতত্ত্ব-জানিবার কারণ বা বোধক হেতু। অর্থাৎ, কেবলমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব

জগতোজন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ শাস্ত্রমুদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে, যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত- ইত্যাদি। কিমর্থন্তর্হি ইদং সূত্রং, যাবতা পূর্ব্বসূত্র এবৈত- জ্জাতীয়কং শাস্ত্রমুদাহরতা শাস্ত্রযোনিত্বং ব্রহ্মণোদর্শিতম্। উচ্যতে। তত্র সূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্যানুপাদানাজ্জন্মাদি- সূত্রেণ কেবলমনুমানমুপন্যস্তমিত্যাশঙ্কেত তামাশঙ্কাং নিবর্ত্ত- য়িতুমিদং সূত্রং প্রববৃতে শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি ॥ ৩ ॥

আনুপূর্ব্বীভেদবন্তো হি বর্ণাঃ পদম্। পদানি চানুপূর্ব্বীভেদবন্তি বাক্যম্। ব্যক্তিধর্ম্মশ্চানুপূর্ব্বী ন বর্ণধর্ম্মঃ। বর্ণানাং নিত্যানাং বিভূনাঞ্চ কালতো দেশতো বা পৌর্ব্বাপর্য্যাযোগাৎ। ব্যক্তিশ্চানিত্যেতি কথং তদুপগৃহীতানাং বর্ণানাং নিত্যানামপি পদতা নিত্যা। পদানিত্যতয়া চ বাক্যাদীনামপ্য- নিত্যতা ব্যাখ্যাতা। তস্মাদ্ব্যানুকরণবৎ পদাদ্যনুকরণম্। যথা হি যাদৃশং গাত্রচলনাদি নর্ত্তকঃ করোতি তাদৃশমেব শিক্ষ্যমাণাঽনুকরোতি নর্ত্তকী ন তু তদেব ব্যনক্তি এবং যাদৃশীমানুপূর্ব্বীং বৈদিকানাং বর্ণপদাদীনাং করোত্য- ধ্যাপয়িতা তাদৃশীমেবানুকরোতি মাণবকো ন তু তামেবোচ্চারয়তি। আচার্য্যব্যক্তিভ্যো মাণবকব্যক্তীনামন্যত্বাৎ। তস্মান্নিত্যানিত্যবর্ণবাদিনাং ন লৌকিকবৈদিকপদবাক্যাদিপৌরুষেয়ত্বে বিবাদঃ কেবলং বেদবাক্যেষু পুরুষস্বাতন্ত্র্যাস্বাতন্ত্র্যে বিপ্রতিপত্তিঃ। যথাহুঃ।—

উপলব্ধ হয়, অন্য প্রমাণে হয় না, এইরূপ অর্থ কর। [তৎ...ইত্যাদি] যে শাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্ম জানা যায়, সে শাস্ত্র পূর্ব্বসূত্রে "যাঁহা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে" ইত্যাদিক্রমে বলা হইয়াছে। [কিমর্থং...দর্শিতম্] বলিতে পার যে, যদি পূর্ব্বসূত্রেই সে সকল শাস্ত্র বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার এ সূত্রের প্রয়োজন কি? [উচ্যতে] বলিতেছি। [তত্র...ত্বাদিতি] পূর্ব্বসূত্রটী শাস্ত্র- যোনিত্ববোধক অক্ষরে গ্রথিত হয় নাই। তজ্জন্য উহাতে শাস্ত্রযোনিত্বরূপ অর্থের অস্পষ্টতা আছে। অস্পষ্টতা থাকায় লোকের মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, জন্মাদিসূত্রে কেবল অনুমানপ্রণালীই প্রদর্শিত হইয়াছে, শাস্ত্র- যোনিত্ব দেখান হয় নাই। অতএব, তাদৃশ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ও যুক্তিযুক্ত অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য পুনরপি এই সূত্র অবতারিত হইল।

কথং পুনর্ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমুচ্যতে, যাবতা আম্না-য়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানামিতি ক্রিয়াপরত্বং শাস্ত্রস্য প্রদর্শিতং, অতোবেদান্তানামানর্থক্যমক্রিয়ার্থত্বাৎ। কর্ত্তৃ-দেবতাদিপ্রকাশনার্থত্বেন বা ক্রিয়াবিধিশেষত্বমুপাসনাদি-ক্রিয়ান্তরবিধনার্থং বা। ন হি পরিনিষ্ঠিতবস্তুপ্রতিপাদনং

'যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা'।

তত্র সৃষ্টিপ্রলয়মনিচ্ছন্তো জৈমিনীয়া বেদাধ্যয়নং প্রত্যস্মাদৃশগুরুশিষ্য-পরম্পরামবিচ্ছিন্নামনাদিমাচক্ষতে। বৈয়াসিকস্তু মতমনুবর্ত্তমানাঃ শ্রুতি-স্মৃতীতিহাসাদিসিদ্ধ-সৃষ্টিপ্রলয়ানুসারেণাঽনাদ্যবিদ্যোপধানলব্ধ-সর্ব্বশক্তিজ্ঞান-স্যাপি পরমাত্মনো নিত্যস্য বেদানাং যোনেরপি ন তেষু স্বাতন্ত্র্যং। পূর্ব্বপূর্ব্ব-সর্গানুসারেণ তাদৃশতাদৃশানুপূর্ব্বীবিরচনাৎ। যথা হি যাগাদিব্রহ্মহত্যাদয়ো-ঽর্থানর্থহেতবো ব্রহ্মবিবর্ত্তা অপি ন সর্গান্তরে বিপরীয়ন্তে। ন হি জাতু কচিৎ সর্গে ব্রহ্মহত্যাঽর্থহেতুরনর্থহেতুশ্চাশ্বমেধোভবতি, অগ্নির্ব্বা ক্লেদয়তি, আপোবা দহন্তি, তদ্বৎ। যথাঽত্র সর্গে নিয়তানুপূর্ব্ব্যং বেদাধ্যয়নমভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতু-রন্যথা তদেব বাগ্বজ্রতয়াঽনর্থহেতুঃ, এবং সর্গান্তরেষ্বপীতি তদনুরোধাৎ

আপত্তি।—[কথং...উচ্যতে] ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণক অর্থাৎ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ইহা তুমি কিপ্রকারে বলিতে পার? অর্থাৎ বলিতে পার না। [যাবতা···অক্রিয়ার্থত্বাৎ] তাহার হেতু এই যে, জৈমিনি মুনি বিচার-পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন, আম্নায় (বেদ) মাত্রেই ক্রিয়াপ্রতিপাদক এবং যাহা ক্রিয়াপ্রতিপাদক তাহাই প্রমাণ। যাহা ক্রিয়াপর নহে—তাহা নিরর্থক ও অপ্রমাণ। (১) সুতরাং বেদান্ত সকল (বেদের উপনিষদ্ভাগ) অক্রিয়ার্থ বলিয়া, ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে বলিয়া, স্বার্থশূন্য অর্থাৎ স্বার্থে অপ্রমাণ। [কর্ত্তৃ...বা] বেদান্তের মধ্যে কর্ত্তৃপুরুষের ও দ্রব্যদেবতাদির প্রকাশ থাকায় উহাকে কর্ম্মবিধির অঙ্গ বলিতে পার, অথবা উহাকে উপাসনা-নামক অন্য এক প্রকার কর্ম্মের বিধায়ক বলিতেও পার। স্বতন্ত্ররূপে কর্ম্মবোধক বা সিদ্ধবস্তুপ্রতিপাদক, এ দু-এর কিছুই বলিতে পার না। [ন হি...বস্তুনঃ] বেদান্ত পরিনিষ্ঠিত (সর্ব্বতোভাবে ও নিশ্চিতরূপে স্থিত অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা

(১) ভাবার্থ এই যে, শাস্ত্রের ক্রিয়াবোধক অংশই প্রমাণ; অবশিষ্ট অপ্রমাণ। বিধি নিষেধ ভিন্ন অন্যান্য অংশ সকল অপ্রমাণ।

সম্ভবতি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ। তৎপ্রতি-পাদনে চ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ। অতএব

সর্ব্বজ্ঞোঽপি সর্ব্বশক্তিরপি পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গানুসারেণ বেদান্ বিরচয়ন্ন স্বতন্ত্রঃ। পুরুষাস্বাতন্ত্র্যমাত্রঞ্চাপৌরুষেয়ত্বং রোচয়ন্তে জৈমিনীয়া অপি। তচ্চাস্মাকমপি সমানমন্যত্রাভিনিবেশাৎ। ন চৈকস্য প্রতিভানেঽনাশ্বাস ইতি যুক্তম্। ন হি বহূনামপ্যজ্ঞানাং বিজ্ঞানাং বা আশয়দোষবতাং প্রতিভানে যুক্ত আশ্বাসঃ। তত্ত্বজ্ঞানবতশ্চাপাস্তসমস্তদোষস্যৈকস্যাপি প্রতিভানে যুক্ত এবাশ্বাসঃ। সর্গাদিভুবাং প্রজাপতিদেবর্ষীণাং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যসম্পন্নানামুপপদ্যতে তৎস্বরূপাবধারণং তৎপ্রত্যয়েন চার্ব্বাচীনানামপি তত্র সম্প্রত্যয়ঃ। ইত্যুপপন্নং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বং শাস্ত্রস্য চাপৌরুষেয়ত্বং প্রামাণ্যঞ্চেতি।

বর্ণকান্তরমারভতে।—"অথ বা" ইতি। পূর্ব্বেণাধিকরণেন ব্রহ্মস্বরূপলক্ষণাসম্ভবাশঙ্কাং ব্যুদস্য লক্ষণসম্ভব উক্তঃ। তস্যৈব তু লক্ষণস্যানেনানুমানত্বাশঙ্কামপাকৃত্যাগমোপদর্শনেন ব্রহ্মণি শাস্ত্রং প্রমাণমুক্তম্। অক্ষরার্থস্তিরোহিতঃ।

নিত্যসৎ) বস্তু প্রতিপাদন করে, এ কথা অসম্ভব। তাহার কারণ এই যে, তাদৃশ বস্তু প্রত্যক্ষাদির বিষয়; শাস্ত্রের বিষয় নহে। (২) [তৎ...ভাবাৎ] যদি বল, বেদান্ত তাহাই বলে, তাহাই প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে বেদান্তশাস্ত্র নিশ্চিত অপুরুষার্থ অর্থাৎ শ্রোতৃপুরুষের অপ্রয়োজনীয়, ইহা স্বীকার্য্য হইবে। (৩) [অত···মুক্তম্] এইজন্য, যে যে বেদাংশ ক্রিয়া-

(২) তাৎপর্য্য এই যে, যাহা প্রত্যক্ষগম্য অথবা অনুমানগম্য, শাস্ত্র তাঁহা বলেন না। "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্" যাহা কেহ জানে না, যাহা অন্য উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্র কেবল তাহাই জানান্ বা উপদেশ করেন। যাহা আছে, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, অবশ্য তাহা ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য হয়। সুতরাং তাদৃশ সিদ্ধ-বস্তুর উপদেশ শাস্ত্রের পক্ষে অনর্থক। বেদান্ত যদি সিদ্ধ-বস্তুর অর্থাৎ নিত্য সৎ বস্তুর প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি নিরর্থক ও প্রত্যক্ষাদির অনুবাদ মাত্র হইবেন।

(৩) বিধি নিষেধ না দেখিলে, অর্থাৎ গ্রহণ করিতে হইবে, কি ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা না বুঝাইলে, কেবলমাত্র "অমুক" "ইহা অমুক" "তাহা হইয়াছিল" ইত্যাদিপ্রকার উদাসীন বাক্যে কোন ফলোদয় হয় না। সেরূপ বাক্য ভাসিয়া যায়। কেন না তাহা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সাধক বা বাধক কিছুই নহে। মনুষ্য তাহা শুনিয়াও শুনে না, এবং প্রয়োজন নাই বলিয়া উপেক্ষা করে। কাজেই বলিতে হইতেছে, বেদান্ত যদি বিধি নিষেধ বহির্ভূত হয়—সিদ্ধমাত্রের বোধক হয়—তাহা হইলে অবশ্য তাহা ভাসিয়া যাইবে, উপেক্ষিত হইবে, প্রয়োজনীয় বা পুরুষার্থ হইবে না।

সোঽরোদীদিত্যাদীনামানর্থক্যং মাভূদিতি বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুরিতি স্তাবকত্বেনার্থবত্ত্বমুক্তম্।

শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমুক্তং ব্রহ্মণঃ প্রতিজ্ঞামাত্রেণ তদনেন সূত্রেণ প্রতিপাদনীয়মিত্যুৎসূত্রং পূর্ব্বপক্ষমারচয়তি ভাষ্যকারঃ।—"কথং পুন"রিতি। কিমাক্ষেপে। শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবতয়োপেক্ষণীয়ং ব্রহ্ম ভূতমভিদধতাং বেদান্তানামপুরুষার্থোপদেশিনামপ্রয়োজনত্বাপত্তেঃ, ভূতার্থত্বেন চ প্রত্যক্ষাদিভিঃ সমানবিষয়তয়া লৌকিকবাক্যবৎ তদর্থানুবাদকত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। ন খলু লৌকিকানি বাক্যানি প্রমাণান্তরবিষয়মর্থমববোধয়ন্তি স্বতঃ প্রমাণম্। এবং বেদান্তা অপীত্যনপেক্ষত্বলক্ষণং প্রামাণ্যমেষাং ব্যাহন্যেত। ন চ তৈরপ্রমাণৈর্ভবিতুং যুক্তম্। ন চাপ্রয়োজনৈঃ। স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যাপাদিতপ্রয়োজনত্বনিয়মাৎ। তস্মাত্তদ্বিহিতকর্ম্মাপেক্ষিতকর্ত্তৃদেবতাদিপ্রতিপাদনপরত্বেনৈব ক্রিয়ার্থত্বম্। যদি ত্বসন্নিধানাত্তৎপরত্বং ন রোচয়ন্তে ততঃ সন্নিহিতোপাসনাদিক্রিয়াপরত্বং বেদান্তানাম্। এবং হি প্রত্যক্ষাদ্যনধিগতগোচরত্বেনানপেক্ষতয়া প্রামাণ্যঞ্চ প্রয়োজনবত্ত্বঞ্চ সিধ্যতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। পারমর্ষসূত্রোপন্যাসস্তু পূর্ব্বপক্ষদার্ঢ্যায়। আনর্থক্যঞ্চাপ্রয়োজনত্বম্। সাপেক্ষতয়া প্রমানুৎপাদকত্বঞ্চানুবাদকত্বাদিতি। "অত" ইত্যাদি "বা" ইত্যন্তং গ্রহণকবাক্যম্। অস্য বিভাগভাষ্যং "ন হি" ইত্যাদি "উপপন্না বা" ইত্যন্তম্।

প্রতিপাদক নহে, সেই সেই বেদাংশের আনর্থক্যনিবারণজন্য, জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, "তিনি রোদন করিলেন" (৪) ইত্যাদি বিধ বেদবাক্য অর্থাৎ বিধি-নিষেধ-বহির্ভূত বেদবাক্য, বিধির সহিত একযোগ হইয়াই অর্থ ব্যক্ত করে; স্বতন্ত্ররূপে করে না। তাদৃশ বেদভাগ একবারে নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয়, ইহাও স্বীকার করা যায় না। কাযেই বিধির সহিত সে সকলের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকতা অঙ্গীকার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাদৃশ বাক্য সকল বিধিবাক্যের স্তাবক বা স্তুতিকারক। অর্থাৎ স্তুতিই তাদৃশ বাক্যের অর্থ, স্তুতি ভিন্ন অন্য কোন পৃথগর্থ নাই। (ফলিতার্থ এই যে, অক্ষর অনুসারে যে অর্থ লব্ধ হয় সে অর্থ অর্থই নহে; পরন্তু তাৎপর্য্য অনুসারে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তাহার অর্থ

(৪) "সেই রুদ্র রোদন করিলেন। তাহাতে তাঁহার অশ্রুপাত হইল। তাহাতে রজত (রূপা) হইল।" বেদে এইরূপ একটী গল্প আছে। গল্পের শেষে রজতের নিন্দা আছে। ঐরূপ নিন্দার দ্বারা সে যজ্ঞে রজত দিতে নাই, এইরূপ বিধান হইয়াছে। রজত দক্ষিণা দিবে না, ইহাই উক্ত গল্পের অর্থ; অন্য কোন অর্থ নাই। রোদন, অশ্রুপাত, তাহা রূপা হওয়া, এ সকল (অক্ষর-লব্ধ) অর্থ অর্থই নহে। অর্থাৎ উহার ঐরূপ অর্থ অপ্রমাণ।

মন্ত্রাণাঞ্চেষেত্বাদীনাং ক্রিয়াতৎসাধনাভিধায়িত্বেন কর্ম্মসমবায়িত্বমুক্তম্। ন ক্বচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণার্থবত্তা দৃষ্টোপপন্না বা। ন চ পরিনিষ্ঠিতে বস্তুস্বরূপে বিধিঃ সম্ভবতি, ক্রিয়াবিষয়ত্বাদ্বিধেঃ। তস্মাৎ কর্ম্মাপেক্ষিতকর্ত্তৃস্বরূপদেবতাদিপ্রকাশনেন ক্রিয়াবিধিশেষত্বং বেদান্তা-

স্যাদেতৎ। অক্রিয়ার্থত্বেঽপি ব্রহ্মস্বরূপবিধিপরা বেদান্তা ভবিষ্যন্তি, তথা চ বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাদিতি রাদ্ধান্তসূত্রমনুগ্রহীষ্যতে। ন খল্বপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনমেব বিধিঃ। উৎপত্তিবিধেরজ্ঞাতজ্ঞাপনার্থত্বাৎ। বেদান্তানাঞ্চাজ্ঞাতং ব্রহ্ম জ্ঞাপয়তাং তথাভাবাদিত্যত আহ।—"ন চ পরিনিষ্ঠিত" ইতি। অনাগতোৎপাদ্যভাববিষয় এব হি সর্ব্বো বিধিরূপেয়োঽধিকারবিনিয়োগপ্রয়োগোৎপত্তিরূপাণাং পরস্পরাবিনাভাবাৎ। সিদ্ধে চ তেষামসম্ভবাৎ তদ্বাক্যানাং বৈদস্পর্য্যং ভিদ্যতে। যথা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদিভ্যোঽধিকারবিনিয়োগপ্রয়োগাণাং প্রতিলম্ভাদগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যুৎপত্তিমাত্রপরং বাক্যম্। ন ত্বত্র বিনিয়োগাদয়ো ন সন্তি সন্তোপ্যন্যতোলব্ধত্বাৎ কেবলমবিবক্ষিতাঃ। তস্মাৎ ভাবনাবিষয়ো বিধির্ন সিদ্ধে বস্তুনি ভবিতুমর্হতীতি। উপসংহরতি। —তস্মাদিতি। অত্রারুচিকারণমুক্ত্বা পক্ষান্তরমুপসংক্রামতি।—"অথ" ইতি। এবঞ্চ সত্যুক্তরূপে ব্রহ্মণি শব্দস্যাতাৎপর্য্যাৎ প্রমাণান্তরেণ যাদৃশমস্য রূপং

এবং সেই অর্থেই তাহার প্রামাণ্য)। [মন্ত্রাণাং⋯মুক্তম্] বেদের মন্ত্রভাগেরও আক্ষরিক অর্থে প্রামাণ্য নাই, কিন্তু ক্রিয়াসাধক দ্রব্যদেবতাদির প্রকাশকত্বরূপে সে সকলের প্রামাণ্য আছে। এ কথা জৈমিনি মুনি স্বকৃত মীমাংসাসূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। [ন...বা] অতএব, বিধিসংস্পর্শ ব্যতিরেকে কোনও বেদের বা বেদবাক্যের প্রকৃত সার্থক্য দৃষ্ট হয় না, এবং উপপন্নও হয় না। [ন চ...বিধেঃ] যাহা বস্তু—পরিনিষ্ঠিত—যাহা আছে বা নিত্যসৎ—তাহাতে বিধিসম্ভব হয় না। তাহার কারণ এই যে, বিধিমাত্রেই ক্রিয়াশ্রিত ও কর্ত্তব্যবিষয়েই সম্ভব হয়। যাহা করা যায় না—যাহাকে কিছু করিতে পারা যায় না—কোনও কালে তাহা বিধির বিষয় হয় না। [তস্মাৎ...বেদান্তানাম্] সেইজন্যই বলিতেছি, বেদান্তও কর্ম্মবিধির অঙ্গ। কর্ম্ম করিতে গেলে, যেরূপ কর্তার ও যেরূপ দ্রব্য দেবতাদির আবশ্যক, বেদান্ত কেবল তাহারই উপদেশ করে; অন্য কিছু করে না। সুতরাং বেদান্তও বিধিপোষকরূপে প্রমাণ; স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ

ন্নাম্। অথ প্রকরণান্তরভয়ান্নৈতদভ্যুপগম্যতে তথাপি স্ববাক্য-গতোপাসনাদিকর্ম্মপরত্বম্। তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্ব-মিতি প্রাপ্ত উচ্যতে।—

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥ *

তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি-

---

ব্যবস্থাপ্যতে ন তৎ শব্দেন বিরুধ্যতে তস্যোপাসনাপরত্বাৎ। সমারোপেণ চোপাসনায়া উপপত্তেরিতি। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মান্ন" ইতি। সূত্রেণ সিদ্ধান্তয়তি।—"এবং প্রাপ্ত উচ্যতে"।

তদেতদ্ব্যাচষ্টে।—"তুশব্দ" ইতি। তদিত্যুত্তরপক্ষপ্রতিজ্ঞাং বিভজতে—

নহে। অর্থাৎ তাহার আক্ষরিক অর্থে প্রামাণ্য নাই। [অথ. .পরত্বম্] যদি ভাব, সে এক প্রকরণ ও এ এক প্রকরণ (বেদের কর্ম্মপ্রকরণ বা কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানপ্রকরণ বা জ্ঞানকাণ্ড পরস্পর পৃথক্), এমত স্থলে উক্ত উভয়ের একার্থপ্রতিপাদকতা অসম্ভব, সুতরাং প্রকরণভঙ্গদোষ হইবে ভাবিয়া, ভয়-প্রযুক্ত যদি ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে না পার; তবে বেদান্তমধ্যগত উপা-সনাবিধায়ক অংশগুলি প্রধান করিয়া অন্যান্য অংশসকল তাহারই অনুগত বা পোষক বলিয়া স্বীকার কর। অর্থাৎ উপাসনানামক কর্ম্মবিশেষই বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞান উহার মুখ্য প্রতিপাদ্য নহে; এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির কর। [তস্মাৎ...উচ্যতে] অপিচ, ঐ সকল কারণে বা ঐ সকল যুক্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত লব্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি বা শাস্ত্রপ্রমাণক নহেন, কেবল কর্ম্মই শাস্ত্রপ্রমাণক। অন্য যে-কিছু, সে সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ বা কর্ম্মপর। এইরূপ আশঙ্কা বা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইতে পারে দেখিয়া (মহামুনি ব্যাস) তন্নিরাকরণার্থ চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

সূত্রে যে "তু" শব্দ আছে, তাহা শঙ্কানিরাসের বোধক। অর্থ এই যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই এই চতুর্থ সূত্রের অব-তারণা। [তৎ...গম্যতে] বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়, সর্ব্বজ্ঞ ও

---

* পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থস্তু শব্দঃ। তৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকমেব। অত্র পূর্ব্বপক্ষঃ শঙ্কা বা ন প্রসরতীত্যর্থঃ। কুতঃ? সমন্বয়াৎ। তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাবগমাৎ।

শাস্ত্ররূপ প্রমাণে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, অন্য উপায়ে হয় না, এ বিষয়ে শঙ্কা বা আপত্তি করা বিফল। তাহার কারণ এই যে, তাঁহাতে সমস্ত বেদান্তের সমন্বয় অর্থাৎ তাৎপর্য্যা-বসান দৃষ্ট হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ, বিশেষ বিবরণ দেখিতে পারিবে)।

জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথং, সমন্বয়াৎ। সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণৈতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি।—সদেব সোম্যেদমগ্রআসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রআসীৎ, তদেতদ্-ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ,

---

"তদ্ব্রহ্ম" ইতি। পূর্ব্বপক্ষবাদী কর্কশাশয়ং পৃচ্ছতি—"কথম্"। কুতঃ প্রকারা-দিত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে হেতুং প্রকারভেদমাহ।—"সমন্বয়াৎ"। সম্যগ-ন্বয়ঃ সমন্বয়স্তস্মাৎ। এতদেব বিভজতে।—"সর্ব্বেষু হি বেদান্তেষু" ইতি। বেদান্তানামাত্যন্তিকীং ব্রহ্মপরতামাচিখ্যাসুর্ব্বহূনি বাক্যান্যুদাহবতি।—"সদেব" ইতি। যতো বা ইমানি ভূতানীতি তু বাক্যং পূর্ব্বমুদাহৃতং জগ-দুৎপত্তিস্থিতিনাশকাবণমিতি চেহ স্মাবিতমিতি ন পঠিতম। যেন হি বাক্যমুপক্রম্যতে যেন চোপসংহ্রিয়তে তদেব বাক্যার্থ ইতি শাব্দাঃ। যথো-পাংশুযাজবাক্যেঽনূচোঃ পুবোডাশয়োর্জ্জামিতাদোষসঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বকোপাংশু-যাজবিধানে তৎপ্রতিসমাধানোপসংহাবে চাপূর্ব্বোপাংশুযাজকর্ম্মবিধিপবতৈ-কবাক্যতাবলাদাশ্রিতা এবমত্রাপি সদেব সোম্যেদমিতি ব্রহ্মোপক্রমাৎ তত্ত্ব-মসীতি চ জীবস্য ব্রহ্মাত্মনোপসংহাবাৎ তৎপবতৈব বাক্যস্য। এবং বাক্যা-ন্তবাণামপি পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনযা ব্রহ্মপবত্বমবগন্তব্যম্। ন চ তৎপবত্বস্য দৃষ্টস্য সতি সম্ভবেঽন্যপবতাঽদৃষ্টা যুক্তা কল্পয়িতুম। অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন কেবলং কর্ত্তৃপবতা তেষামদৃষ্টাঽনুপপন্না চেত্যাহ—"ন চ তেষা"মিতি।

সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েব কারণ বা নিদান। [কথং] এ কথা কেন বলি,-না [সমন্বয়াৎ] সমন্বয দেখিয়া। [সর্ব্বেষু... গতানি] দেখা যায়, সমুদায় বেদান্তের প্রায় সমুদায় বাক্যই ব্রহ্মপব এবং ব্রহ্মেই সমস্ত বেদান্তবাক্যেব তাৎপর্য্য আবদ্ধ আছে। যে সকল বেদান্তবাক্য ব্রহ্মপব—সে সকল বেদান্তবাক্য এই :—[সদেব...পুবস্তাদিত্যাদীনি] "হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! সৃষ্টির পূর্ব্বে এ জগৎ কেবল সৎ অর্থাৎ অস্তিতামাত্র ছিল।" "তিনি এক ও অদ্বিতীয়।" "অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা একমাত্র আত্মা ছিল।" "সেই ব্রহ্ম এই (এই জগৎ)"। "ইনি পূর্ব্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন। ইনি অন্তরেও আছেন, বাহিবেও আছেন। অথবা, তাঁহাব কাবণ নাই, সুতবাং তিনি কার্য্য বা জন্য নহেন। তাঁহার অন্তরে

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদিত্যাদীনি। ন চ তদ্গতানাং পদানাং ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে নিশ্চিতে সমন্বয়েঽবগম্যমানেঽর্থান্তরকল্পনা যুক্তা। শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তেষাং কর্তৃ-স্বরূপপ্রতিপাদনপরতাবসীয়তে। তৎ কেন কং পশ্যেদি-

সাপেক্ষত্বেনাপ্রামাণ্যং পূর্ব্বপক্ষবীজং দূষয়তি।—"ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেঽপি" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—পুংবাক্যদৃষ্টান্তেন হি ভূতার্থতয়া বেদান্তানাং সাপেক্ষত্বমাশঙ্ক্যতে তত্রৈব ভবান্ পৃষ্টোব্যাচষ্টাম্। কিং পুংবাক্যানাং সাপেক্ষতা ভূতার্থত্বেনাহো পৌরুষেয়ত্বেন। যদি ভূতার্থত্বেন ততঃ প্রত্যক্ষাদীনামপি পরস্পরাপেক্ষত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গঃ। তান্যপি ভূতার্থান্যেব। অথ পুরুষবুদ্ধিপ্রভবতয়া পুংবাক্যং সাপেক্ষং এবং তর্হি তদপূর্ব্বকাণাং বেদান্তানাং ভূতার্থনামপি নাপ্রামাণ্যং প্রত্যক্ষাদীনামিব নিয়র্তোন্দ্রিয়লিঙ্গাদিজন্মনাম্। যদ্যুচ্যেত সিদ্ধে কিলাপৌরুষেয়ত্বে বেদান্তানামনপেক্ষতয়া প্রামাণ্যং সিধ্যেৎ তদেব তু ভূতার্থত্বেন ন সিধ্যতি। ভূতার্থস্য শব্দানপেক্ষেণ মানান্তরতঃ শক্যজ্ঞানত্বাদ্বুদ্ধিপূর্ব্ববিরচনোপপত্তেঃ বাক্যত্বাদিলিঙ্গকস্য বেদপৌরুষেয়ত্বানুমানস্যাপ্রত্যূহমুৎপত্তেঃ। তস্মাৎ পৌরুষেয়ত্বেন সাপেক্ষত্বং দুর্ব্বারং ন তু ভূতার্থ-

অন্য কিছু নাই অর্থাৎ তিনি একরস। তাঁহার বাহিরেও কিছু নাই অর্থাৎ তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই। ঐ হেতুতে তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয়-বিজাতীয়-দ্বিতীয় রহিত"। "এই আত্মাই ব্রহ্ম। ইনি সকলের অনুভূয়মান ও সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান।" "এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।" এইরূপ আরও অনেকানেক জগৎকারণব্রহ্মবোধক বাক্য আছে।

[ন চ...প্রসঙ্গাৎ] ঐ সকল বেদান্তবাক্যে যে-সকল পদ বা শব্দ আছে, সে সকলের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম,—ইহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞানগোচর হইলে বা স্থির হইলে—অন্য অর্থের কল্পনা করা উচিত হয় না। করিলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা এই দুই দোষ হয়। (১) [ন চ...শ্রুতেঃ] যদি বল, ঐ সকল বাক্য কেবলমাত্র কর্ম্মকর্ত্তার স্বরূপ বুঝাইয়া দেয়, (২) ব্রহ্মা-

(১) শুনিবামাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিলে শ্রুতহানিদোষ এবং যে অর্থ শব্দের শক্তিতে লভ্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুতকল্পনাদোষ হয়। এই দুইটাই বাথিজ্ঞানের প্রতিরোধক সুতরাং দোষ।

(২) অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মকালে বা উপাসনাকালে অহংব্রহ্ম—আমিই ব্রহ্ম ইত্যাদি প্রকার ব্রহ্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া কর্ম্ম বা উপাসনা করিবেন, এতাবন্মাত্র উপদেশ করে।

স্ত্যাদিক্রিয়াকারকফলনিরাকরণশ্রুতেঃ। ন চ পরিনিষ্ঠিত-বস্তুস্বরূপত্বেঽপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বম্। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্ম-ভাবস্য শাস্ত্রমন্তরেণানবগম্যমানত্বাৎ। যত্তু হেয়োপাদেয়-

ত্বেন। কার্য্যার্থত্বে তু কার্য্যস্যাপূর্ব্বস্য মানান্তরাগোচরতয়াঽত্যন্তানভুভূত-পূর্ব্বস্য তত্ত্বেন সমারোপেণ বা পুরুষবুদ্ধাবনারোহাৎ তদর্থানাং বেদান্তানাম-শক্যরচনতয়া পৌরুষেয়ত্বাভাবাদনপেক্ষং প্রমাণত্বং সিধ্যতীতি প্রামাণ্যায় বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বমাতিষ্ঠামহে। অত্র ব্রূমঃ।—কিং পুনরিদং কার্য্যমভি-মতমায়ুষ্মতঃ। যদশক্যং পুরুষেণ জ্ঞাতুম্। অপূর্ব্বমিতি চেৎ, হন্ত কুতস্ত্য-মস্য লিঙ্গাদ্যর্থত্বং তেনালৌকিকেন সঙ্গতিসম্বেদনবিরহাৎ। লোকানুসারতঃ ক্রিয়ায়া এব লৌকিক্যাঃ কার্য্যায়া লিঙাদেরবগমাৎ। স্বর্গকামো যজেতেতি সাধ্যস্বর্গবিশিষ্টো নিযোজ্যোঽবগম্যতে। স চ তদেব কার্য্যমবগচ্ছতি যৎ স্বর্গানুকূলম্। ন চ ক্রিয়া ক্ষণভঙ্গুরা আমুষ্মিকায় স্বর্গায় কল্পত ইতি পারি-শেষ্যাদ্বেদত এবাপূর্ব্বে কার্য্যে লিঙাদীনাং সম্বন্ধগ্রহ ইতি চেৎ, হন্ত, চৈত্য-বন্দনাদিবাক্যেষ্বপি স্বর্গকামাদিপদসম্বন্ধাদপূর্ব্বকার্য্যত্বপ্রসঙ্গঃ। তথা চ তেষা-মপ্যশক্যরচনত্বেনাপৌরুষেয়ত্বাপাতঃ। স্পষ্টদৃষ্টেন পৌরুষেয়ত্বেন বা তেষামপূর্ব্বা-র্থত্বপ্রতিষেধে বাক্যত্বাদিনা লিঙ্গেন বেদানামপি পৌরুষেয়ত্বমনুমিতমিত্যপূর্ব্বা-র্থতা ন স্যাৎ। অন্যতস্তু বাক্যত্বাদীনামনুমানাভাসত্বোপপাদনে কৃতমপূর্ব্বার্থ-ত্বেনাত্র তদুপপাদকেন। উপপাদিতঞ্চাপৌরুষেয়ত্বমস্মাভির্ন্যায়কণিকায়াম্; ইহ তু বিস্তরভয়ান্নোক্তম্। তেনাপৌরুষত্বে সিদ্ধে ভূতার্থানামপি বেদান্তানাং ন সাপেক্ষতয়া প্রামাণ্যবিঘাতঃ। ন চানধিগন্তৃতা নাস্তি যেন প্রামাণ্যং ন স্যাৎ। জীবস্য ব্রহ্মতায়া অন্যতোঽনধিগমাৎ। তদিদমুক্তং "ন চ পরিনিষ্ঠিত-বস্তুস্বরূপত্বেঽপি" ইতি। দ্বিতীয়ং পূর্ব্বপক্ষবীজং স্মারয়িত্বা দূষয়তি।—"যত্তু হেয়োপাদেয়রহিতত্বাৎ" ইতি। বিধ্যর্থাবগমাৎ খলু পারম্পর্য্যেণ পুরুষার্থ-

স্যতা বোধ করায় না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও বলিতে পার না। কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পর কর্তৃত্ববোধ থাকে না, ইহা "সে সময়ে কে কি দিয়া কি দেখিবে? কি শুনিবে? কি করিবে?" ইত্যাদিবিধ শ্রুতিতে প্রতিপাদিত আছে। [ন চ...মানত্বাৎ] অপিচ, বাস্তবপক্ষে ব্রহ্মাত্মভাব সিদ্ধ থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষগম্য নহে, অনুমানগম্যও নহে। তাহার হেতু এই যে, "তত্ত্বমসি" ও "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণে উহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। [যত্তু...সিদ্ধেঃ]

রহিতত্বাদুপদেশানর্থক্যমিতি, নৈষ দোষঃ। হেয়োপাদেয়-শূন্যব্রহ্মাত্মাবগমাদেব সর্ব্বক্লেশপ্রহাণাৎ পুরুষার্থসিদ্ধেঃ। দেবতাদিপ্রতিপাদনস্য তু স্ববাক্যগতোপাসনার্থত্বেঽপি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। ন তু তথা ব্রহ্মণ উপাসনাবিধিশেষত্বং

প্রতিলম্ভ ইহ তু তত্ত্বমসীত্যবগতিপর্য্যন্তাদ্বাক্যার্থজ্ঞানাৎ বাহ্যানুষ্ঠানানপেক্ষাৎ সাক্ষাদেব পুরুষার্থপ্রতিলম্ভোনাহয়ং সর্পোরজ্জুরিয়মিতি জ্ঞানাদিবেতি। যোঽস্মস্য বিপর্য্যজ্ঞানাৎ প্রকর্ষঃ। এতদুক্তং ভবতি।—দ্বিবিধং হীপ্সিতং পুরুষস্য কিঞ্চিদপ্রাপ্তং গ্রামাদি, কিঞ্চিৎ পুনঃ প্রাপ্তমপি ভ্রমবশাদপ্রাপ্তমিত্যবগতং যথা স্বগ্রীবাবনদ্ধং গ্রৈবেয়কম্। এবং জিহাসিতমপি দ্বিবিধম্। কিঞ্চিদহীনং জিহাসতি যথা বলয়িতচরণং ফণিনং, কিঞ্চিৎ পুনর্হীনমেব জিহাসতি যথা চরণাভরণে নূপুরে ফণিনমারোপিতম্। তত্রাপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ চাত্যক্তত্যাগে চ বাহ্যোপায়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বাত্তদুপায়তত্ত্বজ্ঞানাদস্তি পরাচীনানুষ্ঠানাপেক্ষা। ন জাতু জ্ঞানমাত্রং বস্তুপনয়তি। ন হি সহস্রমপি রজ্জুপ্রত্যয়া বস্তুসন্তং ফণিনমন্যথয়িতুমীশতে। সমারোপিতে তু প্রেপ্সিতজিহাসিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারমাত্রেণ বাহ্যানুষ্ঠানানপেক্ষেণ শক্যেতে প্রাপ্তুমিব হাতুমিব। সমারোপমাত্রজীবিতে হি তে সমারোপিতঞ্চ তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ সমূলঘাতমুপহন্তীতি। তথেহাপ্যবিদ্যাসমারোপিতজীবভাবে ব্রহ্মণ্যানন্দে বস্তুতঃ শোকদুঃখাদিরহিতে সমারোপিতনিবন্ধনস্তদ্ভাবস্তত্ত্বমসীতিবাক্যার্থতত্ত্বজ্ঞানাদবগতিপর্য্যন্তান্নিবর্ত্ততে। তন্নিবৃত্তৌ প্রাপ্তমপ্যানন্দরূপমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্তং ভবতি ত্যক্তমপি শোকদুঃখাদ্যত্যক্তমিব ত্যক্তং ভবতি। তদিদমুক্তং—"ব্রহ্মাত্মাবগমাদেব"। জীবস্য সর্ব্বক্লেশস্য সবাসনস্য বিপর্য্যাসস্য। স হি ক্লিশ্নাতি জন্তুনতঃ ক্লেশঃ। তস্য প্রকর্ষেণ হানাৎ পুরুষার্থস্য দুঃখনিবৃত্তিসুখাপ্তিলক্ষণস্য সিদ্ধে-

পূর্ব্বে যে বলিয়াছ, ত্যাগের ও গ্রহণের অনুপযুক্ত উপদেশ নিরর্থক—নিষ্প্রয়োজন—নিষ্প্রয়োজন বলিয়া পুরুষার্থশূন্য,—সে কথা সত্য; কিন্তু এস্থলে (আত্মবিজ্ঞানস্থলে) সেরূপ নৈরর্থ্যকের সম্ভাবনা নাই। কেন না, হেয়-উপাদেয়-শূন্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব জ্ঞানগোচর হইবামাত্রই পুরুষের সমস্ত ক্লেশ তিরোহিত হয়; সুতরাং তাহাতে পুরুষার্থ সিদ্ধিও হয়। [দেবতা... সম্ভবতি] দেবতাদির স্বরূপ বোধক বাক্যকে উপাসনাবিধির অঙ্গ বলিবার বাধা নাই, কিন্তু ব্রহ্মকে কর্ম্মাঙ্গ বলিবার বাধা আছে। ব্রহ্মের অঙ্গতা অস-

সম্ভবতি। একত্বে হেয়োপাদেয়শূন্যতয়া ক্রিয়াকারকাদি-দ্বৈতবিজ্ঞানোপমর্দোপপত্তেঃ। ন হি ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানেনোন্মথিতদ্বৈতবিজ্ঞানস্য পুনঃ সম্ভবোঽস্তি যেনোপাসনা-বিধিশেষত্বেন ব্রহ্ম প্রতিপদ্যেত। যদ্যপ্যন্যত্র বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণ প্রমাণত্বং ন দৃষ্টং তথাপ্যাত্মবিজ্ঞানস্য ফলপর্য্যন্তত্বাৎ ন তদ্বিষয়স্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং শক্যং প্রত্যা-

---

রিতি। যত্ত্বাত্মেত্যেবোপাসীতাত্মানমেব লোকমুপাসীতেত্যুপাসনাবাক্যগত-দেবতাদিপ্রতিপাদনেনোপাসনাপরত্বং বেদান্তানামুক্তং তদ্দূষয়তি।—"দেব-তাদিপ্রতিপাদনস্য তু" আত্মেত্যেতাবন্মাত্রস্য "স্ববাক্যগতোপাসনার্থত্বেঽপি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ"। যদি ন বিরোধঃ সন্তু তর্হি বেদান্তা দেবতাপ্রতিপাদন-দ্বারেণোপাসনাবিধিপরা এবেত্যত আহ।—"ন তু তথা ব্রহ্মণ" ইতি। উপাস্যোপাসকোপাসনাদিভেদসিদ্ধ্যধীনোপাসনা ন নিরস্তসমস্তভেদপ্রপঞ্চে বেদান্তবেদ্যে ব্রহ্মণি সম্ভবতীতি নোপাসনাবিধিশেষত্বং বেদান্তানাং তদ্বি-রোধিত্বাদিত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। যদি বিধিবিরহেঽপি বেদান্তানাং প্রামাণ্যং হন্ত তর্হি সোঽরোদীদিত্যাদীনামপ্যস্তু স্বতন্ত্রাণামেবোপেক্ষণীয়ার্থানাং প্রামা-ণ্যম্। ন হি হানোপাদানবুদ্ধী এব প্রমাণস্য ফলে উপেক্ষাবুদ্ধেরপি তৎফল-ত্বেন প্রামাণিকৈরভ্যুপেতত্বাদিতি কৃতং বর্হিষি রজতং ন দেয়মিত্যাদিনিষেধ-বিধিপরত্বেনৈতেষামিত্যত আহ।—"যদ্যপি" ইতি। স্বাধ্যায়বিধ্যধীনগ্রহণ-তয়া হি সর্ব্বো বেদরাশিঃ পুরুষার্থতন্ত্র ইত্যবগতম্। তত্রৈকেনাপি বর্ণেন

স্তব। [একত্বে...উপপত্তেঃ] হেতু এই যে, এক-অদ্বিতীয়-হেয়-উপাদেয়-বর্জিত-ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ক্রিয়া কারক কর্ত্তা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দ্বৈত তিরোহিত হয় এবং উপাস্য-উপাসকাদি কোনও প্রকার ভেদ থাকে না। [ন হি...পদ্যেত] অপিচ, একবার ব্রহ্মাত্মবিষয়ক ঐক্যবিজ্ঞান দ্বারা দ্বৈতবিজ্ঞান নষ্ট হইলে কোনও কালে তাহার আর পুনরুদ্ভব সম্ভাবনা থাকে না। থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) উপাসনাবিধির অঙ্গ বলিতে পারিতে। [যদ্যপি...খ্যাতুম্] যদিও অন্য স্থলে (কর্ম্মকাণ্ডোক্ত [illegible] বাক্যে) বিধিস্পর্শ ব্যতিরেকে বাক্যপ্রামাণ্য থাকা দৃষ্ট হয় না, [illegible] বিধিবাক্যের সহিত মিলাইয়া না লইলে সে সকল বাক্যের [illegible] থাকে না, বৈফল্যই হয়, তথাপি, জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বেদবাক্যে [illegible]

খ্যাতুম্। ন চানুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যং যেনাঽন্যত্র দৃষ্টং নিদর্শনমপেক্ষেত। তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বম্।

অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে। যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম তথাপি প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে,

---

নাপুরুষার্থেন ভবিতুং যুক্তং কিং পুনর্বিয়তা সোঽরোদীত্যাদিনা পদপ্রবন্ধেন। ন চ বেদান্তেভ্য ইব তদর্থাবগমমাত্রাদেব কশ্চিৎ পুরুষার্থ উপলভ্যতে তেনৈষ পদসন্দর্ভ সাকাঙ্ক্ষ এবাস্তে পুরুষার্থমুদীক্ষমাণঃ। বর্হিষি রজতং ন দেয়মিত্যয়মপি নিষেধবিধিঃ স্বনিষেধ্যস্য নিন্দামপেক্ষতে। ন হ্যন্যথা ততশ্চেতনঃ শক্যো নিবর্ত্তয়িতুম্। তদ্‌যদি দূরতোঽপি ন নিন্দামবাপ্স্যত্ততোনিষেধবিধিরেব রজতনিষেধে চ নিন্দাযাঞ্চ দর্ব্বিহোমবৎ সামর্থ্যদ্বয়মকল্পয়িষ্যৎ। তদেবমুক্তগুযোঃ সোঽরোদীদিতি চ বর্হিষি রজতং ন দেযমিতি চ পদসন্দর্ভযোর্লক্ষ্যমাণনিন্দাদ্বারেণ নষ্টাশ্বদগ্ধবথবৎ পরস্পরং সমন্বয়ঃ। ন ত্বেবং বেদান্তেষু পুরুষার্থাপেক্ষা তদর্থাবগমাদেবানপেক্ষাৎ পরমপুরুষার্থলাভাদিত্যুক্তম্। নন্বিধ্যসংস্পর্শিনো বেদস্যাঽন্যস্য ন প্রামাণ্যং দৃষ্টমিতি কথং বেদান্তানাং তদস্পৃশাং তত্ত্ববিষ্যতীত্যত আহ।—"ন চানুমানগম্য"মিতি। অবাধিতানধিগতা-

---

ব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রকাশক বেদান্তবাক্যে সেরূপ অপ্রমাণ্য নাই; প্রত্যুত প্রামাণ্য থাকাই দৃষ্ট হয়। আত্মবিজ্ঞান যখন ফলপর্য্যবসায়ী—আত্মজ্ঞান হইবামাত্রই যখন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষফল হইতে দেখা যায়—তখন আর তদ্বিষয়ক স্বাধীন শাস্ত্রের অপ্রমাণ্য নাই—অথবা স্বার্থবৈফল্য আছে—এ সকল কথা বলিতে পার না। [ন চ...পেক্ষেত] এ শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুমানগম্য নহে যে উদাহরণ প্রভৃতি দেখাইয়া বুঝাইতে হইবে। ফলপর্য্যবসায়ী শাস্ত্রের প্রামাণ্য ফলের দ্বারাই নিশ্চিত হয়; তাহাতে অনুমানাদির অপেক্ষা নাই। [তস্মাৎ...শাস্ত্রপ্রমাণকত্বম্] অতএব, ব্রহ্ম যে কেবলমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণক অর্থাৎ শাস্ত্রবেদ্য, অনুমানগম্য নহেন, তাহা কথিত প্রকার বিচার দ্বারা সুসিদ্ধ হইতেছে।

[অত্র...তিষ্ঠন্তে] ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্বসম্বন্ধে অপর সম্প্রদায় (মীমাংসকগণ) এইরূপ বলিতে উদ্যত হন যে, [যদ্যপি...সমর্প্যতে] ব্রহ্ম শাস্ত্ররূপ প্রমাণের প্রমেয় হন, হউন, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে স্বতন্ত্ররূপে সমর্পণ বা প্রতিপাদন করে না। কর্ম্মবিধির অথবা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপেই তাঁহাকে

যথা যূপাহবনীয়াদীন্যলৌকিকান্যপি বিধিশেষতয়া শাস্ত্রেণ সমর্প্যন্তে তদ্বৎ। কুতএতৎ, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বাচ্ছাস্ত্রস্য। তথাহি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণম্।—দৃষ্টোহি

সন্দিগ্ধবোধজনকত্বং হি প্রমাণত্বং প্রমাণানাম্। তচ্চ স্বত ইত্যুপপাদিতম্। যদ্যপি চৈষামীদৃগ্বোধজনকত্বং কার্য্যার্থাপত্তিসমধিগম্যং তথাপি তদ্বোধোপজননে মানান্তরং নাপেক্ষন্তে নাপীমামেবার্থাপত্তিং পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাদিতি স্বত ইত্যুক্তম্। ঈদৃগ্বোধজনকত্বঞ্চ কার্য্য ইব বিধীনাং বেদান্তানাং ব্রহ্মণ্যস্তীতি দৃষ্টান্তানপেক্ষং তেষাং ব্রহ্মণি প্রামাণ্যং সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা নেন্দ্রিয়ান্তরাণাং রূপপ্রকাশনং দৃষ্টমিতি চক্ষুরপি ন রূপং প্রকাশয়েদিতি। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মাৎ" ইতি।

আচার্য্যদেশীয়ানাং মতমুত্থাপয়তি।—"অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্ত" ইতি।

সমর্পণ করে। [যথা...তদ্বৎ] যেমন যূপ ও আহবনীয় প্রভৃতি (৩) অলৌকিক পদার্থ সকল অপ্রসিদ্ধ বা লোকের অজ্ঞাত বস্তুসকল—বিধিশাস্ত্রের অঙ্গরূপ শাস্ত্রান্তরের দ্বারা সমর্পিত হয়—লোকের জ্ঞানগোচর হয়,—তদ্রূপ ব্রহ্মও উপাসনাবিধির অথবা কর্ম্মবোধক বিধির অঙ্গভাবপ্রাপ্ত বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা সমর্পিত হন অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার জ্ঞানগোচর হন। [কুতএতৎ] এ কথা কেন বলি? [প্রবৃত্তি...শাস্ত্রস্য] এই জন্য বলি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এই দুএর অন্যতর পথে লইয়া যাওয়া শাস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্র, হয় প্রবৃত্ত করাইবে, না হয় নিবৃত্ত করাইবে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড়া কেবল জ্ঞান বা কেবলমাত্র বস্তুর স্বরূপ জানান, শাস্ত্রের কৃত্য বা উদ্দেশ্য নহে।

[তথাহি...অনুক্রমণম্] শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতগণ ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। [দৃষ্টোহি...ইতি চ] "ক্রিয়াবিষয়ক বোধ জন্মান শাস্ত্রের অর্থ

(৩) যূপ ও আহবনীয় প্রভৃতি নাম ও তৎপ্রতিপাদ্য বস্তু লোকব্যবহারের গোচর নহে। কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যবহারের গোচর। অর্থাৎ শাস্ত্র না পড়িলে ঐ সকল বস্তু জানা যায় না। শাস্ত্র ঐ সকল বস্তু কর্ম্মবিধির অঙ্গ বলিয়াই বলিয়াছেন, কর্ম্মাঙ্গ না হইলে শাস্ত্র উহা কদাচ বলিতেন না। কাজেই বলিতে হইতেছে, সিদ্ধবস্তু সকল বা প্রত্যক্ষানুমান যোগ্য পদার্থরাশি কর্ম্মাঙ্গ বলিয়াই উপদিষ্ট হয়। শাস্ত্রে বিধি আছে, যূপে পশু বাঁধিবেক। ইহাতে আকাঙ্ক্ষা হয়, যূপ কি? শাস্ত্রও তৎপূরণার্থ বলেন, যূপ অষ্টাস্রীকৃত কাষ্ঠবিশেষ। এইরূপ ব্রহ্ম জানিবেক বা আত্মা জানিবেক, এতদ্রূপ বিধি উপাসনার্থ উক্ত হয়। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা হয়, ব্রহ্ম কি? বেদান্ত তাহার পূরণার্থ বলেন, অহং ব্রহ্ম ইত্যাদি।

তস্যার্থঃ কর্ম্মববোধনং নাম চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনং, তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ, তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ, আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানামিতি চ।

তথাহি।—অজ্ঞাতসঙ্গতিত্বেন শাস্ত্রত্বেনার্থবত্তয়া মননাদিপ্রতীত্যা চ কার্য্যার্থাৎ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ। ন খলু বেদান্তাঃ সিদ্ধব্রহ্মরূপপরা ভবিতুমর্হন্তি তত্রাবিদিতসঙ্গতিত্বাৎ। যত্র হি শব্দা লোকেন প্রযুজ্যন্তে তত্র তেষাং সঙ্গতিগ্রহঃ। ন চাহেয়মনুপাদেয়ং রূপমাত্রং কশ্চিদ্বিবক্ষতি প্রেক্ষাবান্। তস্যাবুভুৎসিতত্বাৎ। অবুভুৎসিতাববোধনে চ প্রেক্ষাবত্তাবিঘাতাৎ। তস্মাৎ প্রতিপিৎসিতং প্রতিপিপাদয়িষন্নয়ং লোকঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুভূতমেবার্থং প্রতিপাদয়েৎ কার্য্যঞ্চাবগতং তদ্ধেতুরিতি তদেব বোধয়েৎ। এবঞ্চ বৃদ্ধ-

---

(প্রধান উদ্দেশ্য) ইহা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ শাস্ত্র কেবল ক্রিয়ার উপদেশ করে, নিষ্ক্রিয়তার উপদেশ করে না।" (৪) "চোদনা কি?-না ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক বাক্য।" (৫) "তাহার অর্থাৎ ক্রিয়ার বা ধর্ম্মের জ্ঞান জন্মানই উপদেশ। অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞাপক বিধিবাক্যই অপৌরুষেয় উপদেশ, অন্য সকল অনুবাদ।" (৬) "সেই হেতু, বেদোক্ত প্রসিদ্ধ পদ সকলকে ক্রিয়া-বোধক বিধিপ্রত্যয়ের সহিত উচ্চারণ ও অন্বয় করিতে হয়।" (৭) "যখন ক্রিয়াই আম্নায়ের অর্থাৎ বেদের অর্থ; তখন ইহাও স্বীকার্য্য যে, যাহা ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে তাহার অর্থও তাহা নহে। অর্থাৎ তাহার যথাশ্রুত আক্ষরিক অর্থ ত্যাগ করিয়া তাৎপর্য্যার্থই গ্রহণ করিতে হয়।" (৮)

---

(৪) এটী মীমাংসাভাষ্যের কথা। কথাটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ, একমাত্র ধর্ম্মই বেদার্থ।

(৫) এটী মীমাংসাভাষ্যের কথা। জৈমিনি মুনি ধর্ম্মলক্ষণ বলিয়াছেন, সেই লক্ষণে চোদনা শব্দ আছে, শবরস্বামী তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, চোদনা ও চোদক বাক্য একই কথা। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিজনক বেদবাক্য, বিধিবাক্য, চোদক বাক্য বা চোদনা, এ সকল সমানার্থক শব্দ। অভিপ্রায় এই যে, যে বাক্যে ক্রিয়াজ্ঞান হয় না, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে না সে বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ অগ্রাহ্য।

(৬) এটী জৈমিনি মুনির কথা।

(৭) এটীও মীমাংসাশাস্ত্রের সূত্র। এ সূত্রটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, বেদে যে সকল সিদ্ধবস্তু অভিহিত হইয়াছে, সে সমস্তই ক্রিয়াঙ্গ এবং ক্রিয়ার জন্যই সে সকলের উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং সে সকল অনুবাদমাত্র, মুখ্য উপদেশ বা অজ্ঞাতজ্ঞাপক বাক্য নহে।

(৮) এটীও জৈমিনি সূত্রের কথা।

অতঃ পুরুষং ক্বচিদ্বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তয়ৎ কুতশ্চিদ্বিষয়বিশেষান্নিবর্ত্তয়চ্চার্থবচ্ছাস্ত্রং, তচ্ছেষতয়া চান্যদপ্যুপযুক্তং, তৎসামান্যাদ্বেদান্তানামপি তথৈবার্থবত্ত্বং স্যাৎ। সতি চ বিধিপরত্বে যথা স্বর্গাদিকামস্যাগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধীয়তে এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি যুক্তম্।

ব্যবহারপ্রয়োগাৎ পদানাং কার্য্যপরতামবগচ্ছতি। তত্র কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎকার্য্যাভিধায়কং কিঞ্চিৎ কার্য্যার্থস্বার্থাভিধায়কম্। ন তু ভূতার্থপরতা পদানাম্। অপি চ নরান্তরস্য ব্যুৎপন্নস্যার্থপ্রত্যয়মনুমায় তস্য চ শব্দভাবাভাবানুবিধানমবগম্য শব্দস্য তদ্বিষয়বোধকত্বং নিশ্চেতব্যম্। ন চ ভূতার্থরূপমাত্রপ্রত্যয়ে পরনরবর্ত্তিনি কিঞ্চিল্লিঙ্গমস্তি। কার্য্যপ্রত্যয়ে তু নরান্তরবর্ত্তিনি প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্তো হেতূ ইত্যজ্ঞাতসঙ্গতিত্বান্ন ব্রহ্মরূপপরা বেদান্তাঃ। অপি চ বেদান্তানাং বেদত্বাৎ শাস্ত্রত্বপ্রসিদ্ধিরস্তি। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরাণাঞ্চ সন্দর্ভাণাং শাস্ত্রত্বম্। যথাহুঃ।—

প্রবৃত্তির্ব্বা নিবৃত্তির্ব্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে॥

ইতি। তস্মাচ্ছাস্ত্রত্বপ্রসিদ্ধ্যা ব্যাহতমেষাং স্বরূপপরত্বম্। অপি চ, ন ব্রহ্মরূপপ্রতিপাদনপরাণামেষামর্থবত্ত্বং পশ্যামঃ। ন চ রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গ ইতি যথাকথঞ্চিল্লক্ষণয়া বাক্যার্থতত্ত্বনিশ্চয়ে যথা ভয়কম্পাদিনিবৃত্তিঃ এবং তত্ত্বমসীতিবাক্যার্থাবগমান্নিবৃত্তির্ভবতি সাংসারিকাণাং ধর্ম্মাণাম্। শ্রুত-

---

[অতঃ…স্যাৎ] যখন শাস্ত্রতাৎ পর্য্যবিৎ আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ে, শাস্ত্র অধিকারি-পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত করাইয়া অথবা বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া অর্থবৎ হয়, এরূপ স্থির হইয়াছে, তখন ইহাও স্থির হইয়াছে যে, বিধিনিষেধই শাস্ত্র, অন্য সকল তাহার অঙ্গ বা পৃষ্ঠপোষক। অপিচ, কর্ম্মশাস্ত্রও শাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্রও শাস্ত্র, সুতরাং কর্ম্মশাস্ত্রের দৃষ্টান্তে বেদান্তশাস্ত্রের অর্থও ঐরূপে নির্ণয় করা উচিত অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রকেও বিধিপর বলা উচিত। [সতি চ…যুক্তম্] বেদান্তশাস্ত্র বিধিপর হইলে অর্থাৎ বেদান্তের অর্থও বিধি, ইহা স্থির হইলে, কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্বর্গকামী অধিকারিপুরুষের উদ্দেশে তৎসাধনীভূত অগ্নিহোত্র যাগাদি বিহিত হইয়াছে, বেদান্তশাস্ত্রেও তেমনি মোক্ষকামী পুরুষের

নন্বিহ জিজ্ঞাস্যবৈলক্ষণ্যমুক্তং, কর্ম্মকাণ্ডে ভব্যোধর্ম্মো-জিজ্ঞাস্যঃ, ইহ তু ভূতং নিত্যনির্ব্বৃত্তং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য-মিতি। অত্র ধর্ম্মজ্ঞানফলাদনুষ্ঠানাপেক্ষাদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম-জ্ঞানফলং ভবিতুমর্হতি। নার্হত্যেবং ভবিতুং, কার্য্যবিধি-

---

বাক্যার্থস্যাপি পুংসস্তেষাং তাদবস্থ্যাৎ। অপি চ, যদি শ্রুতব্রহ্মণো ভবতি সাংসারিকধর্ম্মনিবৃত্তিঃ কস্মাৎ পুনঃ শ্রবণস্যোপরি মননাদয়ঃ শ্রূয়ন্তে ? তস্মা-ত্তেষাং বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদপি ন ব্রহ্মস্বরূপপরা বেদান্তাঃ কিন্ত্বাত্মপ্রতিপত্তিবিষয়-কার্য্যপরাঃ। তচ্চ কার্য্যং স্বাত্মনি নিযোজ্যং নিযুঞ্জানং নিয়োগ ইতি চ মানা-ন্তরাপূর্ব্বতয়াঽপূর্ব্বমিতি চাখ্যায়তে। ন চ বিষয়ানুষ্ঠানং বিনা তৎসিদ্ধি-রিতি স্বসিদ্ধ্যর্থং তদেব কার্য্যং স্ববিষয়স্য করণস্যাত্মজ্ঞানস্যানুষ্ঠানমাক্ষিপতি। যথা চ কার্য্যং স্ববিষয়াধীননিরূপণমিতি জ্ঞানেন বিষয়েণ নিরূপ্যতে এবং জ্ঞানমপি স্ববিষয়মাত্মানমন্তরেণাশক্যনিরূপণমিতি তন্নিরূপণায় তাদৃশমাত্মা-নমাক্ষিপতি তদেব কার্য্যম্। যথাহুঃ।—'যত্তু তৎসিদ্ধ্যর্থমুপাদীয়তে আক্ষি-প্যতে তদপি বিধেয়মিতি তন্ত্রে ব্যবহার' ইতি। বিধেয়তা চ নিয়োগ-বিষয়স্য জ্ঞানস্য ভাবার্থতয়াঽনুষ্ঠেয়তা তদ্বিষয়স্য ত্বাত্মনঃ স্বরূপসত্তাবিনিশ্চি-তিরারোপিততদ্ভাবস্য ত্বন্যস্য নিরূপকত্বে তেন তন্নিরূপিতং ন স্যাৎ। তস্মা-ত্তাদৃগাত্মপ্রতিপত্তিবিধিপরেভ্যো বেদান্তেভ্যস্তাদৃগাত্মবিনিশ্চয়ঃ। তদেতৎ-সর্ব্বমাহ—"যদ্যপি" ইতি। বিধিপরেভ্যোঽপি। বস্তুতত্ত্ববিনিশ্চয় ইত্যত্র নিদর্শনমুক্তং—"যথা যূপ" ইতি। যূপে পশুং বধ্নাতীতি বন্ধনায় বিনিযুক্তে যূপে তস্যালৌকিকত্বাৎ কোঽসৌ যূপ ইত্যপেক্ষিতে খাদিরোযূপোভবতি, যূপং তক্ষতি, যূপমষ্টাস্রীকরোতীত্যাদিভির্ব্বাক্যৈস্তক্ষণাদিবিধিপরৈরপি সং-স্কারাবিষ্টং বিশিষ্টসংস্থানং দারু যূপ ইতি গম্যতে। এবমাহবনীয়াদয়োঽপ্যব-গন্তব্যাঃ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরস্য শাস্ত্রত্বং ন স্বরূপপরস্য কার্য্য এব সম্বন্ধো ন

উদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান বিহিত হইয়াছে। [নন্বিহ…মর্হতি] যদি বল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ কাণ্ডের (জ্ঞানকাণ্ডের) জিজ্ঞাস্য পৃথক ;—কর্ম্মকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম, তাহা ভব্য অর্থাৎ উৎপাদ্য, আর এ কাণ্ডের জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম, তাহা নিত্যসিদ্ধ (চিরকালই আছে, জন্মে না) সুতরাং জিজ্ঞাস্যভেদ ও ফলভেদ থাকায় কর্ম্মকাণ্ড হইতে এ কাণ্ডের পার্থক্য আছে এবং তদ্ধেতুক উক্ত উভয়ের সিদ্ধান্তও পৃথক্ হইতে পারে। অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ধর্ম্মজ্ঞান-ফল হইতে ব্রহ্মজ্ঞান-ফল ভিন্ন বা পৃথক্ হওয়াই উচিত, এ কথা বলিলে, আমরা বলিব, [নার্হত্যেবং…ভবিতুং] ঐ প্রকার হইতে পারে না। [কার্য্য…এবমাদয়ঃ]

প্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, য আত্মাঽপহতপাপ্মা সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, আত্মেত্যেবোপাসীত, আত্মানমেব লোকমুপাসীত, ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ইত্যাদিষু হি বিধানেষু সৎসু

স্বরূপ ইতি হেতুদ্বয়ং ভাষ্যবাক্যেনোপপাদিতং "প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বাৎ" ইত্যাদিনা "তৎসামান্যাদ্বেদান্তানামপি তথৈবার্থবত্ত্বং স্যাৎ" ইত্যন্তেন। ন চ স্বতন্ত্রং কার্য্যং নিযোজ্যমধিকারিণমনুষ্ঠাতারমন্তরেণেতি নিযোজ্যভেদমাহ।—"সতি চ বিধিপরত্ব" ইতি। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি সিদ্ধবদর্থবাদাবগতস্যাপি ব্রহ্মভবনস্য নিযোজ্যবিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং ব্রহ্মবুভূষোর্নিযোজ্যবিশেষস্য রাত্রিসত্রন্যায়েন প্রতিলম্ভঃ। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞন্যায়েন তু স্বর্গকামস্য নিযোজ্যস্য কল্পনায়ামর্থবাদস্যাসমবেতার্থতয়াত্যন্তপরোক্ষা বৃত্তিঃ স্যাদিতি। ব্রহ্মভাবশ্চামৃতত্বমিতি "অমৃতত্বকামস্য" ইত্যুক্তম্। অমৃতত্বং চামৃতত্বাদেব, ন কৃতকত্বেন শক্যমনিত্যমনুমাতুম্। আগমবিরোধাদিতি ভাবঃ। উক্তেন ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যেন বিধ্যবিষয়ত্বং চোদয়তি।—"নন্বু" ইতি। পরিহরতি।—"নার্হত্যেবম্" ইতি। অত্র চাত্মদর্শনং ন বিধেয়ম্। তদ্ধি দৃশেরুপলব্ধিবচনত্বাৎ শ্রাবণং বা স্যাৎ প্রত্যক্ষং বা। তত্র শ্রাবণং ন বিধেয়ং স্বাধ্যায়বিধিনৈবাঽস্য প্রাপিতত্বাৎ কর্ম্মশ্রবণবৎ। নাপি লৌকিকং প্রত্যক্ষং তস্য নৈসর্গিকত্বাৎ। ন চোপনিষদাত্মবিষয়ং ভাবনাধেয়বৈশদ্যং বিধেয়ং তস্যোপাসনাবিধানাদেব বাজিনবদনুনিষ্পাদিতত্বাৎ। তস্মাদৌপনিষদাত্মোপাসনাঽমৃতত্বকামং নিযোজ্যং প্রতি বিধীয়তে। দ্রষ্টব্য ইত্যাদয়স্তু বিধিসরূপা ন বিধয় ইতি। তদিদমুক্তং "তদুপাসনাচ্চ" ইতি। অর্থবত্তয়া মননাদিপ্রতীত্যা চেত্যস্য শেষঃ প্রপঞ্চো নিগদব্যাখ্যাতঃ।

কেন না, বেদান্ত ব্রহ্মকে ক্রিয়াবিধির অঙ্গরূপেই প্রতিপন্ন করে—উপাসনা ক্রিয়ার অঙ্গরূপেই বোধ জন্মায়। যথা—"আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান উৎপাদন করিবেক।" "আত্মা নিষ্পাপ, তিনিই অন্বেষণীয়।" "তাঁহাকেই জানিবেক।" "আত্মাই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবেক।" "এই লোক আত্মা বা আত্মাই লোক, এইরূপে উপাসনা করিবেক।" "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়।" (৯) এই সকল বিধান বা বিধিবাক্য হইতে আত্মা কি? ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম কিং-

---

(৯) অভিপ্রায় এই যে, "করিবেক" প্রভৃতি কথার দ্বারা কর্ত্তব্যতা ও ক্রিয়াপ্রতীতি হয়, সুতরাং ব্রহ্মও তাহার আশ্রয় বা অবলম্বনরূপে বুদ্ধি গোচর হন।

কোঽসাবাত্মা ব্রহ্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপসমর্পণেন সর্ব্বে বেদান্তা উপযুক্তা নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতোনিত্যতৃপ্তোনিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোবিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যেবমাদয়ঃ। তদু-পাসনাচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টোঽদৃষ্টোমোক্ষঃ ফলং ভবিষ্যতি। কর্ত্তব্য

তদেকদেশিমতং দূষয়তি।—"অত্রাভিধীয়তে"। "ন," একদেশিমতম্, কুতঃ, "কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যাৎ"। পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মফলে সুখদুঃখে তত্র মনুষ্যলোকমারভ্যাব্রহ্মলোকাৎ সুখস্য তারতম্যমধিকোৎকর্ষঃ। এবং মনুষ্যলোকমারভ্য দুঃখতারতম্যমা চাবীচিলোকাৎ। তচ্চ সর্ব্বং কার্য্যঞ্চ বিনাশি চ। আত্যন্তিকং ত্বশরীরত্বমনতিশয়ং স্বভাবসিদ্ধতয়া নিত্যমকার্য্য-মাত্মজ্ঞানস্য ফলম্। তদ্ধি ফলমিব ফলম্। অবিদ্যাপনয়মাত্রেণাবির্ভাবাৎ। এতদুক্তং ভবতি।—ত্বয়াপ্যুপাসনাবিধিপরত্বং বেদান্তানামভ্যুপগচ্ছতা নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধত্বাদিরূপব্রহ্মাত্মতা জীবস্য স্বাভাবিকী বেদান্তগম্যাস্থীয়তে। সা চোপাসনাবিষয়স্য বিধের্ন ফলং নিত্যত্বাদকার্য্যত্বাৎ। নাপ্যবিদ্যাপিধানা-পনয়ঃ। তস্য স্ববিরোধিবিদ্যোদয়াদেব ভাবাৎ। নাপি বিদ্যোদয়ঃ। তস্যাপি শ্রবণমননপূর্ব্বকোপাসনাজনিতসংস্কারসচিবাদেব চেতসোভাবাৎ। উপাসনা-সংস্কারবদুপাসনাঽপূর্ব্বমপি চেতঃসহকারীতি চেৎ দৃষ্টঞ্চ খলু নৈয়োগিকং ফলমৈহিকমপি, যথা চিত্রাকারীর্য্যাদিনিয়োগানামনিয়তনিয়তফলানাম্। ন। গান্ধর্ব্বশাস্ত্রোপাসনাবাসনায়া ইবাপূর্ব্বানপেক্ষায়াঃ ষড়্‌জাদিসাক্ষাৎকারে বেদান্তার্থোপাসনাবাসনায়া জীবব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারেঽনপেক্ষায়া এব সাম-র্থ্যাৎ। তথা চামৃতীভাবং প্রত্যহেতুত্বাদুপাসনাপূর্ব্বস্য নামৃতত্বকামস্তৎকার্য্য-মববোদ্ধুমর্হতি। অন্যদিচ্ছত্যন্যৎ করোতীতি হি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন চ তৎকামঃ ক্রিয়ামেব কার্য্যমবগমিষ্যতি নাপূর্ব্বমিতি সাম্প্রতম্। তস্যা মানা-

---

স্বরূপ? এতদ্বিধ আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পরে, তাঁহার স্বরূপবোধক বাক্যসকল সেই আকাঙ্ক্ষার প্রপূরণ করিয়া চরিতার্থ হয়। যথা—ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। তিনি বিজ্ঞানঘন ও আনন্দ-ঘন। এইরূপ এইরূপ যত বাক্য আছে, সমস্তই মুলবিধিসমুত্থাপ্য আকা-ঙ্ক্ষার প্রপূরণার্থ সেই সেই পদার্থের স্বরূপ সমর্পণ করে মাত্র, অন্য কিছু করে না। [তদু...ভবিষ্যতি] তাঁহার উপাসনা করিলে বা ঐরূপে উপা-সনা করিলে শাস্ত্রোক্ত মোক্ষফল হয়। [কর্ত্তব্য…স্যাৎ] এ শাস্ত্রে যদি

বিধ্যননুপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাঽসৌ গচ্ছতীত্যাদিবাক্যবদ্বেদান্তবাক্যানামানর্থক্যমেব স্যাৎ। ননু বস্তুমাত্রকথনেঽপি

ন্তরাদেব তৎসাধনত্বপ্রতীতের্ব্বিধের্বৈয়র্থ্যাৎ। ন চাবঘাতাদিবিধিতুল্যতা। তত্রাপি নিয়মাপূর্ব্বস্যান্যতোঽনবগতেঃ। ন চ ব্রহ্মভূয়াদন্যদমৃতত্বমার্থবাদিকং কিঞ্চিদস্তি যেন তৎকাম উপাসনায়ামধিক্রিয়তে। বিশ্বজিন্ন্যায়েন তু স্বর্গকল্পনায়াং সাতিশয়ত্বং ক্ষয়িত্বঞ্চেতি ন নিত্যফলত্বমুপাসনায়াঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মভূয়স্যাঽবিদ্যাপিধানাপনয়মাত্রেণাবির্ভাবাৎ, অবিদ্যাপনয়স্য চ বেদান্তার্থবিজ্ঞানাদবগতিপর্য্যন্তাদেব সম্ভবাৎ, উপাসনায়াঃ সংস্কারহেতুভাবস্য, সংস্কারস্য চ সাক্ষাৎকারোপজননে মনঃসাচিব্যস্য চ মানান্তরসিদ্ধত্বাৎ, আত্মেত্যেবোপাসীতেতি ন বিধিঃ অপি তু বিধিসরূপোঽয়ম্। যথোপাংশুযাজবাক্যে বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্য ইত্যাদয়োবিধিসরূপা ন বিধয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধমিত্যুক্তং তত্র শ্রুতিং দর্শয়তি।—"তথা চ শ্রুতি"রিতি। ন্যায়মাহ।—"অতএব" ইতি। যৎ কিল স্বাভাবিকং তন্নিত্যং যথা চৈতন্যং স্বাভাবিকঞ্চেদং তস্মান্নিত্যম্। পরে হি দ্বয়ীং নিত্যতামাহুঃ। কূটস্থনিত্যতাং পরিণামি-

---

বিধির অনুপ্রবেশ না থাকে—ক্রিয়াসংস্রব না থাকে—ব্রহ্ম যদি উপাসনা ক্রিয়ার অঙ্গ (অবলম্বন) না হন—ব্রহ্মবিষয়ে যদি কোনরূপ কর্ত্তব্যতার প্রবেশ না থাকে—তাহা হইলে কেবলমাত্র বস্তু উপদেশের ফল কি? যে কথা বা যে উপদেশ শুনিলে কোনরূপ ত্যাগবুদ্ধি অথবা গ্রহণবুদ্ধি না হয়—সে কথা বা সে উপদেশ অবশ্যই ব্যর্থ। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা এবং রাজা যাইতেছেন, কেবলমাত্র এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? ঐরূপ কথা শুনিলে ও বলিলে কোনও ফল হয় না। ঐ উক্তি যেমন নিষ্ফল, কর্ত্তব্যতাজ্ঞানের অনুৎপাদক, বিধিসংশ্রব না থাকিলে "ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাবিধ বাক্যও তদ্রূপ নিষ্ফল বা নিয়োজনীয়। ঐরূপ বাক্য। কর্ত্তব্যতাবোধের অনুৎপাদক সুতরাং বিফল।(১০)

[ননু বস্তু…বত্ত্বং স্যাৎ] যদি বল, কেবলমাত্র বস্তু উপদেশ করিলেও—

---

(১০) এ সকল কথার সার সিদ্ধান্ত এই যে, সিদ্ধবস্তু সকল ক্রিয়াবিশেষের অঙ্গ বা আশ্রয়রূপে অনূদিত হয়, উপদিষ্ট হয় না। ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তু হন—তাহা হইলে এ শাস্ত্রে তিনি অবশ্যই উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গ বা আলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছেন এবং তদ্রূপ উপাসনায় মোক্ষফল জন্মিয়া থাকে।

রজ্জুরিয়ং নাঽয়ং সর্প ইত্যাদৌ ভ্রান্তিজনিতভীতিনিবর্ত্তনে নার্থবত্ত্বং দৃষ্টং তথেহাপ্যসংসার্য্যাত্মবস্তুকথনেন সংসারিত্ব-ভ্রান্তিনিবর্ত্তনেনার্থবত্ত্বং স্যাৎ। স্যাদেতদেবম্, যদি রজ্জু-

নিত্যতাঞ্চ। তত্র নিত্যমিত্যুক্তে মা ভূদস্য পরিণামিনিত্যতেত্যত আহ।—"তত্র কিঞ্চিৎ" ইতি। পরিণামিনিত্যতা হি ন পারমার্থিকী। তথাহি।—তৎ সর্ব্বাত্মানা বা পরিণমেদেকদেশেন বা। সর্ব্বাত্মনা পরিণামে কথং ন তত্ত্বব্যাহতিঃ? একদেশপরিণামে বা স একদেশস্ততোভিন্নো বাঽভিন্নোবা। ভিন্নশ্চেৎ কথং তস্য পরিণামঃ? ন হ্যন্যস্মিন্ পরিণমমানেঽন্যঃ পরিণমতে অতিপ্রসঙ্গাৎ। অভেদে বা কথং ন সর্ব্বাত্মনা পরিণামঃ? ভিন্নাভিন্নং তদিতি চেৎ, তথাহি—তদেব কারণাত্মনাঽভিন্নং ভিন্নঞ্চ কার্য্যাত্মানা কটকাদয় ইবা-ভিন্না হাটকাত্মনা ভিন্নাশ্চ কটকাদ্যাত্মনা। ন চ ভেদাভেদয়োর্ব্বিরোধান্নৈ-কত্র সমবায় ইতি যুক্তম্। বিরুদ্ধমিতি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো যৎ প্রমাণবিপর্য্যয়েণ বর্ত্ততে। যত্তু যথা প্রমাণেনাবগম্যতে তস্য তথাভাব এব। কুণ্ডলমিদং সুবর্ণমিতি সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ে ব্যক্তং ভেদাভেদৌ চকাস্তঃ। তথা-হ্যাত্যন্তিকেঽভেদেঽন্যতরস্য দ্বিরবভাসপ্রসঙ্গঃ। ভেদে চাত্যন্তিকে ন সামানাধিকরণ্যং গবাশ্ববৎ। আধারাধেয়ভাবে একাশ্রয়ত্বে বা ন সামানা-ধিকরণ্যম্। ন হি ভবতি কুণ্ডং বদরমিতি। নাপ্যেকাসনস্থয়োশ্চৈত্রমৈত্রয়ো-শ্চৈত্রোমৈত্র ইতি। সোঽয়মবাধিতোঽসন্দিগ্ধঃ সর্ব্বজনীনঃ সামানাধিকরণ্য-প্রত্যয় এব কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ ব্যবস্থাপয়তি। তথা চ কার্য্যাণাং কারণাত্মত্বাৎ কারণস্য চ সদ্রূপস্য সর্ব্বত্রানুগমাৎ সদ্রূপেণাভেদঃ কার্য্যস্য জগতো ভেদঃ কার্য্যরূপেণ গোঘটাদিনেতি। যথাহুঃ।—

কার্য্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।
হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥ ইতি।

অত্রোচ্যতে। কঃ পুনরয়ং ভেদো নাম যঃ সহাভেদেনৈকত্র ভবেৎ।

উপদিষ্টবাক্যে কর্ত্তব্যতাজ্ঞান না জন্মিলেও—রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্তে আত্মবোধক বাক্যসমুদয়ের সাফল্য বা অর্থবত্তা থাকে;—যেমন "ইহা রজ্জু, সর্প নহে" এতন্মাত্র উপদেশের (বাক্যের) দ্বারা ভ্রান্তিজনিত ভয়কম্পাদি নিবৃত্ত হওয়ায় "ইহা সর্প নহে, রজ্জু" এই বাক্যের সার্থক্য থাকে; তদ্রূপ, সংসারাতীত আত্মবস্তুর বোধক বেদান্তবাক্যের দ্বারা আত্মার সংসারিত্বভ্রম বিদূরিত হওয়ায় তদ্বাক্যেরও সার্থক্য থাকিবে। [স্যাদেতদেবং...দর্শনাৎ] এ কথা

স্বরূপশ্রবণ ইব সর্পভ্রান্তিঃ সংসারিত্বভ্রান্তির্ব্রহ্মস্বরূপশ্রবণমাত্রেণ নিবর্ত্তেত,ন তু নিবর্ত্ততে। শ্রুতব্রহ্মণোঽপি যথাপূর্ব্বং সুখদুঃখাদিসংসারধর্ম্মদর্শনাৎ, শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ শ্রবণোত্তরকালয়োর্ম্মননিদিধ্যাসনয়োর্দ্দর্শনাৎ। তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যমিতি।

পরম্পরাভাব ইতি চেৎ, কিময়ং কার্য্যকারণয়োঃ কটকহাটকয়োরস্তি ন বা। ন চেদেকত্বমেবাস্তি ন চ ভেদঃ। অস্তি চেদ্ভেদ এব নাভেদঃ। ন চ ভাবাভাবয়োরবিরোধঃ সহাবস্থানাসম্ভবাৎ। সম্ভবে বা কটকবর্দ্ধমানকয়োরপি তত্ত্বেনাভেদপ্রসঙ্গঃ ভেদস্যাভেদাবিরোধাৎ। অপি চ কটকস্য হাটকাদভেদে যথা হাটকাত্মনা কটকমুকুটকুণ্ডলাদয়ো ন ভিদ্যন্তে এবং কটকাত্মনাপি ন ন ভিদ্যেরন্ কটকস্য হাটকাদভেদাৎ। তথা চ হাটকমেব বস্তু সন্ন কটকাদয়ো ভেদস্যাপ্রতিভাসনাৎ। অথ হাটকত্বেনৈবাভেদো ন কটকত্বেন তেন তু ভেদ এব কুণ্ডলাদেঃ। যদি হাটকাদভিন্নঃ কটকঃ কথময়ং কুণ্ডলাদিষু নানুবর্ত্ততে। নানুবর্ত্ততে চেৎ, কথং হাটকাদভিন্নঃ কটকঃ। যে হি যস্মিন্ননুবর্ত্তমানে ব্যাবর্ত্তন্তে তে ততো ভিন্না এব যথা সূত্রাৎ কুসুমভেদাঃ। নানুবর্ত্তন্তে চানুবর্ত্তমানেঽপি হাটকত্বে কুণ্ডলাদয়ঃ। তস্মাৎ তেঽপি হাটকাদ্ভিন্না এবেতি। সত্তানুবৃত্ত্যা চ সর্ব্ববস্ত্বনুগমে ইদমিহ নেদমিদমস্মান্নেদমিদমিদানীং নেদমিদমেবং নেদমিতি বিভাগো ন স্যাৎ। কস্যচিৎ কচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিদ্বিবেকহেতোরভাবাৎ। অপিচ, দূরাৎ কনকমিত্যবগতে ন তস্য কুণ্ডলাদয়োবিশেষা জিজ্ঞাস্যেরন্ কনকাদভেদাত্তেষাং তস্য চ জ্ঞাতত্বাৎ। অথ ভেদোঽপ্যস্তি কনকাৎ কুণ্ডলাদীনামিতি কনকাবগমেপ্যজ্ঞাতাস্তে। নম্বভেদোপ্যস্তীতি কিং ন জ্ঞাতা প্রত্যুত জ্ঞানমেব তেষাং যুক্তং কারণা-

---

বা এ কথা বলিতে পারিতে, যদি রজ্জুস্বরূপ শ্রবণের পর সর্পভ্রান্তিনিবৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বশ্রবণের পর সংসারিত্বভ্রম নিবৃত্ত হইত। আমরা দেখিতেছি, শতবার ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও লোকের সংসারিত্ব ভ্রম যায় না, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সুখদুঃখাদি সংসারধর্ম্ম থাকে। অপিচ, [শ্রোতব্যো...গন্তব্যম্] শাস্ত্রেও শ্রবণের পর মননের ও নিদিধ্যাসনের বিধান আছে। এই সকল কারণে ব্রহ্মকে জ্ঞানবিধির বা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে গ্রহণ এবং ঐরূপেই

অত্রাভিধীয়তে, ন, কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োর্বৈলক্ষণ্যাৎ। শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং, যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রিতা। অধর্ম্মোঽপি হিংসাদিঃ প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ জিজ্ঞাস্যঃ পরিহারায়। তয়োশ্চোদনালক্ষণয়োরর্থানর্থয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ

ভাবে হি কার্য্যাভাব ঔৎসর্গিকঃ। স চ কারণসত্ত্বয়াঽপোদ্যতে। অস্তি চাভেদে কারণসত্ত্বেতি কনকে জ্ঞাতে জ্ঞাতা এব কুণ্ডলাদয় ইতি তজ্জিজ্ঞাসা-জ্ঞানানি চানর্থকানি স্যুঃ। তেন যস্মিন্ গৃহ্যমাণে যন্ন গৃহ্যতে তত্ততো-ভিদ্যতে। যথা করভে গৃহ্যমাণেঽগৃহ্যমাণো রাসভঃ করভাৎ। গৃহ্যমাণে চ দূরতো হেম্নি ন গৃহ্যন্তে তস্য ভেদাঃ কুণ্ডলাদয়স্তস্মাত্তে হেম্নো ভিদ্যন্তে। কথং তর্হি হেমকুণ্ডলমিতি সামানাধিকরণ্যমিতি চেৎ, ন হ্যাধারাধেয়ভাবে সমানাশ্রয়ত্বে বা সামানাধিকরণ্যমিত্যুক্তম্। অথানুবৃত্তিব্যাবৃত্তিব্যবস্থা চ হেম্নি জ্ঞাতে কুণ্ডলাদিজিজ্ঞাসা চ কথম্। ন খল্বভেদ ঐকান্তিকেঽনৈকান্তিকে চৈতদুভয়মুপপদ্যতে যত ইত্যুক্তম্। তস্মাদ্ভেদাভেদয়োরন্যতরস্মিন্নবহেয়েঽভেদোপাদানৈব ভেদকল্পনা ন ভেদোপাদানাঽভেদকল্পনেতি যুক্তম্। ভিদ্য-

---

তিনি শাস্ত্রপ্রমাণে প্রমিত, ইহা স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য (১১)। [অত্রাভিধীয়তে] এ সম্বন্ধে অর্থাৎ এই সকল কথার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা এক্ষণে এইরূপ বলিব।—

[ন...লক্ষণ্যাৎ] আমরা বলিব, না—ওরূপ না। (১২) অর্থাৎ মুক্তি বিধিজন্য নহে; তাহা আত্মার স্বরূপ, সুতরাং সিদ্ধ, সাধ্য নহে। এ কথা কেন বলি? না কর্ম্মফলের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানফলের অত্যন্ত ভিন্নতা আছে। [শারীরং...মনুশ্রূয়তে] কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম বা ক্রিয়াসমূহ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ধর্ম্ম-নামে প্রসিদ্ধ। সেই ধর্ম্মনামক ক্রিয়াসমূহ যৎ স্বরূপ —তাহা বুঝাইবার জন্য "অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্র জৈমিনিকর্ত্তৃক কথিত

---

(১১) অর্থাৎ শাস্ত্র ঐরূপেই ব্রহ্মসমর্পণ করেন। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার কথা এই যে, দ্রব্য ও দেবতা যেমন ক্রিয়াবিধির অঙ্গ, ব্রহ্মও তেমন জ্ঞানবিধির বা উপাসনাবিধির অঙ্গ। স্বর্গ যেমন কার্য্যসাধ্য, তদ্রূপ মুক্তিও কার্য্যসাধ্য। কার্য্যযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না।

(১২) অর্থাৎ মীমাংসকগণের ঐ সকল কথা অর্থাৎ ঐরূপ নির্ণয় (শাস্ত্রে মোক্ষকামী পুরুষের উদ্দেশে জ্ঞানগুণের বিধান হইয়াছে; তৎক্রমে বা তাহারই অবলম্বন জন্য ব্রহ্ম বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে) এইরূপ এইরূপ কথা সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত নহে।

ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবাঙ্মনোভিরেবোপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু প্রসিদ্ধে। মনুষ্যত্বাদারভ্য যাবৎস্যাব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যমনু-

---

মানতন্ত্রত্বাদ্ভেদস্য ভিদ্যমানানাঞ্চ প্রত্যেকমেকত্বাৎ একাভাবে চানাশ্রয়স্য ভেদস্যাযোগাৎ একস্য চ ভেদানধীনত্বাৎ নায়ময়মিতি চ ভেদগ্রহস্য প্রতি-যোগিগ্রহসাপেক্ষত্বাদেকত্বগ্রহস্য চান্যানপেক্ষত্বাদভেদোপাদানৈবানির্ব্বচনীয়-ভেদকল্পনেতি সাম্প্রতম্। তথা চ শ্রুতিঃ। 'মৃত্তিকেত্যেব সত্য'মিতি। তস্মাৎ কূটস্থনিত্যতৈব পারমার্থিকী ন পরিণামিনিত্যতেতি সিদ্ধম্। "ব্যোম-বৎ" ইতি চ দৃষ্টান্তঃ পরসিদ্ধঃ। অস্মন্মতে তস্যাপি কার্য্যত্বেনানিত্যত্বাৎ। অত্র চ "কূটস্থনিত্য"মিতি নির্ব্বর্ত্যকর্ম্মতামপাকরোতি। "সর্ব্বব্যাপী"তি প্রাপ্যকর্ম্মতাম্, "সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত"মিতি বিকার্য্যকর্ম্মতাম্, "নিরবয়ব"মিতি সংস্কার্য্যকর্ম্মতাম্। ব্রীহীণাং খলু প্রোক্ষণেন সংস্কারাখ্যোঽংশো যথা জন্যতে নৈবং ব্রহ্মণি কশ্চিদংশঃ ক্রিয়াধেয়োঽস্ত্যনবয়বত্বাৎ। অনংশত্বাদিত্যর্থঃ। পুরুষার্থতামাহ।—"নিত্যতৃপ্ত"মিতি। তৃপ্ত্যা দুঃখরহিতং সুখমুপলক্ষয়তি। ক্ষুদ্দুঃখনিবৃত্তিসহিতং হি সুখং তৃপ্তিঃ। সুখং চাপ্রতীয়মানং ন পুরুষার্থ ইত্যত আহ।—"স্বয়ংজ্যোতি"রিতি। তদেবং স্বমতেন মোক্ষাখ্যং ফলং নিত্যং শ্রুত্যাদিভিরুপপাদ্য ক্রিয়ানিষ্পাদ্যস্য তু মোক্ষস্যানিত্যত্বং প্রসঞ্জয়তি। —"তদ্বদি" ইতি। ন চাগমবাধঃ। আগমস্যোক্তেন প্রকারেণোপপত্তেঃ।

হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সূত্রের জিজ্ঞাস্য বা বিচার্য্য ধর্ম্ম, তাহা কায়িক বাচিক মানসিক ক্রিয়াবিশেষ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও জিজ্ঞাস্য এবং তাহাও ঐ সূত্রে সূচিত হইয়াছে। ধর্ম্ম যেমন গ্রহণের জন্য বিচার্য্য, অধর্ম্মও তেমনি পরিহারের জন্য (ছাড়াইবার জন্য) বিচার্য্য। ধর্ম্ম যেমন যাগ দান প্রভৃতির বিধান অনুসারে লক্ষিত হয়, অধর্ম্মও তেমনি হিংসাদি-নিষেধ অনুসারে নির্ণীত হয়। সুতরাং শাস্ত্রের নিয়োগ (কর ও করো না এতদ্রূপ অনুমতি) উভয়েরই লক্ষণ, ইহা উক্ত সূত্রেই প্রতিপাদিত হই-য়াছে। ঐ দুএর অর্থাৎ নিয়োগলক্ষণে লক্ষিত অর্থানর্থ নামক ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখ। সে ফল বা সে সুখ দুঃখ সর্ব্বজীবের প্রত্যক্ষ। কেন না, শরীরের দ্বারা বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা উহার ভোগ ও বিষয়ে-ন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা উহার জন্ম বা আবির্ভাব হইতেছে। ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই ঐ দুই ফল (সুখ ও দুঃখ) জ্ঞাত আছে এবং শাস্ত্রেও শুনা

শ্রূয়তে। ততশ্চ তদ্ধেতোর্ধর্ম্মস্য তারতম্যং গম্যতে। ধর্ম্ম-তারতম্যাদধিকারিতারতম্যম্। প্রসিদ্ধঞ্চার্থিত্বসামর্থ্যাদিকৃত-মধিকারিতারতম্যম্। তথা চ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনামেব বিদ্যা-

---

অপি চ জ্ঞানজন্যাপূর্ব্বজনিতো মোক্ষো নৈয়োগিক ইত্যস্যার্থস্য সন্তি ভূয়স্যঃ শ্রুতয়ো নিবারিকা ইত্যাহ।—"অপি চ ব্রহ্ম বেদ" ইতি। অবিদ্যাদ্বয়প্রতিবন্ধাপনয়মাত্রেণ চ বিদ্যায়া মোক্ষসাধনত্বং ন স্বতো ঽপূর্ব্বোৎপাদেন চেত্যত্রাপি শ্রুতিমুদাহরতি।—"ত্বং হি নঃ পিতা" ইতি। ন কেবলমস্মিন্নর্থে শ্রুত্যাদয়োঽপি অক্ষপাদাচার্য্যসূত্রমপি ন্যায়মূলমস্তীত্যাহ।—"তথা চাচার্য্যপ্রণীত"-মিতি। আচার্য্যশ্চোক্তলক্ষণঃ পুরাণে।—

'আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন চোচ্যতে' ॥ ইতি।

তেন হি প্রণীতং সূত্রং "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষামিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ" ইতি। পাঠাপেক্ষয়া কারণমুত্তরং, কার্য্যঞ্চ পূর্ব্বং, কারণাপায়ে কার্য্যাপায়ঃ, কফাপায় ইব কফোদ্ভবস্য জ্বরস্যাপায়ঃ। জন্মাপায়ে দুঃখাপায়ঃ, প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপায়ঃ, দোষাপায়ে প্রবৃত্ত্যপায়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষাপায়ঃ। মিথ্যাজ্ঞানং চাবিদ্যা, রাগাদ্যুপজননক্রমেণ দৃষ্টৈনৈব সংসারস্য পরমং নিদানম্। সা চ তত্ত্বজ্ঞানেন ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনাবগতি-

---

যায় যে, ন্যূনাধিকাবশেষে ঐ দুএর (সুখ দুঃখের) তারতম্য আছে। [ততশ্চ... তারতম্যম্] সুখের তারতম্য (অল্পাধিক্য) থাকায় তাহার মূলকারণ ধর্ম্মেরও তারতম্য আছে, এবং ধর্ম্মের তারতম্য থাকায় তাহার উপার্জ্জক পুরুষেরও তারতম্য আছে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, অর্থাৎ ইহা সকলেই জানেন যে, অর্থিত্ব ও সামর্থ্য প্রভৃতি অনুসারেই অধিকারপ্রভেদ হয়। (১৩) [তথাচ... প্রসিদ্ধং] যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করে, উপাসনা করে, জ্ঞানের বা

---

(১৩) সুখ দুঃখ সকলের সমান নহে, কামনাও সমান নহে, সকলে সকল ফল পায় না, সকলে সকল কার্য্যে ক্ষমবান্ হয় না, চিত্ত ও সুখসাধক দ্রব্যও সকলের সমান নহে। আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও সকলে সকল উপার্জ্জন করিতে পারে না। ইহা দেখিয়া নিশ্চয় হয়, অধিকারী বা ধর্ম্ম করিবার লোক একরূপ নহে এবং তাহাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মও একরূপ নহে। সুখ দুঃখের তারতম্যই তন্মূলকারণ ধর্ম্মাধর্ম্মতারতম্যের অনুমাপক, ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য থাকাই তাহার অনুষ্ঠাতৃ পুরুষের তারতম্য বা প্রভেদ থাকার অনুমাপক। ফলিতার্থ এই যে, ধর্ম্ম একরূপ নহে অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণ এক ধর্ম্ম নাই এবং সকলে সকল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম নহে।

সমাধিবিশেষাদুত্তরেণ পথা গমনম্। কেবলৈরিষ্টাপূর্ত্তদত্ত-সাধনৈর্ধূমাদিক্রমেণ দক্ষিণেন পথা গমনম্। তত্রাপি সুখ-তারতম্যং তৎসাধনতারতম্যঞ্চ শাস্ত্রাৎ যাবৎসম্পাতমুষিত্বে-

---

পর্য্যন্তেন বিরোধিনা নিবর্ত্ত্যতে। ততোঽবিদ্যানিবৃত্ত্যা ব্রহ্মরূপাবির্ভাবো মোক্ষঃ।) ন তু বিদ্যাকার্য্যস্তজ্জনিতাপূর্ব্বকার্য্যো বেতি সূত্রার্থঃ। তত্ত্ব-জ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানাপায় ইত্যেতাবন্মাত্রেণ সূত্রোপন্যাসো, ন ত্বক্ষপাদসম্মতত্ত্ব-জ্ঞানমিহ সম্মতম্। তদনেনাচার্য্যান্তরসংবাদেনায়মর্থো দৃঢ়ীকৃতঃ। স্যাদে-তৎ। নৈকত্ববিজ্ঞানং স্থিতবস্তুবিষয়ং যেন মিথ্যাজ্ঞানং ভেদাবভাসং নিবর্ত্ত-য়ন্ন বিধিবিষয়োভবেৎ। অপিতু সম্পদাদিরূপম্। তথা চ বিধেঃ প্রাগপ্রাপ্তং পুরুষেচ্ছয়া কর্ত্তব্যং সৎ বিধিগোচরোভবিষ্যতি। যথা বৃত্ত্যনন্তত্বেন মনসো-বিশ্বদেবসাম্যাৎ বিশ্বান্ দেবান্ মনসি সম্পাদ্য মন আলম্বনমবিদ্যমানসমং কৃত্বা প্রাধান্যেন সম্পাদ্যানাং বিশ্বেষামেব দেবানামনুচিন্তনং তেন চানন্ত-লোকপ্রাপ্তিঃ। এবং চিদ্রূপসাম্যাজ্জীবস্য ব্রহ্মরূপতাং সম্পাদ্য জীবমালম্বন-

---

উপাসনার (চিত্তস্থৈর্য্যরূপ সমাধির) প্রভাবে তাহারা উত্তরমার্গ লাভ করে। (১৪) আর যাহারা কেবল ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম্ম করে, তাহারা ধূমাদিক্রমে দক্ষিণমার্গে চন্দ্রাদিলোকে গমন করে। (১৫) সেই সেই প্রাপ্য লোকের সুখ ও তৎপ্রাপক কর্ম্মসমূহ অত্যন্ত তরতমবিশিষ্ট ইহা "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়। (সর্ব্বত্রই সুখের উৎ-কর্ষাপকর্ষ আছে সুতরাং তৎপ্রাপক কর্ম্মেরও তারতম্য আছে)। মনুষ্য

---

(১৪) উত্তরমার্গ = দেবযান-পথ বা ক্রমমুক্তিস্থান লাভ। প্রথমে সৌরতেজঃপ্রাপ্তি, তৎ-পরে সূর্য্যলোক গতি, তথা হইতে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকভোগান্তে মুক্তি। এইরূপ ক্রম-গতির নাম ক্রমমুক্তিস্থানলাভ, উত্তরমার্গগতি ও দেবযান গতি।

(১৫) অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠতা, বেদাভ্যাস, অতিথিসৎকার, বলিকর্ম্ম বা সর্ব্বভূতের ও দেবতার উদ্দেশে অন্ন দান,—এই সকল কর্ম্ম "ইষ্ট" নামে বিখ্যাত। সর্ব্বভূতের উপকারার্থ বাপী, কূপ, তড়াগ ও পুষ্করিণী খনন, দেবালয়াদিপ্রতিষ্ঠা, অন্নচ্ছত্র বা ধর্ম্মশালা স্থাপন, উপবন স্থাপন বা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা,—এই সকল কর্ম্মের নাম "পূর্ত্ত"। অভয়দান বা শরণাগত রক্ষা, হিংসা ত্যাগ, যজ্ঞাদি উপলক্ষ্য ব্যতিরেকে ধন দান,—এ সকল "দত্তকর্ম্ম" নামে খ্যাত. এ সকল কার্য্যে জ্ঞানের, সমাধির ও উপাসনার যোগ নাই, তজ্জন্য এতৎকর্ম্মকারীরা দক্ষিণমার্গে গমন করে অর্থাৎ চন্দ্রাদিলোকে বা স্বর্গলোকে গিয়া উদ্ভূত হয়। স্বর্গলোকগতির ক্রম এই গ্রন্থের অন্য স্থানে লিখিত হইবে। স্বর্গলোকগামীরা ভোগান্তে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আইসে, ইহা শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণে প্রমিত।

ত্যস্মাৎ গম্যতে। তথা মনুষ্যাদিষু নারকিস্থাবরান্তেষু সুখ-লবশ্চোদনালক্ষণধর্ম্মসাধ্য এবেতি গম্যতে তারতম্যেন বর্ত্তমানঃ। তথোর্দ্ধগতেষধোগতেষু চ দেহবৎসু দুঃখতারতম্য-দর্শনাত্তদ্ধেতোরধর্ম্মস্য প্রতিষেধচোদনালক্ষণস্য তদনুষ্ঠায়ি-

---

মবিদ্যমানসমং কৃত্বা প্রাধান্যেন ব্রহ্মানুচিন্তনং তেন চামৃতত্বফলপ্রাপ্তিঃ। অধ্যাসে ত্বালম্বনস্যৈব প্রাধান্যেনারোপিতত্তদ্ভাবস্যানুচিন্তনং যথা মনো-ব্রহ্মেত্যুপাসীত আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ এবং জীবমব্রহ্ম ব্রহ্মেত্যুপাসীতেতি। ক্রিয়াবিশেষযোগাদ্বা। যথা বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ প্রাণো বাব সম্বর্গঃ। বাহ্যা-খলু বায়ুদেবতা বহ্ন্যাদীন্ সংবৃংক্তে। মহাপ্রলয়সময়ে হি বায়ুর্ব্বহ্ন্যাদীন্ সংবৃজ্য সংহৃত্যাত্মনি স্থাপয়তি। যথাহ দ্রবিড়াচার্য্যঃ 'সংহরণাদ্বা সংবরণাদ্বা স্বাত্মীভাবাদ্বা বায়ুঃ সংবর্গ' ইতি। অধ্যাত্মঞ্চ প্রাণঃ সংবর্গ ইতি। স হি সর্ব্বাণি বাগাদীনি সংবৃংক্তে। প্রায়ণকালে হি স এব সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি সংগৃ-হ্যোৎক্রামতীতি। সেয়ং সংবর্গদৃষ্টির্ব্বায়ৌ প্রাণে চ দশাশাগতং জগদ্দর্শয়তি যথা এবং জীবাত্মনি বৃংহণক্রিয়য়া ব্রহ্মদৃষ্টিরমৃতত্বায় ফলায় কল্পত ইতি। তদেতেষু ত্রিষপি পক্ষেম্বাত্মদর্শনোপাসনাদয়ঃ প্রধানকর্ম্মাণ্যপূর্ব্ববিষয়ত্বাৎ স্তুতশস্ত্রবৎ। আত্মা তু দ্রব্যং কর্ম্মণি গুণভূত ইতি সংস্কারো বাত্মনোদর্শনং বিধীয়তে। যথা দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতীতি সমাম্নাতং প্রকরণিনা চ গৃহীতমুপাংশুযাজাঙ্গভূতাজ্যদ্রব্যসংস্কারতয়াঽবেক্ষণং গুণকর্ম্ম বিধীয়তে এবং কর্ত্তৃত্বেন ক্রত্বঙ্গভূতে আত্মন্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইতি দর্শনং গুণকর্ম্ম বিধীয়তে। 'যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়ত' ইতি ন্যায়াৎ।

প্রভৃতি উচ্চ জীব, অধম নারকী জীব ও অত্যধম স্থাবর জীব, সকলেই উক্ত ক্রমে অর্থাৎ অল্পাধিকপ্রকারে কিছু না কিছু সুখ অনুভব করিয়া থাকে এবং তাহাদের সে সুখ বা সেরূপ সুখভোগ বৈধকর্ম্মের (ধর্ম্মের) ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কি উর্দ্ধলোকবাসী কি মধ্যলোকবাসী কি অধোলোক-বাসী, সকলেরই অল্পাধিকপ্রকার দুঃখ আছে, পরন্তু তাহাদের সে দুঃখ বা তদ্রূপ দুঃখভোগ নিষেধচোদনবোধ্য অধর্ম্মের (হিংসাদির) ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সিদ্ধান্ত হইল যে, সুখ দুঃখের প্রভেদ থাকায়, একরূপতা না থাকায়, তাহার মূল কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ আছে এবং ধর্ম্মা-ধর্ম্মের প্রভেদ বা নানাত্ব থাকায় তাহার উপার্জ্জক পুরুষের অর্থাৎ অধি-

নাঞ্চ তারতম্যং গম্যতে। এবমবিদ্যাদিদোষবতাং ধর্ম্মাধর্ম্ম-তারতম্যনিমিত্তং শরীরোপাদানপূর্ব্বকং সুখদুঃখতারতম্য-মনিত্যংসংসাররূপং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্। তথা চ শ্রুতিঃ

অত আহ।—"ন চেদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান"মিতি। কুতঃ, "সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান" ইতি। দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে হি সমাম্নাতমাজ্যা-বেক্ষণং তদঙ্গভূতাজ্যসংস্কার ইতি যুজ্যতে। ন চাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি কস্যচিৎ প্রকরণে সমাম্নাতম্। ন চানারভ্যাধীতমপি। যস্য পর্ণময়ী জুহূ-র্ভবতীত্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধজুহূদ্বারেণ জুহূপদং ক্রতুং স্মারয়ৎ বাক্যেন যথা পর্ণতায়াঃ ক্রতুশেষভাবমাপাদয়তি এবমাত্মা নাব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধোযেন তদ্দর্শনং ক্রত্বঙ্গং সৎ আত্মানং ক্রত্বর্থং সংস্কুর্য্যাৎ। তেন যদ্যয়ং বিধিস্তথাপি সুবর্ণং ভার্য্যমিতিবৎ বিনিয়োগভঙ্গেন প্রধানকর্ম্মৈবাপূর্ব্ববিষয়ত্বান্ন গুণ-কর্ম্মেতি স্ববীয়স্তয়ৈতদ্দূষণমনভিধায় সর্ব্বপক্ষসাধারণং দূষণমুক্তম্। তদতি-রোহিতার্থতয়া ন ব্যাখ্যাতম্। কিঞ্চ জ্ঞানক্রিয়াবিষয়ত্ববিধানমস্য বহুশ্রুতি-বিরুদ্ধমিত্যাহ।—"ন চ বিদিক্রিয়া" ইতি। শঙ্কতে।—"অবিষয়ত্ব" ইতি। ততশ্চ শাস্ত্রিকর্ম্মণি বেতালোদয় ইতি ভাবঃ। নিরাকরোতি "ন"। কুতঃ। "অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তিবিষয়ত্বাৎ" ইতি। সর্ব্বমেব হি বাক্যং নেদন্তয়া বস্তুভেদং বোধয়িতুমর্হতি ন হীক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মধুররসভেদঃ শক্য আখ্যা-তুম্। এবমন্যত্রাপি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্। তেন প্রমাণান্তরসিদ্ধে লৌকিক এবার্থে যদা গতিরীদৃশী শব্দস্য তদা কৈব কথা প্রত্যগাত্মন্যলৌকিকে। অদূরবিপ্রকর্ষেণ তু কথঞ্চিৎ প্রতিপাদনমিহাপি সমানম্। ত্বং পদার্থোহি প্রমাতা প্রমাণাধীনয়া প্রমিত্যা প্রমেয়ং ঘটাদি ব্যাপ্নোতীত্যবিদ্যাবিলসিতম্। তদস্যা বিষয়ীভূতোদাসীনতৎপদার্থপ্রত্যগাত্মসামানাধিকরণ্যেন প্রমাতৃত্বা-ভাবাৎ তন্নিবৃত্তৌ প্রমাণাদয়স্তিস্রোবিধা নিবর্ত্তন্তে। ন হি পক্তুরবস্থত্বে পাক্যপাকপচনানি বস্তুসন্তি ভবিতুমর্হন্তীতি। তথাহি।—

কারি পুরুষের প্রভেদ আছে)। কথিত প্রকারে, অবিদ্যাদি (১৬) দোষ-দূষিত দেহধারী জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য বা প্রভেদ থাকাতেই তাহাদের দেহের ও সুখ দুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে। ঈদৃশ বিচিত্র প্রভেদযুক্ত সুখ-দুঃখ-মোহ-ভোগ হওয়ার নাম সংসার, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি, সর্ব্বত্রই প্রথিত। [তথাহি...অনুবদতি] শ্রুতি "শরীরযুক্ত সৎ (আত্মা) প্রিয়া

(১৬) অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি।

"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি" ইতি যথাবর্ণিতং সংসাররূপমনুবদতি। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত" ইতি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধা-চ্চোদনালক্ষণধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষাখ্যস্যাশরীরত্বস্য প্রতিষিধ্যত ইতি গম্যতে। ধর্ম্মকার্য্যত্বে হি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতি-

---

বিগলিতপরাগ্বৃত্ত্যর্থত্বং যদস্য তদস্তদা
ত্বমিতি হি পদেনৈকার্থত্বে ত্বমিত্যপি যৎ পদম্।
তদপি চ তদা গত্বৈকার্থ্যং বিশুদ্ধচিদাত্মতাং
ত্যজতি সকলান্ কর্ত্তৃত্বাদীন্ পদার্থমলান্নিজান্॥

ইত্যান্তরশ্লোকঃ। অত্রৈবার্থে শ্রুতীরুদাহরতি।—"তথা চ শাস্ত্রং, যস্যা মত"মিতি। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"অতোঽবিকল্পিত" ইতি। পরপক্ষে মোক্ষস্যানিত্যতামাপাদয়তি।—"যস্য তু" ইতি। কার্য্যমপূর্ব্বং যাগাদিব্যাপার-জন্যং তদপেক্ষতে মোক্ষঃ স্বোৎপত্তাবিতি। "তয়োঃ পক্ষয়ো"রিতি। নির্ব্বর্ত্ত্যবিকার্য্যয়োঃ। ক্ষণিকং জ্ঞানমাত্মেতি বৌদ্ধাঃ। তথা চ বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানোৎপাদো মোক্ষ ইতি নির্ব্বর্ত্ত্যো মোক্ষঃ। অন্যেষান্তু সংসাররূপাবস্থা-মপহায় যা কৈবল্যাবস্থাবাপ্তিরাত্মনঃ স মোক্ষ ইতি বিকার্য্যো মোক্ষঃ। যথা পয়সঃ পূর্ব্বাবস্থাপ্রহানেনাবস্থান্তরপ্রাপ্তির্ব্বিকারো দধীতি। তদেতয়োঃ পক্ষ-য়োরনিত্যতা মোক্ষস্য কার্য্যত্বাৎ দধিঘটাদিবৎ। অত 'যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যত' ইতি শ্রুতেব্র্হ্মণো বিকৃতাবিকৃতদেশভেদাবগমাদবিকৃতদেশ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিরুপাসনাদিবিধিকার্য্যা ভবিষ্যতি। তথা চ প্রাপ্যকর্ম্মতা ব্রহ্মণ ইত্যত আহ।—"ন চাপ্যত্বেনাপি" ইতি। অন্যদন্যেন বিকৃতদেশপরিহাণ্যা-ঽবিকৃতদেশং প্রাপ্যতে। তদ্‌যথোপবেলং জলধিরতিবহলচপলকল্লোলমালা-

---

প্রিয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না।" এইরূপ এইরূপ কথায় পূর্ব্ববর্ণিত সংসারের স্বরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। [অশরীরং...গম্যতে] অপিচ, "প্রিয় ও অপ্রিয়, পুণ্য ও পাপ, সুখ অথবা দুঃখ, এ সকল অশরীর সৎকে (শরীরাভিমান শূন্য পরমাত্মাকে) স্পর্শ করে না।" এই শ্রুতিতে অশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শ নিষেধ থাকায় স্থির হইতেছে যে, মোক্ষ নামক অশরীর চোদনালক্ষণ ধর্ম্মের (বিধিবোধিত কর্ম্মের) কার্য্য বা উৎপাদ্য নহে। [ধর্ম্ম···নোপপদ্যতে] অশরীরে বা মোক্ষে ধর্ম্মকার্য্যতা আছে,

ষে নোপপদ্যতে। অশরীরত্বমেব ধর্ম্মকার্য্যমিতি চেন্ন তস্য স্বাভাবিকত্বাৎ। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতং, মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি, অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ, অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অতএবানুষ্ঠেয়ফলবিলক্ষণং মোক্ষাখ্যমশরীরত্বং নিত্যমিতি সিদ্ধম্।

পরস্পরাস্ফালনসমুল্লসৎফেনপুঞ্জস্তবকতয়া বিকৃতোমধ্যে তু প্রশান্তসকলকল্লোলোপসর্গঃ স্বস্থঃ স্থিরতয়াঽবিকৃতস্তস্য মধ্যমবিকৃতং পৌতিকঃ পোতেন প্রাপ্নোতি। জীবস্তু ব্রহ্মৈবেতি কিং কেন প্রাপ্যতাং, ভেদাশ্রয়ত্বাৎ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। অথ জীবোব্রহ্মণোভিন্নস্তথাপি ন তেন ব্রহ্মাপ্যতে ব্রহ্মণোবিভুত্বেন নিত্যপ্রাপ্তত্বাদিত্যাহ।—"স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি" ইতি। সংস্কার্য্যকর্ম্মতামপাকরোতি।—"নাপি সংস্কার্য্য" ইতি। দ্বয়ী হি সংস্কার্য্যতা গুণাধানেন বা যথা বীজপূরকুসুমস্য লাক্ষারসাবসেকস্তেন হি তৎ কুসুমং সংস্কৃতং লাক্ষাসবর্ণং ফলং প্রসূতে। দোষাপনয়েন বা যথা মলিনমাদর্শতলং নিঘৃষ্টমিষ্টকাচূর্ণেনোল্লাসিতভাস্বরত্বং সংস্কৃতং ভবতি। তত্র ন তাবৎ ব্রহ্মণি গুণাধানং সম্ভ-

---

এরূপ বলিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শনিষেধ—পুণ্য পাপ না থাকার কথা—অযুক্ত ও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। [অশরীরত্ব...শ্রুতিভ্যঃ] যদি বল, অশরীরত্বই ধর্ম্মের কার্য্য বা ফল—ধর্ম্মের দ্বারাই অশরীরতা (মোক্ষ) জন্মে,—তাহা বলিতে পার না। কেন না, তাহা (অশরীরত্ব) স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ। তাহা জন্মে না, সর্ব্বদা বা সর্ব্বকালেই তাহা আছে। এ সিদ্ধান্ত "ধীর ব্যক্তি শরীরে অশরীর, বহু অনিত্য দেহে এক, নিত্য, মহান্ ও পরম বিভু আত্মাকে (আপনাকে) মনন করিয়া—মনের দ্বারা অবগত হইয়া—শোকশূন্য বা শোকোপলক্ষিতসংসারশূন্য হন।" "অপ্রাণ, অমনঃ ও শুভ্র অর্থাৎ পুণ্যপাপের অতীত।" "এই পুরুষ বা আত্মা অসঙ্গস্বভাব অর্থাৎ ইঁনি কিছুতেই লিপ্ত হন না।" ইত্যাদিবিধ শ্রুতির দ্বারা লব্ধ হয়। [অতএব...সিদ্ধম্] প্রদর্শিত শ্রুতি যুক্তির দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, মোক্ষ নামক আত্যন্তিক অশরীরত্ব স্বতঃসিদ্ধ—তাহা সর্ব্বদা বা সর্ব্বকালেই আছে (১৭)—তজ্জন্য তাহা অনুষ্ঠেয়কর্ম্মের ফল বা উৎপাদ্য নহে—কর্ম্ম ও

---

(১৭) সিদ্ধ থাকিলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব আছে। ফলতঃ, জানা না থাকাতেই নানা আপত্তি—জানিতে পারিলে সমস্ত ভ্রম বিদূরিত হয়।

তত্র কিঞ্চিৎ পরিণামি নিত্যং স্যাৎ, যথা যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি তদেবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহন্যতে যথা পৃথিব্যাদি জগন্নিত্যত্ববাদিনাং যথা চ সাংখ্যানাং গুণাঃ। ইদন্তু পারমার্থিকং কূটস্থং নিত্যং ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতং নিত্যতৃপ্তং নিরবয়বং স্বয়ঞ্জ্যোতিঃস্বভাবং, যত্র

বতি। গুণো হি ব্রহ্মণঃ স্বভাবো বা ভিন্নো বা। স্বভাবশ্চেৎ কথমাধেয়স্তস্য নিত্যত্বাৎ। ভিন্নত্বে তু কার্য্যত্বেন মোক্ষস্যানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভেদে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবো গবাশ্ববৎ। ভেদাভেদশ্চ ব্যাহতত্বাৎ বিরোধাৎ। তদনেনাঽভিসন্ধিনোক্তম্। "অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোক্ষস্য"। দ্বিতীয়ং পক্ষমপক্ষিপতি।—"নাপি দোষাপনয়নেন" ইতি। অশুদ্ধিঃ সতী দর্পণে নিবর্ত্ততে। ন তু ব্রহ্মণ্যসতী নিবর্ত্তনীয়া নিত্যনিবৃত্তত্বাদিত্যর্থঃ। শঙ্কতে।—"স্বাত্মধর্ম্ম এব" ইতি। ব্রহ্মস্বভাব এব মোক্ষোঽনাদ্যবিদ্যামলাবৃত উপাসনাদিক্রিয়য়াত্মনি সংস্ক্রিয়মাণেঽভিব্যজ্যতে ন তু ক্রিয়তে। এতদুক্তং ভবতি।—নিত্যশুদ্ধত্বমাত্মনোঽসিদ্ধং সংসারাবস্থায়ামবিদ্যামলিনত্বাদিতি। শুদ্ধাং নিরাকরোতি।—"ন"। কুতঃ। "ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ"। নাঽবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া কিন্তু জীবে সা ত্বনির্ব্বচনীয়েত্যুক্তং তেন নিত্যশুদ্ধমেব ব্রহ্ম। অভ্যুপেত্য ত্বশুদ্ধিং ক্রিয়াসংস্কার্য্যত্বং দূষ্যতে। ক্রিয়া হি ব্রহ্মসমবেতা বা ব্রহ্ম সংস্কুর্য্যাৎ যথা ঘর্ষণমিষ্টকাচূর্ণসংযোগবিভাগপ্রচয়োনিরন্তর আদর্শতলসমবেতো বা। ন ব্রহ্মধর্ম্মঃ ক্রিয়া। তস্যাঃ স্বাশ্রয়বিকারহেতুত্বেন ব্রহ্মণোনিত্যত্বব্যাঘাতাৎ।

কর্ম্মফল হইতে তাহা অত্যন্ত ভিন্ন। [তত্র…শ্রুতিভ্যঃ] নিত্য দ্বিবিধ। এক পরিণামী নিত্য, অপর কূটস্থ নিত্য। বিকৃত হইলেও, অন্যথা প্রাপ্ত হইলেও, যাহাতে "সেই অমুক এই" এতদ্রূপ বুদ্ধি থাকে, তাহা পরিণামী নিত্য। সাংখ্যের প্রকৃতি ও জগন্নিত্যবাদীর জগৎ পরিণামিনিত্য। (পরিণামি পদার্থের নিত্যতা প্রত্যভিজ্ঞাকল্পিত অর্থাৎ সাদৃশ্যমূলক ভ্রম, সুতরাং সে নিত্য প্রকৃত বা পরম নিত্য নহে। (১৮) মোক্ষ নামক অশরীরত্ব সেরূপ নিত্য নহে। অশরীরত্ব আত্মার স্বরূপ ও কূটস্থ-নিত্য। (কূটস্থ নিত্য ও নির্ব্বিকার-নিত্য সমান কথা)। তাহার হেতু এই যে, ইনি আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বপ্রকার-বিকার-রহিত—নিত্যতৃপ্ত—নিরবয়ব

(১৮) প্রত্যভিজ্ঞা—দৃষ্ট পদার্থে সোঽয়ং জ্ঞান। ইহা স্মৃতি ও জ্ঞানের সদৃশ। স্মর্য্যমাণ বস্তু উপস্থিত থাকিলে প্রত্যভিজ্ঞা, অনুপস্থিত থাকিলে স্মৃতি।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সহ কার্য্যেণ কালত্রয়ঞ্চ নোপাবর্ত্ততে তদশরীরং মোক্ষাখ্যম্। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতা-দন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ, ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অতস্তদ্ব্রহ্ম যস্যেয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা। তদ্যদি কর্ত্তব্যশেষত্বেনোপ-দিশ্যতে তেন চ কর্ত্তব্যেন সাধ্যশ্চেন্মোক্ষোঽভ্যুপগম্যতে অনিত্য এব স্যাৎ। তত্রৈবং সতি যথোক্তকর্ম্মফলেষ্বেব তারতম্যাবস্থিতেষ্বনিত্যেষু কশ্চিদতিশয়ো মোক্ষ ইতি প্রস-জ্যেত। নিত্যশ্চ মোক্ষঃ সর্ব্বৈর্মোক্ষবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। অতো ন কর্ত্তব্যশেষত্বেন ব্রহ্মোপদেশো যুক্তঃ। অপি চ, ব্রহ্ম-

---

অন্যাশ্রয়া তু কথঞ্চিদ্ব্যস্যোপকরোতি অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন হি দর্পণে নিয়ম্য-মানে মণির্বিশুদ্ধো দৃষ্টঃ। "তচ্চানিষ্ট মিতি তদা বাধনং পরামৃশতি। অত্র

এবং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব অর্থাৎ স্বাধীনপ্রকাশস্বরূপ সুতরাং ইহাঁতে কোনও কালে ধর্ম্মাধর্ম্ম এতদুভয়ের কার্য্য প্রক্রান্ত হয় না। তাহাই মোক্ষ নামক অশরীরত্ব—যাহা শ্রুতিতে ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যাতীত, অকার্য্যা-তীত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানপদার্থাতীত" ইত্যাদিপ্রকারে অভিহিত হইয়াছে। [অতঃ...স্যাৎ] ঐ ঐ হেতুতে নির্ণীত হয় যে, তাহাই ব্রহ্ম—যদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা বা বিচার এ শাস্ত্রে প্রক্রান্ত হইয়াছে, সেই জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম যদি শ্রুতিতে ক্রিয়াঙ্গরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং মোক্ষ যদি সেই ক্রিয়ার সাধ্য বা উৎপাদ্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মোক্ষতত্ত্ব অনিত্য। [তত্রৈবং...প্রসজ্যেত] ব্রহ্ম ক্রিয়াঙ্গ, মোক্ষ তাহার (সেই ক্রিয়া) উৎপাদ্য, এই কথার দ্বারা ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, অল্পাধিকভাবে ব্যবস্থিত অনিত্য কর্ম্মফলের মধ্যে মোক্ষ এক প্রকার অতিশয় বা উৎকর্ষ। (উৎকৃষ্ট কর্ম্মফল)। [নিত্যশ্চ...ভ্যুপগম্যতে] কিন্তু মোক্ষবাদী মাত্রেই মোক্ষকে নিত্য বলিয়া জানেন, জন্য বলিয়া জানেন না। [অতো...যুক্তঃ] তদনুসারে ইহাই বলা উচিত যে, ব্রহ্ম ক্রিয়াবিধির অঙ্গ নহেন এবং শাস্ত্রেও তিনি ক্রিয়াঙ্গরূপে উপদিষ্ট হন নাই। [অপি...বারয়ন্তি] আরও দেখ, "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম হন।" "পরাবর পরমাত্মার দর্শন পাইলে সমস্ত কর্ম্মফল (পুণ্যপাপ) ক্ষয়

বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি, অভয়ং বৈ জনক ! প্রাপ্তোঽসি, তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ, তত্র কোমোহঃ কঃ শোক-একত্বমনুপশ্যতঃ, ইত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং দর্শয়ন্ত্যোমধ্যে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং বারয়ন্তি। তথা, তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি, ব্রহ্মদর্শনসর্ব্বাত্মভাবয়োর্ম্মধ্যে কর্ত্তব্যান্তরবারণায়োদাহার্য্যম্। যথা তিষ্ঠন্ গায়তীতি তিষ্ঠতিগায়ত্যোর্ম্মধ্যে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং নাস্তীতি গম্যতে। ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি, শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি, সোঽহং

ব্যভিচারং চোদয়তি।—"নন্থ দেহাশ্রয়" ইতি। পরিহরতি।—"ন, দেহসংহতস্য" ইতি। অনাদ্যনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাপধানমেব ব্রহ্মণোজীব ইতি চ

প্রাপ্ত হয়।" "ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইলে কিছু হইতে ভয় থাকে না।" হে জনক। তুমি অভয় পদ পাইযাছ।" "তিনি আপনাকে 'আমিই ব্রহ্ম' এই রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি সর্ব্বময় হইযাছিলেন।" "মোক্ষকালে বা স্বরূপাবস্থানকালে একত্বদর্শীর আবার শোক মোহ কি? অর্থাৎ তৎকালে কিছুই থাকে না।" এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের পর মোক্ষ হয় এবং মোক্ষ কালে তাহার কার্য্যান্তর থাকে না, এই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। [তথা...গম্যতে] এতদ্ভিন্ন, "বামদেব ঋষি আত্মসাক্ষাৎকারের পর দেখিয়াছিলেন, আমিই মনু, আমি সূর্য্য," ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতিও ব্রহ্মজ্ঞানের পর সর্ব্বাত্মপ্রাপ্তির মধ্যে কার্য্যান্তর না থাকার উদাহরণ দিতে পার। যেমন দাঁড়াইয়া গান করিতেছে, এতদ্রূপ স্থলে স্থিতি ক্রিয়া ও গান এই দু-এর মধ্যে কার্য্যান্তর নিষেধ বা কার্য্যান্তর না থাকা বুঝা যায়, সেই রূপ। [ত্বং হি...দর্শয়ন্তি] অপিচ, "তুমিই আমাদের পিতা; কেন না তুমিই আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে আনিযাছ।" "হে ভগবন্, আমি ঋষিদিগের নিকট শুনিযাছি, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ

ভগবঃ শোচামি তন্মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারন্তারয়ত্বিতি, তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমার ইতি চৈবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োমোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রমেবাত্মজ্ঞানস্য ফলং দর্শয়ন্তি। তথা চাচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রং, দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাঽপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ ইতি। মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞানাদ্ভবতি। ন চেদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্পদ্রূপং, যথা, অনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বৈ বিশ্বেদেবা অনন্তমেব স তেন

ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাচক্ষতে। স চ স্থূলসূক্ষ্মশরীরেন্দ্রিয়াদিসংহতস্তৎসঙ্ঘাতমধ্য-পতিতস্তদভেদেনাহমিতিপ্রত্যয়বিষয়ীভূতোঽতঃ শরীরাদিসংস্কারঃ শরীরাদি-ধর্ম্মোপ্যাত্মনো ভবতি তদভেদাধ্যবসায়াৎ। যথাঽঙ্গরাগধর্ম্মঃ সুগন্ধিতা কামি-

---

হন।" "হে ঐশ্বর্য্যশালিন্! আমি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত; আমাকে আপনি শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন।" "ভগবান্ সনৎকুমার সেই মৃদিত কষায় অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে অজ্ঞানের পর পার দেখাইলেন।" এই সকল শ্রুতি কেবলমাত্র মুক্তিপ্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়াই আত্মজ্ঞানের ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ফলিতার্থ এই যে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিনামক কোন পদার্থ জন্মে না। মুক্তি আছেই, অজ্ঞানে তাহা আবৃত রাখিয়াছে, আত্মজ্ঞান সেই আবরণ বিদূরিত করে, মুক্তি তখন আপনা আপনি প্রকাশ পায়)। [তথাচ...ভবতি] এ কথা অক্ষপাদ আচার্য্যের (গৌতমের) ন্যায়সূত্রেও আছে। যথা—"দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যা-জ্ঞান, এ সকল উত্তরোত্তরক্রমে বিনষ্ট হইলেই অপবর্গ (মোক্ষ) হয়। (১৯) মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইবার একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান। [ন চেদং...জয়তি] ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান "মনের বৃত্তি অনন্ত, বিশ্বদেবতাও অনন্ত, সুতরাং বিশ্ব-

---

(১৯) আমি মানব, আমি সুন্দর, ইত্যাদিবিধ মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে তন্মূলক রাগ দ্বেষাদি দোষ নষ্ট হয়। দ্বেষের অভাব হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির পরিক্ষয় হয়। প্রবৃত্তি-বিনাশ হইলে পুনর্জন্ম বা শরীরসম্বন্ধ হয় না, শরীরসম্বন্ধ উচ্ছেদ হইলে দুঃখভোগ উপশান্ত হয়। দুঃখধ্বংস ও মোক্ষ একই কথা।

লোকং জয়তীতি। ন চাধ্যাসরূপং, যথা, মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত, আদিত্যোব্রহ্মেত্যাদেশ ইতি, মন আদিত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যধ্যাসঃ। নাপি বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্তং, বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ প্রাণোবাব সম্বর্গ ইত্যাদিবৎ। নাপ্যাজ্যাবেক্ষণবৎ কর্ম্মাঙ্গসংস্কাররূপম্। সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেঽভ্যুপগম্যমানে তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্ম্যয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যেবমাদীনাং

নীনাং ব্যপদিশ্যতে। তেনাত্রাপি যদাশ্রিতা ক্রিয়া সাংব্যবহারিকপ্রমাণবিষয়ীকৃতা তস্যৈব সংস্কারোনান্যস্যেতি ন ব্যভিচারঃ। তত্ত্বতস্তু ন ক্রিয়া ন

দেবতাই মন” এরূপ সম্পৎ-জ্ঞান(২০) নহে। [ন চা ..ধ্যাসঃ] অধ্যাস জ্ঞানও নহে। “মনঃই ব্রহ্ম, এরূপে উপাসনা করিবেক।” “আদিত্যই ব্রহ্ম, এই উপদেশ আছে,” ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন মনে ও আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি অর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে, জীব-ব্রহ্মস্থলে সেরূপ নহে। (২১) [নাপি...রূপম্] ঐ জ্ঞান ক্রিয়াযোগজনিত ধ্যানরূপীও নহে। “বায়ু সংবরণ করেন বলিয়া সংবর্গ, প্রাণও সংবরণ করেন বলিয়া সংবর্গ।” এই শ্রুতিতে যেমন, সংবর্গ নামক জ্ঞান বিহিত, জীবই ব্রহ্ম, ইহা সেরূপ জ্ঞান বা ধ্যান নহে। (২২)

(২০) যৎকিঞ্চিৎ সাম্য বা সাদৃশ্য দৃষ্টে কোন এক উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর অভেদ চিন্তা সুস্থির হইলে তাহা সম্পৎজ্ঞান ও সম্পৎউপাসনা নামে অভিহিত হয়। মনোবৃত্তি অসংখ্য, বিশ্বদেব দেবতাও অসংখ্য, অতএব অসংখ্যতারূপ সাদৃশ্য লইয়া মনকে বিশ্বদেব দেবতাজ্ঞান করা সম্পৎজ্ঞান। এরূপ উপাসনায় ফলাধিক্য আছে। জীব ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ,—ইহা সেরূপ উপাসনা অর্থাৎ চেতনসাদৃশ্য লইয়া সম্পৎ-উপাসনা, ইহা বলিতে পারা যায় না।

(২১) মনই ব্রহ্ম, সূর্য্যই ব্রহ্ম, এতদ্রূপ অনুধ্যানের নাম প্রতীক-উপাসনা ও অধ্যাসরূপিণী উপাসনা। পূর্ব্বোক্ত সম্পৎউপাসনার সহিত এ উপাসনার (প্রতীক উপাসনার) প্রভেদ এই যে, সম্পৎ উপাসনায় ধ্যানের আলম্বন তিরস্কৃত ও অপ্রধান থাকে, কিন্তু প্রতীক উপাসনায় তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ প্রতীক উপাসনায় অবলম্বনের প্রাবল্য বা প্রাধান্য থাকে।

(২২) ক্রিয়াসম্বন্ধদৃষ্টে বা ক্রিয়াসাদৃশ্য লইয়া ধ্যানপ্রবাহ উত্থাপিত করার নাম সংবর্গ বিদ্যা বা সংবর্গ ধ্যান। বায়ু প্রলয়কালে অগ্নিপ্রভৃতির সংহার করে, প্রাণও সুপ্তিকালে বাক্ প্রভৃতির সংহার করে, এই সংহরণ ক্রিয়ার সমানতা অনুসারে, প্রাণের সহিত বায়ুর অভেদ চিন্তনরূপ ধ্যান করিবার বিধি আছে কিন্তু জীব ব্রহ্মস্থলে সেরূপ ধ্যান বা সেরূপ ধ্যানবিধি সম্ভব হয় না।

বাক্যানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুপ্রতিপাদনপরঃ পদসমন্বয়ঃ পী-ড্যেত, ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া ইতি চৈব-মাদীন্যবিদ্যানিবৃত্তিফলশ্রবণান্যুপরুধ্যেরন্। ব্রহ্ম বেদ ব্র-হ্মৈব ভবতীতি চৈবমাদীনি তদ্ভাবাপত্তিবচনানি সম্পদাদি-পক্ষে ন সামঞ্জস্যেনোপপদ্যেরন্। তস্মান্ন সম্পাদাদিরূপং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্। অতোন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা, কিং তর্হি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রৈব। এবং

সংস্কার ইতি। সনিদর্শনন্তু শেষমধ্যাসভাষ্য এব কৃতব্যাখ্যানমিতি নেহ

হবিঃসংস্কার যেমন যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ, ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপও নহে। (২৩) [সম্পদাদি পদ্যেরন্] ব্রহ্মজ্ঞানকে—জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানকে—পূর্ব্বোক্ত প্রকার সম্পৎ-জ্ঞান অথবা উপাসনার্থ অধ্যস্ত বা আরোপিত জ্ঞান বলিতে গেলে, "তত্ত্বমসি" ও "অহংব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের অভেদবোধকতা থাকে না এবং পদসমন্বয়ও (২৪) (জীব ব্রহ্মের ঐক্য অর্থে তাৎপর্য্য নির্ণয়) ভঙ্গ হইয়া যায়। অপিচ, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে হৃদগ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সংশয় সকল বিদূরিত হয়, ইত্যাদিবিধ ফলশ্রুতি অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তি হওয়ার কথা মিথ্যা হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন "ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ব্রহ্ম হন" এইরূপ এইরূপ ব্রহ্ম-ভাব-প্রাপ্তিবোধক বচনসমূহের অর্থসামঞ্জস্যও থাকে না। অর্থাৎ ঐরূপ ঐরূপ বাক্যের অর্থ অযুক্ত হইয়া পড়ে। তস্মান্ন তন্ত্রৈব, এইরূপ এইরূপ কারণে, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানকে বা জীবব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানকে পূর্ব্ব প্রদর্শিত সম্পৎ-জ্ঞান বা অধ্যস্তাদি-জ্ঞান বলা যায় না, এবং তৎকারণে তাহাকে পুরুষব্যাপারের অধীন বলাও যায় না। অর্থাৎ তাহা ইচ্ছা নিষ্পাদ্য নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তুর জ্ঞান যেমন বস্তু স্বরূপের অধীন, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মবস্তুর অধীন। [এবং কল্পয়িতুম্]

---

(২৩) অর্থাৎ আত্মার সংস্কারার্থ আপনাকে ব্রহ্মভাবে ভাবনা করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে।

(২৪) পদসমন্বয় অর্থাৎ তৎ ত্বং অসি ইত্যাদিস্থলে অভেদবোধক তুল্যবিভক্তির দ্বারা জীব ব্রহ্মের অভিন্নতা নিশ্চয় হৃদগ্রন্থি অর্থাৎ চিন্মনস্তাদাত্ম্যরূপ অহংগ্রন্থি। অথবা মনে রাগাদরূপ গ্রন্থি। জ্ঞান অজ্ঞান নষ্ট করে, অন্য কিছু করে না। ব্রহ্মজ্ঞান যদি সম্পৎ জ্ঞান অথবা অন্য কোন পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জ্ঞান হইত তাহা হইলে তাহার অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফল হওয়ার কথা থাকিত না।

ভূতস্য চ ব্রহ্মণস্তজ্জ্ঞানস্য বা ন কয়াচিদ্‌যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুম্।

ন চ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশোব্রহ্মণঃ, অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদিতি চ। তথোপাস্তিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধোপি ভবতি, যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যত ইত্যাদ্যবিষযত্বং ব্রহ্মণ উপন্যস্য তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসত ইতি। অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বানুপপত্তিরিতি চেন্ন অবিদ্যাকল্পিতভেদ-

---

ব্যাখ্যাতম্। "তয়োরন্যঃ পিপ্পল"মিতি। অন্যো জীবাত্মা পিপ্পলং কর্ম্মফলম্। "অনশ্নন্নন্য" ইতি।—পরমাত্মা। সংহতস্যৈব ভোক্তৃত্বমাহ

অতএব যুক্তির দ্বারাও তাদৃশ ব্রহ্মকে অথবা তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানকে ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা যায় না। [ন চ.. দিতি চ] ব্রহ্ম বিদি-ক্রিয়ার অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম (ব্যাপ্য), এ কথা কিছুতেই বলিতে পার না। কেন না, "তিনি বিদিত অবিদিত উভয় হইতে ভিন্ন—কার্য্যকারণের অতীত" এবং "যাঁহার দ্বারা সমুদায় জানা যাইতেছে তাঁহাকে আবার কি দিয়া জানিবে?" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের বিদি-ক্রিয়ার কর্ম্মতা (জ্ঞানবৃত্তির ব্যাপ্যতা) নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে। [তথা...ইতি] তাঁহাতে যেমন বিদি-কর্ম্মের (জ্ঞানক্রিয়ার ব্যাপ্তি) নিষেধ আছে, তেমনি, উপাস্তিকর্ম্মতাও নিষিদ্ধ আছে। অর্থাৎ তিনি উপাসনা নামক মানসক্রিয়ারও অবিষয়। কেন না, শাস্ত্রে ব্রহ্মপদার্থের "তিনি বাক্যের দ্বারা উক্ত হন না—প্রব্যক্ত হন না—অথচ বাক্য তাঁহার দ্বারা উদিত হয়।" অবিষয়ত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতা উপদেশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বা আত্মা জান, যিনি ইদন্তারূপে (এই, অমুক, অথবা অন্য কোন প্রকারে) উপাসিত হন না।" [অবিষয়ত্বে·· নয়তি] যদি বল, ব্রহ্ম যদি অবিষয়ই হন—তাহা হইলে তাঁহার শাস্ত্রযোনিত্ব উপপন্ন হয় কৈ? অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল শাস্ত্ররূপ প্রমাণের গম্য—একমাত্র শাস্ত্রেরই বিষয়—এ কথা কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? এ আপত্তির প্রত্যুত্তর এই—বিবেচনা করিয়া দেখ, শাস্ত্রের কৃত্য

নিবৃত্তিপরত্বাচ্ছাস্ত্রস্য, ন হি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি। কিং তর্হি, প্রত্যগাত্মত্বেনাবিষয়তয়া প্রতিপাদয়দবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদমপনয়তি। তথা চ শাস্ত্রং, যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্। ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়া ইতি চৈবমাদি। অতোঽবিদ্যাকল্পিতসংসারিত্ব-নিবর্ত্তনেন নিত্যমুক্তাত্মস্বরূপসমর্পণান্ন মোক্ষস্যানিত্যত্ব-

মন্ত্রবর্ণঃ।—"আত্মেন্দ্রিয়" ইতি। অনুপাহিতশুদ্ধস্বভাবব্রহ্মপ্রদর্শনপরৌ মন্ত্রৌ পঠতি।—"একো দেব" ইতি। "শুক্রং" দীপ্তিমৎ। "অব্রণং" দুঃখরহিতম্।

কি? শাস্ত্র কি করে? শাস্ত্র কেবল অবিদ্যাকল্পিত নানাত্ব জ্ঞানকে নিবৃত্ত করে—নিষেধ করে—অন্য কিছু করে না। শাস্ত্র তাঁহাকে ইদন্তারূপে (কোন রূপ বিশেষণ দিয়া) প্রতিপাদন করিতে, ইচ্ছুক নহে। শাস্ত্র এইমাত্র প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যগভিন্ন; সুতরাং ইদং-জ্ঞানের অবিষয়। তাঁহাতে অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞেয়তা প্রভৃতি ভেদভাবের সম্পর্কও নাই। এ সম্বন্ধে [তথাচ · চৈবমাদিঃ] "যাহার নিকট তিনি অমত অর্থাৎ মানস-ক্রিয়ার অগোচর, তাহারই নিকট তিনি মত অর্থাৎ জ্ঞাত। যাহার নিকট তিনি মত অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলে, আমি ব্রহ্ম জানি, বাস্তবকল্পে সে তাঁহাকে জানে না। অতএব বিজ্ঞের নিকট তিনি অবিজ্ঞাতস্বরূপ এবং অবিজ্ঞের নিকট বিজ্ঞাতস্বরূপ।" (২৫) "যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা—জ্ঞানের জ্ঞাতা—তাঁহাকে জানা যায় না অথাৎ তিনি জ্ঞানবৃত্তির অবিষয়। যিনি শ্রবণের শ্রবণ—তাঁহাকে শুনাও যায় না।" (২৬) এইরূপ অনেক শাস্ত্র আছে। [অতঃ·· দোষঃ] অতএব, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাকল্পিত সংশয়বিনিবৃত্ত বা বিদূরিত হয়, সংসারনিবৃত্তি হইলেই আত্মার নিত্যমুক্ততা প্রকাশ পায়,

(২৫) অর্থাৎ তিনি শাব্দজ্ঞানেরও অবিষয়। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তাদি শ্রবণ করিলে মনোমধ্যে যে বৃত্তি "জ্ঞান' হয়, ব্রহ্ম সে বৃত্তির প্রকাশ্য নহেন। কেন না তিনি স্বপ্রকাশ।

(২৬) অর্থাৎ যাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম জানি, বস্তুতঃ তাঁহারা ব্রহ্ম জানেন না। যাহারা জানেন, ব্রহ্মজ্ঞানের অবিষয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ।

দোষঃ। যস্য তূৎপাদ্যোমোক্ষস্তস্য বাচিকং মানসং কায়িকং বা কার্য্যমপেক্ষত ইতি যুক্তম্। তথা বিকার্য্যত্বে চ। তয়োঃ পক্ষয়োর্ম্মোক্ষস্য ধ্রুবমনিত্যত্বম্। ন হি দধ্যাদি বিকার্য্যং উৎপাদ্যং বা ঘটাদি নিত্যং দৃষ্টং লোকে। ন চাপ্যত্বেনাপি কার্য্যাপেক্ষা স্বাত্মস্বরূপত্বে সত্যনাপ্যত্বাৎ। স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেপি ব্রহ্মণোনাপ্যত্বং সর্ব্বগতত্বেন নিত্যাপ্তস্বরূপত্বাৎ। সর্ব্বেণ ব্রহ্মণ আকাশস্যেব। নাপি সংস্কার্য্যোমোক্ষোযেন ব্যাপারমপেক্ষেত। সংস্কারোহি নাম সংস্কার্য্যস্য গুণাধানেন বা সাদ্দোষাপনয়নেন বা। ন তাদৃগুণাধানেন সম্ভবতি

"অস্নাবিরম্" অবিগলিতং অবিনাশীতি যাবৎ। উপসংহরতি।—"তস্মাৎ" ইতি। নমু মা ভূ ন্নর্ব্বর্ত্ত্যাদিকর্ম্মতাচতুষ্টয়ী পঞ্চমী তু কাচিদ্বিধা ভবিষ্যতি

সুতরাং মোক্ষতত্ত্বে অনিত্যত্ব দোষ হয় না। (২৭) [যস্য...মনিত্যত্বম্] যাঁহারা বলেন, মোক্ষ উৎপাদ্য, তাঁহাদেরই মতে মোক্ষে কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে। বিকার্য্যপক্ষেও ঐরূপ। পরন্তু উৎপাদ্য ও বিকার্য্য এই দুই পক্ষেই মোক্ষতত্ত্ব অনিত্য বলিয়া নির্ণীত হয়। [ন হি...লোকে] কেন না, দধি প্রভৃতি বিকার্য্য বস্তুকে এবং ঘট প্রভৃতি উৎপাদ্য বস্তুকে কেহ কখন নিত্য হইতে দেখে নাই, শুনেও নাই। [ন...স্যেব] প্রাপ্যরূপেও তিনি (ব্রহ্ম) কার্য্য বা ক্রিয়াফল বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। হেতু এই যে, ব্রহ্মপদার্থ আত্মারই স্বরূপ, সুতরাং তিনি গ্রামাদির ন্যায় প্রাপ্য পদার্থ নহেন। ব্রহ্ম আত্মারই স্বরূপ, এ কথা অঙ্গীকার না করিলেও তিনি অপ্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কারণ এই যে তিনি সর্ব্বগত—সর্ব্বত্রই বিদ্যমান—সুতরাং তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বা সদাপ্রাপ্ত। যে সদাপ্রাপ্ত—সে আবার প্রাপ্য কি? [নাপি...মোক্ষস্য] মোক্ষ সংস্কার্য্যপদার্থও নহে। মোক্ষ যদি সংস্কার্য্য হইত—তাহা হইলেও তাহাতে কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃব্যাপারের সম্ভব হইত। সংস্কার্য্য বস্তুতে গুণাধান করার অথবা তাহার দোষ নিবারণ করার নাম সংস্কার। মোক্ষ-নামক ব্রহ্মে তাহা অসম্ভব। মোক্ষ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্মও নিরতিশয়,

(২৭) অর্থাৎ যাহা ছিল তাহাই আবরণ অভাবে প্রকাশিত হইল মাত্র; জন্মিল না। যাহা জন্মিল না, তাহা অনিত্য হইবে কেন?

অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোক্ষস্য। নাপি দোষাপনয়নেন নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোক্ষস্য। স্বাত্মধর্ম্মএব সন্ তিরোভূতোমোক্ষঃ ক্রিয়য়াত্মনি সংক্রিয়মাণেঽভিব্যজ্যতে যথা আদর্শে নিঘর্ষণক্রিয়য়া সংক্রিয়মাণে ভাস্বরত্বধর্ম্ম ইতি চেৎ, ন, ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেরাত্মনঃ। যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া তমবিকুর্ব্বতী নৈবাত্মানং লভতে। যদ্যাত্মা ক্রিয়য়া বিক্রিয়েতানিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত। অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যত ইতি চৈবমাদীনি বাক্যানি

(টীকা ১১০ ও ১১১ পৃষ্ঠায় দেখুন।)

নিত্যশুদ্ধ বা সদানির্ম্মল সুতরাং তাঁহাতে গুণাধান ও দোষনিবারণ, দুএর কিছুই সম্ভব হয় না।(২৮) [স্বাত্ম · সংস্ক্রিয়েত] যদি বল, মোক্ষ আত্মার ধর্ম্ম, তাহা তিরোহিত থাকে বা আবৃত থাকে, ক্রিয়ার দ্বারা সুসংস্কৃত হইলে সেই মোক্ষ-নামক ধর্ম্ম পুনঃপ্রকটিত হয়, যেমন কাচের ভাস্বরত্ব ধর্ম্ম মলাবরণে তিরোহিত থাকে, ঘর্ষণক্রিয়ায় সুসংস্কৃত হইলে তাহা পুনঃপ্রকটিত হয়, মোক্ষও সেইরূপ। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, আত্মা কোনরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় (আধার) নহেন। আত্মায় ক্রিয়া হয়, এ কথা অযুক্ত—যুক্তির দ্বারা উপপন্ন হয় না। ক্রিয়ার স্বভাব এই যে, সে আপন আশ্রয়ে সংযোগাদি-বিকার উৎপন্ন না করিয়া আত্মলাভ করে না বা জন্মে না। (দর্পণ বা কাচ সাবয়ব, তাহাতে ক্রিয়া জন্মিতে পারে; কিন্তু আত্মা নিরবয়ব, তন্নিবন্ধন তাঁহাতে ক্রিয়োৎপত্তি অসম্ভব)। আত্মায় ক্রিয়া হয়, অথবা ক্রিয়ার দ্বারা আত্মায় কোনরূপ বিকার জন্মে, এ কথা বলিলে আত্মা অনিত্য হয় এবং "আত্মা অবিকার্য্য" ইত্যাদিশ্রুতি বাধিত হইয়া পড়ে। কিন্তু

(২৮) কার্য্য বা ক্রিয়াফল ৪ প্রকার। উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কার। ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে হয় কিছু উৎপন্ন হয়, না হয় কোন বিকার জন্মে, অথবা কিছু প্রাপ্ত হয়, কিংবা কোনরূপ সংস্কার (দোষনিবৃত্তি অথবা গুণবিশেষ) জন্মে। ঘটাদি বস্তু উৎপন্ন পদার্থ। দধি প্রভৃতি বিকৃত পদার্থ। গ্রাম প্রভৃতি প্রাপ্য এবং আদর্শ প্রভৃতি সংস্কার্য্য। এই চারি প্রকার ছাড়া, অন্য প্রকার কার্য্য বা ক্রিয়াফল নাই। মোক্ষ যদি কার্য্য বা ক্রিয়াফল হয়, তাহা হইলে অবশ্য উহা উক্ত চতুর্ব্বিধের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, মোক্ষকে বা ব্রহ্মাত্মস্বরূপকে, উক্ত চতুর্ব্বিধকার্য্যের বা ফলের কোনও প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। মোক্ষকে কার্য্য বা ক্রিয়াফল বলিতে গেলে, যে যে দোষ হয়, সেই সেই দোষ ভাষ্যব্যাখ্যায় যথাক্রমে বলা হইয়াছে।

বাধ্যেরন্। তচ্চানিষ্টম্। তস্মান্ন স্বাশ্রয়া ক্রিয়া আত্মনঃ সম্ভবতি। অন্যাশ্রয়ায়াস্তু ক্রিয়ায়া অবিষয়ত্বাৎ ন তয়াত্মা সংস্ক্রিয়েত। ননু দেহাশ্রয়য়া স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতধারণাদিকয়া ক্রিয়য়া দেহী সংস্ক্রিয়মাণোদৃষ্টঃ, ন, দেহসংহতস্যৈবাবিদ্যাগৃহীতস্যাত্মনঃ সংস্ক্রিয়মাণত্বাৎ। প্রত্যক্ষং হি স্নানাচমনাদের্দ্দেহসমবায়িত্বম্। তয়া দেহাশ্রয়য়া তৎসংহত এব কশ্চিদবিদ্যয়াত্মত্বেন পরিগৃহীতঃ সংস্ক্রিয়ত ইতি যুক্তম্। যথা দেহাশ্রয়চিকিৎসানিমিত্তেন ধাতুসাম্যেন তৎসংহতস্য তদভিমানিন আরোগ্যফলমহমরোগ ইতি যত্র বুদ্ধিরুৎপদ্যতে এবং স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিধারণাদিকয়া ক্রিয়য়াহহং শুদ্ধঃ সংস্কৃত ইতি যত্র বুদ্ধিরুৎপদ্যতে স সংস্ক্রিয়তে। স চ দেহেন সংহত এব। তেনৈব হ্যহঙ্কর্ত্রাহহম্প্রত্যয়বিষয়েণ প্রত্যয়িনা

(টীকা ১১১—১১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।)

মীমাংসকগণ তাহা ইচ্ছা করেন না। সুতরাং আত্মাধিকরণে ক্রিয়োৎপত্তি হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যাধিকরণে ক্রিয়া হয় বলিলেও আত্মা সে ক্রিয়ার অবিষয়। কাযেই তদ্দ্বারা আত্মার সংস্কার (গুণাধান অথবা দোষাপনয়ন) অসম্ভব। [ননু...অশ্লাতি] যদি বল, দেহাশ্রিত স্নানাদি-ক্রিয়ার দ্বারা দেহীকে (আত্মাকে) সংস্কৃত হইতে দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহা হয় না। তদ্দ্বারা দেহবিশিষ্ট ও অবিদ্যাকবলিত জীবই সংস্কৃত হয়, শুদ্ধ চেতন পরমাত্মার কিছুই হয় না। স্নানাদি ক্রিয়া-যে দেহাশ্রিত,তাহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং সে ক্রিয়ার দ্বারা দেহাদিবিশিষ্টের সংস্কার হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যেমন দেহাশ্রিত চিকিৎসাক্রিয়ার দ্বারা ধাতুবৈষম্য নিবৃত্ত হইলে, যে তদ্দেহাভিমানী, তাহারই আরোগ্যফল জন্মে,—"আমি রোগশূন্য হইয়াছি" এতদ্রূপ বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ, স্নানাচমন যজ্ঞোপবীত ধারণাদি ক্রিয়া করণানন্তর যাহাতে বা যদধিকরণে "আমি শুদ্ধ, সংস্কৃত ও নিষ্পাপ" এতদ্রূপ বুদ্ধি জন্মে, সেই অধিকরণই উক্ত ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত হয়, অন্য কেহ হয় না। পরন্তু সে অধিকরণটী দেহসংহত (দেহাদিবিশিষ্ট) ও

সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে, তৎফলঞ্চ স এবাশ্নাতি, তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতীতি মন্ত্রবর্ণাৎ। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণ ইতি, তথা, একো-দেবঃ সর্ব্বভূতেষুঃ গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ-ইতি, স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধ-মিতি চ। এতৌ মন্ত্রৌ অনাধেয়াতিশয়তাং নিত্যশুদ্ধতাঞ্চ ব্রহ্মণোদর্শয়তঃ। ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ। তস্মান্ন সংস্কার্য্যোঽপি মোক্ষঃ। অতোঽন্যৎ মোক্ষং প্রতি ক্রিয়ানুপ্রবেশদ্বারং ন

যয়া মোক্ষস্য কর্ম্মতা ঘটিষ্যত ইত্যত আহ।—"অতোঽন্য"দিতি। এভ্যঃ প্রকারেভ্যো ন প্রকারান্তরমন্যদস্তি যতো মোক্ষস্য ক্রিয়ানুপ্রবেশো ভবিষ্যতি। এতদুক্তং ভবতি।—চতসৃণাং বিধানাং মধ্যে অন্যতমতয়া ক্রিয়াফলত্বং

তদ্দেহের অহং-অভিমানী। (২৯) সেই দেহাভিমানী জীব-নামক অহংকর্ত্তাই যাবন্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, এবং অবশেষে তাহার ফলভোগী হয়। [তয়ো... বর্ণাৎ] "জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুএর মধ্যে জীবাত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য অর্থাৎ পরমাত্মা কেবল প্রকাশমান থাকেন।" এই বেদমন্ত্র উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ। [আত্মা...ইতি চ] পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "আত্মা অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন,—এতত্রিতয়সংযুক্ত চিদাভাসের নাম ভোক্তা।" এ মন্ত্রটীও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রমাণ। [একো... দর্শয়িতুম্] "সেই দেব (স্বপ্রকাশস্বভাব) সর্ব্বভূতে এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তিনি দেব হইলেও—স্বপ্রকাশ হইলেও—মায়ারূপ আবরণে নিগূঢ় (লুক্কায়িত-প্রায় অথবা অপ্রকাশের ন্যায়)। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষ বা কর্ম্মসাক্ষী অর্থাৎ ক্রিয়াসমূহের দ্রষ্টা মাত্র। তিনি সর্ব্বভূতের আবাস অর্থাৎ আশ্রয়। তিনি কেবল, এক ও নির্গুণ।" "সেই আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্ বা প্রকাশমান, অকায় অর্থাৎ দেহরহিত, অক্ষত, অনশ্বর ও অপাপবিদ্ধ।" এই দুই শ্রুতিও ব্রহ্মের নিত্যশুদ্ধতা ও অনাধেয়াতিশয়তা (৩০) উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মভাব ও মোক্ষ তুল্য কথা;

(২৯) অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চিৎ-ছায়াই এ স্থলে অহং-অভিমানী, জীব, কর্ত্তা ও ভোক্তা।
(৩০) অর্থাৎ তঁহাতে কোনরূপ সংস্কার স্থান পায় না, উৎপন্নও হয় না।

শক্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুম্। তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়া গন্ধমাত্রস্যাপ্যনুপ্রবেশ ইহ নোপপদ্যতে।

নন্মু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া, ন, বৈলক্ষণ্যাৎ। ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্ত-ব্যাপারাধীনা চ। যথা, যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ

ব্যাপ্তং সা চ মোক্ষাদ্ব্যাবর্ত্তমানা ব্যাপকানুপলব্ধ্যা মোক্ষস্য ক্রিয়াফলত্বং ব্যাবর্ত্তয়তীতি। তৎ কিং মোক্ষে ক্রিয়ৈব নাস্তি? তথা চ তদর্থানি শাস্ত্রাণি তদর্থাশ্চ প্রবৃত্তয়োঽনর্থকানীত্যত উপসংহারব্যাজেনাহ।—"তস্মাজ্‌জ্ঞানমেক" মিতি। অথ জ্ঞানং ক্রিয়া মানসী কস্মান্ন বিধিগোচরঃ? কস্মাচ্চ তস্যাঃ ফলং নির্ব্বর্ত্ত্যাদিষন্যতমং ন মোক্ষ? ইতি চোদয়তি।—"নন্মু জ্ঞান"মিতি। পরি-হরতি।—"ন, বৈলক্ষণ্যাৎ।" অয়মর্থঃ।—সত্যং জ্ঞানং মানসী ক্রিয়া, ন ত্বিয়ং ব্রহ্মণি ফলং জনয়িতুমর্হতি। তস্য স্বয়ম্প্রকাশতয়া বিদিক্রিয়াকর্ম্মভাবা-নুপপত্তেরিত্যুক্তম্। তদেতস্মিন্ বৈলক্ষণ্যে স্থিত এব বৈলক্ষণ্যান্তরমাহ।—"ক্রিয়া হি নাম সা" ইতি। "যত্র" বিষয়ে, "বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে," যথা দেবতাসম্প্রদানকহবির্গ্রহণে দেবতাবস্তুস্বরূপানপেক্ষা দেবতাধ্যানক্রিয়া যথা বা যোষিতি অগ্নিবস্ত্বনপেক্ষাঽগ্নিবুদ্ধির্যা সা ক্রিয়া হি নামেতি যোজনা। ন হি 'যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাত্তাং ধ্যায়েদ্বষট্‌করিষ্যন্' ইত্যস্মাদ্বিধেঃ প্রাগ্দেবতাধ্যানং প্রাপ্তম্। প্রাপ্তং ত্বধীতবেদান্তস্য বিদিতপদতদর্থসম্বন্ধস্যাধি-

---

সুতরাং ব্রহ্মে বা মোক্ষে ক্রিয়াপ্রবেশের অল্পমাত্রও পথ দেখাইতে পারিবে না। [তস্মাৎ...নোপপদ্যতে] সুতরাং মোক্ষে জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়ার গন্ধমাত্রও প্রবিষ্ট করাইতে পারিবে না। [নন্মু...বৈলক্ষণ্যম্] জ্ঞান এক-প্রকার ক্রিয়া বটে, মনোব্যাপার বটে, কিন্তু তাহা বিধিযোগ্য বা নিয়োগা-ধীন নহে। জ্ঞান ও ক্রিয়া অত্যন্ত বিভিন্ন। জ্ঞানমাত্রেই বস্তুস্বরূপ সাপেক্ষ, কিন্তু ক্রিয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যাহা বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা করে না, অথচ চোদিত হয়—"কর" বলিয়া উপদিষ্ট হয়, ফলকল্পে তাহাই ক্রিয়া এবং তাহা পুরুষের চিত্তের অধীন। (কেন না, পুরুষ তাহা করিলেও পারে, না করিলেও পারে, অন্য প্রকার করিলেও করিতে পারে) ক্রিয়ার স্থল বা উদাহরণ দেখ—"যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি গৃহীত হইবে, বষট্ কর্ত্তা অর্থাৎ হোতা সেই দেবতার ধ্যান করিবেন।" "মনের দ্বারা সন্ধ্যা দেব-

তাং ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যন্নিতি, সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েদিতি চৈবমাদিষু। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্তুমকর্তুমন্যথা বা কর্তুং শক্যং পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যম্। প্রমাণন্তু যথাভূতবস্তুবিষয়ম্। অতোজ্ঞানং কর্তুমকর্তুমন্যথা বা কর্তুং ন শক্যম্। কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব তৎ ন চোদনাতন্ত্রং, নাপি পুরুষতন্ত্রম্। তস্মান্মানসত্বেঽপি জ্ঞানস্য মহদ্বৈলক্ষণ্যম্। যথা, পুরুষোবাব গোতমাগ্নির্যোষা

গতশব্দন্যায়তত্ত্বস্য সদেব সৌম্যেদমিত্যাদেস্তত্ত্বমসীত্যন্তাৎ সন্দর্ভাদ্‌ব্রহ্মাত্মভাবজ্ঞানং শব্দপ্রমাণসামর্থ্যাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষসামর্থ্যাদিব প্রণিহিতমনসঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তিকুম্ভানুভবঃ। ন হ্যসৌ স্বসামগ্রীবললব্ধজন্মা মনুজেচ্ছয়াঽন্যথাকর্তুমকর্তুং বা শক্যো দেবতাধ্যানবৎ যেনার্থবানত্র বিধিঃ স্যাৎ। ন চোপাসনা বাঽনুভবপর্য্যন্তা বাঽস্য বিধের্গোচরঃ। তয়োরন্বয়ব্যতিরেকাবধৃতসামর্থ্যয়োঃ সাক্ষাৎকারে বাঽনাদ্যবিদ্যাপনয়ে বা বিধিমন্তরেণ প্রাপ্তত্বেন পুরুষেচ্ছয়াঽন্যথাকর্তুমকর্তুং বাঽশক্যত্বাৎ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মজ্ঞানং মানসী ক্রিয়াঽপি ন বিধিগোচরঃ। পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনায়াস্ত ক্রিয়ায়া বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষতা কচিদবিরোধিনী যথা দেবতাধ্যানক্রিয়ায়াঃ। ন হ্যত্র বস্তুস্বরূ-

---

তার ধ্যান করিবেক।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ ধ্যান বা চিন্তা জ্ঞান বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবে। ধ্যান যেমন ক্রিয়া, জ্ঞান সেরূপ নহে। ধ্যান-শব্দের অর্থ চিন্তা। যদিও তাহা মানস বা মনের ব্যাপার,—তথাপি তাহা পুরুষের অধীন। ইচ্ছা করিলে পুরুষ তাহা করিতে পারে, না করিতেও পারে, অন্যথা করিতেও পারে। কিন্তু জ্ঞান সেরূপ নহে। জ্ঞান প্রমাণনিষ্পাদ্য, প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে। কাযেই তাহা (জ্ঞান) ইচ্ছানুসারে করা না করা ও অন্যথা করা যায় না। তজ্জন্য তাহা বস্তুর অধীন, বিধানের বা আজ্ঞার অধীন নহে। পুরুষের অধীনও নহে। অতএব, জ্ঞান-পদার্থ মানস হইলেও—মনোব্যাপার বা মানস-ক্রিয়া হইলেও ক্রিয়ার সহিত তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য আছে। [যথা···বেদিতব্যম্] "হে গোতম! পুরুষ অগ্নি এবং স্ত্রীও অগ্নি।" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্ত্রী-পুরুষে বহ্নিবুদ্ধি উৎপাদন করিবার বিধান আছে, অগ্নিভাব ভাবনায় ধ্যান করিবার উপদেশ আছে, তাহা মনঃসাধ্য

বা গোতমাগ্নিরিত্যত্র যোষিৎপুরুষয়োরগ্নিবুদ্ধির্ম্মানসী ভবতি। কেবলচোদনাজন্যত্বাৎ ক্রিয়ৈব তু সা পুরুষতন্ত্রা চ। যা তু প্রসিদ্ধেঽগ্নাবগ্নিবুদ্ধির্ন সা চোদনাতন্ত্রা নাপি পুরুষতন্ত্রা। কিন্তর্হি, প্রত্যক্ষবিষয়বস্তুতন্ত্রৈবেতি জ্ঞানমেব তৎ ন ক্রিয়া। এবং সর্ব্বপ্রমাণবিষয়বস্তুষু বেদিতব্যম্। তত্রৈবং সতি যথা-ভূতব্রহ্মাত্মবিষয়মপি জ্ঞানং ন চোদনাতন্ত্রম্। তদ্বিষয়ে

পেণ কশ্চিদ্বিরোধঃ। কচিদ্বস্তুবিরোধিনী। যথা যোষিৎপুরুষয়োরগ্নিবুদ্ধি-রিতি। এতাবতা ভেদেন নিদর্শনমিথুনদ্বয়োপন্যাসঃ। ক্রিয়ৈবেত্যেবকারেণ বস্তুতন্ত্রত্বমপাকরোতি। নন্বাত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদয়োবিধয়ঃ শ্রূয়ন্তে ন চ প্রমত্তগীতাঃ, তুল্যং হি সাম্প্রদায়িকম্, তস্মাদ্বিধেয়েনাঽত্র ভবিতব্যমিত্যত আহ।—"তদ্বিষয়া লিঙাদয়ঃ"। সত্যং শ্রূয়ন্তে লিঙাদয়ো ন ত্বমী বিধি-বিষয়াঃ তদ্বিষয়ত্বেঽপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। হেয়োপাদেয়বিষয়ো হি বিধিঃ। স এব চ হেয় উপাদেয়ো বা যং পুরুষঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্নোতি। তত্রৈব চ সমর্থঃ কর্ত্তাঽধিকৃতোনিযোজ্যোভবতি। ন চৈবম্ভূতান্যাত্মশ্রবণ-মননোপাসনদর্শনানীতি. বিষয়তদনুষ্ঠাত্রোর্ব্বিধিব্যাপকয়োরভাবাদ্বিধেরভাব ইতি প্রযুক্তা অপি লিঙাদয়ঃ প্রবর্ত্তনায়ামসমর্থা উপল ইব ক্ষুরতৈক্ষ্ণ্যং কুণ্ঠ-

বা মনের অধীন, পুরুষের অধীন, এবং নিয়োগেরও (শাস্ত্রীয় আজ্ঞা-বাক্যের) (৩১) অধীন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি—তাহা উক্ত ত্রিতয়ের কাহারও অধীন নহে। না পুরুষের অধীন, না নিয়োগের অধীন এবং না কেবল চিত্তের অধীন। তাহা সেই প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি বস্তুরই অধীন। অগ্নিস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা হইবে, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। অতএব, জ্ঞান পদার্থ মানস-ব্যাপার রূপ হইলেও তাহা ক্রিয়া নহে। যাহা ক্রিয়া—পুরুষ তাহা ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিতে পারে, সুতরাং তাহা নিয়োগের বা আজ্ঞা বাক্যের বলে প্রবৃত্ত হইতেও পারে। পরন্তু প্রমাণবিষয়ী ভূত সিদ্ধবস্তু মাত্রেই ঐরূপ নিয়মের অর্থাৎ নিয়োগাদি নিয়মের বহির্ভূত। অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞান নিয়োগাদির অধীন নহে। [তত্র...বিষয়ত্বাৎ] কথিতপ্রকার নিয়ম থাকায়, ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানও ব্রহ্মাত্মবস্তুর অধীন, নিয়োগের অধীন নহে। ব্রহ্মতত্ত্ব বোধক শ্রুতি বাক্যে

(৩১) নিয়োগের বলেই শ্রোতার মনে ঐরূপ চিন্তার আবির্ভাব হয়।

লিঙাদয়ঃ শ্রূয়মাণা অপ্যনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ কুণ্ঠীভবন্ত্যুপলাদিষু প্রযুক্তক্ষুরতৈক্ষ্ণ্যাদিবৎ অহেয়ানুপাদেয়বস্তুবিষয়ত্বাৎ। কিমর্থানি তর্হ্যাত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদীনি বিধিচ্ছায়ানি বচনানি? স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানীতি ব্রূমঃ। যোহি বহির্মুখঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষ ইষ্টং মে

ণপ্রমাণীভবন্তীতি। "অনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ"ইতি।—সমর্থো হি কর্ত্তাঽধিকারী নিযোজ্যঃ। অসামর্থ্যে তু ন কর্তৃতা ততো নাধিকৃতো ন নিযোজ্য ইত্যর্থঃ। যদি বিধেরভাবান্ন বিধিবচনানি, কিমর্থানি তর্হি বচনান্যেতানি বিধিচ্ছায়ানীতি পৃচ্ছতি।—"কিমর্থানী"তি। ন চানর্থকানি যুক্তানি স্বাধ্যায়বিধ্যধীনগ্রহণত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। উত্তরম্।—"স্বাভাবিকে"তি। অন্যতঃ প্রাপ্তা এব হি শ্রবণাদয়োবিধিসরূপৈর্ব্বাক্যৈরনূদ্যন্তে। ন চানুবাদোঽপ্যপ্রয়োজনঃ। প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বাৎ। তথাহি।—তত্তদিষ্টানিষ্টবিষয়েপ্সাজিহাসাপহৃতহৃদয়তয়া বহির্ম্মুখো ন প্রত্যগাত্মনি সমাধাতুমর্হতি। আত্মশ্রবণাদিবিধিসরূপৈস্তু বচনৈর্ম্মনসো বিষয়স্রোতঃ খিলীকৃত্য প্রত্যগাত্মস্রোত উদ্ঘাট্যত ইতি প্রবৃত্তি-

লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয় থাকিলেও তাহা নিযোজ্য অভাবে শক্তিশূন্য(৩২)। যেমন তীক্ষ্ণধার ক্ষুর প্রস্তরে প্রযুক্ত হইলে কুণ্ঠিত হয়, শক্তিশূন্য হয়, বিধি প্রত্যয়ও তেমনি অহেয় অনুপাদেয় বস্তুতে কুণ্ঠিত বা নিঃশক্তি হয়। (৩৩) [কিমর্থানি...ব্রূমঃ] যদি বল, তবে, "আত্মাকে দেখিবেক,—আপনাকে জানিবেক" ইত্যাদিবিধ বাক্যে বিধিপ্রত্যয় কেন? অথবা শাস্ত্রে ঐরূপ ঐরূপ বিধিবাক্যতুল্য বাক্য কেন? এ সম্বন্ধে আমরা বলিব, শাস্ত্র পুরুষদিগকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বিমুখ করাইবার জন্যই ঐরূপ ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন। [যোহি...দিভিঃ] যে পুরুষ "আমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট

(৩২) নিয়োগ—"কর" "কর্ত্তব্য" "করিবেক" ইত্যাদি প্রকার আজ্ঞাবাক্য বা প্রবর্ত্তক বাক্য। লিঙ্—ব্যাকরণ বিখ্যাত নিয়োগবোধক প্রত্যয় বিশেষ। নিযোজ্য—নিয়োগের বিষয়। আপ্তবাক্য শ্রবণের পর যাহার সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে নিযোজ্য বলেন। জ্ঞান "কর" বলিলে করা যায় না; কাযেই জ্ঞানের সম্বন্ধে নিয়োগ কোন কার্য্যকারী।

(৩৩) অহেয়—যাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না অথবা যাহাতে ত্যাগযোগ্য কিছু নাই। অনুপাদেয়—যাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য যত্ন হয় না, কিংবা যাহাতে গ্রহণযোগ্য কোন কিছু নাই। বিধিপ্রত্যয়—লিঙ্, লোট, তব্য প্রভৃতি।

ভূয়াদনিষ্টং মে মাভূদিতি ন চ তত্রাত্যন্তিকং পুরুষার্থং লভতে, তমাত্যন্তিকপুরুষার্থবাঞ্ছিনং স্বাভাবিকাৎ কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতপ্রবৃত্তিগোচরাৎ বিমুখীকৃত্য প্রত্যগাত্মস্রোতস্তয়া প্রবর্ত্তয়ন্ত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদীনি। তস্যান্বেষণায় প্রবৃত্তস্যাহেয়মনুপাদেয়ঞ্চাত্মতত্ত্বমুপদিশ্যতে।—ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ, অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যেবমাদিভিঃ। যদপ্যকর্ত্তব্যপ্রধানমাত্মজ্ঞানং হানায়োপাদানায় বা ন ভবতীতি তত্তথৈবাভ্যুপগম্যতে,

---

বিশেষকরতানুবাদানামস্তীতি সপ্রয়োজনতয়া স্বাধ্যায়বিধ্যধীনগ্রহণত্বমুপপদ্যত ইতি। যচ্চ চোদিতমাত্মজ্ঞানমনুষ্ঠানানঙ্গত্বাদপুরুষার্থমিতি তদযুক্তম্। স্বতোঽস্য পুরুষার্থত্বে সিদ্ধে যদনুষ্ঠানানঙ্গত্বং তদ্ভূষণং ন দূষণমিত্যাহ।—"যদপী"তি। "অনুসংজ্বরেৎ" শরীরং পরিতপ্যমানমনুতপ্যেত। সুগমমন্যৎ।

যেন না হয়" এইরূপ অভিনিবেশের বশবর্ত্তী হইয়া অজস্র বহির্ব্বিষয়ে প্রবৃত্তিমান্ আছে, অথচ তদ্দ্বারা সে পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারিতেছে না, শাস্ত্র সেই পুরুষকে অথবা তাদৃশ পরমপুরুষার্থপ্রার্থীকে কামাদিবিষয়ক প্রবৃত্তি হইতে অথবা ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয় হইতে বিমুখ করাইয়া আত্মবিষয়ক চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ উত্থাপিত করাইবার জন্যই ঐ সকল বিধি-বাক্যতুল্য বাক্য (আত্মদর্শন করিবে—আত্মাকে বা আপনাকে জানিবে প্রভৃতি) উচ্চারণ করিয়াছেন, এবং তাদৃশ আত্মতত্ত্ব অন্বেষণেচ্ছু ব্যক্তির প্রতি "এই সমস্তই আমি বা আত্মা" "যখন তাহার এ সমস্তই আত্মা বলিয়া প্রতীত হইবে, তখন সে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? কি দিয়া কি জানিবে? যে, সকলের জ্ঞাতা, তাহাকে আবার কি দিয়া জানিবে?" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" এইরূপ এইরূপ বাক্যের দ্বারা অহেয়ও নহে ও অনুপাদেয়ও নহে এরূপ অক্ষয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। [যদপি... সমর্পণম্] যদিও আত্মজ্ঞানে কর্ত্তব্যতাবোধের প্রাধান্য নাই অর্থাৎ তাহা (আত্মজ্ঞান) কৃতিসাধ্য জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপন্ন হয় না, তাহার উৎপত্তি বা বিকাশ প্রমাণের ও আত্মবস্তুর অধীন, তৎকারণে তাহা (ব্রহ্ম বা আত্মা) হেয়ও নহে, উপাদেয়ও নহে, কেবলমাত্র জানা বা জানামাত্র, তথাপি,—

অলঙ্কারোহ্যয়মস্মাকং যদ্ব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতা-হানিঃ কৃতকৃত্যতা চেতি। তথা চ শ্রুতিঃ, আত্মানঞ্চে-দ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-মনুসংজ্বরেদিতি। এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেতি চ স্মৃতিঃ। তস্মান্ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ সমর্পণম্।

যদপি কেচিদাহুঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষব্যতিরেকেণ

প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মান্ন প্রতিপত্তী"তি। প্রকৃতসিদ্ধার্থমেকদেশিমতং দূষয়িতুমনুভাষতে।—"যদপি কেচিদাহু"রিতি। দূষয়তি।—"তন্ন"ইতি। ইদমত্রাকূতম্।—

কার্য্যবোধে যথা চেষ্টালিঙ্গং হর্ষাদয়স্তথা।
সিদ্ধবোধেঽর্থবত্তৈবং শাস্ত্রত্বং হিতশাসনাৎ॥

যদি হি পদানাং কার্য্যাভিধানে তদর্থস্বার্থাভিধানে বা নিয়মেন বৃদ্ধ-ব্যবহারে সামর্থ্যমবধৃতং ভবেৎ, ন ভবেৎ অহেয়োপাদেয়ভূতভূতব্রহ্মাত্মতা-

---

এ সিদ্ধান্ত অস্মন্মতের অলঙ্কার অর্থাৎ তাহা গুণভিন্ন দোষ নহে। কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যের শেষ হয়, কোনও প্রকার কর্ত্তব্য থাকে না, অথচ সে কৃতকৃত্য হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"পুরুষ যখন আপনাকে "স্বয়ংপ্রভানন্দ ব্রহ্ম আমি" এইরূপে জানে, তখন সে আর কি ইচ্ছায় বা কাহার তৃপ্তির জন্য এই তপ্যমান শরীরের সহিত সন্তপ্ত হইবে? (ব্রহ্মজ্ঞান কালে দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না, আত্মাদ্বৈতমাত্র থাকে)। স্মৃতিও (৩৪) এ কথা বলিয়াছেন যথা—"হে ভারত! জীব আত্মতত্ত্ব জানার পরেই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হয় এবং কৃতকৃতার্থ হয়।" অতএব, বেদান্তশাস্ত্র যে ব্রহ্মকে জ্ঞানবিধির অঙ্গরূপে সমর্পণ করে, বোধ জন্মায়, এ কথা কথাই নহে, যুক্তিসিদ্ধও নহে।

[যদপি...শেষত্বাৎ] কোন কোন পণ্ডিত (৩৫) বলেন, বিধি দ্বিবিধ।

---

(৩৪) ভগবদ্গীতা স্মৃতি বলিয়া গণ্য।

(৩৫) প্রভাকর। প্রভাকরের মতে আত্মাই কর্ত্তা, এবং এই কর্ত্তা লোকপ্রসিদ্ধ। যাহা সকল লোকে জানে, বেদান্ত তাহা প্রতিপাদন করিবে কেন? প্রসিদ্ধ আত্মা ছাড়া অকর্ত্তা ব্রহ্মাত্মা থাকার প্রমাণ নাই। অতএব, বেদান্তের অর্থও (প্রতিপাদ্য) ক্রিয়া; সুতরাং অক্রিয় ব্রহ্ম অর্থে প্রমাণ নাই।

কেবলবস্তুবাদী বেদভাগোনাস্তীতি, তন্ন, ঔপনিষদস্য পুরুষ-

পরত্বমুপনিষদাম্। তত্রাবিদিতসামর্থ্যত্বাৎ পদানাং লোকে তৎপূর্ব্বকত্বাচ্চ বৈদিকার্থপ্রতীতেঃ। অথ তু ভূতেঽপ্যর্থে পদানাং লোকে শক্যঃ সঙ্গতিগ্রহস্তত উপনিষদাং তৎপরত্বং পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়াঽবগম্যমানমপহ্নুত্য ন কার্য্যপরত্বং শক্যং কল্পয়িতুং শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। তত্র তাবদেবমকার্য্যেঽর্থে ন সঙ্গতিগ্রহো যদি তৎপরঃ প্রয়োগো ন লোকে দৃশ্যেত তৎপ্রত্যয়ো বা ব্যুৎপন্নস্যোন্নেতুং ন শক্যেত। ন তাবত্তৎপরঃ প্রয়োগো ন দৃশ্যতে লোকে। কুতুহলভয়াদিনিবৃত্ত্যর্থানামকার্য্যপরাণাং পদসন্দর্ভাণাং প্রয়োগস্য লোকে বহুলমুপলব্ধেঃ। তদ্‌যথা আখণ্ডলাদিলোকপালচক্রবালাদিবসতিঃ সিদ্ধবিদ্যাধরগন্ধর্ব্বাপ্সরঃপরিবারো ব্রহ্মলোকাবতীর্ণমন্দাকিনীপয়ঃপ্রবাহপাতধৌতকলধৌতময়শিলাতলো নন্দনাদিপ্রমদবনবিহারিমণিময়শকুন্তকমনীয়নিনদমনোহরঃ পর্ব্বতরাজঃ সুমেরুরিতি। নৈষ ভুজঙ্গো রজ্জুরিয়মিত্যাদিনাপি ভূতার্থবুদ্ধির্ব্যুৎপন্নপুরুষপ্রবর্ত্তিনী ন শক্যা সমুন্নেতুং হর্ষাদেরুন্নয়হেতোঃ সম্ভবাৎ। তথাঽবিদিতার্থজনভাষার্থো দ্রবিড়ো নগরগমনোদ্যতো রাজমার্গাভ্যর্ণং দেবদত্তমন্দিরমধ্যাসীনঃ প্রতিপন্নজনকানন্দনিবন্ধনপুত্রজন্মা বার্ত্তাহরেণ সহ নগরস্থদেবদত্তাভ্যাসসমাগতঃ পটবাসোপায়নার্পণপুরঃসরং দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে পুত্রস্তে জাত ইতি বার্ত্তাহরব্যাহারশ্রবণসমনন্তরমুপজাতরোমাঞ্চকুঞ্চকং বিকসিতনয়নোৎপলমতিস্মেরমুখমহোৎপলমবলোক্য দেবদত্তমুৎপন্নপ্রমোদমনুমিমীতে প্রমোদস্য চ প্রাগভূতস্য তদ্ব্যাহারশ্রবণসমনন্তরং ভবতস্তদ্ধেতুতাম্। ন চায়মপ্রতিপাদয়ন্ হর্ষহেতুমর্থং হর্ষায় কল্পত ইত্যনেন হর্ষহেতুরর্থ উক্ত ইতি প্রতিপদ্যতে। হর্ষহেত্বন্তরস্য চাপ্রতীতেঃ পুত্রজন্মনশ্চ তদ্ধেতোরবগমাত্তদেব বার্ত্তাহরেণাভ্যধায়ীতি নিশ্চিনোতি। এবং ভয়শোকাদয়োঽপ্যুদাহার্য্যাঃ। তথা চ প্রয়োজনবত্তয়া ভূতার্থাভিধানস্য প্রেক্ষাবৎপ্রয়োগোঽপ্যুপপন্নঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানস্য পরমপুরুষার্থহেতুভাবাদনুপদিশতামপি পুরুষপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী বেদান্তানাং পুরুষহিতানুশাসনাচ্ছাস্ত্রত্বং

প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ঘটিত বিধিই শাস্ত্র, অন্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই তাহার অঙ্গ বা পৃষ্ঠপোষক। অতএব, বিধি নিষেধ ভিন্ন কেবল বস্তুবাদী বেদ নাই। (৩৬) এ কথা সঙ্গত কথা নহে। কেন না,

---

(৩৬) অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের বা বেদাংশের বিধি নিষেধ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ বা তাৎপর্য্য নাই।

স্যানন্যশেষত্বাৎ। যোঽসাবুপনিষৎস্বেবাধিগতঃ পুরুষোঽ-সংসারী ব্রহ্ম উৎপাদ্যাদিচতুর্ব্বিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণস্থোঽনন্যশেষো নাঽসৌ নাস্তি নাধিগম্যত ইতি বা বক্তুং শক্যং।

সিদ্ধং ভবতি। তৎ সিদ্ধমেতৎ—বিবাদাধ্যাসিতানি বচনানি ভূতার্থবিষয়াণি ভূতার্থবিষয়প্রমাজনকত্বাৎ যৎ যদ্বিষয়প্রমাজনকং তৎ তদ্বিষয়ং যথা রূপাদি-বিষয়ং চক্ষুরাদি তথা চৈতানি তস্মাত্তথেতি। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং "তস্যৌপনিষদস্য পুরুষস্যানন্যশেষত্বাৎ" ইতি। উপনিপূর্ব্বাৎ সদের্ব্বিশরণার্থাৎ ক্বিপ্যুপনিষৎপদং ব্যুৎপাদিতম্।—উপনীয়াঽদ্বয়ং ব্রহ্ম সবাসনামবিদ্যাং হিনস্তীতি ব্রহ্মবিদ্যা-মাহ। তদ্ধেতুত্বাদ্বেদান্তা অপ্যুপনিষদঃ। ততোবিদিত ঔপনিষদঃ পুরুষঃ। এত-দেব বিভজতে।—"যোসাবুপনিষৎসু" ইতি। অহম্প্রত্যয়বিষয়াদ্ভিনত্তি।—"অসংসারী"তি। অতএব ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চতুর্ব্বিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ। অতশ্চ চতু-র্ব্বিধদ্রব্যবিলক্ষণো যদনন্যশেষঃ। অন্যশেষং হি ভূতং দ্রব্যং চিকীর্ষিতং সদুৎ-পত্ত্যাদ্যাপ্যং সম্ভবতি যথা যূপং তক্ষতীত্যাদি। যৎপুনরনন্যশেষং ভূতভাব্যুপ-যোগরহিতং যথা সুবর্ণং ভার্য্যং সক্তূন্ জুহোতীত্যাদি ন তস্যোৎপত্ত্যাদ্যা-প্যতা। কস্মাৎ পুনরস্যানন্যশেষতেত্যত আহ।—"যতঃ স্বপ্রকরণস্থঃ"। উপনিষদামনারভ্যাধীতানাং পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পুরুষপ্রতিপাদনপর-ত্বেন পুরুষস্যৈব প্রাধান্যেনেদং প্রকরণং ন চ জুহ্বাদিবদব্যভিচরিতক্রতু-সম্বন্ধঃ পুরুষ ইত্যুপপাদিতম্। অতঃ স্বপ্রকরণস্থঃ। সোঽয়ং তথাবিধ উপ-নিষদ্ভ্যঃ প্রতীয়মানো ন নাস্তীতি শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। মানা-ন্তরাগোচরত্বেনাগৃহীতসঙ্গতিতয়াঽপদার্থস্য ব্রহ্মণোবাক্যার্থত্বানুপপত্তেঃ কথ-

---

উপনিষদ্বেদ্য পুরুষ বা ব্রহ্মাত্মা অনন্যশেষ অর্থাৎ কাহারও অঙ্গ নহে। [যোঽসা···তস্যৈবাত্মত্বাৎ] উপনিষদ্ শাস্ত্রের দ্বারা যে স্বাধীন স্বপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ উৎপাদ্যাদি বিলক্ষণ (৩৭) ব্রহ্মপুরুষ জানা যায়, কেহই তাহা "নাই" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। কেন না, উপনিষৎ শাস্ত্রে সে পুরুষ "আত্মা" শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। আত্মা নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? বাদী কি দিয়া আত্মার নিরাকরণ করিবেন?

---

(৩৭) অর্থাৎ উৎপাদ্য, বিকার্য্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য্য এই চারি প্রকারের অতীত। তাহা ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় না, বিকৃতও হয় না, পাওয়া যায় না, সংস্কৃতও হয় না।

স এষ নেতি নেত্যাত্মা ইত্যাত্মশব্দাৎ। আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। য এব নিরাকর্ত্তা তস্যৈব আত্মত্বাৎ। নন্বাত্মাহম্প্রত্যয়বিষয়ত্বাদুপনিষৎস্বেব বিজ্ঞাত ইত্যনুপপন্নং,

মুপনিষদর্থতেত্যত আহ।—"স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যাত্মশব্দাৎ"। যদ্যপি শব্দাদিবন্মানান্তরগোচরত্বমাত্মনোনাস্তি তথাপি প্রকাশাত্মন এব সতস্তত্তদুপাধিপরিহাণ্যা শক্যং বাক্যার্থত্বেন নিরূপণং হাটকস্যেব কটককুণ্ডলাদিপরিহাণ্যা। ন হি প্রকাশঃ * শক্যো বাক্যাদব্রহ্মেতি বাত্মেতি বা নিরূপয়িতুমিত্যর্থঃ। অথোপাধিনিরাসবদুপহিতমপ্যাত্মরূপং কস্মান্ন নিরস্যত ইত্যত আহ।—"আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ।" প্রকাশো হি সর্ব্বস্যাত্মা তদধিষ্ঠানত্বাচ্চ প্রপঞ্চবিভ্রমস্য। ন চাধিষ্ঠানাভাবে বিভ্রমোভবিতুমর্হতি। ন হি জাতু রজ্জ্বভাবে রজ্জ্বাং ভুজঙ্গ ইতি বা ধারেতি বা বিভ্রমোদৃষ্টপূর্ব্বঃ। অপি চাত্মনঃ প্রকাশস্য ভাসা প্রপঞ্চস্য প্রথা। তথা চ শ্রুতিঃ।—'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী'তি। ন চাত্মনঃ প্রকাশস্য প্রত্যাখ্যানে প্রপঞ্চপ্রথা যুক্তা। তস্মাদাত্মনঃ প্রত্যাখ্যানাযোগাদ্বেদান্তেভ্যঃ প্রমাণান্তরাগোচরসর্ব্বোপাধিরহিতব্রহ্মস্বরূপাবগতিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। উপনিষৎস্বেবাবগত ইত্যবধারণমমৃষ্যমাণ আক্ষিপতি।—"নন্বাত্মে"তি। সর্ব্বজনীনাহম্প্রত্যয়বিষয়ো হ্যাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা চ সংসারী। তত্রৈব চ লৌকিকপরীক্ষকাণামাত্মপদপ্রয়োগাৎ। য এব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্ত এব চ তেষামর্থা ইত্যৌপনিষদমপ্যাত্মপদং তত্রৈব প্রবর্ত্তিতুমর্হতি নার্থান্তরে তদ্বিপরীত ইত্যর্থঃ। সমাধত্তে।—"ন" অহম্প্রত্যয়বিষয় ঔপনিষদঃ পুরুষঃ।

আত্মা নাই বলিবেন? যাহা দিয়া আত্মনিরাকরণ করিতে যাইবেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাই তাঁহার আত্মা হইবে। (৩৮) [নন্বা...উপপদ্যতে] আত্মা অহং-জ্ঞানের বিষয়, "আমি" এতদ্রূপে ভাসমান বা প্রত্যক্ষ, সুতরাং তিনি যে কেবলমাত্র উপনিষদ্বেদ্য, এ কথা অযুক্ত,—এরূপ বলিতেও পার না। কেন না, "আমি"-জ্ঞানটী মনোবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

* প্রকাশ ইত্যস্মাৎপরং "স্বসংবেদনো ন ভাসতে, নাপি তদবচ্ছেদকঃ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতঃ। তেন স এষ নেতি নেত্যাত্মেতি তত্তদবচ্ছেদপরিহাণ্যা বৃহত্ত্বাপাদনাচ্চ স্বয়ম্প্রকাশঃ" ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে কচিৎপুস্তকে স চ সাধীয়ানিতি ভাতি।

(৩৮) অভিপ্রায় এই যে, আত্মাই সর্ব্বসাক্ষী—সর্ব্বাবভাসক। আত্মা "নাই" এ তত্ত্বেরও সাক্ষী। কারণই স্বীকার্য্য হইতেছে, আত্মা সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ, তজ্জন্য তাঁহাকে নাই বলিয়া উড়াইবার পথ বা উপায় নাই।

ন, তৎসাক্ষিত্বেন প্রত্যুক্তত্বাৎ। ন হ্যহম্প্রত্যয়বিষয়কর্ত্তৃ-ব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সর্ব্বভূতস্থঃ সম একঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষোবিধিকাণ্ডে তর্কসমবায়ে বা কেনচিদধিগতঃ সর্ব্বস্যাত্মা। অতঃ স ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যোবিধি-শেষত্বং বা নেতুম্। আত্মত্বাদেব চ সর্ব্বেষাং ন হেয়োনাপ্যুপাদেয়ঃ। সর্ব্বং হি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিন-

কুতঃ। "তৎসাক্ষিত্বেন" অহম্প্রত্যয়বিষয়ো যঃ কর্ত্তা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতোপহিতো জীবাত্মা তৎসাক্ষিত্বেন। পরমাত্মনোঽহম্প্রত্যয়বিষয়ত্বস্য "প্রত্যুক্তত্বাৎ।" এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপ্যনেন জীবেনাত্মনেতি জীবপরমাত্মনোঃ পারমার্থিকমৈক্যং তথাপি তস্যোপহিতং রূপং জীবঃ শুদ্ধন্তু রূপং তস্য সাক্ষি। তচ্চ মানান্তরানধিগতমুপনিষদ্গোচর ইতি। এতদেব প্রপঞ্চয়তি।—"ন হ্যহম্প্রত্যয়বিষয়" ইতি। "বিধিশেষত্বং বা নেতুং ন শক্যঃ।" কুতঃ। "আত্মত্বাদেব।" ন হ্যাত্মাঽন্যার্থোঽন্যত্তু সর্ব্বমাত্মার্থম্। তথা চ শ্রুতিঃ। 'ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতী'তি। অপি চাতঃ সর্ব্বেষামাত্মত্বাদেব ন হেয়ো নাপ্যুপাদেয়ঃ। সর্ব্বস্য হি প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মৈব তত্ত্বমাত্মা। ন চ স্বভাবো হেয়োঽশক্যহানত্বাৎ। ন চোপাদেয় উপাত্তত্বাৎ। তস্মাদ্ধেয়োপাদেয়বিষয়ৌ বিধিনিষেধৌ ন তদ্বিপরীতমাত্মতত্ত্বং বিষয়ীকুরুত ইতি সর্ব্বস্য প্রপঞ্চজাতস্যাত্মৈব তত্ত্বমিতি। এতদুপপাদয়তি।—"সর্ব্বং বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি।" অয়মর্থঃ।—পুরুষো হি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণতদবিরুদ্ধন্যায়ব্যবস্থাপিতত্বাৎ

সুতরাং তাহা মুখ্য আত্মা নহে। আত্মা অহং-বৃত্তির অবভাসক, অহং-বৃত্তি আত্মার অবভাসিকা নহে। অহংবৃত্তিসম্বলিত আত্মাভাস জীব-নামে প্রসিদ্ধ, এবং তাহাই অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষবৎ ভাসমান। (৩৯) পরন্তু যিনি বা যাহা মুখ্য আত্মা, তাহা অহংবৃত্তির অতীত এবং তাহাই উপনিষদ্বেদ্য। অতএব, বিধিকাণ্ডই হউক, আর মুক্তিকাণ্ডই হউক, কোনও কাণ্ডে কেহ

(৩৯) আত্মপ্রতিবিম্বযুক্ত অহংবৃত্তিই "আমি" এতদ্রূপে ভাসমান আছে। আত্মচৈতন্য অহং আকার-মানসবৃত্তিতে প্রতিফলিত হওয়ায় ঐরূপ ভাসমান হয়, সুতরাং তাহাই সর্ব্বসাধারণে প্রসিদ্ধ। পরন্তু আত্মা যে অহংবৃত্তির অতীত, তাহা উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।

শ্যতি। পুরুষোহি বিনাশহেত্বভাবাদবিনাশী বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ। অতএব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ। তস্মাৎ, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ, তস্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি চৌপনিষদত্ববিশেষণং পুরুষস্যোপনিষৎস্বেব প্রাধান্যেন প্রকাশমানত্বাদুপপদ্যতে।

পরমার্থসন্। প্রপঞ্চস্বনাদ্যবিদ্যাপ্রদর্শিতোঽপরমার্থসন্। যশ্চ পরমার্থসন্নসৌ প্রকৃতিঃ রজ্জুতত্ত্বমিব সর্পবিভ্রমস্য বিকারস্য। অত এবাস্যানির্ব্বাচ্যত্বেনাদৃঢ়স্বভাবস্য বিনাশঃ। পুরুষস্তু পরমার্থসন্ নাসৌ কারণসহস্রেণাপ্যসন্ শক্যঃ কর্ত্তুম্। ন হি সহস্রমপি শিল্পিনো ঘটং পটয়িতুমীশত ইত্যুক্তম্। তস্মাদবিনাশিপুরুষান্তো বিকারবিনাশঃ শুক্তিরজ্জুতত্ত্বান্ত ইব রজতভুজঙ্গবিনাশঃ। পুরুষ এব হি সর্ব্বস্য প্রপঞ্চবিকারজাতস্য তত্ত্বম্। ন চ পুরুষস্যাস্তি বিনাশো যতোঽনন্তঃ। অনন্তোঽপি কস্মান্ন বিনাশী স্যাদিত্যত আহ।—"পুরুষো বিনাশহেত্বভাবা"দিতি। ন হি কারণানি সহস্রমপ্যন্যদন্যথয়িতুমীশত ইত্যুক্তম্। অথ মা ভূৎ স্বরূপেণ পুরুষো হেয় উপাদেয়ো বা তদীয়স্তু কশ্চিদ্ধর্ম্মো হাস্যতে কশ্চিচ্চোপাদাস্যত ইত্যত আহ।—"বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ"। ত্রিবিধোঽপি ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামলক্ষণো বিকারো নাস্তী-

---

কখন কোনও প্রমাণে সেই সর্ব্বভূতস্থ অহংবৃত্তির অতীত অথচ অহংবৃত্তির অবভাসক (দ্রষ্টা) নিত্য নির্ব্বিকার সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্মকে উপলব্ধিগোচর করিতে পারেন নাই এবং নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারিবেন না, কৃতিসাধ্য বলিয়া স্থির করিতেও পারিবেন না। তাহার হেতু এই যে, তিনি আত্মা। যে-হেতু তিনি আত্মা সেই হেতু তিনি হেয়ও নহেন, উপাদেয়ও নহেন। আত্মা ভিন্ন যে কিছু—সমস্তই বিকার, সমস্তই পরিণামী, তৎকারণে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিনাশের কারণ না থাকায় পুরুষ বা আত্মা অবিনাশী। বিকারহেতু না থাকায় তিনি কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য। তৎকারণে তিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। সেই কারণেই উপনিষদ্ শাস্ত্র "পুরুষের পর কিছুই নাই—পুরুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাই—পুরুষই উৎকর্ষসীমা এবং পুরুষই পরম গতি।" এইরূপ বলিয়া তাহার পরেই "সেই উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" এইরূপে সেই পুরুষকে "উপনিষদ্বেদ্য" বিশেষণে বিশেষিত করিয়া-

অতোবস্তুপরোবেদভাগোনাস্তীতি বচনং সাহসমাত্রং। যদপি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণং, দৃষ্টোহি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধন-মিত্যেবমাদি, তৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভি-প্রায়ং দ্রষ্টব্যম্। অপি চ, আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য-মতদর্থানামিত্যেতদেকান্তেনাভ্যুপগচ্ছতাং ভূতোপদেশানা-

---

ত্যুক্তম্। অপি চাত্মনঃ পরমার্থসতো ধর্ম্মোঽপি পরমার্থসন্নিতি ন তস্যান্য-থাত্বং কারণৈঃ শক্যং কর্ত্তুম্। ন চ ধর্ম্মান্যথাত্বাদন্যো বিকারঃ। তদিদমুক্তম্—বিক্রিয়াহেত্বভাবাদিতি। সুগমমন্যৎ। যৎপুনরেকদেশিনা শাস্ত্রবিদ্বচনং সাক্ষিত্বেনাক্রান্তং তদন্যথোপপাদয়তি।—"যদপি শাস্ত্রতাৎ-পর্য্যবিদামনুক্রমণমিতি।" দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ প্রয়োজনবদর্থাববোধনমিতি বক্তব্যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রকৃতত্বাদ্ধর্ম্মস্য চ কর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মাববোধনমিত্যুক্তম্। ন তু সিদ্ধরূপব্রহ্মাববোধনং ব্যাপারং বেদস্য বারয়তি। ন হি সোমশর্ম্মণি প্রকৃতে তদ্গুণাভিধানং পরিসঙ্কষ্টে বিষ্ণুশর্ম্মণোগুণবত্তাম্। বিধিশাস্ত্রং বিধীয়মানকর্ম্মবিষয়ং প্রতিষেধশাস্ত্রঞ্চ প্রতিষিধ্যমানকর্ম্মবিষয়মিত্যুভয়মপি কর্ম্মাববোধপরম্। অপি চাম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদিতি শাস্ত্রকৃদ্বচনম্। তত্রার্থগ্রহণং যদ্যভিধেয়বাচি ততোভূতার্থানাং দ্রব্যগুণকর্ম্মশব্দানামানর্থক্যমনভিধেয়ত্বং প্রসজ্যেত। ন হি তে ক্রিয়ার্থা ইত্যত আহ।—"অপি চাম্নায়স্য" ইতি। যদ্যু-চ্যেত ন হি ক্রিয়ার্থত্বং ক্রিয়াভিধেয়ত্বমপি তু ক্রিয়াপ্রয়োজনত্বং, দ্রব্যগুণশব্দা-নাঞ্চ ক্রিয়ার্থত্বেনৈব ভূতদ্রব্যগুণাভিধানং ন স্বনিষ্ঠতয়া। যথাহুঃ শাস্ত্রবিদঃ 'চোদনা হি ভূতং ভবন্ত'মিত্যাদি। এতদুক্তং ভবতি।—কার্য্যমর্থমবগময়ন্তী

ছেন। [অতো...মাত্রম্] অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বা কেবলমাত্র বস্তুপ্রতিপাদক-বেদাংশ নাই, এ কথা সাহস ভিন্ন অন্য কিছু নহে। [যদপি...দ্রষ্টব্যম্] শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিত (শবরস্বামী) বলিয়াছেন, "ক্রিয়াবিষয়ক বোধ জন্মানই বেদের অর্থ" এই কথা বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলে, তাহা বৃথা। কেন না, ঐ কথা কর্ম্মবিচারপ্রসঙ্গের কথা। সুতরাং ঐ কথা বিধি নিষেধ অভিপ্রায়েই কথিত। (বেদান্তের সহিত ঐ কথার সম্পর্ক নাই)। [অপিচ...প্রসঙ্গঃ] আরও এক কথা এই যে, নিতান্তই যদি অক্রিয়ার্থ শব্দের (ক্রিয়াপোষক নহে এরূপ ব্রহ্ম প্রভৃতির) আনর্থক্য অঙ্গীকার কর,

মানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ভূতঞ্চেৎ বস্তূ-পদিশতি ভব্যার্থত্বেন কূটস্থং নিত্যং ভূতং নোপদিশতীতি কোহেতুঃ। ন হি ভূতমুপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি। অক্রিয়াত্বেঽপি ভূতস্য ক্রিয়াসাধনত্বাৎ। ক্রিয়ার্থ এব ভূতোপ-

---

চোদনা তদর্থং ভূতাদিকমপ্যর্থং গময়তীতি। তত্রাহ।—"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ভূতং চেৎ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—ন তাবৎ কার্য্যার্থ এব স্বার্থে পদানাং সঙ্গতিগ্রহোনান্যার্থ ইত্যুপপাদিতং ভূতেপ্যর্থে ব্যুৎপত্তিং দর্শয়দ্ভিঃ। নাপি স্বার্থমাত্রপরত্বৈব পদানাং, তথা সতি ন বাক্যার্থপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ। ন হি প্রত্যেকং স্বপ্রধানতয়া গুণপ্রধানভাববহিতানামেকবাক্যতা দৃষ্টা। তস্মাৎ পদানাং স্বার্থমভিদধতামেকপ্রয়োজনবৎপদার্থপরতয়ৈকবাক্যতা। তথা চ তত্তদর্থান্তরবিশিষ্টৈকবাক্যার্থপ্রত্যয় উপপন্নো ভবতি। যথাহুঃ শাস্ত্রবিদঃ।—

সাক্ষাদ্যদ্যপি কুর্ব্বন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্।
বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে॥
বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্।
পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্॥ ইতি।

তথা চার্থান্তরসংসর্গপরতামাত্রেণ বাক্যার্থপ্রত্যয়োপপত্তৌ ন কার্য্যসংসর্গপরত্বনিয়মঃ পদানাম্। এবঞ্চ সতি কূটস্থনিত্যব্রহ্মরূপপরত্বেঽপ্যদোষ ইতি। "ভব্যং" কার্য্যম। নমু যদ্ভব্যার্থং ভূতমুপদিশ্যতে ন তদ্ভূতং ভব্যসংসর্গিণা রূপেণ তস্যাপি ভব্যত্বাদিত্যত আহ।—"ন হি ভূতমুপদিশ্যমান" মিতি। ন তাদাত্ম্যলক্ষণঃ সংসর্গঃ কিন্তু কার্য্যেণ সহ প্রযোজনপ্রয়োজনিলক্ষণোঽন্বয়ঃ। তাদ্রূপ্যেণ তু ভাবার্থেন ভূতার্থানাং ক্রিয়াকারকলক্ষণ ইতি ন ভূতার্থানাং ক্রিয়ার্থত্বমিত্যর্থঃ। শঙ্কতে।—"অক্রিয়াত্বেঽপী" তি। এবঞ্চ-

---

তবে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত দধি ও সোম প্রভৃতি শব্দেরও আনর্থক্য স্বীকার কর। [প্রবৃত্তি...ভবতি] কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অপ্রযোজক দধি সোম প্রভৃতি সিদ্ধদ্রব্যের উপদেশ করেন, আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ (উপনিষদ) কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম উপদেশ করেন না, এ কথার অর্থ কি? কারণ কি? এমন কোন নিয়ম নাই যে, উপদিশ্যমান দ্রব্যও ক্রিয়া হইয়া যাইবে। [অক্রিয়াত্বে ... দিতি] যদি বল, দ্রব্য ক্রিয়া হইবে না; কিন্তু তাহারা ক্রিয়ার সাধন হইবেক, সেই কারণেই কর্ম্মকাণ্ডে তাহার উপদেশ, সুতরাং তাহা দোষাবহ নহে। ক্রিয়ার্থ ও অক্রিয়ার্থ শব্দের অর্থ এই যে, যাহাতে ক্রিয়া

দেশ ইতি চেন্নৈষ দোষঃ। ক্রিয়ার্থত্বেঽপি ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তন-শক্তিমদ্বস্তূপদিষ্টমেব, ক্রিয়ার্থত্বস্তু প্রয়োজনং তস্য, ন চৈতা-বতা বস্ত্বনুপদিষ্টং ভবতি। যদি নামোপদিষ্টং কিং তব তেন স্যাদিতি, উচ্যতে অনবগতাত্মবস্তূপদেশশ্চ তথৈব

ক্রিয়ার্থকূটস্থনিত্যব্রহ্মোপদেশানুপপত্তিরিতি ভাবঃ। পরিহরতি। "নৈষ দোষঃ। ক্রিয়ার্থত্বেঽপী"তি। ন হি ক্রিয়ার্থং ভূতমুপদিশ্যমানমভূতং ভবতি—অপি তু ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তনযোগ্যং ভূতমেব তৎ। যথা চ ভূতেঽর্থেঽবধৃতশক্তয়ঃ শব্দাঃ কচিৎ স্বনিষ্ঠভূতবিষয়া দৃশ্যমানা মৃষা শীর্তা বা ন কথঞ্চিৎ ক্রিয়া-নিষ্ঠতাং গময়িতুমুচিতাঃ। ন হ্যপহিতং শতশো দৃষ্টমপ্যনুপহিতং কচিদ্দৃষ্ট-মদৃষ্টং ভবতি। তথা চ বর্ত্তমানাপদেশা অস্তিক্রিয়োপহিতা অকার্য্যার্থা অপ্যটবীবর্ণকাদয়ো লোকে বহুলমুপলভ্যন্তে এবং ক্রিয়াঽনিষ্ঠা অপি সম্বন্ধমাত্র-পর্য্যবসায়িনঃ। যথা কস্যৈষ পুরুষ ইতি প্রশ্নোত্তরং রাজ্ঞ ইতি তথা প্রাতিপদি-কার্থমাত্রনিষ্ঠা। যথা কীদৃশাস্তরব ইতি প্রশ্নোত্তরং ফলিন ইতি। ন হি পৃচ্ছতা পুরুষস্য বা তরূণাং বা অস্তিত্বনাস্তিত্বে প্রতিপিৎসিতে কিন্তু পুরুষস্য স্বামি-ভেদস্তরূণাঞ্চ প্রকারভেদঃ প্রষ্টুরপেক্ষিতশ্চাচক্ষাণৈঃ স্বামিভেদমেব চ প্রতি-ব্যক্তি ন পুনরস্তিত্বং তস্য তেনাপ্রতিপিৎসিতত্বাৎ। উপপাদিতা চ ভূতে-ঽপ্যর্থে ব্যুৎপত্তিঃ প্রয়োজনবতি পদানাম্। চোদয়তি।—"যদি নামোপদিষ্টং" ভূতং "কিং তব" উপদেষ্টুঃ শ্রোতুর্ব্বা প্রয়োজনং "স্যাৎ"। তস্মাদ্ ভূতমপি প্রয়োজনবদেবোপদেষ্টব্যং নাপ্রয়োজনম্। অপ্রয়োজনঞ্চ ব্রহ্ম তস্যোদাসীনস্য সর্ব্বক্রিয়ারহিতত্বেনানুপকারকত্বাদিতি ভাবঃ। পরিহরতি।—"অনবগতা-ত্মোপদেশশ্চ তথৈব" প্রয়োজনবানেব "ভবিতুমর্হতি"। অপ্যর্থশ্চকারঃ।

নিষ্পাদক সামর্থ্য আছে, তাহাই ক্রিয়ার্থ, যাহাতে তাহা নাই তাহা অক্রিয়ার্থ। দধ্যাদি দ্রব্য ক্রিয়ানিষ্পাদক, সুতরাং তাহা ক্রিয়া না হইলেও ক্রিয়ার্থ, ক্রিয়ার্থ বলিয়াই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম সেরূপ বস্তু নহে। সুতরাং তাহা অক্রিয়ার্থ, অক্রিয়ার্থ বলিয়াই তাহা উপদেশ্য নহে। ফলজনক ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য দধ্যাদি সিদ্ধপদার্থের উপদেশের প্রয়োজন আছে সুতরাং সিদ্ধবস্তু ঐরূপে উপদিষ্ট হইলে তাহা অনুপদিষ্ট বা অনর্থক হয় না। যদিও কোন ফলোদ্দেশ না থাকে, নাই থাকুক, তাহাতে তোমার ইষ্ট কি? [উচ্যতে] ইহার প্রত্যুত্তর করিতেছি। [অনব...দেশেন] এ শাস্ত্রেও অজ্ঞাত আত্মতত্ত্বের উপদেশ কর্ম্মকাণ্ডীয় দধ্যাদি উপদেশের

ভবিতুমর্হতি। তদবগত্যা মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারহেতোর্নিবৃত্তিঃ
প্রয়োজনং ক্রিয়ত ইত্যবিশিষ্টমর্থবত্ত্বং ক্রিয়াসাধনবস্তূপ-

এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপি ব্রহ্মোদাসীনং তথাপি তদ্বিষয়ং শাব্দজ্ঞানমবগতি-
পর্য্যন্তং বিদ্যা স্ববিরোধিনীং সংসারমূলমবিদ্যামুচ্ছিন্দৎ প্রয়োজনবদিত্যর্থঃ।
অপি চ যেঽপি কার্য্যপরত্বং সর্ব্বেষাং পদানামাস্থিষত তৈরপি 'ব্রাহ্মণো ন
হন্তব্যো ন সুরা পাতব্যা' ইত্যাদীনাং ন কার্য্যপরতা শক্যা আস্থাতুম্।
কৃত্যুপহিতমর্য্যাদং হি কার্য্যং কৃত্যা ব্যাপ্তং তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে শিংশপাত্বমিব
বৃক্ষত্বনিবৃত্তৌ। কৃতির্হি পুরুষপ্রযত্নঃ স চ বিষয়াধীননিরূপণঃ। বিষয়শ্চাস্য
সাধ্যস্বভাবতয়া ভাবার্থ এব পূর্ব্বাপরীভূতোঽন্যোৎপাদানুকূলো ভবিতুমর্হতি
ন দ্রব্যগুণৌ; সাক্ষাৎ কৃতিব্যাপ্যো হি কৃতের্বিষয়ঃ ন চ দ্রব্যগুণয়োঃ
সিদ্ধয়োরস্তি কৃতিব্যাপ্যতা। অত এব শাস্ত্রকৃদ্বচো 'ভাবার্থাঃ কর্ম্মশব্দাস্তেভ্যঃ
ক্রিয়া প্রতীয়েত' ইতি। দ্রব্যগুণশব্দানাং নৈমিত্তিকাবস্থায়াং কার্য্যাবমর্শে-
ঽপি ভাবস্য পরতো দ্রব্যগুণশব্দানান্তু ভাবযোগাৎ কার্য্যাবমর্শ ইতি ভাবা-
র্থেভ্য এবাপূর্ব্বাবগতির্ন দ্রব্যগুণশব্দেভ্য ইতি। ন চ 'দধ্না জুহোতি' 'সন্ত-
তমাঘারয়তি' ইত্যাদিষু দ্রব্যাদীনাং কার্য্যবিষয়তা। তত্রাপি হি হোমাঘার-
ভাবার্থবিষয়মেব কার্য্যম্। ন চৈতাবতা 'সোমেন যজেত' ইতি বৎ, দধিসন্ত-
তাদিবিশিষ্টহোমাঘারবিধানং 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'আঘারমাঘারয়তি' ইতি
তদনুবাদঃ। যদ্যপ্যত্রাপি ভাবার্থবিষয়মেব কার্য্যং তথাপি ভাবার্থানুবন্ধতয়া
দ্রব্যগুণাববিষয়াবপি বিধীয়েতে। ভাবার্থোক্ত কারকব্যাপারমাত্রতয়াঽব
শিষ্টঃ কারকবিশেষেণ দ্রব্যাদিনা বিশেষ্যত ইতি দ্রব্যাদিস্তদনুবন্ধঃ। তথা চ
ভাবার্থে বিধীয়মানে স এব সানুবন্ধো বিধীয়ত ইতি দ্রব্যগুণাববিষয়াবপি
তদনুবন্ধতয়া বিহিতৌ ভবতঃ। এবঞ্চ ভাবার্থপ্রণালিকয়া দ্রব্যাদিসংক্রান্তো
বিধির্বাক্যভেদভয়াৎ স্ববিষয়স্য চান্যতঃ প্রাপ্ততয়া তদনুবাদেন তদনুবন্ধীভূত-
দ্রব্যাদিপরো ভবতীতি সর্ব্বত্র ভাবার্থবিষয় এব বিধিঃ। এতেন যদাগ্নেয়ো-
ঽষ্টাকপালো ভবতীত্যত্র সম্বন্ধবিষয়ো বিধিরিতি পরাস্তম্। ননু ন ভবত্যর্থো
বিধেয়ঃ। সিদ্ধে ভবিতরি লব্ধরূপস্য ভবনং প্রত্যকর্ত্তৃত্বাৎ। ন খলু গগনং

ন্যায় সার্থক। (কর্ম্মকাণ্ডে সিদ্ধবস্তুর উপদেশ ক্রিয়ার সহায় বলিয়া
সার্থক বা সফল, কিন্তু এ শাস্ত্রে অনবগত ব্রহ্মবস্তুর উপদেশ স্বতঃ সফল)।
তাহার হেতু এই যে, তদ্বিজ্ঞান দ্বারা সংসাররূপ অনর্থের মূল কারণ
অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় এবং তাহাতেই উপদেশের ফলসিদ্ধি হয়। সুতরাং

দেশেন। অপিচ ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইতি চৈবমাদ্যা নিবৃত্তি-রুপদিশ্যতে ন চ সা ক্রিয়া নাপি ক্রিয়াসাধনম্‌। অক্রিয়ার্থা-

ভবতি। নাপ্যসিদ্ধে অসিদ্ধস্যানিযোজ্যত্বাৎ। গগনকুসুমবৎ। তস্মাদ্‌-ভবনেন প্রযোজ্যব্যাপারেণাক্ষিপ্তঃ প্রয়োজকস্য ভাবয়িতুর্ব্যাপারোবিধেয়ঃ। স চ ব্যাপারোভাবনা কৃতিঃ প্রযত্ন ইতি। নির্ব্বিষয়শ্চাসাবশক্যা প্রতিপত্তি-রতোবিষয়াপেক্ষায়ামাগ্নেয়শব্দোপস্থাপিতোদ্রব্যদেবতাসম্বন্ধ এবাস্য বিষয়ঃ। নম্ব ব্যাপারবিষয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ কথমব্যাপাররূপং সম্বন্ধং গোচরয়েৎ? ন হি ঘটং কুর্ব্বিত্যত্রাপি সাক্ষান্নামার্থং ঘটং পুরুষপ্রযত্নোগোচরয়ত্যপি তু দণ্ডাদি হস্তাদিনা ব্যাপারযতি তস্মাদ্ঘটার্থাং কৃতিং ব্যাপারবিষয়ামেব পুরুষঃ প্রতি-পদ্যতে ন তু কপতোঘটবিষয়াম্‌। উদ্দেশ্যতয়া ত্বস্যামস্তি ঘটো ন তু বিষয়-তয়া। বিষয়তয়া তু হস্তাদিব্যাপার এব। অত এবাগ্নেয় ইত্যত্রাপি দ্রব্যদেবতা-সম্বন্ধাক্ষিপ্তোযজিরেব কার্য্যবিষয়োবিধেয়ঃ। কিমুক্তং ভবতি? আগ্নেয়োভব-তীতি আগ্নেয়েন যাগেন ভাবয়েদিতি। অত এব 'য এবং বিদ্বান্‌ পৌর্ণমাসীং যজতে' 'য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে' ইত্যনুবাদোভবতি যদাগ্নেয় ইত্যাদি-বিহিতস্য যাগষট্‌কস্য। অত এব চ বিহিতানুদিতস্য তস্যৈব দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামোযজেতেত্যধিকারসম্বন্ধঃ। তস্মাৎ সর্ব্বত্র কৃতিপ্রণালিকয়া ভাবার্থ বিষয় এব বিধিরিত্যোকান্তঃ। তথা চ ন হন্যান্ন পিবেদিত্যাদিষু যদি কার্য্য-মভ্যুপেয়েত ততস্তদ্ব্যাপিকা কৃতিরভ্যুপেতব্যা। তদ্ব্যাপকশ্চ ভাবার্থোবিষয়ঃ। এবঞ্চ প্রজাপতিব্রতন্যায়েন পর্য্যুদাসবৃত্ত্যাহননাপানসঙ্কল্পলক্ষণয়া ভাবিষয়ো বিধিঃ স্যাৎ। তথা চ প্রসজ্যপ্রতিষেধো নঞ্জুলাঞ্জলিঃ প্রসজ্যেত। ন চ সতি সম্ভবে লক্ষণা ন্যায্যা। নেক্ষেতোদ্যন্তমিত্যাদৌ তু তস্য ব্রতমিত্যধি-কারাৎ প্রসজ্যপ্রতিষেধাসম্ভবেন পর্য্যুদাসবৃত্ত্যাহনীক্ষণসঙ্কল্পলক্ষণা যুক্তা। তস্মান্ন হন্যাৎ ন পিবেদিত্যাদিষু প্রসজ্যপ্রতিষেধেষু ভাবার্থাভাবাত্তদ্ব্যাপ্তায়াঃ কৃতেরভাবস্তদভাবে চ তদ্ব্যাপ্তস্য কার্য্যস্যাভাব ইতি ন কার্য্যপরত্বনিয়মঃ সর্ব্বত্র বাক্যে ইত্যাহ।—"ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যেবমাদ্যা" ইতি। নম্ব কস্মান্নিবৃত্তিরেব কার্য্যং ন ভবতি, তৎসাধনং বা, ইত্যত আহ—"ন চ সা ক্রিয়া" ইতি। ক্রিয়াশব্দঃ কার্য্যবচনঃ। এতদেব বিভজতে।—"অক্রিয়া-র্থানা"মিতি। স্যাদেতৎ। বিধিবিভক্তিশ্রবণাৎ কার্য্যং তাবদত্র প্রতীয়তে

কর্ম্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াসাধক বস্তু-উপদেশের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রহ্মাত্মবস্তু উপ-দেশের সমান সার্থক্য আছে। [অপিচ...তচ্চানিষ্টম্‌] আরও এক কথা আছে। কর্ম্মশাস্ত্রে "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না" ইত্যাদিবিধ নিবৃত্তি

নামুপদেশোঽনর্থকশ্চেৎ, ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যাদিনিবৃত্ত্যুপদেশানামানর্থক্যং প্রাপ্তম্। তচ্চানিষ্টম্। ন চ স্বভাবপ্রাপ্তহন্ত্যর্থানুরাগেন নঞঃ শক্যমপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্প-

য়িতুম্। হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যব্যতিরেকেণ ইতি শেষঃ। ... ভাষ্যতত্ত্ব ইত্যাদি প্রতিষেধের্থ

তচ্চ ন ভাবার্থমন্তবেণ। ন চ রাগতঃ প্রবৃত্তস্য হননপানাদাবকস্মাদৌদাসীন্য-মুপপদ্যতে বিনা বিধাবকপ্রযত্নম। তস্মাৎ স এব প্রবৃত্ত্যুন্মুখানাং মনো-বাগ্দেহানাং বিধারকঃ প্রযত্নো নিষেধবিধিগোচরঃ ক্রিয়েতি নাক্রিয়াপরমস্তি বাক্যং কিঞ্চিদপীত্যাহ।—"ন চ" "হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যব্যতিরেকেণ" "নঞঃ শক্যমপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুম্"। কেন হেতুনা ন শক্যমিত্যত আহ।—"স্বভাবপ্রাপ্তহন্ত্যর্থানুরাগেণ" নঞঃ। অয়মর্থঃ।—হননপানপরোহি বিধিপ্রত্যয়ঃ প্রতীয়মানস্তে এব বিধত্ত ইত্যুৎসর্গঃ। ন চৈতে শক্যে বিধাতুম্। রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। ন চ নঞঃ প্রসজ্যপ্রতিষেধোবিধেয়ঃ। তস্যাপ্যৌদাসীন্য-রূপস্য সিদ্ধতযা প্রাপ্তত্বাৎ। ন চ বিধারকঃ প্রযত্নঃ। তস্যাশ্রুতত্বেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ। সতি সম্ভবে চ মুখ্যে লক্ষণায়া অন্যায্যত্বাৎ বিধিবিভক্তেশ্চ রাগতঃ প্রাপ্তপ্রবৃত্ত্যনুবাদকত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ। তস্মাৎ যৎ পিবেৎ হন্যাদ্বা ইত্যনূদ্য তন্নেতি নিষিধ্যতে তদভাবো জ্ঞাপ্যতে, ন তু নঞথো-বিধীযতে। অভাবশ্চ স্ববিরোধিভাবনিরূপণতয়া ভাবচ্ছায়ানুপাতীতি সিদ্ধে সিদ্ধবৎ সাধ্যে চ সাধ্যবৎ ভাসত ইতি। সাধ্যবিষয়োনঞর্থঃ

উপদেশ আছে। (৪০) সেই নিবৃত্তি বা নিষেধ ক্রিয়াও নহে, ক্রিয়ার সাধনও নহে। ক্রিয়া অথবা ক্রিয়াসাধন ব্যতীত অন্য উপদেশ যদি অনর্থক হয়, তবে "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না" এ উপদেশও অনর্থক হইবে। অথচ উহার আনর্থক্য স্বীকার কর না। [নচ...শাম্যতি] নিবৃত্তি কি? নিবৃত্তি ঔদাস্য, অথবা অভাব। সুতরাং "হনন করিবে না" ইত্যাদিস্থলে নিষেধ-বাচী ন কারের অন্বয় হওয়ায় "হননক্রিয়ায় ঔদাস্য বা হননক্রিয়ার অভাব" এইরূপ অর্থই লব্ধ হয়, অন্যরূপ অর্থ হয় না। জীবের স্বাভাবিক হননেচ্ছা লক্ষ্য করিয়া, প্রোক্ত ন-কারের বলে, "হনননিবৃত্তির সংকল্প করিবেক" এরূপ অর্থ করিলে করিতে পার বটে; কিন্তু প্রদর্শিত স্থলে ঐরূপ অর্থ সঙ্গত হইবে না। (৪১) কেন না, ন-কারের স্বভাব এই যে,

---

(৪০) নিবৃত্তি ক্রিয়া নহে। যেহেতু উহা অভাবরূপিণী। অভাবরূপিণী বলিয়া উহা ক্রিয়ার সাধকও নহে।

(৪১) অর্থাৎ নিষেধ উপদেশও যদি ক্রিয়ার্থ হয়, তাহা হইলে বিধি ও নিষেধ এই দ্বৈবিধ্য থাকে না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, নিষেধ ক্রিয়ার্থ নহে।

য়িতুং হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যব্যতিরেকেণ। নঞশ্চৈব স্বভাবো যৎ স্বসম্বন্ধিনোঽভাবং বোধয়তি। অভাব-বুদ্ধিশ্চৌদাসীন্যকারণম্। সা চ দগ্ধেন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপ-

---

সাধ্যবস্তাসত ইতি নঞর্থঃ কার্য্য ইতি ভ্রমস্তদিদমাহ।—"নঞশ্চৈব স্বভাব" ইতি। নন্বু বোধয়তু সম্বন্ধিনোভাবং নঞ্, প্রবৃত্ত্যুন্মুখানাঞ্চ মনোবাগ্দেহানাং কুতোঽকস্মান্নিবৃত্তিরিত্যত আহ।—"অভাববুদ্ধিশ্চৌদাসীন্য" স্থপালন"কারণম্"। অয়মভিপ্রায়ঃ।—জ্বরিতঃ পথ্যমশ্নীয়াৎ, ন সর্পায়াঙ্গুলিং দদ্যাৎ' ইত্যাদিবচনশ্রবণসমনন্তরং প্রযোজ্যবৃদ্ধস্য, পথ্যাশনে প্রবৃত্তিং ভুজঙ্গাঙ্গুলিদানোন্মুখস্য চ ততো নিবৃত্তিমুপলভ্য বালোব্যুৎপিৎসুঃ প্রযোজ্যবৃদ্ধস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতূ ইচ্ছাদ্বেষাবনুমিমীতে। তথাহীচ্ছাদ্বেষহেতুকে বৃদ্ধস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিত্বাৎ। মদীয়স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিবৎ। কর্ত্তব্যতৈকার্থসমবেতেষ্টানিষ্টসাধনভাবাবগমপূর্ব্বকৌ চাস্যেচ্ছাদ্বেষৌ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুভূতেচ্ছাদ্বেষত্বাৎ মৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুভূতেচ্ছাদ্বেষবৎ। ন জাতু মম শব্দতদ্ব্যাপারপুরুষাশয়ত্রৈকাল্যানবচ্ছিন্নভাবনাপূর্ব্বপ্রত্যয়পূর্ব্বাবিচ্ছাদ্বেষাবভূতামপি তু ভূয়োভূয়ঃ স্বগতমালোচয়ত উক্তকারণপূর্ব্বাবেব প্রত্যবভাসেতে। তস্মাদ্বৃদ্ধস্য স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তিবিবৃত্তী ইচ্ছাদ্বেষভেদৌ চ কর্ত্তব্যতৈকার্থসমবেতেষ্টানিষ্টসাধনভাবাবগমপূর্ব্বাবিত্যানুপূর্ব্ব্যা সিদ্ধঃ কার্য্যকারণভাব ইতীষ্টানিষ্টসাধনতাবগমাৎ প্রযোজ্যবৃদ্ধপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী ইতি সিদ্ধম্। স চাবগমঃ প্রাগভূতঃ শব্দশ্রবণানন্তরমুপজায়মানঃ শব্দশ্রবণহেতুক কর্ত্তব্যমিষ্টসাধনং ব্যাপারমবগময়ংস্তস্যেষ্টসাধনতাং কর্ত্তব্যতাঞ্চাবগময়তি। অনন্যলভ্যত্বাদুভয়োরনন্যলভ্যস্য চ শব্দার্থত্বাৎ। যত্র তু কর্ত্তব্যতাঽন্যত এব লভ্যতে, যথা ন হন্যান্ন পিবেদিত্যাদিষু হননপানপ্রবৃত্ত্যোর্রাগতঃ প্রতিলম্ভাৎ তত্র তদনুবাদেন নঞসমভিব্যাহৃতা লিঙাদিবিভক্তিরন্যতোঽপ্রাপ্তমনয়োরনর্থহেতুভাবমাত্রমবগময়তি। প্রত্যক্ষং হি তয়োরিষ্টসাধনভাবোঽবগম্যতে অন্যথা রাগবিষয়ত্বাযোগাৎ। তস্মাদ্রাগাদিপ্রাপ্তকর্ত্তব্যতানুবাদেনানর্থসাধনতা প্রজ্ঞাপনপরং ন হন্যান্ন পিবেদিত্যাদিবাক্যং ন তু কর্ত্তব্যতাপরমিতি সুষ্ঠূক্তমকার্য্যনিষ্ঠত্বং নিষেধানাম্। নিষেধ্যানাঞ্চ অনর্থসাধনতাবুদ্ধি-

---

সে প্রায়ই স্ব সম্বন্ধীয়ের অভাব-বোধ করায় এবং অভাবজ্ঞানই তদ্বিষয়ক উদাসীনতার কারণ। অভাববুদ্ধি চিরস্থায়িনী না হইলেও অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া, ক্ষমতা বিস্তার করিয়া, উপশম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, অভাব-

শাম্যতি। তস্মাৎ প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যমেব ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যাদিষু প্রতিষেধার্থং মন্যামহে অন্যত্র প্রজাপতি-

ব্রেব নিষেধ্যাভাববুদ্ধিস্তয়া খল্বয়ং চেতন আপাততো রমণীয়তাং পশ্যন্নপি আয়তিমালোচ্য প্রবৃত্ত্যভাবং নিবৃত্তিমববুধ্য নিবর্ত্ততে। ঔদাসীন্যমাত্মনো-ঽবস্থাপয়তীতি যাবৎ। স্যাদেতৎ। অভাববুদ্ধিশ্চেদৌদাসীন্যস্থাপনকারণং যাবদৌদাসীন্যমনুবর্ত্তেত। ন চানুবর্ত্ততে। ন হি উদাসীনোঽপি বিষয়ান্তর-ব্যাসক্তচিত্তস্তদভাববুদ্ধিমান্। ন চাবস্থাপককারণাভাবে কার্য্যাবস্থানং দৃষ্টম্। ন হি স্তম্ভাবপাতে প্রাসাদোঽবতিষ্ঠতে। অত আহ।—"সা চ দগ্ধে-ন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপশাম্যতি"। তাবদেব খল্বয়ং প্রবৃত্ত্যুন্মুখো ন যাবদস্যা-ঽনর্থহেতুভাবমধিগচ্ছতি। অনর্থহেতুত্বাধিগমোঽস্য সমূলোদ্ধারং প্রবৃত্তি-মুদ্ধৃত্য দগ্ধেন্ধনাগ্নিবৎস্বয়মেবোপশাম্যতি। এতদুক্তং ভবতি।—যথা প্রাসা-দাবস্থানকারণং স্তম্ভো নৈবমৌদাসীন্যাবস্থানকারণমভাববুদ্ধিঃ। অপি ত্বাগ-ন্তুকাদ্বিনাশহেতোস্ত্রাণেনাবস্থানকারণম্। যথা কমঠপৃষ্ঠনিষ্ঠুরঃ কবচঃ শস্ত্র-প্রহারত্রাণেন রাজন্যজীবাবস্থানহেতুঃ। ন চ কবচাপগমে চাসতি চ শস্ত্র-প্রহারে রাজন্যজীবনাশ ইতি। উপসংহরতি।—"তস্মাৎপ্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌ-দাসীন্যমেব" ইতি। ঔদাসীন্যমজানতোপ্যস্তীতি প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যোপ-লক্ষ্য বিশিনষ্টি। তৎ কিমক্রিয়ার্থত্বেনাঽনর্থক্যমাশঙ্ক্য ক্রিয়ার্থত্বোপবর্ণনং

বুদ্ধি ও ভ্রান্তিমূলক হননানুরাগ নষ্ট করিয়া অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [তস্মাৎ...দিভ্যঃ] এই কারণে, আমাদের বিবেচনায়, "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না" ইত্যাদিস্থলে ন-কারের অর্থ হননক্রিয়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ হনন-বিষয়ক ঔদাসীন্য (৪২)। প্রজাপতি-ব্রত প্রভৃতি ক-একটী স্থল ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই ন-কারের অর্থ নিষেধ(৪৩)। নিষেধেরই অন্য নাম অভাব, নিবৃত্তি ও

(৪২) এ মতে ঔদাসীন্য পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ, এবং তাহা নিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত। পরিপূর্ণ বা সর্ব্ব ঔদাসীন্যই পুরুষের স্বরূপ। অন্যৌদাসীন্য বা অনুরাগ নৈমিত্তিক। অর্থাৎ উপাধি যোগে উদ্ভূত।

(৪৩) প্রজাপতি-ব্রত ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয়। বেদ এই ব্রতের ইতিকর্ত্তব্যতা উপদেশকালে বলিয়াছেন, "উদয়কালের-আদিত্য দেখিবে না।" এস্থলে অভাব বা নিষেধ অর্থ খাটে না, কাযেই লক্ষণা স্বীকার করিয়া ন-কারের ঈক্ষণ বা দর্শনবিরুদ্ধ সংকল্প অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। অপৌ. অসুর ও অধর্ম্ম, ইত্যাদি প্রয়োগেও নিষেধার্থ সংগত হয় না বলিয়া যথাসম্ভব বিরুদ্ধাদি অর্থ করিতে হয়।

ব্রতাদিভ্যঃ। তস্মাৎ পুরুষার্থানুপযোগ্যুপাখ্যানাদিভূতার্থবাদবিষয়মানর্থক্যাভিধানং দ্রষ্টব্যম্।

যদপ্যুক্তং কর্ত্তব্যবিধ্যনুপ্রবেশমন্তরেণ বস্তুমাত্রমুচ্যমানমনর্থকং স্যাৎ সপ্তদ্বীপা বসুমতীত্যাদিবদিতি, তৎ পরিহৃতম্; রজ্জুরিয়ং নায়ং সর্প ইতি বস্তুমাত্রকথনেঽপি প্রয়োজনস্য দৃষ্টত্বাৎ। ননু শ্রুতব্রহ্মণোঽপি যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বদর্শনান্ন রজ্জুস্বরূপকথনবদর্থবত্ত্বমিত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে। নাবগত-

---

জৈমিনীয়মসমঞ্জসমেবেত্যুপসংহারব্যাজেন পরিহরতি।—"তস্মাৎ পুরুষার্থ" ইতি। পুরুষার্থানুপযোগ্যুপাখ্যানাদিবিষয়াবক্রিয়ার্থতয়া ক্রিয়ার্থতয়া চ পূর্ব্বোত্তরপক্ষৌ ন তূপনিষদ্বিষয়ৌ। উপনিষদাং স্বগম্পুরুষার্থব্রহ্মরূপাবগম পর্য্যবসানাদিত্যর্থঃ। যদপ্যৌপনিষদাত্মজ্ঞানমপুরুষার্থং মন্যমানেনোক্তং কর্ত্তব্যবিধ্যনুপ্রবেশমন্তরেণেতি। অত্র নিগূঢাভিসন্ধিঃ পূর্ব্বোক্তং পরিহারং স্মারয়তি।—"তৎ পরিহৃত"মিতি। অত্রাক্ষেপ্তা স্বোক্তমর্থং স্মারয়তি।—"ননু শ্রুতব্রহ্মণোঽপি"। নিগূঢ়মভিসন্ধিং সমাধাতোদ্ঘাটয়তি।—"অত্রো-

---

ঔদাসীন্য। [তস্মাৎ দ্রষ্টব্যম্] তবে "যাহা অক্রিয়ার্থ, তাহা নিরর্থক" এ কথার (জৈমিনি মুনির উক্তির) স্থল বা বিষয় কোথায়? যাহা পুরুষার্থের অনুপযুক্ত, যাহা কেবলমাত্র উপাখ্যান ও ভূতার্থবাদ (৪৪), তাহাই প্রোক্ত জৈমিনিবাক্যের স্থল বা বিষয়। [যদপ্যুক্তং· দৃষ্টত্বাৎ] আর একটা কথা বলিয়াছিলে যে, কর্ত্তব্যতাবোধের সংস্রব ব্যতীত "সপ্তদ্বীপা পৃথিবী" এতাবন্মাত্র উপদেশের ন্যায় কেবলমাত্র বস্তু-উপদেশ করা নিষ্ফল বা নিষ্প্রয়োজন, সে কথাও প্রোক্ত বিচারের দ্বারা তাড়িত হইল। অপিচ, তুমিও "ইহা রজ্জু, সর্প নহে," এতাবন্মাত্র বস্তু-উপদেশের সাফল্য বা সপ্রয়োজনতা দেখিয়াছ। [নমু...মিত্যুক্তম্] যদি বল, বার বার ব্রহ্ম শ্রবণ করিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিকে পূর্ব্বের ন্যায় সংসারী থাকিতে দেখা যাইতেছে এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং ব্রহ্মোপদেশ আর রজ্জূপদেশ তুল্য হইতে পারে না, এ কথার কি প্রত্যুত্তর করিলে? [অত্রোচ্যতে] এজন্য ঐ কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। [নাবগত...সুখস্তবতি] যে পুরুষ অসন্দিগ্ধরূপে

---

(৪৪) ভূতার্থবাদ—লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু প্রভৃতির বর্ণনা।

ব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং শক্যং দর্শয়িতুং বেদ-প্রমাণজনিত ব্রহ্মাত্মভাববিরোধাৎ। ন হি শরীরাদ্যাত্মা-ভিমানিনোদুঃখভয়াদিমত্ত্বং দৃষ্টমিতি তস্যৈব বেদপ্রমাণ-জনিতব্রহ্মাত্মাবগমে তদভিমাননিবৃত্তৌ তদেব মিথ্যাজ্ঞান-নিমিত্তং দুঃখভয়াদিমত্ত্বং ভবতীতি শক্যং দর্শয়িতুম্। ন হি ধনিনোগৃহস্থস্য ধনাভিমানিনোধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং দৃষ্ট-মিতি তস্যৈব প্রব্রজিতস্য ধনাভিমানরহিতস্য তদেব ধনাপ-হারনিমিত্তং দুঃখং ভবতি। ন চ কুণ্ডলিনোগৃহস্থস্য কুণ্ডলি-ত্বাভিমাননিমিত্তং সুখং দৃষ্টমিতি তস্যৈব কুণ্ডলবিমুক্তস্য

চ্যতে। নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য" ইতি। সত্যং ন ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রং সাংসারিক-ধর্ম্মনিবৃত্তিকারণমপি তু সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তম্। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারশ্চান্তঃকরণ-বৃত্তিভেদঃ শ্রবণমননাদিজনিতসংস্কারসচিবমনোজন্মা ষড়্জাদিভেদসাক্ষাৎ-কার ইব গান্ধর্ব্বশাস্ত্রশ্রবণাভ্যাসসংস্কৃতমনোযোনিঃ। স চ নিখিলপ্রপঞ্চ-মহেন্দ্রজালসাক্ষাৎকারং সমূলমুন্মূলয়ন্নাত্মানমপি প্রপঞ্চত্বাবিশেষাত্ত্বম্ লয়তী-ত্যুপপাদিতমধস্তাৎ। তস্মাদ্রজ্জুস্বরূপকথনতুল্যতৈবাত্রেতি সিদ্ধম্। অত্র চ বেদপ্রমাণমূলতয়া বেদপ্রমাণজনিতেত্যুক্তম্। অত্রৈব সুখদুঃখানুৎপাদ ভেদেন

ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছে সে পুরুষকে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সংসারী দেখাইতে পারিবে না। যদি বল পারিব, তাহা অসম্ভব। কেন-না, বেদপ্রমাণ-জনিত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংসারিত্বের বিরোধী। তুমি ইহাই দেখাইতে পারিবে যে, যখন শরীরাদিতে আত্মাভিমান (শরীরাদিতে আমার ও আমি এতদ্রূপ জ্ঞান) থাকে—তখনই সে দুঃখভয়াদিযুক্ত থাকে; আবার সেই পুরুষ যখন বেদপ্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মাত্মভাব জ্ঞাত হয়, তখন আর তাহার সে অভিমান থাকে না, সুতরাং তখন সে মিথ্যাজ্ঞানমূলক অভি-মানের অভাবে অসংসারীই হয়, সংসারী হয় না। ধনী ও ধনাভিমানী (এ ধন আমার, এতদ্রূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট) গৃহস্থের ধন নষ্ট হইলে তাহার তজ্জনিত দুঃখ হয়, কিন্তু সে যখন সন্ন্যাসী হয়, ধনাভিমান ত্যাগ করে, তখন আর তাহার ধনাপহারজনিত দুঃখ ও ধনাগমজনিত সুখ কিছুই হয় না।

কুণ্ডলিত্বাভিমানহীনস্য তদেব কুণ্ডলিত্বনিমিত্তং সুখং ভবতি। তদুক্তং শ্রুত্যা, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি। শরীরে পতিতেঽশরীরত্বং স্যান্ন জীবত ইতি চেৎ, ন, সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ। ন হ্যাত্মনঃ শরীরাত্মাভিমানলক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানমুক্ত্বাঽন্যতঃ সশরীরত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্। নিত্যমশরীরত্বং অকর্ম্মনিমিত্তত্বাদিত্যবোচাম।

নিদর্শনদ্বয়মাহ।—"ন হি ধনিন" ইতি। শ্রুতিমত্রোদাহরতি।—"তদুক্ত"-মিতি। চোদয়তি।—"শরীরে পতিত" ইতি। পরিহরতি।—"ন সশরীরত্বস্য" ইতি। যদি বাস্তবং সশরীরত্বং ভবেন্ন জীবতস্তন্নিবর্ত্তেত। মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তন্তু তৎ। তচ্চোৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানেন জীবতাপি শক্যং নিবর্ত্তয়িতুম্। যৎ পুনরশরীরত্বং তদস্য স্বভাব ইতি ন শক্যং নিবর্ত্তয়িতুং স্বভাবহানেন ভাববিনাশপ্রসঙ্গাদিত্যাহ।—"নিত্যমশরীরত্ব"মিতি। স্যাদেতৎ। ন মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তং সশরীরত্বমপি তু ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং তচ্চ স্বকারণধর্ম্মাধর্ম্মনিবৃত্তিমন্তরেণ ন নিবর্ত্ততে। তন্নিবৃত্তৌ চ প্রায়ণমেবেতি ন জীবতোঽশরীরত্বমিতি

কুণ্ডলধারী গৃহস্থকেই কুণ্ডলিত্বাভিমানহেতুক কুণ্ডলধারণের সুখ অনুভব করিতে দেখিয়াছ, কিন্তু সে যখন কুণ্ডলের সহিত কুণ্ডলাভিমান ত্যাগ করে, তখন কি আর তাহার কুণ্ডলধারণের সুখ থাকে? না কুণ্ডল নাশের দুঃখ থাকে? তখন তাহার তদ্বিষয়ক সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না। [তদুক্তং... ইতি] শ্রুতিও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"কি প্রিয় কি অপ্রিয়, অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানশূন্য সদ্বস্তুকে স্পর্শ করে না।" [শরীরে...কল্পয়িতুম্] যদি বল, শরীরপতনের পর অশরীর হয়, জীবিত থাকিতে হয় না, তাহা বলিতে পার না। কেন-না, সশরীরত্বের কারণ মিথ্যাজ্ঞান; এবং তাহারই অভাবে অশরীর, সুতরাং তাহা জীবৎ-অবস্থাতে বা শরীর সত্ত্বেও হইতে পারে। শরীরাত্মজ্ঞানরূপ মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনরূপ সশরীর থাকার কল্পনা করিতে পার না। (৪৫) [নিত্য...বোচাম] এ সম্বন্ধে আমরা বলি,

(৪৫) শরীরে অহংবুদ্ধির নাম সশরীর। সুতরাং অহং থাকা পর্য্যন্তই সশরীর। এরূপ সশরীরতা স্থূলদেহের বিগম হইলেও লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ে থাকে। যত দিন না মুক্তি হয় ততদিন লিঙ্গশরীরের নাশ হয় না, অশরীর হওয়াও যায় না। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞানমূলক লিঙ্গশরীর থাকে না, সুতরাং অশরীর হওয়া যায়। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অশরীরত্বসিদ্ধি হয় না।

তৎকৃতধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং সশরীরত্বমিতি চেৎ, ন, শরীরসম্বন্ধস্যাসিদ্ধত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরাত্মকৃতত্বাসিদ্ধেঃ। শরীরসম্বন্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎকৃতত্বস্য চেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। অন্ধপরম্পরৈবাঽনাদিত্বকল্পনা। ক্রিয়াসমবায়াঽভাবাচ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। সন্নিধানমাত্রেণ রাজপ্রভৃতীনাং দৃষ্টং

শঙ্কতে।—"তৎকৃত" ইতি। তদিত্যাত্মানং পরামৃশতি। নিরাকরোতি।—"ন, শরীরসম্বন্ধস্য" ইতি। ন তাবদাত্মা সাক্ষাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কর্ত্তুমর্হতি। বাগ্বুদ্ধিশরীরারম্ভজনিতৌ হি তৌ নাসতি শরীরসম্বন্ধে ভবতঃ। তাভ্যান্তু শরীরসম্বন্ধং রোচয়মানোঽব্যক্তং পরস্পরাশ্রয়ং দোষমাবহতি। তদিদমাহ।—"শরীরসম্বন্ধস্য" ইতি। যদ্যপ্যচ্যেত সত্যমস্তি পরস্পরাশ্রয়ো ন ত্বেষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ বীজাঙ্কুরবৎ, ইত্যত আহ।—"অন্ধপরম্পরৈবাঽনাদিত্বকল্পনা"। যস্তু মন্যতে নেয়মন্ধপরম্পরাতুল্যানাদিতা, ন হি যতো ধর্ম্মাধর্ম্মভেদাদাত্মশরীরসম্বন্ধভেদস্তত এব স ধর্ম্মাধর্ম্মভেদঃ, কিং ত্বেষ পূর্ব্বস্মাদাত্মশরীরসম্বন্ধাৎ পূর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মভেদজন্মনঃ এব ত্বাত্মশরীরসম্বন্ধো হস্মাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মভেদাদিতি, তং প্রত্যাহ।—"ক্রিয়াসমবায়াভাবা"দিতি। শঙ্কতে।—"সন্নিধানমাত্রেণ" ইতি।

অশরীরত্বই নিত্য এবং তাহা কর্ম্মনিমিত্তক (ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত) নহে। (৪৬) [তৎকৃত...নুপপত্তেঃ] যদি বল, আত্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মই আত্মার শরীর-সম্বন্ধের কারণ, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারাই আত্মা সশরীর হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কেন-না, আত্মার সহিত শরীরের কোনরূপ বাস্তব সম্বন্ধ থাকা অসিদ্ধ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম যে আত্মকৃত—তাহাও অসিদ্ধ। অর্থাৎ কোনও প্রমাণে আত্মার শরীরসম্বন্ধ থাকা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি কর্ত্তৃত্ব থাকা সিদ্ধ হয় না। উহা সিদ্ধ করিতে গেলে "শরীর ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না, আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতীত শরীর হয় না" এতদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। (অন্যোন্যাশ্রয় দোষ সত্য সিদ্ধান্ত লাভের বিশেষ প্রতিবন্ধক)। এরূপ অন্যোন্যাশ্রয় ও অনাদিত্ব কল্পনা অন্ধকল্পিত অর্থাৎ ঐরূপ কল্পনার কিছুমাত্র উপজীবক প্রমাণ নাই। (বীজাঙ্কুরপ্রবাহের অনাদিত্ব কল্পনা প্রত্যক্ষমূলক, সুতরাং তাহা দোষাবহ নহে)। অপিচ, আত্মায় ক্রিয়া না থাকায় অর্থাৎ আত্মা কিছু করেন না বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। [সন্নিধান...

(৪৬) আত্মার বা আমার অশরীরত্বই স্বরূপ, অশরীরত্বই নিত্য, কিন্তু সশরীরত্ব কাল্পনিক বা অভিমান মূলক, ইহা অত্যল্প প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইতে পারে।

কর্তৃত্বমিতি চেৎ, ন, ধনদানাদ্যুপার্জ্জিতভৃত্যসম্বন্ধিত্বাত্তেষাং কর্তৃত্বোপপত্তেঃ। ন ত্বাত্মনোধনদানাদিবচ্ছরীরাদিভিঃ স্বস্বামিসম্বন্ধনিমিত্তং কিঞ্চিচ্ছক্যং কল্পয়িতুম্। মিথ্যাভিমানস্তু প্রত্যক্ষঃ সম্বন্ধহেতুঃ। এতেন যজমানত্বমাত্মনোব্যাখ্যাতম্।

অত্রাহুঃ—দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মন আত্মীয়ে দেহাদাবভিমানোগৌণো ন মিথ্যেতি, ন। প্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য গৌণত্বমুখ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ। যস্য হি প্রসিদ্ধোবস্তুভেদঃ যথা কেশরাদিমানাকৃতিবিশেষোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিংহশব্দপ্রত্যয়ভাঙ্মুখ্যোঽন্যঃ প্রসিদ্ধঃ ততশ্চান্যঃ পুরুষঃ প্রায়িকৈঃ ক্রৌর্য্য-

---

পরিহরতি।—"ন" ইতি। উপার্জ্জনং স্বীকরণম্। ন ত্বিয়ং বিধা আত্মনীত্যাহ।—"ন ত্বাত্মন" ইতি। 'যে তু দেহাদাবাত্মাভিমানো ন মিথ্যা অপি তু গৌণো মাণবকাদাবিব সিংহাভিমান ইতি মন্যন্তে তন্মতমুপন্যস্য দূষয়তি।—"অত্রাহুঃ" ইতি। প্রসিদ্ধো বস্তুভেদো যস্য পুরুষস্য স তথোক্তঃ। উপ-

---

হেতুঃ] যদি এমন কথা বল, আত্মা কিছু করুন বা নাই করুন, সন্নিধান থাকাতেই শ্রুতিতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব উপচরিত হইয়াছে। রাজা যেমন অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা, আত্মাও সেইরূপ অকর্ত্তা হইলেও কর্ত্তা। একথা বলিতে পার না। ধনদানাদিকৃত ভৃত্য সম্বন্ধ থাকায় ভৃত্যকৃত কার্য্যে রাজার কর্ত্তৃত্ব উপচরিত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা দেখিয়া শরীরাদিকৃত কার্য্যে আত্মার কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করা যায় না। কেন না, শরীরাদির সহিত আত্মার স্বস্বামি সম্বন্ধ (ভৃত্যভর্তৃ সম্বন্ধ) নাই। শরীরাদির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ তাহা মিথ্যাভিমানমূলক ভ্রান্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। [এতেন... ব্যাখ্যাতম্] এইরূপে এতদ্দ্বারা আত্মার যাগকর্ত্তৃত্বাদিও ব্যাখ্যাত হয় (৪৭)। [অত্রাহুঃ] এ বিষয়ে কেহ (৪৮) বলিয়া থাকেন, [দেহাদি...গৌণো] আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং তাঁহার দেহাদি বিষয়ক অভিমান (অহং মনু-

---

(৪৭) অর্থাৎ জীব ব্রহ্মজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্তই ভ্রান্তিকল্পিত দেহাদিসম্বন্ধের প্রভাবে বা ভ্রমবশতঃ অহংদেহী ব্রাহ্মণঃ এতদ্রূপ কল্পনা করিয়া যাগযজ্ঞাদিবিষয়ক কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া থাকে।

(৪৮) প্রভাকর মতাবলম্বী।

শৌর্য্যাদিভিঃ সিংহগুণৈঃ সম্পন্নঃ সিদ্ধঃ তস্য তস্মিন্ পুরুষে সিংহশব্দপ্রত্যয়ৌ গৌণৌ ভবতঃ নাপ্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য। তস্য তু অন্যত্রান্যশব্দপ্রত্যয়ৌ ভ্রান্তিনিমিত্তাবেব ভবতোন গৌণৌ। যথা মন্দান্ধকারে স্থাণুরয়মিত্যগৃহ্যমাণবিশেষে পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্থাণুবিষয়ৌ। যথা বা শুক্তিকায়ামকস্মা-দ্রজতমিদমিতি নিশ্চিতৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ। তদ্বৎ, দেহাদিস-

---

পাদিতঞ্চৈতদস্মাভিরধ্যাসভাষ্যে ইতি নেহোপপাদ্যতে। যথা মন্দান্ধকারে স্থাণুরয়মিত্যগৃহ্যমাণবিশেষে বস্তুনি পুরুষাৎ সাংশয়িকৌ পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্থাণুবিষয়ৌ তত্র তু পুরুষত্বমনিয়তমপি সমারোপিতমেব। এবং সংশয়ে সমা-রোপিতমনিশ্চিতমুদাহৃত্য বিপর্য্যয়জ্ঞানে নিশ্চিতমুদাহরতি। "যথা বা শুক্তি-কায়াম্"। শুক্লভাস্বরস্য দ্রব্যস্য পুরঃস্থিতস্য সতি শুক্তিকারজতসাধারণ্যে যাবদত্র রজতবিনিশ্চয়োভবতি তাবৎ কস্মাচ্ছুক্তিবিনিশ্চয় এব ন ভবতি। সংশয়ো বা দ্বেধা যুক্তঃ সমানধর্ম্মধর্ম্মিণোর্দর্শনাৎ উপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতো বিশেষদ্বয়স্মৃতেশ্চ সংস্কারোন্মেষহেতোঃ সাদৃশ্যস্য দ্বিষ্ঠত্বেনোভয়ত্র তুল্যমেত-দিতি। অত উক্তম্।—"অকস্মাৎ" ইতি। অনেন দৃষ্টস্য হেতোঃ সমানত্বে-

---

জ্ঞান) গৌণ। অর্থাৎ তাহা গুণ-নিমিত্তক, ভ্রান্তি-নিমিত্তক নহে। (৪৯) এ কথাও সঙ্গত নহে। কেন না, নিয়ম আছে যে, দুই প্রসিদ্ধ বা বিজ্ঞাত পদার্থের মধ্যে গৌণমুখ্যভাব হইবে এবং অন্যতর অজ্ঞাত থাকিলে সে স্থলে ভ্রান্তি বলিয়া স্থির হইবে। সিংহে সিংহজ্ঞান ও পুরুষে পুরুষজ্ঞান থাকা সত্বেও যদি শৌর্য্য ক্রৌর্য্য প্রভৃতি সিংহগুণ দেখিয়া পুরুষে "পুরুষসিংহ" এইরূপ শব্দ ও জ্ঞান কল্পিত হয়, তাহা হইলেই তাহা গৌণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (সিংহে সিংহজ্ঞান লুপ্ত হইয়া পুরুষজ্ঞান হইলে তাহা মিথ্যা বা ভ্রম হইবে, গৌণ হইবে না।) অপ্রসিদ্ধ বা অজ্ঞাততত্ত্ব বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হইলে তাহা গৌণ হইবে না, মিথ্যাই হইবে। [যথা...ভবতঃ] মন্দান্ধকারস্থ অজ্ঞাততত্ত্ব স্থাণুতে পুরুষজ্ঞান ও পুরুষশব্দ যেমন, শুক্তিস্বরূপে

---

(৪৯) এক জাত বস্তুর গুণ অন্য জাত বস্তুতে দৃষ্ট হইলে তদনুসারে তদ্বস্তুতে যে তদ্বস্তুর জ্ঞান ও নাম কল্পিত হয়, সে জ্ঞান ও সে নাম গৌণ। অর্থাৎ গুণনিমিত্তক। ইহার দৃষ্টান্ত ভাষ্যব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে।

জ্ঞাতেঽহমিতি নিরুপচারেণ শব্দপ্রত্যয়াবাত্মানাত্মাবিবেকিন উৎপদ্যমানৌ কথং গৌণৌ শক্যৌ বদিতুম্। আত্মানাত্মবিবেকিনামপি পণ্ডিতানামজাবিপালানামিবাবিবিক্তৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ ভবতঃ। তস্মাৎ দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ববাদিনাং দেহাদাবহম্প্রত্যয়োমিথ্যৈব ন গৌণঃ। তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বস্য সিদ্ধং জীবতোঽপি বিদুষোঽশরীরত্বম্। তথা ব্রহ্মবিদ্বিষয়া শ্রুতিঃ, তদ্‌যথা অহিনির্লয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতে। অথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণোব্রহ্মৈব তেজ এবেতি। স-

ঽপ্যদৃষ্টং হেতুরুক্তঃ। তচ্চ কার্য্যদর্শনোন্নেয়ত্বেনাসাধারণমিতি ভাবঃ। "আত্মানাত্মবিবেকিনাম্" ইতি। শ্রবণমননকুশলতামাত্রেণ পণ্ডিতানাং অনুৎপন্নতত্ত্বসাক্ষাৎকারাণামিতি যাবৎ। তদুক্তম্।—পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি। শেষমতিরোহিতার্থম্। জীবতোবিদুষোঽশরীরত্বে চ শ্রুতিস্মৃতী উদাহরতি।—

অগৃহীত শুক্তিতে (৫০) রজতজ্ঞান ও রজত শব্দ যদ্রূপ, দেহাদিসংঘাতে অহংজ্ঞান ও অহংশব্দ ঠিক্ তদ্রূপ। আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানশূন্য পুরুষের তাদৃশ অবিবেকোৎপন্ন অহংজ্ঞানকে ও অহংশব্দকে তুমি কি প্রকারে গৌণ বলিতে পার? অর্থাৎ পার না। এমন কি, যাহাদের বিবেকজ্ঞান আছে, তাঁহাদেরও অত্যন্ত অজ্ঞ গোপবালকাদির ন্যায় ঐরূপ অবিবিক্ত জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তদনুসারে তাঁহারাও তদ্রূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। (অহং—আমি বলিয়া থাকেন)। [তস্মাৎ...অশরীরত্বম্] সেই জন্যই বলিতে হয়, যাঁহারা আপনাকে দেহাদির অতিরিক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহারা যখন দেহাদির প্রতি অহংজ্ঞান করেন, তখন তাঁহাদের সে জ্ঞান মিথ্যা বা ভ্রান্তি, পরন্তু তাহা গৌণ নহে। অতএব, সশরীরত্ব পদার্থ মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্ভণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যেহেতু সশরীরত্ব মিথ্যাজ্ঞানমূলক, সেই হেতু তাহা জীবৎকালেও সিদ্ধ হইতে পারে, মরণের অপেক্ষা থাকে না। [তথাচ···ইতি চ] জ্ঞানিপুরুষ জীবন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ শরীরসত্ত্বেও অশরীর হয়, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—

(৫০) স্থাণু=মুড়ো গাছ। শুক্তি=ঝিনুক।

চক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সবাগবাগিব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইবেতি চ। স্মৃতিরপি, স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেত্যাদ্যা স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণান্যাচক্ষাণা বিদুষঃ সর্ব্বপ্রবৃত্ত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি। তস্মান্নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বম্। যস্য তু যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং নাসাববগতব্রহ্মাত্মভাব ইত্যনবদ্যম্।

যৎ পুনরুক্তং শ্রবণাৎ পরাচীনয়োর্ম্মননিদিধ্যাসনয়োর্দর্শনাদ্বিধিশেষত্বং ব্রহ্মণোন স্বরূপপর্য্যসায়িত্বমিতি, তন্ন।

"তথাচ" ইতি। সুবোধম্। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মান্নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য" ইতি। ননূক্তং যদি জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বাবগতিরেব সাংসারিকধর্ম্মনিবৃত্তিহেতুঃ, হন্ত মননাদিবিধানানর্থক্যং, তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিপরা বেদান্তা ইতি তন্মতং ভাষ্যং দূষয়তি।—"যৎ পুনরুক্তং শ্রবণাৎ পরাচীনয়ো"রিতি। মনননিদিধ্যাসনয়োরপি ন বিধিস্তয়োরন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধসাক্ষাৎকারফলয়োর্ব্বিধি-

---

"যেমন পরিত্যক্ত সর্পত্বক্ (সাপের খোলশ) বল্মীকস্তূপে শয়ান থাকে, জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর শরীরও তদ্রূপভাবে থাকে, অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার অহং-অভিমান থাকে না। (৫১) অনন্তর তিনি অশরীর, অমৃত, অপ্রাণ, ব্রহ্ম, এবং কেবল তেজঃস্বরূপে ব্যবস্থিত হন। তখন তিনি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষু, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণ, বাগিন্দ্রিয় সত্ত্বেও অবাক্, মন থাকিতেও অমনা, প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণ হন।" [স্মৃতি...দর্শয়তি] স্মৃতিও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া "জ্ঞানীর সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয়" বলিয়াছেন। [তস্মাৎ···বদ্যম্] অতএব জ্ঞাতব্রহ্ম পুরুষের পূর্ব্বের ন্যায় সংসারিত্ব থাকে না। যাঁহার থাকে, নিশ্চিত তিনি ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন, এই সিদ্ধান্তই অনিন্দিত। (৫২) [যৎ...সিদ্ধম্] অন্য যে এক কথা বলা হইয়াছিল, "বেদান্তশাস্ত্রে শ্রবণের পর মনন নিদিধ্যাসনের

---

(৫১) সর্পেরা নির্ম্মোক বা খোলোশ পরিত্যাগ করে। তাহাতে তাহাদের মমতা বা অহং-অভিমান থাকে না। জ্ঞানীরাও শরীরের প্রতি তদ্রূপ নিরভিমানী হন।

(৫২) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি লাভ হয় বলিয়া বেদান্তের প্রামাণ্য অক্ষত এবং হিতশাসন করে বলিয়া ইহার শাস্ত্রতাও অব্যাহত আছে।

শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বান্মননিদিধ্যাসনয়োঃ। যদি হ্যবগতং ব্রহ্মাঽন্যত্র বিনিযুজ্যেত ভবেৎ তদা বিধিশেষত্বম্। ন তু তদস্তি মননিদিধ্যাসনয়োরপি শ্রবণবদবগত্যর্থত্বাৎ। তস্মান্ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়শেষতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি। অতঃ স্বতন্ত্রমেব ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকং বেদান্তবাক্যসমন্বয়াদিতি সিদ্ধম্। এবঞ্চ সতি অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি

সঙ্কল্পৈর্ব্বচনৈবস্তুবাদাৎ। তদিদমুক্তম্।—"অবগত্যর্থত্বাৎ" ইতি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোঽবগতিস্তদর্থত্বং মননিদিধ্যাসনয়োরন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধমিত্যর্থঃ। অথ কস্মান্মননাদিবিধিরেব ন ভবতীত্যত আহ।—"যদি হ্যবগত"মিতি। ন তাবন্মনননিদিধ্যাসনে প্রধানকর্ম্মণী অপূর্ব্ববিষয়ে অমৃতত্বফলে ইত্যুক্তমধস্তাৎ। অতো গুণকর্ম্মত্বমনয়োরবঘাতপ্রোক্ষণাদিবৎ পরিশিষ্যতে। তদপ্যযুক্তম্। অন্যত্রোপযুক্তোপযোক্ষ্যমাণত্বাভাবাদাত্মনঃ। বিশেষতস্ত্বৌপনিষদস্য কর্ম্মানুষ্ঠানবিরোধাদিত্যর্থঃ। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মাৎ" ইতি। এবং সিদ্ধরূপব্রহ্মপরত্বমুপনিষদাং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রার্থস্য ধর্ম্মাদন্যত্বাদ্ভিন্নবিষয়ত্বেন শাস্ত্রভেদাৎ 'অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যস্য শাস্ত্রারম্ভত্বমুপপদ্যত ইত্যাহ।—"এবঞ্চ

বিধান থাকায় (৫৩) বেদান্তও বিধিশাস্ত্রের অঙ্গ এবং ব্রহ্মও তাহার বিধেয়, সুতরাং স্বরূপতত্ত্ব প্রতিপাদনে বেদান্তের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত নহে,—এ কথা সঙ্গত কথা নহে। কেন-না, জ্ঞানের উদ্দেশে শ্রবণের যদ্রূপ বিধান, মনন নিদিধ্যাসনেরও তদ্রূপ বিধান। যে স্থলে জ্ঞাতবস্তু ক্রিয়াপ্রবাহে বিনিযুক্ত হয়, ক্রিয়ার জন্যই বস্তুর ও বস্তুজ্ঞানের উপদেশ হয়, সেই স্থলেই সেই বস্তু ও সেই জ্ঞান বিধিশেষ বা বিধেয় বলিয়া গণ্য হয়। অতএব, জ্ঞাত ব্রহ্ম যদি কোনরূপ ক্রিয়ায় বিনিযুক্ত হইতেন, ক্রিয়াসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইতেন, তাহা হইলেই তিনি বিধিশেষ বা বিধ্যঙ্গ হইতেন। কিন্তু এ স্থলে তাহা (তদ্রূপ) নহে। সুতরাং শ্রবণের ন্যায় মননিদিধ্যাসনেরও জ্ঞানপ্রয়োজনতা মাত্র আছে; ক্রিয়াবিষয়তা নাই। প্রদর্শিত বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান বিধির বিষয় নহে এবং বেদান্তশাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করে। এই কারণে, বেদান্তশাস্ত্র বিধিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। [এবঞ্চ...জিজ্ঞাসেতি] এইরূপ

---

(৫৩) আত্মা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদিবিধ বাক্যে।

শাস্ত্রারম্ভ উপপদ্যতে। প্রতিপত্তিবিধিপরত্বে হ্যথাতোধর্ম্ম-জিজ্ঞাসেত্যেবারভ্যত্বান্ন পৃথক্ শাস্ত্রমারভ্যেত। আরভ্য-মাণঞ্চৈবমারভ্যেত অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি, অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জ্জিজ্ঞাসেতিবৎ। ব্রহ্মাত্মৈক্যাবগতিস্ত্বপ্রতি-জ্ঞাতেতি তদর্থোযুক্তঃ শাস্ত্রারম্ভোঽথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি। তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীত্যেতদবসানা এব সর্ব্বে বিধয়ঃ সর্ব্বাণি

সতী”তি। ইতরথা তু ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈবেতি ন শাস্ত্রান্তরমিতি ন শাস্ত্রারম্ভত্বং স্যাদিত্যত আহ।—“প্রতিপত্তিবিধিপরত্ব” ইতি। ন কেবলং সিদ্ধরূপত্বাদ্-ব্রহ্মাত্মৈক্যস্য ধর্ম্মাদন্যত্বমপি তু তদ্বিরোধাদপীত্যুপসংহারব্যাজেনাহ।—“তস্মা-দহং ব্রহ্মাস্মীতি”। ইতিকরণেন জ্ঞানং পরামৃশতি। বিধয়ো হি ধর্ম্মে

সিদ্ধান্ত অবধৃত হওয়ায় “অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এতদ্রূপ শাস্ত্রারম্ভ ও উপপন্ন হইল। (৫৪) ব্রহ্ম যদি বিধেয় হইতেন, জ্ঞানবিধির অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হই-তেন, তাহা হইলে আর ব্যাসদেবের “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এরূপ ক্রমে বেদান্ত বলিবার আবশ্যক ছিল না। কেন না, জৈমিনি মুনি তাহা “অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা” এবংক্রমে বিচার বা উপদেশ করিয়াছেন। যদি বল, জৈমিনি মুনি মানসধর্ম্মের বিচার করেন নাই, তিনি কেবল অনুষ্ঠান-সাধ্য বাহ্যধর্ম্মেরই (যাগাদির) বিচার করিয়াছেন, তাহাও বলিতে পার না। কেন না, তাহা হইলে ব্যাস “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এতদ্রূপ ক্রমে ব্রহ্ম-বিচারের প্রতিজ্ঞা না করিয়া “অথাতোপরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা” এইরূপ প্রতি-জ্ঞাই করিতেন। জৈমিনি যেমন ধর্ম্মবিচার সমাপ্ত করিয়া “অথাতোক্রত্বর্থ পুরুষার্থয়োর্জ্জিজ্ঞাসা” বলিয়া ধর্ম্মসাধন অঙ্গসমূহের মীমাংসা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ব্যাসদেবও তেমনি ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া মানস-ধর্ম্মবিচারের প্রতিজ্ঞা করিতেন। ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান জৈমিনের শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাত নহে। অর্থাৎ জৈমিনি মুনি ব্রহ্মবিচার করেন নাই। সুতরাং ব্যাসের তজ্জিজ্ঞাসাসূত্র বলা যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত। [তস্মা... প্রমাণানি] বিধি নিষেধ প্রভৃতি ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রভৃতি সমস্তই

---

(৫৪) অর্থাৎ বেদান্ত একটী পৃথক্ শাস্ত্র এবং তাহার প্রতিপাদ্যও স্বতন্ত্র ; কাষেই ব্যাস তাহা বলিয়াছেন। বেদান্ত ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিধি ও বিধেয় হইলে ব্যাস তাহা বলি-তেন না। কেন না, জৈমিনি মুনি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।

চেতরাণি প্রমাণানি। ন হ্যহেয়ানুপাদেয়াদ্বৈতাত্মাবগতৌ নির্ব্বিষয়াণ্যপ্রমাতৃকাণি প্রমাণানি চ ভবিতুমর্হন্তীতি। অপি-চাহুঃ, গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ। সদ্-

---

প্রমাণং তে চ সাধ্যসাধনেতিকর্ত্তব্যভেদাধিষ্ঠানা ধর্ম্মোৎপাদিনশ্চ তদধিষ্ঠানা ন ব্রহ্মাত্মৈক্যে সতি প্রভবন্তি বিরোধাদিত্যর্থঃ। ন কেবলং ধর্ম্মপ্রমাণস্য শাস্ত্রস্যেয়ং গতিরপি তু সর্ব্বেষাং প্রমাণানামিত্যাহ।—"সর্ব্বাণি চেতরাণি প্রমাণানি" ইতি। কুতঃ, "ন হি" ইতি। অদ্বৈতে হি বিষয়বিষয়িভাবোনাস্তি। ন চ কর্ত্তৃত্বং কার্য্যাভাবাৎ। ন চ করণত্বমত এব। তদিদমুক্তম্।—"অপ্রমাতৃকাণি চ" ইতি চকারেণ। অত্রৈব ব্রহ্মবিদাং গাথামুদাহরতি।—"অপি চাহুঃ"। পুত্রদারাদিষ্বাত্মাভিভানোগৌণঃ। যথা স্বদুঃখেন দুঃখী যথা স্বসুখেন সুখী তথা পুত্রাদিগতেনাপীতি সোঽয়ং গুণঃ। ন ত্বেকত্বাভিমানোভেদস্যানুভবসিদ্ধত্বাৎ। তস্মাদ্গৌর্ব্বাহিক ইতিবৎ গৌণঃ। দেহেন্দ্রিয়াদিষু ত্বভেদানুভবান্ন গৌণ আত্মাভিমানঃ কিন্তু শুক্তৌ রজতজ্ঞানবন্মিথ্যা। তদেবং দ্বিবিধোঽয়মাত্মাভিমানো লোকযাত্রাং বহতি তদসত্ত্বে তু ন লোকযাত্রা নাপি ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভবঃ। তদুপায়স্য শ্রবণমননাদেরভাবাৎ। তদিদমাহ।—"পুত্রদেহাদিবাধনাৎ"। গৌণাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রকলত্রাদিবাধনং মমকারাভাব ইতি যাবৎ। মিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে দেহেন্দ্রিয়াদিবাধনং শ্রবণাদিবাধনঞ্চ। তথা

"অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সত্য বা প্রমাণ; অনন্তর তাহারা মিথ্যা বা কল্পিতের সমান হয়। [ন হি...মর্হন্তি] অদ্বৈতাত্মজ্ঞান হইলে প্রমাণাদি, প্রমাণাদির বিষয় অর্থাৎ প্রমেয়াদি, এবং প্রমাতা, এ সকল কিছুই থাকে না। অর্থাৎ ভেদজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় তাহার বিষয়ও লুপ্ত হইয়া যায়। [অপিচাহুঃ...নিশ্চয়াদিতি] ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়াছেন, "আমি কেবল সৎস্বরূপ ও পূর্ণ" এতদ্রূপ বোধ জন্মিলে গৌণাত্মা ও মিথ্যাত্মা বাধিত হওয়ায় পুত্রাদি ও দেহাদি বাধিত (৫৫) (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) হইয়া যায়, সুতরাং তখন আর কি প্রকারে কার্য্য অর্থাৎ বিধি নিষেধাদি ব্যবহার হইবে? অর্থাৎ তখন কোনও ব্যবহার থাকে না। শ্রুতিতে যে অজর, অমর, অশোক ও অদুঃখ আত্মা জ্ঞাতব্য বলিয়া

---

(৫৫) পুত্র কলত্রাদির দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমি বড় দুঃখিত, এইরূপ অহংপ্রত্যয়কে গৌণাত্মা বলে এবং আমি মানুষ, আমি কর্ত্তা, ইত্যাদিবিধ অহংভাবকে মিথ্যাত্মা বলে। এই দ্বিবিধ আত্মাই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের কারণ।

ব্রহ্মাত্মাহমিত্যেবং বোধে কার্য্যং কথং ভবেৎ। অন্বেষ্টব্যা-
ত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ। অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব

চ, ন কেবলং লোকযাত্রাসমুচ্ছেদঃ। সদ্‌ব্রহ্মাহমিত্যেবম্বোধশীলং যৎ কার্য্য-
মদ্বৈতসাক্ষাৎকার ইতি যাবৎ। তদপি "কথং ভবেৎ"। কুতস্তদসম্ভব ইত্যত
আহ।—

"অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ"।

উপলক্ষণঞ্চৈতৎ। প্রমাপ্রমেয়প্রমাণবিভাগ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। এতদুক্তং
ভবতি।—এষ হি বিভাগোঽদ্বৈতসাক্ষাৎকারকারণম্। ততোনিয়মেন প্রাগ্
ভাবাৎ। তেন তদভাবে কার্য্যং নোপপদ্যত ইতি। ন চ প্রমাতুরাত্মনো-
ঽন্বেষ্টব্য আত্মা ঽন্য ইত্যাহ।—

"অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জ্জিতঃ"।

উক্তং গ্রীবাস্থগ্রৈবেয়কনিদর্শনম্। স্যাদেতৎ। অপ্রমাণাৎ কথং পার-
মার্থিকাদ্বৈতানুভবোৎপত্তিরিত্যত আহ।—

দেহাত্মপ্রত্যযো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণন্তু"

অস্যাবধিমাহ।

"আত্মনিশ্চয়াৎ॥"

আ ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি।—পারমার্থিক-
প্রপঞ্চবাদিভিরপি দেহাদিষ্বাত্মাভিমানোমিথ্যেতি বক্তব্যং প্রমাণবাধিতত্বাৎ।

উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই জ্ঞাতব্য আত্মা বিজ্ঞাত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই
অজ্ঞাততাপ্রযুক্ত তাদৃশ আত্মার প্রমাতৃত্ব (৫৬) থাকে; এবং জ্ঞাত হও-
য়ার পর সেই প্রমাতাই আবার পাপদোষ রহিত পরমাত্মা হয়। "দেহাত্ম-
জ্ঞান কল্পিত অর্থাৎ ভ্রম হইলেও তাহা যেমন বৈদিক ব্যবহারের
অঙ্গ ও প্রমাণ বলিয়া গণ্য, লৌকিক ব্যবহারও তেমনি আত্মজ্ঞান
না হওয়া পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বৈতপ্রবোধ
প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্তই লৌকিক বৈদিক প্রমাণ ও প্রমেয়াদি ব্যবহার
সত্য বলিয়া গণ্য থাকে, পরন্তু আত্মজ্ঞানের পর "ঐ সমস্ত মিথ্যা"

---

(৫৬) প্রমাতৃত্ব=কর্ত্তৃত্বাদিব্যবহার। প্রমাতা কর্ত্তৃত্বাদিব্যবহারের আশ্রয় অর্থাৎ অহং-
জ্ঞানাপন্ন জীব।

পাপ্মদোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ দেহাত্মপ্রত্যয়োযদ্বৎ প্রমাণত্বেন ক-ল্পিতঃ। লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াদিতি ॥৪॥

তস্য চ সমস্তপ্রমাণকারণত্বং ভাবিকলোকযাত্রাবাহিত্বঞ্চাভ্যুপেয়ম্। সেয়-মস্মাকমপ্যদ্বৈতসাক্ষাৎকারে বিধা ভবিষ্যতি। ন চায়মদ্বৈতসাক্ষাৎকারো-প্যন্তঃকরণবৃত্তিভেদ একান্ততঃ পরমার্থঃ। যস্তু সাক্ষাৎকারোভাবিকো নাসৌ কার্য্যঃ। তস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ। অবিদ্যা তু যদ্যবিদ্যামুচ্ছিন্দ্যাৎ জনয়েদ্বা ন তত্র কাচিদনুপপত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ।—

'বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যযা মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'॥ ইতি।

তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্। ইতি চতুঃসূত্রী সমাপ্তা।

এবম্—

কার্য্যান্বয়ং বিনা সিদ্ধরূপে ব্রহ্মণি মানতা।
পুরুষার্থে স্বয়ং তাবদ্বেদান্তানাং প্রসাধিতা ॥ ৪ ॥

এরূপ নিশ্চয় হইযা যায় এবং তৎক্রমে তাহার গাঢ়তা ও আত্মনিশ্চয় দৃঢ় হইলে এ সকল এককালে লুপ্ত হইয়া যায়।)

এবং তাবদ্বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মাত্মাবগতিপ্রয়োজনানাং তাৎপর্য্যেণ সমন্বিতানামন্তরেণাপি কার্য্যানুপ্রবেশং ব্রহ্মণি

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাদিনা তত্তু সমন্বয়াদিত্যন্তেন সূত্রসন্দর্ভেণ সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশক্তৌ জগদুৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারণে প্রামাণ্যং বেদান্তানামুপপাদিতম্। তচ্চ ব্রহ্মণীতি পরমার্থতো ন ত্বদ্যাপি ব্রহ্মণ্যেবেতি ব্যুৎপাদিতম্। তদত্র সন্দিহ্যতে। তজ্জগদুপাদানকারণং কিং চেতনমুতাঽ-চেতনমিতি। অত্র চ বিপ্রতিপত্তেঃ প্রতিবাদিনাং বিশেষানুপলম্ভে সতি সংশয়ঃ। তত্র চ প্রধানমচেতনং জগদুপাদানকারণমনুমানসিদ্ধমনুবদন্ত্যুপ-নিষদ ইতি সাংখ্যাঃ। জীবাণুব্যতিরিক্তচেতনেশ্বরনিমিত্তাধিষ্ঠিতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ

[এবং...মিত্যুক্তম্] যেরূপে ব্রহ্মেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয় এবং যেরূপে তাহা ক্রিয়াসংশ্রব ব্যতীত সিদ্ধব্রহ্মবোধক

পর্য্যবসানমুক্তম্। ব্রহ্ম চ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতি-প্রলয়কারণমিত্যুক্তম্। সাংখ্যাদয়স্তু পরিনিষ্ঠিতং বস্তু প্রমাণান্তরগম্যমেবেতি মন্যমানাঃ প্রধানাদীনি কারণান্তরাণ্যনুমিমানাস্তৎপরতয়ৈব বেদান্তবাক্যানি যোজয়ন্তি। সর্ব্বেষ্বেব তু বেদান্তবাক্যেষু সৃষ্টিবিষয়েষ্বনুমানেনৈব কার্য্যেণ কারণং লিলক্ষয়িষিতম্। প্রধানপুরুষসংযোগা নিত্যানুমেয়া

পরমাণবো জগদুপাদানকারণমনুমিতমনুবদন্তীতি কাণাদাঃ। আদিগ্রহণেনা-ভাবোপাদানত্বাদি গ্রহীতব্যম্। অনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাশক্তিমচ্চেতনোপাদানং জগদাগমিকমিতি ব্রহ্মবিদঃ। এতাসাঞ্চ বিপ্রতিপত্তীনামনুমানবাক্যানুমানবাক্যাভাসা বীজম। তদেবং বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ে কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। তত্র—

জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যভাবাদ্ব্রহ্মণোঽপরিণামিনঃ।
ন সর্ব্বশক্তিবিজ্ঞানে প্রধানে ত্বস্তি সম্ভবঃ॥

জ্ঞানক্রিয়াশক্তী খলু জ্ঞানক্রিয়াকার্য্যদর্শনোন্নেয়সদ্ভাবে। ন চ জ্ঞানক্রিয়ে চিদাত্মনি স্তঃ। তস্যাপরিণামিত্বাদেকত্বাচ্চ। ত্রিগুণে চ প্রধানে পরিণামিনি সম্ভবতঃ। যদ্যপি চ সাম্যাবস্থায়াং প্রধানে সমুদাচরদ্বৃত্তিনী ক্রিয়াজ্ঞানে ন স্তঃ তথাপ্যব্যক্তেন শক্ত্যাত্মনা রূপেণ সম্ভবত এব। তথা চ প্রধানমেব সর্ব্বজ্ঞঞ্চ সর্ব্বশক্তি চ ন তু ব্রহ্ম। স্বরূপচৈতন্যং ত্বস্যাবৃত্তিকমনুপযোগি জীবা-

হয়, সে প্রকার বা সে প্রণালী বলা হইল। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও জগৎ-কারণ, এ কথাও বলা হইয়াছে। [সাংখ্যা যোজয়ন্তি] কিন্তু সাংখ্যাদি দর্শন সিদ্ধবস্তুকে (যাহা জন্মাইতে হয় না, যাহা চিরকালই আছে) প্রমাণান্তর গম্য (৫৭) বিবেচনা করিয়া প্রকৃতি প্রভৃতির জগৎকারণতা অনুমান করেন এবং জগৎকারণবোধক বেদান্তবাক্যসমূহকে আপন আপন পক্ষে লইয়া যোজনা (ব্যাখ্যা) করেন। (৫৮) [সর্ব্বে...মন্যন্তে] তাঁহারা বলেন, সৃষ্টিবিষয়ক যত বেদান্তবাক্য আছে, সমস্তই কার্য্যলিঙ্গক কারণানুমানের

(৫৭) যাহা আছে, তাহা হয় প্রত্যক্ষগম্য, না হয় অনুমানগম্য। শাস্ত্র তাহা বলিবে কেন? বলিবার আবশ্যক কি? এইরূপ বিবেচনা করিয়া।

(৫৮) জন্মবান্ সাবয়ব বস্তুমাত্রেই জড়প্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি অথবা পরমাণু এ বিষয়ে উপাদান। ঘট সাবয়ব ও জন্য, তাহার উপাদান যেমন জড়রূপিণী মৃত্তিকা, সেইরূপ।

ইতি সাঙ্খ্যা মন্যন্তে। কাণাদাস্ত্বেতেভ্য এব বাক্যেভ্য ঈশ্বরং নিমিত্তকারণমনুমিমতে, অণূংশ্চ সমবায়িকারণম্। এবমন্যেঽপি তার্কিকা বাক্যাভাসযুক্ত্যাভাসাবষ্টম্ভাঃ পূর্ব্বপক্ষবাদিন ইহোত্তিষ্ঠন্তে। তত্র পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞেনাচার্য্যেণ বেদান্ত-

---

ত্মনামিবাস্মাকম্। ন চ স্বরূপচৈতন্যে কর্তৃত্বমকার্য্যত্বাত্তস্য। কার্য্যত্বে বা ন সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞতা। ভোগাপবর্গলক্ষণপুরুষার্থদ্বয়প্রযুক্তানাদিপ্রধানপুরুষসংযোগ-নিমিত্তস্তু মহদহঙ্কারাদিক্রমেণাচেতনস্যাপি চেতনানধিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য পরিণামঃ সর্গঃ। দৃষ্টঞ্চাচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং পুরুষার্থে প্রবর্ত্তমানম্। যথা বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থমচেতনং ক্ষীরং প্রবর্ত্ততে। 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়োঽচেতনেঽপি চেতনবদুপচারাৎ স্বকার্য্যোন্মুখত্বমাদর্শয়ন্তি। যথা কূলং পিপতিষতীতি।

'যৎপ্রায়ে শ্রূয়তে যচ্চ তত্তাদৃগবগম্যতে।
ভাক্তপ্রায়ে শ্রুতমিদমতোভাক্তং প্রতীয়তে॥'

অপি চাহুর্বৃদ্ধাঃ।—'যথা হ্যগ্র্যপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্ট্বা বদন্তি ভবেদয়মগ্র্য' ইতি তথেদমপি 'তা আপ ঐক্ষন্ত' 'তত্তেজ ঐক্ষত' ইত্যাদ্যুপচারপ্রায়ে শ্রুতম্।

সূচক। (৫৯) বিশেষতঃ সাংখ্যবাদীরা মনে করে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ নিত্যানুমেয়। (৬০) [কাণাদা...ইহোত্তিষ্ঠন্তে] আবার কণাদশিষ্যেরা সেই সেই বাক্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর নামক নিমিত্তকারণের ও পরমাণু-নামক উপাদান কারণের অনুমান করিয়া থাকেন। এইরূপ, অন্যান্য তার্কিকেরাও বাক্যাভাস ও যুক্ত্যাভাস আশ্রয় করিয়া বেদান্তবাদের প্রতি পূর্ব্বপক্ষকারী বা আপত্যকারী হইয়া থাকেন। [তত্র · ক্রীয়ন্তে] সৃষ্টিবিষয়ে বাদিগণের

---

(৫৯) "তেজসা সোম্য। শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ" ইত্যাদি শ্রুতি, শুঙ্গের অর্থাৎ কার্য্যরূপ হেতুর দ্বারা, সতের অর্থাৎ মূলকারণের অনুমান করিতে বলিয়াছেন।

(৬০) জড় ভিন্ন কেবল চেতনকে কাহার উপাদান হইতে দেখা যায় না। জড়ই উপাদান কারণ হয়, চেতন তাহার নিমিত্ত কারণ হয়। যাহা জন্মে তাহা উপাদানেই জন্মে এবং উপাদানমাত্রেই জড়। কেবল জড়ে কিছু জন্মে না, প্রত্যেক জন্মবান্ জড়ে চৈতন্যসম্বন্ধ থাকিতে দেখা যায়। চেতনসম্বন্ধ ব্যতীত কেবল জড় কোনও কিছু উৎপাদন করে না, বা করিতে পারে না। অতএব, চিজ্জড়াত্মক বিশ্বের চেতন সংযুক্ত জড় হইতেই জন্ম হইয়াছে। তন্মধ্যে জড়াংশই উপাদান এবং চেতনাংশ তাহার নিমিত্ত। অপিচ, যাহা জড়, তাহাই প্রকৃতি, আর যাহা চেতন তাহা পুরুষ বা আত্মা। প্রকৃতি পুরুষের তাদৃশ সংযোগ বা সম্বন্ধ "সামান্যতোদৃষ্ট" নামক অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়, অপলাপ করা যায় না।

বাক্যানাং ব্রহ্মাবগতিপরত্বপ্রদর্শনায় বাক্যাভাসযুক্ত্যাভাস-প্রতিপত্তয়ঃ পূর্ব্বপক্ষীকৃত্য নিরাক্রিয়ন্তে। তত্র সাংখ্যাঃ প্রধানং ত্রিগুণমচেতনং জগতঃ কারণমিতি মন্যমানা আহুঃ—যানি বেদান্তবাক্যানি সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তের্ব্রহ্মণোজগৎকারণত্বং প্রদর্শয়ন্তীত্যবোচস্তানি প্রধানকারণপক্ষেঽপি যোজয়িতুং শক্যন্তে। সর্ব্বশক্তিত্বং তাবৎ প্রধানস্যাপি স্ববিকার-বিষয়মুপপদ্যতে এবং সর্ব্বজ্ঞত্বমপ্যুপপদ্যতে। কথং, যৎ ত্বং জ্ঞানং মন্যসে সত্ত্বধর্ম্মঃ সঃ। সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিতি

তদৈক্ষতেত্যোপচারিকমেব বিজ্ঞেয়ম্। 'অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরণবাণী'তি চ প্রধানস্য জীবাত্মত্বং জীবার্থকারিতয়াহ। যথা হি ভদ্রসেনোরাজার্থকারী রাজা ভদ্রসেনো মমাত্মেত্যুপচর্য্যতে এবং তত্ত্বমসী-ত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ভাক্তাঃ সম্পত্ত্যর্থা বা দ্রষ্টব্যাঃ। স্বমপীতোভবতীতি চ নিরুক্তং জীবস্য প্রধানে স্বকীয়েঽপ্যয়ং সুষুপ্তাবস্থায়াং ব্রূতে। প্রধানাংশ-তমঃসমুদ্রেকে হি জীবোনিদ্রাণস্তমসীব মগ্নোভবতি। যথাহুঃ 'অভাবপ্রত্যয়া-লম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা' ইতি। বৃত্তীনামন্যাসাং প্রমাণাদীনামভাবঃ তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং তমঃ তদালম্বনা নিদ্রা জীবস্য বৃত্তিরিত্যর্থঃ। তথা সর্ব্বজ্ঞং প্রস্তুত্য

বিবাদ দেখিয়া পদ-বাক্য-প্রমাণ-বিৎ আচার্য্য (ব্যাস) বেদান্তবাক্য নিবহের ব্রহ্মজ্ঞান-পরতা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক বাদীর অভিমত বাক্যাভাস, যুক্ত্যাভাস ও সিদ্ধান্তসমূহকে পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া সে সকল নিরাকৃত করিয়াছেন। [তত্র...আহুঃ] তন্মধ্যে সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতগণ ত্রিগুণ ও অচেতন প্রধানকে (প্রকৃতিকে) জগৎকারণরূপে স্থির করিয়া বলেন,—[যানি...শক্যন্তে] বেদান্তীরা যে সকল বেদান্তবাক্য লইয়া সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শক্তি ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলে, সে সকল বাক্যকে আমরা প্রকৃতি-কারণ পক্ষেও যোজনা করিতে পারি। [সর্ব্ব...উপপদ্যতে] শর্ব্বশক্তিত্বরূপ ধর্ম্ম প্রকৃতিতেও আছে। সর্ব্বশক্তিত্ব কি ?-না সর্ব্বজনন-সামর্থ্য। সর্ব্বশক্তি বা সর্ব্বজনন-সামর্থ্য প্রাকৃতিক-বিকার-সাপেক্ষ সুতরাং তাহা প্রকৃতিতেই সঙ্গত হয়। অপিচ, সর্ব্বজ্ঞত্বও ঐরূপে প্রকৃতিকারণপক্ষে সঙ্গত হয়। [কথম্] কি প্রকারে ? তাহা বলিতেছি। [যৎত্বং...বর্ত্ততে] তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, অস্মন্মতে তাহা সত্ত্বধর্ম্ম—সত্ত্বেরই অবস্থাপ্রভেদ। স্মৃতি এ

স্মৃতেঃ। তেন চ সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন কার্য্যকরণবন্তঃ পুরুষাঃ সর্ব্বজ্ঞা যোগিনঃ প্রসিদ্ধাঃ। সত্ত্বস্য হি নিরতিশয়োৎকর্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রসিদ্ধম্। ন চ কেবলস্যাকার্য্যকরণস্য পুরুষ-স্যোপলব্ধিমাত্রস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বং বা কল্পয়িতুং শক্যম্। ত্রিগুণত্বাত্তু প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞানকারণভূতং সত্ত্বং প্রধানাবস্থায়ামপি বিদ্যত ইতি প্রধানস্যাচেতনস্যৈব স্বতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বমুপচর্য্যতে বেদান্তেষু। অবশ্যঞ্চ ত্বয়াপি সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞমভ্যুপগন্ত-

---

শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রোঽপি 'স কারণং করণাধিপাধিপ' ইতি প্রধানাভিপ্রায়ঃ। প্রধানস্যৈব সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রতিপাদিতমধস্তাৎ। তস্মাদচেতনং প্রধানং জগদুপা-দানমনুবদন্তি শ্রুতয় ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। এবং কাণাদাদিমতেঽপি কথঞ্চিদ্-যোজনীয়াঃ শ্রুতয়ঃ। অক্ষরার্থস্তু "প্রধানপক্ষেঽপি" ইতি "প্রধানস্যাপি" ইতি, অপিকারাবেবকারার্থৌ। স্যাদেতৎ। সত্ত্বসম্পত্ত্যা চেদস্য সর্ব্বজ্ঞতা অথ তমঃসম্পত্ত্যাঽসর্ব্বজ্ঞতৈবাঽস্য কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ—"তেন চ সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন" ইতি। (সত্ত্বং হি প্রকাশশীলং নিরতিশয়োৎকর্ষং সর্ব্বজ্ঞতাবীজম্।) যথাহুঃ।—'নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞতাবীজ'মিতি। যৎ খলু সাতিশয়ং তৎ ক চিন্নিরতিশয়ং দৃষ্টং যথা বকুলামলকবিল্বেষু সাতিশয়ং মহত্বং ব্যোম্নি পরমমহতি নিরতিশয়ম্। এবং জ্ঞানমপ্যেকদ্বিবহুবিষয়তয়া সাতিশয়মিত্যনেনাপি ক

কথার পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন, "সত্ত্বগুণ হইতেই জ্ঞানের জন্ম হয়।" সেই সত্ত্বধর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারাই দেহধারী যোগিপুরুষেরা সর্ব্বজ্ঞ হন, ইহা সর্ব্ব-লোক বিদিত। সত্ত্বাংশের অত্যুৎকর্ষ হইলে তদ্দ্বারা সেন্দ্রিয় জীবেরই সর্ব্ব-জ্ঞতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞান-সামর্থ্য জন্মে, ইহা লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নিরিন্দ্রিয়, অশরীর ও কেবলমাত্র জ্ঞ-স্বরূপ চেতন পুরুষের কি সর্ব্বজ্ঞতা কি অল্পজ্ঞতা কিছুই কল্পনা করিতে পার না। যত প্রকার জ্ঞান থাকুক, সমুদায়ের কারণ বা উপাদান সত্ত্ব। ত্রিগুণা প্রকৃতির তাদৃশ সত্ত্বগুণ প্রকৃতি অবস্থাতেও (কারণাবস্থায় বা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থাতেও) থাকে, তাহা দেখিয়া বেদান্ত সেই অচেতন বা জড়স্বভাব প্রধানকে উপচারক্রমে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তুমিও যে ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অঙ্গীকার

ব্যম্। ন হি সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানং কুর্ব্বদেব ব্রহ্ম বর্ত্ততে। তথা হি, জ্ঞানস্য নিত্যত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যং ব্রহ্মণো-হীয়েত। অথানিত্যং তদিতি জ্ঞানক্রিয়ায়া উপরমে উপর-মেতাপি ব্রহ্ম, তদা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞত্বমা-পততি। অপি চ, প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বকারকশূন্যং ব্রহ্ম ইষ্যতে ত্বয়া। ন চ জ্ঞানসাধনানাং শরীরেন্দ্রিয়াদীনামভাবে জ্ঞানোৎ-

চিন্নিরতিশয়েন ভবিতব্যম্। ইদমেব চাস্য নিরতিশয়ত্বং যদ্বিদিতসমস্তবেদি-তব্যত্বম্। তদিদং সর্ব্বজ্ঞত্বং সত্ত্বস্য নিরতিশয়োৎকর্ষত্বে সম্ভবতি। এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপি রজস্তমসী অপি স্তঃ তথাপি পুরুষার্থপ্রযুক্তগুণবৈষম্যাতি-শয়াৎ সত্ত্বস্য নিরতিশয়োৎকর্ষে সার্ব্বজ্ঞ্যং কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি। প্রধানা-বস্থায়ামপি তন্মাত্রং বিবক্ষিত্বা অবিবক্ষিত্বা চ তমঃকার্য্যং প্রধানং সর্ব্বজ্ঞমুপ-চর্য্যত ইতি। অপিভ্যামবধারণস্য ব্যবচ্ছেদ্যমাহ।—"ন কেবলস্য" ইতি। ন কিঞ্চিদেকং কার্য্যং জনয়েদপি তু বহূনি। চিদাত্মা চৈকঃ প্রধানন্তু ত্রিগুণ-মিতি তত এব কার্য্যমুৎপত্তুমর্হতি ন চিদাত্মন ইত্যর্থঃ। তবাপি চ যোগ্যতা-

কর, অবশ্য তাহা তুমি সর্ব্বজ্ঞানশক্তির যোগ বা সম্বন্ধ লইয়াই কর, সন্দেহ নাই। [ন হি...বর্ত্ততে] ব্রহ্ম সর্ব্বদাই সকল জ্ঞান লইয়া বিরাজ করিতেছেন, এরূপ হয় না। কাযেই তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সার্ব্বজ্ঞ্যশক্তি থাকাতেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। (৬১) [তথাহি...পততি] যুক্তি এই যে, জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য (কর্ত্তৃত্ব) থাকে না। আর যদি অনিত্য হয়, কাদাচিৎক হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার বিশ্রান্তি বা উপরম আছে। সুতরাং জ্ঞানক্রিয়ার উপরম কালে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতার উপরম হওয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, ফল-বল-কল্পনার দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বই সর্ব্বজ্ঞত্ব। (শক্তি স্বীকার করিলে প্রলয়কালেও তাহার সর্ব্বজ্ঞতা অক্ষত থাকিতে পারে)। [অপি চ···ব্রহ্মণঃ] আরও এক কথা এই যে, তোমরা (বেদা-

(৬১) অর্থাৎ, ঘট না থাকিলেও যেমন মৃত্তিকায় ঘটশক্তি থাকা স্বীকৃত হয়, এবং তদনু-সারে মৃত্তিকাকেও ঘট বলা অসঙ্গত হয় না, সেইরূপ, সর্ব্বদা বা সকল সময়ে সকল জ্ঞান একত্রিত না হইলেও বা না থাকিলেও সে সকল জ্ঞানের শক্তি তাঁহাতে আছে—সর্ব্বদাই সে শক্তি আছে—সুতরাং তদনুসারে তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

পত্তিঃ কস্যচিদুপপন্না। অপি চ, প্রধানস্যানেকাত্মকস্য পরিণামসম্ভবাৎ কারণত্বোপপত্তির্মৃদাদিবৎ নাসংহতস্যৈকাত্মকস্য ব্রহ্মণ ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রমারভ্যতে,—

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ৫ ॥*

ন সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং

মাত্রেণৈব চিদাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞতাভ্যুপগমো ন কার্য্যযোগাদিত্যাহ।—"স্বয়াঽপি" ইতি। ন কেবলস্যাকার্য্যকারণস্যোত্যেতৎ সিংহাবলোকিতেন প্রপঞ্চয়তি।—"প্রাগুৎপত্তেঃ"। "অপি চ প্রধানস্য" ইতি। চস্বর্থঃ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—

নামরূপপ্রপঞ্চলক্ষণকার্য্যদর্শনাদেতৎ কারণমাত্রবদিতি সামান্যকল্পনায়ামস্তি প্রমাণং ন তু তদচেতনং চেতনমিতি বা বিশেষকল্পনায়ামস্ত্যনুমানমিত্যুপবিষ্টাৎ প্রবেদমিষ্যতে। তস্মাৎ নামরূপপ্রপঞ্চকারণভেদপ্রমায়ামাম্নায় এব ভগবানুপাসনীয়ঃ। তদেবমাম্নায়ৈকসমধিগমনীয়ে জগৎকারণে—

ন্তীরা) সৃষ্টির পূর্ব্বে কারকশূন্য বা সহায়শূন্য অখণ্ডৈকরস ব্রহ্ম থাকা স্বীকার কর। কিন্তু, জ্ঞান-জন্মের প্রতি যে কারণ বা উপকরণ থাকা আবশ্যক—তাহার প্রতি লক্ষ্য কর না। অতএব, জ্ঞানসাধন শরীর, ইন্দ্রিয়, অথবা অন্য কিছু না থাকায় তৎকালে জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া উপপন্ন হয় না; এ দোষ প্রকৃতিকারণবাদীর মতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেন-না, নিজেই ত্রিগুণাত্মিকা, এবং পরিণামস্বভাবা। সুতরাং সঙ্গে জ্ঞানোৎপত্তির উপকরণ থাকায় মৃত্তিকাদির ন্যায় প্রকৃতিরই জগৎকারণতা সঙ্গত হয়, কিন্তু অসহায় অসংহত অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের জগৎকারণতা উপপন্ন হয় না। [ইত্যেবং...ভ্যতে] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় তন্নিরাকরণার্থ এই সূত্র অভিহিত হইল।

[ন...কথম্] সাংখ্যকল্পিত জগৎকারণ জড়রূপা প্রকৃতি বেদান্তমধ্যে

---

* সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ। যতস্তৎ অশব্দং শব্দাপ্রতিপাদ্যম্। অশব্দত্বাদিতি যাবৎ। অশব্দত্বে হেতুঃ ঈক্ষতেঃ। যৎ জগৎকারণং তৎ ঈক্ষিতৃ। ঈক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্বাৎ অচেতনস্যেক্ষণাঽসম্ভবাৎ অচেতনং প্রধানং ন জগৎকারণমিতি সমুদিতার্থঃ।—অর্থাৎ সাংখ্যকল্পিত প্রধান জগৎকারণ নহে। কেন না, শ্রুতি অচেতনের জগৎকর্তৃত্ব বলেন নাই। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শ্রুতিতে ঈক্ষণপূর্ব্বক অর্থাৎ আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টিকর্তৃত্ব অভিহিত হইয়াছে। প্রধান জড়, তাঁহাতে ঈক্ষণ নাই, সুতরাং সৃষ্টিকর্তৃত্বও নাই।

পৌর্ব্বাপর্য্যপরামর্শাদ্‌যদাম্নায়োঽঞ্জসা বদেৎ।
জগদ্বীজং তদেবেষ্টং চেতনে চ স আঞ্জসঃ ॥

তেষু তেষু খল্বাম্নায়প্রদেশেষু তদৈক্ষতেত্যেবঞ্জাতীয়কৈর্ব্বাক্যৈরীক্ষিতুঃ কারণাজ্জগজ্জন্মাধ্যায়ত ইতি। ন চ প্রধানপরমাণ্বাদেরচেতনস্যেক্ষিতৃত্বমাঞ্জসম্। সত্ত্বাংশেনেক্ষিতৃ প্রধানং তস্য প্রকাশকত্বাদিতি চেৎ। ন। তস্য জাড্যেন তত্ত্বানুপপত্তেঃ। কস্তর্হি রজস্তমোভ্যাং সত্ত্বস্য বিশেষঃ। স্বচ্ছতা। স্বচ্ছং হি সত্ত্বম্। অস্বচ্ছে চ রজস্তমসী। স্বচ্ছস্য চ চৈতন্যবিম্বোদগ্রাহিতয়া প্রকাশত্বব্যপদেশো নেতরয়োরস্বচ্ছতয়া তদ্‌গ্রাহিত্বাভাবাৎ। পার্থিবত্বে তুল্য ইব মণের্ব্বিম্বোদ্‌গ্রাহিতা ন লোষ্টাদীনাম্। ব্রহ্মণস্ত্বীক্ষিতৃত্বমাঞ্জসম্। তস্যাম্নায়তো নিত্যজ্ঞানস্বভাবত্ববিনিশ্চয়াৎ। নন্বত এবাঽস্য নেক্ষিতৃত্বং, নিত্যস্য জ্ঞানস্বভাবভূতস্যেক্ষণস্যাক্রিয়াত্বেন ব্রহ্মণস্তৎপ্রতি নিমিত্তভাবাভাবাৎ। অক্রিয়ানিমিত্তস্য চ কারকত্বনিবৃত্তৌ তদ্ব্যাপ্তস্য তদ্বিশেষস্য কর্তৃত্বস্য নিবৃত্তেঃ। সত্যং ব্রহ্মস্বভাবস্যৈতন্যং নিত্যতয়া ন ক্রিয়া, তস্য ত্বনবচ্ছিন্নস্য তত্তদ্বিষয়োপধানভেদাবচ্ছেদেন কল্পিতভেদস্যানিত্যত্বং কার্য্যত্বং চোপপদ্যতে। তথা চৈবংলক্ষণে ঈক্ষণে সর্ব্ববিষয়ে ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণং কর্তৃত্বমুপপন্নম্। যদ্যপি চ কূটস্থনিত্যস্যাপরিণামিন ঔদাসীন্যমস্য বাস্তবং তথাপ্যনাদ্যনির্ব্বচনীয়াবিদ্যাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপারবত্ত্বমবভাসত ইতি কর্তৃত্বোপপত্তিঃ। পরৈরপি চ চিচ্ছক্তেঃ কূটস্থনিত্যায়া বৃত্তীঃ প্রতি কর্তৃত্বমীদৃশমেবাভ্যুপেয়ম্। চৈতন্যসামানাধিকরণ্যেন জ্ঞাতৃত্বোপলব্ধেঃ। ন হি প্রাধানিকান্যন্তর্ব্বাহিষ্করণানি ত্রয়োদশ সত্ত্বপ্রধানান্যপি স্বয়মেবাচেতনানি তদ্বৃত্তয়শ্চ স্বং বা পরং বা বেদিতুমুৎসহন্তে। নো খল্বন্ধাঃ সহস্রমপি পান্থাঃ পন্থানং বিদন্তি। চক্ষুষ্মতা চৈকেন চেদ্ বেদ্যতে, স এব তর্হি মার্গদর্শী স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা নেতা তেষাম্। এবং বুদ্ধিসত্ত্বস্য স্বয়মচেতনস্য চিতিবিম্বসংক্রান্ত্যা চেদাপন্নং চৈতন্যস্য জ্ঞাতৃত্বম্, চিতিরেব জ্ঞাত্রী স্বতন্ত্রা, নান্তর্ব্বহিষ্করণান্যন্ধসহস্রপ্রতিমান্যস্বতন্ত্রাণি। ন চাস্যাশ্চিতেঃ কূটস্থনিত্যায়া অস্তি ব্যাপারযোগঃ। ন চ তদযোগেঽপ্যজ্ঞাতৃত্বং ব্যাপারবতামপি জড়ানামজ্ঞত্বাৎ। তস্মাদন্তঃকরণবর্ত্তিনং ব্যাপারমারোপ্য চিতিশক্তৌ কর্তৃত্বাভিমানোঽন্তঃকরণে বা চৈতন্যমারোপ্য তস্য জ্ঞাতৃত্বাভিমানঃ। সর্ব্বথা ভবন্মতেঽপি নেদং স্বাভাবিকং ক্বচিদপি জ্ঞাতৃত্বমপি তু সাংব্যবহারিকমেবেতি পরমার্থঃ। নিত্যস্যাত্মনোজ্ঞানং পরিণাম ইতি চ ভেদাভেদপক্ষমপাকুর্ব্বদ্ভিরপাস্তম্। কূটস্থস্য নিত্যস্যাত্মনোঽব্যাপারবত এব ভিন্নং জ্ঞানং ধর্ম্ম ইতি চোপরিষ্টাদপাকরিষ্যতে। তস্মাদ্বস্তুতোঽনবচ্ছিন্ন-

শক্যং বেদান্তেম্বাশ্রয়িতুম্। অশব্দং হি তৎ। কথমশব্দং,

চৈতন্যং তত্ত্বান্যত্বানির্ব্বচনীয়াব্যাকৃতব্যাচিকীর্ষিতনামরূপবিষয়াবচ্ছিন্নং সজ্ঞানং কার্য্যং তস্য কর্ত্তা ঈশ্বরোজ্ঞাতা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি সিদ্ধম্। তথা চ শ্রুতিঃ।—

'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে' ॥ ইতি।

তপসা জ্ঞানেন অব্যাকৃতনামরূপবিষয়েণ চীয়তে তদ্ব্যাচিকীর্ষাবত্তবতি। যথা কুবিন্দাদিরব্যাকৃতং পটাদি বুদ্ধাবালিখ্য চিকীর্ষতি। একধর্ম্মবান্ দ্বিতীয়ধর্ম্মোপজননেন উপচিত উচ্যতে। ব্যাচিকীর্ষাযাঞ্চোপচয়ে সতি ততো নামরূপমন্নমদনীয়ং সাধারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতমভিজায়তে। তস্মাদ্-ব্যাকৃতাদব্যাচিকীর্ষিতাদন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভোব্রহ্মণোজ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠানং জগৎ সূত্রাত্মা সাধারণোজায়তে। যথাঽব্যাকৃতাদ্ব্যাচিকীর্ষিতাৎ পটাদবান্তরকার্য্যং দ্বিতন্তুকাদি। তস্মাচ্চ প্রাণাত্মন আখ্যং সংকল্পবিকল্পাদিব্যাকরণাত্মকং জায়তে। ততো ব্যাকরণাত্মকান্মনসঃ সত্যশব্দবাচ্যান্যাকাশাদীনি জায়ন্তে। তেভ্যশ্চ সত্যাখ্যেভ্যোঽনুক্রমেণ লোকা ভূরাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদিপ্রাণিনোবর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাণি জায়ন্তে। কর্ম্মসু চামৃতং ফলং স্বর্গনরকাদি। তচ্চ স্বনিমিত্তয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্মযোঃ সতো' বিনশ্যতীত্যমৃতং যাবদ্ধর্ম্মাধর্ম্মভাবীতি যাবৎ। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সামান্যতঃ সর্ব্ববিৎ বিশেষতো যস্য ভগবতোজ্ঞানময়ং তপোধর্ম্মোঽনায়াসময়ং। তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বস্মাদেতৎপরং কার্য্যং ব্রহ্ম। কিঞ্চ নামরূপমন্নঞ্চ ব্রীহিযবাদি জায়ত ইতি। তস্মাৎ প্রধানস্য সাম্যাবস্থায়ামনীক্ষিতৃত্বাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ সত্যপি চৈতন্যে সর্গাদৌ বিষয়াঽনীক্ষণাৎ, মুখ্যসম্ভবে চোপচারস্যান্যায্যত্বাৎ, মুমুক্ষোশ্চাযথার্থোপদেশানুপপত্তেঃ, মুক্তিবিরোধিত্বাত্তেজঃপ্রভৃতীনাঞ্চ মুখ্যাসম্ভবেনোপচারাশ্রয়ণস্য যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ, সংশয়ে চ তৎপ্রায়পাঠস্য নিশ্চায়কত্বাৎ, ইহ তু মুখ্যস্যৌৎসর্গিকত্বেন নিশ্চয়ে সতি সংশয়াভাবাৎ, অন্যথা কিরাতশতসঙ্কীর্ণদেশনিবাসিনোব্রাহ্মণায়নস্যাপি কিরাতত্বাপত্তেঃ, ব্রহ্মৈবেক্ষিত্রনাদ্যনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাসচিবং জগদুপাদানং, শুক্তিরিব সমারোপিতস্য রজতস্য, মরীচয় ইব

স্থান পাইতে পারে না। অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের দ্বারা অচেতনের জগৎ-

ঈক্ষতেঃ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য। কথম্, এবং হি শ্রূয়তে—সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যুপক্রম্য, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তৎ তেজোঽসৃজতেতি। তত্রেদংশব্দবাচ্যং নামরূপব্যাকৃতং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সদাত্মনাঽবধার্য্য, তস্যৈব প্রকৃতস্য সচ্ছব্দবাচ্যস্যেক্ষণপূর্বকং তেজঃ-

---

জলস্য, একশ্চন্দ্রমা ইব দ্বিতীয়স্য চন্দ্রমসঃ, ন ত্বচেতনং প্রধানপরমাণ্বাদি। "অশব্দং হি তৎ।" ন চ প্রধানং পরমাণবো বা তদতিরিক্তসর্বজ্ঞেশ্বরাধিষ্ঠিতা জগদুপাদানমিতি সাম্প্রতম্। তেষাং ভেদেন কার্য্যত্বাৎ। কারণাৎ কার্য্যাণাং ভেদাভাবাৎ। কারণজ্ঞানেন সমস্তকার্য্যপরিজ্ঞানস্য মৃদাদিনিদর্শনেনাগমেন প্রসাধিতত্বাৎ। ভেদে চ তদনুপপত্তেঃ। সাক্ষাচ্চ একমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, ইত্যাদিভির্বহুভির্বচোভির্ব্রহ্মাতিরিক্তস্য প্রপঞ্চস্য প্রতিষেধাৎ চেতনোপাদানমেব জগৎ ভুজঙ্গ ইবারোপিতো রজ্জ্বুপাদান ইতি সিদ্ধান্তঃ। সদুপাদানত্বে হি সিদ্ধে জগতস্তদুপাদানং চেতনমচেতনং বেতি সংশয্য মীমাংস্যেত। অদ্যাপি তু সদুপাদানত্বমসিদ্ধমিত্যত আহঃ।—"তত্রেদংশব্দবাচ্য"মিত্যাদি "দর্শয়তি" ইত্যন্তেন। তথাপীক্ষিতা

কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অথবা সৃষ্টিবিষয়ক বেদান্তবাক্যের "অচেতন প্রধান জগৎ কারণ" এরূপ অর্থ হয় না অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রধান তদ্‌বাক্যস্থ পদের বাচ্য বা বোধ্য নহে। কেন না, যে জগৎকারণ সে ঈক্ষিতা, এইরূপ শুনা যায়। যেহেতু ঈক্ষিতৃত্ব শুনা যায়, সেই হেতু প্রধান অশব্দ অর্থাৎ শ্রৌতশব্দের অপ্রতিপাদ্য। যিনি জগৎকারণ, তিনি ইহা ঈক্ষণপূর্ব্বক—জ্ঞানপূর্ব্বক বা আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন। কি প্রকার ঈক্ষণ? বলিতেছি। [এবং...অসৃজত] শ্রুতি "হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! এই জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল।" এইরূপে কথারম্ভ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "সেই এক অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব অর্থাৎ বিবিধ নামরূপে ব্যক্ত হইব। অনন্তর সেই সৎ আকাশের সৃষ্টি করিলেন, পরে বায়ু সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে তেজ সৃষ্টি করিলেন।" [অত্র . দর্শয়তি] বিবেচনা করিয়া দেখুন, শ্রুতি "এই-শব্দবাচ্য বিবিধনামরূপাবিশিষ্ট ব্যক্ত জগৎকে পূর্ব্বে সৎ-রূপে থাকার কথা বলিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন, সৎ ই আলোচনাপূর্ব্বক ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই

প্রভৃতেঃ স্রষ্টৃত্বং দর্শয়তি। তথা অন্যত্র, আত্মা বা ইদ-মেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজত, ইতি ঈক্ষাপূর্ব্বিকামেব সৃষ্টিমাচষ্টে। কচিচ্চ ষোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্যাহ, স ঈক্ষাং চক্রে স প্রাণমসৃজত, ইতি ঈক্ষাপূর্ব্বিকামেব সৃষ্টিমা-চষ্টে। ঈক্ষতেরিতি চ ধাত্বর্থনির্দ্দেশোঽভিপ্রেতো যজতে-

---

পারমার্থিকপ্রধানক্ষেত্রজ্ঞাতিরিক্ত ঈশ্বরোতবিষ্যতি যথাহুর্হৈরণ্যগর্ভা ইত্যতঃ শ্রুতিঃ পঠিতা একমেবাদ্বিতীয়মিতি। বহু স্যামিতি চ চেতনং কারণমাত্মন এব বহুভাবমাহ। তেনাপি কারণাচ্চেতনাদভিন্নং কার্য্যমবগম্যতে। যদ্য-প্যাকাশাদ্যা ভূতসৃষ্টিস্তথাপি তেজোঽবন্নানামেব ত্রিবৃৎকরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ তত্র তেজসঃ প্রাথম্যাৎ তেজঃ প্রথমমুক্তম্। একমদ্বিতীয়ং জগদুপাদান-মিত্যত্র শ্রুত্যন্তরমপি পঠতি। "তথান্যত্র" ইতি। ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টাশফং ষোড়শকলম্। তদ্যথা—প্রাচী প্রতীচী দক্ষিণোদীচীতি চতস্রঃ কলা ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম প্রথমঃ পাদঃ। তদর্দ্ধং শফঃ। তথা পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌঃ সমুদ্র ইত্যপরাশ্চতস্রঃ কলা দ্বিতীয়ঃ পাদোঽনন্তবান্নাম। তথাঽগ্নিঃ সূর্য্য-শ্চন্দ্রমা বিদ্যুদিতি চতস্রঃ কলাঃ স জ্যোতিষ্মান্নাম তৃতীয়ঃ পাদঃ। প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতস্রঃ কলাঃ। স চতুর্থ আয়তনবান্নাম ব্রহ্মণঃ পাদঃ। তদেবং ষোড়শকলং ষোড়শাবয়বং ব্রহ্মোপাস্যমিতি। স্যাদেতৎ। ঈক্ষতে-রিতি শ্তিপা ধাতুস্বরূপমুচ্যতে ন চাবিবক্ষিতার্থস্য ধাতুস্বরূপস্য চেতনো-পাদানসাধনত্বসম্ভবঃ। ইত্যত আহ।—"ঈক্ষতে"রিতি। ধাত্বর্থনির্দ্দেশো-

---

এতদ্রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। [তথা...মাচষ্টে] এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও ঈক্ষণ-পূর্ব্বক সৃষ্টি হওয়া বর্ণিত আছে। যথা—"ইহা অর্থাৎ এই জগৎ, অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে বা এতদ্রূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, কেবলমাত্র এক আত্মা ছিল। সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন, আমি লোকসংঘ সৃজন করিব। অনন্তর তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন।" [কচিচ্চ...অসৃজত] কোন শ্রুতি ষোড়শকল (১) পুরুষের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, সেই ষোড়সকল পুরুষ ঈক্ষণ করিলেন, পরে প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। [ঈক্ষতে...হর্ত্তব্যানি] পূর্ব্ব-

---

(১) ষোড়শকল—ষোল অবয়ব। ভামতী-টীকা দেখ, কল্পিত ১৬ অবয়ব বুঝিতে পারিবে।

রিতিবৎ ন ধাতুনির্দ্দেশঃ। তেন যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপস্তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে, ইত্যেব-মাদীন্যপি সর্বজ্ঞেশ্বরকারণপরাণি বাক্যানি উদাহর্ত্তব্যানি। যত্তূক্তং সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন সর্বজ্ঞং প্রধানং ভবিষ্যতীতি তন্নোপপদ্যতে। ন হি প্রধানাবস্থায়াং গুণসাম্যাৎ সত্ত্বধর্ম্মো জ্ঞানং সম্ভবতি। ননূক্তং সর্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেন সর্বজ্ঞং ভবি-ষ্যতীতি, তদপি নোপপদ্যতে। যদি গুণসাম্যে সতি সত্ত্বব্যপা-শ্রয়াং জ্ঞানশক্তিমাশ্রিত্য সর্ব্বজ্ঞং প্রধানমুচ্যেত কামং তর্হি

হভিমতো বিষয়িণা বিষয়লক্ষণাৎ। প্রসিদ্ধা চেয়ং লক্ষণেত্যাহ।—"যজতে-রিতিবৎ" ইতি। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" সামান্যতঃ "সর্ব্ববিৎ" ইতি বিশেষতঃ। সাংখ্যীয়ং স্বমতসমাধানমুপন্যস্য দূষয়তি।—"যত্তূক্তং সত্ত্বধর্ম্মেণ" ইতি। পুনঃ সাংখ্যমুপস্থাপয়তি।—"ননূক্ত"মিতি। দূষয়তি।—"তদপি" ইতি। সমুদা-চরদ্বৃত্তি তাবন্ন ভবতি সত্ত্বং গুণবৈষম্যপ্রসঙ্গেন সাম্যানুপপত্তেঃ। ন চাব্য-ক্তেন রূপেণ জ্ঞানমুপযুজ্যতে রজস্তমসোস্তৎপ্রতিবন্ধস্যাপি সূক্ষ্মেণ রূপেণ সম্ভাবাদিত্যর্থঃ। অপি চ চৈতন্যপ্রধানবৃত্তিবচনোজ্ঞানার্তির্ন চাচেতনে

মীমাংসায় যেমন যজতি-শব্দ ধাত্বর্থনির্দেশে প্রযুক্ত হয়, এ কাণ্ডের ঈক্ষতি-শব্দ তদ্রূপ অর্থাৎ ঈক্ষতি-শব্দ এস্থলে ধাত্বর্থবোধক, ধাতুস্বরূপবোধক নহে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, (২) যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে এই সূত্রাত্মা, নাম, রূপ ও অন্ন জন্মিয়াছে।" এইরূপ এইরূপ সর্ব্বজ্ঞেশ্বর কারণ-বোধক বাক্যসমূহ, প্রদর্শিত অর্থের নিদর্শন। [যত্তূক্তং...মুচ্যেত] বলিয়াছিলে যে, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞান, তাহা লইয়া প্রধানই সর্ব্বজ্ঞ; এ কথা অনুপপন্ন অর্থাৎ অযুক্ত। কেননা, গুণসাম্যরূপ প্রধানাবস্থায় সদৃশ-পরিণাম ভিন্ন বিসদৃশ পরিণাম না থাকায় জ্ঞান-নামক সত্ত্বধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই। (গুণের বিষমাবস্থাব্যতীত সাম্যাবস্থায় কোনও গুণের কোনও ধর্ম্ম থাকে না)। যদি বল, জ্ঞান না থাকে না থাকুক, কিন্তু জ্ঞানশক্তি থাকে, শক্তি থাকাতেই প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে; এ কথার প্রত্যুত্তরে

---

(২) সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ তুল্যার্থ, সুতরাং অর্থ করিতে হয় যে, সামান্যতঃ সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশেষতঃ সর্ব্ববিৎ।

রজস্তমোব্যপাশ্রয়ামপি জ্ঞানপ্রতিবন্ধশক্তিমাশ্রিত্য কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বমুচ্যেত। অপি চ, নাসাক্ষিকা সত্ত্ববৃত্তির্জানাতিনা ন চাচেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি। তস্মাদনুপপন্নং প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্। যোগিনান্তু চেতনত্বাৎ সত্ত্বোৎকর্ষনিমিত্তং সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপন্নমিত্যনুদাহরণম্। অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত যথাগ্নিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদের্দ্দগ্ধৃত্বং, তথা সতি, যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং

বৃত্তিমাত্রে দৃষ্টচরপ্রয়োগ ইত্যাহ।—"অপি চ নাসাক্ষিক" ইতি। কথং তর্হি যোগিনাং সত্ত্বাংশোৎকর্ষহেতুকং সর্ব্বজ্ঞত্বমিত্যত আহ।—"যোগিনান্ত" ইতি। সত্ত্বাংশোৎকর্ষোহি যোগিনাং চৈতন্যং চক্ষুষ্মত্তামুপকরোতি নান্ধস্য প্রধানস্যেত্যর্থঃ। যদি তু কাপিলমতমপহায় হৈরণ্যগর্ভমাস্থীয়েত তত্রাপ্যাহ।—"অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্ত"মিতি। তেষামপি হি প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানং পুরুষবিশেষস্যৈব ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়াপরামৃষ্টস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং ন তু প্রধানস্যাচেতনস্য, তদপি চাদ্বৈতশ্রুতিভিরপাস্তমিতি ভাবঃ। পূর্ব্বপক্ষবীজমনুভাষতে।

আমরা বলিব, তাহা বলিতে পার না। বিবেচনা করিয়া দেখ, সাম্যকালেও যদি সত্ত্বাশ্রিত সর্ব্বজ্ঞানশক্তি লইয়া প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বল,—তাহা হইলে রজস্তমঃ-আশ্রিত জ্ঞানপ্রতিবন্ধশক্তি লইয়া তাঁহাকে অল্পজ্ঞ বলাও উচিত হইবে। অতএব, উক্ত প্রকারদ্বয়ের কোনও প্রকারে প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধি করিতে পারিবে না। [অপিচ...হরণম্] আরও এক প্রত্যুত্তর এই যে, যাহা নিরবচ্ছিন্ন সত্ত্ববৃত্তি—তাহা জ্ঞান-শব্দের বাচ্য নহে। সসাক্ষিক সত্ত্ববৃত্তিই অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ববৃত্তিই জ্ঞান-নামে অভিহিত হয়। তোমার প্রধান যখন অচেতন, জড়, তখন তাঁহার সাক্ষিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য সুতরাং প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিযুক্ততা অনুপপন্ন। যোগীরা যে সত্ত্ববৃত্তির দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহা অসম্ভব নহে। কেননা, তাঁহারা চেতন। চেতন বলিয়াই তাঁহাদের সত্ত্বোৎকর্ষনিমিত্তক সর্ব্বজ্ঞতা জন্মে সুতরাং তাঁহারা তোমার দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না। [অথ...যুক্তম্] লৌহ অগ্নিসংযোগে দাহক হয়, তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানকে চেতনসম্বন্ধনিমিত্তক ঈক্ষিতা ও সর্ব্বজ্ঞ বলা অপেক্ষা যাঁহার জন্য তাহার (প্রধানের) ঈক্ষিতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাঁহাকেই অর্থাৎ সেই সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্মকেই সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎকারণ

প্রধানস্য তদেব সর্বজ্ঞং মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি যুক্তম্। যৎপুনরুক্তং ব্রহ্মণোঽপি ন মুখ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপদ্যতে নিত্যজ্ঞানক্রিয়ত্বেন জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাসম্ভবাদিতি, অত্রোচ্যতে।—ইদং তাবদ্ভবান্ প্রষ্টব্যঃ—কথং নিত্যজ্ঞানক্রিয়ত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বহানিরিতি, যস্য হি সর্ব্ববিষয়াবভাসলক্ষণং জ্ঞানং নিত্যমস্তি সোঽসর্ব্বজ্ঞ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। অনিত্যত্বে হি জ্ঞানস্য কদাচিজ্জানাতি কদাচিন্ন জানাতীত্যসর্ব্বজ্ঞত্বমপি স্যাৎ। নাসৌ জ্ঞাননিত্যত্বে দোষোঽস্তি। জ্ঞাননিত্যত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশোনোপপদ্যত ইতি চেৎ, ন প্রততৌষ্ণ্যপ্রকাশেঽপি সবিতরি দহতি প্রকাশয়তীতি স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশদর্শনাৎ। ননু সবিতুর্দ্দাহ্যপ্রকাশ্য-

---

"যৎপুনরুক্তং ব্রহ্মণোঽপি"। চৈতন্যস্য শুদ্ধস্য নিত্যত্বেপ্যুপহিতং সদনিত্যং কার্য্যমাকাশমিব ঘটাবচ্ছিন্নমিত্যভিসন্ধায় পরিহরতি।—"ইদং তাবদ্ভবান্" ইতি। "প্রততৌষ্ণ্যপ্রকাশে সবিতরি" ইত্যেতদপি বিষয়াবচ্ছিন্নপ্রকাশঃ

বলা যুক্তিসিদ্ধ। [যৎ...দোষোঽস্তি] অন্য এক আপত্তি করিয়াছিলে যে, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য (কর্তৃত্ব) না থাকায় ব্রহ্মের মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা উপপন্ন হয় না, এ আপত্তির প্রত্যুত্তরার্থ আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাদৃশ নিত্যজ্ঞান কিরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতার হানি করিবে? যাহার সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান নিত্য—সে যে অসর্ব্বজ্ঞ—এ কথা বিপ্রতিষিদ্ধ, বিরুদ্ধ এবং বলিবার অযোগ্য। জ্ঞানের অনিত্যতাস্থলেই কখন কিছু জানিতে পারে, কখন কিছু জানিতে পারে না, এইরূপ হয়, কাযেই সে স্থলে সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ হইতে পারে কিন্তু নিত্যজ্ঞানস্থলে উক্ত দোষ হইতেই পারে না। [জ্ঞান...দর্শনাৎ] নিত্যজ্ঞান বলিয়া জ্ঞানক্রিয়াবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার উপপন্ন হয় না, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। সূর্য্য সততোষ্ণ ও সততপ্রকাশ, অথচ লোকে বলে, সূর্য্য দগ্ধ করিতেছেন, সূর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে সততপ্রকাশ সূর্য্যের প্রকাশক্রিয়াকর্তৃত্বের ন্যায় নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মেরও জ্ঞানক্রিয়াকর্তৃত্ব ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। [ননু...বৈষম্যম্] যদি বল, সূর্য্য প্রকাশ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ

সংযোগে সতি দহতি প্রকাশয়তীতি ব্যপদেশঃ স্যাৎ, ন তু ব্রহ্মণঃ প্রাগুৎপত্তের্জ্ঞানকর্ম্মসংযোগোঽস্তীতি বিষমো-দৃষ্টান্তঃ, ন, অসত্যপি কর্ম্মণি সবিতা প্রকাশত ইতি কর্তৃত্ব-ব্যপদেশদর্শনাৎ। এবমসত্যপি জ্ঞানকর্ম্মণি ব্রহ্মণস্তদৈক্ষ-তেতি কর্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তের্ন বৈষম্যম্। কর্ম্মাপেক্ষায়ান্তু ব্রহ্মণ ঈক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরামুপপন্নাঃ। কিং পুনস্তৎ কর্ম্ম

কার্য্যমিত্যেতদভিপ্রায়ম্। বৈষম্যং চোদয়তি।—"ননু সবিতু"রিতি। কিং বাস্তবং কর্ম্মাভাবমভিপ্রেত্য বৈষম্যমাহ ভবান্, উত তদ্বিবক্ষাভাবম্, তত্র যদি তদ্বিবক্ষাভাবং, তদা প্রকাশয়তীত্যনেন মা ভূৎ সাম্যং, প্রকাশত ইত্য-নেন ত্বস্তি। ন হ্যত্র কর্ম্ম বিবক্ষিতম্। অথ চ প্রকাশস্বভাবং প্রত্যস্তি স্বাতন্ত্র্যং সবিতুরিতি পরিহরতি।—"নাসত্যপি কর্ম্মণি" ইতি। অসত্যপীত্য-বিবক্ষিতেঽপীত্যর্থঃ। অথ বাস্তবং কর্ম্মাভাবমভিসন্ধায় বৈষম্যমুচ্যতে, তন্ন, অসিদ্ধত্বাৎ কর্ম্মাভাবস্য, বিবক্ষিতত্বাচ্চাত্র কর্ম্মণ ইতি পরিহরতি।—"কর্ম্মা-পেক্ষায়ান্তু" ইতি। যাসাং সতি কর্ম্মণ্যবিবক্ষিতে শ্রুতীনামুপপত্তিস্তাসাং

করেন, দাহের সহিত সংযুক্ত হইয়া দগ্ধ করেন, সুতরাং তিনি প্রকাশক ও দাহক বলিয়া ব্যপদিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম জ্ঞেয় পদার্থ) না থাকা হেতু সূর্য্য-দৃষ্টান্তটী সংগত হয় না, বিষম দৃষ্টান্ত হয়, অর্থাৎ সূর্য্য দৃষ্টান্তে নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মের জ্ঞানকর্তৃত্ব ব্যপদেশের সারত্ব সিদ্ধি হয় না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, যখন কর্ম্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে, (৩) তখন যেমন "সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন" এতদ্রূপ অকর্ম্মক-কর্তৃত্বের ব্যপদেশ (উল্লেখ বা ব্যবহার) হয়, তদ্রূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞেয়-বস্তু) না থাকিলেও "তৎ ঐক্ষত" তিনি ঈক্ষণ করিলেন,—এতদ্রূপ অকর্ম্মক কর্তৃত্বব্যপদেশ বিনা আপত্তিতে হইতে পারে। সুতরাং প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী বিষম নহে, সম-দৃষ্টান্তই হইয়াছে। [কর্ম্মা...ভবতীতি] যদিও কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় থাকা অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঈক্ষিতৃ

---

(৩) অবিবক্ষিত—বলিবার বা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা বর্জ্জিত। অর্থাৎ বক্তা যখন "প্রকাশ-য়তি" এতদ্রূপ কর্ম্মবাচ্যপ্রয়োগ না করিয়া "প্রকাশতে" এতদ্রূপ অকর্ম্মক প্রয়োগ করেন, তখন তাহার প্রকাশ্য বিষয় অবিবক্ষিত থাকে।

যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়োভবতীতি। তত্ত্বান্য-ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ। যৎপ্রসাদাদ্ধি যোগিনামপ্যতীতানাগতবিষয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানমিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ কিমু বক্তব্যং তস্য নিত্যসিদ্ধস্যেশ্বরস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিবিষয়ং নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি। যদপ্যুক্তং প্রাগুৎপত্তের্ব্রহ্মণঃ শরীরাদিসম্বন্ধ-মন্তরেণেক্ষিতৃত্বমনুপপন্নমিতি, ন তচ্চোদ্যমবতরতি। সবিতৃ-প্রকাশবৎ ব্রহ্মণোজ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষা-নুপপত্তেঃ। অপি চ, অবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্য-

---

সতি কর্ম্মণি বিবক্ষিতে সুতরামিত্যর্থঃ। "যৎপ্রসাদা"দিতি। যস্য ভগবত ঈশ্বরস্য প্রসাদত্তস্য নিত্যসিদ্ধস্যেশ্বরস্য নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি কিমু বক্তব্য-মিতি যোজনা। যথাহুর্যোগশাস্ত্রকারাঃ।—ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোপ্য-ন্তরায়াভাবশ্চ ইতি। তদ্ভাষ্যকারাশ্চ ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনু-গৃহ্লাতি জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনেতি। "সবিতৃপ্রকাশব"দিতি। বস্তুতোনিত্যস্য কারণানপেক্ষাং স্বরূপেণোক্ত্বা ব্যতিরেকমুখেনাপ্যাহ।—"অপি চাবিদ্যাদি-

---

শ্রুতির অসংগতি নাই অর্থাৎ কর্ম্মসদ্ভাব স্বীকার করিলেও ঈক্ষতি-শ্রুতি উপপন্ন হয়। সে কর্ম্ম কি? অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় হয় এমন বস্তু কি? এরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা প্রত্যুত্তর করিব, সে বস্তু অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত, অবিদ্যা বা মায়ানামক জগদ্বীজ। যাহার প্রসাদে যোগীরা অতীতানাগতবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তিনি থাকাতে যে সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতিসংহারবিষয়ক নিত্য-জ্ঞান থাকিবে তদ্বিষয়ে আর কথা কি? সংশয়ই বা কি? [যদপ্যুক্তং... তরতি] "উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মের শরীরাদিসম্বন্ধ থাকে না, তৎকারণে তৎ-কালে তাঁহার ঈক্ষিতৃত্ব থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে," এ আপত্তি বা এ পূর্ব্বপক্ষ স্থান প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ এ আপত্তি হইতেই পারে না। [সবিতৃ... শ্বরস্য] সততপ্রকাশ সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, তাহা নিত্য, সুতরাং সে জ্ঞানের উৎপত্তি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও নাই। অজ্ঞানী বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন সংসারী জীবেরই শরীরাদিনিমিত্তক জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া

পেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতস্যে-শ্বরস্য। মন্ত্রৌ চেমাবীশ্বরস্য শরীরাদ্যনপেক্ষতামনাবরণ-জ্ঞানতাঞ্চ দর্শয়তঃ।—ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ-সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাহস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ইতি, অপাণিপাদোজবনো-গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তমিতি চ॥ নন্বু, নাস্তি তব জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণবানীশ্বরাদন্যঃ সংসারী, নান্যো-ঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোস্তি বিজ্ঞাতেতি শ্রুতেঃ, তত্র কিমিদমুচ্যতে সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তির্নেশ্বর-

---

মত" ইত্যাদি। আদিগ্রহণেন কামকর্ম্মাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে। "ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধ-কারণরহিতস্য" ইতি। সংসারিণাং বস্তুতোনিত্যজ্ঞানত্বেপ্যবিদ্যাদয়ঃ প্রতি-বন্ধকারণানি সন্তি, ন ত্বীশ্বরস্যাবিদ্যারহিতস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণসম্ভব ইতি ভাবঃ। ন তস্য কার্য্যমাবরণাদ্যপগমো বিদ্যতেঽনাবৃতত্বাদিতি ভাবঃ। অপাণির্গ্রহীতা অপাদো জবনঃ বেগবান্ বিহরণবান্ জ্ঞানবলেন। ক্রিয়া-

থাকে, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক রহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহা বা সে নিয়ম নাই। [মন্ত্রৌ...দর্শয়তঃ] দুইটী বেদমন্ত্র ঈশ্বরের শরীরাদ্যনপেক্ষজ্ঞানতা ও অনাবরণত্ব বা অপ্রতিহতজ্ঞানতা দেখাইয়াছেন। যথা—[ন তস্য...মহান্ত-মিতি চ] "তাঁহার কার্য্যও নাই, কারণও নাই। (অর্থাৎ শরীর নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই। তাঁহার সমান নাই, অধিকও নাই। অর্থাৎ তিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় দ্বিতীয় রহিত। শ্রুতিতে তাঁহার বিবিধপ্রকার উৎকৃষ্ট শক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অভিহিত হইয়াছে।" "তাঁহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি বেগগামী ও গ্রাহক। তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দেখেন। তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শুনেন। তিনি বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু জানেন; কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা নাই। ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাকেই মহান্ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেন। [নন্বু...নেশ্বরস্যেতি] যদি বল, তোমাদের মতে "ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক্ দ্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা নাই" এই শ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরাতিরিক্ত জ্ঞানপ্রতিবন্ধক-হেতুযুক্ত সংসারী আত্মা নাই সুতরাং তোমরা কি প্রকারে বলিতে পার যে,

স্যেতি, অত্রোচ্যতে। সত্যং নেশ্বরাদন্যঃ সংসারী তথাপি দেহাদিসংঘাতোপাধিসম্বন্ধ ইষ্যত এব ঘটকরকগিরিগুহাদ্যুপাধিসম্বন্ধ ইব ব্যোম্নঃ, তৎকৃতশ্চ শব্দপ্রত্যয়ব্যবহারো-লোকস্য দৃষ্টোঘটচ্ছিদ্রং করকচ্ছিদ্রমিত্যাদিরাকাশাব্যতিরেকেঽপি তৎকৃতা চাকাশে ঘটাকাশাদিভেদমিথ্যাবুদ্ধি-র্দৃষ্টা, তথেহাপি দেহাদিসংঘাতোপাধিসম্বন্ধাবিবেককৃতেশ্বর-সংসারিভেদমিথ্যাবুদ্ধিঃ। দৃশ্যতে চাত্মন এব সতোদেহা-দিসংঘাতেঽনাত্মন্যাত্মত্বাভিনিবেশোমিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেণ পূর্ব্ব-পূর্ব্বেণ। সতি চৈবং সংসারিত্বে দেহাদ্যপেক্ষমীক্ষিতৃত্বমুপ-পন্নং সংসারিণঃ। যদপ্যুক্তং প্রধানস্যানেকাত্মকত্বাৎ মৃদাদিবৎ

প্রধানস্য ত্বচেতনস্য জ্ঞানবলাভাবাজ্জগতো ন ক্রিয়েত্যর্থঃ। অতিরোহিতার্থ-মন্যৎ। স্যাদেতৎ। অনাত্মনি ব্যোম্নি ঘটাদ্যুপাধিকৃতো ভবত্ববচ্ছেদবিভ্রমো ন ত্বাত্মনি স্বভাবসিদ্ধপ্রকাশে স ঘটত ইত্যত আহ।—"দৃশ্যতে চাত্মন এব সত" ইতি। "অভিনিবেশো" মিথ্যাভিমানঃ। "মিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেণ পূর্ব্বেণ"

সংসারী আত্মার জ্ঞানোৎপত্তি শরীরাদিসাপেক্ষ? ঈশ্বরের নহে? [অত্রো-চ্যতে] এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এইরূপ। [সত্যং...বুদ্ধিঃ] ঈশ্বরাতিরিক্ত পৃথক্ সংসারী নাই সত্য; না থাকিলেও তাঁহাতে দেহাদিরূপ উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকার করি। এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী আকাশে ঘট, শরাব, গিরি, গুহাদিরূপ উপাধির সম্বন্ধ যেরূপ, ব্রহ্মে দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধির সম্বন্ধও সেইরূপ। সেই উপাধি অনুসারেই লোকের ঘটছিদ্র ও করকছিদ্র প্রভৃতি শব্দের ও জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে দেখিতে পাইবে, ঐ সকল ছিদ্র আকাশ হইতে পৃথক্ নহে। আকাশে যেমন উপাধিকৃত ঘটাকাশ প্রভৃতি মিথ্যা ভেদবুদ্ধি হইতে দেখা যায়, সেইরূপ, দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা অবিবেক প্রযুক্তই ঈশ্বরত্ব ও সংসারিত্ব প্রভৃতি মিথ্যা ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে। [দৃশ্যতে...সংসারিণঃ] ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ভ্রমপূর্ব্বকই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংসারিত্বরূপ ভেদ যখন কথিতপ্রকারেই হয় বা হইয়াছে, অর্থাৎ দেহাদি-উপাধি-সম্বন্ধের দ্বারা হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার (জীবের) দেহাদিনিমিত্তক ঈক্ষিতৃত্ব উপপন্ন হইবে। [যদপ্যুক্তং...আদিনা] অন্য

কারণত্বোপপত্তির্নাসংহতস্য ব্রহ্মণ ইতি, তৎ প্রধানস্যাশব্দত্বেনৈব প্রত্যুক্তং, যথা তু তর্কেণাঽপি ব্রহ্মণ এব কারণত্বং নির্ব্বোঢুং শক্যতে ন প্রধানাদীনাং তথা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, ন বিলক্ষণত্বাদস্যেত্যেবমাদিনা ॥ ৫

অত্রাহ—যদুক্তং নাচেতনং জগৎকারণমীক্ষিতৃত্বশ্রবণাদিতি তদন্যথাপ্যুপপদ্যতে অচেতনেঽপি চেতনবদুপচারদর্শনাৎ। প্রত্যাসন্নপতনতাং কূলস্যালক্ষ্য কূলং পিপতিষতীত্যচেতনে-

---

ইতি। অনেনাঽনাদিতা দর্শিতা। মাত্রগ্রহণেন বিচারাসহত্বেন নির্ব্বচনীয়তা নিরস্তা। পরিশিষ্টং নিগদব্যাখ্যাতম্। *

এক কথা বলিয়াছিলে যে, প্রধান অনেকাত্মক বা সংহত (বহুর সমষ্টি), সুতরাং মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তে তাহারই জগৎকারণতা উপপন্ন হয়, কিন্তু এক অদ্বিতীয় অসহায় বলিয়া ব্রহ্মের জগৎকারণতা কোনও প্রকারে উপপন্ন হয় না,—এ কথার বা এ পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তর অশব্দত্ব প্রদর্শনের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছে। (৪) তর্কের দ্বারা বা যুক্তির দ্বারা যে-প্রকারে ব্রহ্মেরই জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়, প্রধানের হয় না, সে প্রকার ও সে তর্ক "ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

[অত্রাহ···ক্ষতেতি] পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে, ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতি আছে বলিয়াই যে অচেতনা প্রকৃতির জগৎকারণত্ব নিষেধ হইবে, তাহা হইবে না। কেন না, ঐ শ্রুতি অর্থাৎ জগৎকারণের ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতি অন্যরূপ অর্থে গ্রহণ করিলেই উপপন্ন হইতে পারে। বিবেচনা কর, সকলেই অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের ন্যায় উপচার বা চেতনপদার্থের সদৃশ ব্যবহার হইতে দেখিয়াছেন। যথা—পতনোন্মুখ নদীকূল দেখিলে লোকে বলে, "এই কূল পড়িবার ইচ্ছা করিতেছে।" এতদ্বিধ স্থলে যেমন অচেতন কূলে চেতনযোগ্য ব্যবহার ও শব্দ

---

* "নিগদস্তু জনৈর্বেদ্যো" ইতি কোষাৎ নিগদেন সর্ব্বজনবেদ্যত্বশব্দেন এব ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞাপিতার্থং স্পষ্টার্থমিতি যাবৎ।

(৪) অর্থাৎ বেদশব্দ যখন প্রধানকে জগৎকারণ বলেন না, যখন শব্দের স্বারস্যে প্রধানের জগৎকারণতা লব্ধ হয় না, তখন আর তাহাকে জগৎকারণ বলা যায় না।

ঽপি কূলে চেতনবদুপচারোদৃষ্টঃ। তদ্বদচেতনেঽপি প্রধানে প্রত্যাসন্নসর্গে চেতনবদুপচারোভবিষ্যতি তদৈক্ষতেতি। যথা লোকে কশ্চিচ্চেতনঃ স্নাত্বা ভুক্ত্বা চাপরাহ্নে গ্রামং রথেন গমিষ্যামীতি ঈক্ষিত্বা অনন্তরন্তথৈব নিয়মেন প্রবর্ত্ততে, তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ নিয়মেন প্রবর্ত্ততে, তস্মাচ্চেতনবদুপচর্য্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাদ্বিহায় মুখ্যমীক্ষিতৃত্বমৌপচারিকং কল্প্যতে, তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্তেতি চ, অচেতনয়োরপ্তেজসোশ্চেতনবদুপচারদর্শনাৎ। তস্মাৎ সৎকর্ত্তৃকমপীক্ষণমৌপচারিকমিতি গম্যতে উপচারপ্রায়ে বচনাৎ ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রমারভ্যতে,—

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥ *

প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, সৃষ্ট্যুন্মুখ প্রধানেও চেতনযোগ্য শব্দপ্রয়োগ (তিনি ঈক্ষণ করিলেন ইত্যাদিবিধ) হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। [যথা...বচনাৎ] যেমন কোন চেতন "স্নান ভোজন করিয়া অপরাহ্নে রথারোহণে গ্রামভ্রমণ করিব" এইরূপ ঈক্ষণ বা আলোচনা করিয়া অনন্তর সেই ঈক্ষণানুরূপ নিয়মেই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ, সৃষ্ট্যুন্মুখ প্রধানও মহদাদিক্রমনিয়মে পরিণত হয় সুতরাং সেই নিয়মপরিপাটী অনুসারেই তাঁহাতে চেতনধর্ম্মের উপচার হইয়াছে। মুখ্য ঈক্ষণ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক ঈক্ষণ কল্পনা করিবার হেতু এই যে, শ্রুতিতে ঐ ঈক্ষণশব্দ প্রায়ই উপচারক্রমে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা—"সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন।" "সেই আপ (জল) ঈক্ষণ করিলেন।" ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিতে অচেতন তেজ ও জল চেতনের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে বা হেতুতে শ্রুত্যুক্ত সৎকর্ত্তৃক ঈক্ষণ মুখ্য নহে, ঔপচারিক। অর্থাৎ সতের ঈক্ষণ তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণের তুল্য। [ইত্যেবং...রভ্যতে] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তন্নিরাকরণার্থ এই সূত্র বলা হইল।

* চেৎ যদ্যর্থে। যদুচ্যতে সৎ-শব্দবাচ্যমচেতনং প্রধানং, তস্মিন্ ইক্ষিতৃ-শব্দোগৌণ ইতি, তৎ ন সাধীয় ইতি শেষঃ। কুত? আত্মশব্দাৎ ঈক্ষিতরি আত্মশব্দশ্রবণাৎ। আত্মবিশেষণেনেক্ষিতুরচেতনত্ববারণাদিতি ভাবঃ।—অচেতন প্রধানই জগৎকারণ, তবে যে

যদুক্তং প্রধানমচেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং তস্মিন্নৌপচারিকী ঈক্ষতিরপ্তেজসোরিবেতি,তদসৎ,কস্মাৎ, আত্মশব্দাৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যুপক্রম্য, তদৈক্ষত তৎ তেজোঽসৃজতেতি চ, তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমুক্ত্বা,তদেব প্রকৃতং সদীক্ষিতৃ তানি চ তেজোঽবন্নানি দেবতাশব্দেন পরামৃশ্যাহ, সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রোদেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। তত্র যদি প্রধানমচেতনং

অপ্তেজসোরিবাঽচেতনে সতি গৌণীক্ষতিরিতি চেৎ, ন, আত্মশব্দাৎ সতশ্চেতনত্বনিশ্চয়াদিতি সূত্রার্থমাহ—"যদুক্তমিতি"। সা প্রকৃতা সচ্ছব্দবাচ্যা ইয়মীক্ষিত্রী দেবতা পরোক্ষা হন্ত ইদানীং ভূতসৃষ্ট্যনন্তরং ইমাঃ সৃষ্টাঃ তিস্রঃ

[যদুক্তং...শব্দাৎ] বাদিগণ যে বলিয়াছেন, অচেতন প্রধানই জগৎকারণবোধক সৎ-শব্দের বাচ্য এবং তাঁহাতে যে ঈক্ষণকর্তৃত্ব বিশেষণ আছে, তাহা গৌণ, মুখ্য নহে; তেজের ও জলের ঈক্ষণ যেমন গৌণ বা ঔপচারিক,—প্রধানের ঈক্ষণও তদ্রূপ গৌণ বা ঔপচারিক। (চেতন-পদার্থের ঈক্ষণই মুখ্য, তাহা অচেতনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে গৌণ বা ঔপচারিক হয়)। বাদিগণের এ উক্তি অসৎ অর্থাৎ ভাল নহে। কেন-না, সে স্থলে "সেই ঈক্ষণকারী সৎ বস্তু আত্মা" এরূপ অভিহিত আছে। [সদেব...করবাণীতি] শ্রুতি "হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! অগ্রে ইহা সন্মাত্র ছিল" এইরূপে কথারম্ভ করিয়া "সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং সেই সৎ তেজের সৃষ্টি করিলেন।" ইত্যাদিক্রমে তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতির-সৃষ্টি বলিয়া পরে সেই সৎকে ঈক্ষিতা ও সেই সৃষ্টতেজ প্রভৃতিকে দেবতা শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলিয়াছেন, "সেই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, আলোচনা করিলেন যে, আমরা তিনই দেবতা এবং এইরূপেই আমরা আপন স্বরূপে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।" [তত্র যদি...মর্হতি] বিবে-

---

তাঁহাতে ঈক্ষণকর্তৃত্বরূপ বিশেষণ আছে, তাহা গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক। উপচারক্রমেই "তিনি ঈক্ষণ করিলেন" ইত্যাদি প্রকার বলা হইয়াছে। এরূপ বলিবার উপায় নাই; কেন না, তাঁহাতে আত্মশব্দ বিশেষণ দেওয়া আছে। আত্মশব্দ থাকাতে অচেতন প্রধানের গৌণ ঈক্ষিতৃত্ব নিবারিত হইয়াছে। অচেতন পদার্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ হয় না এবং হইতে পারেও না।

গুণবৃত্ত্যেক্ষিতৃ কল্প্যেত তদেব প্রকৃতত্বাৎ সেয়ং দেবতেতি পরামৃশ্যেত, ন তদা দেবতাজীবমাত্মশব্দেনাভিদধ্যাৎ। জীবোহি নাম চেতনঃ শরীরাধ্যক্ষঃ প্রাণানাং ধারয়িতা তৎ-প্রসিদ্ধের্নির্ব্বচনাচ্চ। স কথমচেতনস্য প্রধানস্যাত্মা ভবেৎ ? আত্মা হি নাম স্বরূপং, নাচেতনস্য প্রধানস্য চেতনোজীবঃ স্বরূপং ভবিতুমর্হতি। অথ তু চেতনং ব্রহ্ম মুখ্যমীক্ষিতৃ পরিগৃহ্যতে তস্য জীববিষয় আত্মশব্দপ্রয়োগ উপপদ্যতে। তথা, স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স

তেজোঽবন্নরূপাঃ পরোক্ষত্বাদ্দেবতা ইতি দ্বিতীয়া বহুবচনং, অনেন পূর্ব্বকল্পানুভূতেন জীবেনাত্মনা স্বরূপেণ তা অনুপ্রবিশ্য তাসাং ভোগ্যত্বায় নাম চ রূপঞ্চ স্থূলং করিষ্যামি ইত্যেক্ষতেত্যন্বয়ঃ। লৌকিকপ্রসিদ্ধের্জীবপ্রাণধারণ ইতি ধাতোর্জীবতি প্রাণান্ ধারয়তীতি নির্ব্বচনাচ্চেত্যর্থঃ। "অথ ত্বিতি"— স্বপক্ষে তু বিম্বপ্রতিবিম্বয়োর্লোকে ভেদস্য কল্পিতত্বদর্শনাৎ জীবোব্রহ্মণঃ সত আত্মা ইতি যুক্তমিত্যর্থঃ। জীবস্য সচ্ছব্দার্থং প্রত্যাত্মশব্দাৎ সৎ ন প্রধানমিত্যুক্তং। সতোজীবং প্রত্যাত্মশব্দাৎ ন প্রধানমিতি বিধান্তরেণ হেতুং ব্যাচষ্টে "তথেতি।"— স যঃ সদাখ্য এষোঽণিমা পরমসূক্ষ্মঃ এতদাত্মকমিদং সর্ব্বং জগৎ

চনা করিয়া দেখ, অচেতন প্রধানকেই যদি উপচারক্রমে ঈক্ষিতা বলিয়া অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে সেই অচেতন প্রধান প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণ-প্রতিপাদ্য হওয়ায় তাঁহাকেই দেবতা বলিয়া গণ্য করা উচিত কিন্তু তাহা করিতে পারিবে না। অচেতন প্রধান গুণবৃত্তিক্রমে বা উপচারক্রমে ঈক্ষিতা বলিয়া অভিহিত হইলে কখনই তাহা দেবতা, জীব ও আত্মশব্দের দ্বারা বিশেষিত বা অভিহিত হইত না। জীব কি ? জীব চেতন, শরীরের অধ্যক্ষ এবং প্রাণসমূহের ধারয়িতা। জীব-শব্দ ঐরূপ অর্থেই প্রসিদ্ধ এবং উহার নির্ব্বচনও ঐরূপ। অতএব, প্রসিদ্ধি ও নামনির্ব্বচন অনুসারে জীব-শব্দের বাচ্য চেতন ; তদ্রূপ জীবকে কি প্রকারে অচেতন প্রধানের আত্মা বলিতে পার ? (অর্থাৎ পার না) আত্মা কি ? না স্বরূপ। লোকে ও শাস্ত্রে স্বরূপকেই আত্মা বলে। সুতরাং চেতন অচেতন-প্রধানের স্বরূপ এ কথা ব্যাহত এবং উহা সর্ব্বপ্রকারে অসঙ্গত। [অথ...বিশতি] আর যদি চেতন ব্রহ্মকে ঈক্ষিতৃরূপে পরিগ্রহ কর, তাহা হইলে মুখ্য ঈক্ষিতৃত্ব হইতে পারে এবং

আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো, ইত্যত্র স আত্মেতি প্রকৃতং সদণিমানমাত্মশব্দেনোপদিশ্য, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতোরাত্মত্বেনোপদিশতি। অপ্তেজসোস্তু বিষয়ত্বাৎ অচেতনত্বম্, নামরূপব্যাকরণাদৌ চ প্রযোজ্যত্বেনৈব নির্দ্দেশাৎ। ন চাত্মশব্দবৎ কিঞ্চিন্মুখ্যত্বে কারণমস্তীতি যুক্তং কূলবদ্গৌণত্বমীক্ষিতৃত্বস্য। তয়োরপি চ সদধিষ্ঠিতত্বাপেক্ষমেবেক্ষিতৃত্বম্। সতস্ত্বাত্মশব্দান্ন গৌণমীক্ষিতৃত্বমিত্যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

তৎ সদেব সত্যমেব বিকারস্য মিথ্যাত্বাৎ সংপদার্থঃ সর্ব্বস্যাত্মা হে শ্বেতকেতো! ত্বঞ্চ নাসি সংসারী কিন্তু তদেব সদবাধিতং সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্মাসীতি শ্রুত্যর্থঃ। "ইত্যাত্মত্বেনোপদিশতি।"—অতশ্চেতনাত্মকত্বাৎ সচ্চেতনমেবেতি বাক্যশেষঃ। যদুক্তমপ্তেজসোরিব সত ঈক্ষণং গৌণমিতি তত্রাহ "অপ্তেজসোস্ত্বিতি"। নামরূপয়োর্ব্ব্যাকরণং সৃষ্টিঃ। আদিপদান্নিয়মনম্। অপ্তেজসোর্দৃগ্বিষয়ত্বাৎ সৃজ্যত্বান্নিয়ম্যত্বাচ্চাচেতনত্বমীক্ষণস্য মুখ্যত্বে বাধকমস্তি সাধকঞ্চ নাস্তীতি হেতোর্যুক্তমীক্ষণস্য গৌণত্বমিতি যোজনা। চেতনবৎ কার্য্যকারিত্বং গুণঃ। তেজ ঐক্ষত চেতনবৎ কার্য্যকারীত্যর্থঃ। যদ্বা তেজঃপদেন তদধিষ্ঠানং সৎ লক্ষ্যতে। তথাচ মুখ্যমীক্ষণমিত্যাহ—"তয়োরি"তি। স্যাদেতৎ, যদি সত ঈক্ষণং মুখ্যং স্যাৎ তদেব কুত ইত্যত আহ—"সতস্ত্বিতি"। গৌণমুখ্যয়োরতুল্যয়োঃ সংশয়াভাবেন গৌণপ্রায়পাঠস্যানিশ্চায়ক-

---

জীববিষয়ক আত্মশব্দও উপপন্ন হইতে পারে। শ্রুতি শ্বেতকেতুকে "সেই সৎ এই, এ সমস্তই তদাত্মক, হে শ্বেতকেতো! সেই সত্য বা সৎস্বরূপ আত্মা তুমি।" এবং-ক্রমে প্রকরণপ্রতিপাদ্য সূক্ষ্ম বা দুর্জ্ঞেয় জগৎকারণ সৎকে আত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। [অপ্...মিত্যুক্তম্] জল ও তেজঃ, এ দুটী বিষয় (জড়বস্তু); সুতরাং তদুভয়ের ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ। মুখ্য ঈক্ষিতৃত্বের কিছুমাত্র কারণ না থাকায় উহাদের ঈক্ষিতৃত্ব ও অন্যান্য চেতনযোগ্য বর্ণনা সমস্তই "নদীকূল পড়িবার ইচ্ছা করিতেছে" ইত্যাদিবিধ উক্তির ন্যায় গৌণ, মুখ্য নহে। উহাদের ঈক্ষিত্বপ্রয়োগ সদধিষ্ঠান অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠাননিমিত্তক গৌণ, কিন্তু আত্মবিশেষণে বিশেষিত সতের (ব্রহ্মের) ঈক্ষিত্ব গৌণ নহে, মুখ্য, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অথোচ্যেত অচেতনেঽপি প্রধানে ভবত্যাত্মশব্দ আত্মনঃ সর্ব্বার্থকারিত্বাৎ যথা রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে ভবত্যাত্মশব্দোমমাত্মা ভদ্রসেন ইতি। প্রধানং হি পুরুষস্যাত্মনোভোগাপবর্গৌ কুর্ব্বদুপকরোতি রাজ্ঞ ইব ভৃত্যঃ সন্ধিবিগ্রহাদিষু বর্ত্তমানঃ। অথবৈক এবাত্মশব্দশ্চেতনাচেতনবিষয়োভবিষ্যতি ভূতাত্মেন্দ্রিয়াত্মেতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ। যথৈক এব জ্যোতিঃশব্দঃ ক্রতুজ্বলনবিষয়ঃ। তত্র কুত এতৎ আত্মশব্দাদীক্ষতেরগৌণত্বমিত্যত উত্তরং পঠতি,—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥ *

ত্বাৎ আত্মশব্দাচ্চ সত ঈক্ষণং মুখ্যমিত্যর্থঃ। আত্মহিতকারিত্বগুণযোগাদাত্মশব্দোঽপি প্রধানে গৌণ ইতি শঙ্কতে—"অথ" ইত্যাদিনা। আত্মশব্দঃ প্রধানেঽপি মুখ্যোনানার্থকত্বাদিত্যাহ "অথচে"তি। নানার্থকত্বে দৃষ্টান্তঃ "যথে"তি। [ইতি রত্নপ্রভা টীকা]

ইতি শঙ্কোত্তরত্বেন বা স্বাতন্ত্র্যেণ বা প্রধাননিরাকরণার্থং সূত্রম্। শঙ্কা চ ভাষ্যে উক্তা।

[অথো...পঠতি] যদি বল, অচেতন প্রধানেও (প্রকৃতিতেও) আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন রাজার সর্ব্বার্থকারী ভৃত্যের প্রতি আত্মশব্দ প্রয়োগ হয় "অমুক আমার আত্মা", সেইরূপ, আত্মার সর্ব্বার্থকারিণী প্রকৃতির প্রতিও আত্মশব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, "জগৎকারণ সৎ আত্মা।" ভৃত্য যেমন সন্ধিবিগ্রহাদিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাজার উপকার করে, তদ্রূপ, প্রধানও আত্মার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ বিতরণ করতঃ উপকার করিয়া থাকে। অথবা আত্মশব্দটী চেতন অচেতন উভয় সাধারণ, উভয় অর্থেই আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন, ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদি। অপিচ, জ্যোতিঃশব্দ যেমন যজ্ঞ ও অগ্নি এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়, আত্মশব্দও তদ্রূপ চেতন অচেতন উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব, আত্মশব্দের দ্বারা কিরূপে ঈক্ষণের মুখ্যতা স্থির হইতে পারে? গৌণঈক্ষণ না হয় কেন? ভগবান্ ব্যাস এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছেন।

* আত্মশব্দোঽপি প্রধানে গৌণো ভবিতুমর্হতীত্যাশঙ্ক্য তত্র পূর্ব্বসূত্রস্থনঞমাকৃষ্য যোজ্যম্।

ন প্রধানমচেতনমাত্মশব্দালম্বনং ভবিতুমর্হতি, স আত্মেতি প্রকৃতং সদণিমানমাদায় তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতোর্মোক্ষয়িতব্যস্য তন্নিষ্ঠামুপদিশ্য, আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি মোক্ষোপদেশাৎ। যদি হ্যচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং তদসীতি গ্রাহয়েৎ মুমুক্ষুং চেতনং সন্তমচেতনোঽসীতি তদা বিপরীতবাদি শাস্ত্রং পুরুষস্যানর্থায়েত্যপ্রমাণং স্যাৎ। ন তু বিদোষং শাস্ত্রমপ্রমাণং কল্পয়িতুং যুক্তম্। যদি চাজ্ঞস্য সতোমুমুক্ষোরচেতনমনাত্মানমাত্মে-

স্যাদেতৎ। ব্রহ্মৈব জ্ঞীপ্সিতং, তচ্চ ন প্রথমং সূক্ষ্মতয়া শক্যং শ্বেতকেতুং

[ন...যুক্তম্] অর্থাৎ অচেতন প্রধান (জড়স্বভাব প্রকৃতি) আত্মশব্দের অবলম্বন হইবার অযোগ্য। তাহার হেতু এই যে, শ্রুতি "তাহাই আত্মা" এতদ্রূপে প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরম সূক্ষ্ম (অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়) সৎ-পদার্থের উপদেশ করিয়া, পরে, "হে শ্বেতকেতো ! সেই আত্মা তুমি" এইরূপে মোক্ষয়িতব্য চেতন শ্বেতকেতুর আত্মনিষ্ঠতা উপদেশ পূর্ব্বক কহিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষই এই তত্ত্ব জানিতে পারে এবং তাহার সেই কাল পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে-পর্য্যন্ত না তাহার দেহপাত হয়। দেহপাত হইলেই সে সৎসম্পন্ন অর্থাৎ বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।" এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, অচেতন প্রধান যদি সৎশব্দের বাচ্য হয়, আর মুমুক্ষু চেতনকে যদি "তুমি সেই অচেতন" এই বলিয়া গ্রহণ করান হয়, তাহা হইলে চেতনকে অচেতন বলিয়া গ্রহণ করান হেতু শাস্ত্রের শাস্ত্রতা থাকে না, এবং তাহা বিপরীতবাদী হওয়ায় অপ্রমাণ ও অনর্থের হেতু হইয়া উঠে। হিতশাসক নির্দোষ শাস্ত্রকে সদোষ ও অপ্রমাণ বলা সর্ব্বথা অযুক্ত। [যদি...ঋচ্ছেৎ] প্রমাণভূত শাস্ত্র যদি অজ্ঞান অথচ মুমুক্ষু এরূপ চেতনকে "তোমার আত্মা বা তুমি অচেতন" এইরূপ উপদেশ করেন, তাহা হইলে সে অবশ্যই তাহা বিশ্বাস

আত্মশব্দোঽচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতীত্যুন্নেয়ম্। কুতঃ? তন্নিষ্ঠস্য আত্মনিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।—আত্মনিষ্ঠ বা আত্মজ্ঞ পুরুষের মোক্ষ হইবার উপদেশ থাকায় অচেতন প্রকৃতিতে আত্মশব্দ প্রয়োগ অসম্ভব। ভাষ্যানুবাদে এ কথা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভ্যপদিশেৎপ্রমাণভূতং শাস্ত্রম্, স শ্রদ্দধানতয়াঽন্ধগোলাঙ্গুল-ন্যায়েন তদাত্মদৃষ্টিং ন পরিত্যজেৎ, তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চাত্মানং ন প্রতিপদ্যেত। তথা সতি পুরুষার্থাদ্বিহন্যেতানর্থঞ্চ ঋচ্ছেৎ। তস্মাদ্ যথা স্বর্গাদ্যর্থিনোঽগ্নিহোত্রাদিসাধনং যথাভূতমুপ-দিশতি তথা মুমুক্ষোরপি স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি যথাভূতমেবাত্মানমুপদিশতীতি যুক্তম্। এবঞ্চ সতি তপ্তপরশুগ্রহণমোক্ষদৃষ্টান্তেন সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষোপদেশ

গ্রাহয়িতুমিতি তৎসম্বন্ধং প্রধানমেব স্থূলতয়াত্মত্বেন গ্রাহ্যতে শ্বেতকেতু-

করিবেক, অন্ধগোলাঙ্গুল দৃষ্টান্তে (১) অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিবেক, তাহা আর ত্যাগ করিবেক না, অথচ তদ্ব্যতীত আত্মা জানিতে পারিবেক না; সুতরাং সে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট ও অনর্থগতিপ্রাপ্ত ও নষ্ট হইবে। [তস্মাৎ...যুক্তম্] অতএব, শাস্ত্র যেমন স্বর্গার্থী পুরুষের প্রতি স্বর্গসাধক যথার্থ অগ্নিহোত্রাদি যাগ উপদেশ করেন, সেইরূপ, মুমুক্ষু পুরুষের প্রতিও যথাস্বরূপ আত্মার উপদেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ বলাই উপযুক্ত। [এবঞ্চ...পদ্যেত] এরূপ হইলেই তপ্তপরশু গ্রহণ দৃষ্টান্তে (২) সত্যনিশ্চয়

---

(১) অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায় যথা;—কোন এক কুটিলমতি একদা এক অরণ্যে এক অসহায় অন্ধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্য তুমি এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ দুর্গমবনে কষ্টভোগ করিতেছ? শুনিয়া সে হৃষ্টচিত্তে বিপদুদ্ধার প্রত্যাশায় প্রত্যুত্তর করিল, আমি অন্ধ, দৈব-বিড়ম্বনায় এই দুর্গম বনে বন্ধুহীন ও পতিত আছি, ইহাতে আমার নিতান্ত কষ্ট হইতেছে, ইচ্ছা এই যে, কোনও প্রকারে নগর পথ প্রাপ্ত হইয়া তদবলম্বনে বন্ধুজনসমাকীর্ণ নগরে গিয়া সুখী হইব কিন্তু অনেককাল অতিবাহিত করিয়াও আমি সে পথ লাভ করিতে পারি নাই। ভাগ্যক্রমে আজ আপনাকে পাইলাম, সুখী হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে নগর প্রাপ্তির উপায় বলুন। অনন্তর সেই দুষ্ট পুরুষ নিকটে এক বন্য বৃষ বিচরণ করিতে দেখিয়া কষ্টসৃষ্টে তাহার লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক অন্ধের হস্তে দিয়া বলিল, তুমি খুব্ সাবধানে ইহা ধরিয়া থাক, এ তোমাকে নগরে লইয়া যাইবে। সাবধান—যেন ছাড়িয়া দিও না। অনন্তর সেই গবয় (বন গোরু) বেদনাপ্রাপ্ত ও মনুষ্যস্পর্শে ভীত হইয়া সবেগে পলায়ন আরম্ভ করিল, নগরপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় অন্ধ তাহার লাঙ্গুল ছাড়িল না, তাহাতে সে প্রচুর দুঃখভোগ করিয়া অবশেষে মৃতকল্প ও মোহপ্রাপ্ত হইল।

(২) পূর্ব্বকালে অগ্নিপরীক্ষা ছিল। অপরাধী বলিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে ও অন্য প্রমাণ না থাকিলে রাজা তাহার হস্তে দগ্ধলোহ অর্পণ করিতেন। সে সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিত; মিথ্যুক হইলে মরিয়া যাইত, সত্য হইলে মরিত না।

উপপদ্যতে। অন্যথা হ্যমুখ্যে সদাত্মতত্ত্বোপদেশেঽহমুক্থমস্মীতি বিদ্যাদিতিবৎ সম্পন্মাত্রমিদমনিত্যফলং স্যাৎ, তত্র মোক্ষোপদেশোনোপপদ্যেত। তস্মান্ন সদণিমন্যাত্মশব্দস্য গৌণত্বম্। ভৃত্যে তু স্বামিভৃত্যভেদস্য প্রত্যক্ষত্বাদুপপন্ন আত্মশব্দোমমাত্মা ভদ্রসেন ইতি। অপি চ ক্বচিৎ গৌণঃশব্দোদৃষ্ট ইতি নৈতাবতা শব্দপ্রমাণকেঽর্থে গৌণী কল্পনা ন্যায্যা স্যাৎ। সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গাৎ।

যত্তূক্তং চেতনাচেতনয়োঃ সাধারণ আত্মশব্দঃ ক্রতুজ্জ্বলনয়োরিব জ্যোতিঃশব্দ ইতি, তন্ন, অনেকার্থত্বস্যান্যায্যত্বাৎ।

রুন্ধতীমিবাতীব সূক্ষ্মাং দর্শয়িতুং তৎসন্নিহিতাং স্থূলতারকাং দর্শয়তীয়মসাবরুন্ধতীতি। অস্যাং শঙ্কায়ামুত্তরম্।—

ও মোক্ষোপদেশ উপপন্ন হইতে পারে। অন্যথা, অমুখ্যে মুখ্যাত্মার উপদেশ হওয়াতে তাহা "আমি উক্থ" এতদ্রূপ (৩) বিজ্ঞানের ন্যায় অধ্যস্ত ও অনিত্যফল হয়, তত্ত্বজ্ঞান ও নিত্যফল (মোক্ষ) হয় না। সুতরাং মোক্ষোপদেশ অসঙ্গত হয়। [তস্মাৎ...প্রসঙ্গাৎ] এই সকল কারণে, সেই পরম সূক্ষ্ম বা নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় সদ্বস্তুতে আত্মশব্দের প্রয়োগ গৌণ নহে। ভৃত্যে আত্মশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু স্বামীর ও ভৃত্যের ভিন্নতা বা পার্থক্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তৎকারণে ভৃত্যের প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ গৌণ ভিন্ন মুখ্য হয় না। যদিও কোথাও লোকব্যবহারে গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাই বলিয়া সর্ব্বত্রই শব্দপ্রমাণক অর্থে গৌণ কল্পনা করা সঙ্গত বা ন্যায্য নহে। সর্ব্বত্রই গৌণ কল্পনা করিতে গেলে কোথাও ও কোনও অর্থে আস্থা থাকিতে পারে না। [যত্তূক্তং... ন্যায্যত্বাৎ] বলিয়াছ যে, জ্যোতিঃ শব্দ যেমন ক্রতু ও জ্বলন (অগ্নি) উভয়বাচক, আত্মশব্দও তেমনি চেতন অচেতন উভয় বোধক। সে কথা সঙ্গত নহে। কেন-না, এক শব্দের একদা বহু অর্থ ন্যায্য নহে।

---

(৩) উক্থ্য অর্থাৎ প্রাণ। আমিই প্রাণ, এতদ্রূপে উপাসনা করিবার বিধান আছে। এই উপাসনা সম্পৎ-উপাসনা-নামে প্রসিদ্ধ। সম্পৎ উপাসনার লক্ষণ ও ফল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আরও বলা হইবে।

তস্মাচ্চেতনবিষয়এব মুখ্য আত্মশব্দশ্চেতনত্বোপচারাদ্ভূতাদিষু প্রযুজ্যতে ভূতাত্মেন্দ্রিয়াত্মেতি চ। সাধারণত্বেঽপ্যাত্মশব্দস্য ন প্রকরণমুপপদং বা কিঞ্চিন্নিশ্চায়কমন্তরেণাঽন্যতরবৃত্তিতা নির্ধারয়িতুং শক্যতে। ন চাত্রাঽচেতনস্য নিশ্চায়কং কিঞ্চিৎ কারণমস্তি। প্রকৃতস্তু সদীক্ষিতৃ সন্নিহিতশ্চ চেতনঃ শ্বেতকেতুঃ। ন হি চেতনস্য শ্বেতকেতোরচেতন আত্মা সম্ভবতীত্যবোচাম। তস্মাচ্চেতনবিষয় ইহ আত্মশব্দ ইতি নিশ্চীয়তে। জ্যোতিঃশব্দোঽপি লৌকিকেন প্রয়োগেণ জ্বলন এব রূঢ়ঃ, অর্থবাদপ্রকল্পিতেন তু জ্বলনসাম্যেন ক্রতৌ প্রবৃত্ত ইত্যদৃষ্টান্তঃ। অথবা পূর্ব্বসূত্র এবাত্মশব্দং নিরস্তসমস্তগৌণত্বসাধারণত্বাশঙ্কতয়া ব্যাখ্যায় ততঃ স্বতন্ত্র এব প্রধানকারণ-

---

[তস্মাৎ...য়াত্মেতি চ] অতএব চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের মুখ্য প্রয়োগ, আর চেতনাধিষ্ঠান প্রযুক্ত ভূতে ও ইন্দ্রিয়ে তাহার গৌণ প্রয়োগ। [সাধারণ...বোচাম] যদিও আত্মশব্দ সাধারণপর বল, উভয়ার্থক বল, তথাপি তাহার প্রকরণ বা উপপদ, কোন একটা নিশ্চায়ক ব্যতীত একতর বৃত্তিতা (নির্দ্দিষ্ট অর্থ বোধকতা) অবধারণ করিতে পার না। প্রস্তাবিত স্থলে আত্মশব্দের অচেতন বাচিতার বোধক বা নিশ্চায়ক প্রমাণ নাই। কিন্তু চেতন শ্বেতকেতু নিকটে থাকায় প্রস্তাবিত সতের চেতনতানিশ্চয় আছে। সতের চেতনতা নিশ্চয় থাকায় তদ্বিশেষণীভূত আত্মশব্দও চেতনপর, ইহা অবাধে নিশ্চয় হয়। চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বা স্বরূপ অচেতন, ইহা কখনই সম্ভব হয় না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। [তস্মাৎ...নিশ্চীয়তে] অতএব, কথিতস্থলে চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের প্রয়োগ, ইহা সহজেই নিশ্চয় করা যায়। [জ্যোতিঃ...দৃষ্টান্তঃ] জ্যোতিঃশব্দ লৌকিকপ্রয়োগে অগ্নিতে নিরূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ। তবে আর্থবাদিক কল্পনার দ্বারা অগ্নিসাদৃশ্য অনুসারে জ্যোতিঃশব্দ কচিৎ যাগাদিতেও প্রযুক্ত হয়। এ নিমিত্ত উহা (জ্যোতিঃশব্দ) দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। [অথবা...বাচ্যম্] কিংবা, পূর্ব্বসূত্রের দ্বারাই আত্মশব্দের গৌণত্ব শঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে এ সূত্রে পৃথক্ রূপে প্রকৃতিকারণবাদ নিরাকৃত হইল। প্রকৃতিকারণ নিরা-

নিরাকরণে হেতুর্ব্ব্যাখ্যেয়ঃ তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাদিতি। তস্মান্নাঽচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্ ॥ ৭ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্ ?

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥ *

যদ্যনাত্মৈব প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং স আত্মা তৎ ত্বমসীতি ইহোপদিষ্টং স্যাৎ স তদুপদেশশ্রবণাদনাত্মজ্ঞতয়া তন্নিষ্ঠো-মাভূদিতি মুখ্যমাত্মানমুপদিদিক্ষুস্তস্য হেয়ত্বং ব্রূয়াৎ যথা-

---

হেয়ত্বাবচনাচ্চ। চকারোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থস্তচ্চানুক্তং ভাষ্য উক্তম্।

অপিচ, জগৎকারণং প্রকৃত্য স্বপিতীত্যস্য নিরুক্তং কুর্বতী শ্রুতিশ্চেতন-মেব জগৎকারণং ব্রূতে। যদি স্বশব্দ আত্মবচনস্তথাপি চেতনস্য পুরুষস্যা-

---

কারণপক্ষেও "তন্নিষ্ঠস্ত মোক্ষোপদেশাৎ" এই হেতুসূত্র ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অতএব প্রধান বা প্রকৃতি কোনও প্রকারে প্রস্তাবিত শ্রুতিস্থ (সৃষ্টি বোধক শ্রুতিস্থ) সৎ-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। প্রধান যে সৎ-শব্দের বাচ্য নহে, তৎপ্রতি আরও হেতু আছে। যথা—

[যদ্যনা...দৃশ্যতে] অনাত্মা প্রধান যদি শ্রুতিস্থ সৎ-শব্দের গৌণ অর্থ হইত এবং প্রধানকেই যদি "তৎ ত্বং অসি—তাহাই তুমি", এই বাক্যের দ্বারা চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইত, তাহা হইলে শ্বেতকেতু সেই উপদেশ শ্রবণে অনাত্মজ্ঞ থাকিতেন। অপিচ, শ্রুতি অবশ্যই তাহাকে মুখ্য আত্মা বলিবার নিমিত্ত প্রথমোপদিষ্ট গৌণ আত্মার ত্যাজ্যতা বলিতেন। যেমন অরুন্ধতী দেখাইবার ইচ্ছায় অরুন্ধতী তারার নিকটস্থ স্থূল নক্ষত্রকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইয়া, পশ্চাৎ তাহা অরুন্ধতী নহে বলিয়া প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক প্রকৃত অরুন্ধতীকে দেখান হইয়া থাকে, (১)

---

* হেয়ত্বস্য ত্যাজ্যতায়া অবচনাৎ অনভিধানাৎ চ অপি প্রধানং ন সৎ-শব্দবাচ্যম্। ইত্যক্ষরার্থঃ।—ত্যাগোপদেশ না থাকাতে প্রধান সৎশব্দবাচ্য নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

(১) পাণিগ্রহণ সংস্কার সমাপ্ত হইলে পতি নবোঢ়া পত্নীকে অরুন্ধতী-তারা দেখাইবেন, এইরূপ বিধান ও শাস্ত্রীয় সদাচার অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অরুন্ধতী অতি দুর্লক্ষ্য তারা, সহজে দেখা যায় না, এবং তাহা সপ্তর্ষিমণ্ডলের (সাত ভেয়ে তারার) এক প্রান্তে থাকে। নববধূ সে তারা চেনে না, দেখ বলিলে দেখিতে পাইবে না, কাযেই তন্নিকটস্থ অন্য এক জ্বলন্ত তারা দেখাইয়া, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করান হয়, পশ্চাৎ প্রকৃত অরুন্ধতী দেখান

ঽরুন্ধতীং দিদর্শয়িষুঃ তৎসমীপস্থাং স্থূলাস্তারামমুখ্যাং প্রথম-মরুন্ধতীতি গ্রাহয়িত্বা তাং প্রত্যাখ্যায় পশ্চাদরুন্ধতীমেব গ্রাহয়তি তদ্বন্নায়মাত্মেতি ব্রূয়াৎ ন চৈবমবোচৎ। সন্মাত্রা-বগতিনিষ্ঠৈব হি ষষ্ঠপ্রপাঠকপরিসমাপ্তির্দৃশ্যতে। চ-শব্দঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধাভ্যুচ্চয়প্রদর্শনার্থঃ। সত্যপি হেয়ত্ববচনে প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রসজ্যেত। কারণবিজ্ঞানাদ্ধি সর্ব্বং বিজ্ঞাত-মিতি প্রতিজ্ঞাতং, উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব

ঽচেতনপ্রধানত্বানুপপত্তিঃ। অথাত্মীয়বচনস্তথাপ্যচেতনে পুরুষার্থতয়াত্মী-য়েঽপি চেতনস্য প্রণয়ানুপপত্তিঃ। ন হি মৃদাত্মা ঘট আত্মীয়েঽপি পাথসি

শ্রুতি সেরূপ পথবর্ত্তিনী না হওয়ায় গৌণ আত্মার উপদেশ করেন নাই, একবারেই মুখ্য আত্মার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় হয়। সেরূপ উপদেশ করিলে অবশ্যই গৌণ উপদেশের প্রত্যাখ্যান করিয়া দ্বিতীয়বার মুখ্য উপদেশ করিতেন। যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠক প্রারম্ভা-বধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্তই সৎস্বরূপ মুখ্য আত্মায় পর্য্যবসিত দেখা যায়, তখন আর দ্বিতীয় উপদেশ আছে, এরূপ কথা বলিতে পারিবে না। [চ-শব্দঃ...শ্রবণাৎ] সূত্রস্থ চ-শব্দ প্রতিজ্ঞাবিরোধরূপ হেত্বন্তরের উন্নায়ক। অর্থাৎ, ত্যাজ্যতাবচন থাকিলে প্রতিজ্ঞাবিরোধ দোষ হইতে পারে সুতরাং ত্যাজ্যতাবচন নাই ইহা চ-শব্দের দ্বারা জানান হইয়াছে। বস্তুতঃ ত্যাজ্যতাবচন না থাকায় ঐ উপদেশ মুখ্য, গৌণ নহে। শ্রুতি প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, কারণ জ্ঞান হইতেই সমুদয় কার্য্য বস্তুর জ্ঞান হয়। যথা—শ্বেতকেতু গুরুকুলবাস সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাগত হইলে পিতা তাহাকে

সুসাধ্য হয়। এই ব্যবহার হইতে অরুন্ধতী প্রদর্শন ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই অনুরূপ শাখাচন্দ্র ন্যায়। শাখাচন্দ্র ন্যায়ের উদাহরণ এইরূপ। বালক চন্দ্র চেনে না। কিন্তু উপ-দেষ্টা তাহাকে কৌশলে চাঁদ দেখান। তিনি বলেন, ঐ দেখ, গাছের ডালে চাঁদ। বালকের দৃষ্টি তদনুসারে বৃক্ষশাখায় স্থির হয়। পরে সে চাঁদ দেখে। ক্রমে সে চাঁদ কোথায় ও কি তাহাও জানিতে পারে।

সত্যম্, এবং সৌম্য স আদেশোভবতীতি বাক্যোপক্রমে শ্রবণাৎ। ন চ সচ্ছব্দবাচ্যে প্রধানে ভোগ্যবর্গকারণে হেয়ত্বেনাহেয়ত্বেন বা বিজ্ঞাতে ভোক্তৃবর্গোবিজ্ঞাতোভবতি অপ্রধানবিকারত্বাদ্ভোক্তৃবর্গস্য। তস্মান্ন প্রধানং সচ্ছব্দ-বাচ্যম্ ॥ ৮ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং,

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥ *

প্রলীয়তে, অপি স্বাত্মভূতায়াং মৃদ্যেব। ন চ রজতমনাত্মভূতে শুক্তিনি প্রলীয়তে, কিং ত্বাত্মভূতায়াং শুক্তাবেবেত্যাহ।—

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কি গুরুকে সেই বস্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যে বস্তু শুনিলে সমস্ত শুনা হয়, যাহা জানিলে সমস্ত জানা হয়, মনন করিলে সমস্ত মনন করা হয়?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "ভগবন্! কি প্রকারে সে আদেশ সম্ভবে?" পিতা প্রত্যুত্তর করিলেন, "সৌম্য! যেমন এক মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃন্ময় জানা হয়, সেইরূপ। বিকার সকল বাক্যারভ্য অর্থাৎ বাক্যবোধ্য নাম মাত্র; সুতরাং মিথ্যা, মৃত্তিকাই তাহার সত্য। হে সৌম্য! চন্দ্রবৎপ্রিয়দর্শন! সে আদেশ অর্থাৎ সে বস্তু তদ্রূপ।" (২) [ন চ... বাচ্যম্] হেয়রূপেই হউক, আর অহেয়রূপেই হউক, ভোগ্য সমূহের কারণীভূত প্রধানের জ্ঞান হইলে যে ভোক্তৃসমূহের জ্ঞান হয়, ভোক্তা জানা হয়, তাহা হয় না। কেননা, ভোক্তৃসমূহ (ভোগকর্ত্তা জীবসংঘ) প্রধানের বিকার বা কার্য্য নহে। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য নহে। অপিচ, অন্য হেতু থাকাতেও প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য নহে, জগৎকারণও নহে। যথা—

(২) শ্রুতি এবংক্রমে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্ব-বিজ্ঞান হয় বলিয়াছেন। এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায়, যদি কারণমাত্রের সত্যতা ও কার্য্যের অসত্যতা থাকে। শ্রুতি বিকারের অর্থাৎ কার্য্যের মিথ্যাত্ব নির্ণয় করিয়া কারণমাত্রের সত্যতা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বলিতে হয়, যাহা জগৎকারণ তাহাই সত্য ও নির্ব্বিকার। তোমার প্রধান নির্ব্বিকার নহে, সবিকার এবং সবিকার বলিয়া শ্রুতির মতে তাহা মিথ্যা বা তুচ্ছ। কাযেই বলিতে হইতেছে, প্রধান বা প্রকৃতি শ্রুত্যুক্ত সৎশব্দের বাচ্য নহে; সুতরাং জগৎকারণও নহে।

* স্বস্মিন্ অপ্যয়ঃ লয়ঃ তস্মাৎ। সুষুপ্তিকালে জীবস্য স্বস্মিন্ স্বরূপে আত্মনি লয়শ্রবণাৎ

তদেব সচ্ছব্দবাচ্যং কারণং প্রকৃত্য শ্রূয়তে, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নোভবতি স্বমপীতোভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতোভবতীতি। এষা শ্রুতিঃ স্বপিতীত্যেতৎ পুরুষস্য লোকপ্রসিদ্ধং নাম নির্ব্বক্তি। স্বশব্দেনেহাত্মোচ্যতে। যঃ প্রকৃতঃ সচ্ছব্দবাচ্যস্তমপীতোভবতি অপিগতোভবতীত্যর্থঃ। অপিপূর্ব্বস্যেতের্লয়ার্থত্বং প্রসিদ্ধং, প্রভবাপ্যয়াবিত্যুৎপত্তিপ্রলয়য়োঃ প্রয়োগদর্শনাৎ। মনঃপ্রচারোপাধিবিশেষসম্বন্ধাদিন্দ্রিয়ার্থান্

সুষুপ্তৌ জীবস্য সদাত্মনি স্বস্মিন্ অপ্যয়শ্রবণাৎ সচ্চেতনমেবিতি সূত্রযোজনা। এতৎ স্বপনং যথাস্যাৎ তথা যত্র সুষুপ্তৌ স্বপিতীতি নাম ভবতি তদা পুরুষঃ সতা সম্পন্ন একীভবতি। সদৈক্যেঽপি নামপ্রবৃত্তিঃ কথং তত্রাহ—"স্ব"মিতি। তত্র লোকপ্রসিদ্ধিমাহ—"তস্মা"দিতি। হি যস্মাৎ সদাত্মানং অপীতোভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ। শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ—"এষা" ইত্যাদিনা। ইতের্ধাতোর্গত্যর্থস্য অপি-পূর্ব্বস্য লয়ার্থত্বেঽপি কথং নিত্যস্য জীবস্য লয় ইত্যাশঙ্ক্য উপাধিলয়াদিতি বক্তুং জাগ্রৎস্বপ্নয়োরুপাধিত্বমাহ—

[তদেব...দর্শনাৎ] শ্রুতি সৎশব্দ বাচ্য জগৎকারণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "সুপ্তিকালে এই পুরুষের "স্বপিতি" নাম হয় এবং সেই সময়ে ইনি সৎসম্পন্ন বা স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তিনি সতের সহিত একীভূত হন। যেহেতু ইনি স্বরূপে অপীত হন, লীন হন, সেই হেতু ইহাঁকে "স্বপিতি" বলে।" এই শ্রুতি এতদ্রূপে পুরুষের বা আত্মার লোক প্রসিদ্ধ স্বপিতি নামের নির্ব্বচন (ব্যুৎপত্তি) দেখাইয়াছেন এবং "স্ব"-শব্দের দ্বারা আত্মাই বলিয়াছেন। অতএব, যাহা প্রকরণপ্রতিপাদ্য, তাহাই প্রকৃত ও সৎশব্দের বাচ্য এবং জীব তাহাতেই অপিগত হয়, এইরূপ অর্থ লব্ধ হইল। অপি-পূর্ব ই-ধাতুর অর্থ লয়, ইহা প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রেও সেই প্রসিদ্ধি অনুসারে "অপ্যয়" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

[মনঃ...ত্যুচ্যতে] ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের বিষয়াকারা বৃত্তি জন্মে; সেই

ন সৎশব্দবাচ্যং প্রধানমিতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—সুষুপ্তি কালে জীব আপন স্বরূপে লীন হয়, সে স্বরূপ সৎ ও আত্মা, সুতরাং সৎশব্দ আত্মারই বাচক, প্রধানের বাচক নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

গৃহ্লংস্তদ্বিশেষাপন্নোজীবোজাগর্ত্তি, তদ্বাসনাবিশিষ্টঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্মনঃশব্দবাচ্যোভবতি। স উপাধিদ্বয়োপরমে সুষুপ্ত্য-বস্থায়ামুপাধিকৃতবিশেষাভাবাৎ স্বাত্মনি প্রলীন ইবেতি স্বং হ্যপীতোভবতীত্যুচ্যতে। যথা হৃদয়শব্দনির্ব্বচনং শ্রুত্যা দর্শিতং, স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়-

"মন" ইতি। ঐন্দ্রিয়কমনোবৃত্তয় উপাধয়ঃ। তৈর্ঘটাদিস্থূলার্থবিশেষাণাং আত্মনা সম্বন্ধাৎ আত্মা তানিন্দ্রিয়ার্থান্ পশ্যন্ স্থূলবিশেষেণ দেহেনৈক্য-ভ্রান্তিমাপন্নো বিশ্বসংজ্ঞোজাগর্ত্তি। জাগ্রদ্বাসনাশ্রয়মনোবিশিষ্টঃ সন্ তৈজস সংজ্ঞঃ স্বপ্নে বিচিত্রবাসনাসহকৃতমায়াপরিণামান্ পশ্যন্ 'সৌম্য! তন্মনঃ' ইতি শ্রুতিস্থমনঃশব্দবাচ্যো ভবতি। স আত্মা স্থূলসূক্ষ্মোপাধিদ্বয়োপর-মেঽহং নরঃ কর্ত্তেতি বিশেষাভিমানাঽভাবাৎ লীন ইত্যুপচর্য্যত ইত্যর্থঃ। নন্থ স্বপিতীতিনামনিরুক্তেরর্থবাদত্বাৎ ন যথার্থতা ইত্যত আহ—"যথা"ইতি। তস্য হৃদয়শব্দস্য তন্নির্ব্বচনম্। তদশিতময়ং দ্রবীকৃত্য নয়ন্তে জরয়ন্তীত্যাপ

সকল মনোবৃত্তির নাম মনঃপ্রচার। আত্মা সেই মনঃপ্রচারে উপহিত বা তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয় গ্রহণ করতঃ জাগ্রৎ আখ্যা প্রাপ্ত হন। আবার তিনিই সেই জাগ্রদ্বাসনাবিশিষ্ট মনোমাত্রে উপহিত হইয়া স্বপ্ন অনুভব করেন। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই উপাধি যখন থাকে না, বিলীন হয়, তখন তিনি সুপ্ত হন। সুপ্ত অবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে মনের বৈচিত্র্য থাকে না, সূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি থাকে না, কাযেই এই কালে আত্মা বিস্পষ্ট ও বিচিত্র মনোবৃত্তিরূপ উপাধির অভাবে আপন স্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায় হন অথবা আপনাতে আপনি লীন হন। (মনোবৃত্তির লয়ে আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি ও জীবের লয় এবং মনের প্রচারে আত্মার প্রচার বা উত্থান কল্পিত হয়)। শ্রুতি এই তথ্য উপদেশ করিবার জন্যই আত্মার "স্বপিতি" নাম দিয়া বলিয়াছেন। যেহেতু তিনি স্বং অপীতো-ভবতি অর্থাৎ আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হন অথবা আপন স্বরূপে গিয়া লীন হন, সেই হেতু তাঁহাকে "স্বপিতি" বলা যায়। [যথা .দর্শয়তি] শ্রুতি যেমন হৃদয়-শব্দের ব্যুৎপত্তি বলিয়াছেন (১), অশনায়া ও উদন্যা শব্দের

(১) হৃদি অয়ং হৃদয়ং। যে হেতু সেই আত্মা এই হৃদয়ে, সেই হেতু ইঁহার অন্য নাম হৃদয়। বক্ষোমধ্যে পুণ্ডরীকাকার মাংসখণ্ড, তন্মধ্যে আকাশ, সেই আকাশই আত্মার উপ-

মিতি, তস্মাদুদন্যমিতি, যথা চাশনায়োদন্যাশব্দপ্রবৃত্তিমূলং দর্শয়তি শ্রুতিঃ, আপএব তদশিতং নয়ন্তে তেজএব তৎ পীতং নয়ত ইতি চ, এবং স্বমাত্মানং সচ্ছব্দবাচ্যমপীতোভবতীতি ইমমর্থং স্বপিতিনামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি। ন চ চেতন আত্মাঽচেতনং প্রধানং স্বরূপত্বেন প্রতিপদ্যেত। যদি পুনঃ প্রধানমেবাত্মীয়ত্বাৎ স্বশব্দেনোচ্যেত, এবমপি চেতনোঽচেতনমপ্যেতীতি বিরুদ্ধমাপদ্যেত। শ্রুত্যন্তরঞ্চ, প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি,

---

এবাঽশনায়াপদার্থঃ। তৎপীতমুদকং নয়তে শোষয়তি ইতি তেজ এবোদন্যম্। অত্র দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। এবমিদমপি নির্ব্বচনং যথার্থমিত্যাহ—"এব"মিতি। ইদঞ্চ প্রধানপক্ষে ন যুক্তমিত্যাহ—"ন চে"তি। স্বশব্দস্যাত্মনীবাত্মীয়েঽপি

নির্ব্বচন দেখাইয়াছেন, (২) তেমনি, সৎ-শব্দ বাচ্য আত্মার "স্বপিতি" নামেরও প্রোক্ত প্রকার নির্ব্বচন (ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ তদ্রূপ নাম হওয়ার কারণ) বলিয়াছেন (৩)। ঐ নির্ব্বচন প্রকৃতিপক্ষে সঙ্গত হয় না। [ন চ... পদ্যতে] আত্মা প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অচেতন হন, এ অর্থ সর্ব্বথা অযুক্ত। যাহা চেতন তাহা কখনও অচেতন হয় না। [যদি...মাপদ্যেত] স্ব-শব্দের "আত্মসম্বন্ধীয়"-অর্থ থাকে থাকুক, কিন্তু এখানে সে অর্থ (আত্মসম্পর্কবিশিষ্ট প্রকৃতি এরূপ অর্থ) করিতে পার না। তাহার হেতু এই যে, চেতন অচেতন হয় অথবা চেতন অচেতনে লয় হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। [শ্রুত্যন্তরং...প্রধানম্] অন্যান্য শ্রুতিতেও সুপ্তিকালে জীবের "সুপ্তিকালে জীব প্রাজ্ঞস্বরূপে পরিষক্ত হওয়ায় বাহ্য ও আন্তর কোনও পদার্থ জানিতে

লব্ধি স্থান, ধ্যানের বা উপাসনার স্থান। এই তাৎপর্য্য ঐ প্রকার বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা লব্ধ হয় বা হইতেছে।

(২) জল অশিত দ্রব্য অর্থাৎ ভুক্তান্ন সকল দ্রব করিয়া জীর্ণ করে, পরিপাক করে, তাই তাহাকে "অশনায়া" বলা হয়। তেজঃ পীতজলের শোষণ করে, তাই তাহা উদন্যা নামে উক্ত হয়। পরিপাক হইলে ক্ষুধা বা ভোজনস্পৃহা জন্মে বলিয়া লৌকিক অভিধানে অশনায়া শব্দের অর্থ বুভুক্ষা, এবং তেজঃ দ্বারা পীতজল শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার জলপানের ইচ্ছা হয় বলিয়া উদন্যা শব্দের পিপাসা নামও প্রচারিত আছে।

(৩) ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ও বিশ্বাস এই যে, শ্রুত্যুক্ত ঐ সকল নির্ব্বচন বা ব্যুৎপত্তি যথার্থ। অর্থাৎ সত্য। সুতরাং আদৃশ সত্য বা যথার্থ অর্থ পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা অযুক্ত।

সুষুপ্ত্যবস্থায়াং চেতনে অপ্যয়ং দর্শয়তি। অতো যস্মিন্নপ্যয়ঃ সর্ব্বেষাং চেতনানাং তচ্চেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং জগতঃ কারণং ন প্রধানম্ ॥ ৯ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং জগতঃ কারণং,

গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥*

যদি তার্কিকসময় ইব বেদান্তেষ্বপি ভিন্না কারণাবগতিরভবিষ্যৎ ক্বচিচ্চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং ক্বচিদচেতনং প্রধানং ক্বচিদন্যদেবেতি, ততঃ কদাচিৎ প্রধানকারণবাদানুরোধেনাপি ঈক্ষত্যাদিশ্রবণমকল্পয়িষ্যৎ, ন ত্বেতদস্তি। সমা-

শক্তিরস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—"যদি" ইতি। প্রাজ্ঞেন বিশ্বচৈতন্যেনেশ্বরেণ সংপরিষক্তো ভেদভ্রমাভাবেনাভেদ ইত্যর্থঃ। [ইতি রত্নপ্রভা টীকা।]

গতিরবগতিঃ। "তার্কিকসময় ইব" ইতি। যথা হি তার্কিকাণাং সময়-

পাবে না" ইত্যাদিক্রমে চেতনে লীন হওয়ার প্রণালী দর্শিত হইয়াছে। অতএব, যে-চৈতন্যে সমুদয় জীবের বা জীবধর্ম্মের অপ্যয় হয়, সেই ঈশ্বর চৈতন্যই সৎ-শব্দের বাচ্য ও জগতের হেতু বা মূল কারণ। প্রকৃতি যে জগৎ-কারণ নহে, তৎপক্ষে অন্য হেতুও আছে। যথা—

[যদি...গতিঃ] তার্কিকদিগের শাস্ত্রে যেমন ভিন্ন ভিন্ন জগৎকারণ (১) বিজ্ঞাপিত আছে, বেদান্তে যদি সেরূপ হইত বা থাকিত, তাহা হইলে না-হয় কষ্টসৃষ্টে প্রকৃতিকারণবাদ রক্ষার্থ ঈক্ষতি প্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রকৃতিপর করিয়া লইতে। কিন্তু বেদান্তে তাহা বা সেরূপ নাই। অর্থাৎ বেদান্তমধ্যে সেরূপ বিভিন্ন কারণ বিজ্ঞাপিত হয় নাই। প্রণিধান কর, দেখিতে পাইবে,

---

* গতিঃ অবগতিঃ। তস্যাঃ সামান্যং সমানতা। তস্মাৎ। যস্মাৎ সর্ব্বেষপি বেদান্তবাক্যেষু সমানা চেতনকারণাবগতিঃ, তস্মাচ্চেতন এব জগৎকারণং নান্যদিতি সূত্রার্থঃ।— যেহেতু সমুদায় সৃষ্টিবোধক বেদান্তবাক্যে সমানরূপে চেতনেরই জগৎকারণতা প্রতীত হয়, সেই হেতু চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, অন্য কিছু (প্রধান বা পরমাণু প্রভৃতি) নহে।

(১) কোন তার্কিকের শাস্ত্রে চেতন পরমেশ্বর, কোন তার্কিকের শাস্ত্রে অচেতন প্রধান, কোন তার্কিকের শাস্ত্রে অচেতন পরমাণু।

নৈব হি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতিঃ, যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি, তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি, আত্মন এবেদং সর্ব্বমিতি, আত্মন এষ প্রাণোহজায়ত ইতি চাত্মনঃ কারণত্বং দর্শয়ন্তি সর্ব্বে বেদান্তাঃ। আত্মশব্দশ্চ চেতনবচন ইত্যবোচাম। মহচ্চ প্রামাণ্যকারণমেতৎ যদ্বে-দান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্বে সমানগতিত্বং চক্ষুরাদীনামিব

ভেদেষু পরস্পরপরাহতার্থতা, নৈবং বেদান্তেষু পরস্পরপরাহতিঃ। অপি তু তেষু সর্ব্বত্র জগৎকারণচৈতন্যাবগতিঃ সমানেতি। "চক্ষুরাদীনামিব রূপা-

---

সমুদায় বেদান্তবাক্যে সমানরূপে চেতনকারণবিষয়ক জ্ঞান নিহিত আছে। [যথা বোচাম] যথা—"যদ্রূপ, জ্বলমান বহ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়, হইয়া সর্ব্বদিক্ গমন করে, সেইরূপ, পরমাত্মা হইতে প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয় সকল) আবির্ভূত হয়, হইয়া স্ব স্ব স্থানে (আপন আপন গোলকে) গিয়া স্থিতি করে। এইরূপ প্রাণসৃষ্টির পর তদনুগ্রাহক দেব-তার (সূর্য্যাদির) সৃষ্টি হয়, এবং সেই সেই সৃষ্টদেবতা হইতে লোক অর্থাৎ ভোগ্য সকল জন্মে।" "সেই এই আত্মা হইতেই এই আকাশ আবির্ভূত হইয়াছে।" "যে কিছু জ্ঞেয় বা যে কিছু জ্ঞানগম্য, সমুদায়ই আত্মা হইতে হইয়াছে।" "এই প্রাণ আত্মা হইতেই জন্মে।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বেদান্তবাক্য আছে, এ সকলের কোনও বাক্য অচেতন-কারণ বোধক নহে। সমুদায়ই আত্মকারণ-বোধক। আত্মশব্দ যে চেতন-বাচী, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। [মহচ্চ রূপাদিষু] যেমন রূপাদি বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমান গতি, তৎকারণে যেমন রূপাদি জ্ঞানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য অটল, তেমনি, চেতনকারণবিষয়েও বেদান্ত-বাক্য সমূহের সমান গতি (বোধিকা শক্তি সমান) এবং সেই সমান গতিত্বহেতুক তত্ত্বাবতের প্রামাণ্যও অকাট্য। (২) [অতো...কারণম্]

---

(২) এক জনের চোক্ যাহা দেখে, আর আর জনের চোক যদি ঠিক তাহাই দেখে, তাহা হইলে যেমন তাহা মিথ্যা বলিতে পারে না, যথার্থ বলিতে বাধ্য হও, তেমনি, এক

রূপাদিষু। অতোগতিসামান্যাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্ ॥১০॥

কুতশ্চ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্,—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥ *

স্বশব্দেনৈব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরোজগতঃ কারণমিতি শ্রূয়তে শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি। সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্য, স কারণং করণাধিপাধিপোন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং নাচেতনং প্রধানমন্যদ্বেতি সিদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

দিষু"। যথা হি সর্ব্বেষাং চক্ষূরূপমেব গ্রাহয়তি ন পুনাবসাদিকং কস্যচিদ্দর্শয়তি কস্যচিদ্রূপম্। এবং বসনাদিষ্বপি গতিসামান্যং দর্শনীয়ম্।

তদৈক্ষতেত্যত্র ঈক্ষণমাত্রং জগৎকারণস্য শ্রুতং ন তু সর্ব্ববিষয়ম্। জগৎকাবণসম্বন্ধিতযা তু তদর্থাৎ সর্ব্ববিষয়মবগতং শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্ববোজগৎকাবণমিতি সাক্ষাদুক্তমিতি বিশেষঃ।

প্রদর্শিত হেতুতে ইহাই স্থির হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ, অন্য কেহ নহে। ব্রহ্মের জগৎকারণতাপক্ষে আরও হেতু আছে। যথা—

[স্ব...ইতি] "ঈশ্বর জগৎকাবণ" এ কথা শ্রুতি স্ব-শব্দের দ্বারা অর্থাৎ চেতনবাচক শব্দের দ্বারা বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ" এইরূপ উপদেশেব পর কথিত হইয়াছে "সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কাবণ এবং জীবগণের অধিপতি। তাঁহার জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।" [তস্মাৎ...সিদ্ধম্] এ হেতুতেও ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়, প্রধানের অথবা অন্য কোন অচেতনের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না।

বেদান্তবাক্য যাহা বলে, অন্য বাক্য যদি ঠিক্ তাহাই বলে, তবে তাহাও উক্ত দৃষ্টান্তে সত্য হইবে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না। বাধা হইয়া সত্য বলিতে হইবে। অর্থাৎ চেতনকারণবাদকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না।

* সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্য, স সর্ব্বজ্ঞঃ কারণমিতি শ্রুত্যা অভিহিতত্বাৎ নাচেতনং প্রধানং জগৎকারণমিতি সূত্রার্থঃ।—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ, এইরূপ অভিহিত বা উক্ত হওয়ায় চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়।

জন্মাদ্যস্য যত ইত্যারভ্য শ্রুতত্বাচ্চেত্যেবমন্তৈঃ সূত্রৈ-র্যান্যুদাহৃতানি বেদান্তবাক্যানি তেষাং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তি-রীশ্বরোজগতোজন্মস্থিতিলয়কারণমিত্যেতস্যার্থস্য প্রতিপা-দকত্বং ন্যায়পূর্ব্বকং প্রতিপাদিতং। গতিসামান্যোপন্যাসেন চ সর্ব্বে বেদান্তাশ্চেতনকারণবাদিন ইতি ব্যাখ্যাতম্। অতঃ পরস্য গ্রন্থস্য কিমুত্থানমিত্যুচ্যতে। দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিতম্। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, যত্র নান্যৎ

উত্তরসূত্রসন্দর্ভমাক্ষিপতি।—"জন্মাদ্যস্য যত ইত্যারভ্য"। ব্রহ্ম জিজ্ঞা-সিতব্যমিতি প্রতিজ্ঞাতং, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যং, শাস্ত্রঞ্চ সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশক্তৌ জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়কারণে ব্রহ্মণ্যেব প্রমাণং ন প্রধানাদাবিতি ন্যায়তো-ব্যুৎপাদিতম্। ন চাস্তি কশ্চিদ্বেদান্তভাগোযস্তদ্বিপরীতমপি বোধয়েদিতি চ গতিসামান্যাদিত্যুক্তম্। তৎকিমপরমবশিষ্যতে যদর্থমুত্তরসূত্রসন্দর্ভস্যা-বতারঃ স্যাদিতি। "কিমুত্থানমিতি" কিমাক্ষেপে। সমাধত্তে।—"উচ্যতে দ্বিরূপং হি" ইতি। যদ্যপি তত্ত্বতোনিরস্তসমস্তোপাধিরূপং ব্রহ্ম তথাপি ন তেন রূপেণ শক্যমুপদেষ্টুমিত্যুপহিতেন রূপেণোপদেষ্টব্যমিতি। তত্র চ ক-

---

[জন্মা.. উচ্যতে] প্রথম সূত্র হইতে "শ্রুতত্বাৎ" সূত্র পর্য্যন্ত যে-সকল বেদান্তবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, সে সকলের প্রতিপাদ্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর এবং তিনিই এই জড়জগতের মুখ্য কারণ, ইহা যুক্তিপূর্ব্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে। অপিচ, সৃষ্টিবোধক যত বেদান্তবাক্য আছে, সে সমুদায়ই যে চেতনকারণবাদী, তাহা "গতিসামান্যাৎ" সূত্রের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। অতএব, এক্ষণে আর এমন কি বক্তব্য আছে যে তাহার জন্য অতঃপর-গ্রন্থের অর্থাৎ অন্যান্য সূত্র বলিবার প্রয়োজন আছে? বলিতেছি। [দ্বি... বর্জ্জিতম্] শ্রুতিতে দ্বিবিধ ব্রহ্ম অভিহিত হইতে দেখা যায়। এক সগুণ, অপর নির্গুণ। যাহা নামরূপাত্মক বিকার বিশেষে উপহিত, তাহা সগুণ এবং যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ উপাধি বা উপাধিসম্বন্ধরহিত, তাহা নির্গুণ। যথা—[যত্র...বাক্যানি] "যখন দ্বৈততুল্য (কল্পিত ভেদ বা উপাধিযুক্ততা) হয়, বা ঘটে, তখনই অন্য অন্যকে দেখে। কিন্তু যখন এ সমুদয় আত্ম-

পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং, সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে, নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং, নেতি নেতি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমিতি, ন্যূনমন্যৎ স্থানং, সম্পূর্ণমন্যৎ ইতি চৈবং সহস্রশোবিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো-

---

ভূত হয়, আত্মা বলিয়া অনুভূত হয়, তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে?" "যৎস্বরূপে অন্য দর্শন নাই, অন্য শ্রবণ নাই, অন্য বিজ্ঞান নাই, অর্থাৎ কোন প্রকার ভেদব্যবহারের উপযোগ নাই, সেই স্বরূপই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম। আর যাহাতে বা যে-কালে অথবা যৎস্বরূপে অন্য দর্শন হয়, ভেদদর্শন বা নানা জ্ঞান হয়, বহু অনাত্মপদার্থ দৃষ্ট শ্রুত ও বিজ্ঞাত হয়, তাহা ভূমা নহে, তাহা অল্প। যাহা ভূমা তাহা অমৃত অর্থাৎ অনশ্বর বা নিত্য। আর যাহা অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, তাহা মর্ত্ত্য। নশ্বর বা অনিত্য।" (১) "সেই ধীর (পরমাত্মা) নানারূপ সৃষ্টি করিয়া সে সকলের নামকরণ করতঃ স্বসৃষ্ট বুদ্ধ্যাদিতে প্রবিষ্ট বা আবিষ্ট হইয়া জীবভাবে বিরাজ করিতেছেন।" (এটী সগুণ ব্রহ্ম বোধক বাক্য)। "যিনি নিষ্কল—নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়—অপরিণামী, নিরবদ্য—নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন—তমোবর্জ্জিত, মোক্ষের সেতু ও শান্ত অর্থাৎ দগ্ধকাষ্ঠ বহ্নির ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত।" (২) (এটী নির্গুণব্রহ্মবোধক বাক্য)। "তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন।

---

(১) এই নিত্য ভূমাই নির্গুণ ব্রহ্ম। অল্প বা উপাধ্যুপহিত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম। ভূম-ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কালে জগদ্দর্শন হয় না। জগৎ তখন আত্মভাবে পর্য্যবসিত হয়। তখন কেবল এক অনন্ত ও অচ্ছিন্ন চিৎপ্রবাহমাত্র বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাহা ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম। কোন প্রকার ভেদ না থাকায় এই ভূমব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নামে পরিচিত। উপাধি সকল অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য। সুতরাং তদুপধান কালে তিনি (ব্রহ্ম) অল্প। এই অল্প বা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম উপাধিগুণে গুণবান্, সুতরাং সগুণ। ব্রহ্মেরই সোপাধিকত্বকালে বা গুণবত্তাকালে দ্বৈতদর্শন হয়। দ্বৈতদর্শনের মূলকারণ উপাধি। এই উপাধি অনিত্য ও সত্তর।

(২) অনল কাষ্ঠদগ্ধ হইলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মও অবিদ্যাযোগে সগুণ থাকেন, আবার অবিদ্যা মুক্ত হইলে নির্গুণ হন। অনল আশ্রিত কাষ্ঠ বিনাশ করিয়া অবশেষে আপনি বিনষ্ট হয়, অবিদ্যাও যোদ্ভূত সংসার নষ্ট করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি। তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্ব্বোব্যবহারঃ। তত্র কানিচিৎ ব্রহ্মণ উপাসনান্যভ্যুদয়ার্থানি কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি কানিচিৎ কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থানি। তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ। এক এব তু পরমাত্মেশ্বরস্তৈস্তৈর্গুণবিশেষৈর্ব্বিশিষ্ট

টিদুপাধির্ব্বিবক্ষিতঃ। তদুপাসনানি "কানিচিদভ্যুদয়ার্থানি" মনোমাত্রসাধনতয়াঽত্র পঠিতানি। "কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থানি"। কচিৎ পুনরুক্তোপ্যুপাধিরবিবক্ষিতো যথাঽত্রৈবাঽন্নময়াদয় আনন্দময়ান্তাঃ পঞ্চকোশাঃ। তদত্র কস্মিন্নুপাধির্ব্বিবক্ষিতঃ কস্মিন্নেতি নাদ্যাপি বিবেচিতম্। তথা গতিসামান্যমপি সিদ্ধবদুক্তং ন ত্বদ্যাপি সাধিতমিতি। তদর্থমুত্তরগ্রন্থসন্দর্ভাবস্ত ইত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। পরস্যাত্মনস্তত্তদুপাধিভেদবিশিষ্টস্যাপ্যভেদাৎ কথমুপাসনাভেদঃ কথঞ্চ ফলভেদ ইত্যত আহ।—"এক এব তু"।

তিনি সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ। (এটীও নির্গুণবোধক) "যাহা ন্যূন অর্থাৎ সগুণরূপ অল্পতা, তাহা নির্গুণ হইতে ভিন্ন। যাহা পূর্ণ, তাহা সগুণ হইতে অন্য।" এই সকল শ্রুতি এবং এইরূপ অন্যান্য শ্রৌত বিদ্যা ও অবিদ্যা নামক বিষয়দ্বৈবিধ্য অনুসারে পরব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে।(৩) [তত্রাবিদ্যা...ভেদঃ] তন্মধ্যে অবিদ্যাবস্থাতেই উপাস্য উপাসকাদি ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়। সেই সেই উপাসনা বোধক বাক্যের কতকগুলি কেবল অভ্যুদয় ফলের নিমিত্ত, (৪) কতকগুলি ক্রমমুক্তি লাভের উপায়, এবং কতকগুলি কর্ম্মসমৃদ্ধি ফলের উদ্দেশে অভিহিত হইয়াছে। অপিচ, সে সকলের সেরূপ প্রভেদ কেবল গুণবিশেষরূপ উপাধির দ্বারা কল্পিত। (৫) [এক...ইতি চ] যদিও একই পরমাত্মা বা একই পরমেশ্বর গুণবিশেষবিশিষ্ট

---

(৩) যাহা বিদ্যার বিষয়, তাহা নির্গুণ ও জ্ঞেয়। তাহা কেবলমাত্র জানিতে হয়। আর যাহা অবিদ্যার বিষয়, তাহা সগুণ ও উপাস্য। সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা ও উপাসনা (ধ্যানাদি) হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মের পূজা ও উপাসনা হয় না।

(৪) অভ্যুদয়=জ্ঞান ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য। ক্রমমুক্তি=সূর্য্যলোকাদিতে জন্ম লাভ। সূর্য্যলোকে গেলে পুনর্ব্বার এ লোকে আসিতে হয় না। ক্রমে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ লোকে জন্ম হয়, তৎপরে মুক্তি হয়। কর্ম্মসমৃদ্ধি=ক্রিয়ার বা যাগযজ্ঞাদি ফলের উৎকর্ষ।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতা, ভিন্ন ভিন্ন উপাসক, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা, সমস্তই সত্ত্বাদি গুণের তারতম্য বা চিত্তশক্তির প্রভেদ অনুসারেই হইয়াছে। ভিন্নতা বা ভেদ নিত্যসিদ্ধ নহে। জ্ঞান হইলে উহা থাকে না, তৎ কারণে উহা কল্পিত, বাস্তব নহে।

উপাস্যোযদ্যপি ভবতি তথাপি যথাগুণোপাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে। (তং যথাযথোপাসতে তদেব ভ ।) যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষোভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতীতি চ।\স্মৃতেশ্চ, যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং, তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত) ইতি। যদ্যপ্যেক আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু গূঢ়ঃ, তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষতারতম্যাদাত্মনঃ কূটস্থনিত্যস্যৈকরূপস্যাপ্যুত্তরোত্তরমাবিষ্কৃতস্য তারতম্যৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষৈঃ

রূপাভেদেপ্যুপাধিভেদাদুপহিতভেদাদুপাসনাভেদস্তথা চ ফলভেদ ইত্যর্থঃ। "ক্রতুঃ" সংকল্পঃ। নম্বু যদ্যেক এব আত্মা কূটস্থনিত্যোনিরতিশয়ঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ কথমেতস্মিন্ ভূতাশ্রয়ে তারতম্যশ্রুতর ইত্যত আহ।—"যদ্যপ্যেক আত্মা" ইতি। যদ্যপি নিরতিশয়মেকমেব রূপমাত্মন ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানং চানন্দশ্চ তথাপ্যনাদ্যবিদ্যাতমঃসমাবৃতং তেষু তেষু প্রাণভৃদ্ভেদেষু কচিদসদিব কচিৎ সদিব কচিদত্যন্তাপকৃষ্টমিব কচিৎ সৎ কচিৎ প্রকর্ষবৎ কচিদত্যন্তপ্রকর্ষবদিব ভাসতে, তৎ কস্য হেতোঃ অবিদ্যাতমসঃ প্রকর্ষনিকর্ষতারতম্যাদিতি। যথোত্তমপ্রকাশঃ সবিতা দিঙ্মণ্ডলমেকরূপেণৈব প্রকাশেনাপূরয়ন্নপি বর্ষাসু নিকৃষ্ট

হইয়া উপাস্য হইতেছেন; তথাপি, গুণবিশেষ অনুসারেই উপাসনা ফলের বৈশিষ্ট্য (ভিন্নতা) হইয়া থাকে। শ্রুতিও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"তাঁহাকে যে যে-রূপে উপাসনা করে, তিনি তাহার নিকট সেইরূপই হন।" "ইহলোকে যে যেরূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়, ধ্যানবান্ হয়, সে এতৎশরীর ত্যাগের পর তদনুরূপ শরীর প্রাপ্ত হয়।" এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—[যং যং...ইতি] জীব অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যদ্রূপ ভাবনায় ভাবিত হয়, হইয়া শরীর পরিত্যাগ করে, হে অর্জ্জুন! সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত হওয়ায় সে মৃত্যুর পর সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। (৬) [যদ্য...মিতি] যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জীবদেহে নিগূঢ় (অদৃশ্যরূপে

---

(৬) ভাবিত—ধ্যানজ্ঞানাদি জনিত সংস্কারবিশিষ্ট। যে যাহা সর্ব্বদা ভাবে অথবা যে যেরূপ ধ্যান জ্ঞানে জীবনাতিপাত করে, তাহার চিত্তে সেইরূপ সংস্কার দৃঢ় হয়। মরণকালে তাহা উত্তেজিত হইয়া তাহার চিত্তকে তন্ময় করে। সেই তন্ময়তা অনুসারে তাহার তদনুরূপ জন্ম ঘটনা হয়।

শ্রূয়তে, তস্য য আত্মানমাবিস্তরাং বেদেত্যত্র। স্মৃতাবপি, যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাঽবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবমিতি। যত্র যত্র বিভূত্যাদ্যতিশয়ঃ স স ঈশ্বর ইত্যুপাস্যতয়া চোদ্যতে। এবমিহাপি আদিত্য-মণ্ডলে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বপাপ্মোদয়লিঙ্গাৎ পরএবেতি বক্ষ্যতি। এবমাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্। এবং সদ্যোমুক্তিকারণমপ্যাত্মজ্ঞানমুপাধিবিশেষদ্বারেণোপদিশ্যমান

স্থিত) আছেন, তথাপি, ভিন্ন ভিন্ন চিত্তরূপ উপাধির তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ থাকায় কূটস্থ চিদ্রূপ পরমাত্মার প্রাকট্যের (প্রকটভাবের বা ঐশ্বর্য্যশক্তির) তারতম্য সম্ভব হয়। অর্থাৎ যাহার যেরূপ চিত্ত তাহার তদনুরূপ চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি এবং তদনুরূপ ঐশ্বর্য্য শক্তি হইয়া থাকে। এ নির্ণয় শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি, সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। শ্রুতি যথা—"যে আপনাকে প্রকটতর অর্থাৎ অত্যন্ত স্বপ্রকাশরূপে জানে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।" গীতা স্মৃতি যথা—

"হে অর্জ্জুন। যে যে জীব ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান্, তেজস্বী,—সেই সেই জীবকে তুমি আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জান।" [যত্র বক্ষ্যতি] যাহাতে যাহাতে ঈশ্বরশক্তির আবেশ বা ঐশ্বর্য্যের আধিক্য আছে, শাস্ত্রে তাহা তাহাই ঈশ্বরজ্ঞানে উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। (৭) অতঃপর-বর্ত্তী সূত্রেও সর্ব্বপাপবিমুক্তরূপ হেতুর দ্বারা আদিত্যমণ্ডলান্তর্গত হিরণ্ময় পুরুষকে পরমেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিবেন। (৮) [এবমা...ষ্টব্যম্] অপিচ, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদি সূত্রেও ঐরূপ ঐরূপ তথ্য উপদেশ বা নির্ণয় করিবেন। [এবং সদ্যো দিতি] ঐরূপ অবধারণের বা বিচার-সূত্রের আরও প্রয়োজন এই যে, শাস্ত্রে ব্রহ্মবস্তু দ্বিবিধবাক্যে বা মিশ্রবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি সোপাধিক বাক্য, এবং কতক

---

(৭) যেমন সূর্য্যোপাসনা। আর্য্য উপাসকগণ জড়সূর্য্যের উপাসনা করেন না। সূর্য্যে যে অসাধারণ শক্তি আছে, সেই শক্তি ঈশ্বরাগত শক্তি, কেবল জড়শক্তি নহে, এতদ্ বিবেচনায় সূর্য্যপ্রতীকে ঈশ্বরবুদ্ধি উত্থাপনপূর্ব্বক অনির্দ্দেশ্যবপু ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকেন।

(৮) যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা বা সূর্য্যশরীরের আত্মা, তিনি নিষ্পাপ। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নিষ্পাপ নহে, সুতরাং সূর্য্যান্তর্গত পুরুষ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

মপ্যবিবক্ষিতোপাধিবিশেষং পরাপরবিষয়ত্বেন সন্দিহ্যমানং বাক্যগতিপর্য্যালোচনয়া নির্ণেতব্যং ভবতি, যথেহৈব তাবদা-নন্দময়োঽভ্যাসাদিতি। এবমেকমপি ব্রহ্মাঽপেক্ষিতোপাধি-সম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধঞ্চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদা-ন্তেষূপদিশ্যত ইতি প্রদর্শয়িতুং পরোগ্রন্থ আরভ্যতে। যচ্চ গতিসামান্যাদিত্যচেতনকারণান্তরনিরাকরণমুক্তং তদপি

প্রকাশ ইব শরদি তু প্রকৃষ্টপ্রকাশ ইব প্রথতে তথেদমপীতি।—" অপেক্ষি-তোপাধিসম্বন্ধ " " মুপাস্যত্বেন " " নিরস্তোপাধিসম্বন্ধং " " জ্ঞেয়ত্বেন " ইতি॥

নিরুপাধিক বাক্য। যে আত্মজ্ঞান সদ্যোমুক্তির কারণ, সেই আত্মজ্ঞান উপাধিবিশেষ অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট হইলেও এবং উপাধির সহিত আত্মবস্তুর বা ব্রহ্মবস্তুর বাস্তব সম্বন্ধ না থাকিলেও এবং শাস্ত্রেরও তদ্রূপ অভিপ্রায় না থাকিলেও, সেই সেই উপদেশবাক্য শুনিলে আপাততঃ সন্দেহ হইতে পারে যে, এই সকল সোপাধিক উপদেশ বাক্যের প্রতিপাদ্য কি পর ব্রহ্ম? না অপর ব্রহ্ম? এ সন্দেহ আপাতজ্ঞানে বা অবিচারিত জ্ঞানে বিদূরিত হয় না; কাযেই সন্দেহভঞ্জনার্থ সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্যগতি অনুসন্ধান আবশ্যক হয়। তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক ষড়্‌বিধচিহ্ন অবলম্বন পূর্ব্বক বাক্যতাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলে বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা যথার্থ অর্থ জানা যায়, সুতরাং তখন আর সংশয়াদি থাকে না। (অতএব, অতঃপর সূত্র রচনার প্রয়োজন নাই এমত নহে, প্রত্যুত প্রয়োজন আছে)। অদূরে বক্ষ্যমাণ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রে যদ্রূপ বিচার ও তাহার ফলনিষ্পত্তি হইবে, তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য সূত্রেও সেইরূপ হইবে। (অর্থাৎ কোনও সূত্র ব্যর্থ নহে, সকল সূত্রেরই এক একটী বিশেষ লক্ষ্য বা প্রয়োজন আছে)। [এবমেক...ভ্যতে] অপিচ, বেদান্তশাস্ত্রে একই ব্রহ্ম সোপাধিকরূপে উপাস্য এবং নিরুপাধিকরূপে জ্ঞেয়, এই দ্বিবিধপ্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্যও বক্ষ্যমাণ সূত্রসমূহের প্রয়োজন আছে। [যচ্চ... পশ্যতে] পূর্ব্বে যে "গতিসামান্যাৎ" সূত্রের দ্বারা অচেতন (পরমাণু ও প্রকৃতি) কারণবাদ নিরস্ত হইয়াছে, সে সূত্রের সে অর্থ, ব্রহ্মবোধক অন্যান্য

বাক্যান্তরাণি ব্রহ্মবিষয়াণি ব্যাচক্ষাণেন ব্রহ্মবিপরীতকারণ-নিষেধেন প্রপঞ্চ্যতে।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥ *

তৈত্তিরীয়কেঽন্নময়ং প্রাণময়ং মনোময়ং বিজ্ঞানময়ং চানুক্রম্যাম্নায়তে, তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহানন্দময়শব্দেন পরমেব ব্রহ্মোচ্যতে যৎ প্রকৃতং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি,

তত্র তাবৎ প্রথমমেকদেশিমতেনাধিকরণমারচয়তি।—"তৈত্তিরীয়কেঽন্নময়"মিত্যাদি।

গৌণপ্রবাহপাতেঽপি যুজ্যতে মুখ্যমীক্ষণম্।
মুখ্যত্বে তূভয়োস্তুল্যে-প্রায়দৃষ্টির্বিশেষিকা॥

আনন্দময় ইতি হি বিকারে প্রাচুর্যে চ ময়টস্তুল্যং মুখ্যার্থত্বমিতি বিকারাঽর্থান্নময়াদিপদপ্রায়পাঠাদানন্দময়পদমপি বিকারার্থমেবেতি যুক্তম্। ন চ প্রাণময়াদিষু বিকারার্থত্বাযোগাৎ স্বার্থিকোময়ড়িতি যুক্তম্। প্রাণাদ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নোহ্যাত্মা ভবতি প্রাণাদিবিকারোঘটাকাশমিব ঘটবিকারঃ। ন চ সত্যর্থে স্বার্থিকত্বমুচিতম্।

বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থের জগৎকারণতানিষেধ সহকারে বিস্তৃত বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এতন্নামক কোষ বা আত্মা অভ্যন্তরক্রমে (১) উপদেশ করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন, "আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময়ের অন্তরে অথচ বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন।" [তত্র...মিতি] তৈত্তিরীয় শ্রুতিস্থ এই আনন্দময় বাক্যে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুতি আনন্দময়-শব্দে ব্রহ্ম উপদেশ করিয়াছেন?

* তৈত্তীরিয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময়ঃ পরমাত্মা এব নান্যঃ। কুতঃ? অভ্যাসাৎ পুনঃপুনঃ পাঠাৎ। যতঃ পরমাত্মন্যেবানন্দশব্দোঽভ্যস্যতে শ্রুতিষু ততস্তৈত্তিরীয়শ্রুত্যুক্ত আনন্দময়ঃ পরমাত্মৈব নান্য ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ।—যেহেতু পরমাত্মবিষয়ে আনন্দশব্দের বহু উচ্চারণ দেখা যায়, সেইহেতু তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় পরমাত্মা ভিন্ন অন্য নহেন।

(১) অন্নময়ের অভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অভ্যন্তরে মনোময় এবং মনোময়ের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়,—এইরূপ ক্রমে।

কিংবা অন্নময়াদিবৎ ব্রহ্মণোঽর্থান্তরমিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। ব্রহ্মণোঽর্থান্তরমমুখ্য আত্মানন্দময়ঃ স্যাদিতি। কস্মাৎ। অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাৎ। অথাপি স্যাৎ সর্ব্বান্তরত্বাদানন্দময়োমুখ্য এবাত্মেতি, ন স্যাৎ, প্রিয়াদ্যবয়বযোগাচ্ছারীরত্বশ্রবণাচ্চ। মুখ্যশ্চেদাত্মা স্যাৎ ন প্রিয়াদি

চতুষ্কোশান্তরত্বে তু ন সর্ব্বান্তরতোচ্যতে।
প্রিয়াদিভাগী শারীরোজীবো ন ব্রহ্ম যুজ্যতে॥

ন চ সর্ব্বান্তরতয়া ব্রহ্মৈবানন্দময়ং ন জীব ইতি সাম্প্রতম্। ন হীয়ং শ্রুতিরানন্দময়স্য সর্ব্বান্তরতাং ব্রূতে অপি ত্বন্নময়াদিকোশচতুষ্টয়ান্তরতামানন্দময়কোশস্য। ন চাস্মাদন্যস্যান্তরস্যাশ্রবণাদয়মেব সর্ব্বান্তর ইতি যুক্তম্। যদপেক্ষং যস্যান্তরত্বং শ্রুতং তত্তস্মাদেবান্তরং ভবতি। ন হি দেবদত্তোবলবানিত্যুক্তে সর্ব্বান্ সিংহশার্দ্দূলাদীনপি প্রতিবলবান্ প্রতীয়তে অপি তু সমানজাতীয়নরান্তরমপেক্ষ্য। এবমানন্দময়োপ্যন্নময়াদিভ্যোঽন্তরো ন তু সর্ব্বস্মাৎ। ন চ নিষ্কলস্য ব্রহ্মণঃ প্রিয়াদ্যবয়বযোগো নাপি শারীরত্বং যুজ্যত ইতি সংসার্য্যেবানন্দময়ঃ। তস্মাদুপহিতমেবাত্রোপাস্যত্বেন বিবক্ষিতং ন তু ব্রহ্মরূপং জ্ঞেয়ত্বেনেতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। অপি চ, যদি প্রাচুর্য্যার্থোঽপি ময়ট্

অথবা অন্নময়াদি কোষ যেমন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, সেইরূপ আনন্দময়ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। (২) [কিং...স্যাৎ] উক্তবিধ সংশয়ের পর আপাততঃ কি কি বুঝা যায়? কি পাওয়া যায়? প্রথমে ইহাই বুঝা যায় বা পাওয়া যায়, উক্ত আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অমুখ্য আত্মা, অর্থাৎ জীব। [কস্মাৎ] কেন? [অন্ন...তত্বাৎ] উত্তর এই যে, ঐ আনন্দময় অন্নময়-প্রভৃতি অমুখ্য আত্মার প্রবাহে (শ্রেণীতে) পরিপঠিত হইয়াছে। যেহেতু উহা অন্নময়াদি অমুখ্য (গৌণ) আত্মার সঙ্গে পরিপঠিত, সেই হেতু উহা (আনন্দময়) অন্নময়াদির ন্যায় অমুখ্য, মুখ্য নহে। (মুখ্য ব্রহ্ম। অমুখ্য জীব)। [অথাপি... শ্রবণাচ্চ] আনন্দময় যখন সর্ব্বান্তর, তখন উহা অবশ্য মুখ্য আত্মা, এরূপ আশঙ্কাও করিতে পার না। তৎপ্রতি হেতু এই যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আনন্দময়-বাক্যের শেষভাগে আনন্দময়ের অবয়বকল্পনা আছে এবং প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধও কথিত হইয়াছে। [মুখ্য...ইত্যর্থঃ] আনন্দময় যদি মুখ্য আত্মা

---

(২) অর্থাৎ আনন্দময় শব্দে জীব বুঝিতে হইবে? না ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে?

সংস্পর্শঃ স্যাৎ। ইহ তু তস্য প্রিয়মেব শির ইত্যাদি শ্রূয়তে। শারীরত্বঞ্চ শ্রূয়তে, তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি। তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্যৈষ এব শারীর আত্মা য এষ আনন্দময় ইত্যর্থঃ। ন চ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়সংস্পর্শোবারয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎ সংসার্য্যেবা-নন্দময় আত্মেতি। এবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে, আনন্দময়ো-ঽভ্যাসাৎ। পর এবাত্মা আনন্দময়োভবিতুমর্হতি। কুতঃ। অভ্যাসাৎ। পরস্মিন্নেব হ্যাত্মন্যানন্দশব্দোবহুকৃত্বোঽভ্য-

তথাপি সংসার্য্যেবানন্দময়ো ন তু ব্রহ্ম। আনন্দপ্রাচুর্য্যং হি তদ্বিপরীত-দুঃখলবসম্ভবে ভবতি ন তু তদত্যন্তাসম্ভবে। ন চ পরমাত্মনো মনাগপি দুঃখলবসম্ভব আনন্দৈকরসত্বাদিত্যাহ।—"ন চ সশরীরস্য সত" ইতি। অশরীরস্য পুনরপ্রিয়সম্বন্ধোমনাগপি নাস্তীতি প্রাচুর্য্যার্থোঽপি ময়ট্ নোপ-পদ্যত ইত্যর্থঃ। উচ্যতে। আনন্দময়াবয়বস্য তাবৎ ব্রহ্মণঃ পুচ্ছস্যাঙ্গতয়া ন প্রাধান্যমপি ত্বঙ্গিন আনন্দময়স্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রাধান্যম্। তথা চ তদধিকারে পঠিতমভ্যস্যমানমানন্দপদং তদ্বুদ্ধিমাধত্ত ইতি তস্যৈবানন্দময়স্যাভ্যাস ইতি

হন, ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে তাঁহাতে প্রিয়াপ্রিয়সংযোগ (পুণ্য পাপ বা সুখ দুঃখ সম্বন্ধ), অবয়বকল্পনা ও শরীর থাকা অসম্ভব হয়। শ্রুতি ঐ কথার পরেই বলিয়াছেন, "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক," এবং "এই আনন্দময়ই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময় আত্মার আত্মা।" (৩) [ন চ...আত্মা] যাহার শরীর বা শরীরা-ভিমান থাকে, তাহার প্রিয়াপ্রিয় নিবারিত (নিষেধ) হয় না, হইতে পারেও না। অতএব, শরীর ও প্রিয়াপ্রিয়াদিসম্বন্ধ থাকা দৃষ্টে তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত ঐ আনন্দময়কে সংসারী আত্মা (জীব) ভিন্ন অসংসারী পরমাত্মা (ব্রহ্ম) বলা যায় না। [এবং...ভ্যাস্যাৎ] এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হওয়ার পর অথবা প্রথমকল্পে ঐরূপ অর্থ প্রতীত হওয়ার পর, উহার সিদ্ধান্তের জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণপূর্ব্বক উহার নিশ্চিতার্থ নির্দ্ধারণের জন্য এই "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্র অবতারিত হইয়াছে। [পর...অভ্যাসাৎ] ঐ আনন্দময় পরমাত্মা হইবারই যোগ্য। তাহার হেতু অভ্যাস (বার বার বলা)। [পরস্মিন্...স্যতে] শ্রুতি পরমাত্মাতেই আনন্দশব্দের অভ্যাস অর্থাৎ

(৩) অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষটী আনন্দময় আত্মার শরীর।

স্যতে। আনন্দময়ং প্রস্তুত্য, রসোবৈ স ইতি তস্যৈব রসত্বমুক্ত্বা উচ্যতে, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্‌যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি, সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাদিতি চ। শ্রুত্যন্তরে চ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণ্যেবানন্দশব্দোদৃষ্টঃ। এবমানন্দশব্দস্য বহুকৃত্বোব্রহ্মণ্যেবাভ্যাসা-

---

যুক্তম্। জ্যোতিষ্টোমাধিকারে 'বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা' ইতি জ্যোতিষ্পদমিব জ্যোতিষ্টোমাভ্যাসঃ কালবিশেষবিধিপরঃ। অপি চ সাক্ষাদানন্দময়াত্মাভ্যাসঃ শ্রূয়তে 'এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতী'তি। পূর্ব্বপক্ষবীজমনুভাষ্য

পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্যত্র নহে। [আনন্দ...ইতি চ] শ্রুতি "আনন্দময়" উপদেশ করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার রসত্ব বা সারত্ব বিধান করিয়া (১) অবশেষে বলিয়াছেন, "এই লোক বা জীব সকল সেই রস বা সেই আনন্দ লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। যদি সেই পূর্ণানন্দ না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা প্রাণকার্য্য করিত এবং কেই বা জীবিত থাকিত। সেই আনন্দই জীবকে আনন্দিত রাখে, ইহা মীমাংসিত হইয়াছে। পুরুষ সেই আনন্দই প্রাপ্ত হয়। সে আনন্দ—সে ব্রহ্মানন্দ—সাক্ষাৎকৃত হইলে কিছু হইতে ভয় থাকে না। ভৃগু জানিয়াছিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম।" ইত্যাদি। (২) [শ্রুত্যন্তরে...দৃষ্টঃ] অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ।" [এবমা...গম্যতে] এবম্প্রকারে, ব্রহ্মবিষয়েই বার বার বহুবার আনন্দশব্দ উচ্চারিত হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে বা জানা যাইতেছে যে, তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় শব্দ ব্রহ্ম-

(১) অর্থাৎ "সেই আনন্দময়ই রস" এইরূপ বলিয়া।

(২) আনন্দময় ব্রহ্ম কি জীব, অর্থাৎ সগুণ কি নির্গুণ, এ বিচারের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। সগুণ হইলে উপাস্য, আর নির্গুণ হইলে জ্ঞেয়। সুতরাং প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তের দ্বারা জানা যাইবে, ঐ আনন্দময় জ্ঞেয় ব্রহ্ম, উপাস্য ব্রহ্ম নহে। উহাঁকে জানিতে হইবেক, উপাসনা করিতে হইবেক না। উপাসনার সহিত জ্ঞানের যে প্রভেদ—তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

দানন্দময় আত্মা ব্রহ্মেতি গম্যতে। যত্তূক্তং অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাদানন্দময়স্যাপ্যমুখ্যাত্মত্বমিতি, নাসৌ দোষঃ, আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ। মুখ্যমেব হ্যাত্মানমুপদিদিক্ষু শাস্ত্রং লোকবুদ্ধিমনুসরদন্নময়ং শরীরমনাত্মানমত্যন্তমূঢ়ানামাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমনূদ্য মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রাদিপ্রতিমাবৎ ততোঽন্তরন্তরস্ততোঽন্তরমিত্যেবং পূর্ব্বেণ পূর্ব্বেণ সমানমুত্তরমুত্তরমনাত্মানমাত্মেতি গ্রাহয়ৎ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যাপে-

দূষয়তি।—"যত্তূক্তমন্নময়াদী"তি। ন হি মুখ্যারুন্ধতীদর্শনং তত্তদমুখ্যারুন্ধতীদর্শনপ্রায়পঠিতমপ্যমুখ্যারুন্ধতীদর্শনং ভবতি। তাদর্থ্যাৎ পূর্ব্বদর্শনানামন্ত্যদর্শনানুগুণ্যং ন তু তদ্বিরোধিতেতি চেৎ ইহাপ্যানন্দময়াদান্তরস্যান্যস্যাঽশ্রবণাৎ তস্য অন্নময়াদিসর্ব্বান্তরত্বশ্রুতেস্তৎপর্য্যাবসানাৎ তাদর্থ্যং তুল্যম্। প্রিয়াদ্যবয়বযোগশারীরত্বে চ নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ সমাহিতে। প্রিয়াদ্যবয়বযোগাচ্চ সুখলবযোগোঽপি পরমাত্মন ঔপাধিক উপপাদিতঃ। তথানন্দময় ইতি প্রাচুর্য্যার্থতা ময়ট উপপাদিতেতি॥

বোধক। (১) [যত্তূক্তং...সর্ব্বান্তরত্বাৎ] অন্নময় প্রভৃতি গৌণাত্মপ্রবাহে (এক সঙ্গে) পঠিত হইয়াছে বলিয়া আনন্দময়ও গৌণ আত্মা, এ কথা সঙ্গত কথা নহে। ঐরূপ প্রবাহপাঠ (এক সঙ্গে বলা) এ স্থলে অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গত। তাহার কারণ এই যে, মুখ্য আনন্দময় আত্মাই সর্ব্বান্তর— অন্য সকল আপেক্ষিক। [মুখ্য...শ্লিষ্টতরম্] শ্রুতি মুখ্য আত্মা বুঝাইবার জন্য, লোকবুদ্ধি অনুসরণ করতঃ (২) অজ্ঞ লোকের নিকট যে অন্নময়াদি আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, শ্রুতি সেই লোকসিদ্ধ আত্মচতুষ্টয়ের (৩) অনুবাদ

(১) এই সকল শ্রুতিতে যতগুলি আনন্দ শব্দ আছে সমস্তই ব্রহ্মবোধক। ব্রহ্মে বা পরমাত্মার আনন্দ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ থাকায় আনন্দময় শব্দটিও ব্রহ্মবোধক।

(২) লোকবুদ্ধি—লৌকিক বোধ বা লৌকিক দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ অজ্ঞ লোককে যে প্রকারে বুঝাইবার প্রণালী আছে—সেই প্রণালী।

(৩) কাহারও নিকট অন্নময় দেহই আত্মা। অন্যের নিকট প্রাণময় কোষই আত্মা। অপর এক সম্প্রদায়ের জ্ঞানে মনই আত্মা এবং অন্যের মতে বিজ্ঞানই আত্মা। এ সকল উল্লেখ করিয়া।

ক্ষয়া সর্ব্বান্তরং মুখ্যমানন্দময়মাত্মানমুপদিদেশেতি শ্লিষ্টতরম্। যথাহরুন্ধতীনিদর্শনে বহ্বীষপি তারাস্বমুখ্যাস্বরুন্ধতীষু দর্শিতাসু যাহন্ত্যা প্রদর্শ্যতে সা মুখ্যৈবারুন্ধতী ভবতি, এবমিহাপ্যানন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বান্মুখ্যমাত্মত্বম্। যত্তু ক্রমে প্রিয়াদীনাং শিরস্ত্বাদিকল্পনানুপপন্না মুখ্যস্যাত্মন ইতি, অতী-

---

অপি চ মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরুপেয়োপায়ভূতয়োঃ সম্প্রতিপত্তেরত্রৈবানন্দময়পদার্থঃ। মন্ত্রে হি পুনঃপুনরন্তোহন্তর আত্মেতি পরব্রহ্মণ্যান্তরত্বশ্রবণাত্তস্যৈব

পূর্ব্বক, মূষানিক্ষিপ্ত (১) দ্রুত তাম্রাদি প্রতিমা দৃষ্টান্তে সে সকল আত্মার আপেক্ষিক অন্তরত্ব বুঝাইয়া দিয়া সর্ব্বশেষে মুখ্য আনন্দময় আত্মার উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ ক্রম (২) মূঢ়বুদ্ধি লোককে বুঝাইবার ও সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার সহজ উপায়। [যথা...আত্মত্বম্] যেমন অরুন্ধতী প্রদর্শনে অর্থাৎ অরুন্ধতী প্রদর্শনকালে, অরুন্ধতী নহে এরূপ বহুতারাকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইয়া সর্ব্বশেষে যাহাকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখান হয়, তাহাই যেমন মুখ্য বা যথার্থ অরুন্ধতী; তদ্রূপ, এখানেও অন্নময়াদি অনাত্মচতুষ্টয়কে অন্তরাত্মা বলিয়া শেষে যাহাকে সর্ব্বান্তর বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে তাহাই যথার্থ বা মুখ্য আত্মা হইবে, পূর্ব্বোক্ত আত্মা সকল অনাত্মা বা অমুখ্য আত্মা হইবে। (৩) [যত্তু...এবাত্মা] আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, আনন্দময়কে মুখ্য আত্মা বলিতে গেলে প্রিয়াদি অবয়ব ও শারীরত্ব কল্পনা স্থান প্রাপ্ত হয় না, সে কথার প্রত্যুত্তর এই যে, আনন্দময় বস্তুতঃ অশরীর;

---

(১) মূষা=ছাঁচ। দ্রুত=গলিত। তামা গলাইয়া ছাঁচে ঢালিলে তাহা দেখিতে ছাঁচের মতই হয়। উক্ত দৃষ্টান্তে দেহব্যাপী প্রাণ দেহের মত এবং প্রাণব্যাপী মন প্রাণের মত, ইহা আপাত ভাবে প্রতীত হয়, কিন্তু বিচারিত ভাবে তাহা অন্যথা হইয়া যায়।

(২) অর্থাৎ দেহ অপেক্ষা প্রাণের অন্তরতা, প্রাণ অপেক্ষা মনের অন্তরতা এবং মন অপেক্ষা বিজ্ঞানের অন্তরতা (অভ্যন্তর বর্ত্তিত্ব), এতদ্রূপ ক্রম।

(৩) সপ্তর্ষি মণ্ডলের (সাতভেয়ে তারার) অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম অরুন্ধতী নক্ষত্র আছে। বিবাহকালে তাহা নববধূকে দেখাইতে হয়। চক্ষু তাহাতে সহজে সন্নিকৃষ্ট হয় না বলিয়া প্রথমে তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থূল তারা দেখান হয়, পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতারা, সর্ব্বশেষে প্রকৃত অরুন্ধতীতে গিয়া দৃষ্টি পড়ে। এরূপ ক্রম অবলম্বন ব্যতীত একবারে অরুন্ধতী দেখিবার ও দেখাইবার উপায় নাই। এখানেও সেইরূপ স্থূলক্রম অবলম্বন ব্যতীত একবারে মুখ্য আত্মা জানিবার উপায় নাই।

তানন্তরোপাধিজনিতা সা ন স্বাভাবিকীত্যদোষঃ। শারীরত্ব-মপ্যানন্দময়স্যান্নময়াদিশরীরপরম্পরয়া প্রদর্শ্যমানত্বাৎ ন পুনঃ সাক্ষাদেব শারীরত্বং সংসারিবৎ। তস্মাদানন্দময়ঃ পর এবাত্মা ॥ ১২ ॥

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥ *

অত্রাহ নানন্দময়ঃ পর আত্মা ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ। বিকারশব্দাৎ। প্রকৃতিবচনাদয়মন্যঃ শব্দোবিকারবচনঃ সমধিগতঃ,আনন্দময় ইতি ময়টোবিকারার্থত্বাৎ। তস্মাৎ অন্ন-

---

চান্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইতি ব্রাহ্মণে প্রত্যভিজ্ঞানাৎ পরব্রহ্মৈবানন্দময়-মিত্যাহ সূত্রকারঃ।

'তৎপ্রকৃতবচনে ময়ড়িতি' তদিতি প্রথমাসমর্থাৎ শব্দাৎ প্রাচুর্য্য-বিশিষ্টস্য প্রস্তুতস্য বচনেঽভিধানে ময়ট্ প্রত্যয়ো ভবতীতি সূত্রার্থঃ। অত্র

সুতরাং তাঁহার মস্তকাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানময় কোষরূপ উপাধির দ্বারা কল্পিত, স্বাভাবিক বা বাস্তবিক নহে; সুতরাং ঐরূপ উক্তি দোষাবহ নহে। তাঁহাকে যে শারীর বলা হইয়াছে, তাহা অন্নময়াদিশরীরপরম্পরা দ্বারা জ্ঞেয় বলিয়াই বলা হইয়াছে অর্থাৎ শরীরপরম্পরায় জানা যায় বলিয়াই তিনি শারীর (বিজ্ঞান-শরীরের আত্মা) কিন্তু সংসারী জীব যেরূপ শারীর, তিনি সেরূপ শারীর নহেন। বিচারের ও সিদ্ধান্তের উপসংহার এই যে, ঐ ঐ কারণে তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে।

কথিত সিদ্ধান্তে কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, আনন্দ-ময় শব্দ পরমাত্মবোধক হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, আনন্দময় শব্দ বিকারবাচী ময়ট্প্রত্যয়নিষ্পন্ন। ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ বিকার, তৎসম্বন্ধ থাকায় আনন্দময় শব্দ কোন এক সবিকার পদার্থের বোধক। প্রকৃত বা নির্ব্বিকার ব্রহ্মবোধক নহে। অতএব, ঐ আনন্দময় শব্দ অন্নময়াদি শব্দের

---

* বিকারার্থকময়ট্প্রত্যয়ান্তত্বাৎ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা ন ইতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? প্রাচুর্য্যাৎ ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বাৎ। প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়ট্ ভবতীতি যাবৎ।—"আনন্দময়" শব্দ বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন বলিয়া পরমাত্মার বোধক নহে, এরূপ বলা যায় না। হেতু এই যে, প্রচুর অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান আছে। (এটি আশঙ্কা সূত্র)।

ময়াদিশব্দবদ্বিকারবিষয় এবায়মানন্দময়শব্দ ইতি চেৎ, ন, প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ স্মরণাৎ। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ড়িতি প্রচুরতায়ামপি হি ময়ট্ স্মর্য্যতে। যথান্নময়োযজ্ঞ ইত্যন্ন-প্রচুর উচ্যতে এবমানন্দপ্রচুরং ব্রহ্মানন্দময়মুচ্যতে। আনন্দ-প্রচুরত্বঞ্চ ব্রহ্মণো মনুষ্যত্বাদারভ্যোত্তরস্মিন্নুত্তরস্মিন্ স্থানে শতগুণ আনন্দ ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মানন্দস্য নিরতিশয়ত্বাবধারণাৎ। তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ॥ ১৩॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ *

বচনগ্রহণাৎ প্রকৃতস্য প্রাচুর্য্যবৈশিষ্ট্যসিদ্ধিঃ। তাদৃশস্থ লোকে ময়টোঽভিধানাৎ। যথা অন্নময়োযজ্ঞ ইতি। অত্র হি অন্নং প্রচুরমস্মিন্নিত্যন্নশব্দঃ প্রথমাবিভক্তিশক্তঃ। তস্মান্ময়ট্। যজ্ঞস্থ প্রকৃত্যার্থত্বাৎ ন প্রাচুর্য্যবাচি দৃশ্যতে ন শুদ্ধপ্রকৃতবচন ইতি ধ্যেয়ম্। [ইতি রত্নপ্রভা টীকা]

ন্যায় সবিকার জীবাত্মার বোধক হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [ন...স্মরণাৎ] এতদ্রূপ আশঙ্কা বাক্যের প্রতিবাদ এই যে, ময়ট প্রত্যয় দেখিয়া ঐরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কেন না, প্রাচুর্য্য অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। [তৎ...স্মর্য্যতে] পাণিনি মুনি "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" এই সূত্রে তৎপ্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট প্রত্যয় হওয়া স্মরণ করিয়াছেন। (১) [যথা... উচ্যতে] লোকে যেমন অন্নপ্রচুর যজ্ঞকে অন্নময় বলে, তদ্রূপ শ্রুতিও আনন্দপ্রচুর ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়াছেন। [আনন্দ...ধারণাৎ] ব্রহ্ম আনন্দপ্রচুর, এ তত্ত্ব শ্রুতির দ্বারাই নির্ণীত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, মনুষ্যা-নন্দ অপেক্ষা গন্ধর্ব্বানন্দ শতগুণ অধিক। শ্রুতি ঐরূপে পর পর অধিক আনন্দ উপদেশ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয়ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। [তস্মাৎ···ময়ট্] অতএব, কথিতবিধ শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে ইহাই নির্ণীত হইবে, আনন্দময় শব্দস্থ ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থক নহে, প্রাচুর্য্যার্থক।

* তস্য আনন্দস্য হেতুঃ কারণং তস্য ব্যপদেশোনির্দ্দেশস্তস্মাৎ। শ্রুত্যা ব্রহ্মণ এব আনন্দহেতুত্বকথনাৎ আনন্দময় ইত্যত্র প্রাচুর্য্যার্থ এব ময়ট।—ব্রহ্মই আনন্দের মূল, এতদ্রূপ উপদেশ থাকায় আনন্দময়শব্দস্থ ময়ট প্রত্যয়ের প্রচুরার্থতা সিদ্ধ হয়, বিকারার্থ থাকে না।

(১) পাণিনি নিজে নূতন বলেন নাই। বৈদিক উপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং স্মরণ করিয়াছেন, এইরূপ বলা হইল। বস্তুতঃ পাণিনিসূত্রও স্মৃতিমধ্যে গণ্য।

ইতশ্চ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ যস্মাদানন্দহেতুত্বং ব্রহ্মণোব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, এষ হ্যেবানন্দয়াতীতি। আনন্দয়তীত্যর্থঃ। যোহন্যানানন্দয়তি স প্রচুরানন্দ ইতি প্রসিদ্ধং ভবতি। যথা লোকে যোহন্যেষাং ধনিকত্বমাপাদয়তি স প্রচুরধন ইতি গম্যতে তদ্বৎ। তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ সম্ভবাদানন্দময়ঃ পরএব আত্মা ॥ ১৪ ॥

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥ *

ইতশ্চানন্দময়ঃ পর এবাত্মা যস্মাদ্ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যুপক্রম্য, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, ইত্যস্মিন্মন্ত্রে যদ্ব্রহ্ম প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তবিশেষণৈর্নির্দ্ধারিতং, যস্মাদাকাশাদি-

---

সূত্রস্থ-চ-শব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থ ইতি মত্বা ব্যাচষ্টে—"ইতশ্চ" ইতি। তচ্চানুক্তং ব্রহ্মানন্দস্য নিরতিশয়ত্বাবধারণং পূর্ব্বমুক্তম্। [ইতি রত্নপ্রভা]

মান্ত্রবর্ণিকমেব পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেঽপ্যানন্দময় ইতি গীয়ত ইতি।

যে হেতু শ্রুতি ব্রহ্মকেই আনন্দের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই হেতু আনন্দময়ের ময়ট প্রচুরার্থক, বিকারার্থক নহে। [শ্রুতি… তদ্বৎ] শ্রুতি যথা—"এই ব্রহ্মই আনন্দ দান করিতেছেন বা আনন্দিত করিতেছেন।" যিনি অন্যকে আনন্দ দান করেন, তিনি যে প্রচুরানন্দ, তাহা বলা বাহুল্য। অর্থাৎ তাহা প্রসিদ্ধ বা সর্ব্বলোকবিদিত। যে ব্যক্তি অন্যকে ধনী করে, সে প্রচুরধনশালী, এ তত্ত্ব যেমন সহজ বোধ্য; যে আনন্দ দান করে, সে প্রচুরানন্দ, এতত্ত্বও তদ্রূপ সহজবোধ্য। [তস্মাৎ… আত্মা] অতএব, প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট প্রত্যয়ের অধিক সম্ভাবনা থাকায় আনন্দময় শব্দ পরমাত্মারই বোধক, গৌণাত্মার (জীবের) বোধক নহে।

আনন্দময় পরমাত্মা, এ সম্বন্ধে অন্য হেতুও আছে। শ্রুতি "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন," এইরূপ বলিয়া "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত।" এইরূপ মন্ত্রবাক্য বলিয়াছেন। এইমন্ত্রে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্রহ্মই

---

* "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে যৎ ব্রহ্ম প্রকৃতং অভিহিতং তদেবানন্দময়বাক্যে [illegible]তে অভিধীয়তে।—মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই ঐ আনন্দময় [illegible] গীত হইয়াছেন। সুতরাং আনন্দময় পূর্ব্বপ্রকৃত পরব্রহ্ম।

ক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যজায়ন্ত, যচ্চ ভূতানি সৃষ্ট্বা তান্যনুপ্রবিশ্য গুহায়ামবস্থিতং সর্ব্বান্তরং, যস্য বিজ্ঞানায়া-ঽন্যোঽন্তর আত্মেতি প্রক্রান্তং, তন্মান্ত্রবর্ণিকমেব ব্রহ্মেহ গীয়তে যোঽন্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইতি। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োশ্চৈ-কার্থত্বং যুক্তং অবিরোধাৎ। অন্যথা হি প্রকৃতহানাপ্রকৃত-প্রক্রিয়ে স্যাতাম্। ন চান্নময়াদিভ্য ইবানন্দময়াদন্যোঽন্তর আত্মাঽভিধীয়তে, এতন্নিষ্ঠৈব চ, সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা,

---

অপি চানন্দময়ং প্রকৃত্য শরীরাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ স্রষ্টৃত্বশ্রবণাৎ বহু

সত্যাদি বিশেষণের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছেন। যে ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি-ক্রমে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ জন্মিয়াছে, যে ব্রহ্ম জীব সৃষ্টি করিয়া সে সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট ও তাহাদের বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, যাঁহাকে জানিবার জন্য বা জানাইবার জন্য "আত্মা অন্নময়াদির অন্তরে ও অন্নময়াদি হইতে ভিন্ন" এতদ্রূপ বাক্য বলা হইয়াছে, সেই মান্ত্রবর্ণিক (মন্ত্রোক্ত) ব্রহ্মই এই আনন্দময়ঘটিত ব্রাহ্মণবাক্যে গীত (অভিহিত) হইয়া-ছেন। [মন্ত্র...স্যাতাং] মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ. এ দুয়ের একার্থতা বা একপ্রতি-পাদকতা থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। মন্ত্রের ও ব্রাহ্মণের অর্থসাম্য থাকিলেই অবিরোধ (বিরোধ ভঞ্জন) হইতে পারে। তাহার অন্যথা হইলে প্রকৃত হান ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া দোষ হয়, বিরোধ ভঞ্জন হয় না। (১) [নচান্ন... আত্মা] মন্ত্রার্থানুবাদী ব্রাহ্মণ অন্নময় হইতে প্রাণময় ভিন্ন, প্রাণময় হইতে মনোময় ভিন্ন, মনোময় হইতে বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় ভিন্ন বলিয়াছেন, কিন্তু আনন্দময়ের অভ্যন্তরে বা মধ্যে অন্য কোন আত্মা থাকার কথা বলেন নাই। প্রত্যুত এই আনন্দময় আত্মাতেই

---

(১) মন্ত্র=সূত্রভূত বা শ্লোকাত্মক বেদ। ব্রাহ্মণ=ব্যাখ্যাত্মক বেদ। মন্ত্র যাহা বলে, ব্রাহ্মণ তাহার অর্থ বা তাৎপর্য্য বিস্তার করে। এজন্য মন্ত্রের ও ব্রাহ্মণের অর্থ বা প্রতিপাদ্য অভিন্ন। ভিন্ন হওয়া দোষ। সে দোষের নাম প্রকৃতহান ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া। মন্ত্র যাহা প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত, ব্রাহ্মণ তাহা প্রতিপাদন করিল না, প্রত্যুত হানি করিল, সুতরাং তাহা দোষ। ব্রাহ্মণ মন্ত্রার্থ বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত, কিন্তু তাহা করিল না, অন্য কিছু বলিল সুতরাং তাহাও দোষ। দুই জনে এক পথে যাইবার প্রতিজ্ঞায় যদি দুই জনে দুই পথে যায়, তাহা হইলে দুই জনেরই দোষ, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাদিতি। তস্মাদানন্দময়ঃ পর-এবাত্মা ॥ ১৫ ॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

ইতশ্চানন্দময়ঃ পর এবাত্মা নেতরঃ। ইতর ঈশ্বরাদন্যঃ সংসারী জীব ইত্যর্থঃ। ন জীব আনন্দময়শব্দেনাভিধীয়তে। কস্মাৎ। অনুপপত্তেঃ। আনন্দময়ং হি প্রকৃত্য শ্রূয়তে, সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চেতি। তত্র প্রাক্ শরীরাদ্যুৎপত্তেরভিধ্যানং সৃজ্যমানানাং বিকারাণাং স্রষ্টু-

স্থামিতি চ সৃজ্যমানানাং স্রষ্টুরানন্দময়াদভেদশ্রবণাদানন্দময়ঃ পর এবেত্যাহ সূত্রম্।

নেতরো জীব আনন্দময়ঃ তস্যানুপপত্তেরিতি ॥

আত্মজিজ্ঞাসার সমাপ্তি করিয়া বলিয়াছেন, "ইহাই বরুণপ্রোক্ত ও ভৃগুবিজ্ঞাত বিদ্যা।" এই সকল কারণে ঐ আনন্দময় পরমাত্মা, জীব নহে।

আনন্দময় পরমাত্মা। জীব নহে। শ্রুতি ঈশ্বরভিন্ন সংসারী জীবকে আনন্দময়-শব্দে বলেন নাই। তৎপ্রতি হেতু এই যে, প্রোক্ত আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না। যথা, শ্রুতি আনন্দময় ব্রহ্মের উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি কামনা করিলেন, ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব। পরে তিনি তপস্যা করিলেন, আলোচনা করিলেন। আলোচনার পর তিনি এই সমস্ত সৃজন করিলেন।" এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, সৃষ্টির পূর্ব্বে বা শরীরাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে অভিধ্যান করা, আলোচনা করা, এবং স্রষ্টার অব্যতিরেকে সৃষ্টি হওয়া বা সৃষ্টি করা, এ সকল ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থে (জীবে) সম্ভব হয় না। অর্থাৎ হইতেই পারে না।

* ইতরো জীবো ন। কস্মাৎ? অনুপপত্তেঃ। জীবত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ।—ঐ আনন্দময় পরব্রহ্ম। জীব নহে। কেন না, আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না।—(ভাষ্যানুবাদ দেখ, অনুপপত্তি দেখিতে পাইবে)

রব্যতিরেকঃ সর্ব্ববিকারসৃষ্টিশ্চ ন পরস্মাদাত্মনোঽন্যত্রোপপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥ *

ইতশ্চ নানন্দময়ঃ সংসারী যস্মাদানন্দময়াধিকারে, রসোবৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি, ইতি জীবানন্দময়ৌ ভেদেন ব্যপদিশতি। ন হি লব্ধৈব লব্ধব্যোভবতি। কথং তর্হ্যাত্মাঽন্বেষ্টব্যঃ, আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে, ইতি চ শ্রুতিস্মৃতী, যাবতা ন লব্ধৈব লব্ধব্যোভবতীত্যুক্তম্।

রসঃ সারো হ্যয়মানন্দময় আত্মা রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি। সোঽয়ং জীবাত্মনোলব্ধৃভাব আনন্দময়স্য চ লভ্যতা নাভেদ উপপদ্যতে। তস্মাদানন্দময়স্য জীবাত্মনোভেদে পরব্রহ্মত্বং সিদ্ধং ভবতি। চোদয়তি।—"কথং তর্হি"। যদি লব্ধা ন লব্ধব্যঃ কথং তর্হি পরমাত্মনোবস্তুতোঽভিন্নেন

ঐ আনন্দময় সংসারী বা জীব নহে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শ্রুতি আনন্দময়কে অধিকার করিয়া, উপদেশ করিয়া, "তিনিই রস এবং ইনি সেই রস লাভ করিয়া আনন্দিত হন" (১) এইরূপে জীব ও আনন্দময় এ উভয়ের ভেদভাব বা ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। জীব লব্ধা, আনন্দময় তাঁহার লব্ধব্য। যে লব্ধা, সে লব্ধব্য নহে। যে লব্ধব্য, সে লব্ধা (২) হইতে ভিন্ন, ইহা সহজ বোধ্য। [কথং...ত্যুক্তং বলিতে পার যে, যদি লব্ধা ও লব্ধব্য ভিন্নই হয়, তবে, "আত্মা অন্বেষণ কর, জ্ঞান গোচর কর" "আত্মলাভের পর কিছু নাই" ইত্যাদিবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি কি প্রকারে সংগত হইবে? ঐ সকল শ্রুতি স্মৃতি কি লব্ধাকেই (জীবকেই) নিজের পরমাত্মভাব লাভ করিতে বা

ভেদেন জীবানন্দেন ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাৎ চ অপি পরব্রহ্মৈবানন্দময় [illegible] এবম।—যেহেতু শ্রুতি আনন্দময়কে জীবপ্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই হেতু আনন্দময় জীব নহে ব্রহ্ম।

( ) তিনি অর্থাৎ আনন্দময়। রস অর্থাৎ সার বা উৎকৃষ্ট আত্মা। ইনি অর্থাৎ এই জীব। আনন্দিত [illegible] হন

(২) [illegible]

বাঢ়ং, তথাপ্যাত্মনোঽপ্রচ্যুতাত্মভাবস্যৈব সতস্তত্ত্বাঽনববোধ-নিমিত্তোদেহাদিষ্বনাত্মস্বাত্মত্বনিশ্চয়োলৌকিকোদৃষ্টঃ। তেন দেহাদিভূতস্যাত্মনোপ্যাত্মা অনন্বিষ্টোঽন্বেষ্টব্যোঽলব্ধোলব্ধ-ব্যোঽশ্রুতঃ শ্রোতব্যোঽমতোমন্তব্যোঽবিজ্ঞাতোবিজ্ঞাতব্য

জীবাত্মনা পরমাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ। পরিহরতি।-"বাঢ়ং তথাপি"। সত্যং পরমার্থতোঽভেদেঽপ্যবিদ্যারোপিতং ভেদমুপাশ্রিত্য লব্ধৃলব্ধব্যভাব উপপদ্যতে। জীবো হ্যবিদ্যয়া পরব্রহ্মণো ভিন্নোদর্শিতো ন তু জীবাদপি। তথা চানন্দময়শ্চেজ্জীবো ন জীবস্যাবিদ্যয়াপি স্বতোভেদো দর্শিত ইতি ন চ লব্ধৃলব্ধব্যভাব ইত্যর্থঃ। ভেদাভেদৌ চ ন জীবপরব্রহ্মণোরিত্যুক্তমধস্তাৎ। স্যাদেতৎ। যথা পরমেশ্বরাদ্ভিন্নোজীবাত্মা দ্রষ্টা ন ভবত্যেবং জীবাত্মনোঽপি

সাক্ষাৎকার করিতে বলিতেছে? [বাঢ়ং] স্বীকার করিলাম,—যাহা বলিলে তাহা সত্য বলিয়া মানিলাম, পরন্তু উহার সঙ্গতি এইরূপ।—[তথাপি...উপ-পদ্যতে] লব্ধা ও লব্ধব্য অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও অভিন্ন হইলেও লোকে আত্মার বা আপনার যথার্থ অপ্রচ্যুতস্বরূপ জানে না। আমি কি ও কিংস্বরূপ তাহা জানা না থাকাতেই লোক অনাত্ম-দেহা-দিতে আত্মজ্ঞান স্থাপন বা অহংজ্ঞান করিতেছে। দেহপ্রভৃতিকেই আমি বা আত্মা বলিয়া জানিতেছে। ঈদৃশ অজ্ঞানকল্পিত ভেদ বা ভিন্নতা অনুবাদ পূর্ব্বক তাহারই অনারোপিতরূপ পরমাত্মা এবং তাহাই অন্বেষ্টব্য, লব্ধব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও বিজ্ঞাতব্য, এতদ্রূপ ভেদব্যপদেশ বা ভেদ-উক্তি অবশ্য উপপন্ন হইতে পারে (১)। ফলিতার্থ এই যে, আরোপিত ভেদ লইয়াই লব্ধৃ-লব্ধব্য ভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। অপিচ, জীব অবিদ্যা থাকাতেই পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াছেন; কিন্তু পরব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন হন নাই। অতএব, আনন্দময় যদি জীব হন, তাহা হইলে তিনি লব্ধাই হন, লব্ধব্য হন না। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দময় লব্ধব্য, জীব তাহার লব্ধা। সুতরাং

(১) অন্বেষ্টব্য=আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, এতদ্রূপে অনুসন্ধান করা। লব্ধব্য=বিবেক জ্ঞান উৎপাদনপূর্ব্বক তাহা প্রত্যক্ষ করা। শ্রোতব্য=সাক্ষাৎকারের উপায়ীভূত শাস্ত্রবাক্যাদি শ্রবণ করা। মন্তব্য=সংশয়াদি নিবারক বিচারের বিষয় করা। বিজ্ঞাতব্য=নিদিধ্যাসন বা সাক্ষাৎকারসাধক মনোবৃত্তির গোচর করা। অবিদ্যা যদি ভেদবিভ্রম না জন্মাইত, আত্মার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন না করিত, অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি না জন্মাইত, তাহা হইলে লব্ধৃলব্ধব্য-ভাব থাকিত না ও হইত না এবং শ্রবণ মননাদিও আবশ্যক হইত না।

ইত্যাদিভেদব্যপদেশ উপপদ্যতে। প্রতিষিধ্যত এব তু পরমার্থতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ পরমেশ্বরাদন্যোদ্রষ্টা শ্রোতা বা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদিনা। পরমেশ্বরস্ত্ববিদ্যাকল্পিতাচ্ছারীরাৎ কর্ত্তুর্ভোক্তুর্ব্বিজ্ঞানাত্মাখ্যাদন্যঃ, যথা মায়াবিনশ্চর্ম্মখড়্গধরাৎ সূত্রেণাকাশমধিরোহতঃ স এব মায়াবী পরমার্থরূপোভূমিষ্ঠোঽন্যঃ, যথা বা ঘটাকাশাদুপাধিপরিচ্ছিন্নাদনুপাধিপরিচ্ছিন্ন আকাশোঽন্যঃ। ঈদৃশঞ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মভেদমাশ্রিত্য নেতরোঽনুপপত্তেঃ, ভেদব্যপদেশাচ্চেত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥ *

দ্রষ্টুর্ন ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি জীবস্যানির্ব্বাচ্যত্বে পরমেশ্বরোপ্যনির্ব্বাচ্যঃ স্যাৎ। তথা চ ন বস্তু সন্নিত্যত আহ।—"পরমেশ্বরস্ত্ববিদ্যাকল্পিতাৎ" ইতি। রজতং হি সমারোপিতং ন শুক্তিতোভিদ্যতে। ন হি তৎ ভেদেনাভেদেন বা শক্যং নির্ব্বক্তুম্। শুক্তিস্তু পরমার্থসতী নির্ব্বচনীয়াঽনির্ব্বচনীয়াদ্রজতাদ্ভিদ্যত এব। অত্রৈব স্বরূপমাত্রং দৃষ্টান্তমাহ।—"যথা মায়াবিন" ইতি। এতদপরিতোষেণাত্যন্তসরূপং দৃষ্টান্তমাহ।—"যথা বা ঘটাকাশাৎ" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥

আনন্দময়কে জীব বলিলে লব্ধ, লব্ধব্যভাব ভঙ্গ হয়। [প্রতি...দিনা] শ্রুতি "ইহাঁ হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদিবিধ বাক্যের দ্বারা পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা থাকা ও জীবের বাস্তবত্বনিষেধ করিয়াছেন। [পরমে···আকাশোঽন্যঃ] যেমন খড়্গাচর্ম্মধারী সূত্রমাত্র অবলম্বনে আকাশারোহণকারী মায়াপুরুষ হইতে ভূতলস্থ সত্যরূপ মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) পুরুষ ভিন্ন, অথবা যেমন উপাধিপরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ হইতে অপরিচ্ছিন্ন আকাশ ভিন্ন, সেইরূপ, পরমেশ্বরও অবিদ্যাকল্পিত কর্ত্তা ভোক্তা বিজ্ঞানাত্মা জীব হইতে ভিন্ন। [ঈদৃশ... ত্যুক্তম্] এইরূপ ভেদ অনুসরণ করিয়াই ১২। ১৩ সূত্র অভিহিত হইয়াছে।

* কামাৎ চ কাময়িতৃত্বনির্দ্দেশাদপি (জগৎকারণস্যেতি যোজ্যং)। অনুমানস্য অনুমানগম্যপ্রধানস্য অপেক্ষা ন নাস্তীত্যর্থঃ।—শ্রুতিতে জগৎকারণের কাময়িতৃত্ব (ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব) নির্দ্দেশ থাকায় অনুমানগম্য প্রধানকে আনন্দময় ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলার কিছুই বলিবার উপায় নাই।

আনন্দময়াধিকারে চ, সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি কাময়িতৃত্বনির্দ্দেশান্নানুমানিকমপি সাঙ্খ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানমানন্দময়ত্বেন কারণত্বেন চাপেক্ষিতব্যম্। ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি নিরাকৃতমপি প্রধানং পূর্ব্বসূত্রোদাহৃতাং কাময়িতৃত্বশ্রুতিমাশ্রিত্য প্রসঙ্গাৎ পুনর্নিরাক্রিয়তে গতিসামান্যপ্রপঞ্চনায় ॥ ১৮ ॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥*

ইতশ্চ ন প্রধানে জীবে বা আনন্দময়শব্দঃ, যস্মাদস্মিন্নানন্দময়ে প্রকৃতে আত্মনি প্রতিবুদ্ধস্যাঽস্য জীবস্য তদ্‌যোগং শাস্তি। তদাত্মনা যোগস্তদ্যোগস্তদ্ভাবাপত্তির্মুক্তিরিত্যর্থঃ। তদ্‌যোগং শাস্তি শাস্ত্রং, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং

অনুমানগম্যমানুমানিকম্। পুনরুক্তিমাশঙ্ক্যাহ "ঈক্ষতে"রিতি ॥

আনন্দময় অধিকারে "তিনি (আনন্দময়) কামনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব," এতদ্রূপ উল্লেখ থাকায় সাংখ্যকল্পিত প্রধানের আনন্দময়ত্ব ও জগৎকারণত্ব উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে। (কেন না, অচেতনের কামনা ও আনন্দ উভয়ই অসম্ভব)। প্রধানের জগৎকারণতা ৫ম সূত্রে নিরাকৃত হইলেও গতিসামান্যতা দেখাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে পুনরুল্লেখ করা হইল। ১৮

এ হেতুতেও আনন্দময় শব্দে জীব অথবা প্রকৃতি উপদিষ্ট হয় নাই। যে হেতু শ্রুতি, "আনন্দময় আত্মায় প্রতিবুদ্ধ হইলে অর্থাৎ আনন্দময় আত্মা স্বীয়-অভেদে সাক্ষাৎকৃত হইলে জীব আনন্দময় হয়।" বলিয়া-

* অস্মিন্ আনন্দময়বিষয়ে অস্য প্রবোধবতোজীবস্য তদ্যোগং তদাত্মনা যোগং তদ্ভাবাপত্তিং ব্রহ্মভাবাপত্তিং মোক্ষমিতিযাবৎ। শাস্তি উপদিশতি শ্রুতিরিতি শেষঃ।—যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, আনন্দময় আত্মা জানিলে জীবের আনন্দময়ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ হয়, সেই হেতু ঐ আনন্দময় জীব নহে, প্রধানও নহে।

গতোভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি। এতদুক্তং ভবতি। যদৈতস্মিন্নানন্দময়েঽল্পমপ্যন্তরমতাদাত্ম্যরূপং পশ্যতি তদা সংসারভয়ান্ন নিবর্ত্ততে যদা ত্বেতস্মিন্নানন্দময়ে নিরন্তরং তাদাত্ম্যেন প্রতিতিষ্ঠতি তদা সংসারভয়ান্নিবর্ত্তত ইতি। তচ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে ন প্রধানপরিগ্রহে জীবপরিগ্রহে বা। তস্মাদানন্দময়ঃ পরমাত্মেতি স্থিতম্।

ইদন্ত্বিহ বক্তব্যং, স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়স্তস্মাদন্যোঽন্তর

স্বমতপরিগ্রহার্থমেকদেশিমতং দূষয়তি।—"ইদং ত্বিহ বক্তব্য"মিতি। এষ তাবদুৎসর্গোষৎ—

ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ব্রহ্মশব্দাৎ প্রতীয়তে।
বিশুদ্ধং ব্রহ্ম বিকৃতং ত্বানন্দময়শব্দতঃ॥

তত্র কিং পুচ্ছপদসমভিব্যাহারাদন্নময়াদিষু চাস্যাবয়বপরত্বেন প্রয়োগাদি-

ছেন। যথা—[যদা...ভবতীতি] "এই জীব যখন অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত ও অনিলয় ব্রহ্ম বস্তুতে অভয় (১) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে অভয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। জীব যখন আপনাতে অত্যল্প ভেদ জ্ঞান উত্থাপিত করে—ভেদ দর্শন করে—তখন তাহার ভয় হয় অর্থাৎ ভেদজ্ঞানজনিত সংসারিত্ব উপস্থিত হয়।" [এতদুক্তং...স্থিতম্] এই শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন, জানাইতেছেন যে, আনন্দময় আত্মায় অত্যল্প ভেদজ্ঞান থাকিতে সংসারভয় যায় না, কিন্তু তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ তিনি অভেদজ্ঞানের বিষয় হইলে তখন আর সংসার থাকে না, মোক্ষ হয়। আনন্দময় যদি জীব অথবা প্রকৃতি হন, তাহা হইলে তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্তিতে সংসারভয়নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব আনন্দময়কে পরমাত্মা বলিলেই উক্তবিধ সংসারনিবৃত্তিরূপ শ্রুত্যর্থ সঙ্গত হয়, জীব বা প্রকৃতি বলিলে হয় না। [ইদং...প্রতীয়ত ইতি] এ স্থলে এরূপ বলিতে পার যে,

(১) অদৃশ্য=স্থূলপ্রকাতীত। অনাত্ম্য=অশরীর। অনিরুক্ত=বাক্যের অগোচর। অনিলয়=মায়াতীত। অভয়=অভয়ব্রহ্মভাব। প্রতিষ্ঠা=তদ্বিষয়ক উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিপ্রাপ্তি অথবা তদ্রূপে অবস্থিতি।

আত্মা মনোময়স্তস্মাদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময় ইতি চ বিকারার্থে ময়ট্‌প্রবাহে সতি আনন্দময় এবাঽকস্মাদর্দ্ধজরতীয়ন্যায়েন কথমিব ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বং ব্রহ্মবিষয়ত্বং বা আশ্রীয়ত ইতি। মান্ত্রবর্ণিকব্রহ্মাধিকারাদিতি চেৎ, অন্নময়াদীনামপি তর্হি ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গঃ। অত্রাহ যুক্তমন্নময়াদীনামব্রহ্মত্বম্। তস্মাত্তস্মাদন্তরস্যান্তরস্যান্যস্যান্যস্যাত্মন

হাপ্যবয়বপরত্বাৎ পুচ্ছপদস্য তৎসমানাধিকরণং ব্রহ্মপদমপি স্বার্থত্যাগেন কথঞ্চিদবয়বপরং ব্যাখ্যায়তাম্, আনন্দময়পদঞ্চান্নময়াদিবিকারবাচিপ্রায়পঠিতং বিকারবাচি বা কথঞ্চিৎপ্রচুরানন্দবাচি বা ব্রহ্মণ্যপ্রসিদ্ধং কয়া চিৎবৃত্ত্যা ব্রহ্মণি ব্যাখ্যায়তাম্, আনন্দপদাভ্যাসেন চ জ্যোতিষ্পদেনেব জ্যোতিষ্টোম আনন্দময়োলক্ষ্যতাম্, উতানন্দময়পদং বিকারার্থমস্তু, ব্রহ্মপদঞ্চ ব্রহ্মণ্যেব স্বার্থেঽস্তু, আনন্দপদাভ্যাসশ্চ স্বার্থে, পুচ্ছপদমাত্রমবয়বপ্রায়লিখিতমধিকরণপরতয়া ব্যাক্রিয়তামিতি কৃতবুদ্ধয় এব বিদাঙ্কুর্ব্বন্তু। তত্র—

প্রায়পাঠপরিত্যাগোমুখ্যাত্রিতয়লঙ্ঘনম্।
পূর্ব্বস্মিন্নুত্তরে পক্ষে প্রায়পাঠস্য বাধনম্॥

"অন্নময় আত্মা হইতে প্রাণময় অন্তরাত্মা ভিন্ন, প্রাণময় আত্মা হইতে মনোময় অন্তরাত্মা ভিন্ন, মনোময় হইতে বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় ভিন্ন ও অন্তর্ব্বর্ত্তী, এতদ্রূপক্রমে পরিপঠিত শ্রুতিতে সমুদায় ময়ট প্রত্যয়ের অর্থ বিকার, কেবল আনন্দময়শব্দস্থ ময়ট প্রত্যয়ের অর্থ প্রাচুর্য্য, এরূপ অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় (১) স্বীকার কর কেন? আশ্রয় কর কেন? [মান্ত্র...প্রসঙ্গঃ] যদি বল, "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, তদধিকারে পঠিত বলিয়া ঐরূপ অর্থ স্বীকার করি, অর্থাৎ আনন্দময়ের ব্রহ্মার্থতা ও তত্রস্থ ময়ট প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থতা অঙ্গীকার করি, ইহাতে আমরা বলিব, তাহা অসঙ্গত। ঐরূপ বলিলে অন্নময়াদি আত্মাকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। [অত্রাহ...অব্রহ্মত্বম্] এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, অন্নময়াদি আত্মার অব্রহ্মতা যুক্তিসিদ্ধ। কেন? তাহা বিবেচনা কর। [তস্মা...দিতি] শ্রুতি অন্নময়ের অন্তরে প্রাণময়,

(১) সকল অঙ্গ জরাজীর্ণ—বৃদ্ধ—কেবল মুখখানি মাত্র যুবা ও কমনীয়, ইহা যেমন হয় না, তদ্রূপ, এক প্রবাহে বা এক প্রক্রমে পরিপঠিত ৫টা শব্দের অর্থ এক প্রকার, আর একটা শব্দের অর্থ অন্য প্রকার, ইহাও হয় না।

উচ্যমানত্বাৎ, আনন্দময়াত্তু ন কশ্চিদন্যোঽন্তর আত্মো-চ্যতে, তেনানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বম্, অন্যথা প্রকৃতহানাঽপ্রকৃত-প্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাদিতি। অত্রোচ্যতে। যদ্যপ্যন্নময়াদিভ্য ইবা-নন্দময়াদন্যোঽন্তর আত্মেতি ন শ্রূয়তে তথাপি নানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বং, যত আনন্দময়ং প্রকৃত্য শ্রূয়তে, তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদোদক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ

পুচ্ছপদং হি বালধৌ মুখ্যং সদানন্দময়াবয়বে গৌণমেবেতি মুখ্যশব্দার্থ-লঙ্ঘনম্। অবয়বপরতায়ামধিকরণপরতায়াঞ্চ তুল্যম্। অবয়বপ্রায়লেখ-

---

প্রাণময়ের অন্তরে মনোময়, মনোময়ের অন্তরে বিজ্ঞানময়, এইরূপ উপ-দেশ করিয়া পশ্চাৎ বিজ্ঞানময়ের অন্তরে আনন্দময় আত্মার উপদেশ করিয়া আত্মতত্ত্বোপদেশ সমাপ্ত করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বপ্রকাশক উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, শ্রুতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার অনাত্মতা প্রতিপাদনার্থই পর পর আত্মার উপদেশ করিয়াছেন। আনন্দময়ের অন্তরে অন্য আত্মা নাই, আনন্দময়ই পরমাত্মা, ইহা বুঝাইবার জন্যই আনন্দময় আত্মায় আত্মতত্ত্বের উপসংহার করিয়াছেন, এবং আত্মান্তর থাকার কথা বলেন নাই। অতএব, আনন্দময় আত্মাই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম, অন্য সকল অনাত্মা অর্থাৎ জীব। অন্যথা (এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলে) প্রকৃতহানি ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া এই দুই দোষ হইবে। (১) [অত্রোচ্যতে] এই জন্যই এ বিষয়ে আমরা এইরূপ বলি, [যদ্য...ব্রহ্মত্বং] আনন্দময়ের অন্তরে আত্মান্তর থাকা শ্রুত হয় নাই, শ্রুতি শব্দের দ্বারা ঐ কথা বলেন নাই, এই কারণে আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব অবধারণ অযুক্ত। কেন? তাহা বিবেচনা কর। [যত...ইতি] শ্রুতি আনন্দময় ব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক, মোদ তাঁহার দক্ষিণপক্ষ প্রমোদ বামপক্ষ, আনন্দই তাঁহার আত্মা, তিনি ব্রহ্ম, পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা।" (২)

---

(১) এ স্থলে প্রকৃত বা প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। তাহার হানি অর্থাৎ প্রতিপাদন না হওয়া এবং যাহা প্রকৃত নহে, তাহারই প্রতিপাদন হওয়া। অর্থাৎ ব্রহ্ম বুঝাইতে গিয়া ব্রহ্ম না বুঝাইয়া জীব বুঝান হইল, সুতরাং দোষ হইল।

(২) ইষ্টবস্তু দেখিলে যে সুখ হয়, তাহার অন্য নাম প্রিয়। তাহার স্মরণে যে সুখ হয়, তাহার অন্য নাম মোদ ও আমোদ। সে সুখ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে তজ্জন্য তাহার যে উৎকর্ষ হয়, তাহা প্রমোদ শব্দের বাচ্য। আনন্দ ঐ সমস্ত সুখের মূল কারণ।

আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি। তত্র যদ্ব্রহ্মোহ মন্ত্রবর্ণে প্রকৃতং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি তদিহ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যুচ্যতে। তদ্বিজিজ্ঞাপয়িষয়ৈবান্নময়াদয় আনন্দময়ান্তাঃ পঞ্চকোশাঃ কল্প্যন্তে। তত্র কুতঃ প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গঃ। নন্বানন্দময়স্যাবয়বত্বেন ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যুচ্যতে, অন্নময়াদীনামিবেদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাদি, তত্র কথং ব্রহ্মণঃ স্বপ্রধানত্বং শক্যং বিজ্ঞাতুম্? প্রকৃতত্বাদিতি ব্রূমঃ। নন্বানন্দময়াবয়বত্বেনাপি ব্রহ্মণি বিজ্ঞায়-

বাধশ্চ বিকারপ্রায়লেথবাধেন তুল্যঃ। ব্রহ্মপদমানন্দময়পদমানন্দপদমিতি ত্রিতয়লঙ্ঘনম ধিকম্। তস্মাৎ মুখ্যত্রিতয়লঙ্ঘনাদসাধীয়ান্ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। মুখ্যত্রয়ানুগুণ্যেন ত্বত্তব এব পক্ষোযুক্তঃ। অপি চানন্দময়পদস্য ব্রহ্মার্থত্বে

[তত্র . প্রসঙ্গঃ] এতদ্বাক্যের দ্বারা এইরূপ স্থির হয় যে, পূর্ব্বোক্ত সত্য জ্ঞানাদি বাক্যে যে ব্রহ্ম প্রকৃত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই এই প্রিয়াদিবাক্য "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এতদ্রূপে অভিহিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাকেই জানাইবার ইচ্ছায় শ্রুতি অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত কোষপঞ্চক (আত্মার আচ্ছাদক অথবা উপলব্ধি স্থান) কল্পনা করিয়াছেন। অপিচ, পুচ্ছবাক্য এইরূপে প্রকৃত স্বপ্রধান ব্রহ্মপর হওয়ায় ঐ পূর্ব্বকথিত দোষদ্বয় (প্রকৃতহানি ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া) আর থাকিল না। [নন্বানন্দ...ব্রূমঃ] যদি বল, পুচ্ছ শব্দ আনন্দময়ের অবয়বরূপে কথিত হওয়ায় তৎসহকৃত ব্রহ্মও অন্নময়াদির ন্যায় অপ্রধান হওয়াই উচিত কিন্তু তুমি উহাকে স্বপ্রধান বলিলে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তুমি কি করিয়া জানিলে যে, পুচ্ছব্রহ্মই গুহানিহিত ও সর্ব্বান্তরবর্ত্তী পরব্রহ্ম, ইহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিব, প্রকরণ বলেই উহা জানা গিয়াছে। (পরব্রহ্মের প্রকরণ পর ব্রহ্মেই সমাপ্ত হয়, এই নিয়ম থাকাতে পুচ্ছব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানা যায় বা স্থির করা যায়)। [নন্বানন্দ...চ্যতে] যদি বল, ব্রহ্মকে

আত্মা বিশ্বচৈতন্য। প্রতিষ্ঠা স্থিতিহেতু। পুচ্ছ অর্থাৎ পুচ্ছতুল্য। পক্ষীর পুচ্ছ যেমন পা।দেহের পরায়ণ—স্থিতি হেতু—ব্রহ্মও তদ্রূপ ঐ সকলের পরায়ণ বা স্থিতিহেতু। এতদ্রূপ অর্থ। [illegible] থাকায় বুঝিতে হইবে যে, আনন্দময় শব্দ প্রোক্ত কারণে ব্রহ্মপর নহে, কিন্তু ব্রহ্মশব্দ [illegible] থাকায় তত্তাৎপর্য্যপ্রভাবেই ব্রহ্মপর।

মানে ন প্রকৃতত্বং হীয়তে আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বাদিতি। অত্রো-
চ্যতে। তথা সতি তদেব ব্রহ্মানন্দময় আত্মাঽবয়বী তদেব
চ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠাঽবয়ব ইত্যসমঞ্জসং স্যাৎ। অন্য-
তরপরিগ্রহে তু যুক্তং ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যত্রৈব ব্রহ্ম-
নির্দ্দেশ আশ্রয়িতুং ব্রহ্মশব্দসংযোগাৎ নানন্দময়বাক্যে
ব্রহ্মশব্দসংযোগাভাবাদিতি। অপিচ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠে-
ত্যুক্ত্বা ইদমুচ্যতে, তদপ্যেষ শ্লোকোভবতি। অসন্নেব স
ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ
সন্তমেনন্ততোবিদুরিতি। অস্মিংশ্চ শ্লোকেঽননুকৃষ্যানন্দ-
ময়ং ব্রহ্মণ এব ভাবাভাববেদনয়োগু ণদোষাভিধানাদ্গম্যতে

ব্রহ্ম পুচ্ছমিতি ন সমঞ্জসম্। ন হি তদেবাবয়ব্যবয়বশ্চেতি যুক্তম্। আধার-

আনন্দময়ের অবয়ব বলিয়া জানিলেও প্রকরণ ভঙ্গ দোষ হইবে না;
কেন-না, আনন্দময়ও ব্রহ্ম।—এ কথার প্রত্যুত্তর এইরূপ। [তথা…
স্যাৎ] ঐরূপ বলিলে অর্থসামঞ্জস্য হয় না। কেন-না, "যিনি আনন্দময়
অবয়বী তিনিই আবার পুচ্ছরূপ অবয়ব" ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। [অন্য…
দিতি] অন্যতর গ্রহণ করিতে হইলে অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্ম ও পুচ্ছব্রহ্ম এই
দুয়ের একটা অবয়ব ও একটা অবয়বী, এরূপ বিবেচনা করিতে হইলে,
ব্রহ্ম শব্দের যোগ থাকায় পুচ্ছব্রহ্মকেই অবয়বী ও পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ
করা উচিত। আনন্দময়-বাক্যে ব্রহ্মশব্দ নাই, সুতরাং তাঁহাকে মুখ্যব্রহ্ম
বলা যায় না। [অপিচ…ইতি] আরও এক যুক্তি আছে। যথা—শ্রুতি
"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যের পরেই বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্লোক
আছে যে, যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, নাই বলিয়া বিবেচনা করে,
তাহা হইলে সেও অসৎ হয় অর্থাৎ আত্মনাস্তিক হয়। (অথচ কেহই আত্ম-
নাস্তিক হইতে পারেন না।) আর যিনি অস্তি বলিয়া জানেন, সৎ বলিয়া
জানেন, জ্ঞানীরা তাঁহাকে সৎ বা আত্মাস্তিক বলিয়া জানেন।" প্রণিধান
পূর্ব্বক দেখ, [অস্মিং…মিতি] এই শ্লোকে আনন্দময় ব্রহ্মকে আকর্ষণ
না করিয়াই অর্থাৎ আনন্দময়কে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই

ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যত্র ব্রহ্মণ এব স্বপ্রধানত্বমিতি। ন চানন্দ-ময়স্যাত্মনোভাবাভাবশঙ্কা যুক্তা প্রিয়মোদাদিবিশিষ্টস্যানন্দ-ময়স্য সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ।

কথং পুনঃ স্বপ্রধানং ব্রহ্মানন্দময়স্য পুচ্ছত্বেন নির্দ্দিশ্যতে ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি, নৈষ দোষঃ, পুচ্ছবৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পরায়ণমেকনীড়ং লৌকিকস্যানন্দজাতস্য ব্রহ্মানন্দ ইতি। এতদনেন বিবক্ষ্যতে নাবয়বত্বম্। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অপি চানন্দ-ময়স্য ব্রহ্মত্বে প্রিয়াদ্যবয়বত্বেন সবিশেষং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং,

পরত্বে চ পুচ্ছশব্দস্য প্রতিষ্ঠেত্যোতদপ্যুপপন্নতরং ভবতি। আনন্দময়স্য চান্তর-ত্বমন্নময়াদিকোশাপেক্ষয়া। ব্রহ্মণস্ত্বান্তরত্বমানন্দময়াদর্থাদ্গম্যত ইতি ন শ্রুত্যো-

---

ভাবাভাবজ্ঞানের গুণ দোষ কথিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, পুচ্ছবাক্যস্থ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম ও স্বপ্রধান। [ন চা...সিদ্ধত্বাৎ] ভাবরূপে জানা ও অভাবরূপে জানা এরূপ কথা নিরবয়ব শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যতীত প্রিয়-মোদাদিবিশিষ্ট আত্মায় সঙ্গত হয় না। তাহার হেতু এই যে, আনন্দময় আত্মা সর্ব্বলোকবিদিত। যাহা সর্ব্বলোকবিদিত, তাহাতে আবার ভাবা-ভাব বা সৎ অসৎ আশঙ্কা হইবে কেন? [কথং...দোষঃ] তবে এরূপ বলিতে পার যে, স্বপ্রধান পরব্রহ্ম আনন্দময়ের পুচ্ছ বলিয়া উক্ত হইল কেন? ইহাতে আমি বলি, ঐরূপ বলা দোষ নহে। কেন-না, [পুচ্ছবৎ... বত্বম্] এখানে পুচ্ছশব্দ অবয়ববোধক নহে। উহা আধার মাত্রের বোধক। (পক্ষিপুচ্ছ যেমন তাহাদের স্থিতিহেতু, আধার, ব্রহ্মও তেমনি আনন্দময় আত্মার স্থিতিসাধন আধার)। অপিচ, প্রতিষ্ঠা শব্দও অধিষ্ঠান মাত্রের বোধক। অতএব, লৌকিক আনন্দের পুচ্ছ ও আধার ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মই জগতের প্রতিষ্ঠা বা লোকের অধিষ্ঠান, এতন্মাত্র তাৎপর্য্যে পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা এই শব্দ কথিত হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে। যথা—

[এত...ন্তরাৎ] "জীব সকল এই ব্রহ্মানন্দের লেশ বা কণামাত্র পাইয়া জীবিত থাকে ও আনন্দিত হয়।" [অপি...ইতি] আরও দেখুন, আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিতে হইলে অবয়বসম্বন্ধহেতু সবিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মই

নির্ব্বিশেষস্তু ব্রহ্ম বাক্যশেষে শ্রূয়তে, বাঙ্মনসয়োরগোচরত্বা-ভিধানাৎ। যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। অপি চানন্দপ্রচুর ইত্যুক্তে দুঃখাস্তিত্বমপি গম্যতে প্রাচুর্য্যস্য লোকে প্রতি-যোগ্যল্পত্বাপেক্ষত্বাৎ। তথা চ সতি, যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমেতি ভূম্নি ব্রহ্মণি তদ্ব্য-তিরিক্তাভাবশ্রুতিরুপরুধ্যেত। প্রতিশরীরঞ্চ প্রিয়াদিভেদা-দানন্দময়স্যাপি ভিন্নত্বম্। ব্রহ্ম তু ন প্রতিশরীরং ভিদ্যতে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যানন্ত্যশ্রুতেঃ। একোদেবঃ সর্ব্ব-

ক্তম্। এবঞ্চান্নময়াদিবদানন্দময়স্য প্রিয়াদ্যবয়বযোগোযুক্তঃ। বাঙ্মনসা-

বলিতে হইবে। কিন্তু আনন্দময়-বাক্যের শেষে নির্ব্বিশেষ (নিগুর্ণ) ব্রহ্ম অভিহিত আছে। যথা—"বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয় তিনিই সেই আনন্দ ব্রহ্ম।" (১) "যে আনন্দ-ব্রহ্ম জানে সে কিছু হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না।" (২) [অপি···পেক্ষত্বাৎ] আরও এক কথা আছে, বিবেচনা কর। আনন্দময় বা আনন্দপ্রচুর বলাতেই যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ থাকা বলা হইয়াছে। কেন-না, আধিক্য অনুসারেই প্রচুর শব্দের প্রয়োগ হয়, অল্পতা তাহার লক্ষ্য থাকে না। [তথা চ...রুধ্যেত] অল্প দুঃখ থাকা স্বীকার করিতে গেলে "যাঁহাতে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ভেদ বুদ্ধি নাই, স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তিনিই ব্রহ্ম" ইত্যাদিবিধ অদ্বৈতশ্রুতি ও নিদুঃখ শ্রুতি বাধিত (মিথ্যা) হইয়া যায় (ইহাও এক দোষ)। [প্রতি...শ্রুত্যন্ত-রাৎ] আরও দেখুন—প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, এ সকল প্রতিশরীরে ভিন্ন, সুতরাং তদনুসারে আনন্দময়ও প্রতিশরীরে ভিন্ন, কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিশরীরে ভিন্ন নহেন। তিনি সকল শরীরে এক। এ সিদ্ধান্ত অন্যান্য শ্রুতিতেও লব্ধ হয়। যথা—"ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত অর্থাৎ অসীম বা সর্ব্ব

(১) বিশেষ বা গুণ না থাকাতেই বাক্য তাঁহাকে গ্রহণ (ব্যক্ত) করিতে পারে না, মনঃও তাঁহাকে স্ববৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না।

(২) দ্বৈতজ্ঞানের অভাবহেতু ভয়, ভেতব্য ও ভয়কর্ত্তার অভাব হয়। কাজেই কিছু হইতে ভয় থাকে না।

ভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মেতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শ্রূয়তে, প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সর্ব্বত্রাভ্যস্যতে। রসোবৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী-ভবতি, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি, সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি, আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাদিতি চ। যদি চানন্দময়শব্দস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চিতং ভবেৎ তত উত্তরেষ্বানন্দমাত্রপ্রয়োগেষ্বপ্যানন্দময়াভ্যাসঃ কল্প্যেত ন ত্বানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমস্তি, প্রিয়শিরস্ত্বাদিভির্হেতুভিরিত্যবোচাম। তস্মাৎ শ্রুত্যন্তরে বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যানন্দপ্রাতিপদিকস্য ব্রহ্মণি প্রয়োগ-

---

২গোচরে তু পরব্রহ্মণ্যুপাধিমন্তর্ভাব্য প্রিয়াদ্যবয়বযোগঃ প্রাচুর্য্যঞ্চ ক্লেশেন

ব্যাপক।" "এক সর্ব্বব্যাপী দেব সকল ভূতে অন্তরাত্মরূপে স্থিত আছেন।" [ন চ...ইতি চ] আনন্দময় শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা উল্লেখ) না করিয়া আনন্দমাত্রের অভ্যাস করিয়াছেন। যথা—"তিনিই রস। জীব সেই রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়।" "যদি সেই আকাশবৎ অর্থাৎ পূর্ণ আনন্দ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কে-ই বা জীবিত থাকিত, কে-ই বা প্রাণকার্য্য করিত!" "এই আনন্দই (ব্রহ্মই) জীবকে আনন্দ দান করেন।" "সেই এই আনন্দই (ব্রহ্মই) আনন্দের মীমাংসা অর্থাৎ তারতম্যবিশ্রান্তিস্থান।" "যিনি ব্রহ্মরূপ আনন্দ জানেন তিনি ভয়বর্জ্জিত হন।" "ভৃগু জানিয়াছিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম।" ইত্যাদি। [যদি...বোচাম] যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্বনিশ্চয় হইত, তাহা হইলে না হয় আনন্দমাত্রের অভ্যাসকে (পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে) আনন্দময়াভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতে। কিন্তু "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক" ইত্যাদিবিধ অবয়ব সম্বন্ধ থাকায় আনন্দময়ের অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে। যেরূপে নিশ্চিত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। [তস্মা...গন্তব্যম্] এই সকল হেতুতে এবং "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম বিষয়ে আনন্দ-শব্দের

দর্শনাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাদিত্যাদিব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগো ন হ্বানন্দময়াভ্যাস ইত্যবগন্তব্যম্। যস্ত্বয়ং ময়ড়ন্তস্যৈবানন্দশব্দস্যাভ্যাসঃ, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতীতি, ন তস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্তি। বিকারাত্মনামেবান্নময়াদীনামনাত্মনামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহে পতিতত্বাৎ। নন্বানন্দময়স্যোপসংক্রমিতব্যস্যান্নময়াদিবদব্রহ্মত্বে সতি নৈব বিদুষোব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ ফলং নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ। নৈষ দোষঃ। আনন্দময়োপসংক্রমণনির্দ্দেশেনৈব বিদুষঃ পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূতব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ ফলস্য নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। তদপ্যেষ শ্লোকোভবতি, যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে ইত্যাদিনা প্রপঞ্চ্যমানত্বাৎ। যা তু

ব্যাখ্যায়েয়াতাম্। তথা চ মান্ত্রবর্ণিকস্য ব্রহ্মণ এব ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি স্বপ্রধানস্যাভিধানাৎ তস্যৈবাধিকারোনানন্দময়স্যেতি। 'সোঽকাময়ত'

প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও আনন্দ-ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছে, আনন্দময় অভ্যস্ত হয় নাই। [যস্ত্বয়ং...পতিতত্বাৎ] যদিও "আনন্দময়মাত্মানং"-শ্রুতিতে আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনরুচ্চারণ) দৃষ্ট হয়, তথাপি, অন্নময়াদির মধ্যে উহা পঠিত হওয়ায় অন্নময়াদির ন্যায় আনন্দময়েরও শুদ্ধব্রহ্মবোধকতা নিবারিত হইয়াছে। [নন্বানন্দ...মানত্বাৎ] যদি বল, আনন্দময়কে অন্নময়াদির ন্যায় অব্রহ্ম বলিলে "আনন্দময়ং উপসংক্রামতি" এই বাক্যের দ্বারা জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল বলা সিদ্ধ হয় না; ইহাতে আমরা বলিব, উহা দোষ নহে। অর্থাৎ আনন্দময়কে অন্নময়াদির ন্যায় অব্রহ্ম বলিলেও প্রাপ্তিবাচক উপসংক্রম-শব্দের দ্বারা ঐ দোষ বা ঐ আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে। অর্থাৎ আনন্দময় প্রাপ্তি হয়, এই কথা বলাতেই পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূত ব্রহ্ম (শুদ্ধব্রহ্ম) প্রাপ্তিফল বলা হইয়াছে। (১) এ সিদ্ধান্ত তৎপরবর্তী "বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়" এই শ্লোকের দ্বারা বিস্পষ্ট হয়। [যাতু...বিষয়তা] আনন্দময় বাক্যের নিকটে "তিনি কামনা করি-

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, বিশিষ্ট প্রাপ্তিতে বিশেষণের প্রাপ্তি আপনা হইতেই ঘটে এবং জ্ঞানের দ্বারা কোনরূপ বিশেষণ ও উপলক্ষণ তিরোহিত হইলে আপনা হইতেই তদুপলক্ষিত শুদ্ধব্রহ্মলাভ হওয়া সিদ্ধ হয় সুতরাং উক্ত প্রকার বাক্যও সঙ্গত হয়।

আনন্দময়সন্নিধানে সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতীয়ং শ্রুতিরুদাহৃতা সা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যনেন সন্নিহিততরেণ ব্রহ্মণা সম্বদ্ধ্যমানা নানন্দময়স্য ব্রহ্মতাং প্রতিবোধয়তি। তদপেক্ষত্বাচ্চোত্তরবাক্যসন্দর্ভস্য রসোবৈ স ইত্যাদের্নানন্দ-ময়বিষয়তা। নম্নু সোঽকাময়তেতি ব্রহ্মণি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশো-নোপপদ্যতে, নায়ং দোষঃ, তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, ইত্যত্র পুংলিঙ্গেনাপ্যাত্মশব্দেন ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ। যা তু ভার্গবী বারুণী বিদ্যা আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানাদিতি, তস্যাং ময়ডশ্রবণাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যশ্রবণাচ্চ যুক্তমানন্দস্য ব্রহ্মত্বম্। তস্মাদণুমাত্রমপি বিশেষমনাশ্রিত্য ন স্বত এব প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মণ উপপদ্যতে। ন চেহ সবিশেষং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষিতং বাঙ্মনসগোচরাতিক্রমশ্রুতেঃ। তস্মা-

---

ইত্যাদ্যা অপি শ্রুতয়োব্রহ্মবিষয়া নানন্দময়বিষয়া ইত্যর্থসংক্ষেপঃ। সুগম-মন্যৎ॥

লেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব” এইরূপ বাক্য আছে সত্য; কিন্তু তদপেক্ষা নিকটে “ব্রহ্ম পুচ্ছং” বাক্য আছে। সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মের সহিত আনন্দময়ের নিকট সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের শুদ্ধব্রহ্মবোধকতা নাই। তৎপরবর্ত্তী “তিনিই রস” ইত্যাদি গ্রন্থও তৎসাপেক্ষ বলিয়া আনন্দময়বোধক নহে। পরন্তু শুদ্ধব্রহ্মবোধক। [নম্নু...প্রকৃতত্বাৎ] যদি বল, ব্রহ্মে “রসো বৈ সঃ” এতদ্রূপ পুংলিঙ্গনির্দ্দেশ উপপন্ন হয় না, ইহাতে আমরা বলিব, পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দুষ্য নহে। কেন-না, সেখানে, “সেই আত্মা হইতে এই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে” ইত্যাদিক্রমে পুংলিঙ্গ আত্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্মোপদেশ-প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। [যা তু...প্রাচুর্য্যার্থঃ] “ইহা ভৃগু বিজ্ঞাত ও বরুণোপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান” এবং “আনন্দই ব্রহ্ম” ইত্যাদিস্থলে বিকারবাচী ময়ট্‌প্রত্যয় না থাকায় এবং “প্রিয়ই তাঁহার মস্তক” ইত্যাদিপ্রকার অবয়ব বোধক শব্দ না থাকায়, নিশ্চয় হইতেছে যে, আনন্দই মুখ্য বা শুদ্ধ ব্রহ্ম; আনন্দময় নহে। কোনরূপ বিশেষ (উপাধি) অবলম্বন ব্যতীত অর্থাৎ

দন্নময়াদিম্বিবানন্দময়েঽপি বিকারার্থএব ময়ট্ বিজ্ঞেয়ো ন প্রাচুর্য্যার্থঃ।

সূত্রাণি ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ানি। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যত্র কিমানন্দময়স্যাবয়বত্বেন ব্রহ্ম বিবক্ষ্যতে উত স্বপ্রধানত্বে-নেতি। পুচ্ছশব্দাদবয়বত্বেনেতি প্রাপ্ত উচ্যতে, আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ। আনন্দময় আত্মা ইত্যত্র ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে অভ্যাসাৎ, অসন্নেব স ভবতি ইত্যস্মিন্নিগমনশ্লোকে ব্রহ্মণ এব কেবলস্যাঽভ্যস্য-মানত্বাৎ। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ। বিকার-শব্দোঽবয়বশব্দোঽভিপ্রেতঃ পুচ্ছমিত্যবয়বশব্দাৎ ন স্বপ্র-ধানত্বং ব্রহ্মণ ইতি যদুক্তং তস্য পরিহারোবক্তব্যঃ। অত্রো-চ্যতে, নায়ং দোষঃ, প্রাচুর্য্যাদপ্যবয়বশব্দোপপত্তেঃ। প্রাচুর্য্যং

"সূত্রাণি ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ানি" ইতি। বেদসূত্রয়োর্ব্বিরোধে গুণে ত্বন্যায্য-কল্পনেতি সূত্রাণ্যন্যথা নেতব্যানি। আনন্দময়শব্দেন তদ্বাক্যস্থব্রহ্মপুচ্ছ-প্রতিষ্ঠেত্যেতদ্গতং ব্রহ্মপদমুপলক্ষ্যতে। এতদুক্তং ভবতি।—আনন্দময় ইত্যাদিবাক্যে যৎ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ব্রহ্মপদং তৎ স্বপ্রধানমেবেতি। যত্তু ব্রহ্মাধিকরণমিতি বক্তব্যে ব্রহ্ম পুচ্ছমিত্যাহ শ্রুতিঃ, তৎ কস্য হেতোঃ, পূর্ব্বমবয়বপ্রধানপ্রয়োগাৎ তৎপ্রয়োগস্যৈব বুদ্ধৌ সন্নিধানাৎ, তেনাপি

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে অবয়ব (প্রিয়ই তাঁহার শির ইত্যাদি প্রকার) কল্পনা হই-তেই পারে না। যদি বল, সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা উক্ত শ্রুতির অভি-প্রেত; তাহা বলিতে পার না, আশঙ্কা করিতেও পার না। সে আশঙ্কা 'অবাঙ্মনসগোচর' শব্দের দ্বারা নিরাকৃত আছে। অতএব, আনন্দময়-শব্দটীও অন্নময়-শব্দের ন্যায় বিকারবোধক, প্রাচুর্য্যবোধক নহে। [সূত্রাণি...দ্রষ্টব্যানি] অতএব, ১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮ সূত্রের পর পর এইরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। যথা—শ্রুতিতে অগ্রে আনন্দময় আত্মা, তৎপরে ব্রহ্মপুচ্ছং, এইরূপ উপদেশ থাকায় অবশ্য সংশয় হইতে পারে, উক্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে আনন্দময়ের অবয়বস্বরূপে উপদেশ করিতেছে? অথবা শুদ্ধ-স্বপ্রধান-ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে? পরে পুচ্ছ-শব্দ দেখিয়া প্রথমতঃ

প্রায়াপত্তিরবয়বপ্রায়বচনমিত্যর্থঃ। অন্নময়াদীনাং হি শির আদিষু পুচ্ছান্তেষ্ববয়বেষূক্তেষ্বানন্দময়স্যাপি শির আদীন্য-বয়বান্তরাণ্যুক্ত্বাঽবয়বপ্রায়াপত্ত্যা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাহ, নাবয়ববিবক্ষয়া, যৎকারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতম্। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ। সর্ব্বস্য চ বিকারজাতস্য সানন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে।—ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চেতি। ন চ কারণং সদ্ব্রহ্ম স্ববিকারস্যানন্দ-ময়স্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যাঽবয়ব উপপদ্যতে। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে। নেতরোঽনুপপত্তেঃ। ভেদব্যপদেশাচ্চ। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা। অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি। অপরাণ্যপি

চাধিকরণলক্ষণোপপত্তেরিতি। 'মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে'। যৎ সত্যং জ্ঞান মিত্যাদিনা মন্ত্রবর্ণেন ব্রহ্মোক্তং তদেতদুপায়ভূতেন ব্রাহ্মণেন স্বপ্রাধান্যেন গীয়তে। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি অবয়ববচনত্বে হ্যস্য মন্ত্রে প্রাধান্যং ব্রাহ্মণে স্বপ্রাধান্যমিতি—উপায়োপেয়য়োর্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিতি। 'নেত-রোঽনুপপত্তেঃ'॥ অত্র ইতশ্চানন্দময় ইতি ভাষ্যস্য স্থানে ইতশ্চ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পঠিতব্যম্॥ 'ভেদব্যপদেশাচ্চ'।—অত্রাপীতশ্চানন্দময় ইত্যস্য চানন্দময়াধিকার ইত্যস্য চ ভাষ্যস্য স্থানে ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি চ ব্রহ্ম-পুচ্ছাধিকার ইতি চ পঠিতব্যম্॥ 'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা'।—'অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি'।—ইত্যনয়োরপি সূত্রয়োর্ভাষ্যে আনন্দময়স্থানে ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পাঠো দ্রষ্টব্যঃ। 'তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ।'—বিকারস্যানন্দময়স্য ব্রহ্ম পুচ্ছমবয়বশ্চেৎ কথং সর্ব্বস্যাঽস্য বিকারজাতস্য সানন্দময়স্য ব্রহ্ম পুচ্ছং

মনে হয় যে, পুচ্ছ-প্রত্যুক্ত ব্রহ্ম আনন্দময়ের অবয়বরূপেই উপদিষ্ট হইয়া-ছেন। এইরূপ প্রমাণলব্ধ অর্থ বা পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ার পর উহার সিদ্ধান্তের নিমিত্ত ১২ সূত্র অবতারিত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, যে হেতু শুদ্ধ-স্বপ্রধান ব্রহ্ম বার বার অভিহিত হইয়াছে সেই হেতু ঐ আনন্দময় শুদ্ধ-স্বপ্রধান-ব্রহ্ম-বোধক। উদাহৃত তৈত্তিরীয় শ্রুতির উপসংহার শ্লোকে এবং অন্যান্য শ্রুতিতে কেবল (নির্ব্বিশেষ বা নিরুপাধিক) ব্রহ্মই অভ্যস্ত অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইয়াছেন। অবয়ববোধক বিকারশব্দ

সূত্রাণি যথাসম্ভবং পুচ্ছবাক্যনির্দ্দিষ্টস্যৈব ব্রহ্মণ উপপাদকানি দ্রষ্টব্যানি ॥ ১৯ ॥

কারণমুচ্যেত 'ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ, ইতি শ্রুত্যা। ন হ্যানন্দময়-বিকারাবয়বোব্রহ্ম বিকারঃ সন্ সর্ব্বস্য কারণমুপপদ্যতে। তস্মাদানন্দময়-বিকারাবয়বো ব্রহ্মেতি তদবয়বযোগাদানন্দময়োবিকার ইহ নোপাস্যত্বেন বিবক্ষিতঃ কিন্তু স্বপ্রধানমিহ ব্রহ্ম পুচ্ছং জ্ঞেয়ত্বেনেতি সিদ্ধম্ ॥

(ময়ট্) ও পুচ্ছ-শব্দ থাকায় শুদ্ধ-স্বপ্রধান-ব্রহ্ম বুঝিবার বাধা জন্মিতে পারে সুতরাং সে বাধা নিবারণার্থ ১৩ সূত্র লিখিত হইয়াছে। ১৩ সূত্রে এইরূপ বলা হইল যে, বিকারবোধক অর্থাৎ অবয়ববাচক শব্দ থাকিলেও ঐ বাক্যের দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্ম বুঝিবার বাধা হয় না। তাহার হেতু এই যে, প্রাচুর্য্যক্রমে ঐরূপ বিকার শব্দের প্রযোগ হইতে পারে। হইলে সঙ্গত ভিন্ন অসঙ্গত হয় না। প্রাচুর্য্য প্রায়াপত্তি অর্থাৎ প্রায়িকক্রমে বলা। প্রায়িক ক্রম এই যে, শ্রুতি অন্নময়াদি-আত্মার মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া, পরে, সেই ক্রমে আনন্দময় আত্মারও মস্তকাদি কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বুদ্ধিস্থপ্রযুক্ত পুচ্ছ শব্দের উচ্চারণ মাত্র করিয়াছেন, অবয়ব-বস্তু লক্ষ্য করেন নাই। অতএব, পুচ্ছ-শব্দের মাত্র আধার অর্থ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ বিবক্ষিত নহে। অর্থাৎ শ্রুতিস্থ পুচ্ছশব্দের অবয়ব অর্থ অবিবক্ষিত; আধারসামান্যরূপ অর্থই বিবক্ষিত। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধব্রহ্ম আনন্দ-ময়ের আধার। এ কথা এইজন্য বলি, শ্রুতিতে শুদ্ধব্রহ্মই অভ্যস্ত অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের পোষকতার জন্য ১৪ সূত্রের সৃষ্টি। ১৪ সূত্রের অর্থ এই যে, শ্রুতিতে ব্রহ্ম সমুদায় সবিকার পদা-র্থের কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। প্রিয়াদিসংযোগ থাকায় আনন্দ-ময়ও সবিকার; সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্ম আনন্দময়েরও (জীবের) কারণ। এই কারণতা "এ সমস্তই তিনি সৃজন করিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত আছে। সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম যে আনন্দময়ের অবয়ব (পুচ্ছ), এ কথা গৌণ কল্পনা ব্যতীত মুখ্যকল্পনায় উপপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ অন্যান্য সূত্রগুলিকে পুচ্ছবাক্যোক্ত শুদ্ধব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া স্থির কর। (১)

---

(১) অর্থাৎ ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ এই পাঁচটী সূত্রও ঐ আনন্দময়বাক্যস্থ শুদ্ধ ব্রহ্ম-বোধকতার পোষক। সূত্রগুলির সংক্ষেপ অর্থ এরূপ—"ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়" এই মন্ত্রে যে ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ ফল অভিহিত হইয়াছে, যে ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমানন্দং"

অদৃশ্যে স্থূলপ্রপঞ্চশূন্যে, আত্মসম্বন্ধমাত্ম্যং লিঙ্গশরীরং তদ্রহিতে, নিরুক্তং শব্দশক্যং তদ্ভিন্নে, নিঃশেষলয়স্থানং নিলয়নং মায়া তচ্ছূন্যে, ব্রহ্মণি, অভয়ং যথাস্যাত্তথা যদৈবং প্রতিষ্ঠাং মনসঃ প্রকৃষ্টাং বৃত্তিং এষ বিদ্বান্ লভতে অথ তদৈব অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। উৎ অপি অরমল্পং অন্তরমপ্যন্তরং ভেদং যদৈবৈষ নরঃ পশ্যতি অথ তদা তস্য ভয়মিতি যোজনা। বৃত্তিকারমতং দূষয়তি "ইদন্তু" ইতি। ইহ পরব্যাখ্যায়াং, বিকারার্থকে ময়টি বুদ্ধিস্থে সতি অকস্মাৎ কারণং বিনা, একপ্রকরণস্থস্য ময়টঃ, পূর্ব্বং বিকারার্থকত্বং অন্তে প্রাচুর্য্যার্থকত্বং ইত্যর্দ্ধজরতীয়ং কথমিব কেন দৃষ্টান্তেন আশ্রিয়ত ইতি বক্তব্যমিত্যন্বয়ঃ। প্রশ্নং প্রত্যাশঙ্কতে "মান্ত্রে"তি। স্ফুটমুত্তরম্। কিমান্তর ইতি ন শ্রূয়তে কিংবা বস্তুতোঽপ্যান্তরং ব্রহ্ম ন শ্রূয়ত ইতি বিকল্প্য আদ্য-মঙ্গীকরোতি "অত্রোচ্যত" ইতি। বিকারপাঠানুগৃহীতময়ট্শ্রুতেঃ সাবয়ব-লিঙ্গাচ্চেত্যাহ—"তথাপী"তি। ইষ্টার্থস্য দৃষ্ট্যা জাতং সুখং প্রিয়ং, সুত্যামোদঃ, স চাভ্যাসাৎ প্রকৃষ্টঃ প্রমোদঃ, আনন্দস্তু কারণং বিম্বচৈতন্যমাত্মা, শিরঃ-পুচ্ছয়োর্ম্মধ্যকায়ঃ ব্রহ্ম শুদ্ধমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—"তত্র যদি" ইতি। যন্মন্ত্রে নিহিতং গুহানিহিতত্বেন সর্ব্বান্তরং ব্রহ্ম তদিহ পুচ্ছবাক্যে ব্রহ্মশব্দাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়তে তস্যৈব বিজ্ঞাপনেচ্ছয়া পঞ্চকোশরূপা গুহা প্রপঞ্চিতা, তত্র তাৎপর্য্যং নাস্তীতি বক্তুং কল্প্যন্ত ইত্যুক্তম্। এবং পুচ্ছবাক্যে প্রকৃত স্বপ্রধানব্রহ্মপরে সতি ন প্রকৃতহান্যাদিদোষ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ প্রধানত্বং পুচ্ছশ্রুতিবিরুদ্ধমিতি শঙ্কতে—"ননু" ইতি। অত্র ব্রহ্মশব্দাৎ প্রকৃতস্বপ্রধান ব্রহ্ম প্রত্যভিজ্ঞানে সতি পুচ্ছশব্দবিরোধপ্রাপ্তাবেকস্মিন্ বাক্যে প্রথমচরম-শ্রুতশব্দয়োরাদ্যস্যানুপসঞ্জাতবিরোধিনোবলীয়স্ত্বাৎ পুচ্ছশব্দেন প্রাপ্তগুণত্বস্য বাধ ইতি মত্বাহ—"প্রকৃতত্বা"দিতি। প্রকরণস্যান্যথাসিদ্ধিমাহ—"ননু"

ইত্যাদিমন্ত্রে কথিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই অর্থাৎ সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ঐ আনন্দময় বাক্যে গীত হইয়াছেন। (১৫) জীবের সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হয় না সুতরাং আনন্দময়বাক্যের প্রতিপাদ্য ইতর অর্থাৎ জীব, এ সিদ্ধান্তও উপপন্ন হয় না। (১৬) "আনন্দময় (জীব) ব্রহ্মরস লাভে আনন্দিত হন" এই বাক্যে আনন্দময়ের ও ব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশ থাকাতে আনন্দ-ময়কে সর্ব্বস্রষ্টা বলিতে পার না। (১৭) কাম শব্দের অর্থ আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে আনন্দে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবার উপদেশ থাকায় আনন্দময়ের ব্রহ্মত্বানুমানের অপেক্ষা নাই। অথবা শ্রুতিতে কামনাপূর্ব্বক সৃষ্টি হওয়ার কথা থাকায় অনুমানগম্য প্রকৃত্যাদি জগৎ কারণ কি ব্রহ্ম জগৎ কারণ? তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। (১৮) শাস্ত্র যখন আনন্দময় ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মযোগ (ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ) হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন, তখন, প্রোক্ত আনন্দময় শুদ্ধব্রহ্ম ভিন্ন সোপাধিক ব্রহ্ম নহেন। হেতু এই যে, শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি লাভ হয় না। (১৯)

ইতি। একস্যৈব গুণত্বং প্রধানত্বঞ্চ বিরুদ্ধমিত্যাহ—"অত্রোচ্যত" ইতি। তত্র বিরোধনিরাসায় অন্যতরস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্মস্বীকারে পুচ্ছবাক্যে ব্রহ্ম স্বীকার্য্যমিত্যাহ—"অন্যত্তরে"তি। বাক্যশেষাচ্চৈবমিত্যাহ—"অপি চ" ইতি। তত্র ব্রহ্মণি শ্লোকেঽপীত্যর্থঃ। পুচ্ছশব্দস্য গতিং পৃচ্ছতি—"কথং পুনঃ" ইতি। ত্বয়াপি পুচ্ছশব্দস্য মুখ্যার্থোবক্তুমশক্যঃ ব্রহ্মণ আনন্দময়লাঙ্গুলত্বাভাবাৎ পুচ্ছদৃষ্টিলক্ষণায়াঞ্চাধারলক্ষণা যুক্তা। প্রতিষ্ঠাপদযোগাৎ ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যার্থলাভাচ্চ ত্বৎপক্ষে ব্রহ্মপদস্যাপ্যবয়বলক্ষকত্বাদিত্যাহ।—"নৈষ দোষ" ইতি। পুচ্ছমিত্যাধারত্বমাত্রমুক্তং প্রতিষ্ঠা ইত্যেকনীড়ত্বং একং মুখ্যং নীড়ং অধিষ্ঠানং সোপাদানস্য জগত ইত্যর্থঃ। নম্নু বৃত্তিকারৈরপি তৈত্তিরীয়বাক্যং ব্রহ্মণি সমন্বিতং ইষ্টং তত্র কিমুদাহরণভেদেন ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"অপিচ" ইতি। যত্র সবিশেষত্বং তত্র বাঙ্মনসগোচরত্বমিতি ব্যাপ্তেরত্র ব্যাপকাভাবোক্ত্যা নির্ব্বিশেষমুচ্যত ইত্যাহ—"নির্ব্বিশেষ"মিতি। নিবর্ত্তন্তে অশক্তা ইত্যর্থঃ। সবিশেষস্য মৃষাত্বাদভয়মিত্যযুক্তম্। অতো নির্ব্বিশেষজ্ঞানার্থং পুচ্ছবাক্যমেবোদাহরণমিতি ভাবঃ। প্রাচুর্য্যার্থকময়টা সবিশেষোক্তৌ নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাধ উক্তঃ। দোষান্তরমাহ—"অপিচ" ইতি। প্রত্যয়ার্থত্বেন প্রধানস্ত প্রাচুর্য্যস্ত প্রকৃত্যর্থোবিশেষণং বিশেষণস্য যঃ প্রতিযোগী বিরোধীতি তস্তাঽল্পত্বমপেক্ষতে যথা বিপ্রময়োগ্রাম ইতি শূদ্রাল্পত্বম্। অস্তু কো দোষ স্তত্রাহ—"তথাচ" ইতি। প্রকৃত্যর্থপ্রাধান্যে ত্বয়ং দোষো নাস্তি। প্রচুরপ্রকাশঃ সবিতা ইত্যত্র তমসোঽল্পস্যাপ্যভাবাৎ। পরন্ত্বানন্দময়পদস্য প্রচুরানন্দে লক্ষণাদোষঃ স্যাদিতি মন্তব্যম্। কিঞ্চ ভিন্নত্বাৎ ঘটবন্ন ব্রহ্মতা ইত্যাহ—"প্রতিশরীর"মিতি। নন্থ অভ্যস্যমানানন্দপদং লক্ষণয়ানন্দময়পদং ইত্যভ্যাস সিদ্ধিরিত্যত আহ—"যদি চ" ইতি। আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে নির্ণীতে সতি আনন্দপদস্থ তৎপরত্বজ্ঞানাদভ্যাসসিদ্ধিঃ তৎসিদ্ধৌ তন্নির্ণয় ইতি পরস্পরাশ্রয় ইতি ভাবঃ। অয়মভ্যাসঃ পুচ্ছব্রহ্মণ ইত্যাহ—"তস্মা"দিতি। উপসংক্রমণং বাধঃ। নম্নু স এবম্বিদিতি ব্রহ্মবিদং প্রক্রম্য উপসংক্রমণবাক্যেন ফলং নির্দ্দিশ্যতে তৎ তস্যা ব্রহ্মত্বে ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে "নম্নু" ইতি। উপসংক্রমণং প্রাপ্তিরিত্যঙ্গীকৃত্য বিশিষ্টপ্রাপ্ত্যুক্ত্যা বিশেষণপ্রাপ্তিফলমুক্তমিত্যাহ "নৈব" ইতি। জ্ঞানেন কোশানাং বাধস্তদিতি সিদ্ধান্তে বাধাবধি প্রত্যগানন্দলাভে ... উক্ত উভয়শ্লোকেন স্ফুটীকৃত ইত্যাহ—"তদপী"তি। তদপেক্ষত্বাদিতি কামযিতৃপুচ্ছব্রহ্মবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ। যদুক্তং পঞ্চমস্থানস্থত্বাদানন্দময়ে ব্রহ্মবল্লী সমাপ্তা ভৃগুবল্লীবদিতি তত্রাহ—"যাতু" ইতি। স্বয়ট্শ্রুত্যা

সাবয়বত্বাদিলিঙ্গেন চ স্থানং বাধ্যমিতি ভাবঃ। গোচরত্বাতিক্রমো গোচরত্বা-ভাবঃ। বেদসূত্রয়োর্ব্বিরোধে শ্রুপে ত্বন্যায্যকল্পনেতি সূত্রত্রয়াণ্যন্যথা নেতব্যা-নীত্যাহ—"সূত্রাণী"তি। পূর্ব্বমীক্ষতেঃ সংশয়াভাবাদিতি যুক্ত্যা প্রায়পাঠো ন নিশ্চায়ক ইত্যুক্তম্। তর্হি অত্র পুচ্ছপদস্যাধারাবয়বয়োর্লক্ষণাসাম্যাৎ সংশয়েঽস্তীত্যবয়বপ্রায়পাঠো নিশ্চায়ক ইতি পূর্ব্বাধিকরণসিদ্ধান্তযুক্ত্য-ভাবেন পূর্ব্বপক্ষয়তি "পুচ্ছশব্দাদি"তি। তথাচ প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। পূর্ব্ব-পক্ষে সগুণোপাস্তিঃ সিদ্ধান্তে নির্গুণপ্রমিতিঃ ফলম্। বেদান্তবাক্যসমন্বয়োক্তেঃ শ্রুত্যাদিসঙ্গতয়ঃ স্ফুটা এব। সূত্রস্থানন্দময়পদেন তদ্বাক্যস্থং ব্রহ্মপদং লক্ষ্যতে। বিক্রীযতেঽনেনেতি বিকারোঽবয়বঃ, প্রায়াপত্তিরিতি অবয়ব-ক্রমস্থ বুদ্ধৌ প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অত্র হি প্রকৃতস্য ব্রহ্মণোজ্ঞানার্থং যোগেন প্রক্ষিপ্যন্তে কল্পান্তে নাত্র তাৎপর্য্যমস্তি। তত্রানন্দময়স্যাপি অবয়বান্ত-রোক্ত্যনন্তরং কস্মিংশ্চিৎ পুচ্ছে বক্তব্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম পুচ্ছপদেনোক্তম্। তস্যানন্দময়াধারত্বেনাবশ্যং বক্তব্যত্বাদিত্যর্থঃ। "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ"। তস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকার্য্যহেতুত্বব্যপদেশাৎ প্রিয়াদিবিশিষ্টত্বাকারেণানন্দময়স্য জীবস্য কার্য্যত্বাৎ তম্প্রতি শেষত্বং ব্রহ্মণো ন যুক্তমিত্যর্থঃ। "মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে" ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি যস্য জ্ঞানাম্মুক্তিরুক্তা, যৎ সত্যং জ্ঞানমিতি মন্ত্রোক্তং ব্রহ্ম, তদত্রৈব পুচ্ছবাক্যে গীযতে ব্রহ্মপদসংযোগাৎ, নানন্দময়বাক্য ইত্যর্থঃ। "নেতরোঽনুপপত্তেঃ"—ইতর আনন্দময়োজীবোঽত্র ন প্রতিপাদ্যঃ সর্ব্ব-স্রষ্টৃত্বাদ্যনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। "ভেদব্যপদেশাচ্চ"—অয়মানন্দময়ো ব্রহ্মরসং লব্ধ্বা আনন্দীভবতীতি ভেদোক্তেশ্চ তস্যাপ্রতিপাদ্যত্বেত্যর্থঃ। আনন্দময়ো ব্রহ্ম তৈত্তিরীয়কপঞ্চমস্থানস্থত্বাৎ আনন্দবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—"কামাচ্চ নানু-মানাপেক্ষা"—কাম্যত ইতি কাম আনন্দঃ। তস্য ভৃগুবল্ল্যাং পঞ্চমস্য ব্রহ্মত্ব-দৃষ্টৈরানন্দময়স্যাপি ব্রহ্মত্বানুমানাপেক্ষা ন কার্য্যা বিকারার্থকময়ড়্বিরোধাদি ত্যর্থঃ। ভেদব্যপদেশাচ্চেৎ সগুণব্রহ্মাঽত্র বেদ্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—"অস্মিন্ অস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি।" গুহানিহিতত্বেন প্রতীতঃ স এক ইত্যুপসংহৃতে পুচ্ছবাক্যোক্তে ব্রহ্মণি অহমেব পরং ব্রহ্মেতি প্রবোধবত আনন্দময়স্য যদা-ত্মাতি শাস্ত্রে ব্রহ্মভাবং শাস্তি, অতো নির্গুণব্রহ্মৈক্যজ্ঞানার্থং জীবভেদানুবাদ ইত্যভিপ্রেত্যাহ—"অপরাণ্যপী"তি। (১৯ সূত্রস্য রত্নপ্রভা টীকা)

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥ *

অন্তঃ মধ্যে য উপাস্যত্বেনো পদিশ্যতে স পরমাত্মৈব নান্যঃ। কুতঃ তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ [illegible] লক্ষণ সাধ্যা [illegible]পাপত্বাদিতস্যাপদেশাৎ অত্রেণ কথনাদিতি সূত্রা

ইদমাম্নায়তে, অথ-য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো-দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসম্পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ, উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদেত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মমপ্যথ য এষো-ঽন্তরক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিং বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষঃ কশ্চিৎ সংসারী সূর্য্য-

---

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণেঽপাস্তসমস্তবিশেষব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমুপায়তামাত্রেণ পঞ্চ কোশা উপাধয়ঃ স্থিতা ন তু বিবক্ষিতাঃ। ব্রহ্মৈব তু প্রধানং ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি জ্ঞেয়ত্বেনোপক্ষিপ্তমিতি নির্ণীতম্। সম্প্রতি তু ব্রহ্ম বিবক্ষিতো-পাধিভেদমুপাস্যত্বেনোপক্ষিপ্যতে ন তু বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়লব্ধোৎকর্ষো জীবাত্মা-দিত্যপদবেদনীয় ইতি নির্ণীযতে। তত্র—

মর্য্যাদাধাররূপাণি সংসারিণি পরে ন তু।
তস্মাদুপাস্যঃ সংসারী কর্ম্মানধিকৃতোঽরবিঃ ॥

[ইদমাম্না...ইত্যাদি] ছান্দোগ্য উপনিষদে অভিহিত হইযাছে, "আদিত্য মণ্ডলে, তাহার অভ্যন্তরে, উপাসকগণ কর্তৃক হিণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পুরুষ (পূর্ণ হইলেও মূর্ত্তিমান্—মূর্ত্তিপরিচ্ছিন্ন) দৃষ্ট হন—উপাসিত হন। সেই হিরণ্ময় পুরুষের শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশও হিরণ্ময়, অধিক কি, তাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্তই হিরণ্ময়। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় মর্কটপুচ্ছমূলবর্ণের পুণ্ডরীক সদৃশ অর্থাৎ সদ্যোবিকাশিত রক্তোৎপল তুল্য। তাঁহার নাম "উৎ"। তিনি সমুদায় পাপ হইতে উদিত অর্থাৎ উন্মুক্ত বলিয়া "উৎ"। যে উপাসক ইহা জানে, সে "উৎ" অর্থাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়। আদিত্য দেবতা অধিকার করিয়া এই অধিদৈব উপাসনা বলা হইল, এক্ষণে এই দেহ অধিকার করিয়া উঁহারই অধ্যাত্ম উপাসনা বলিতেছি। এই নেত্রে, নেত্রের অভ্যন্তরে, যে পুরুষ উপাসক-কর্তৃক দৃষ্ট হন, উপাসিত হন,—ইত্যাদি।" [তত্র · পরমেশ্বরঃ] এস্থলে এরূপ সংশয় হইতে পারে, শ্রুতি কি কোন এক উৎকৃষ্ট জীবকে

অর্থঃ।—ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে, যিনি আদিত্যাদির অন্তরে উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন তিনি পরমাত্মা অর্থাৎ তাহা পরমাত্মার উপাসনা। তৎপ্রতি হেতু এই যে, ঐখানেই পাপ মুক্তত্ব প্রভৃতি পরমাত্মার লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

মণ্ডলে চক্ষুষি চোপাস্যত্বেন শ্রূয়তে কিংবা নিত্যসিদ্ধঃ পর-মেশ্বর ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তং, সংসারীতি, কুতঃ, রূপবত্ত্ব-শ্রবণাৎ। আদিত্যপুরুষে তাবদ্ধিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদিরূপমুদা-হৃতম্। অক্ষিপুরুষেঽপি তদেবাতিদেশেন প্রাপ্যতে, তস্যৈ তস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপমিতি। ন চ পরমেশ্বরস্য রূপবত্ত্বং যুক্তং অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিতিশ্রুতেঃ। আধার-শ্রবণাচ্চ। য এষোন্তরাদিত্যে য এযোন্তরক্ষিণীতি। ন হ্যনা-ধারস্য স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতস্য সর্ব্বব্যাপিনঃ পরমেশ্বরস্যাধার উপদিশ্যেত, স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি, আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য ইতি চ শ্রুতী ভবতঃ। ঐশ্বর্য্য-

হিরণ্যশ্মশ্রুবিত্যাদিরূপশ্রবণাৎ 'য এষোঽন্তবাদিত্যে য এষোঽন্তরক্ষণী'তি চাধারভেদশ্রবণাৎ 'যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ' ইত্যৈশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রুতেশ্চ সংসার্য্যেব কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মকোরূপাদিসম্পন্ন ইহোপাস্যো ন তু পরমাত্মা। 'অশব্দমস্পর্শ'মিত্যাদিশ্রুতিভিরপাস্তসমস্ত-রূপশ্চ 'স্বে মহিম্নি' ইত্যাদিশ্রুতিভিরপাকৃতাধারশ্চ 'এষ সর্ব্বেশ্বর' ইত্যাদি-শ্রুতিভিরধিগতানির্ম্মর্য্যাদৈশ্বর্য্যশ্চ শক্য উপাস্যত্বেনেহ প্রতিপত্তুম্। সর্ব্ব

সূর্য্যমণ্ডলে ও নেত্রপ্রতীকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন? অথবা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন? [কিং · শ্রবণাৎ] প্রথমে ইহাই পাওয়া যায় অর্থাৎ বুঝা যায় যে, ঐ উপাস্য পুরুষ পরমেশ্বর নহে, জীব। কেন-না, উহার রূপ আছে। [আদিত্য...রূপমিতি] শ্রুতি আদিত্য পুরুষের "হিরণ্য শ্মশ্রু" ইত্যাদি প্রকার কথার দ্বারা রূপ বা মূর্ত্তি বলিয়াছেন এবং অক্ষিপুরুষেরও "আদিত্য-পুরুষের যদ্রূপ রূপ অক্ষিপুরুষেরও তদ্রূপ রূপ" এই অতিদেশবাক্যের দ্বারা রূপ থাকা ব্যক্ত করিয়াছেন। [নচ...শ্রুতেঃ] পরমেশ্বরের যে রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই, তাহা "তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্দ্ধারিত আছে। [আধার...ভবতঃ] আদিত্য পুরুষ পরমেশ্বর হইলে শ্রুতি "আদিত্যে" "নেত্রে" এরূপ আধার উপদেশ করিবেন কেন? অন্যান্য শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি নিরাধার, নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য। [ঐশ্বর্য্য...পুরুষস্য] অপিচ,

মর্য্যাদাশ্রুতেশ্চ, স এব যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চোলোকাস্তেষা-ঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চেত্যাদিত্যপুরুষস্যৈশ্বর্য্যমর্য্যাদা, স এষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চোলোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চে-ত্যক্ষিপুরুষস্য। ন চ পরমেশ্বরস্য মর্য্যাদাবদৈশ্বর্য্যং যুক্তম্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষসেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়েত্যবিশেষশ্রুতেঃ। তস্মাদক্ষ্যা-দিত্যয়োরন্তঃ পরমেশ্বর ইতি।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ, অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিতি। য এষো-ঽন্তরাদিত্যে য এষোন্তরক্ষিণীতি চ শ্রূয়মাণঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব, ন সংসারী, কুতঃ, তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ, তস্য হি পরমেশ্বরস্য

পাপ্মবিরহশ্চাদিত্যপুরুষে সম্ভবতি। শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারতয়া দেবতায়াঃ পুণ্যপাপয়োরনধিকারাৎ। রূপাদিমত্ত্বান্যথানুপপত্ত্যা চ কার্য্যকারণাত্মকে জীবে উপাস্যত্বেন বিবক্ষিতে। যত্তাবদৃগাদ্যাত্মকত্বয়াঽস্য সর্ব্বাত্মকত্বং শ্রূয়তে তৎ কথঞ্চিদাদিত্যপুরুষস্যৈব স্তুতিরিত্যাদিত্যপুরুষ এবোপাস্যো ন পরমাত্মে-ত্যেবং প্রাপ্তম। অনাধারত্বে চ নিত্যত্বং সর্ব্বগতত্বঞ্চ হেতুঃ। অনিত্যং

উপদিষ্ট আদিত্যপুরুষের ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরত্ব সীমাবদ্ধ, অসীম নহে, ইহা ঐ বাক্যের পরেই লিখিত আছে। যথা—"ইনি আদিত্যলোকের, ঊর্দ্ধবর্ত্তী-লোকের ও দেবভোগের ঈশ্বর বা নিয়মন-কর্ত্তা।" অক্ষিপুরুষের ঈশ্বরত্বও অসীম নহে। যথা—"ইনি চক্ষুর অধঃস্থিত লোকের ও মানব-ভোগের নিয়মন করেন।" [ন চ...দেশাৎ] পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব যে সীমাবদ্ধ নহে, অসীম, তাহা "তিনিই সমুদায়ের ঈশ্বর, তিনিই ভূতাধিপতি, তিনিই ভূতপালক, তিনিই সমুদায় লোকের মর্য্যাদাস্বরূপ, বিধারকসেতুস্বরূপ" এই শ্রুতিতে নিশ্চিত আছে। অতএব, আদিত্যান্তর্গত পুরুষ ও অক্ষিপুরুষ পরমেশ্বর নহে, উহা কোন এক উৎকর্ষপ্রাপ্ত জীব। অর্থাৎ এ উপাসনা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে, কোন এক জীবের উপাসনা। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ বা আপাত অর্থ উপস্থিত হওয়ায় তন্নিরাকরণার্থ "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপ-দেশাৎ" সূত্র পঠিত হইয়াছে।

[য এষো...দিষ্টঃ] ছান্দোগ্য শ্রুতি যে-পুরুষকে আদিত্যে ও নেত্রে

ধর্ম্ম ইহোপদিষ্টঃ। তদ্‌যথা তস্যোদিতি নামেতি শ্রাবয়িত্বা অস্যাদিত্যপুরুষস্য নাম স এষসর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত ইতি সর্ব্বপাপ্মাপগমনেন নির্ব্বক্তি। তদেব চ কৃতনির্ব্বচনং নামাক্ষিপুরুষস্যাপ্যতিদিশতি যন্নাম তন্নামেতি। সর্ব্ব-পাপ্মাপগমশ্চ পরমাত্মন এব শ্রূয়তে, য আত্মাপহতপাপ্মে-ত্যাদৌ। তথা চাক্ষুষে পুরুষে সৈবর্ক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্‌যজুস্তদ্‌ব্রহ্মেত্যৃক্সামাদ্যাত্মকতাং নির্দ্ধারয়তি। সা চ পর-মেশ্বরস্যোপপদ্যতে সর্ব্বকারণত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ।

হি কার্য্যং কারণাধারমিতি নানাধারম্। নিত্যমপ্যসর্ব্বগতং যত্তস্মাদাধার-ভাবেনাবস্থিতং তদেব তস্যোত্তরসাধার ইতি নানাধারম্। তস্মাদুভয়মুক্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে 'অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ'।

সার্ব্বাত্ম্যসর্ব্বদুরিতবিরহাভ্যামিহোচ্যতে।
ব্রহ্মৈবাব্যভিচারিভ্যাং সর্ব্বহেতুস্বিকারবৎ॥

নামনিরুক্তেন হি সর্ব্বপাপ্মাপাদানতয়াস্যোদয় উচ্যতে। ন চাদিত্যস্য দেবতায়াঃ কর্ম্মানধিকারেঽপি সর্ব্বপাপ্মবিরহঃ প্রাগ্‌ভবীয়ধর্ম্মাধর্ম্মরূপপাপ্ম-

---

উপাসনা করিতে বলিয়াছেন সে পুরুষ পরমেশ্বর। তাহার হেতু এই যে, শ্রুতি ঐ স্থানেই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম বা লক্ষণ বলিয়াছেন। [তদ্‌যথা . তন্নাম | যথা—"এই উপাস্য পুরুষের নাম উৎ।" শ্রুতি এইরূপে ঐ আদিত্য-পুরুষের নাম-নির্দ্দেশ করিয়া পরে উক্ত "উৎ" নামের কারণ বা ব্যুৎপত্তি বলিয়াছেন। যথা—"যেহেতু ইনি সর্ব্বপাপ হইতে উদিত—উন্মুক্ত—সেই হেতু ইনি উৎ।" এই কৃতনির্ব্বচন-নাম আবার অক্ষিপুরুষে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—"ঐ আদিত্যপুরুষের যে-নাম, এই অক্ষিপুরুষেরও সেই নাম।" [সর্ব্ব...ইত্যাদৌ] একমাত্র পরমাত্মাই যে সর্ব্বপাপবিমুক্ত, অন্যে নহে, তাহা "যিনি আত্মা, তিনিই সর্ব্বপাপবিমুক্ত" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জানা যায়। [তথা...পত্তেঃ] অপিচ, শ্রুতি এই উপাস্য পুরুষকে সর্ব্বাত্মক বলিয়াছেন। যথা—'যিনি আদিত্যে, তিনিই এই চাক্ষুষ পুরুষে এবং ইনিই ঋক, ইনিই সাম, ইনিই উক্‌থ (সাম বিশেষ), ইনিই যজু, ইনিই ব্রহ্ম (বেদ)।" এই সর্ব্বাত্মকতা বা এই সার্ব্বাত্ম্যভাব পরমেশ্বর ভিন্ন সংসারী জীবে উপপন্ন বা সম্ভব হয় না। সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরকেই সর্ব্বাত্মক বলা-

পৃথিব্যগ্ন্যাদ্যাত্মকে চাধিদৈবতমৃক্সামে বাক্প্রাণাদ্যাত্মকে চাধ্যাত্মমনুক্রম্যাহ, তস্যর্ক্ সাম চ গেষ্ণৌ ইত্যধিদৈবতম্। তথাধ্যাত্মমপি, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণাবিতি। তচ্চ সর্ব্বাত্মকত্বে সত্যেবোপপদ্যতে। তদ্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতন্তেব তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয় ইতি চ লৌকিকেম্বপি গানেম্বস্যৈব গীয়মানত্বং দর্শয়তি। তচ্চ পরমেশ্বরপরিগ্রহে

সম্ভবে সতি। ন চৈতেষাং প্রাগ্ভবীযোধম্ম এবাস্তি ন পাপ্মেতি সাম্প্রতম্। বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়সমুদাচারেপ্যনাদিভবপরম্পরোপার্জ্জিতানাং পাপ্মনামপি প্রসুপ্তানাং সম্ভবাৎ। ন চ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদাদিত্যশরীরাভিমানিনঃ সর্ব্বপাপ্মবিরহ ইতি যুক্তম। ব্রহ্মবিষয়ত্বেনাপ্যস্যাঃ প্রামাণ্যোপপত্তেঃ। ন চ বিনি-

---

যায়, অন্যকে নহে। [পৃথি পদ্যাতে] ঐ শ্রুতির শেষে পৃথিবীকে ও অগ্নিকে আধিদৈবিক ঋক্ ও সাম বলা হইয়াছে এবং বাক্যকে ও প্রাণকে আধ্যাত্মিক ঋক্ ও সাম বলা হইয়াছে। (১) তৎপরে বলা হইয়াছে যে, "আদিত্যান্তর্গত উপাস্য পুরুষের ঋক্ ও সাম নামক যে দুইটী গেষ্ণ অর্থাৎ পর্ব্ব বা গাইট বলা হইল, অক্ষিপুরুষেরও ঐ দুই গেষ্ণ জানিবে।" এরূপ সর্ব্বাত্মকতা অসর্ব্বাত্মক সংসারী জীবে অনুপপন্ন অর্থাৎ অসম্ভব। (২) আরও দেখুন, [তদ্য ঘটতে] শ্রুতি প্রকরণশেষে বলিয়াছেন, "এই সকল লোক যে সকল লোককে বীণার দ্বারা গান করে, স্তুতি করে, সে সকল লোক তাহাকেই গান করে এবং সেই নিমিত্ত সেই সকল স্তূয়মান লোক বিভূতিমন্ত।" (যাহারা বিভূতিমন্ত, তাহারা ঈশ্বরাংশসম্ভূত, ইহা গীতা বাক্যের দ্বারাও জানা যায়)। এখন বিবেচনা কর, আদিত্যস্থ উপাস্য পুরুষ সর্ব্বাত্মক পরমেশ্বর না হইলে শ্রুতি তাঁহাকে সর্ব্বগানগেয় বলিবেন কেন? কথিত প্রকার সর্ব্বগানগেয়তা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য পুরুষে

---

(১) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র প্রভৃতি এবং তদগত দীপ্তি—এ সকল আধিদৈবিক ঋক এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতিও তদগত রূপ—এ সকল আধিদৈবিক সাম। এই ঋক ও সাম উক্ত উপাস্য পুরুষের দুই পাশ বা পর্ব্ব।

(২) সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, আদিত্যপুরুষের উপাসনা ও অক্ষিপুরুষের উপাসনা পরমেশ্বরেরই উপাসনা। অন্যের নহে। তন্মধ্যে প্রথমে অধিদৈব উপাসনা, তৎপরে অধ্যাত্ম-উপাসনা।

ঘটতে। যদ্‌যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্ত-দেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবমিতি ভগবদ্গীতাদর্শনাৎ। লোককামেশিতৃত্বমপি নিরঙ্কুশং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরং গময়তি। যত্তূক্তং হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদিরূপশ্রবণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যত ইতি, তত্র ব্রূমঃ, স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছা-বশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্। মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসীতি স্মরণাৎ। অপিচ যত্র নিরস্তসর্ব্ববিশেষং

গমনায়াং হেত্বভাবঃ। তত্র তত্র সর্ব্বপাপ্মবিরহস্য ভূয়োভূয়োব্রহ্মণ্যেব শ্রবণাৎ। তস্যৈব চেহ প্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য বিনিগমনাহেতোর্ব্বিদ্যমানত্বাৎ। অপি চ সার্ব্বাত্ম্যং জগৎকারণস্য ব্রহ্মণ এবোপপদ্যতে। কারণাদভেদাৎ কার্য্য-জাতস্য ব্রহ্মণশ্চ জগৎকারণত্বাৎ। আদিত্যশরীরাভিমানিনস্তু জীবাত্মনো ন জগৎকারণত্বম্। ন চ মুখ্যার্থসম্ভবে প্রাশস্ত্যলক্ষণয়া স্তুত্যর্থতা যুক্তা। রূপবত্ত্বঞ্চাস্য পরানুগ্রহায় কায়নির্ম্মাণেন বা তদ্বিকারতয়া বা সর্ব্বস্য কার্য্য-জাতস্য বিকারস্য চ বিকারবতোহনন্যত্বাত্তাদৃশরূপভেদেনোপদিশ্যতে যথা 'সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস' ইতি। ন চ ব্রহ্মনির্ম্মিতং মায়ারূপমনুবদচ্ছাস্ত্রমশাস্ত্রং ভবতি। অপি তু তাং কুর্ব্বদিতি নাশাস্ত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। যত্র তু ব্রহ্ম নিরস্ত-

---

সঙ্গত হইতে পারে না। [যদ্...গময়তি] "হে অর্জ্জুন! তুমি যে যে জীবকে বিভূতিযুক্ত (ঐশ্বর্য্যশালী), শ্রীসম্পন্ন ও তেজস্বী দেখিবে, সেই সকল জীবকে তুমি মদীয়াংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।"—এই গীতা বাক্যের দ্বারাও জানা যায় যে, সমুদায় গানই ঈশ্বরের গান। অতএব, নিরঙ্কুশ (যাহা অন্যের অধীন নহে) ঈশিতৃত্ব (নিয়মন কর্ত্তৃত্ব) পরমেশ্বরেরই বোধক ভিন্ন অন্যের বোধক নহে। [যত্তূক্তং...স্মরণাৎ] পূর্ব্বপক্ষকালে বলা হইয়াছিল যে, "হিরণ্যশ্মশ্রু" ইত্যাদিপ্রকার রূপ বর্ণনা পরমেশ্বরের পক্ষে সংগত হয় না, তৎপ্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমেশ্বরেরও ঐচ্ছিক মায়াময় রূপ হয়। যথা স্মৃতি—"হে নারদ! এই বিচিত্র রূপিণী মায়া মৎকর্ত্তৃক সৃষ্টা হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমাকে এরূপ গুণযুক্ত দেখিতেছ। অন্যথা তুমি আমাকে দেখিতে বা জানিতে পারিতে না।" [অপিচ...যাতি] অন্য কথা এই যে, যেখানে পরমেশ্বরের নির্ব্বিশেষরূপ

পারমেশ্বরং রূপমুপদিশ্যতে, ভবতি তত্র শাস্ত্রং, অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়মিত্যাদি। সর্ব্বকারণত্বাত্তু বিকারধর্ম্মৈরপি কৈশ্চিদ্বিশিষ্টঃ পরমেশ্বর উপাস্যত্বেন নির্দ্দিশ্যতে, সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যাদিনা। তথা হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি-নির্দ্দেশোঽপি ভবষ্যতি। যদপ্যাধারশ্রবণান্ন পরমেশ্বর ইতি, অত্রোচ্যতে, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্যাপ্যাধারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থোভবিষ্যতি সর্ব্বগতত্বাদ্ব্রহ্মণোব্যোমবৎ সর্ব্বাত্মান্তরত্বোপপত্তেঃ। ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রবণমপ্যধ্যাত্মাধিদৈবতবিভা-

---

সমস্তোপাধিভেদ' জ্ঞেয়ত্বেনোপক্ষিপ্যতে তত্র শাস্ত্রং 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়' মিতি প্রবর্ত্ততে। তস্মাদ্রূপবত্ত্বমপি পরমাত্মন্যুপপদ্যতে এতেনৈব মর্য্যাদাধারভেদাবপি ব্যাখ্যাতৌ। অপি চাদিত্যদেহাভিমানিনঃ সংসারিণোঽন্তর্যামী ভেদেনোক্তঃ স এবান্তরাদিত্য ইত্যন্তঃ শ্রুতিসামান্যেন প্রত্যভিজ্ঞায়মানোভবিতুমর্হতি। "তস্মাত্তে ধনসনয়" ইতি।—ধনবন্তোবিভূতিমন্ত ইতি যাবৎ। কস্মাৎ পুনর্বিভূতিমত্ত্বং পরমেশ্বরপরিগ্রহে ঘটত ইত্যত আহ।—"যদ্যদ্বিভূতিমাদ"তি। সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি বিভূতিমৎস্বেব পরমেশ্বরস্বরূপাভি

উপদেষ্টব্য হয়, সেখানকার শাস্ত্রে "তিনি শব্দস্পর্শাতীত, অরূপ ও অব্যয়" এইরূপ উপদেশ থাকে। (নির্ব্বিশেষ রূপ উপাস্য নহে, ধ্যেয় নহে, তাহা কেবল জ্ঞেয়) আর যেখানে তিনি উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হন, সেখানে তিনি সর্ব্বকারণ বলিয়া "সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরূপ সর্ব্বরস" ইত্যাদিপ্রকার বাক্যের দ্বারা কার্য্যভূত বিকারধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট বা বিশেষিত হন। সুতরাং হিরণ্য শ্মশ্রুত্বাদির উপদেশ উপাসনার্থ, ইহা নির্ণীত হয়। (উপাসনার্থ সবিশেষ বা সগুণ উপদেশ এবং সাক্ষাৎকারার্থ নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ উপদেশ)। [যদপ্যা...পত্তেঃ] যদিও "আদিত্যের অন্তরে অর্থাৎ আদিত্যরূপ আধারে" এতদ্রূপ আধার বর্ণনা নিরাধার স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় না সত্য; তথাপি, উপাসনার্থ আধার বিশেষের উপদেশ সঙ্গত হইতে পারে। তিনি যখন ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপী, তখন তাঁহাকে সর্ব্বান্তরবর্ত্তী বলা অসঙ্গত বা অযুক্ত নহে। [ঐশ্বর্য্য...দিশ্যতে] ঐশ্বর্য্য মর্য্যাদা অর্থাৎ তাঁহার সীমাবদ্ধ

গাপেক্ষমুপাসনার্থমেব। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাক্ষ্যাদিত্যয়ো-রন্তরুপদিশ্যতে ॥ ২০ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥ *

অস্তি চাদিত্যাদিশরীরাভিমানিভ্যোজীবেভ্যোন্য ঈশ্বরো-ঽন্তর্যামী, য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরোযমাদিত্যোন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরোযময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্ত-র্যাম্যমৃত ইতি শ্রুত্যন্তরে ভেদব্যপদেশাৎ। তত্র হ্যাদিত্যা-দন্তরোযমাদিত্যোন বেদ ইতি বেদিতুরাদিত্যাদ্বিজ্ঞানাত্মনো-ঽন্যোঽন্তর্য্যামীতি স্পষ্টং নির্দ্দিশ্যতে স এবেহাপ্যন্তরাদিত্যে

ব্যক্তি র্ন স্ববিদ্যাতমঃপিহিতপরমেশ্বরস্বরূপেশ্ববিভূতিমংস্থিত্যর্থঃ। "লোক-কামেশিতৃত্বমপী"তি।— অতোঽত্যন্তপারার্থ্যন্যায়েন নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ ॥

অস্তীতি—আদিত্যস্থিতরশ্মিনিরাসার্থমাদিত্যাদন্তর ইতি। জীবং নির-স্যতি "যস্য" ইতি। অন্তর্যামিপদার্থমাহ—"য" ইতি। তস্যানাত্মত্বনিরা-সায়াহ—"এষ ত" ইতি। তে তব স্বরূপমিত্যর্থঃ। আদিত্যান্তরত্বশ্রুতেঃ

ঐশ্বর্য্য আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাসনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব, পরমেশ্বরই অক্ষির ও আদিত্যের অন্তরে উপাসনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছেন।

ঈশ্বর আদিত্যশরীরাভিমানী জীব হইতে ভিন্ন ও অন্তর্যামী, ইহা শ্রুত্যন্তরে অভিহিত হইয়াছে। যথা—"যিনি আদিত্যস্থ রশ্ম্যাদি নহেন অথচ আদিত্যে আছেন, আদিত্য যাঁহাকে জানে না অথচ আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, (নিয়ম বহির্ভূত হইতে দেন না), তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত পুরুষ অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষ পরমেশ্বর।" এই শ্রুতিতে আদিত্য জীবের নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে স্পষ্টরূপে আদিত্যস্থ জীবাত্মা হইতে

* শ্রুত্যন্তরে আদিত্যজীবাৎ ঈশ্বরস্য ভেদোক্তেঃ অন্যঃ আদিত্যজীবাৎ ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি সূত্রার্থঃ।— অন্য শ্রুতিতে ঈশ্বর আদিত্যশরীরাভিমানী জীব হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় আদিত্যান্তগত উপাস্য পুরুষ জীব নহে, পরমেশ্বর। যেমন তোমার দেহের জীব তুমি, আমার দেহের জীব আমি, তেমনি আদিত্যদেহের জীব আদিত্য। যে যাহার দেহে সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকে, সে সে দেহের জীব।

পুরুষোভবিতুমর্হতি শ্রুতিসামান্যাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবেহোপদিশ্যতে ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥*

ছান্দোগ্যে ইদমামনন্তি, অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎ পদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি আকাশোহ্যেবৈভ্যোজ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণমিতি, তত্র সংশয়ঃ, কিমাকাশশব্দেন পরং ব্রহ্মাভিধীয়ত উত ভূতাকাশমিতি। কুতঃ সংশয়ঃ। উভয়ত্র প্রয়োগদর্শনাৎ। ভূতবিশেষে তাবৎ সুপ্রসিদ্ধোলোক-

---

সমানত্বাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ পব এবাদিত্যাদিস্থানক উদ্গীথে উপাস্য ইতি সিদ্ধম্। (ইতি বত্নপ্রভা টীকা)।

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে ব্রহ্মণোঽসাধারণধর্ম্মদর্শনাদ্বিবক্ষিতোপাধিনোঽস্যৈবো পাসনা, ন ত্বাদিত্যশরীবাভিমানিনোজীবাত্মন ইতি নিরূপিতম্। ইদানীং

ভিন্ন বলা হইয়াছে। এই কারণে ও পূর্ব্বোক্ত হেতুতে উক্ত শ্রুতিতে পরমেশ্বরই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবত্য-নামক ব্রাহ্মণের ও জৈবলি নামক রাজার এইরূপ প্রশ্নোত্তর বাক্য আছে। শালাবত্য প্রশ্ন করিতেছেন "এই সকল লোকের (পৃথিব্যাদি লোকেব) গতি অর্থাৎ আশ্রয় কি?" জৈবলি প্রত্যুত্তর করিতেছেন "আকাশ। আকাশ হইতেই এই সকল ভূত জন্মে, আকাশেই অস্তমিত হয়, আকাশ এই সমুদায়ের জ্যেষ্ঠ এবং আকাশই এ সমুদায়ের একমাত্র আশ্রয় (মূলাধার)।" এই প্রশ্নপ্রতিবচনাত্মক উপনিষদ্ বাক্যের অর্থজ্ঞান কালে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুতি "আকাশ" শব্দে ব্রহ্ম অভিধান করিয়াছেন? অথবা এই ভূতাকাশ বলিয়াছেন? সংশয়ের কারণ এই যে, ব্রহ্ম ও প্রথম ভূত এই উভয় অর্থেই "আকাশ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। আকাশ শব্দের অর্থ প্রথম ভূত,

---

* ছান্দোগ্যে সর্ব্বলোকগতিত্বেন শ্রূয়মান আকাশঃ ব্রহ্মৈব নান্যঃ। কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ ব্রহ্মলিঙ্গাৎ। ব্রহ্মার্থপ্রকাশনসামর্থ্যবৎপদযোগাদিত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সর্ব্বলোকগতি আকাশ শব্দের উল্লেখ আছে, সে আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম।

বেদয়োরাকাশশব্দঃ, ব্রহ্মণ্যপি ক্বচিৎ প্রযুজ্যমানোদৃশ্যতে, যত্র বাক্যশেষবশাদসাধারণগুণশ্রবণাদ্বা নির্দ্ধারিতং ব্রহ্ম ভবতি যথা, যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাদিতি আকাশোবৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্মেতি চৈবমাদৌ। অতঃ সংশয়ঃ। কিং পুনরত্র যুক্তং, ভূতাকাশমিতি, কুতঃ, তদ্ধি প্রসিদ্ধতরেণ প্রয়োগেণ শীঘ্রং বুদ্ধিমারোহতি। ন চায়মাকাশশব্দ উভয়োঃ সাধারণঃ শক্যোবিজ্ঞাতুং অনে-

ষ্বসাধারণধর্ম্মদর্শনাৎ তদেবোদ্গীথে সম্পাদ্যোপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে, ন ভূতাকাশ ইতি নিরূপ্যতে। তত্র 'আকাশ ইতি হোবাচ' ইতি কিং মুখ্যাকাশ পদানুবোধেন 'অস্য লোকস্য কা গতি'রিতি চ 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতা ন ইতি চ 'জ্যাযান' ইতি চ 'পরায়ণ'মিতি চ কথঞ্চিদ্‌ব্যাখ্যায়তামুতৈতদন্ বোধেনাকাশশব্দোভক্ত্যা পরাত্মনি ব্যাখ্যায়তামিতি। তত্র -

প্রথমত্বাৎ প্রধানত্বাদাকাশং মুখ্যমেব নঃ।
তদানুগুণ্যেনান্যানি ব্যাখ্যেয়ানীতি নিশ্চযঃ॥

অস্য লোকস্য কা গতিরিতি প্রশ্নোত্তরে 'আকাশ ইতি হোবাচ' ইত্যাকাশস্য গতিত্বেন প্রতিপাদ্যতয়া প্রাধান্যাৎ, 'সর্ব্বাণি হ বা' ইত্যাদীনান্তু তদ্বিশেষণতয়া গুণত্বাৎ, গুণে ত্বন্যায্যকল্পনা ইতি বহূন্যপ্যপ্রধানানি প্রধান।

ইহা লোক ও বেদ সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ এবং ব্রহ্মরূপ অর্থও কোন কোন স্থানে বাক্যশেষাদির দ্বারা লব্ধ বা প্রতীত হওয়া যায়। [যথা...সংশয়ঃ] "এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দ না হইত" "আকাশই নামের ও রূপের নির্ব্বাহক (নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-কারণ)। এই নামরূপ, যন্মধ্যে আকাশ কল্পিত, তিনি ব্রহ্ম।" ইত্যাদিস্থলে বাক্যশেষাদির দ্বারা আকাশ শব্দের ব্রহ্মার্থতাও লব্ধ হয়। [কিং· রোহতি] এস্থলে আকাশ শব্দের কোন্ অর্থ গ্রাহ্য কোন্ অর্থ অগ্রাহ্য? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন, ভূতাকাশ অর্থই গ্রাহ্য। তাহার হেতু এই যে, আকাশ শব্দের ভূতবিশেষ অর্থই অধিক প্রসিদ্ধ, তজ্জন্য আকাশ-শব্দ প্রথমতঃ ভূতাকাশকেই বুদ্ধিগম্য করায়। (শুনিবা মাত্র যে অর্থ উপস্থিত হয়, সেই অর্থই সে শব্দের মুখ্য, সুতরাং আকাশ-শব্দের ভূত অর্থই মুখ্য)। [ন চা...ভবতি] আকাশ-শব্দ ভূত ও ব্রহ্ম উভয় সাধারণ অর্থাৎ যুগপৎ উভয় অর্থের উপস্থাপক এরূপ বলিতে পারিবে না। বলিতে

কার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি গৌণ আকাশশব্দো ভবিতুর্ন মর্হতি বিভুত্বাভিহি বহুভির্দ্ধর্ম্মৈঃ সদৃশমাকাশেন ব্রহ্ম ভবতি। ন চ মুখ্যসম্ভবে গৌণার্থগ্রহণমর্হতি। সম্ভবতি চেহ মুখ্যস্যৈবাকাশস্য গ্রহণম্। ননু ভূতাকাশপরিগ্রহে বাক্যশেষোনোপপদ্যতে, সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদিঃ। নৈষ দোষঃ। ভূতাকাশস্যাপি বায়্বাদি

ক্রমেণ নেতব্যানি। অপি চ 'আকাশ ইতি হোবাচ' ইত্যুত্তরে প্রথমাবগতমাকাশপদমনুপজাতবিরোধিত্বেন তদনুবক্তায়াং বুদ্ধৌ যদ্যদেব তদেব বাক্যগতমুপানপতিতং তত্তদুপজাতবিরোধি তদানুগুণ্যেনৈব ব্যবস্থাতুমর্হতি। ন চ কচিদাকাশশব্দো ভক্ত্যা ব্রহ্মণি প্রযুক্ত ইতি সর্ব্বত্র তেন তৎপরেণ ভবিতব্যম্। ন হি গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদমনুপপত্ত্যা তীরপরমিতি যাদাংসি গঙ্গায়ামিত্যত্রাপ্যনেনন তৎপরেণ ভবিতব্যম্। সম্ভবশ্চোভয়ত্র তুল্যঃ। ন চ ব্রহ্মণ্যপ্যাকাশশব্দো মুখ্যঃ। অনেকার্থত্বস্যান্যায্যত্বাৎ। ভক্ত্যা চ ব্রহ্মণি প্রয়োগোপপত্তেঃ। লোকে চাস্য নভসি নিরূঢতরত্বাৎ তৎপূর্ব্বক-

---

গেলে নানার্থ দোষ উপস্থিত হইবে। (১) অতএব, ব্রহ্মে যে আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছ তাহা গৌণ, মুখ্য নহে। বিভুত্ব প্রভৃতি আকাশিক গুণ বা ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মে আকাশ শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে। [ন চ ...গ্রহণম] মুখ্যার্থ সম্ভাবনা থাকিলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না সত্য, কিন্তু এখানে আকাশ শব্দের মুখ্যার্থ সম্ভাবনা আছে। [ননু... ইত্যাদি] আকাশ শব্দের মুখ্যার্থ আকাশ, সে অর্থ গ্রহণ করিলে তৎপ্রস্তাবের "এই সকল ভূত (জাত বস্তু) আকাশ হইতেই হইয়াছে"

(১) শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এক শব্দের এক উচ্চারণে এক অর্থ প্রতীত করিবার সামর্থ্য আছে, বহু অর্থ বুঝাইবার শক্তি নাই। এক শব্দ যদি এক উচ্চারণে এককালে বহু অর্থ প্রতীত করাইত, তাহা হইলে লোকব্যবহার চলিত না। বিশেষতঃ যে সময়ে ঘটাকার জ্ঞান হয় সে সময়ে দেহাকার জ্ঞান হইতেই পারে না। ঘটাকার জ্ঞান থাকিতে দেহাকার জ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং দেহাকার জ্ঞান জন্মিলে ঘটাকার জ্ঞান থাকিতে পারে না। কাযেই বলিতে হয় যে এক শব্দ এক সময়ে একই অর্থ প্রতীত করায়, বহু অর্থ প্রতীত করায় না। এই জন্যই শব্দের নানার্থে শক্তি দোষ। এই জন্যই এক শব্দের নানার্থ ব্যবহার যুগপৎ না হইয়া ভেদে ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। অগ্রে মুখ্য অর্থ দেখিতে হয়, মুখ্য অর্থে বাক্যার্থ বোধের বাধা দেখিলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়।

ক্রমেণ কারণত্বোপপত্তেঃ। বিজ্ঞায়তে হি, তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরিত্যাদি। জ্যায়স্ত্বপরায়ণত্বে অপি ভূতান্তরাপেক্ষয়োপপদ্যেতে ভূতাকাশস্যাপি। তস্মাদাকাশশব্দেন ভূতাকাশস্য গ্রহণমিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ, আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। আকাশশব্দেনেহ ব্রহ্মণোগ্রহণং যুক্তং, কুতঃ, তল্লিঙ্গাৎ। পরস্য হি ব্রহ্মণ ইদং লিঙ্গং, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎ-

---

ত্বাচ্চ বৈদিকার্থপ্রতীতের্বৈপরীত্যানুপপত্তেঃ। তদানুগুণ্যেন চ 'সর্ব্বাণি হ বা, ইত্যাদীনি ভাষ্যকৃতা স্বয়মেব নীতানি। তস্মাদ্ভূতাকাশমেবাত্রোপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে ন পরমাত্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। আকাশশব্দেন ব্রহ্মণোগ্রহণং কুতঃ তল্লিঙ্গাৎ। তথাহি।—

সামানাধিকরণ্যেন প্রশ্নতৎপ্রতিবাক্যয়োঃ।
পৌর্ব্বাপর্য্যপরামর্শাৎ প্রধানত্বেঽপি গৌণতা॥

ইত্যাদিবিধ শেষবাক্য উপপন্ন হয় না, বিরুদ্ধ হয়, এ কথা বলিতে পারিবে না। কেন-না, আকাশসম্বন্ধে ঐ উক্তি দুষ্য নহে। হেতু এই যে, বায়ু-তেজ-জল প্রভৃতি ক্রমপরম্পরা গণ্য করিলে আকাশকেও ভূতসমূহের কারণ বলা যাইতে পারে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "সেই আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি (উদ্ভিজ্জ), ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব বা ভূত জন্মিয়াছে।" [জ্যায়...তল্লিঙ্গাৎ] শ্রুত্যুক্ত জ্যায়ান্ ও পরায়ণং এ দুই কথাও ভূতাকাশে সঙ্গত হইতে পারে। (১) অতএব, উদাহৃত শ্রুতিস্থ আকাশ-শব্দের ভূতাকাশ অর্থই গ্রাহ্য। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার সিদ্ধান্তের নিমিত্ত বলা হইয়াছে, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।" [আকাশ...মর্য্যাদা] আকাশ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। তাহার হেতু এই যে, "সমুদায় ভূত আকাশ হইতেই হইয়াছে" এই কথাটী

---

(১) অর্থাৎ শ্রুতিতে যে আকাশকে 'এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং" এইরূপে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগতি বলা হইয়াছে, বিবেচনা করিতে গেলে তাহাও সংগত হইতে পারে। আকাশ অন্যান্য ভূত অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। আকাশ অন্যান্য ভূতের আশ্রয়ও বটে; গতিও বটে।

পদ্যন্তে ইতি। পরস্মাদ্ধি ব্রহ্মণো ভূতানামুৎপত্তিরিতি বেদান্তেষু মর্য্যাদা। নন্বু ভূতাকাশস্যাপি বায়্বাদিক্রমেণ কারণত্বং দর্শিতং, তথাপি, মূলকারণস্য ব্রহ্মণোঽপরিগ্রহা-দাকাশাদেবেত্যবধারণং সর্ব্বাণীতি চ ভূতবিশেষণং নানুকূলং স্যাৎ। তথাকাশং প্রত্যস্তং যন্তীতি ব্রহ্মলিঙ্গং, আকাশো-হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণমিতি চ। জ্যায়স্ত্বং হ্যনা-

যদ্যপ্যাকাশপদং প্রধানার্থং তথাপি যৎ পৃষ্টং তদেব প্রতিবক্তব্যং ন খল্বনুন্মত্ত আম্রান্ পৃষ্টঃ কোবিদারানাচষ্টে। তদিহাস্য লোকস্য কা গতিরিতি প্রশ্নোদৃশ্যমানো নামরূপপ্রপঞ্চমাত্রবিষয় ইতি তদনুরোধাৎ য এব সর্ব্বস্য লোকস্য গতিঃ স এবাকাশশব্দেন প্রতিবক্তব্যঃ। ন চ ভূতাকাশঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গতিঃ। তস্যাপি লোকমধ্যপাতিত্বাৎ তদেব তস্য গতিরিত্যনুপ-পত্তেঃ। ন চোত্তরে ভূতাকাশশ্রবণাদ্ভূতাকাশকার্য্যমেব পৃষ্টমিতি যুক্তম্। প্রশ্নস্য প্রথমাবগতস্যানুপজাতবিরোধিনো লোকসামান্যবিষয়স্যোপজাতবিরোধি-নোত্তরেণ সঙ্কোচানুপপত্তেঃ। তদনুরোধেনোত্তরব্যাখ্যানাৎ। ন চ প্রশ্নেন পূর্ব্বপক্ষরূপেণাবস্থিতার্থেনোত্তরং ব্যবস্থিতার্থং ন শক্যং নিয়ন্তুমিতি যুক্তম্। তন্নিমিত্তানামজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যাসানামনবস্থানেঽপি তস্য স্ববিষয়ে ব্যবস্থা-নাৎ। অন্যথোত্তরস্যানালম্বনত্বাপত্তের্বৈয়ধিকরণ্যাপত্তের্বা। অপি চোত্তরে-

পব ব্রহ্মেরই বোধক, ভূতাকাশের বোধক নহে। একমাত্র পরব্রহ্মই কার্য্য পরম্পরার মূল বা সীমা এবং তাদৃশ ব্রহ্ম হইতেই ভূতনিচয়ের উৎপত্তি হওয়া সমুদয় বেদান্তের অভিমত। [নন্বু...স্যাৎ] তুমি যে বায়ু প্রভৃতি অন্য-পদার্থ পরম্পরাক্রমে ভূতাকাশের কারণতা দেখাইয়াছ, তাহাতে দুই দোষ আছে। এক অবধারণভঙ্গ, অপর সর্ব্বশব্দের ব্যাহতি। ব্রহ্মকে মূলকারণ রূপে গ্রহণ না করিলে "আকাশাৎ এব" কেবল ভূতাকাশ হইতে, অন্য কিছু হইতে নহে, এরূপ অর্থ বাধিত এবং "সর্ব্বাণি ভূতানি" সমুদয় ভূত, এ কথাও ব্যর্থ হইবে। (অভিপ্রায় এই যে, আকাশ ভূতও ব্রহ্মোৎপন্ন; সুতরাং ঐরূপ অর্থ বাধিত)। [তথা...লিঙ্গম্] অপিচ, "প্রলয়কালে এ সকল আকাশেই লীন হয়" এ কথাটীও ব্রহ্মলিঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধক। তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়কালে ভূতাকাশও ব্রহ্মে অস্তমিত হয়। [আকাশো... পরায়ণম্] "আকাশ এ সমুদায়ের জ্যেষ্ঠ, আকাশ এসকলের আশ্রয় বা গতি"

পেক্ষিকং পরমাত্মন্যেবৈকস্মিন্নাম্নাতং, জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবোজ্যায়ানেভ্যোলোকেভ্য ইতি। তথা পরায়ণত্বমপি পরমকারণত্বাৎ পরমাত্মন্যেবোপপন্নতরম্। শ্রুতিশ্চ ভবতি, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, রাতের্দ্দাতুঃ পরায়ণমিতি। অপি চান্তবত্ত্বদোষেণ শালাবত্যস্য পক্ষং নিন্দিত্বা-হনন্তং কিঞ্চিদ্বক্তুকামেন জৈবলিনা আকাশঃ পরিগৃহীতঃ। তঞ্চাকাশমুদ্গীথে সম্পাদ্যোপসংহরতি, স এষ পরোবরীয়ানু-

---

হপি বহুসমঞ্জসম্। তথাহি।—'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে' ইতি সর্ব্বশব্দঃ কথঞ্চিদন্নবিষয়োব্যাখ্যেয়ঃ। এবমেবকারোপ্যসমঞ্জসং। ন খল্বপামাকাশ এব কারণমপি তু তেজোহপি। এবমন্নস্যাপি নাকাশমেব কারণমপি তু পাবকপাথসী অপি। মূলকারণবিবক্ষায়ান্তু ব্রহ্মণ্যেবাবধারণং সমঞ্জসম। অসমঞ্জসন্তু ভূতাকাশে। এবং সর্ব্বেষাং ভূতানাং লয়োব্রহ্মণ্যেব। এবং সর্ব্বেভ্যোজ্যায়স্ত্বং ব্রহ্মণ এব। পরময়বং ব্রহ্মৈব। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং লোকানামিতি প্রশ্নেনোপক্রমাদুত্তরে চ তত্তদসাধারণব্রহ্মগুণপরামর্শাৎ পৃষ্টায়াশ্চ গতেঃ পরময়নমিত্যসাধারণব্রহ্মগুণোপসংহারাৎ ভূয়সীনাং শ্রুতীনামনুগ্রহায় 'ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে' ইতিবদ্বরমাকাশপদমাত্রমসমঞ্জসমস্তু। এতাবতা হি বহু সমঞ্জসং স্যাৎ। ন চাকাশস্য প্রাধান্যমুত্তরে কিন্তু পৃষ্টার্থত্বাদুত্তরস্য লোকসামান্যগতেশ্চ পৃষ্টত্বাৎ পরায়ণমিতি চ তস্যৈবোপসংহারাদ্-ব্রহ্মৈব প্রধানম। তথা চ তদর্থং সদাকাশপদং প্রধানার্থং ভবতি নান্যথা। তস্মাদ্ব্রহ্মৈব প্রধানমাকাশপদেনেহোপাস্যত্বেনোপক্ষিপ্তং ন ভূতাকাশমিতি সিদ্ধম্। "অপি চ" অস্যৈবোপক্রমে 'অন্তবৎ কিল তে সা মতিঃ' "অন্তবত্ত্বদোষেণ শালাবত্যস্য" ইতি। ন চাকাশশব্দো গৌণোহপি বিলম্বিতপ্রতিপত্তি-

---

এ কথা বা এরূপ অনাপেক্ষিক জ্যেষ্ঠত্ব পরমাত্মাতেই আম্নাত (অভিহিত) হইতে দেখা যায়। যথা—"তিনি পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরীক্ষ অপেক্ষা, স্বর্গ অপেক্ষা, সমুদায় লোক অপেক্ষা বড়।" পরায়ণ কথাটীও পরমকারণ পরব্রহ্মে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—"বিজ্ঞানরূপ আনন্দঘন ব্রহ্মই ধনদাতৃগণের পরায়ণ। (পরমগতি বা পরমাশ্রয়)।" (ধনদাতা=যাগযজ্ঞাদি কর্ত্তা অথবা ধনত্যাগকর্ত্তা সন্ন্যাসী)। [অপিচ...লিঙ্গম্] অপিচ, জৈবলি রাজা শালাবত্য ব্রাহ্মণের সিদ্ধান্তে নশ্বরত্ব দোষ দেখাইয়া, "তাহা নশ্বর

দ্গীথঃ স এষোঽনন্ত ইতি। তচ্চানন্ত্যং ব্রহ্মলিঙ্গম্। যৎপুন রুক্তং ভূতাকাশং প্রসিদ্ধিবলেন প্রথমতরং প্রতীয়ত ইতি, অত্র ব্রূমঃ, প্রথমতরং প্রতীতমপি তদ্বাক্যশেষগতান্ ব্রহ্ম-গুণান্ দৃষ্ট্বা ন পরিগৃহ্যতে। দর্শিতশ্চ ব্রহ্মণ্যপ্যাকাশশব্দঃ, আকাশোবৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতেত্যাদৌ। তথাকাশ-পর্য্যায়বাচিনামপি ব্রহ্মণি প্রয়োগোদৃশ্যতে, ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ, সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা, ওঁ কং ব্রহ্ম খং

স্থত্র তত্র ব্রহ্মণ্যাকাশশব্দস্য তৎপর্য্যায়স্য চ প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাদত্যন্তাভ্যাসে-নাস্যাপি মুখ্যবৎ প্রতিপত্তেরবিলম্বনাদিতি দর্শনার্থং ব্রহ্মণি প্রয়োগপ্রাচুর্য্যং বৈদিকং নিদর্শিতং ভাষ্যকৃতা। তত্রৈব চ প্রথমাবগতানুগুণ্যেনোত্তরং নীয়তে

নহে, অনশ্বর" এইরূপ বলিবার ইচ্ছায় আকাশ-শব্দ বলিয়াছিলেন, অবশেষে "সেই অনশ্বর আকাশই উদ্গীথ" এইরূপে প্রস্তাব শেষ করিয়াছিলেন। তাদৃশ অনশ্বরত্ব প্রোক্ত আকাশ-শব্দের ব্রহ্মবোধকতা পক্ষে প্রমাণ। (১) [যৎপুন...গৃহ্যতে] বলিয়াছিলে যে, প্রসিদ্ধিবলে প্রথমতঃ ভূতাকাশই বুঝা যায়, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রতীত হইলেও সে অর্থ বাক্যশেষস্থ বহু ব্রহ্মধর্ম্মের দ্বারা বাধিত হয়, অর্থাৎ গৃহীত হয় না। [দর্শিতশ্চ...মাদৌ] ব্রহ্মে আকাশ শব্দের প্রয়োগ অথবা আকাশ-শব্দের ব্রহ্মার্থতা "আকাশই নাম রূপের (ব্যক্ত জগতের) নিষ্পাদক" ইত্যাদি শ্রুতিতে দর্শিত হইয়াছে। অধিক কি, ব্রহ্মে আকাশের পর্য্যায়-শব্দও প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

---

(১) ইহা একটী বৈদিক আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকাটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ। একদা দালভ্য ঋষি, শালাবত্য ঋষি ও জৈবলি রাজা উদ্গীথ বিদ্যার অর্থাৎ তন্নামক উপাসনার পরায়ণ (উৎকৃষ্ট প্রাপ্য) কি তাহা বিচার করিতে ছিলেন। দালভ্য বলিলেন, স্বর্গই পরায়ণ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রাপ্য। শালাবত্য বলিলেন, স্বর্গ নশ্বর, এ নিমিত্ত তাহা পরায়ণ নহে। স্বর্গ প্রাপক অপূর্ব্ব বিশেষই উদ্গীথের পরায়ণ। জৈবলি বলিলেন, কর্ম্মাপূর্ব্বও নশ্বর, তৎকারণে তাহাও পরায়ণ নহে। উদ্গীথের পরায়ণ আকাশ। জৈবলিপ্রোক্ত এই আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ভূতাকাশ অর্থ হইলে নশ্বরত্ব দোষ নিবারিত হয় না। সুতরাং জৈবলির অনশ্বরত্ব উপদেশ আকাশ শব্দের ব্রহ্মার্থতা প্রতিপাদক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

ব্রহ্ম, খং পুরাণমিতি চৈবমাদৌ। বাক্যোপক্রমেঽপি বর্ত্ত-মানস্যাকাশশব্দস্য বাক্যশেষবশাদ্‌যুক্তা ব্রহ্মবিষয়ত্বাবধারণা। অগ্নিরধীতেঽনুবাকমিতি হি বাক্যোপক্রমগতোপ্যগ্নিশব্দো-মানবকবিষয়োদৃশ্যতে। তস্মাদাকাশশব্দং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ॥২২

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥ *

উদ্গীথে, প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তেত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে, কতমা সা দেবতেতি, প্রাণ ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জি-

---

যত্র তদন্যথা কর্ত্তুং শক্যম্। যত্র তু ন শক্যং তত্রোত্তরানুগুণ্যেনৈব প্রথমং নীয়ত ইত্যাহ।—"বাক্যোপক্রমেঽপি" ইতি।

'উদ্গীথে যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্ত' ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে। 'কতমা সা দেবতেতি প্রাণ ইতি হোবাচোষস্তিশ্চাক্রায়ণঃ'। উদ্গীথোপাসনপ্রসঙ্গেন প্রস্তাবোপাসনমপ্যুদ্গীথ ইত্যুক্তং ভাষ্যকৃতা। প্রস্তাব ইতি সাম্নো ভক্তি-

---

যথা—"পরমে ব্যোমন্" "কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। [বাক্যাপ... সিদ্ধম্] বাক্যারম্ভে যে আকাশ-শব্দ আছে, তাহারও বাক্যশেষবলে ব্রহ্ম-বোধকতা অবধারণ করিতে হইবে। মীমাংসকদিগকেও "অগ্নি অনুবাক (বেদের অংশ বিশেষ) পড়িতেছে" ব্রহ্মচারী প্রকরণীয় এতদ্বাক্যস্থ অগ্নি-শব্দের বাক্যশেষ বলে ব্রহ্মচারী অর্থ অবধারণ করিতে দেখা যায়। অতএব, উদাহৃত শ্রুতিস্থ আকাশ শব্দ যে উপাস্য ব্রহ্মবিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে তৎপক্ষে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকিল না। ২২

ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ প্রকরণে "হে প্রস্তোতঃ! প্রস্তাবে অর্থাৎ সামগানের অংশ বিশেষে, ধ্যানের জন্য যে দেবতা অনুগত (নির্দ্দিষ্ট) আছেন—" এইরূপ কথার পর "সে দেবতা কি?" এতদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরিত হইয়াছে—"তাহা প্রাণ। কেন না, এই সকল ভূত প্রাণে

---

* অতএব ব্রহ্মলিঙ্গাৎ এব, প্রাণঃ উদ্গীথপ্রকরণোক্ত প্রাণশব্দঃ, ব্রহ্মবিষয় ইতি লিঙ্গ পূরণম্।—পূর্ব্বোক্ত প্রকার হেতুতে ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ প্রকরণোক্ত প্রাণ-শব্দও ব্রহ্ম পর, বায়ুবিশেষপর নহে। (ওঁ) এই অক্ষরে ব্রহ্মবুদ্ধি অর্পণ করতঃ (সামগান পূর্ব্বক ব্রহ্মো-পাসনা করার নাম উদ্গীথ উপাসনা)।

হতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তেতি। তত্র সংশয়নির্ণয়ৌ পূর্ব্ববদেব দ্রষ্টব্যৌ। প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ, প্রাণস্য প্রাণমিতি চৈবমাদৌ ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রাণশব্দোদৃশ্যতে। বায়ু-বিকারে তু প্রসিদ্ধতরোলোকবেদয়োঃ। অত ইহ প্রাণ-শব্দেন কতরস্যোপাদানং যুক্তমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিং পুনরত্র যুক্তং, বায়ুবিকারস্য পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্যোপাদানং যুক্তং, তত্র হি প্রসিদ্ধতরঃ প্রাণশব্দ ইত্যবোচাম। নন্বু পূর্ব্ববদিহাপি তল্লিঙ্গাদ্‌ব্রহ্মণএব গ্রহণং যুক্তং, ইহাপি হি

বিশেষঃ। তমন্বায়ত্তা অনুগতা প্রাণোদেবতা। অত্র প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বায়ু-বিকারে চ দর্শনাৎ সংশয়ঃ। কিময়ং ব্রহ্মবচন উত বায়ুবিকারবচন ইতি। তত্র অতএব ব্রহ্মলিঙ্গাদেব প্রাণোঽপি ব্রহ্মৈব ন বায়ুবিকার ইতি যুক্তম্। যদ্যেবং তেনৈব গতার্থমেতদিতি কোঽধিকরণান্তরস্যারম্ভার্থঃ। তত্রোচ্যতে।

অর্থে শ্রুত্যেকগম্যে হি শ্রুতিমেবাদ্রিয়ামহে।
মানান্তরাবগম্যে তু তদ্বশাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥

ব্রহ্মণোবা সর্ব্বভূতকারণত্বমাকাশস্য বা বায়্বাদিভূতকারণত্বং প্রতি নাগ-মাদৃতে মানান্তরং প্রভবতি। তত্র পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া যত্রার্থে সমঞ্জস

লয় প্রাপ্ত হয়, আবার প্রাণ হইতে জন্মে। প্রাণই প্রস্তাবে (সামগানের অংশ বিশেষে) অনুগত আছে।—ধ্যানার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে।" [তত্র...বোচাম] এ শ্রুতিতেও পূর্ব্বের ন্যায় সংশয় ও নির্ণয় দেখিতে হইবে। "হে সৌম্য! সুষুপ্তিকালে মন (মন-উপাধিক জীব) প্রাণবন্ধন অর্থাৎ প্রাণের সহিত একীভূত" এবং "প্রাণের প্রাণ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ে প্রাণশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং বায়ুবিকার (শারীর বায়ু) বিশেষেও প্রাণশব্দের নিরূঢ় ব্যবহার আছে। কাযেই প্রদর্শিত শ্রুতিস্থ প্রাণশব্দের অর্থসংশয় অবশ্য উপস্থিত হইবে। যুক্তাযুক্ত বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ প্রাণ-শব্দের শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহক শারীরবায়ু বিশেষ অর্থই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহার হেতু এই যে, পঞ্চবৃত্তিক শারীরবায়ুতেই প্রাণশব্দ নিরূঢ় বা প্রসিদ্ধ। [নন্বু...শেষঃ] যদি বা, এখানেও পূর্ব্বের মত বাক্য-শেষ অনুসারে প্রাণ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে; কেন-না,

বাক্যশেষে ভূতানাং সম্বেশনোদ্গমনং পারমেশ্বরং কর্ম্ম প্রতীয়তে, ন, মুখ্যেঽপি প্রাণে ভূতসম্বেশনোদ্গমনস্য দর্শনাৎ। এবং হ্যাম্নায়তে, যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণন্তর্হি বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং শ্রোত্রং স যদা প্রবুধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জ্জায়ন্ত ইতি। প্রত্যক্ষঞ্চৈতৎ স্বাপকালে প্রাণবৃত্তাবপরিলুপ্যমানায়ামিন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ পরিলুপ্যন্তে প্রবোধকালে চ পুনঃ প্রাদুর্ভবন্তীতি। ইন্দ্রিয়সারত্বাচ্চ ভূতানামবিরুদ্ধোমুখ্যেঽপি প্রাণে ভূতসম্বেশনোদ্গমনবাদী বাক্যশেষঃ। অপি চাদিত্যোঽন্নঞ্চোদ্গীথপ্রতি-

আগমঃ স এবার্থস্তস্য গৃহ্যতে ত্যজ্যতে চেতরঃ। ইহ তু সম্বেশনোদ্গমনে ভূতানাং প্রাণং প্রত্যুচ্যমানে কিং ব্রহ্ম প্রত্যুচ্যতে আহো বায়ুবিকারং প্রতীতি বিশয়ে 'যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতি' ইত্যাদিকায়াঃ শ্রুতেঃ সর্ব্বভূতসারেন্দ্রিয়সম্বেশনোদ্গমনপ্রতিপাদনদ্বারা সর্ব্বভূতসম্বেশনোদ্গমনপ্রতিপাদিকায়া মানান্তরানুগ্রহলব্ধসামর্থ্যায়া বলাৎ সম্বেশনোদ্গমনে বায়ুবিকারস্যৈব প্রাণস্য ন ব্রহ্মণঃ। অপি চাত্রোদ্গীথপ্রতিহারয়োঃ সামভক্ত্যোর্ব্রহ্মণোঽন্তে আদিত্যশ্চান্নঞ্চ দেবতে অভিহিতে কার্য্যকরণ-

এ শ্রুতির শেষেও প্রাণে ভূতলয়ের ও প্রাণ হইতে ভূতাবির্ভাবের কথা আছে; সেই কথাই পরমেশ্বরের জ্ঞাপক হইবে। এরূপ কথা এখানে বলিতে পারিবে না। তাহার কারণ এই যে, এখানে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণেও ভূত-লয়ের কথা আছে। যথা—"পুরুষ যখন সুষুপ্ত হন, বাগিন্দ্রিয় তখন প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ইহারাও প্রাণে গিয়া লীন অর্থাৎ একীভূত হয়। পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হন, ঐ সকল ইন্দ্রিয় তখন পুনর্ব্বার প্রাণ হইতে উঠে।" সুপ্তিকালে যে, প্রাণবৃত্তির অলোপ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির লোপ হয়, প্রবোধকালে আবার তাহাদের আবির্ভাব হয়, এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদিও এ বাক্যে ইন্দ্রিয়লয় বর্ণিত হইয়াছে তথাপি পদার্থবিষয়ে বিরোধ বা অনৈক্য হইতেছে না। ইন্দ্রিয় কি? ইন্দ্রিয় ভূতনিচয়ের সার। সুতরাং ভূতলয় ও ইন্দ্রিয়লয় তুল্য কথা বা তুল্যার্থ এবং ভূত-লয়বাদী বাক্যশেষ ঐ বাক্যের অবিরুদ্ধ। [অপি...প্রাণ ইতি] অপিচ, "প্রস্তাবদেবতা

হারয়োর্দ্দেবতে প্রস্তাবদেবতায়াঃ প্রাণস্যানন্তরং নির্দ্দিশ্যেতে, ন চ তয়োর্ব্রহ্মত্বমস্তি, তৎসামান্যাচ্চ প্রাণস্যাপি ন ব্রহ্মত্বমিতি।

এবং প্রাপ্তে সূত্রকার আহ অতএব প্রাণ ইতি। তল্লিঙ্গাদিতি পূর্ব্বসূত্রে নির্দ্দিষ্টম্। অতএব তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দমপি পরং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। প্রাণস্যাপি হি ব্রহ্মলিঙ্গসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহত ইতি প্রাণনিমিত্তৌ সর্ব্বেষাং ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়াবুচ্যমানৌ প্রাণস্য ব্রহ্মতাং গময়তঃ। ননূক্তং মুখ্য-

---

সংঘাতরূপে, তৎসাহচর্য্যাৎ প্রাণোঽপি কার্য্যকরণসংঘাতরূপ এব দেবতা ভবিতুমর্হতি। নিরস্তোপ্যয়মর্থ ঈক্ষত্যধিকরণে পূর্ব্বোক্তপূর্ব্বপক্ষহেতূপোদ্বলনায় পুনরুপন্যস্তঃ। তস্মাদ্বায়ুবিকার এবাত্র প্রাণশব্দার্থ ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

পুংবাক্যস্ত বলীয়স্ত্বং মানান্তরসমাগমাৎ।
অপৌরুষেয়ে বাক্যে তৎ সঙ্গতিঃ কিং করিষ্যতি॥

নো খলু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবমপৌরুষেয়ং বচঃ স্ববিষয়জ্ঞানোৎপাদে বা

প্রাণ" এই কথার পরেই "উদ্গীথের দেবতা আদিত্য ও প্রতিহারের (১) দেবতা অন্ন (পৃথিবী)।" এইরূপ উক্তি আছে। এই সূর্য্য ও অন্ন ব্রহ্ম নহে। যখন সূর্য্য ও অন্ন ব্রহ্ম নহে; তখন অবশ্যই তৎসন্নিহিত প্রাণও ব্রহ্ম নহে। সূত্রকার ব্যাস এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সিদ্ধান্তার্থ সূত্র বলিয়াছেন "অতএব প্রাণঃ।" [তল্লিঙ্গা...গময়তঃ] অতঃ শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব সূত্রস্থ "ব্রহ্মলিঙ্গ" রূপ হেতু উন্নীত হইয়াছে। অর্থ এই যে, ব্রহ্মলিঙ্গ (ব্রহ্মবোধক চিহ্ন বা ধর্ম্ম) থাকায় প্রোক্ত প্রাণশব্দও ব্রহ্মপর। প্রাণের সহিত ব্রহ্মলিঙ্গের সম্বন্ধ ঐ শ্রুতিতেই শ্রুত আছে। যথা—"এই সমস্ত ভূত প্রাণে গিয়া লীন হয়, আবার প্রাণ হইতে উদ্ভূত হয়।" প্রাণ হইতে ভূতোৎপত্তি ও প্রাণে ভূতলয়, এই দুই কথাই প্রোক্ত প্রাণশব্দের ব্রহ্মার্থতা বোধ করায়। [ননূক্তং...চ্যতে] বলিয়াছিলে যে, প্রাণ শব্দের প্রসিদ্ধ-প্রাণ-অর্থ গ্রহণ

---

(১) উদ্গীথ—সামগানের উপানাংশ। প্রতিহার—গানের সমাপ্তি বা উপসংহার।

প্রাণপরিগ্রহেঽপি সম্বেশনোদ্গমনমবিরুদ্ধং স্বাপপ্রবোধয়োর্দ্দর্শনাদিতি, অত্রোচ্যতে, স্বাপপ্রবোধয়োরিন্দ্রিয়াণামেব কেবলানাং প্রাণাশ্রয়ং সম্বেশনোদ্গমনং দৃশ্যতে, ন সর্ব্বেষাং ভূতানাং, ইহ তু সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সশরীরাণাঞ্চ জীবাবিষ্টানাং ভূতানাং, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানীতি শ্রুতেঃ। যদাপি ভূতশ্রুতির্ম্মহাভূতবিষয়াপি পরিগৃহ্যতে তদাপি ব্রহ্মলিঙ্গত্বমবিরুদ্ধম্। নন্বু সহাপি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণাং স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রাণেঽপ্যয়ং প্রাণাচ্চ প্রভবং শৃণুমঃ, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণে এবৈকধা ভবতি তদেনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতীত্যত্র। তত্রাপি তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দং

তদ্ব্যবহারে বা মানান্তরমপেক্ষতে। তস্যাপৌরুষেয়স্য নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য স্বত এব নিশ্চায়কত্বাৎ। নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাদ্ব্যবহারপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাৎ সম্বাদিনো বা চক্ষুষ ইব রূপে ত্বগিন্দ্রিয়সম্বাদিনো বা তস্যৈব দ্রব্যেনাদার্ঢ্যং বা দার্ঢ্যং বা তে ন স্বার্মিন্দ্রিয়মাত্রসম্বেশনোদগমনে বায়ুবিকারে প্রাণে। সর্ব্বভূতসম্বেশনোদগমনে তু ন ততোবাক্যাৎ প্রতীয়তে। প্রতীতৌ বা তত্রাপি প্রাণোব্রহ্মৈব ভবেন্ন বায়ুবিকারঃ। 'যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতী'ত্যত্র বাক্যে যথা প্রাণশব্দোব্রহ্মবচনঃ। ন চাস্মিন্ বায়ুবিকারে সর্ব্বেষাং ভূতানাং সম্বেশনোদগমনে মানান্তরেণ দৃশ্যেতে। ন চ

করিলেও ভূতলয় কথা বিরুদ্ধ হয় না এবং সুপ্তিকালে ও প্রবোধকালে ভূতলয় ও ভূতাবির্ভাব দেখিতে পাও, সে কথার প্রত্যুত্তর এইরূপ। [স্বাপ... বিরুদ্ধম্] সুষুপ্তিকালে ও জাগ্রৎকালে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় কয়েকটীরই লয়োদয় হয়, সকল ভূতের লয়োদয় হয় না। কিন্তু উদাহৃত শ্রুতিতে জীব ভাবাপন্ন সমুদায় সশরীর ও সেন্দ্রিয় ভূতের লয়োদয় বর্ণিত হইয়াছে। ভূতলয়বোধিকা উক্ত শ্রুতিকে যদি মহাভূত বিষয়ে লইয়া যাও, অর্থাৎ ভূত শব্দের মহাভূত অর্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মলিঙ্গ হইবে। (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুতে মহাভূতের লয়োদয় হয় না)। [নন্বু...ব্রহ্মৈব] অন্য শ্রুতিতে যে সুপ্তিকালে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের লয় ও প্রবোধকালে সে সকলের পুনরুদয় বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"সুপ্তপুরুষ যখন কোনরূপ স্বপ্ন না দেখে, তখন সে প্রাণে একীভূত হয়। তৎকালে বাক্যও নামসমূহের

ব্রহ্মৈব। যৎপুনরন্নাদিত্যসন্নিধানাৎ প্রাণশব্দস্যাব্রহ্মত্বমিতি, তদযুক্তং, বাক্যশেষবলেন প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মবিষয়তায়াং প্রতীয়মানায়াং সন্নিধানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। যৎপুনঃ প্রাণশব্দস্য পঞ্চবৃত্তৌ প্রসিদ্ধতরত্বং, তদাকাশস্যেব প্রতিবিধেয়ম্। তস্মাৎ সিদ্ধং প্রস্তাবদেবতায়াঃ প্রাণস্য ব্রহ্মত্বম্। অত্র কেচিদুদাহরন্তি—প্রাণস্য প্রাণং প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইতি চ, তদপ্যযুক্তং, শব্দভেদাৎ প্রকরণাচ্চ সংশয়ানুপ-

---

মানান্তরসিদ্ধসম্বাদেন্দ্রিয়সম্বেশনোদ্গমনবাক্যদার্ঢ্যাং সর্ব্বভূতসম্বেশনোদ্গমনবাক্যং কথঞ্চিদিন্দ্রিয়বিষয়তয়া ব্যাখ্যানমর্হতি। স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বভাবদৃঢস্য মানান্তরানুপযোগাৎ। ন চাস্য তেনৈকবাক্যতা। একবাক্যতায়াঞ্চ তদপি ব্রহ্মপরমেব স্যাদিত্যুক্তম। ইন্দ্রিয়সম্বেশনোদ্গমনং স্তবযুত্যানুবাদেনাপি ঘটিষ্যতে। 'একং বৃণীতে দ্বৌ বৃণীতে' ইতিবৎ। ন তু সর্ব্বশব্দার্থঃ সঙ্কোচমর্হতি। তস্মাৎ প্রস্তাবভক্তিং প্রাণশব্দাভিধেয়ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাসীত, ন বায়ুবিকারদৃষ্ট্যেতি সিদ্ধম। তথা চোপাসকস্য প্রাণপ্রাপ্তিঃ কর্ম্মসমৃদ্ধির্ব্বা ফলং ভবতীতি। "বাক্যশেষবলেন" ইতি। বাক্যাৎ সন্নিধানং দুর্ব্বলমিত্যর্থঃ। উদাহরণান্তরন্তু নিগদব্যাখ্যানেন ভাষ্যেণ দূষিতম্॥

সহিত প্রাণে গিয়া লয়প্রাপ্ত হয়।" অতএব ব্রহ্মলিঙ্গ থাকায় প্রাণ-শব্দ ব্রহ্মপর; প্রসিদ্ধপ্রাণপর নহে। [যৎ...করত্বাৎ] প্রাণ-শব্দের নিকটে অন্ন ও আদিত্য শব্দ পঠিত হওয়ায় প্রাণশব্দকে অন্নাদির ন্যায় অব্রহ্মবাচক বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে, তাহা নিতান্ত অযুক্ত। তাহার হেতু এই যে, বাক্যশেষ বলে প্রাণ-শব্দের ব্রহ্ম বোধকতা প্রতীত হইলে তখন আর সন্নিধি-পাঠের প্রাবল্য বা অর্থপ্রত্যায়ন ক্ষমতা থাকে না। [যৎ...বিধেয়ম্] প্রাণশব্দ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণে প্রসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ জীবনবায়ুবোধক হইলেও সে অর্থ পূর্ব্বোক্ত আকাশ-শব্দের অর্থের ন্যায় নিরাকৃত হইবে। [তস্মাৎ . ব্রহ্মত্বম্] প্রস্তাবদেবতা প্রাণ যে ব্রহ্ম, জীবন-বায়ু নহে, তাহা এতক্ষণ পরে প্রদর্শিত হেতুসমূহের দ্বারা স্থির বা দৃঢ়ীকৃত হইল। [অত্র... পত্তেঃ] কোন কোন ব্যাখ্যাকার "প্রাণের প্রাণ" "হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! মন প্রাণ-বন্ধন অর্থাৎ প্রাণে একীভূত হয়" এই দুই শ্রুতিকে এতৎসূত্রের উদাহরণ বা বিচার্য্যবিষয় বলেন। তাহা সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, শব্দের

পত্তেঃ। যথা পিতুঃ পিতেতি প্রয়োগেহন্যঃ পিতা ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টোহন্যঃ প্রথমানির্দ্দিষ্টঃ পিতুঃ পিতেতি গম্যতে, তদ্বৎ প্রাণস্য প্রাণমিতি শব্দভেদাৎ প্রসিদ্ধাৎ প্রাণাদন্যঃ প্রাণস্য প্রাণমিতি নিশ্চীয়তে। ন হি স এব তস্যেতি ভেদনির্দ্দেশার্হোভবতি। যস্য চ প্রকরণে যোনির্দ্দিশ্যতে নামান্তরেণাপি স এব তত্র প্রকরণী নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে, বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দোজ্যোতিষ্টোমবিষয়োভবতি তথা পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকরণে, প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইতি শ্রুতেঃ প্রাণশব্দোবায়ুবিকারমাত্রং কথমবগময়েৎ, অতঃ সংশয়াবিষয়ত্বান্নৈতদুদাহরণং যুক্তম্। প্রস্তাবদেবতায়াস্তু প্রাণে সংশয়পূর্ব্বপক্ষনির্ণয়া উপপাদিতাঃ ॥ ২৩ ॥

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥ *

ও প্রকরণের ভিন্নতা থাকায় ঐ দুই শ্রুতিতে আদৌ সংশয় হওয়া উপপন্ন হয় না। (সংশয় না হইলে বিচার হইবে কেন?) [যথা…ভবতি] যেমন পিতার পিতা বলিলে, পিতা হইতে তৎপিতা ভিন্ন, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতি হয়, তেমনি, প্রাণের প্রাণ বলিলেও প্রসিদ্ধ প্রাণ হইতে তৎপ্রেরক প্রাণ ভিন্ন, ইহাও নিশ্চিত হয়। এক বা অভেদস্থলে "সে তাহার" এরূপ ভেদ নির্দ্দেশ হইতেই পারে না। [যস্য…দিতাঃ] 'যে প্রকরণে যাহা প্রতিপাদিত হয়, স্থানান্তরে অন্য নামে অভিহিত হইলেও তাহা সেই বস্তু। যেমন জ্যোতিষ্টোম প্রকরণোক্ত "বসন্তকালে জ্যোতির্যাগ করিবেক" এতদ্বাক্যস্থ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ জ্যোতিষ্টোম; তেমনি, ব্রহ্মপ্রকরণস্থ "প্রাণবন্ধনং" বাক্যস্থ প্রাণশব্দের অর্থ ব্রহ্ম। অতএব, ঐ দুই বাক্য সংশয়যোগ্য নহে বলিয়া এতৎসূত্রের উদাহরণ নহে। "প্রস্তাবদেবতা প্রাণ" এই বাক্যে যেরূপে সংশয়াদি হয় তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

---

* জ্যোতিঃ ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তজ্যোতিঃশব্দঃ ব্রহ্মবিষয় ইতি রিক্তপূরণম্। হেতুমাহ—চরণাভিধানাৎ পাদাভিধানাদিত্যর্থঃ। "পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"ইত্যাদি

ইদমামনন্তি, অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিরিতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ জ্যোতিঃশব্দেনাদিত্যাদিকং জ্যোতিরভিধীয়তে কিংবা পর আত্মেতি। অর্থান্তরবিষয়স্যাপি শব্দস্য তল্লিঙ্গাদ্‌ব্রহ্মবিষয়ত্বমুক্তং ইহ তল্লিঙ্গমেবাস্তি নাস্তি বেতি বিচার্য্যতে। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। আদিত্যাদিকমেব জ্যোতিঃশব্দেন পরিগৃহ্যত ইতি। কুতঃ। প্রসিদ্ধেঃ। তমোজ্যোতি-

'ইদমামনন্তি'।—'অথ যদতঃ পবোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তৎ যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতি'রিতি। যজ্জ্যোতিবতোদিবো দ্যুলোকাৎ পরং দীপ্যতে প্রকাশতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু বিশ্বেষামুপরি। অসঙ্কুচদ্‌বৃত্তিরয়ং বিশ্বশব্দোঽনবয়বেন সংসারমণ্ডলং ব্রূত ইতি দর্শয়িতুমাহ।—'সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বূত্তমেষু'। ন চেদমুত্তমমাত্রমপি তু সর্ব্বোত্তমমিত্যাহ।—'অনুত্তমেষু'। নাস্ত্যেভ্যোঽন্য উত্তম ইত্যর্থঃ। 'ইদং বাব্‌তদ্‌যদিদমস্মিন্ পুরুষেঽন্তর্জ্জ্যোতিস্ত্বগ্‌গ্রাহ্যেণ শারীরেণোষ্মণা শ্রোত্রগ্রাহ্যেণ চ পিহিতকর্ণেন পুংসা ঘোষেণ লিঙ্গেনানুমীয়তে'। তত্র শারীরস্যোষ্মণস্ত্বচা দর্শনং দৃষ্টির্ঘোষস্য চ শ্রবণং শ্রুতিঃ তয়োশ্চ দৃষ্টিশ্রুতী জ্যোতিষ এব তল্লিঙ্গেন তদনুমানাদিতি। অত্র সংশয়ঃ।—কিং জ্যোতিঃশব্দং তেজ উত ব্রহ্মেতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তং। তেজ ইতি। কুতঃ। গৌণমুখ্যগ্রহণবিশয়ে মুখ্যগ্রহণস্য—

ছান্দোগ্যে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে।—"যে জ্যোতিঃ স্বর্গের উপরে, সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে, পৃথিব্যাদি সমুদায় লোকের উপরে, তদন্তর্গত উত্তমাধম সমুদায় লোকে দীপ্যমান বা প্রকাশমান আছে, সেই (সর্ব্বসংসার মণ্ডলাতীত) উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই জ্যোতিঃ—যে জ্যোতি এই অন্তঃপুরুষে অর্থাৎ এতদ্দেহের অন্তরে। (সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই দেহে আত্মানামে বিরাজমান)।" এই বাক্যে এইরূপ সংশয় হয় যে, শ্রুতি এখানে জ্যোতিঃ-

মন্ত্রৈর্ধৎ পাদত্বমুক্তং তৎ ব্রহ্মলিঙ্গমেবেত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত জ্যোতিঃশব্দও ব্রহ্মবোধক, ভৌতিক জ্যোতির বোধক নহে। হেতু এই যে, মন্ত্রাত্মক বেদে ঐ জ্যোতির পাদ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এইরূপ অভিহিত হইয়াছে।

রিতি হীমৌ শব্দৌ পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বিবিষয়ৌ প্রসিদ্ধৌ চক্ষুর্বৃত্তেনিরোধকং শার্ব্বরাদিকং তম উচ্যতে, তস্যা এবানু-গ্রাহকমাদিত্যাদিকং জ্যোতিঃ। তথা দীপ্যতে ইতীয়মপি শ্রুতিরাদিত্যাদিবিষয়া প্রসিদ্ধা। ন হি রূপাদিহীনং ব্রহ্ম

ঐৎসর্গিকত্বাদ্বাক্যস্থতেজোলিঙ্গোপলম্ভনাৎ।
বাক্যান্তরেণানিয়মাত্তদর্থাপ্রতিসন্ধিতঃ॥

বলবদ্বাধকোপনিপাতেন খল্বাকাশপ্রাণশব্দৌ মুখ্যার্থাৎ প্রচ্যাব্যান্যত্র প্রতিষ্ঠাপিতৌ। তদিহ জ্যোতিষ্পদস্য মুখ্যতেজোবচনত্বে বাধকস্তাবৎ স্ববাক্যশেষোনাস্তি। প্রত্যুত তেজোলিঙ্গমেব দীপ্যত ইতি। কৌক্ষেয়-জ্যোতিঃসারূপ্যঞ্চ চক্ষুষ্যোরূপবান্ শ্রুতোবিশ্রুতোভবতীত্যল্পফলত্বঞ্চ স্ববাক্যে শ্রূয়তে। ন জাতু জ্বলনাপরনামা দীপ্তির্ব্বিনা তেজোব্রহ্মণি সম্ভবতি। ন কৌক্ষেয়জ্যোতিঃসারূপ্যমৃতে বাহ্যাত্তেজসোব্রহ্মণ্যস্তি। ন চৌষ্ণ্যঘোষলিঙ্গ-দর্শনশ্রবণমৌদর্য্যাত্তেজসোঽন্যত্র ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে। ন চ মহাফলং ব্রহ্মোপা-সনমণীয়সে ফলায় কল্পতে। ঔদর্য্যে তু তেজস্যধ্যস্য বাহ্যং তেজ উপাসন-মেতৎফলানুরূপং যুজ্যতে। তদেতত্তেজোলিঙ্গম্। এতদুপোদ্বলনায় চ নিরন্তমপি মর্য্যাদাধারবত্ত্বমুপন্যস্তম্। ইহ তন্নিরাসকারণাভাবাৎ। ন চ

শব্দের দ্বারা কি বলিয়াছেন? সূর্য্য বলিয়াছেন? না ব্রহ্ম বলিয়াছেন? আকাশ, প্রাণ, এ সকল ব্রহ্মবোধক শব্দ নহে, না হইলেও ব্রহ্মচিহ্ন বা ব্রহ্মধর্ম্মদৃষ্টে ঐ সকল শব্দের ব্রহ্মবিষয়তা নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিন্তু এখানে সেরূপ কোন ব্রহ্মলিঙ্গ (চিহ্ন) আছে কি না, বিচার করা যাউক। বিচার করিতে গেলে পাওয়া যায়, শ্রুতি জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা সূর্য্যকে অথবা অগ্নিনামক তেজকে বলিয়াছেন। হেতু এই যে, জ্যোতিঃশব্দ ঐরূপ পদার্থেই প্রসিদ্ধ। তমঃ ও জ্যোতিঃ শব্দ যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিবিষয়ে প্রযুক্ত হয়, উচ্চারিত হয়, তাহা সমুদায় লোকে বিখ্যাত। চক্ষুর্বৃত্তির নিরোধক (আবরক বা আচ্ছাদক) নৈশ নীলিমা প্রভৃতির নাম তমঃ, আর তাহারই অনুগ্রাহক (দেখিবার সাহায্যকারী) সূর্য্যাদির নাম জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃই "দীপ্যতে" অর্থাৎ দীপ্তিমান্। দীপ্তি তেজেই থাকে, অন্যত্র থাকে না, তজ্জন্য দীপ্তি-শব্দও আদিত্যাদিবিষয়ে প্রসিদ্ধ। ভাস্বর রূপের নাম দীপ্তি। রূপহীন ব্রহ্মে তাহা থাকিবার সম্ভাবনা কি? অতএব ব্রহ্মে "দীপ্যতে" এতদ্রূপ

দীপ্যত ইতি মুখ্যাং শ্রুতিমর্হতি। কিঞ্চ দ্যুমর্য্যাদত্বশ্রুতেশ্চ। ন হি চরাচরবীজস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকস্য দ্যৌর্মর্য্যাদা যুক্তা, কার্য্যস্য তু জ্যোতিষঃ পরিচ্ছিন্নস্য দ্যৌর্মর্য্যাদা স্যাৎ। পরোদিবোজ্যোতিরিতি চ ব্রাহ্মণম্। নন্বু কার্য্যস্যাপি জ্যোতিষঃ সর্ব্বত্র গম্যমানত্বাৎ মর্য্যাদাবত্ত্বমসমঞ্জসং, অস্তু তর্হ্যত্রিবৃৎকৃতং তেজঃ প্রথমজং, ন, অত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসঃ

মর্য্যাদাবত্ত্বং তেজোরাশের্ন সম্ভবতি তস্ত সৌর্য্যাদেঃ সাবয়বত্বেন তদেকদেশ-মর্য্যাদাসম্ভবাৎ। তস্য চোপাস্যত্বেন বিধানাৎ। ব্রহ্মণস্ত্বনবয়বস্যাবয়বো-পাসনানুপপত্তেঃ। অবয়বকল্পনায়াশ্চ সত্যাং গত্যাবনবকল্পনাৎ। ন চ—

'পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'

ইতি ব্রহ্মপ্রতিপাদকং বাক্যান্তরং যদতঃ পরোদিবোজ্যোতিরিতি জ্যোতিঃশব্দং ব্রহ্মণি ব্যবস্থাপয়তীতি যুক্তম্। ন হি সন্নিধানমাত্রাদ্বাক্যান্তরেণ বাক্যান্তরগতা শ্রুতিঃ শক্যা মুখ্যার্থাচ্চ্যাবয়িতুম্। ন চ বাক্যান্তরেঽধিকরণত্বেন দ্যৌঃ শ্রুতা দিব ইতি মর্য্যাদাশ্রুতৌ শক্যা প্রত্যভিজ্ঞাতুম্। অপি চ বাক্যান্তরস্যাপি ব্রহ্মার্থত্বং প্রসাধ্যমেব নাদ্যাপি সিধ্যতি তৎকথং তেন নিয়ন্তুং ব্রহ্মপরতয়া যদতঃ পর ইতি বাক্যং শক্যম। তস্মাত্তেজ এব জ্যোতির্ন ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্। তেজঃকথনপ্রস্তাবে তমঃকথনং প্রতিপক্ষোপন্যাসেন প্রতিপক্ষান্তরে দৃঢ়া প্রতীতির্ভবতীত্যেতদর্থম। চক্ষুর্বৃত্তের্নিবোধকাৎসত্যার্থা-দাববকত্বেন। আক্ষেপ্তাহ।—"নন্বু কার্য্যস্যাপি" ইতি। সমাধাতৈকদেশী ব্রূতে।—"অস্তু তর্হি" ইতি। যত্তেজোঽবন্নাভ্যামসম্পৃক্তং তদত্রিবৃৎকৃতমুচ্যতে। আক্ষেপ্তা দূষয়তি।—"ন" ইতি। ন হি তৎ কচিদপ্যুপযুজ্যতে সর্ব্বাস্বর্থ-

---

প্রয়োগ নিতান্ত অযুক্ত। [কিঞ্চ ব্রাহ্মণম্] "স্বর্গ লোকের উপরে দীপ্যমান" এতদ্রূপ মর্য্যাদা অর্থাৎ দীপ্তির স্থান নির্দ্দেশ থাকাতে বুঝা যাইতেছে যে. জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই। যিনি সমস্ত চরা-চরের বীজ ও সর্ব্বাত্মক, তাঁহাতে "স্বর্গের উপরে দীপ্যমান্" এরূপ সীমাবদ্ধ-দীপ্তি-উক্তি সঙ্গত হয় না। জন্মবান্ পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিতেই ঐরূপ মর্য্যাদা উক্তি সম্ভাবিত বা সঙ্গত হয়। সুতরাং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ তাদৃশ জ্যোতিরই উপদেশ করিয়াছেন। [নন্বু ..দিতি] যদি বল, জন্মবান্ সূর্য্যাদি জ্যোতিও সর্ব্বগামী, তৎকারণে তাহাতেও উক্তবিধ মর্য্যাদা উক্তি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট

প্রয়োজনাভাবাদিতি। ইদমেব প্রয়োজনং যদুপাস্যত্বমিতি চেন্ন, প্রয়োজনান্তরপ্রযুক্তস্যৈবাদিত্যাদেরুপাস্যত্বদর্শনাৎ। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি চাবিশেষশ্রুতেঃ। ন চাত্রিবৃৎকৃতস্যাপি তেজসোদ্যুমর্য্যাদত্বং প্রসিদ্ধম্। অস্তু তর্হি ত্রিবৃৎকৃতমেব তেজোজ্যোতিঃশব্দম্। ননূক্তমর্ব্বাগপি দিবোগম্যতেঽগ্ন্যাদিকং জ্যোতিরিতি, নৈষ দোষঃ, সর্ব্বত্রাপি গম্যমানস্য জ্যোতিষঃ পরোদিব ইত্যুপাসনার্থঃ প্রদেশ-বিশেষপরিগ্রহোন বিরুধ্যতে। ন তু নিষ্প্রদেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশবিশেষকল্পনা ভাগিনী। সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষনুত্তমেষূত্তমেষু

ক্রিয়াসু ত্রিবৃৎকৃতস্যৈবোপযোগাদিত্যর্থঃ। একদেশিনঃ শঙ্কামাহ।—"ইদমেব" ইতি। আক্ষেপ্তা নিরাকরোতি।—"ন, প্রয়োজনান্তরে"তি। একৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণীতি তেজঃপ্রভৃত্যুপাসনামাত্রবিষয়া শ্রুতির্ন সঙ্কোচয়িতুং যুক্তেত্যর্থঃ। এবমেকদেশিনি দূষিতে পরমসমাধাতা পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে।—"অস্তু তর্হি ত্রিবৃৎকৃতমেব" ইতি। "ভাগিনী" যুক্তা। যদ্যপ্যা-

---

স্থান কথন অসঙ্গত, এই অসাঙ্গত্য নিবারণের জন্য উক্ত অর্থ ত্যাগ করিয়া প্রথমোৎপন্ন অত্রিবৃৎকৃত (অপঞ্চীকৃত) ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম তেজ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য; ইহাতে আমরা বলিব, প্রয়োজন না থাকায় সেরূপ অতীন্দ্রিয় তেজ গ্রাহ্য নহে। (এ স্থলে সে তেজ উপদেশের ও সে অর্থ গ্রহণের প্রয়োজন নাই) [ইদ...শ্রুতেঃ] উপাসনাই প্রয়োজন, এরূপ বলিতে পারিবে না। কেন না, নিষ্ফলের ধ্যানোপদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই অন্য প্রয়োজনে অবস্থিত (অন্য প্রয়োজন=অন্ধকার নাশাদি) সূর্য্যাদি তেজেরই উপাস্যতা দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ "এই প্রথমোৎপন্ন তেজ, জল, পৃথিবী, এ সকলের প্রত্যেককে আমি ত্রিবৃৎ করিব—পরস্পর মিশ্রিত করিব" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা অত্রিবৃৎকৃত তেজ নাই বলিয়াই সিদ্ধ হয়। [ন চ…শব্দম্] স্বর্গের ঊর্দ্ধে অপঞ্চীকৃত তেজ আছে, এরূপ প্রসিদ্ধি নাই। অর্থাৎ তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই। সুতরাং এখানে জ্যোতিঃশব্দের পঞ্চীকৃত তেজ অর্থ হওয়াই উচিত। [নমু...দৃশ্যতে] যদি বল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "যে জ্যোতিঃ স্বর্গের উপরে দীপ্যমান" এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে। যদিও

লোকেম্বিতি চাধারবহুত্বশ্রুতিঃ কার্য্যে জ্যোতিষ্যুপপদ্যতে-তরাম্। ইদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিরিতি চ কৌক্ষেয়জ্যোতিষি পরং জ্যোতিরধ্যস্যমানং দৃশ্যতে। সারূপ্য-নিমিত্তাশ্চাধ্যাসা ভবন্তি। যথা তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষরমিতি। কৌক্ষেয়স্য তু জ্যোতিষঃ প্রসিদ্ধ-মব্রহ্মত্বম্। তস্যৈষা দৃষ্টিস্তস্যৈষা শ্রুতিরিতি চৌষ্ণ্যঘোষ-

---

ধারবহুত্বশ্রুতির্ব্রহ্মণ্যপি কল্পিতোপাধিনিবন্ধনা কথঞ্চিদুপপদ্যতে, তথাপি, যথা কার্য্যে জ্যোতিষ্যাতিশয়েনোপপদ্যতে ন তথাঽত্রেত্যত উক্তং "উপ-

---

সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সর্ব্বগামী, তথাপি, উপাসনার নিমিত্ত তাহার (সাবয়ব প্রাকৃত জ্যোতির) প্রদেশ বিশেষ বা অবয়ববিশেষ গ্রহণ করা তত দুষ্য বা বিরুদ্ধ নহে—ধ্যানের নিমিত্ত নিরবয়ব ব্রহ্মের প্রদেশ বা অবয়ব কল্পনা করা যত দুষ্য বা বিরুদ্ধ। "তিনি উত্তমাধম লোকে দীপ্যমান্" এ বর্ণনা, এরূপ আধার উপদেশ. প্রাকৃত জ্যোতিতেই সুসম্ভব বা সঙ্গত হয়। অপিচ,—"সেই জ্যোতিঃ এই—যাহা এই দেহমধ্যে আছে।" এ কথায় শরীরস্থ ঔদর্য্য তেজে প্রোক্ত জ্যোতির অধ্যাস হইতেছে (১), অন্য কিছু অভিহিত হইতেছে না। [সারূপ্য মিষ্যতে] সাদৃশ্য উপদেশ থাকিলেই অধ্যাস হয়, নচেৎ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই—"ভূ এই অক্ষরটী প্রজা-পতির মস্তক। মস্তক এক, ভূ-অক্ষরও এক।" এই শ্রুতিতে একত্ব-সাম্যক্রমেই অধ্যাসের উপদেশ হইয়াছে। (২) অপিচ, ঔদর্য্য তেজের অব্রহ্মতা উক্ত শ্রুতিতেই প্রদর্শিত আছে। অর্থাৎ কৌক্ষেয় জ্যোতিঃ যে অব্রহ্ম, ব্রহ্ম নহে, তাহা তাহার উষ্ণতা ও শব্দবত্তা বর্ণনে নিশ্চয় হয়। (৩) অতএব, সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃই এই জাঠর-জ্যোতিঃ, এতদ্রূপ অধ্যস্তো-

---

(১) ব্যাহৃতি প্রতীকে প্রজাপতি-উপাসনা করিবার বিধান আছে। ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, এই অক্ষর ত্রয়ের নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতিত্রয়কে প্রজাপতি ভাবিতে হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী-বোধক ভূ অক্ষরটী প্রজাপতি দেবতার মস্তক, ইত্যাদিপ্রকারে চিন্তনীয়।

(২) অভিপ্রায় এই যে, সাম্য না থাকিলে অধ্যাস অর্থাৎ আহার্য্যারোপ হয় না। যখন ঔদর্য তেজে স্বর্গীয় তেজের জ্ঞান করিবার বিধান দৃষ্ট হইতেছে, তখন অবশ্যই প্রোক্ত জ্যোতি ঔদর্য্য জ্যোতির সহিত সমান। অর্থাৎ উভয়ই ভৌতিক জ্যোতিঃ।

(৩) ঐ শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, শরীরস্পর্শে যে উষ্ণতা জ্ঞান হয়, সে উষ্ণতা জাঠর-জ্যোতির উষ্ণতা। কর্ণ আচ্ছাদন করিলে যে আভ্যন্তরীণ ঘোষ (শব্দ) শুনা যায়, সে ঘোষ সেই জাঠরাগ্নির নির্ঘোষ, ইত্যাদি।

বিশিষ্টত্বশ্রবণাৎ। তদেতদ্দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীতেতি চ শ্রুতেঃ। চাক্ষুষ্যশ্চ শ্রুতোভবতীতি য এবং বেদেতি চাল্প-ফলশ্রবণাদব্রহ্মত্বম্। মহতে হি ফলায় ব্রহ্মোপাসনমিষ্যতে। ন চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্ববাক্যে প্রাণাকাশবৎ জ্যোতিষোঽস্তি ব্রহ্মলিঙ্গম্। ন চ পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টমস্তি। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতমিতি ছন্দোনির্দ্দেশাৎ। অথাপি কথঞ্চিৎ পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং স্যাৎ এবমপি ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞানমস্তি। তত্র হি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি দ্যৌরধিকরণত্বেন শ্রূয়তে, অত্র পুনঃ পরোদিবোজ্যোতি-রিতি দ্যৌর্ম্মর্য্যাদাত্বেন। তস্মাৎ প্রাকৃতং জ্যোতিরিহ গ্রাহ্যমিতি।

পদ্যতেতরাম্," ইতি "প্রাকৃতং" প্রকৃতের্জ্জাতং কার্য্যমিতি যাবৎ। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে।—

পাসনা ভৌতিক জ্যোতিঃ পক্ষেই সঙ্গত হয়। অপর হেতু এই যে, শ্রুতিতে এ উপাসনার অতি-অল্পফল অভিহিত হইয়াছে। (চক্ষুষ্য অর্থাৎ প্রিয়দর্শন হয় এবং শ্রুত অর্থাৎ খ্যাতিমান্ হয়)। সেই ফলাল্পতাও প্রোক্ত উপাস্য জ্যোতির অব্রহ্মত্বসাধক। ব্রহ্মোপাসনায় মহৎ ফল হওয়াই বাঞ্ছ-নীয়; কিন্তু সেরূপ মহৎ ফল দৃষ্ট ও শ্রুত এ কথায় চরিতার্থ হইতেছে না। [ন চান্যদপি...লিঙ্গম্] আকাশাদি শব্দের ন্যায় এখানে এমন কোন স্পষ্ট ব্রহ্মচিহ্ন নাই যে যদ্দ্বারা জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্মপর অর্থ করা যাইতে পারে। [ন চ...দাত্বেন] উদাহৃত বাক্যের পূর্ব্ববাক্যেও ব্রহ্মনির্দ্দেশ নাই। পূর্ব্ব-বাক্যে "এই সমস্ত ভূত গায়ত্রী" এইরূপ ছন্দোমাত্রের উল্লেখ আছে। যদিও পূর্ব্ববাক্যে কথঞ্চিৎ বা কোনপ্রকারে ব্রহ্মনির্দ্দেশ হইয়া থাকে, হইলেও পরবাক্যে অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বাক্যে তাহার অভিজ্ঞান (স্মারক কথা) নাই। পূর্ব্ববাক্যে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এতদ্রূপ ত্রিপাদ ব্রহ্মের স্বর্গস্থান অভি-হিত হইয়াছে; পরন্তু এ বাক্যে "দিবঃ পরঃ" স্বর্গের ঊর্দ্ধে, এইরূপ অভি হিত হইয়াছে। (সুতরাং ইহা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের স্মারক নহে)। [তস্মাৎ... গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ] অতএব, জ্যোতিঃশব্দে প্রাকৃত জ্যোতিঃই গ্রাহ্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। জ্যোতিরিহ ব্রহ্ম গ্রাহ্যম্। কুতঃ। চরণাভিধানাৎ পাদাভিধানাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বস্মিন্ হি বাক্যে চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং—তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ইত্যনেন মন্ত্রেণ। তত্র যৎ চতুষ্পদো ব্রহ্মণস্ত্রিপাদমৃতং দ্যুসম্বন্ধিরূপং নির্দ্দিষ্টং তদেবেহ দ্যুসম্বন্ধান্নির্দ্দিষ্টমিতি প্রত্যভি-

সর্ব্বনামপ্রসিদ্ধার্থং প্রসাধ্যার্থবিধায়কং।
প্রাসিদ্ধ্যপেক্ষি সৎপূর্ব্ববাক্যস্থমপকর্ষতি॥
তদ্বাক্যেন নেয়ানি তেজোলিঙ্গান্যপি ধ্রুবম্।
স্থানাচ্চ প্রধানং হি ব্রহ্ম ছান্দোগ্যসূত্রতঃ॥

উৎসর্গতস্তাবৎ যৎ-প্রসিদ্ধার্থানুবাদকত্বং যদি তাবত্তৎক্রমমপ্যপূর্ব্বার্থাবগাধনস্বভাবাৎ প্রচ্যাবয়তি। যথা যস্যাহিতাগ্নেরগ্নিগৃহান্ দহেৎ যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমার্চ্ছেৎ ইত্যাদি। যত্র পুনস্তৎপ্রসিদ্ধমন্যতো ন কথঞ্চিদাপ্যতে তত্র তস্মাদপি স্বপূর্ব্বত্বাদিতি সর্ব্বনাম্নঃ প্রসিদ্ধার্থত্বং ব্যপনীয়তে। যথা যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽভবতীতি। তদিহ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিরিতি যচ্ছব্দসামর্থ্যাৎ দ্যুমর্য্যাদেনাপি জ্যোতিষা প্রসিদ্ধেন ভবিতব্যম্। ন চ তস্য প্রমাণান্তরতঃ প্রসিদ্ধিরস্তি। পূর্ব্ববাক্যে চ দ্যুসম্বন্ধি ত্রিপাদ্ব্রহ্ম প্রসিদ্ধমিতি প্রসিদ্ধ্যপেক্ষায়াং তদেব সম্বধ্যতে। ন চ প্রধানস্য প্রাতিপদিকার্থস্য তদ্ভেদেন প্রত্যভিজ্ঞানে তদ্বিশেষণস্য বিভক্ত্যর্থস্যাস্থ তামাত্রেণান্যতা যুক্তা। এবঞ্চ স্ববাক্যস্থান তেজোলিঙ্গান্যসমঞ্জসানীতি ব্রহ্মণ্যেব গময়িতব্যানি। গমিতানি চ ভাষ্যকৃতা। তত্র জ্যোতির্ব্রহ্মবিকার ইতি জ্যোতিষা ব্রহ্মোপলক্ষ্যতে। অথ বা প্রকাশমাত্রবচনো জ্যোতিঃশব্দঃ। প্রকাশশ্চ ব্রহ্মাপি ব্রহ্মণি

প্রাপ্তির পর তৎসমাধানার্থ বলা যায় যে, জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মই গ্রাহ্য। কেন-না, ঐ বাক্যে ব্রহ্মবোধক পাদ-শব্দের অভিধান (কথন) আছে। [পূর্ব্ব...যাতাম্] পূর্ব্ববাক্যে "এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই গায়ত্রী ব্রহ্মের বিভূতি; সেই গায়ত্র্য পুরুষ এ সকল (বিশ্ব) হইতে শ্রেষ্ঠ বা অধিক (মুক্ত বা সংসারাতীত); এই বিশ্ব তাঁহার একপাদ, তাঁহার অপর তিন পাদ (অংশ) দিবি অর্থাৎ স্বরূপে (কিংবা উপাসনার্থ সূর্য্যমণ্ডলে)।" এই মন্ত্রের দ্বারা চতুষ্পাদ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছে। এই দিব্ সম্বন্ধীয় (প্রপঞ্চাতীত) ব্রহ্মই যে পর-

জ্জায়তে। তৎ পরিত্যজ্য প্রাকৃতং জ্যোতিঃ কল্পয়তঃ, প্রকৃত-হানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে প্রসজ্যেয়াতাম্। ন কেবলং জ্যোতির্ব্বাক্য এব ব্রহ্মানুবৃত্তিঃ পরস্যামপি হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামনুবর্ত্তিষ্যতে ব্রহ্ম। তস্মাদিহ জ্যোতিরিতি ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্। যত্তূক্তং জ্যোতির্দীপ্যত ইতি চৈতৌ শব্দৌ কার্য্যে জ্যোতিষি প্রসিদ্ধাবিতি, নায়ং দোষঃ। প্রকরণাদ্‌ব্রহ্মাবগমে সত্যনয়োঃ শব্দয়োরবিশেষকত্বাৎ। দীপ্যমানকার্য্যজ্যোতিরুপলক্ষিতে ব্রহ্মণ্যপি প্রয়োগসম্ভবাৎ। যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধ ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ। যদ্বা, নায়ং জ্যোতিঃশব্দশ্চক্ষুর্ব্বৃত্তেরেবানুগ্রাহকে

মুখ্য ইতি জ্যোতির্ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্। "প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে" ইতি। প্রসিদ্ধ্যপেক্ষায়াং পূর্ব্ববাক্যগতং প্রকৃতং সন্নিহিতমপ্রসিদ্ধত্ত কল্প্যং ন প্রকৃতম। অতএবোক্তং কল্পয়ত ইতি। সন্দংশন্যায়মাহ।—"ন কেবল"মিতি।

বর্ত্তী জ্যোতির্ব্বাক্যে কথিত হইয়াছেন, তাহা দিব্ শব্দের দ্বারা জানা যায়। পূর্ব্বানুক্রান্ত চতুষ্পাদ ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া ভৌতিক জ্যোতি কল্পনা করায় প্রকৃত হান ও অপ্রকৃত প্রক্রিয়া এই দুই দোষ হয়। (এই প্রকৃত হান ও অপ্রকৃত প্রক্রিয়া কি? তাহা অনেকবার বলা হইয়াছে)। [ন... পত্তব্যম্] উদাহৃত জ্যোতির্ব্বাক্যের পরে শাণ্ডিল্য বিদ্যাতেও (১) ব্রহ্মের অনুবৃত্তি দেখা যায়। পূর্ব্ব ও পর উভয় বাক্যই যখন ব্রহ্মপর, তখন তন্মধ্যপাতী জ্যোতির্ব্বাক্যও ব্রহ্মপর। [যত্তূক্তং...বর্ণাৎ] "জ্যোতি" ও "দীপ্তি" এই দুই শব্দ ভৌতিক তেজে প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকরণবলে উহার ব্রহ্মার্থতা লব্ধ হয়। (২) অপিচ, দীপ্যমান প্রাকৃত-জ্যোতি-উপলক্ষিত ব্রহ্মে জ্যোতি ও তেজ এই দুই শব্দের প্রযোগ অসম্ভব নহে। "সূর্য্য দেব যে তেজে (ব্রহ্মচৈতন্যে) ইদ্ধ (প্রকাশিত) হইয়া প্রকাশ করেন।" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মচৈতন্যেও তেজঃশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। [যদ্বা...শব্দঃ] জ্যোতিঃ

(১) ইহা এক প্রকার উপাসনা। এই উপাসনা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদিপ্রকারে কথিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সাধনাধ্যায়ে বলা হইবে।

(২) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মপ্রকরণে পরিপঠিত জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ হওয়াই সঙ্গত, অন্য অর্থ অসঙ্গত, এইরূপ প্রতীতি হইলে প্রসিদ্ধ অর্থ (তেজ) বাধিত বা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে।

তেজসি বর্ত্ততেঽন্যত্রাপি প্রয়োগদর্শনাৎ। বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে মনোজ্যোতির্জ্জুষতামিতি চ। তস্মাদ্ যদ্যদ্ যস্য কস্যচিদবভাসকং তত্তজ্জ্যোতিঃশব্দেনাভিধীয়তে। তথা সতি ব্রহ্মণোঽপি চৈতন্যস্বরূপস্য সমস্তজগদবভাসহেতুত্বাদুপপন্নো-জ্যোতিঃশব্দঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ু-র্হোপাসতেঽমৃতমিত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। যদপ্যুক্তং দ্যুমর্য্যাদত্বং সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণোনোপপদ্যত ইতি, অত্রোচ্যতে। সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপাসনার্থঃ প্রদেশবিশেষপরিগ্রহোন বিরুধ্যতে। ননূক্তং নিষ্প্রদেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশবিশেষ-কল্পনা নোপপদ্যত ইতি, নায়ং দোষঃ। নিষ্প্রদেশস্যাপি ব্রহ্মণ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ প্রদেশবিশেষকল্পনোপপত্তেঃ।

শব্দ যে কেবল চক্ষুর অনুগ্রাহক তেজেই প্রযুক্ত হইবে, অন্যত্র হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। "বাক্য-নামক জ্যোতির দ্বারা" "মনোনামক জ্যোতি" ইত্যাদি ইত্যাদি স্থলে বাক্য ও মন উভয়কেই জ্যোতিঃশব্দে উক্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ইহাই স্বীকার্য্য যে, যে-কিছু ভাসক (বোধক বা প্রকাশক) সে সমস্তই জ্যোতিঃ। যদি সামান্য অবভাসক পদার্থে জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, তবে সর্ব্বাবভাসক বা জগদবভাসের হেতু পরব্রহ্মে তাহার (জ্যোতিঃশব্দের) প্রয়োগ না হইবে কেন? হইলে অসঙ্গত হইবে কেন? [তমেব...শ্রুতিভ্যশ্চ] ব্রহ্মই যে জগদবভাসের হেতু, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্ম ভানস্বরূপ; তাই এ সকল ভাত হয়।" "তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত।" ইত্যাদি। [যদপ্যুক্তং...পত্তেঃ] বলিয়াছিলে যে, সর্ব্বগত ব্রহ্মের মর্য্যাদা নির্দ্দেশ (স্বর্গের উপরে, এতদ্রূপ স্থান নির্দ্দেশ) সঙ্গত হয় না, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহার উপাসনার্থ ঐরূপ প্রদেশবিশেষ কল্পিত বা গৃহীত হইতে পারে। হইলে দোষ হয় না। উপাধি অনুসারে বা উপাধি সম্বন্ধ লইয়া প্রদেশবিশেষ কল্পিত হইবে, তাহাতে দোষ হইবে কেন? ঘট অনুসারে বা ঘটসম্বন্ধ লইয়া 'ঘটে আকাশ' বলিলে কি দোষ হইতে

তথা হি—আদিত্যে চক্ষুষি হৃদয় ইতি প্রদেশবিশেষসম্বন্ধিনী ব্রহ্মণ উপাসনানি শ্রূয়ন্তে। এতেন বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেম্বিত্যাধারবহুত্বমুপপাদিতম্। যদপ্যেতদুক্তং ঔষ্ণ্যঘোষাভ্যামনুমিতে কৌক্ষেয়ে কার্য্যে জ্যোতিষ্যধ্যস্যমানত্বাৎ পরমপি দিবঃ কার্য্যং জ্যোতিরেবেতি, তদপ্যযুক্তম্। পরস্যাপি ব্রহ্মণো-নামাদিপ্রতীকত্ববৎ কৌক্ষেয়জ্যোতিঃপ্রতীকত্বোপপত্তেঃ। দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীতেতি তু প্রতীকদ্বারকং দৃষ্টত্বং শ্রুতত্বঞ্চ ভবিষ্যতি। যদপ্যল্পফলশ্রবণান্ন ব্রহ্মেতি, তদপ্যনুপপন্নম্। ন হি ইয়তে ফলায় ব্রহ্মাশ্রয়ণীয়মিয়তে নেতি নিয়মে হেতুরস্তি। যত্র হি নিরস্তসর্ব্ববিশেষসম্বন্ধং পরং ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদিশ্যতে তত্রৈকরূপমেব ফলং মোক্ষ ইত্যবগম্যতে। যত্র তু গুণবিশেষসম্বন্ধং প্রতীকবিশেষসম্বন্ধং বা ব্রহ্মোপদিশ্যতে তত্র সংসারগোচরাণ্যেবোচ্চাবচানি ফলানি

"পরস্যাপি ব্রহ্মণো নামাদিপ্রতীকত্ববৎ" ইতি। কৌক্ষেয়ং হি জ্যোতির্জ্জীব ভাবেনানুপ্রবিষ্টস্য পরমাত্মনোবিকারোজীবাভাবে দেহস্য শৈত্যাৎ জীবত-

---

পারে? [তথা ..পাদিতম] অন্য শ্রুতিতেও আদিত্যে, চক্ষুতে ও হৃদয়ে ব্রহ্ম উপাসনা করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। অতএব, "বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু" এতদ্রূপ আধার উক্তি অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গত। [যদ উপপত্তেঃ] আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, উষ্মা ও শব্দ, এতৎ দ্বিতয়-যুক্ত ঔদর্য্য জ্যোতিতে প্রোক্ত দিব্-জ্যোতির অধ্যাস বা সাম্য-উপদেশ থাকায় দিব্-জ্যোতিও ভৌতিক; তাহাও অযুক্ত। নাম যেমন ব্রহ্মোপাসনার প্রতীক বা আলম্বন, ঔদর্য্য জ্যোতিও তদ্রূপ প্রতীক অর্থাৎ আলম্বন। [দৃষ্টঞ্চ...ষ্যতি] দৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনীয় হয়, শ্রুত অর্থাৎ খ্যাতিমান্ হয়, এই দুই ফল প্রতীক অনুসারেই অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্ম অনুসারে নহে। [যদপ্যল্প ..শ্রুতিষু] অল্প ফল শুনিয়া বা দেখিয়া জ্যোতি উপাসনাকে ব্রহ্মোপাসনা বলা সঙ্গত মনে কর নাই, তাহাও অসঙ্গত। হেতু এই যে, এই পরিমাণ ফলের জন্য ব্রহ্ম আশ্রয় করিতে হইবে, এই পরিমাণ ফলের জন্য হইবে না, এমন

দৃশ্যন্তে। অস্মাদোবসুদানোবিন্দতে বসু য এবং বেদেত্যা-
দ্যাসু শ্রুতিষু। যদ্যপি ন স্ববাক্যে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষো
ব্রহ্মলিঙ্গমস্তি তথাপি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে দৃশ্যমানং গ্রহী-
তব্যং ভবতি। তদুক্তং সূত্রকারেণ, জ্যোতিশ্চরণাভিধানা-
দিতি। কথং পুনর্ব্বাক্যান্তরগতেন ব্রহ্মসন্নিধানেন জ্যোতিঃ-
শ্রুতিঃ স্ববিষয়াৎ প্রচ্যাব্য শক্যা ব্যাবর্ত্তয়িতুং, নৈষ দোষঃ।
যদতঃ পরোদিবোজ্যোতিরিতি প্রথমতরপঠিতেন যচ্ছব্দেন
সর্ব্বনাম্না দ্যুসম্বন্ধাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানে পূর্ব্ববাক্যনির্দ্দিষ্টে
ব্রহ্মণি স্বসামর্থ্যেন পরামৃষ্টে সত্যর্থাৎ জ্যোতিঃশব্দস্যাপি
তদ্বিষয়ত্বোপপত্তেঃ। তস্মাদিহ জ্যোতিরিতি ব্রহ্ম প্রতি-
পত্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

শ্চোঞ্চ্যাজ্জায়তে। তস্মাত্তৎপ্রতীকস্যোপাসনমুপপন্নম্। শেষং নিগদ-
ব্যাখ্যাতং ভাষ্যম্ ॥

কোন নিয়ম নাই; নিয়মের কারণও নাই। যে স্থলে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের
উপদেশ, সেই স্থলেই তারতম্যবর্জ্জিত একরূপ অখণ্ড মোক্ষ ফল হইবে; কিন্তু
যেখানে গুণবিশেষ অথবা প্রতীকবিশেষ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপদেশ
দেখিতে পাইবে, সেখানেই সংসারগোচর ছোটবড় নানা ফল স্থির করিতে
হইবে। যথা—অন্নদাতা হয়, ধনদাতা হয়, ধনবান্ হয় ইত্যাদি। [যদ্যপি...
ধানাদিতি] জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ বুঝাইয়া দেয়, এমন কোন লিঙ্গ অর্থাৎ
এমন কোন কথা বা বোধক হেতু যদিও প্রোক্ত জ্যোতির্ব্বাক্যে নাই, না
থাকিলেও তাহা পূর্ব্ববাক্যে আছে। সূত্রকার ব্যাস এ সূত্রে তাহাই বলি-
য়াছেন। [কথং...পত্তব্যম্] যদি বল, এক বাক্যের ব্রহ্মচিহ্ন কি প্রকারে
অন্য বাক্যস্থ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ বাধ করিতে পারে? ইহার প্রত্যুত্তর এই
যে, ঐরূপ বাধ দুষ্য নহে। উহা হইতে পারে। "যদতঃ পরঃ" এই যৎ
শব্দ পূর্ব্ববাক্যস্থ ব্রহ্মের পরামর্শক (অববোধক বা বুদ্ধিস্থকারক। অর্থাৎ
ব্রহ্মকে বোধ করার বা বুদ্ধিস্থ করায়) সুতরাং তৎসম্বদ্ধ জ্যোতিঃশব্দও
ব্রহ্মবোধক। অতএব, প্রদর্শিত হেতুসমূহের দ্বারা জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থই
প্রমাণিত হয়, অন্য অর্থ বাধিত হয়।

ছন্দোভিধানান্নেতি চেন্ন তথাচেতোঽর্পণনিগদা-ত্তথাহি দর্শনম্ ॥ ২৫ ॥*

অথ যদুক্তং পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে ন ব্রহ্মাভিহিতমস্তি, গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চেতি গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসোঽভিহিতত্বাদিতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। কথং পুনশ্ছন্দোঽভিধান্ন ব্রহ্মাভিহিতমিতি শক্যতে বক্তুং যাবতা তাবানস্য মহিমেত্যেতস্যামৃচি চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম দর্শিতং, নৈতদস্তি। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিতি গায়ত্রীমুপক্রম্য তামেব ভূত-

পূর্ব্ববাক্যস্য হি ব্রহ্মার্থত্বে সিদ্ধে স্যাদেতদেবং, ন তু তদ্‌ব্রহ্মার্থমপি তু গায়ত্র্যর্থম্। 'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ' ইতি গায়ত্রীং প্রকৃত্যেদং শ্রূয়তে—'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইতি। নন্বাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যনেনৈব গতার্থমেতৎ। তথাহি।—তাবানস্য মহিমেত্যস্যামৃচি ব্রহ্ম চতুষ্পাদুক্তম্। সৈব চ তদেতদৃচাভ্যনূক্তমিত্যনেন সঙ্গমিতার্থা ব্রহ্মলিঙ্গম্। এবং গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিত্যক্ষরসন্নিবেশমাত্রস্য গায়ত্র্যা ন সর্ব্বত্বমুপপদ্যতে। ন চ ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়বাকৃপ্রাণাত্মত্বং গায়ত্র্যাঃ স্বরূপেণ সম্ভবতি। ন চ ব্রহ্ম-

[অথ...হর্ত্তব্যম্] পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, তদ্বাক্যে কেবল গায়ত্রী-ছন্দঃই কথিত হইয়াছে, এ আগ্রহ ত্যাগ কর। [কথং ..দর্শিতম্] ছন্দের উল্লেখ দেখিয়া ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে না। হেতু এই যে, সেই বাক্যেই "তাবানস্য মহিমা" ইত্যাদিপ্রকারে চতুষ্পাদ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। [নৈত...দধ্যাৎ] পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন, না,—ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, ছন্দ অভিহিত হইয়াছে, হেতু এই যে, শ্রুতি "এ সমস্তই গায়ত্রী" এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ সেই গায়ত্রীকেই ভূত, পৃথিবী,

* ছন্দোঽভিধানাৎ—পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসঃ কথনাৎ, ন—ন ব্রহ্মাভিহিতমস্তীতি চেৎ—যদি শক্যতে তৎ ন—ন শঙ্কনীয়মিত্যর্থঃ। কুতঃ? তথাচেতোঽর্পণনিগদাৎ—তেনৈব ছন্দোদ্বারেণ ব্রহ্মণি চিত্তসমাধানস্যোক্তত্বাৎ। তথাহি দর্শনং—তত্তদ্বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উপাসনং দৃষ্টং শ্রুত্যন্তরে ইতি যাবৎ।—পূর্ব্ববাক্যে ছন্দোবাচক গায়ত্রীশব্দ থাকায় ছন্দঃই তদ্বাক্যের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম নহে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। হেতু এই যে, সে বাক্যে গায়ত্রী দ্বারা অর্থাৎ গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিবার উপদেশ আছে। অন্য শ্রুতিতেও অন্যান্য বিকার অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান দৃষ্ট হয়।

পৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্প্রাণপ্রভেদৈর্ব্ব্যাখ্যায়, সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তং—তাবানস্য মহিমেতি, তস্যামেব ব্যাখ্যাতরূপায়াং গায়ত্র্যামুদাহৃতোমন্ত্রঃ কথম-কস্মাদ্ব্রহ্ম চতুষ্পাদভিদধ্যাৎ। যোঽপি তত্র, যদ্বৈতদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্মশব্দঃ সোঽপি ছন্দসঃ প্রকৃতত্বাচ্ছন্দোবিষয় এব। য এতা-মেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদেত্যত্র হি বেদোপনিষদমিতি ব্যাচ-ক্ষতে। তস্মাচ্ছন্দোঽভিধানাৎ ন ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বমিতি চেৎ,

---

পুরুষসম্বন্ধিত্বমস্তি গায়ত্র্যাঃ। তস্মাদ্গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মণ এবোপাসনা ন গায়ত্র্যা ইতি পূর্ব্বেণৈব গতার্থত্বাদনারম্ভণীয়মেতৎ। ন চ পূর্ব্বন্যায়স্মারণে সূত্রসন্দর্ভ এতাবান্ যুক্তঃ। অত্রোচ্যতে।—অস্ত্যধিকাশঙ্কা। তথাহি।—গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনেতি কোঽর্থঃ। গায়ত্রীবিকারোপাধিনোব্রহ্মণ উপাসনেতি। ন চ তদুপাধিনস্তদবচ্ছিন্নস্য সর্ব্বাত্মত্বম্। উপাধেরবচ্ছেদাৎ। ন হি ঘটাব-চ্ছিন্নং নভোঽনবচ্ছিন্নং ভবতি। তস্মাদস্য সর্ব্বাত্মত্বাদিকং স্তুত্যর্থং তদ্বরং গায়ত্র্যা এবাস্তু স্তুতিঃ কয়াচিৎ প্রণাড্যা। 'বাগ্ বৈ গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তি চ' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তথা চ 'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্ব'মিত্যুপক্রমে গায়ত্র্যা এব হৃদয়াদিভির্ব্ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যায় চ 'সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী' ইত্যুপসংহারোগায়ত্র্যামেব সমঞ্জসোভবতি। ব্রহ্মণি তু সর্ব্বমেতদসমঞ্জসমিতি যদ্বৈতদ্ব্রহ্মেতি চ ব্রহ্মশব্দশ্ছন্দোবিষয় এব। যথৈতাং ব্রহ্মোপনিষদমিত্যত্র বেদোপনিষদুচ্যতে। তস্মাদ্ গায়ত্রীছন্দো-ঽভিধানান্ন ব্রহ্মবিষয়মেতদিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। "ন"

শরীর, হৃদয়, বাক্য ও প্রাণ প্রভৃতি প্রভেদে বর্ণনা করিয়া বা ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "এই গায়ত্রী চতুষ্পাদ ও ষট্প্রকার।" অতএব মন্ত্রে ইনিই "তাবানস্য মহিমা" ইত্যাদিরূপে অনূদিত হইয়াছেন। যে মন্ত্র গায়ত্রী ব্যাখ্যায় উদাহৃত, সে মন্ত্র যে হঠাৎ চতুষ্পাদ ব্রহ্ম বলিবে, কি প্রকারে তাহা সম্ভব হয়? [যোঽপি...চক্ষতে] যদিও সেখানে ব্রহ্মশব্দ আছে, থাকিলেও তাহা ছন্দঃপ্রকরণে পতিত হওয়ায় ছন্দঃ অর্থই বলিবে। "যে পুরুষ ব্রহ্মোপনিষদ জানে" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মশব্দের বেদ-অর্থও দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মোপনিষদ অর্থাৎ বেদরহস্য। [তস্মাৎ...নাৎ] অতএব ছন্দঃ কথনহেতু পূর্ব্ববাক্যে (গায়ত্রী বাক্যে) ব্রহ্মপ্রতিপাদন হয় নাই, যদি

নৈষ দোষঃ। তথাচেতোঽর্পণনিগদাৎ। তথা গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দো-দ্বারেণ তদনুগতে ব্রহ্মণি চেতসোঽর্পণং চিত্তসমাধানমনেন ব্রাহ্মণবাক্যেন নিগদ্যতে, গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিতি। ন হি অক্ষরসন্নিবেশমাত্রায়া গায়ত্র্যাঃ সর্ব্বাত্মকত্বং সম্ভবতি। তস্মাৎ যৎ গায়ত্র্যাখ্যে বিকারেঽনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তদিদং সর্ব্বমিত্যুচ্যতে। যথা, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামস্তদনন্যত্বমারম্ভণ-

কুতঃ "তথাচেতোঽর্পণনিগদাৎ" গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দোদ্বারেণ গায়ত্র্যাত্মকবিকা-রানুগতে ব্রহ্মণি চেতোঽর্পণং চিত্তসমাধানমনেন ব্রাহ্মণবাক্যেন নিগদ্যতে। এতদুক্তং ভবতি।—ন গায়ত্রী ব্রহ্মণোঽবচ্ছেদিকা উৎপলস্যেব নীলত্বং যেন তদবচ্ছিন্নমন্যত্র ন স্যাদবচ্ছেদাবরহাৎ। কিন্তু যদেব তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং সর্ব্ব কারণং তৎস্বরূপেণাশক্যোপদেশমিতি তৎ বিকারগায়ত্রীদ্বারেণোপলক্ষ্যতে। গায়ত্র্যাঃ সর্ব্বচ্ছন্দোব্যাপ্ত্যা চ সবনত্রয়ব্যাপ্ত্যা চ দ্বিজাতিদ্বিতীয়জন্মজননী তয়া চ শ্রুতেশ্চিক বেষু মনো প্রাধান্যেন দ্বারত্বোপপত্তেঃ। ন চাত্রোপলক্ষণা-ভাবেন নোপলক্ষ্যং প্রতীয়তে। ন হি কুণ্ডলেনোপলক্ষিতং কণ্ঠরূপং কুণ্ডল-বিয়োগেঽপি পশ্চাৎ প্রতীয়মানমপ্রতীয়মানং ভবতি। তদ্রূপপ্রত্যায়ন-মাত্রোপযোগিত্বাদুপলক্ষণানামনবচ্ছেদকত্বাৎ। তদেবং গায়ত্রীশব্দস্তু মুখ্যা-

এরূপ আশঙ্কা কর, তাহা অযোগ্য। কেন না, পূর্ব্ববাক্যে তদ্রূপ ছন্দোভি-ধান দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহা ব্রহ্ম প্রতিপাদনের বিরোধী নহে। অথবা তদ্বাক্যে ছন্দোভিধান হয় নাই, ব্রহ্মাভিধানই হইয়াছে। হেতু এই যে, সেখানে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ করিবার উপদেশ আছে। [তথা ইতি] "এ সমস্তই গায়ত্রী" এই বাক্যেই গায়ত্রী উপলক্ষিত পরব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিবার বিধান হইয়াছে। [ন ইতি] ব্রহ্মানুগতি ব্যতীত, কেবল অক্ষরময়ী গায়ত্রী কি প্রকারে সর্ব্বময়ী হইবে? অতএব সত্তাং মন্ত্র-উপদেশ-সামর্থ্যে নির্ণীত হয় যে, গায়ত্রী-উপলক্ষিত জগৎকারণ —তেনৈব ব্রহ্মণ উপাসনং উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থাৎ বোধ্য বা প্রতিপাদ্য এবং সেই ছন্দঃই তদ্বাক্যের শ্রী "এ সমুদায় তিনিই" এইরূপ বলিয়াছেন। "এ সমস্তই গায়ত্রী দ্বারা অর্থাৎ গায়ন, "এ সমস্ত গায়ত্রী" এ বাক্যও তদ্রূপ। [কার্য্যঞ্চ... অন্য শ্রুতিতেও অন্যান্য। কারণ ছাড়া নহে, কারণাতিরিক্ত নহে, তাহা "তদন-

শব্দাদিভ্য ইত্যত্র। তথান্যত্রাপি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উপাসনং দৃশ্যতে, এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবধ্বর্য্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগা ইতি। তস্মাদস্তি ছন্দোঽভিধানেঽপি পূর্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং,তদেব জ্যোতির্ব্বাক্যেঽপি পরামৃশ্যতে উপাসনান্তরবিধানায়। অপর আহ, সাক্ষাদেব গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে সঙ্খ্যাসামান্যাৎ,

র্থস্থে গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপলক্ষ্যত ইত্যুক্তং সম্প্রতি তু গায়ত্রীশব্দঃ সংখ্যাসামান্যাদ্গৌণ্যা বৃত্ত্যা ব্রহ্মণ্যেব বর্ত্তত ইতি দর্শয়তি।—"অপর আহ" ইতি। তথাহি,—ষড়ক্ষরৈঃ পাদৈর্যথা গায়ত্রী চতুষ্পদা, এবং ব্রহ্মাপি চতুষ্পাৎ। সর্ব্বাণি হি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমান্যস্যৈকঃ পাদঃ। দিবি দ্যোতনবতি চৈতন্যরূপে স্বাত্মনীতি যাবৎ ত্রয়ঃ পাদাঃ। অথবা দিব্যাকাশে ত্রয়ঃ পাদাঃ। তথাহি শ্রুতিঃ।—'ইদং বাব তদ্‌যদয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশস্তদ্ধি তস্য

ন্যত্বং" সূত্রে প্রদর্শিত হইবে। (১) অন্য শ্রুতিতেও বিকার উপলক্ষ্যে (অবলম্বনে) ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান আছে। যথা—"ঋগ্বেদীরা এই পরমাত্মাকে উক্থে (স্তুতিমন্ত্রবিশেষে), যজুর্ব্বেদীরা অগ্নিতে এবং সামবেদীরা যজ্ঞে উপাসনা করেন।" [তস্মা...বিধানায়] অতএব, পূর্ব্ববাক্যে ছন্দের নাম থাকিলেও তাহা ছন্দোবোধক নহে, ব্রহ্মবোধক। অর্থাৎ ব্রহ্মই তদ্বাক্যের প্রকৃত বা উপদেষ্টব্য এবং সেই প্রকৃত ব্রহ্মই তৎপরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বাক্যে অন্যবিধ উপাসনার্থ পরামৃষ্ট (অনুচিন্তিত) হইয়াছেন। [অপর...ব্রহ্মেতি] কেহ কেহ বলেন, সংখ্যাসাম্য অনুসারে উক্ত গায়ত্রীশব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবোধক। গায়ত্রী যেমন চতুষ্পাদ (ছয় ছয় অক্ষরে এক এক পাদ), ব্রহ্ম তেমনি চতুষ্পাদ। (তাঁহার এক পাদে বিশ্ব, অপর পাদত্রয় বিশ্বাতীত অর্থাৎ মুক্ত)। অন্য শ্রুতিতেও সংখ্যাসাম্য অনুসারে

(১) ঘট কি মাটী নহে? মাটী ছাড়া? ঘট যেমন মৃত্তিকাতিরিক্ত নহে, মাটী ছাড়া নহে, জগৎও তেমনি ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্ম ছাড়া নহে। ঘট'কে যেমন "ইহা মাটী" এইরূপ বলা যায়, জগৎকেও তেমনি "ইহা ব্রহ্ম" এইরূপ বলা যায়। "ইহা ঘট নহে, মাটী" এ কথা কে বলিতে পারে? যে মাটী জানে সে-ই বলিতে পারে। তেমনি, "এ সকল ব্রহ্ম" এ কথা কে বলিতে পারে? যে ব্রহ্ম জানিয়াছে সেই বলিতে পারে, অন্যে নহে। এই জন্যই নির্দর্শিত সূত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

যথা গায়ত্রী চতুষ্পদা ষড়ক্ষরৈঃ পাদৈঃ তথা ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ। তথান্যত্রাপি ছন্দোঽভিধায়ী শব্দোঽর্থান্তরে সঙ্খ্যাসামান্যাৎ প্রযুজ্যমানোদৃশ্যতে। তদ্‌যথা, তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ কৃতং ইত্যুপক্রম্যাহ সৈষা বিরাডন্নাদীতি। অস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মৈবাভিহিতমিতি ন ছন্দোঽভিধানম্। সর্ব্বথাপ্যস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্মেতি॥ ২৫॥

জাগরিতস্থানং জাগ্রৎ খল্বয়ং বাহ্যান্ পদার্থান্ বেদ তথাঽয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশঃ' শরীরমধ্য ইত্যর্থঃ। 'তদ্ধি তস্য স্বপ্নস্থানং তথাঽয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ' হৃদয়পুণ্ডরীক ইত্যর্থঃ। তদ্ধি তস্য সুষুপ্তিস্থানম্। তদেতৎ 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইত্যুক্তম্। তদেবং চতুষ্পাত্ত্বসামান্যাদ্গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্মোচ্যত ইতি। "অস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মৈবাভিহিত"মিতি। ব্রহ্মপরত্বাদভিহিতমিত্যুক্তম্।

ছন্দোবাচক শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যথা—"সেই পাঁচ ও এই পাঁচ; মেলনে দশ। এই দশ কৃত।" (কৃত = দ্যূত-শলাকা অর্থাৎ এক প্রকার পাশা। পূর্ব্বকালে ৪ চারিটী পাষ্টি লইয়া দ্যূতক্রীড়া হইত। পাষ্টি চারিটীর নাম যথাক্রমে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। তন্মধ্যে কৃত দশাঙ্কবিশিষ্ট)। এই কথার পর উপদিষ্ট হইয়াছে, "তাহাই বিরাট।" (২) এ ব্যাখ্যায় ইহাই স্থির হয়, পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন, ছন্দঃ প্রতিপাদন হয় নাই। ফল, সর্ব্বপ্রকারেই পূর্ব্ববাক্যের প্রকৃত (প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম, ছন্দঃ নহে।

---

(২) ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রকরণে অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এক বা অভেদ, এরূপ একটি উপাসনা আছে। তাহার পদ্ধতি বা প্রকারবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে, অধিদৈব অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ইহারা বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়। আর অধ্যাত্ম বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন, ইহারা প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়। লয় হইলে, উহাদের মেলনে দশ হয়। সেই দশ 'কৃত'। এই কৃত'কে অর্থাৎ বায়ুপ্রভৃতি দশ'কে বিরাট জ্ঞান করিবেক। কৃত দশ, বিরাটও দশ। বিরাট এক প্রকার ছন্দ এবং তাহা দশ অক্ষরের সমষ্টি। সুতরাং দশত্ব অংশে কৃত ও বিরাট সমান। এই সমানতা অনুসারেই বিরাট শব্দের প্রয়োগ। বিরাটশব্দ ছন্দোবাচী হইলেও প্রোক্তবিধ সাম্য লইয়া মিলিত বায়ু প্রভৃতি দশ পদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ বিরাট উপাসনার ফল অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা হওয়া। বিরাট উপাসনা করিলে ভোগী হয়, এ কথা ঐ প্রস্তাবের শেষে আছে।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥ ২৬ ॥ *

ইতশ্চৈবমভ্যুপগন্তব্যম্, অস্তি-পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্মেতি, যতোভূতাদীন্ পাদান্ ব্যপদিশতি। ভূতপৃথিবী-শরীরহৃদয়ানি হি নির্দ্দিশ্যাহ, সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রীতি। ন হি ব্রহ্মানাশ্রয়ণে কেবলস্য ছন্দসোভূতাদয়ঃ পাদা উপপদ্যন্তে। অপি চ ব্রহ্মানাশ্রয়ণে নেয়মৃক্ সম্বধ্যেত, তাবানস্য মহিমেতি। অনয়া হি ঋচা স্বরসেন ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে, পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ। পুরুষসূক্তেঽপীয়মৃক্ ব্রহ্মপরতয়ৈব সমাম্নায়তে। স্মৃতিশ্চ ব্রহ্মণ এবংরূপতাং দর্শয়তি, বিষ্টভ্যাহম্-

---

"ষড়্বিধা" ইতি। ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্প্রাণা ইতি ষট্ প্রকারা

[ইতশ্চ...দিশতি] যে-হেতু শ্রুতি ভূত প্রভৃতিকে পাদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই হেতু নিশ্চিত পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃত হইয়াছেন। [ভূত...ম্নায়তে] শ্রুতি ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়,—এই চারিটীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই চারিটী গায়ত্রীর পাদ।" ব্রহ্ম অর্থ ব্যতীত, ব্রহ্ম আশ্রয় ব্যতীত, কেবলমাত্র অক্ষরময়ী গায়ত্রীর উক্তবিধ পাদবর্ণনা উপপন্ন হয় না। অপিচ, ব্রহ্ম আশ্রয় ব্যতীত "তাবানস্য মহিমা" এ মন্ত্রও সঙ্গত হয় না। তাবানস্য মহিমা, এ মন্ত্র নিজ সামর্থ্যেই ব্রহ্ম বোধ করায় সুতরাং গায়ত্রীর "এই বিশ্ব তাঁহার এক পাদ, অপর তিন পাদ দিবি" এরূপ সর্ব্বময়তা উপপন্ন হয়। পুরুষসূক্তেও ঐ মন্ত্র ব্রহ্মবিষয়ে আম্নাত (পরিপঠিত) হইয়াছে। [স্মৃতিশ্চ...নির্দ্দেশঃ] শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মরূপ স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—"আমি এই জগৎ একাংশে ব্যাপ্ত করিয়া আছি।" "যাহা এই

---

* এবং ইতোঽপি কারণাৎ, পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃতমিত্যনুমন্তব্যম্। স্বীকার্য্যম্ কারণমাহ—ভূতাদীতি। ভূতাদয়ঃ পাদাস্তেষাং নির্দ্দেশঃ কথনং তস্য উপপত্তিঃ তস্মাৎ ব্রহ্মার্থে সতি গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসঃ ভূতাদয়ঃ পাদা উপপদ্যন্তে ন্যান্যথা ইতি সূত্রার্থ সংক্ষেপ।—ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়,—এই চারিটি গায়ত্রীর পাদ, এরূপ বর্ণনা ব্রহ্ম ভিন্ন সম্ভব হয় না। সুতরাং পূর্ব্ববাক্যে গায়ত্রীশব্দ-উপলক্ষে ব্রহ্মই প্রকৃত অর্থ হইয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ম্মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদিতি। যদ্বৈতদ্‌ব্রহ্মেতি চ নির্দ্দেশ এবং সতি মুখ্যার্থ উপপদ্যতে। তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষা ইতি চ হৃদয়সুষিষু ব্রহ্মপুরুষশ্রুতিঃ ব্রহ্ম-সম্বন্ধিতায়াং বিবক্ষিতায়াং সম্ভবতি। তস্মাদস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম, তদেব ব্রহ্ম জ্যোতির্ব্বাক্যে দ্যুসম্বন্ধাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানং পরামৃশ্যত ইতি স্থিতম্॥ ২৬॥

উপদেশভেদান্নেতিচেন্নোভয়স্মিন্নবিরোধাৎ ॥২৭॥ *

গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ শ্রূয়ন্তে। "পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষা ইতি চ হৃদয়সুষিষু ব্রহ্মপুরুষ-শ্রুতির্ব্রহ্মসম্বন্ধিতায়াং বিবক্ষিতায়াং সম্ভবতি।" অস্যার্থঃ।—হৃদয়স্যাস্য খলু পঞ্চ সুষয়ঃ পঞ্চ ছিদ্রাণি। তানি চ দেবৈঃ প্রাণাদিভীরক্ষ্যমাণানি স্বর্গপ্রাপ্তিদ্বারাণীতি দেবসুষয়ঃ। তথাহি,—হৃদয়স্য যৎ প্রাঙ্মুখং ছিদ্রং তৎস্থোযোবায়ুঃ স প্রাণঃ, তেন হি প্রায়ণকালে সঞ্চরতে স্বর্গলোকং। স এব চক্ষুঃ স এবাদিত্য ইত্যর্থঃ। 'আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ' ইতি শ্রুতেঃ। অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিস্তৎস্থোবায়ুবিশেষোব্যানঃ। তৎসম্বদ্ধঃ শ্রোত্রম্। তচ্চ-ন্দ্রমাঃ। 'শ্রোত্রেণ সৃষ্টা দিশশ্চন্দ্রমাশ্চ' ইতি শ্রুতেঃ। অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্মুখঃ সুষিস্তৎস্থোবায়ুবিশেষোঽপানঃ। স চ বাক্। তৎসম্বন্ধাৎ বাক্ চাগ্নিরিতি। 'বাগ্বা অগ্নি'রিতি শ্রুতেঃ। অথ যোঽস্যোদঙ্মুখঃ সুষিস্তৎস্থোবায়ু-বিশেষঃ সমানঃ। তৎসম্বদ্ধং মনঃ। তৎ পর্জন্যোদেবতা। অথ যোঽস্যোর্দ্ধঃ সুষিস্তৎস্থোবায়ুবিশেষঃ স উদানঃ। পাদতলাদারভ্যোর্দ্ধং নয়নাৎ স বায়ু-স্তদাধারশ্চাকাশোদেবতা। তে বা এতে পঞ্চ সুষয়ঃ। তৎসম্বদ্ধাঃ পঞ্চ হার্দ্দস্য ব্রহ্মণঃ পুরুষা ন গায়ত্র্যামক্ষরসন্নিবেশমাত্রে সম্ভবন্তি কিন্তু ব্রহ্মণো-বেতি।

অর্থাৎ জগৎ, তাহা ব্রহ্ম।" এরূপ নির্দ্দেশও আছে। [এবং...স্থিতম্] ব্রহ্মপক্ষে মুখ্যার্থ রক্ষিত হয় এবং ব্রহ্ম বিবক্ষিত পক্ষেই "এই পাঁচ ব্রহ্ম-পুরুষ।" "হৃদয়াকাশে ব্রহ্মপুরুষ।" এ সকল শ্রুতির অর্থও সুসঙ্গত হয়। অতএব, প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, পূর্ব্ব-বাক্যে ব্রহ্মই প্রকৃত হইইয়াছেন এবং জ্যোতির্ব্বাক্যে তিনিই স্মৃত বা বুদ্ধিস্থ হইতেছেন॥

* উপদেশভেদাৎ=দিবি দিবঃ ইতি বিভক্তিভেদাৎ, ন=নাস্তি প্রকৃতপ্রত্যভিজ্ঞা, ইতি ন।

যদপ্যেতদুক্তং পূর্ব্বত্র, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি সপ্তম্যা দ্যৌরাধারত্বেনোপদিষ্টা, ইহ পুনঃ, অথ যদতঃপরোদিব ইতি পঞ্চম্যা মর্য্যাদাত্বেন, তস্মাদুপদেশভেদাৎ ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞানমস্তীতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে, নায়ং দোষঃ, উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ। উভয়স্মিন্নপি সপ্তম্যন্তে পঞ্চম্যন্তে চোপদেশে ন প্রত্যভিজ্ঞানং বিরুধ্যতে। যথা লোকে

"যথা লোকে" ইতি।—যদাধারত্বং মুখ্যং দিবস্তদা কথঞ্চিন্মর্য্যাদা ব্যাখ্যেয়া। যো হি শ্যেনো বৃক্ষাগ্রে বর্ত্ততোঽস্তি স চ ততঃ পরতোঽপ্যস্ত্যেব। অর্ব্বাগ্‌ভাগাতিরিক্তমধ্যপরভাগস্থস্য তস্যৈব বৃক্ষাৎ পরতোঽবস্থানাৎ। এবঞ্চ বাহ্যদ্যুভাগাতিরিক্তশরীরহার্দ্দদ্যুভাগস্থস্য ব্রহ্মণোবাহ্যাৎ দ্যুভাগাৎ পরতো-

---

পূর্ব্ববাক্যে "দিবি" এতদ্রূপ সপ্তম্যন্ত উপদেশ ও পরবাক্যে "দিবঃ" এতদ্রূপ পঞ্চম্যন্ত উপদেশ আছে। সপ্তমীবিভক্তি দিব্‌কে আধার বলিতেছে, কিন্তু পঞ্চমী বিভক্তি দিব্‌কে সীমা বলিতেছে। বিভক্তি ও বিভক্তির অর্থ বিভিন্ন দেখিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বাক্যে পূর্ব্ববাক্যপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের স্মরণ বা অনুবর্ত্তন নাই, এরূপ কথা বা এ আগ্রহ পরিত্যাগ কর। কেন-না, উক্তস্থলে ঐরূপ বিভক্তিভেদ দূষ্য নহে। অর্থাৎ বিভক্তি-ভেদের প্রয়োগ প্রাতিপাদিকার্থের বাধক নহে। দ্বিবিধ (সপ্তম্যন্ত ও পঞ্চম্যন্ত) উপদেশ থাকিলেও প্রকৃত-প্রত্যভিজ্ঞানের ব্যাঘাত নাই। (পূর্ব্ববাক্যে দিব্ শব্দ, পরবাক্যেও দিব্‌শব্দ, কেবলমাত্র বিভক্তির অনৈক্য। এ অনৈক্য কি করিয়া মূলশব্দের দিব্‌শব্দের অর্থের সারস্যভঙ্গ বা হানি করিতে পারে।) অতএব পূর্ব্ববাক্যের দিব্‌শব্দ পরবাক্যে অনুবৃত্ত হওয়ায় অনুবৃত্ত দিব্-শব্দই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের স্মারক হইতেছে। বিভক্তির অর্থ যে অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। [যথা...দিশ্যতে] লোকে যেমন বৃক্ষাগ্রলগ্ন পক্ষীর প্রতি "বৃক্ষের আগায় পাখী ও বৃক্ষের উপরে পাখী" এই দ্বিবিধ

অপি দ্যভ্যোবেতি কাকা যোজ্যম্। কুত? যতঃ উভয়স্মিন্ অপি—সপ্তম্যন্তে পঞ্চম্যন্তে চ, অবিরোধাৎ—প্রত্যভিজ্ঞানাঽবিরোধাৎ। প্রধানপ্রাতিপদিকার্থাৎ হ্রাসবত্বেন প্রত্যভিজ্ঞায় বিভক্ত্যর্থভেদো ন প্রতিবন্ধক ইত্যভিসন্ধিঃ।—বিভক্তির ভিন্নতা আছে, তৎকারণে পূর্ব্ব বাক্যের ব্রহ্ম পরবাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না, এ কথা কথাই নহে। কেন-না, উক্ত প্রয়োগের যে কোনও প্রয়োগ প্রকৃত প্রত্যভিজ্ঞানের বিরোধী নহে।

বৃক্ষাগ্রেণ সম্বন্ধোঽপি শ্যেন উভয়থোপদিশ্যমানোদৃশ্যতে, বৃক্ষাগ্রে শ্যেনোবৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেন ইতি চ, এবং দিব্যেব সদ্ব্রহ্ম দিবঃ পরমিত্যুপদিশ্যতে। অপর আহ, যথা লোকে বৃক্ষাগ্রেণাসম্বন্ধোঽপি শ্যেন উভয়থোপদিশ্যমানোদৃশ্যতে, বৃক্ষাগ্রে শ্যেনোবৃক্ষাৎ পরতঃ শ্যেন ইতি চ, এবং দিবঃ পরমপি সদ্ব্রহ্ম দিবীত্যুপদিশ্যতে। তস্মাদস্তি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণ ইহ প্রত্যভিজ্ঞানম্। অতঃ পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃ শব্দমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥ *

অস্তি কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদীন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকা, প্রতর্দ্দনোহ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপাজগাম

হবস্থানমুপপন্নম্। যদা তু মর্য্যাদৈব মুখ্যতয়া প্রাধান্যেন বিবক্ষিতা তদা লক্ষণয়াধারত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র সামীপ্যাদীতি। তদিদমুক্তম্—"অপর আহ" ইতি। অত এব দিবঃ পরমপীত্যুক্তম্।

প্রয়োগ করে, শাস্ত্রও তেমনি "দিবি ব্রহ্ম" ও "দিবের উপরে ব্রহ্ম" এই দ্বিপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন। [অপর...সিদ্ধম্] অন্যে ব্যাখ্যা করেন, বৃক্ষাগ্রে অসংলগ্ন বা উপবিষ্ট প্রায় পাখী দেখিলে লোকে যেমন "বৃক্ষাগ্রে পক্ষী ও বৃক্ষোপরি পক্ষী" বলিয়া থাকে, শ্রুতিও তদ্রূপক্রমে "দিবি জ্যোতি" ও "দিবের উপরে জ্যোতিঃ" বলিয়াছেন। (অর্থাৎ সপ্তমী পঞ্চমী প্রভৃতি বিভক্তি-ভেদ থাকিলেই যে মূলশব্দের অর্থ বৈপরীত্য হয়, এমন কোন নিয়ম নাই)। অতএব, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মই পরবাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়াছেন, এ অংশ সিদ্ধ হওয়ায় জ্যোতিঃ শব্দ যে ব্রহ্মপর, তাহাও সিদ্ধ হইল।

কৌষীতকিব্রাহ্মণে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনসংবাদ-নামক একটী আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকাটী "একদা দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক

---

* তথা—ব্রহ্মপরত্বেন, অনুগমাৎ—তদ্বাক্যস্থ তত্তৎপদানাং অন্বয়াবগমাৎ তাৎপর্য্যনিশ্চয়াদিতি যাবৎ, প্রাণঃ প্রাণশব্দোঽপি ব্রহ্মপর ইতি শেষঃ।—কৌষীতকিব্রহ্মণোপনিষদে যে প্রাণোপাসনা কথিত হইয়াছে, সে প্রাণ ব্রহ্ম। হেতু এই যে, সে স্থানের শব্দার্থ পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম অর্থই লব্ধ বা নিশ্চিত হয়।

যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ ইত্যারভ্যাম্নাতা। তস্যাং শ্রূয়তে,

অনেকলিঙ্গসন্দোহে বলবৎ কস্য কিং ভবেৎ।
লিঙ্গিনোলিঙ্গমিত্যত্র চিন্ত্যতে প্রাগচিন্তিতম্ ॥

মুখ্যপ্রাণজীবদেবতাব্রহ্মণামনেকেষাং লিঙ্গানি বহূনি সংপ্লবন্তে তৎ কতমদত্র লিঙ্গং লিঙ্গাভাসঞ্চ কতমদিত্যত্র বিচার্য্যতে। ন চায়মর্থোঽন্ত এব প্রাণ ইত্যত্র বিচারিতঃ। স্যাদেতৎ। হিততমপুরুষার্থসিদ্ধিশ্চ নিখিলভ্রূণ-হত্যাদিপাপপরামর্শশ্চ প্রজ্ঞাত্মত্বঞ্চানন্দাদিশ্চ ন মুখ্যে প্রাণে সম্ভবন্তি। তথা, এষ সাধু কর্ম্ম কারয়তি, এষ লোকাধিপতিরিত্যাদ্যপি। জীবে তু প্রজ্ঞাত্মত্বং কথঞ্চিত্তবেদিতরেষাং ত্বসম্ভবঃ। বক্তৃত্বঞ্চ বাক্করণব্যাপারবত্ত্বং যদ্যপি পরমাত্মনি স্বরূপেণ ন সম্ভবতি তথাপ্যনন্যথাসিদ্ধবহুব্রহ্মলিঙ্গাবিরোধাজ্জীব-দ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেব কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যেয়ম্। জীবস্য ব্রহ্মণোঽভেদাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ।—'যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি' ইতি বাগ্বদনস্য ব্রহ্ম কারণমিত্যাহ। শরীরধারণমপি যদ্যপি মুখ্যপ্রাণস্যৈব তথাপি প্রাণব্যাপারস্য পরমাত্মায়ত্তত্বাৎ পরমাত্মন এব। যদ্যপি চাত্রেন্দ্র-দেবতায়া বিগ্রহবত্যা লিঙ্গমস্তি. তথাহি, ইন্দ্রধামগতং প্রতর্দ্দনং প্রতীন্দ্র উবাচ—মামেব বিজানীহীত্যুপক্রম্য, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা ইত্যাত্মনি প্রাণ-শব্দমুচ্চচার। প্রজ্ঞাত্মত্বঞ্চাস্যোপপদ্যতে দেবতানামপ্রতিহতজ্ঞানশক্তিত্বাৎ। সামর্থ্যাতিশয়াচ্চেন্দ্রস্য হিততমপুরুষার্থহেতুত্বমপি। মনুষ্যাধিকারত্বাচ্চাস্য দেবান্ প্রত্যপ্রবৃত্তেন্দ্র্যণহত্যাদিপাপপরামর্শস্যোপপত্তেঃ। লোকাধিপত্য-ঞ্চেন্দ্রস্য লোকপালত্বাৎ। আনন্দাদিরূপত্বঞ্চ স্বর্গস্যেবানন্দত্বাৎ। 'আভূত-সংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যত' ইতি স্মৃতেশ্চামৃতত্বমিন্দ্রস্য। ত্বাষ্ট্রমহন-মিত্যাদ্যা চ বিগ্রহবত্বেন স্তুতিস্তত্রৈবোপপদ্যতে। তথাপি পরমপুরুষার্থস্যা-পবর্গস্য পরব্রহ্মজ্ঞানাদন্যতোঽনবাপ্তেঃ পরমানন্দরূপস্য মুখ্যস্যামৃতত্বস্যাঽজর-ত্বস্য চ ব্রহ্মরূপাব্যভিচারাদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমশ্চ পরাচীন্দ্রেঽনুপপত্তেরিন্দ্রস্য দেব-তায়া আত্মনি প্রতিবুদ্ধস্য চরমদেহস্য বামদেবস্যেব প্রারব্ধবিপাককর্ম্মাশয়-মাত্রং ভোগেন ক্ষপয়তো ব্রহ্মণ এব সর্ব্বমেতৎ কল্পত ইতি বিগ্রহবদিন্দ্রজীব-প্রাণবায়ুপরিত্যাগেন ব্রহ্মৈবাঽত্র প্রাণশব্দং প্রতীয়ত ইতি পূর্ব্বপক্ষাভাবা-দনারভ্যমেতদিতি। অত্রোচ্যতে।—'যোঁ বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা

ইন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন।" এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে। [তস্যাং...ইত্যাদি] এই আখ্যায়িকায় শুনা যায়, ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া প্রতর্দ্দনকে বর দিতে চাহিলে,

স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্বেতি। তথোত্তরত্রাপি, অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তীতি। তথা, ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিতি। অন্তে চ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরো

স প্রাণঃ সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামত' ইতি যস্যৈব প্রাণস্য প্রজ্ঞাত্মন উপাস্যত্বমুক্তং তস্যৈব প্রাণস্য প্রজ্ঞাত্মনা সহোৎক্রমণমুচ্যতে। ন চ ব্রহ্মণাভেদে দ্বিবচনং, ন সহভাবো, ন চোৎক্রমণম্। তস্মাদ্বায়ুরেব প্রাণঃ। জীবশ্চ প্রজ্ঞাত্মা সহপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যা ভক্ত্যৈকত্বমনয়োরুপচরিতং, যো বৈ প্রাণ ইত্যাদিনা। আনন্দামরাজরাপহতপাপ্মত্বাদয়শ্চ ব্রহ্মণি প্রাণে ভবিষ্যন্তি। তস্মাদ্ যথাযোগং ত্রয় এবাত্রোপাস্যাঃ। ন চৈষ বাক্যভেদো-দোষমাবহতি। বাক্যার্থাবগমস্য পদার্থাবগমপূর্ব্বকত্বাৎ। পদার্থানাঞ্চো-ক্তেন মার্গেণ স্বাতন্ত্র্যাৎ। তস্মাদুপাস্যভেদাদুপাসাত্রৈবিধ্যমিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু সত্যং পদার্থাবগমোপায়ো বাক্যার্থাবগমো ন তু পদার্থা-বগমপরাণ্যেব পদানি অপি ত্বেকবাক্যার্থাবগমপরাণি। তমেব ত্বেকং বাক্যার্থং পদার্থাবগমমন্তরেণ ন শক্নুবন্তি কর্ত্তুমিত্যন্তরা তদর্থমেব তমপ্য-বগময়ন্তি। তেন পদানি বিশিষ্টৈকার্থাববোধনস্বরসান্যেব বলবদ্বাধকোপ-নিপাতান্নানার্থবোধপরতাং নীয়ন্তে। যথাহুঃ। —

'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে।' ইতি।

তেন যথোপাংশুযাজ্যবাক্যে জামিতাদোষোপক্রমে তৎপ্রতিসমাধানোপ-সংহারে চৈকবাক্যত্বায়, প্রজাপতিরুপাংশু যষ্টব্য ইত্যাদয়োন পৃথগ্বিধয়ঃ কিন্ত্বর্থবাদা ইতি নির্ণীতং, তথেহাপি, মামেব বিজানীহীত্যুপক্রম্য প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা ইত্যুক্ত্বান্তে স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃত ইত্যুপ-সংহারাদ্ব্রহ্মণ্যেকবাক্যত্বাবগতৌ সত্যাং জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গে অপি তদনুগুণ-তয়া নেতব্যে। অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। যৎ পুনর্ভেদদর্শনং 'সহ হ্যেতা'বিতি তৎ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভেদেন বুদ্ধিপ্রাণয়োঃ প্রত্যগাত্মোপাধি-ভূতয়োর্নির্দেশঃ প্রত্যগাত্মানমেবোপলক্ষয়িতুম্। অত এবোপলক্ষ্যস্য প্রত্য-গাত্মস্বরূপস্যাভেদমুপলক্ষণাভেদেনোপলক্ষয়তি। "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" ইতি।

প্রতর্দ্দন বলিলেন, মর্ত্ত্য জীবের যাহা পরম হিত, আপনিই তাহা বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রদান করুন। অনন্তর ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকেই আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা কর।" ইহার কিছু-

হমৃত ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ প্রাণশব্দেন বায়ুমাত্র-মভিধীয়তে উত দেবতাত্মা উত জীবোঽথবা পরব্রহ্মেতি। নন্বতএব প্রাণ ইত্যত্র বর্ণিতং প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বং, ইহাপি চ ব্রহ্মলিঙ্গমস্তি, আনন্দোঽজরোঽমৃত ইত্যাদি, কথমিহ পুনঃ সংশয়ঃ সম্ভবতি। অনেকলিঙ্গদর্শনাদিতি ব্রূমঃ। ন কেবলমিহ ব্রহ্মলিঙ্গমেবোপলভ্যতে সন্তি হীতরলিঙ্গান্যপি। মামেব বিজানীহীতি ইন্দ্রস্য বচনং দেবতাত্মলিঙ্গম্। ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তীতি প্রাণলিঙ্গম্। ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদি জীবলিঙ্গম্। অত উপপন্নঃ সংশয়ঃ। তত্র প্রসিদ্ধো বায়ুঃ প্রাণ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে। প্রাণশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্। কুতঃ। তথানুগমাৎ।

দ্দরে অন্য কয়েকটী কথা আছে। সে কথাগুলি এই—"প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, তিনিই এই দেহ'কে গ্রহণপূর্ব্বক উত্থাপিত রাখিয়াছেন।" "বাক্য জানিবার ইচ্ছা করিও না, যে বক্তা, তাঁহাকেই জান।"— সর্ব্ব শেষে কথিত হইয়াছে, "এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমর।" [তত্র...ব্রূমঃ] এ সকল দেখিলে প্রাণশব্দে এখানে বায়ু, না ইন্দ্রদেবতা, না জীব, অথবা ব্রহ্ম, কি অভিহিত হইয়াছে ? এতদ্রূপ সংশয় হয়। যদি বল, পূর্ব্বে প্রাণশব্দের ব্রহ্ম অর্থ নির্ণীত হইয়াছে এবং এখানেও অজর, অমর ও অমৃত (মুক্ত), এতদ্রূপ ব্রহ্মচিহ্ন আছে, তবে এখানে সন্দেহ হয় কেন ? সন্দেহের বীজ কি ? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, এখানে ব্রহ্ম অব্রহ্ম উভয় চিহ্নই আছে, তৎকারণে সংশয় সংঘটন হয়। [ন...সংশয়ঃ] এখানে যেমন ব্রহ্মবোধক কথা আছে, তেমনি অন্যপ্রতিপাদক বাক্যও আছে। "আমাকেই জান" এ কথাটী দেবতাস্বরূপবোধক। "এই শরীর উত্থাপিত করিতেছে বা ধৃত রাখিয়াছে" এ কথাটী জীবন-বায়ুর বোধক। "বাক্য জানিবার ইচ্ছা করিও না, বক্তাকেই জান" এটুকু জীবাত্মার জ্ঞাপক এবং "অজর অমর অমৃত" এটুকু ব্রহ্মবোধক। সুতরাং সংশয় হওয়া অযুক্ত নহে, যুক্ত। সংশয়ের পর কি পাওয়া যায় ? [তত্র...লভ্যতে] সংশয়ের পর প্রসিদ্ধি অনুসারে প্রথমে বায়ু অর্থই প্রতীত হয় সুতরাং তন্নিরাকরণার্থ সূত্র বলা হইয়াছে। অর্থ এই যে, এখানেও

তথাহি—পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পর্য্যালোচ্যমানে বাক্যে পদানাং সমুচ্চয়োব্রহ্মপ্রতিপাদনপর উপলভ্যতে। উপক্রমে তাবৎ, বরং বৃণীষ্বেতীন্দ্রেণোক্তঃ প্রতর্দ্দনঃ পরমং পুরুষার্থং বরমুপচিক্ষেপ, ত্বমেব মে বৃণীষ্ব যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি। তস্মৈ হিততমত্বেনোপদিশ্যমানঃ প্রাণঃ কথং পরমাত্মা ন স্যাৎ। ন হ্যন্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাদ্ধিততমপ্রাপ্তিরস্তি। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তথা, স যোমাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেন চন কর্ম্মণা লোকোমীয়তে ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়েত্যাদি চ ব্রহ্মপরিগ্রহে ঘটতে। ব্রহ্মবিজ্ঞানে হি সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে এবমাদ্যাসু শ্রুতিষু। প্রজ্ঞাত্মত্বঞ্চ ব্রহ্মপক্ষ উপপদ্যতে।

প্রাণশব্দে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। কেন-না, তাহাই প্রতীত হয়। উদাহৃত আখ্যায়িকার শব্দরাশির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণশব্দের ব্রহ্ম অর্থই প্রতীত হইবে। এখানেও প্রাণশব্দে ব্রহ্ম, এবং প্রোক্ত আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। [উপ...শ্রুতিভ্যঃ] কেন? তাহা বিবেচনা কর। ইন্দ্র বর দিতে চাহিলে, প্রতর্দ্দন "যাহা পরম হিত তাহাই দিউন" বলিয়া পরমপুরুষার্থ বরই চাহিয়াছিলেন। ইন্দ্রও পরমপুরুষার্থ দানের জন্য প্রাণোপদেশ করিয়াছিলেন। যে-প্রাণ পরমপুরুষার্থের উদ্দেশে উপদিষ্ট, সে-প্রাণ ব্রহ্ম হইবে না কেন? ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে? ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতেই হিততম প্রাপ্তি হয় না, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"তাঁহাকে (আত্মাকে) জানিয়াই জীব অতিমৃত্যু (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। তাঁহাকে জানা ভিন্ন অতিমৃত্যু প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।" [তথা...শ্রুতিষু] ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যে আমাকে জানে তাহার লোক (মোক্ষ) চৌর্য্য ও ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি কোনও পাপে হিংসিত বা নষ্ট হয় না।" এ কথা ব্রহ্ম অর্থেই সংগত হয়, অন্য অর্থে হয় না। ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ব্বপাপক্ষয় হওয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যথা—"সেই পরাবর ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে বিজ্ঞাতার সমস্ত কর্ম্ম (পুণ্য ও পাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

ন হ্যচেতনস্য বায়োঃ প্রজ্ঞাত্মত্বং সম্ভবতি। তথা উপ-সংহারেঽপি আনন্দোঽজরোঽমৃত ইত্যানন্দত্বাদীনি ব্রহ্মণো-ঽন্যত্র ন সম্যক্ সম্ভবন্তি। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি নো এবাঽসাধুনা কনীয়ান্, এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যোলোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবাঽসাধু কর্ম্ম কার-য়তি তং যমেভ্যোলোকেভ্যোঽধোনিনীষত ইতি, এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিরেষ লোকেশ ইতি চ। সর্ব্ব-মেতৎ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি আশ্রীয়মাণেঽনুগন্তুং শক্যতে ন মুখ্যে প্রাণে। তস্মাৎ প্রাণোব্রহ্ম ॥ ২৮ ॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥ *

'তস্মাদনন্যথাসিদ্ধব্রহ্মলিঙ্গানুসারতঃ।
একবাক্যবলাৎ প্রাণজীবলিঙ্গোপপাদনম্ ॥' ইতি সংগ্রহঃ ॥

[প্রজ্ঞা...সম্ভবতি] অপিচ, প্রাণ যদি ব্রহ্ম হন তবেই তাঁহাকে প্রজ্ঞাত্মা বলা সঙ্গত হয়। বায়ু অচেতন, সুতরাং তাহা প্রজ্ঞাত্মা নহে। [তথা .. ব্রহ্ম] ইন্দ্র উপসংহারকালে প্রাণকে আনন্দ, অজর, অমর, অমৃত (মুক্ত), ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। এ সকল কথা ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র অসঙ্গত। এতদ্ভিন্ন, "তিনি সৎকর্ম্মে বড় হন না, অসৎকর্ম্মেও ছোট হন না, ইনি যাহাকে এ লোক হইতে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করেন—তাহাকেই ইনি সৎকর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসৎকর্ম্ম করান।" "ইনিই লোকপাল, ইনিই লোকাধিপতি, ইনিই লোকসংঘের ঈশ্বর।" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মপক্ষেই সংগত হয়, বায়ুপক্ষে হয় না। সুতরাং এখানে প্রাণ ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে।

* বক্তুঃ ইন্দ্রস্য আত্মোপদেশাৎ স্বস্বরূপকথনাৎ প্রাণো ন ব্রহ্ম ইতি ইথং চেৎ যদি আশ-ক্যতে, সা প্রতিসমাধেয়া। হি যস্মাৎ অস্মিন্ অধ্যায়ে অধ্যাত্মসম্বন্ধস্য প্রত্যগাত্মসম্বন্ধস্য ভূমা বাহুল্যং দৃশ্যত ইতি সূত্রপদানামর্থঃ।—ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে আপন আত্মার কথা বলিয়া-ছেন, এ কারণ, তৎপ্রোক্ত প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম নহে, এরূপ শঙ্কা পরিত্যাজ্য। হেতু এই যে, ঐ অধ্যায়ে অধিকাংশই পরমাত্মবোধক উপদেশ আছে।

যদুক্তং প্রাণোব্রহ্মেতি তদাক্ষিপ্যতে, ন পরং ব্রহ্ম প্রাণ-শব্দং, কস্মাৎ বক্তুরাত্মোপদেশাৎ। বক্তা হীন্দ্রোনাম কশ্চি-দ্বিগ্রহবান্ দেবতাবিশেষঃ স্বমাত্মানং প্রতর্দ্দনায় আচচক্ষে, মামেব বিজানীহীত্যুপক্রম্য, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, ইত্যহঙ্কার বাদেন। স এষ বক্তুরাত্মত্বেনোপদিশ্যমানঃ প্রাণঃ কথং ব্রহ্ম স্যাৎ। ন হি ব্রহ্মণোবক্তৃত্বং সম্ভবতি, অবাগমনা ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তথা বিগ্রহসম্বন্ধিভিরেব ব্রহ্মণ্যসম্ভবদ্ভির্দ্ধর্ম্মৈ-রাত্মানং তুষ্টাব, ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্ অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছমিত্যেবমাদিভিঃ। প্রাণত্বং চেন্দ্রস্য

"অহঙ্কারবাদেন" স্বাত্মবাচকশব্দৈরাচচক্ষে উক্তবানিত্যর্থঃ। বাক্যস্য ইন্দ্রোপাসনাপরত্বে লিঙ্গান্তরমাহ—"তথা বিগ্রহেতি"। ত্রীণি শীর্ষাণি যস্যেতি ত্রিশীর্ষা ত্বষ্টুঃ পুত্রো বিশ্বরূপো নাম ব্রাহ্মণঃ তং হতবানস্মি। রৌতি যথার্থং শব্দয়তীতি রুৎ বেদান্তবাক্যং তৎ মুখে যেষাং তে অরুন্মুখাঃ। তেভ্যো-ঽন্যান্ বেদান্তবহির্ম্মুখান্ যতীন্ অরণ্যশ্বভ্যো দত্তবানস্মীত্যর্থঃ। ইন্দ্রে প্রাণশব্দোপপত্তিমাহ—"প্রাণত্বঞ্চ" ইতি। লৌকিকা অপীত্যর্থঃ। বলবাচিনা

প্রাণ ব্রহ্ম,—এই সিদ্ধান্তে আপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাণশব্দ ব্রহ্মপর নহে। হেতু এই যে, বক্তা প্রাণশব্দের দ্বারা আপন আত্মাকেই বলিয়া-ছেন। [বক্তা...স্যাৎ] ইন্দ্র-নামক কোন এক মূর্ত্তিমান্ দেবতা প্রত-র্দ্দনকে প্রথমে "আমাকেই জান" এতদ্রূপ বলিয়া, পরে, "আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা" এতদ্রূপ অহং-ঘটিত অর্থাৎ স্বাত্ম-বোধক বাক্যে আপন আত্মাকেই (নিজের স্বরূপ) বলিয়াছেন। যে প্রাণ বক্তার (ইন্দ্রের) আত্মা বলিয়া উপদিষ্ট, সে প্রাণ কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পারে? [ন হি... ভ্যঃ] ব্রহ্মের বক্তৃত্ব অসম্ভব। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের বাক্য নাই, মনঃও নাই। অপিচ, যে-সকল শারীরধর্ম্ম পরব্রহ্মে অসম্ভব, ইন্দ্র সেই সকল ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া আপনার প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—"আমি ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছি। অরুন্মুখ (বেদান্ততত্ত্বানভিজ্ঞ) যতিদিগকে কুকুর মুখে অর্পণ করিয়াছি।" (এ সকল ব্রহ্মকর্ম্ম নহে)। ইন্দ্র বলবান্, সুতরাং ইন্দ্রেই প্রাণশব্দ সঙ্গত

বলবত্ত্বাদুপপদ্যতে। প্রাণোবৈ বলমিতি হি বিজ্ঞায়তে বলস্য চেন্দ্রোদেবতা। প্রসিদ্ধা যা চ কাচিদ্বলকৃতিরিন্দ্রকর্ম্মৈব তদিতি হি বদন্তি। প্রজ্ঞাত্মত্বমপ্যপ্রতিহতজ্ঞানত্বাৎ দেবতাত্মনঃ সম্ভবতি। অপ্রতিহতজ্ঞানা দেবতা ইতি হি বদন্তি। নিশ্চিতে চৈবং দেবতাত্মোপদেশে হিততমত্বাদিবচনানি যথাসম্ভবং তদ্বিষয়াণ্যেব যোজয়িতব্যানি। তস্মাৎ বক্তুরিন্দ্রস্যাত্মোপদেশাৎ ন প্রাণোব্রহ্মেত্যাক্ষিপ্য প্রতিসমাধীয়তে, অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্নিতি। অধ্যাত্মসম্বন্ধঃ প্রত্যগাত্মসম্বন্ধঃ তস্য ভূমা বাহুল্যমস্মিন্নধ্যায়ে উপলভ্যতে।

প্রাণশব্দেন বলদেবতা লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। ইন্দ্রো হি হিতপ্রদাতৃত্বাৎ হিততমঃ। কর্ম্মানধিকারাৎ অপাপমিত্যেবমাখ্যেয়মিত্যাহ—"নিশ্চিতে" ইতি। কিমিন্দ্রপদেন বিগ্রহোপলক্ষিতং চিন্মাত্রমুচ্যত উত বিগ্রহঃ। আদ্যে বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বং সিদ্ধম্। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"অধ্যাত্মেতি"। আত্মনি দেহে অধিগত ইত্যধ্যাত্মং প্রত্যাগাত্মা স সম্বধ্যতে যৈঃ শরীরস্থত্বাদিভিরিন্দ্রতনাবসম্ভাবিতৈর্ধর্ম্মৈঃ তে অধ্যাত্মসম্বন্ধাঃ তেষাং ভূমা বাহুল্যমিত্যর্থঃ। আয়ুরত্র দেহে প্রাণবায়ুসঞ্চারঃ। অস্তিত্বে প্রাণস্থিতৌ প্রাণানামিন্দ্রিয়াণাং

হয়। প্রাণই বল, বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, ইহা সুপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিখ্যাত। যে-কিছু বলকার্য্য—সমস্তই ইন্দ্রকার্য্য, একথা লোকে ও শাস্ত্রে প্রথিত আছে। দেবতাদিগের জ্ঞান অপ্রতিহত (অমোঘ বা অপরিমিত), তৎকারণে প্রজ্ঞাত্ম-শব্দ দেবতাত্মাতেও সঙ্গত হয়। সকল লোকেই জানেন বা বলিয়া থাকেন, দেবগণ অপ্রতিহতজ্ঞানী। এই সকল কারণে, প্রাণশব্দের দেবতাত্মা অর্থ নিশ্চয় হইলে হিততমত্বাদিবাক্যও যথাযোগ্য ইন্দ্রবিষয়ে যোজিত হইতে পারে। [তস্মা...লভ্যতে] এতদ্রূপ হেতুবাদ আশ্রয় করিয়া, ইন্দ্র-নামক বক্তার আত্মোপদেশ দেখিয়া, প্রাণ ব্রহ্ম নহে, এতদ্রূপ আক্ষেপ বা আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন—"অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্।" যে হেতু ঐ অধ্যায়ে প্রচুর পরিমাণে পরমাত্মসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, সেই হেতু কথিত আপত্তি হইতেই পারে না।

যাবদ্ধ্যস্মিন্ শরীরে প্রাণোবসতি তাবদায়ুরিতি প্রাণস্যৈব প্রজ্ঞাত্মনঃ প্রত্যগ্ভূতস্যায়ুষঃ সম্প্রদানোপসংহারয়োঃ স্বাতন্ত্র্যং দর্শয়তি ন দেবতাবিশেষস্য পরাচীনস্য। তথা অস্তিত্বে চ প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সমিত্যধ্যাত্মমেবেন্দ্রিয়াশ্রয়ং প্রাণং দর্শয়তি। তথা প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তীতি, ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিতি চোপক্রম্য, তদ্যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এব মেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞা-

---

স্থিতিরিত্যর্থতঃ শ্রুতিমাহ—"অস্তিত্ব" ইতি। অথাতো নিঃশ্রেয়সাদান-মিত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। ইন্দ্রিয়স্থাপকবৎ দেহোত্থাপকত্বমাহ—"তথা" ইতি। বক্তৃত্ব-মুক্ত্বা সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বং দর্শিতমিত্যাহ—"ইতি চোপক্রম্য" ইতি। তত্তত্র নানা-প্রপঞ্চস্যাত্মনি কল্পনায়াং যথা দৃষ্টান্তঃ লোকে প্রসিদ্ধস্য রথস্য অরেষু নেমি-নাভ্যোর্মধ্যশলাকাসু চক্রোপান্তরূপা নেমিরর্পিতা নাভৌ চক্রপিণ্ডিকায়াং অরা অর্পিতা এবং ভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাদীনি মীয়ন্ত ইতি মাত্রা ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ ইতি দশ ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু দশস্বর্পিতাঃ ইন্দ্রিয়জাঃ পঞ্চ শব্দাদিবিষয়প্রজ্ঞাঃ। মীয়ন্ত আভিরিতি মাত্রাঃ পঞ্চ ধীন্দ্রিয়াণি নেমিবৎ গ্রাহ্যং গ্রাহকেষু অরেষু কল্পিতমিত্যুক্ত্বা নাভিস্থানীয়ে প্রাণে সর্ব্বং কল্পিত-

---

[যাবৎ...চীনস্য] "যাবৎ এই শরীরে প্রাণ থাকে তাবৎ ইহাতে আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন-বায়ুর সঞ্চার থাকে।" এই শ্রুতি প্রত্যক্ চৈতন্য ও প্রজ্ঞাত্মা-নামক প্রাণকে আয়ুর অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু-সঞ্চারের কারণ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। প্রজ্ঞাত্মার বা ব্রহ্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতীত দেহে আয়ু-নামক প্রাণ থাকিতে পারে না। একথা দেবতাবিশেষ জ্ঞাপক নহে, ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক। [তথা...বিগ্রহে] ইন্দ্রিয়গণ যে, প্রাণের (আত্মার) আশ্রিত, শ্রুতি তাহা "প্রাণের স্থিতিতে ইন্দ্রিয়ের স্থিতি" ইত্যাদিপ্রকারে বলিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহই ইন্দ্রিয়ের অবস্থাপক নহে। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা এবং প্রাণই এই শরীর ধৃত ও উত্থাপিত করিতেছে।" (প্রাণ যেমন ইন্দ্রিয়ের স্থাপক, তেমনি, দেহেরেও স্থাপক ও উত্থাপক। এই সকল কথায় জানা যায়, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ উক্তস্থলে প্রাণশব্দে অভিহিত হয় নাই)। অপিচ "বাক্যকে বা

মাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরো-ঽমৃত ইতি বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারারনাভিভূতং প্রত্যগাত্মানমে-বোপসংহরতি। স ম আত্মেতি বিদ্যাদিতি চোপসংহারঃ প্রত্যগাত্মপরিগ্রহে সাধু র্ন পরাচীনপরিগ্রহে। অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিতি চ শ্রুত্যন্তরম্। তস্মাদধ্যাত্মসম্বন্ধবাহুল্যাদ্-ব্রহ্মোপদেশ এবাঽয়ং ন দেবতাত্মোপদেশঃ ॥ ২৯ ॥

কথং তর্হি বক্তুরাত্মোপদেশঃ,—

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ ॥ ৩০ ॥ *

মিত্যাহ—"প্রাণেঽর্পিতা" ইতি। স প্রাণো মম স্বরূপমিত্যাহ—"স ম" ইতি। তর্হি প্রত্যাগাত্মনি সমন্বয়ো ন ব্রহ্মণি ইত্যত্রাহ—"অয়"মিতি। অহঙ্কারবাদস্য গতিং পৃচ্ছতি "কথ"মিতি। (ইতি রত্নপ্রভা টীকা)

বাগিন্দ্রিয়কে জানিবার প্রয়োজন নাই, যে বক্তা, তাহাকেই জান।" এই-রূপে শ্রুতির আরম্ভ এবং "যদ্রূপ চক্রনেমি অরে অর্পিত (গ্রথিত), অর সকল চক্রনাভিতে স্থাপিত, তদ্রূপ, এই সকল ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত (কল্পিত), প্রজ্ঞামাত্রা আবার প্রাণে স্থাপিত (কল্পিত)। এই এক অদ্বয় প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমর।" এইরূপে সমাপ্তি হইতে দেখা যায়। (১) এই সমাপ্তি বাক্যে প্রত্যাগাত্মাকেই বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারের অর-নাভি-স্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহার পরে প্রস্তাবের উপসংহার। উপ-সংহারে "সেই প্রাণই আমার আত্মা" এইরূপ বলা হইয়াছে। এরূপ উপসংহার (সমাপ্তি) প্রত্যগাত্মা ভিন্ন বহির্বর্ত্তী বিগ্রহে (দেবতায়) সম্ভব হইতে পারে না। [অয়…দেশঃ] এই এই কারণে ও বহু আধ্যাত্মসম্বন্ধ থাকায় প্রোক্ত প্রাণোপদেশ ব্রহ্মোপদেশ ভিন্ন দেবতাত্মোপদেশ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। তবে যে ইন্দ্র দেবতা "আমাকেই জান" বলিয়া ছিলেন, সে বলার বা সে অহংবাদের অন্যরূপ তাৎপর্য্য আছে। যথা—

(১) চক্রনেমি=চাকার বেড়। অর=চাকার পাখা। নাভি=চাকার মধ্যপিণ্ড অর্থাৎ হাড়ি। ভূতমাত্রা=আকাশাদি পঞ্চভূত ও শব্দাদি বিষয় পাঁচ। প্রাজ্ঞামাত্রা=শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞান ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক। প্রাণ বা ব্রহ্ম নাভিস্থানীয়। প্রাণরূপ নাভিতে ভূত, ইন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, এ সমস্তই অর্পিত অর্থাৎ কল্পিত হইয়াছে ও হইতেছে।

* বামদেবস্যেব ইন্দ্রস্য উপদেশঃ 'মামেব বিজানীহি' ইত্যাদিপ্রকারঃ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা শাস্ত্রীয়েনৈব

ইন্দ্রোনাম দেবতাত্মা স্বমাত্মানং পরমাত্মত্বেনাহমেব পরং ব্রহ্মেত্যার্ষেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্নুপদিশতি স্ম, মামেব বিজানীহীতি। যথা তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদ্বৎ। তদ্‌যোযোদেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবদিতি শ্রুতেঃ। যৎ পুনরুক্তং মামেব বিজানীহীত্যুক্ত্বা বিগ্রহধর্ম্মৈরিন্দ্র আত্মানং তুষ্টাব ত্বাষ্ট্রবধাদিভিরিতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। ন ত্বাষ্ট্রবধাদীনাং বিজ্ঞেয়েন্দ্রস্তুত্যর্থত্বেনোপন্যাসো যস্মাদেবং কর্ম্মাহং

সূত্রমুত্তরম্। তদ্ব্যাখ্যাতি "ইন্দ্র" ইতি। জন্মান্তরকৃতশ্রবণাদিনা অস্মিন্ জন্মনি স্বতঃসিদ্ধং দর্শনং আর্ষম্। বিজ্ঞেয়েন্দ্রস্তুত্যর্থঃ উপন্যাসো ন চেৎ কথং

ইন্দ্র দেবতা আপন আত্মার পরমত্ব (আপনার পরমাত্মতা) সাক্ষাৎকার করতঃ 'আমিই পরমাত্মা ব্রহ্ম' এতদ্রূপ নির্ম্মল আর্ষ্যবিজ্ঞানে ঐরূপ বলিয়া ছিলেন। যেমন বামদেব ঋষি পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার পর আমিই মনু, আমিই সূর্য্য, এইরূপ বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ। দেবতায় ও আত্মায় অভেদজ্ঞান জন্মিলে দেবভাব জন্মে, ভেদবুদ্ধি থাকে না, একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন যথা—"যে যখন যে দেবতায় প্রবুদ্ধ হয়, অথাৎ আত্ম-অভেদ সাক্ষাৎকার করে, সে তখন তদ্রূপ বা তৎস্বরূপ হয়।" [যৎ…অত্রোচ্যতে] ইন্দ্র "আমাকেই জান" এইরূপ বলিয়া, পশ্চাৎ ত্বাষ্ট্রবধ (ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপের বিনাশ) প্রভৃতি শারীর কর্ম্মের উল্লেখ করতঃ আপনার প্রশংসা করিয়াছিলেন, এই এক কথা বলিয়াছিলে, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি। [ন…দিনা] ইন্দ্র আপনার দেবদেহের প্রশংসার নিমিত্ত ত্বাষ্ট্রবধ প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই। যেহেতু আমি অমুক অমুক কার্য্য করিয়াছি, সেই হেতু আমাকেই জান, এরূপ ভাবে বলেন নাই। তিনি ঐ বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। হেতু এই যে, তিনি ত্বাষ্ট্রবিনাশ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়া-

---

জ্ঞানেনেতি দ্রষ্টব্যম্।—ইন্দ্র যে আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকেই জান—বলিয়াছিলেন, নিশ্চিত তিনি বামদেব ঋষির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারেই বলিয়া ছিলেন। বামদেব ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার পর অনুভব করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, আমিই মনু ও আমিই সূর্য্য ইত্যাদি।

তস্মান্মাং বিজানীহীতি। কথন্তর্হি, বিজ্ঞানস্তুত্যর্থত্বেন। যৎ-কারণং ত্বাষ্ট্রবধাদীনি সাহসান্যুপন্যস্য পরেণ বিজ্ঞানস্তুতি-মনুসন্দধাতি, তস্য মে তত্র লোম চ ন মীয়তে স যো মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকো মীয়ত ইত্যাদিনা। এতদুক্তম্ভবতি—যস্মাদীদৃশান্যপি ক্রূরাণি কর্ম্মাণি কৃতবতো-মম ব্রহ্মভূতস্য লোমাপি ন হিংস্যতে স যোঽন্যোঽপি মাং বেদ ন তস্য কেনচিদপি কর্ম্মণা লোকো হিংস্যত ইতি। বিজ্ঞেয়ন্তু ব্রহ্মৈব, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মেতি বক্ষ্যমানম্। তস্মাদ্‌ব্রহ্মবাক্যমেতৎ ॥ ৩০ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদা-শ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১ ॥*

তর্হি স ইতি পৃচ্ছতি "কথ"মিতি। ব্রহ্মজ্ঞানস্তুত্যর্থঃ স ইত্যাহ—"বিজ্ঞানে" ইতি। নিয়ামকং ব্রূতে "যদিতি"। পরেণ তস্য মে ইত্যাদিনা বাক্যেন ইত্যন্বয়ঃ। স্তুতিমাহ—"এতদুক্ত"মিতি। তস্মাৎ জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং ইতি শেষঃ। স্তুতজ্ঞানবিষয় ইন্দ্র ইত্যত আহ—"বিজ্ঞেয়ন্তু" ইতি। (ইতি রত্নপ্রভা)

ছেন, অন্য কিছু বলেন নাই। যথা—"ঐ কার্য্যে আমার লোমহানিও হয় নাই। যে পুরুষ আমাকে জানে, তাহার কৃত কোনও কর্ম্ম তাহার লোক বিনাশ করিতে পারে না।" [এত...বাক্যমেতৎ] এই বাক্যে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যে হেতু আমি ব্রহ্ম—সেই হেতু তাদৃশ ক্রূর কর্ম্ম করিলেও আমার লোমহানি হয় নাই। যে কেহ আমাকে (ব্রহ্মকে) জানে, তৎকৃত কর্ম্ম তাহারও লোকহানি (ব্রহ্মভাব বিনাশ) করে না। এস্থলে ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় এবং "আমাকে জানে" এ কথার অর্থ ব্রহ্মকে জানে। ইন্দ্র ইহারই পরে বলিয়াছেন, আমিই প্রাণ (ব্রহ্ম) ও আমিই প্রজ্ঞাত্মা। সুতরাং ঐ বাক্যের বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম অথবা ঐ বাক্য ব্রহ্মবোধক বাক্য। (যে যদ্ভাবাপন্ন থাকে তাহার "অহং" তাহারই বোধক হয়)।

---

* জীবশ্চ মুখ্যপ্রাণশ্চেতি বিগ্রহঃ। চেৎ যদি জীবমুখ্যপ্রাণয়োর্লিঙ্গাৎ ন ব্রহ্মবাক্য

যদ্যপ্যধ্যাত্মসম্বন্ধভূমদর্শনান্ন পরাচীনস্য দেবতাত্মন উপ-দেশস্তথাপি ন ব্রহ্মবাক্যং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ, জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ। জীবস্য তাবদস্মিন্ বাক্যে বিস্পষ্টং লিঙ্গ-মুপলভ্যতে, ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদি। অত্র হি বাগাদিভিঃ করণৈর্ব্ব্যাপৃতস্য কার্য্যকরণাধ্যক্ষস্য জীবস্য বিজ্ঞেয়ত্বমভিধীয়তে। তথা মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং, অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তীতি। শরীরধারণঞ্চ মুখ্য এব প্রাণস্য ধর্ম্মঃ। প্রাণসম্বাদে বাগাদীন্

"ন ব্রহ্মবাক্যং ভবিতুমর্হতি" ইতি। নৈষ সন্দর্ভো ব্রহ্মবাক্যমেব ভবিতু-মর্হতীতি কিন্তু যথাযোগং কিঞ্চিদত্র জীববাক্যং কিঞ্চিন্মুখ্যপ্রাণবাক্যং কিঞ্চিৎ

বহু অধ্যাত্মসম্বন্ধ আছে বলিয়া যদি ঐ বাক্যে বাহ্যিক দেবতার (ইন্দ্ররূপ দেবতার) উপদেশ না হইয়া থাকে ত না হউক, কিন্তু ঐ বাক্য যে কেবল ব্রহ্মপর, তাহা কোনও ক্রমে বলিতে পার না। কেন-না, ঐ বাক্যে জীবের ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ অর্থাৎ বোধক ধর্ম্ম অভিহিত হই-য়াছে। [জীবস্য...ধীয়তে] জীববোধক ধর্ম্ম স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে। যথা—"বাক্যকে জানিও না। যে বক্তা, তাহাকেই জান।" এ কথা স্পষ্ট জীববোধক। শ্রুতি ঐ কথার দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ জীবকেই জানিতে বলিতেছে। [তথা...শ্রবণাৎ] যেমন জীববোধক কথা আছে, তেমনি, প্রাণবোধক কথাও আছে। যথা—"প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, এবং প্রাণই এই শরীর বিধৃত রাখিয়াছে।" শরীর ধারণ বা শরীর বিধৃত রাখা

মেতদিতি মন্যসে তন্ন শোভনম্। উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ তথাসতি ত্রিবিধোপাসনং প্রসজ্যেত। জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাসনঞ্চেতি ত্রিবিধমুপাসনমেকস্মিন্ বাক্যেঽভ্যুপ-গন্তব্যং ভবতি তন্ন যুক্তমিতি ভাবঃ। সিদ্ধান্তমাহ আশ্রিতত্বাদিতি। আশ্রিতত্বাৎ অতএব প্রাণ ইত্যাদৌ ব্রহ্মলিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্তেঃ ইহ অত্রাপি তদ্‌যোগাৎ ব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ ব্রহ্মোপদেশ এবায়মিত্যভ্যুপগন্তব্যম্।—জীববোধক ও প্রাণবোধক ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া ব্রহ্মোপদেশ নহে বলা সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, ঐরূপ হইলে উপাসনাত্রয়ের বিধান স্বীকার করিতে হয়। অতএব পূর্ব্বে যেমন ধর্ম্ম অনুসারে প্রাণ শব্দকে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিয়াছ এখানেও সেইরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ অনুসারে ব্রহ্ম পর অর্থ গ্রহণ কর।

প্রাণান্ প্রকৃত্য, তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহমাপদ্যথা-ঽহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি শ্রবণাৎ। যে ত্বিমং শরীরং পরিগৃহ্যেতি পঠন্তি তেষামিমং জীবমিন্দ্রিয়গ্রামং বা পরিগৃহ্য শরীরমুত্থাপয়তীতি ব্যাখ্যেয়ম্। প্রজ্ঞাত্মত্বমপি জীবে তাবচ্চেতনত্বাদুপপন্নং মুখ্যেঽপি প্রাণে প্রজ্ঞাসাধনপ্রাণান্তরাশ্রয়ত্বাদুপপন্নমেব। জীবমুখ্যপ্রাণপরিগ্রহে চ প্রাণপ্রজ্ঞাত্মনোঃ সহবৃত্তিত্বেনা-ঽভেদনির্দ্দেশঃ স্বরূপেণ চ ভেদনির্দ্দেশ ইত্যুভয়থানির্দ্দেশ

ব্রহ্মবাক্যমিত্যর্থঃ। "প্রজ্ঞাসাধনপ্রাণান্তরাশ্রয়ত্বা"দিতি।—প্রাণান্তরাণীন্দ্রিয়াণি তানি হি মুখ্যে প্রাণে প্রতিষ্ঠিতানি। জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইত্যুপ-

---

পঞ্চবৃত্তিক (১) প্রাণ ভিন্ন অন্যের কার্য্য বা ধর্ম্ম নহে। শ্রুতি প্রাণ-সংবাদ প্রকরণে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর মুখ্যপ্রাণ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে বলিলেন, তোমরা মুগ্ধ হইও না, বৃথা বিবাদ করিও না, আমিই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া এই শরীর বিধৃত রাখিয়াছি।" (২) [যে ত্বিমং···ব্যাখ্যেয়ম্] যাঁহারা ঐ স্থানে "ইমং শরীরং পরিগৃহ্য" এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন, তাহাদের মতের ব্যাখ্যা এইরূপঃ—"আমিই জীবকে অথবা ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া (স্থাপিত রাখিয়া) শরীর উত্থাপিত রাখিয়াছি। (ধরিয়া রাখিয়াছি)। [প্রজ্ঞাত্ম...ক্রামত ইতি] জীব চেতন, প্রাণও প্রজ্ঞা-কারণ প্রাণের আশ্রিত, অধীন, সুতরাং প্রজ্ঞাত্মা-শব্দ জীবে ও মুখ্যপ্রাণে উপপন্ন হয়। জীব ও মুখ্যপ্রাণ অর্থ স্বীকার বা গ্রহণ করিলে নিয়মিত সহবাস (একযোগে বাস) অনুসারে উক্ত উভয়ের অভেদ নির্দ্দেশ এবং স্বরূপ অনুসারে ভেদ নির্দ্দেশ, উভয়ই সংগত হয়।

---

(১) প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। প্রাণের কার্য্য শ্বাস প্রশ্বাস, অপানের কার্য্য মলমূত্রাদি বিসর্জ্জন, সমানের কার্য্য খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক প্রভৃতি, উদানের কার্য্য উৎক্রমণ প্রভৃতি এবং ব্যানের কার্য্য বলরক্ষা ও সর্ব্বশরীরে রক্তপ্রেরণ করা ইত্যাদি।

(২) এটী প্রশ্নোপনিষদ স্থিত আখ্যায়িকার একাংশ মাত্র। আখ্যায়িকাটীর মর্ম্ম এইরূপ—ইন্দ্রিয়গণ একদা পরস্পর বিবাদ করিল। সকলেই বলিল, আমি বড়, আমি শরীর রক্ষা করিতেছি। তাই মুখ্য প্রাণ তাহাদিগকে ঐ কথা বলিলেন। অর্থাৎ তোমারা কেহই বড় নহ, কেহই শরীর ধারণের কর্ত্তা নহ। আমিই পাঁচপ্রকার হইয়া শরীর রক্ষা করিতেছি।

উপপদ্যতে।—যোবৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণ ইতি, সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামত ইতি। ব্রহ্মপরিগ্রহে তু কিং কস্মাদ্ভিদ্যেত। তস্মাদিহ জীবমুখ্য-প্রাণয়োরন্যতর উভৌ বা প্রতীয়েয়াতাং ন ব্রহ্মেতি চেৎ, নৈতদেবম্। উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ। এবং সতি ত্রিবিধমুপাসনং প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাস-নঞ্চেতি। ন চৈতদেকস্মিন্ বাক্যেহভ্যুপগন্তুং যুক্তম্। উপ-ক্রমোপসংহারাভ্যাং হি বাক্যৈকবাক্যত্বমবগম্যতে। মামেব বিজানীহীত্যুপক্রম্য, প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃত-মিত্যুপাস্ব ইত্যুক্ত্বাহন্তে স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোহজরো-

---

ক্রমমাত্রম্। "উভৌ" ইতি পূর্ব্বপক্ষতত্ত্বম্। ব্রহ্ম তু ধ্রুবম্। "ন ব্রহ্ম" ইতি।

(শ্রুতিতে প্রাণ ও জীব পরস্পর ভিন্ন, এ কথাও আছে এবং উক্ত উভয় এক বা অভিন্ন, এরূপ কথাও আছে)। অভেদ উল্লেখ যথা—"যিনিই প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা এবং যে প্রজ্ঞা সে-ই প্রাণ।" ভেদনির্দ্দেশ ও সহাবস্থিতি নিয়ম যথা—"প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা (যাহার অন্য নাম জীব) ইহাঁরা শরীরে সহবাস ও সহ-উৎক্রমণ করেন।" [ব্রহ্ম...সনঞ্চেতি] যদি ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে শেষোক্ত ভেদনির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না। ব্রহ্ম অদ্বয়; সুতরাং কে কাহা হইতে ভিন্ন হইবে? সুতরাং উক্ত বাক্যে হয় জীব, না হয় মুখ্য প্রাণ, অথবা উভয় প্রতিপন্ন হইতে পারে, ব্রহ্ম নহে। এরূপ অভিমতির (পূর্ব্বপক্ষের) বিরুদ্ধে ব্যাসদেব বলিতেছেন, না—ঐরূপ বলিতে পার না। ঐরূপ বলিতে গেলে অর্থাৎ উদাহৃত বাক্যকে ব্রহ্মপর বলিয়া অঙ্গীকার না করিলে ঐ বাক্যের দ্বারা তিন প্রকার উপাসনার বিধান অঙ্গীকার করিতে হয়।—জীবোপাসনা, প্রাণোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা। [ন...মাশ্রয়িতুম্] এক বাক্যে ত্রিবিধ বিধান অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। (মীমাংসকগণের যুক্তি আছে, এক বাক্যে একই বিধেয়, বহু নহে। বহু বিধেয় হইলে বহু বাক্য কল্পনা করিতে হয় সুতরাং তাহা দোষ। যেখানে বহু বাক্যের এক বিধেয় হইবার সম্ভাবনা থাকে সেখানে এক বিধেয়ই স্বীকার্য্য) উপক্রম ও উপসংহার (প্রস্তাবের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি) অনুসারে

হ্যমৃত ইত্যেকরূপাবুপক্রমোপসংহরৌ দৃশ্যেতে। তত্রার্থৈকত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুম্। ন চ ব্রহ্মলিঙ্গমন্যপরত্বেন পরিণেতুং শক্যং, দশানাম্ভূতমাত্রাণাং প্রজ্ঞামাত্রাণাঞ্চ ব্রহ্মণোঽন্যত্রার্পণানুপপত্তেঃ। আশ্রিতত্বাচ্চ অন্যত্রাপি ব্রহ্মলিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্তেরিহাপি চ হিততমোপন্যাসাদিব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ ব্রহ্মোপদেশ এবাঽয়মিতি গম্যতে। যত্তু মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং দর্শিতং, ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তীতি, তদসৎ, প্রাণব্যাপারস্যাপি পরমাত্মায়ত্তত্বাৎ পরমাত্মন্যুপচরিতুং শক্য-

---

ন ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। "দশানাং ভূতমাত্রাণা"মিতি।—পঞ্চ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ পৃথিব্যাদয় ইতি দশ ভূতমাত্রাঃ। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধয় ইতি দশ প্রজ্ঞা-

---

কথিত স্থলে বাক্যৈকবাক্যতা অর্থাৎ বহুবাক্যের একার্থপ্রতিপাদকতা দৃষ্ট হইতেছে। যথা—উপক্রমে "আমাকেই জান" বলা হইয়াছে। মধ্যে বলা হইয়াছে, "আমিই প্রাণ আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে তুমি আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা কর।" অন্তে বা উপসংহারে বলা হইয়াছে, "এই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ, অজর ও অমর।" এস্থলে উপক্রম ও উপসংহার একরূপ। যখন উপক্রম ও উপসংহার একরূপ অর্থাৎ একার্থের বোধক, তখন অবশ্যই আদ্যন্ত সমুদায় বাক্যের অর্থ (প্রতিপাদ্য বা বিধেয়) এক। ঈদৃশ স্থলে নানা বিধেয় স্বীকার না করিয়া এক বিধেয় স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। [নচ...পত্তেঃ] আনন্দ, অজর, অমর, অমৃত বা মুক্তস্বভাব ও হিততম,—এ সমস্ত কথাই ব্রহ্মবোধক। এ সকল ব্রহ্মলিঙ্গ ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থে সঙ্গত হইতে পারে না। অপিচ, ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে অর্পিত, এ উপদেশ ব্রহ্মেই উপপন্ন হয়, জীবে অথবা প্রসিদ্ধ প্রাণে উপপন্ন হয় না। (সুতরাং কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষদের প্রাণবাক্য জীববাক্য নহে, প্রসিদ্ধপ্রাণবাক্যও নহে, কিন্তু ব্রহ্মবাক্য)। [আশ্রিত...গম্যতে] ব্রহ্মলিঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক কথা লইয়া ২৩সূত্রে প্রাণশব্দের ব্রহ্ম-অর্থ নির্ণীত হইয়াছে. এখানেও ব্রহ্মজ্ঞাপক হিততমত্বাদি কথা থাকায় এ উপদেশও ব্রহ্মোপদেশ হইবে। [যত্তু...শ্রুতেঃ] তুমি যে প্রাণলিঙ্গ অর্থাৎ প্রসিদ্ধপ্রাণবোধক কথা দেখাইয়াছ—"প্রাণ এই শরীরকে গ্রহণ করতঃ উত্থাপিত রাখিয়াছে" ইত্যাদি, তাহা সাধু নহে। ভাবিয়া

ত্বাৎ। ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতাবিতি শ্রুতেঃ। যদপি ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদি জীবলিঙ্গং দর্শিতং, তদপি ন ব্রহ্মপক্ষং নিবারয়তি। ন হি জীবোনামাত্যন্তং ভিন্নোব্রহ্মণঃ, তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতন্তু বিশেষমাশ্রিত্য ব্রহ্মৈব সন্ জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চেত্যুচ্যতে। তস্যোপাধিকৃতবিশেষপরিত্যাগেন ব্রহ্মস্বরূপত্বং দর্শয়িতুং, ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদিনা প্রত্যগাত্মাভিমুখীকরণার্থ উপদেশোন বিরুধ্যতে। যদ্বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং

মাত্রাঃ। তদেবং স্বমতেন ব্যাখ্যায় প্রাচাং বৃত্তিকৃতাং মতেন ব্যাচষ্টে।—

দেখ, যে-কিছু প্রাণকার্য্য—সমস্তই পরমাত্মার অধীন। (আত্মসত্তাব থাকিলে প্রাণকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, অন্যথা তাহা অভাবপ্রাপ্ত হয়)। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"কোনও মর্ত্ত্য প্রাণের দ্বারা ও অপানের দ্বারা জীবনবান্ হয় না, কিন্তু প্রাণ অপান যাহার আশ্রিত—তাহারই দ্বারা মর্ত্ত্যগণ জীবিত থাকে।" [যদপি...শ্রুতিভ্যঃ] যাহাকে জীবলিঙ্গ (জীবজ্ঞাপক) বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছ,—"বক্তাকে বা বাক্যের প্রেরককে জান" ইত্যাদি, তাহাও ব্রহ্মপক্ষ নিবারণ করে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম-অর্থের অবিরোধী। হেতু এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্তভিন্ন নহে। ব্রহ্মই জীব, এ কথা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট আছে। [বুদ্ধ্যা...দর্শয়িতু] নির্ব্বিশেষ বা অদ্বয় ব্রহ্মই বুদ্ধ্যাদি উপাধির দ্বারা বিশেষিত হইয়া জীব, কর্ত্তা ও ভোক্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। সেই ঔপাধিক বিশেষ পরিত্যক্ত হইলেই ব্রহ্মস্বরূপাবির্ভাব হয়, ইহা বুঝাইবার জন্যই "যে বক্তা—বাক্যের প্রেরক—তাহাকেই জান" বলা হইয়াছে। চিত্তকে আত্মাভিমুখ করানই ঐ উপদেশের প্রয়োজন। এ নিমিত্ত উহা বা ঐ বাক্য ব্রহ্মার্থের অবিরুদ্ধ। "বাক্য যাহাকে বলিতে পারে না, বাক্য যাহার দ্বারা উচ্চারিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। যাহা ইদম্প্রকারে (এই বা অমুক, এতদ্রূপে) উপাসিত হয় তাহা ব্রহ্ম নহে।"—ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি বচনাহি

যদিদমুপাসতে ইত্যাদি চ শ্রুত্যন্তরং বচনাদিক্রিয়াঽব্যাপৃতস্যৈবাত্মনোব্রহ্মত্বং দর্শয়তি। যৎ পুনরেতদুক্তং, সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামত ইতি প্রাণপ্রজ্ঞাত্মনোর্ভেদদর্শনং ব্রহ্মবাদিনোনোপপদ্যত ইতি, নৈষ দোষঃ, জ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়াশ্রয়য়োর্ব্বুদ্ধিপ্রাণয়োঃ প্রত্যগাত্মোপাধিভূতয়োর্ভেদনির্দ্দেশোপপত্তেঃ। উপাধিদ্বয়োপহিতস্য তু প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপেণাভেদ ইত্যতঃ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মেত্যেকীকরণমবিরুদ্ধম্।

অথবা নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাদিত্য-

"অথ বা" ইতি। পূর্ব্বং প্রাণস্যৈকমুপাসনমপরং জীবস্যাপরং ব্রহ্মণ ইত্যুপাসনত্রৈবিধ্যেন বাক্যভেদপ্রসঙ্গোদূষণমুক্তম্। ইহ তু ব্রহ্মণ একস্যৈবো-

---

ক্রিয়ায় অব্যাপৃত (বচনাদিক্রিয়ার অগোচর) আত্মার ব্রহ্মত্ব দেখাইয়াছেন। [যৎ···বিরুদ্ধম্] বলিয়াছিলে যে, প্রাণের ও প্রজ্ঞাত্মার পৃথক্ উপদেশ (প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা এই শরীরে সহবাস ও সহ-উৎক্রমণ করেন) ব্রহ্মপক্ষে সঙ্গত হয় না, বস্তুতঃ তাহাও সঙ্গত হয়। ঐরূপ ভেদ নির্দ্দেশ দুষ্য নহে। জ্ঞানশক্তির আশ্রয় বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় প্রাণ, এ উভয়ই প্রত্যগাত্মার উপাধি। এতদনুযায়ী ভেদ উপদেশ অসঙ্গত হইবে কেন? উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ হইলে কোনও [illegible] থাকে না, সুতরাং "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা" এরূপ একীকরণ অর্থাৎ অভেদ উক্তি সঙ্গত হয়। [অথবা...ব্রহ্মধর্ম্মঃ] "নোপাসাত্রৈবিধ্যাৎ" এ কথার বৃত্তিকার মতের ব্যাখ্যা এইরূপ।—জীবধর্ম্মের ও প্রাণধর্ম্মের উল্লেখ থাকিলেও ঐ বাক্যে ব্রহ্মবোধকতার ব্যাঘাত নাই। হেতু এই যে, ঐ বাক্য কেবল ব্রহ্মোপাসনার প্রকার ভেদ (প্রকারত্রয়) ব্যক্ত করিতেছে, উপাস্যভেদ বলিতেছে না। অর্থাৎ উহা একের বা এক উপাসনা, তজ্জন্য উহাতে বাক্যভেদ দোষ হয় না। ঐ প্রকার উপাসনা, বহুত্ব বা বহু উপাসনা নহে। প্রাণধর্ম্মে, জীবধর্ম্মে ও স্বধর্ম্মে অর্থাৎ ব্রহ্মধর্ম্মে ব্রহ্মোপাসনা করিবেক, এইরূপ বলাই ঐ বাক্যের অভিপ্রেত। (এ ব্যাখ্যায় বাক্যভেদ দোষ হয় না)। "প্রাণ আয়ু ও অমৃত" "আয়ু-ই প্রাণ," "প্রাণ এই শরীর আক্রম করতঃ উত্থাপিত করি-

স্যায়মন্যোঽর্থঃ। ন ব্রহ্মবাক্যেঽপি জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিরুধ্যতে। কথং, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ। ত্রিবিধমিহ ব্রহ্মণ উপাসনং বিবক্ষিতং—প্রাণধর্ম্মেণ প্রজ্ঞাধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মেণ চ। তত্রায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স আয়ুঃ প্রাণ ইতি, ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি তস্মাদেতদবোকৃথমুপাসীতেতি চ প্রাণধর্ম্মঃ। অথ যথাস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যেকীভবন্তি তদ্ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যুপক্রম্য, বাগেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহত্তস্যৈ নাম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি

পাসাত্রয়বিশিষ্টস্য বিধানান্ন বাক্যভেদ ইত্যভিমানঃ প্রাচাং বৃত্তিকৃতাম্। তদেতদালোচনীয়ং,—কথং ন বাক্যভেদ ইতি। যুক্তং সোমেন যজেতেত্যাদৌ সোমাদিগুণবিশিষ্টযাগবিধানং তদ্গুণবিশিষ্টস্যাপূর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽপ্রা-

তেছে” “ইনি উক্‌থ ও উক্‌থরূপে (১) উপাস্য” এইগুলি প্রাণধর্ম্ম বা প্রাণভাব। “প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় ভূত সকল—দৃশ্য সকল—যেরূপে চিদাত্মার সহিত একীভূত হয়—অভিন্ন হয় তাহা বলিতেছি।” এইরূপ উপক্রমের পর বর্ণিত হইয়াছে, “বাক্য ইহাঁর এক অঙ্গ পূরণ করে, আর চক্ষুঃ প্রভৃতির দ্বারা বিজ্ঞাপিত নামসম্বন্ধযুক্ত ভূত বা দৃশ্য তাহার অপরাঙ্গ পূরণ করে। অপিচ, প্রজ্ঞার দ্বারা বাক্যারূঢ় হইয়া তিনিই (চৈতন্যই) নামসমূহ প্রাপ্ত হন।” (২) এ ভাবটী জীবভাব, অর্থাৎ জীবধর্ম্ম। “দশ ভূতমাত্রা ও দশ অধিপ্রজ্ঞ। অধিপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্রা সকল ভূতমাত্রা সাপেক্ষ। যদি

(১) দেহে চেষ্টা বিদ্যমান থাকার নাম জীবন ও আয়ু। ঈদৃক্ আয়ুর মুখ্য কারণ প্রাণ। এতদনুসারে প্রাণকে আয়ু বলা হইয়াছে। দেহ থাকে না, কিন্তু মুখ্য প্রাণ মুক্তি পর্য্যন্ত থাকে। তদনুসারে প্রাণকে অমর ভাবিতে বলা হইয়াছে। প্রাণ শরীর উত্থাপিত করে। তজ্জন্য তিনি উক্‌থ। এই সকল প্রাণধর্ম্ম বা প্রাণকার্য্য ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়াই প্রাণধর্ম্মে উপাসনীয়। উপাসনার বলে ঐ আরোপ অন্তর্হিত হইবে, হইলে ব্রহ্ম জানা যাইবে।

(২) চৈতন্য প্রতিবিম্বিত বুদ্ধি তত্ত্বের নাম প্রজ্ঞা ও জীব। জীব বা প্রজ্ঞা যাহা দেখে (জানে) তাহা দৃশ্য। দৃশ্যের অন্য নাম ভূত। ভূত বাহিরে নানা হইলেও অন্তরে এক অর্থাৎ বুদ্ধিরূপে এক। এই বিচিত্র বহির্জ্জগৎ অন্তরে এক অপূর্ব্ব বুদ্ধি-আকারে ধারণপূর্ব্বক চিদাত্মার সহিত মিলিত বা একীভূত হইতেছে। যেরূপে মিলিত বা একীভাব প্রাপ্ত হইতেছে তাহা “বাক্য ইহার এক অঙ্গ পূরণ করে” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধিময় জীব বা জীব-

নামানি প্রাপ্নোতীত্যাদিঃ প্রজ্ঞাধর্ম্মঃ। তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং যদি ভূতমাত্রা ন স্যুঃ প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুঃ যদি প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুঃ ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতোরূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ নো বা এতন্নানা তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞা-

---

প্তস্য বিধিবিষয়ত্বাৎ। ইহ তু সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন বিধিবিষয়োভবিতুমর্হতি। অভাবার্থত্বাৎ। ভাবার্থস্য বিধিবিষয়ত্বনিয়মাৎ। বাক্যান্তরেভ্যশ্চ ব্রহ্মাব-

---

ভূতমাত্রা না থাকিত তাহা হইলে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না। আবার প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিলেও ভূতমাত্রা থাকিত না। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, ঐ দু-এর একের দ্বারা কোন কিছু নিষ্পন্ন হয় না। অথচ উহা নানা নহে, এক। যেমন রথের অরে নেমি অর্পিত, আবার অর সকল নাভিতে অর্পিত (স্থাপিত), তেমনি, ভূতমাত্রা-সকল প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে অর্পিত (কল্পিত) আছে। (৩) এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা।" এ

নামক বুদ্ধি জরাসন্ধের ন্যায় দ্বিসন্ধিত। অর্থাৎ দ্বিবিধ জ্ঞানের বা বুদ্ধির সম্মীলন মাত্র। ইহার এক অর্দ্ধ নামপ্রপঞ্চাকার (নামাকার বুদ্ধি)। এ অর্দ্ধে কতকগুলি নামের ছবি থাকে। অপর অর্দ্ধ রূপ-প্রপঞ্চাকার। (এ অর্দ্ধে বস্তুর ছবি পড়ে)। এই দুই অর্দ্ধই ইন্দ্রিয়জনিত। ইন্দ্রিয়গণমধ্যে বাক্যেন্দ্রিয় নামপ্রপঞ্চাকার অর্দ্ধের জনক আর চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপপ্রপঞ্চাকার অপর অর্দ্ধের পূরক। নিষ্কর্ষ এই যে, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা নাম-বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুবুদ্ধি উৎপাদিত হইতেছে। এই নিষ্কর্ষ "চক্ষুঃ প্রভৃতির দ্বারা বিজ্ঞাপিত" ইত্যাদি কথায় লক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়গণ জড়, বুদ্ধিও জড়। ইহারা কেহই স্বয়ংপ্রবৃত্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ নহে। ইহাদের প্রেরক ও প্রকাশক চিদাভাস। চিৎপ্রতিবিম্বের দ্বারাই উহারা প্রেরিত ও প্রকাশিত হয়। প্রথমে বুদ্ধিস্থ চিদাভাস ইন্দ্রিয়দিগকে প্রেরণ করে, অনন্তর ইন্দ্রিয়গণ নামাকার ও রূপাকার বুদ্ধি জন্মায়, পরে তাহা চিদাভাসব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ চিৎ-প্রতিবিম্বে প্রোজ্জ্বলিত হয়। এই প্রণালীটাই দেখা শুনা জানা প্রভৃতি নামে ব্যবহৃত হয়। এই তথ্যটুকু "প্রজ্ঞার দ্বারা বাক্যারূঢ় হইয়া" ইত্যাদি কথার দ্বারা জানা যায়। এইরূপে চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধির ধর্ম্ম বা কার্য্য বর্ণিত হওয়ায় উদাহৃত বাক্যে জীবের কথাই বলা হইয়াছে, ইহা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

(৩) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ, আর এ সকলের আধার আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী,—এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্, এই জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক ও ইহাদের দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানপঞ্চক, এতৎসমুদিত দশ পদার্থের নাম অধিপ্রজ্ঞ ও

মাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা, ইত্যাদির্ব্রহ্ম-ধর্ম্মঃ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মণ এবৈতদুপাধিদ্বয়ধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মেণ চৈকমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্‌। অন্যত্রাপি মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদাবুপাধিধর্ম্মেণ ব্রহ্মণ উপাসনমাশ্রিতম্‌। ইহাপি তৎ যুজ্যতে। বাক্যস্যোপক্রমোপসংহারাভ্যামেকার্থত্বাবগমাৎ প্রাণপ্রজ্ঞাব্রহ্মলিঙ্গাবগমাচ্চ। তস্মাদ্‌ ব্রহ্মবাক্যমেতদিতি সিদ্ধম্‌ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাভাষ্যে সমন্বয়াখ্যস্য প্রথমস্যাধ্যায়স্য স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ-শ্রুতিসমন্বয়োনাম প্রথমঃ পাদঃ।

গতেঃ প্রাপ্তত্বাৎ তদনূদ্যাপ্রাপ্তোপাস্য ভাবার্থো বিধেয়ঃ। তস্য চ ভেদাদ্বিধাবৃত্তিলক্ষণো বাক্যভেদোঽতিস্ফুট ইতি ভাষ্যকৃতা নোদ্‌ঘাটিতঃ। স্বব্যাখ্যানেনৈবোক্তপ্রায়ত্বাদিতি সর্ব্বমবদাতম্‌॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

ভাবটী ব্রহ্মভাব। ব্রহ্ম এই তিন্‌ ভাবে উপাস্য। [তস্মাৎ...গমাচ্চ] এই জন্যই বলি, দ্বিবিধ-উপাধি-ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম অনুসারে ত্রিপ্রকারক-ব্রহ্মোপাসনাই ঐ বাক্যে বিহিত হইয়াছে। এই উপাসনা একই উপাসনা। অন্য শ্রুতিতেও এতদ্রূপ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। "তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও ভা-রূপ।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন উপাসনার্থ উপাধিধর্ম্ম অবলম্বিত হইয়াছে, নিদর্শিত শ্রুতিতেও তেমনি উপাধিধর্ম্ম অবলম্বিত হউক। আখ্যায়িকার উপক্রমের (আরম্ভের) ও উপসংহারের (সমাপ্তির) একরূপতা প্রতীত হওয়ায় এবং মধ্যে প্রাণলিঙ্গ, প্রজ্ঞালিঙ্গ ও ব্রহ্মলিঙ্গ অনুভূত হওয়া। এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। অতএব কে যতকি ব্রাহ্মণস্থ বাক্য ব্রহ্মবাক্য।

প্রজ্ঞামাত্রা। ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় কল্পিত, সুতরাং তাহারা প্রজ্ঞামাত্রা ছাড়া নহে। প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে পরিকল্পিত সুতরাং তাহারা প্রাণ ছাড়া নহে। রজ্জুকল্পিত সর্প যেমন রজ্জুর অনতিরিক্ত, তেমনি, প্রাণকল্পিত প্রজ্ঞা প্রাণের অনতিরিক্ত। এতাবতা এই বলা হইল যে, প্রাণ সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বময়। একপ সর্ব্বাত্মকতা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

প্রথমে পাদে জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাকাশাদেঃ সমস্তস্য জগতোজন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। তস্য সমস্তজগৎকারণস্য ব্রহ্মণোব্যাপিত্বং নিত্যত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবঞ্জাতীয়কোধর্ম্ম উক্ত এব ভবতি। অর্থান্তরপ্রসিদ্ধানাং কেষাঞ্চিচ্ছব্দানাং ব্রহ্মবিষয়ত্বে হেতুপ্রতিপাদনেন কানিচিদ্বাক্যানি সন্দিহ্যমানানি ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতানি। পুনরপ্যন্যানি বাক্যান্যস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গকানি সন্দিহ্যন্তে।—কিং

অথ দ্বিতীয়ং পাদমারিপ্সুঃ পূর্ব্বোক্তমর্থং স্মারয়তি বক্ষ্যমাণোপযোগিতয়া "প্রথমে পাদ" ইতি। উত্তরত্র হি ব্রহ্মণোব্যাপিত্বনিত্যত্বাদয়ঃ সিদ্ধবদ্ধেতুতয়োপদেক্ষ্যন্তে। ন চৈতে সাক্ষাৎ পূর্ব্বমুপপাদিতা ইতি হেতুভাবেন ন শক্যা উপদেষ্টুমিতি। অত উক্তম্।—"সমস্তজগৎকারণস্য" ইতি। যদ্যপ্যেতে ন পূর্ব্বং কণ্ঠত উক্তাস্তথাপি ব্রহ্মণোজগজ্জন্মাদিকারণত্বোপপাদনেনাধিকরণসিদ্ধান্তন্যায়েনোপক্ষিপ্তা ইত্যুপপন্নস্তেষামুত্তরত্র হেতুভাবেনোপন্যাস ইত্যর্থঃ। "অর্থান্তরপ্রসিদ্ধানাঞ্চ" ইতি। যত্রার্থান্তরপ্রসিদ্ধা এবাকাশপ্রাণজ্যোতিরাদয়ো ব্রহ্মণি ব্যাখ্যায়ন্তে তদব্যভিচারিলিঙ্গশ্রবণাৎ তত্র

প্রথম পাদে, ২য় সূত্রে, সমস্ত জগতের কারণ ব্রহ্ম, ইহা কথিত হইয়াছে। পরে জগৎকারণ ব্রহ্ম বিভু, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। যে সকল শ্রুতিতে অন্যপদার্থবোধক শব্দ থাকায় তদ্ঘটিত বাক্যনিচয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইবে কি না বলিয়া সন্দেহ হয়, কারণপ্রদর্শনপূর্ব্বক সে সকল শ্রুতিরও ব্রহ্মপরতা বা ব্রহ্মবোধকতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্পষ্টরূপে ব্রহ্মধর্ম্ম বলে না, ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করে না, এরূপ অনেক শ্রুতি আছে, সে সকল শ্রুতি শুনিবা মাত্র সন্দেহ হয়, এ শ্রুতি ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে;

পরং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি আহোস্বিদর্থান্তরং কিঞ্চিদিতি। তন্নির্ণয়ায় দ্বিতীয়তৃতীয়পাদাবারভ্যেতে।

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥ *

ইদমাম্নায়তে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষোযথাক্রতুরস্মিং-ল্লোকে পুরুষোভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ মনো-

কৈব কথা মনোময়াদীনামর্থান্তরে প্রসিদ্ধানাং পদানাং ব্রহ্মগোচরত্বনির্ণয়ং প্রতীত্যভিপ্রায়ঃ। পূর্ব্বপক্ষাভিপ্রায়ং ত্বগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ।

"ইদমাম্নায়তে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। কুতঃ "তজ্জলান্" ইতি। যতঃ তস্মাদ্ব্রহ্মণোজায়ত ইতি তজ্জম্। তস্মিংশ্চ লীয়ত ইতি তল্লম্। তস্মিংশ্চানিতি স্থিতিকালে চেষ্টত ইতি তদন্ জগৎ তস্মাৎ সর্ব্বং খল্বিদং জগৎ ব্রহ্ম। অতঃ কঃ কস্মিন্ রজ্যতে কশ্চ কং দ্বেষ্টীতি রাগদ্বেষরহিতঃ শান্তঃ সমুপাসীত। "অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষোযথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষোভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীর" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ।—কিমিহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ শারীর আত্মোপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে আহো-

না অন্য কিছু বলিতেছে? সে সন্দেহ নিরাসের জন্য বা সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয়ের জন্য সম্প্রতি ২য় ও ৩য় পাদ আরব্ধ হইল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পঠিত হইয়াছে, "এ সমুদয় ব্রহ্ম। যেহেতু এ সমুদয় তজ্জ, তল্ল ও তদন, সেই হেতু এ সমুদায় ব্রহ্ম। (তজ্জ—তাঁহা হইতে জন্মে। তল্ল—তাঁহাতে লীন হয়। তদন্—তাঁহাতে স্থিতি করে ও চেষ্টিত হয়)। সেই জন্য, শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি বর্জিত হইয়া, শত্রু মিত্রাদি ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, উপাসনা করিবেক। (যখন সমস্তই ব্রহ্ম, সমস্তই অদ্বয় পরব্রহ্মের প্রতিভাস, তখন আর কে কাহাকে বিদ্বেষাদি

* সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু বেদান্তেষু, প্রসিদ্ধব্রহ্মোপদেশাৎ বেদান্তবেদ্যস্য ব্রহ্মণ এব উপদেশাৎ, ছান্দোগ্যবাক্যেঽপি ব্রহ্মোপদেশোনিশ্চীয়তে। তথাচাত্র ন জীব উপাস্য ইতি বর্ত্তুলার্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে "এ সমস্ত ব্রহ্ম" ইত্যাদি ক্রমে যে-উপাসনা অভিহিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মেরই উপাসনা, জীবের নহে। হেতু এই যে, সমুদায় বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ শারীর আত্মোপাস্যত্বেনোপদিশ্যত আহো-স্বিদ্ ব্রহ্মেতি। কিন্তাবৎপ্রাপ্তং, শারীর ইতি। কুতঃ, তস্য কার্য্যকরণাধিপতেঃ প্রসিদ্ধোমন আদিভিঃ সম্বন্ধো ন পরস্য-ব্রহ্মণঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। নম্নু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মোপাত্তং কথমিহ

স্বিদব্রহ্মেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তং শারীরো জীব ইতি। কুতঃ। ক্রতুমিত্যাদি বাক্যেন বিহিতাং ক্রতুভাবনামনূদ্য সর্ব্বমিত্যাদিবাক্যং শমগুণে বিধিঃ। তথা চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যং প্রথমপঠিতমপ্যর্থালোচনয়া পরমেব তদথোপ-জীবিত্বাৎ। এবঞ্চ সংকল্পবিধিঃ প্রথমোনির্ব্বিষয়ঃ সন্নপর্য্যবস্যন্ বিষয়াপেক্ষঃ স্বয়মনিবৃত্তো ন বিধ্যন্তরেণোপজীবিতুং শক্যোঽনুপপাদকত্বাৎ। তস্মাৎ শান্ত-তাগুণবিধানাৎ পূর্ব্বমেব মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদিভির্ব্বিষয়োপনায়কৈঃ সম্বধ্যতে। মনোময়াদি চ কার্য্যকরণসংঘাতাত্মনোজীবাত্মন এব নিরূঢমিতি জীবাত্মনোপাস্যেনোপরক্তোপাসনা ন পশ্চাৎ ব্রহ্মণা সম্বন্ধুমর্হতি। উৎপত্তি-শিষ্টগুণাবরোধাৎ। ন চ সর্ব্বং খল্বিদমিতি বাক্যং ব্রহ্মপরমপি তু শমহেতু-বন্নিগদার্থবাদঃ শান্ততাবিধিপরঃ। পর্ণেণ জুহোতি তেন হ্যন্নং ক্রিয়ত ইতিবৎ। ন চাস্যপবাদপি ব্রহ্মাপেক্ষিততয়া স্বীক্রিয়ত ইতি যুক্তম। মনোময়ত্বাদিভি-

---

করিবেক ?)। অপিচ, পুরুষ (জীব) ক্রতুময় অর্থাৎ ধ্যানবিকার বা ধ্যাননিষ্পাদ্য। ইহলোকে যে যেমন ক্রতু করে (সংকল্প, ধ্যান বা উপাসনা করে), শরীর ত্যাগের পর সে সেইরূপ রূপ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই উপ-দেশ, সে (জীব বা পুরুষ) ক্রতু করিবেক, হৃদপদ্মসম্পুটমধ্যে মনোময় প্রাণ-শরীর প্রভারূপ ও সত্যসংকল্প ধ্যান করিবেক।" এ উপদেশে সংশয় এই যে, শ্রুতি মনোময় প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা (গুণ লইয়া) জীবাত্মার উপাসনা করিতে বলিতেছেন? অথবা পরব্রহ্মের উপাসনা উপদেশ করিতেছেন? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন, ইহা জীবাত্মার উপাসনা। কেন-না, সকলেই জানেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি জীবাত্মার সঙ্গেই মনঃপ্রভৃতির সম্বন্ধ আছে, পরব্রহ্মের সহিত নাই। ব্রহ্মের সহিত মনের সম্বন্ধ নাই, একথা "তিনি অপ্রাণ, অমনা ও শুদ্ধ" ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত আছে। [নম্নু...ত্যাহ] যদি বল, "এ সমুদায় ব্রহ্ম" এই মূল বাক্যে ব্রহ্ম গৃহীত হইয়াছেন, অথচ জীবের উপাস্যতা বলিতেছ, ইহার কারণ কি? কারণ আছে। কারণ

শারীর আত্মোপাস্য ইত্যাশঙ্ক্যতে। নৈষ দোষঃ। নেদং বাক্যং ব্রহ্মোপাসনবিধিপরং, কিন্তর্হি, শমবিধিপরম্। যৎকারণং, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীতেত্যাহ। এতদুক্তং ভবতি—যস্মাৎ সর্ব্বমিদং বিকারজাতং ব্রহ্মৈব তজ্জত্বাত্তল্লত্বাত্তদনত্বাচ্চ। ন চ সর্ব্বস্যৈকাত্মত্বে রাগাদয়ঃ সম্ভবন্তি। তস্মাৎ শান্ত উপাসীতেতি। ন চ শমবিধিপরত্বে সত্যনেন বাক্যেন ব্রহ্মোপাসনং নিয়ন্তুং শক্যতে। উপাসনন্তু, স ক্রতুং কুর্ব্বীতেত্যনেন বিধীয়তে। ক্রতুঃ সঙ্কল্পোধ্যানমিত্যর্থঃ। তস্য চ বিষয়ত্বেন শ্রূয়তে,

---

র্থৈশ্বর্য্যজীবে সুপ্রসিদ্ধৈর্জীববিষয়সমর্পণেনানপেক্ষিতত্বাৎ। সর্ব্বকর্ম্মত্বাদি চ জীবস্য পর্য্যায়েণ ভবিষ্যতি। এবঞ্চাণীয়স্ত্বমপ্যুপপন্নম্। পরমাত্মনস্ত্বপরিমেয়স্য তদনুপপত্তিঃ। প্রথমাবগতেন চাণীয়স্ত্বেন জ্যায়স্ত্বং তদনুগুণতয়া ব্যাখ্যেয়ম্। ব্যাখ্যাতঞ্চ ভাষ্যকৃতা। এবং কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশঃ সপ্তমী প্রথমান্ততা চাভেদেঽপি জীবাত্মনি কথঞ্চিদ্ভেদোপচারেণ রাহোঃ শির ইতিবৎ দ্রষ্টব্যা। এতদ্ব্রহ্মেতি চ জীববিষয়ং জীবস্যাপি দেহাদিবৃংহণত্বেন ব্রহ্মত্বাৎ। এবং সত্যসংকল্পাদয়োঽপি পরমাত্মবর্ত্তিনো জীবেঽপি সম্ভবন্তি তদব্যতি-

এই যে, ঐ বাক্য ব্রহ্মোপাসনাবিধায়ক নহে। উহা শম-গুণের বিধায়ক। শান্তিবিধানের জন্যই ঐ বাক্যে ব্রহ্মের উল্লেখ, ইহা বুঝিতে হইবে। [এতদুক্তং...সীতেতি] শান্ত উপাসীত, এ বাক্যে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে যে, যেহেতু এ সকল ব্রহ্মজাত—সেই হেতু এ সমস্তই ব্রহ্ম। যেহেতু এ সকল ব্রহ্ম—সেই হেতু জীব ভেদবুদ্ধি বর্জ্জনপূর্ব্বক রাগদ্বেষাদিরহিত হইবেক। অতএব রাগদ্বেষাদিরাহিত্যরূপ শম-গুণই উক্ত বাক্যের বিধেয়। [ন চ...সনমিতি] ঐ বাক্য শম-গুণের বিধায়ক, ইহা স্থির হইলে, পুনর্ব্বার তখন আর ঐ বাক্যে উপাসনার বিধান হইবে না। উপাসনার বিধান "ক্রতুং কুর্ব্বীত—ক্রতু (উপাসনা) করিবেক" এই বাক্যেই হইয়াছে। ক্রতু, সংকল্প, ধ্যান উপাসনা, এ সকল পর্য্যায়শব্দ অর্থাৎ তুল্য কথা। ক্রতুর বিষয় কি? অর্থাৎ কিরূপ ধ্যান করিবেক? এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত শ্রুতি "মনোময়" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতি

মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইতি জীবলিঙ্গম্। অতোক্রমেোজীব-বিষয়মেতদুপাসনমিতি। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম ইত্যাদ্যপি শ্রূয়মানং পর্য্যায়েণ জীববিষয়মুপপদ্যতে। এষ আত্মা-ন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বেতি চ হৃদয়ায়তনত্বমণীয়-স্ত্বঞ্চ আরাগ্রমাত্রস্য জীবস্যাবকল্পতে নাপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণঃ। ননু জ্যায়ান্ পৃথিব্যা ইত্যাদ্যপি ন পরিচ্ছিন্নেঽবকল্পত ইতি, অত্র ব্রূমঃ। ন তাবদণীয়স্ত্বং জ্যায়স্ত্বঞ্চোভয়মেকস্মিন্ সমা-শ্রয়িতুং শক্যং বিরোধাৎ। অন্যতরাশ্রয়ণে চ প্রথমশ্রুত-ত্বাদণীয়স্ত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুং জ্যায়স্ত্বন্তু ব্রহ্মভাবাপেক্ষয়া ভবি-

---

রেকাৎ। তস্মাজ্জীব এবোপাস্যত্বেন বিবক্ষিতো ন পরমাত্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

সমাসঃ সর্ব্বনামার্থঃ সন্নিকৃষ্টমপেক্ষতে।
তদ্ধিতার্থোঽপি সামান্যং নাপেক্ষায়া নিবর্ত্তকঃ॥
তস্মাদপেক্ষিতং ব্রহ্ম গ্রাহ্যমন্যপরাদপি।
তথা চ সত্যসংকল্পপ্রভৃতীনাং যথার্থতা॥

ভবেদেতদেবং যদি প্রাণশরীর ইত্যাদীনাং সাক্ষাজ্জীববাচকত্বং ভবেৎ। ন ত্বেতদস্তি। তথাহি।—প্রাণঃ শরীরমস্যেতি সর্ব্বনামার্থোবহুব্রীহিঃ।

গুণ যোগ করিয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। এ কথা জীবেরই কথা। সেই জন্য বলি, উহা পরব্রহ্মের উপাসনা নহে; জীবের উপাসনা। [সর্ব্ব... ব্রহ্মণঃ] উক্ত শ্রুতিতে যে সর্ব্বকাম ও সর্ব্বকর্ম্মা প্রভৃতি কথা আছে সে সকল কথা জীবপক্ষেও সঙ্গত হয়। "হৃন্মধ্যস্থ আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা ও অণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম।" এরূপ স্থানকল্পনা ও সূক্ষ্মতাকল্পনা পরিচ্ছিন্ন জীব ভিন্ন অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। [ননু...উপাস্যঃ] যদি বল, পরিচ্ছিন্ন জীবে "তিনি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষাও বড়" এ সকল কথা সঙ্গত হয় না, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, একাধারে পরস্পরবিরুদ্ধ অণুত্ব ও বৃহত্ব এই দুই ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভাবনা নাই, সুতরাং হয় সূক্ষ্মতা না হয় বৃহত্তা স্বীকার করিতে হইবে। একটী গ্রহণ করিতে হইলে প্রথম শ্রুত অণুত্ব গ্রহণ করাই যুক্ত অর্থাৎ উচিত, অনন্তর বৃহত্ব ধর্ম্মটীকে

স্যতি। নিশ্চিতে চ জীববিষয়ত্বে যদন্তে ব্রহ্মসংকীর্ত্তনমেতদ্‌ব্রহ্মেতি তদপি প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাজ্জীববিষয়মেব। তস্মাৎ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈর্জীব উপাস্য, ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—পরমেব ব্রহ্মেহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈরুপাস্যম্। কুতঃ। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ। যৎ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য চালম্বনং জগৎকারণমিহ চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যোপক্রমে শ্রুত তদেব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টমুপদিশ্যত ইতি যুক্তম্। এবং সতি প্রকৃতহানাপ্রকৃত-

সন্নিহিতঞ্চ সর্ব্বনামার্থং সম্প্রাপ্য তদভিধানং পর্য্যবস্যেৎ। তত্র মনোময়পদং পর্য্যবসিতাভিধানং তদভিধানপর্য্যবসানায়ালং তদেব তু মনোবিকারো বা মনঃপ্রচুরং বা কিমর্থমিত্যদ্যাপি ন বিজ্ঞায়তে। তদ্ যেনৈব শব্দঃ সমবেতার্থোভবতি স সমাসার্থঃ। ন চৈষ জীব এব সমবেতার্থো ন ব্রহ্মণীতি তস্যাঃপ্রাণোঽমনা ইত্যাদিভিস্তদ্বিরহপ্রতিপাদনাদিতি যুক্তম্। তস্যাপি সর্ব্ববিকারকারণতয়া বিকারাণাঞ্চ স্বকারণাদভেদাৎ তেষাঞ্চ মনোময়তয়া ব্রহ্মণস্তৎকারণস্য মনোময়ত্বোপপত্তেঃ। স্যাদেতৎ। জীবস্য সাক্ষান্মনোময়ত্বাদয়োব্রহ্মণস্তু তদ্ভাবা। তত্র প্রথমং দ্বারস্য বুদ্ধিস্থত্বাত্তদেবোপাস্যমস্তু ন পুনর্জঘন্যং ব্রহ্ম। ব্রহ্মলিঙ্গানি চ জীবস্য ব্রহ্মণোঽভেদাজ্জীবেপ্যুপপৎস্যন্তে। তদেতদত্র সম্প্রধার্য্যম্। কিং ব্রহ্মলিঙ্গৈর্জীবানাং তদভিন্নানামস্তু তদ্বত্তা, তথা চ জীবস্য মনোময়ত্বাদিভিঃ প্রথমমবগমাৎ তস্যৈবোপাস্যত্বম্, উত ন জীবস্থ

আপেক্ষিকরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (অর্থাৎ জীবে ব্রহ্মভাব থাকাতে জীব সে ভাবে বড)। এইরূপে নিদর্শিত বাক্যের জীববোধকতা স্থির হইলে বাক্যশেষস্থিত ব্রহ্মশব্দ জীববাচী বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে; সুতরাং নিদর্শিত বাক্যে মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট জীবই উপাস্য। [ইত্যেবং .. দেশাৎ] এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে হইল, ঐ বাক্যে ব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য। উহা ব্রহ্মোপাসনা, জীবোপাসনা নহে। হেতু এই যে, সমুদায় বেদান্তে প্রসিদ্ধের অর্থাৎ বিখ্যাত ব্রহ্মের উপদেশ দৃষ্ট হয়। [যৎ ..ভবিষ্যতঃ] যিনি সমুদায় বেদান্তে বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মশব্দের আলম্বন, যিনি জগৎকারণ, তিনিই ঐ আরম্ভবাক্যে শ্রুত হইয়াছেন এবং তিনিই মনোময়ত্বাদিধর্ম্মে উপদিষ্ট হইতেছেন। এই অর্থই যুক্তিযুক্ত. এ অর্থে

প্রক্রিয়ে ন ভবিষ্যতঃ। নন্থু বাক্যোপক্রমে শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং ন স্ববিবক্ষয়েত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে। যদ্যপি শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তথাপি মনোময়ত্বাদিষূপদিশ্যমানেষু তদেব সন্নিহিতং ভবতি। জীবস্তু ন সন্নিহিতো ন চ স্বশব্দেনোপাত্ত ইতি বৈষম্যম্॥ ১॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ॥ ২॥ *

ব্রহ্মলিঙ্গবত্তা তদভিন্নস্যাপি, জীবলিঙ্গৈস্তু ব্রহ্ম তদ্বৎ। তথা চ ব্রহ্মলিঙ্গানাং দর্শনাৎ তেষাঞ্চ জীবেঽনুপপত্তের্ব্রহ্মৈবোপাস্যমিতি। বয়ন্তু পশ্যামঃ।—

সমারোপ্যস্য রূপেণ বিষয়োরূপবান্ ভবেৎ।
বিষয়স্য তু রূপেণ সমারোপ্যং ন রূপবৎ॥

সমারোপিতস্য হি রূপেণ ভুজঙ্গস্য ভীষণত্বাদিনা রজ্জু রূপবতী ন তু রজ্জুরূপেণাধিগম্যত্বাদিনা ভুজঙ্গো রূপবান্। তদা ভুজঙ্গস্যৈবাহভাবাৎ কিং রূপবৎ। ভুজঙ্গদশায়াস্তু ন নাস্তি বাস্তবী রজ্জুঃ। তদিহ সমারোপিতজীবরূপেণ বস্তুসদ্ ব্রহ্ম রূপবৎ যুজ্যতে ন তু ব্রহ্মরূপৈর্নিত্যত্বাদিভির্জীবস্তদ্বান্ ভবিতুমর্হতি তস্য তদানীমসম্ভবাৎ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মলিঙ্গদর্শনাজ্জীবে চ তদসম্ভবাদ্‌ব্রহ্মৈবোপাস্যং ন জীব ইতি সিদ্ধম্। এতদুপলক্ষণায় চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যমুপন্যস্তমিতি।

প্রকৃতহান ও অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া দোষ নাই। [নন্থ ..বৈষম্যম্] বলিয়াছিলে যে, শম-গুণ বিধানের ইচ্ছায় ঐ আরম্ভবাক্যে ব্রহ্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, ব্রহ্ম বলিবার ইচ্ছায় নহে। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা বলি, শমগুণ বিধানের ইচ্ছায় আরম্ভবাক্যে ব্রহ্ম বলা হইলেও মনোময়ত্বাদিধর্ম্মের উপদেশকালে ব্রহ্মই সেই সেই ধর্ম্মের বিশেষ্যরূপে সন্নিহিত হন। জীব ঐ স্থানে বুদ্ধি-পথারূঢ় হন না এবং ঐ স্থানে জীবশব্দও নাই। (তাৎপর্য্য এই যে, নিকটে জীবশব্দ না থাকায় পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি বিশেষণের বিশেষ্যরূপে বুদ্ধিগোচর হন। সুতরাং ঐ বাক্যে জীববুদ্ধি জন্মে না)।

* বিবক্ষিতা উপাসনার্থমুপাদেয়ত্বেনাভিহিতা গুণাঃ সত্যসংকল্পাদয়ঃ তেষাং উপপত্তিঃ সঙ্গতিঃ ব্রহ্মণ্যেব যতো ভবতি ততো ব্রহ্মৈবোপাস্যমিত্যুন্নেয়ম্।—যেহেতু উপাসনার্থ নামের সত্যসঙ্কল্পাদিগুণ পরব্রহ্মেই সঙ্গত হয়, সেই হেতু পরব্রহ্মই উপাস্য।

বক্তুমিষ্টা বিবক্ষিতাঃ। যদ্যপ্যপৌরুষেয়ে বেদে বক্তুরভাবান্নেচ্ছার্থঃ সম্ভবতি তথাপ্যুপাদানেন ফলেনোপচর্য্যতে। লোকে হি যৎ শব্দাভিহিতমুপাদেয়ং ভবতি তদ্বিবক্ষিতমিত্যুচ্যতে, যদনুপাদেয়ং তদবিবক্ষিতমিতি, তদ্বদ্বেদেঽপ্যুপাদেয়ত্বেনাভিহিতং বিবক্ষিতং ভবতীতরদবিবক্ষিতম্। উপাদানানুপাদানে তু বেদবাক্যে তাৎপর্য্যাঽতাৎপর্য্যাভ্যামবগম্যেতে। তদিহ যে বিবক্ষিতা গুণা উপাসনায়ামুপাদেয়ত্বেনোপদিষ্টাঃ সত্যসঙ্কল্পপ্রভৃতয়ঃ, তে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। সত্যসঙ্কল্পত্বং হি সৃষ্টিস্থিতি-

"যদ্যপ্যপৌরুষেয়" ইতি।—শাস্ত্রযোনিত্বেঽপীশ্বরস্য পূর্ব্বপূর্ব্বসৃষ্টিরচিতসন্দর্ভাপেক্ষরচনত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাদপৌরুষেয়ত্বাভিধানং তথা চাস্বাতন্ত্র্যেণ বিবক্ষা নাস্তীত্যুক্তম। পরিগ্রহপরিত্যাগৌ চোপাদানানুপাদানে উক্তে ন তূপাদেয়ত্বমেব। অন্যথোদ্দেশ্যতয়াঽনুপাদেয়স্য গ্রহাদেরবিবক্ষিতত্বেন চমসাদাবপি সম্মার্গপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদনুপাদেয়ত্বেঽপি গ্রহ উদ্দেশ্যতয়া পরিগৃহীতোবিবক্ষিতঃ। তদ্গতং ত্বেকত্বমবচ্ছেদকত্বেন বর্জিতমবিবক্ষিতম্। ইচ্ছানিচ্ছে চ ভক্তিতঃ। তদিদমুক্তং,—"বেদবাক্যতাৎপর্য্যাতাৎপর্য্যাভ্যামবগম্যেতে"

বক্তা যাহা বলিতে ইচ্ছা করে তাহা বিবক্ষিত। যদিও বেদের বক্তা নাই, বক্তা না থাকায় বিবক্ষা সম্ভব হয় না, তথাপি, উপাদেয় (স্বীকার্য্য বা গ্রহীতব্য) ফলের প্রতি বিবক্ষা-শব্দ উপচরিত হইতে পারে। [লোকে... গম্যতে] লোকব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবেন, শব্দ-জ্ঞাপ্য বস্তু উপাদেয় নামে কথিত হয়। যাহা উপাদেয়রূপে কথিত হয়, লোকে তাহাকেই বিবক্ষিত বলে। যাহা তদ্বিপরীত, তাহাকে অবিবক্ষিত বলে। এইরূপ, বেদে যাহা উপাদেয় (গৃহীতব্য) বলিয়া কথিত আছে,—তাহাই বেদের বিবক্ষিত এবং যাহা তদ্বিপরীত অর্থাৎ পরিত্যাজ্যরূপে অভিহিত,—তাহা অবিবক্ষিত। বাক্যের তাৎপর্য্য ও অতাৎপর্য্য অনুসারেই উপদেশ ও অনুপাদের স্থির হয়। [তদিহ...পদ্যন্তে] নিদর্শিত শ্রুতিতে যে-সকল গুণ বিবক্ষিত (উপাসনার্থ গৃহীতব্যরূপে কথিত) হইয়াছে, সেই সকল সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ পরব্রহ্মেই সঙ্গত হয় (খাটে)। [সত্য . পদ্যন্তে] সৃষ্টি-

সংহারেষ্বপ্রতিবন্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মনোঽবকল্প্যতে। পর-মাত্মগুণত্বেন চ, "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যত্র "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি শ্রুতং আকাশাত্মা ইত্যাদিনা। আকাশ-বদাত্মাঽস্যেত্যর্থঃ। সর্ব্বগতত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ সম্ভবত্যাকাশেন সাম্যং ব্রহ্মণঃ। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদিনা চৈতদেব দর্শয়তি। যদপ্যাকাশ আত্মাঽস্য ইতি ব্যাখ্যায়তে তদপি সম্ভবতি সর্ব্বজগৎকারণস্য সর্ব্বাত্মনো ব্রহ্মণ আকাশাত্মত্বম্। অতএব সর্ব্বকর্ম্মেত্যাদি। এবমিহোপাস্যতয়া বিবক্ষিতা গুণা ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। যত্তূক্তং মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইতি জীবলিঙ্গং ন তদ্ব্রহ্মণ্যুপপদ্যত ইতি, তদপি ব্রহ্মণ্যুপ-পদ্যত ইতি ব্রূমঃ। সর্ব্বাত্মত্বাদ্ধি ব্রহ্মণো জীবসম্বন্ধীনি মনোময়ত্বাদীনি ব্রহ্মসম্বন্ধীনি ভবন্তি। তথাচ ব্রহ্মবিষয়ে

ইতি। যৎপরং বেদবাক্যং তৎ তেনোপাত্তং বিবক্ষিতম্। অতৎপরেণ চানুপাত্তমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ॥

স্থিতি-সংহার-বিষয়ে অপ্রতিহত শক্তি থাকায় ব্রহ্মই সত্যসঙ্কল্প। পাপ-রাহিত্য গুণটীও পরমাত্মগুণ। সেই জন্যই শ্রুতি তাঁহাকে সত্যকাম ও সত্যসংকল্প বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বগতত্বাদি বিভুধর্ম্মে আকাশের সহিত সমান, তৎকারণে তিনি আকাশাত্মা। জীব আকাশাত্মা নহে। আকাশ যাহার আত্মা, এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বজগৎকারণ পরব্রহ্মের আকাশাত্মতার ব্যাঘাত হয় না এবং সেই কারণে তাঁহাকেই সর্ব্বকর্ম্মা বলা যায়, অন্যকে নহে। এইরূপে, শ্রুত্যুক্ত বিবক্ষিত (উপাসনার্থ গ্রহীতব্যরূপে কথিত) সমুদায় গুণই পরব্রহ্মে উপপন্ন হয়। [যত্তূক্তং...ভবন্তি] বলিয়াছিলে যে, মনোময় ও প্রাণ-শরীর, এ দুইটী জীবচিহ্ন, এ দুইটী জীব ভিন্ন ব্রহ্মে খাটে না, ইহাতেও আমরা বলি. ঐ দুইটীও (মনোময়ত্ব ও প্রাণশরীরত্ব) ব্রহ্মপক্ষে খাটিতে পারে। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বাত্মক, তখন অবশ্যই জীবসম্বন্ধীয় মনোময়ত্বাদিধর্ম্মও ব্রহ্মধর্ম্ম। এ কথা কে অস্বীকার করিবে? [তথাচ...গম্যতে] ব্রহ্ম

শ্রুতিস্মৃতী ভবতঃ।—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখ ইতি। সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ইতি চ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইতি চ শ্রুতিঃ শুদ্ধব্রহ্মবিষয়া। ইয়ন্তু শ্রুতিঃ মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইতি সগুণব্রহ্মবিষয়েতি বিশেষঃ। অতো বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ পরমেব ব্রহ্মেহোপাস্যত্বেনোপদিষ্টমিতি গম্যতে ॥ ২ ॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥*

স্যাদেতৎ। যথা সত্যসংকল্পাদয়োব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে এবং শারীবেঽপ্যুপপৎস্যন্তে শারীরস্য ব্রহ্মণোঽভেদাৎ। শারীরগুণা ইব মনোময়ত্বাদয়োব্রহ্মণীত্যত আহ সূত্রকারঃ।

সর্ব্বাত্মক, এ সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণ আছে। যথা—"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। যিনি বৃদ্ধ—যিনি যষ্টি অবলম্বনে গমনাগমন করেন—তিনি তুমি এবং যিনি বালক—অদ্যপ্রসূত—তিনিও তুমি।" "যাহার হস্ত পদ সর্ব্ব দিকে, যাঁহারই মস্তক, মুখ ও চক্ষু সর্ব্বত্র, যাঁহারই শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণ সমস্তলোকে দৃষ্ট হয়, তিনি এ সকল আক্রম বা আবরণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।" এতদ্ভিন্ন, সর্ব্বধর্ম্মাতীত শুদ্ধব্রহ্মবোধিকা শ্রুতিও আছে। যথা—"তিনি অপ্রাণ, অমনা ও শুভ্র অর্থাৎ গুণাতীত।" "তিনি মনোময় ও প্রাণশরীর"। এ শ্রুতিটী সগুণ-ব্রহ্ম-বোধিকা। এই জন্যই বলি, বিবক্ষিত গুণ সকল—সত্যকল্পাদি ধর্ম্ম সকল—পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয় সুতরাং উক্ত শ্রুতিতে পরব্রহ্মই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন।

* যস্মাৎ বিবক্ষিতানাং মনোময়ত্বাদীনাং গুণানাং জীবেঽনুপপত্তিঃ তস্মাৎ নাঽত্র শারীরোজীব উপাস্যঃ।—ব্রহ্মে জীবধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পাবে (খাটিতে পাবে), কিন্তু জীবে ব্রহ্মধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পাবে না (খাটান যায় না)। এ কারণ, জীব ঐ বাক্যের বিষয় অর্থাৎ উপাস্যরূপে উপদিষ্ট নহে।

পূর্ব্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানামুপপত্তিরুক্তা অনেন শারীরে তেষামনুপপত্তিরুচ্যতে। তু-শব্দোবধারণার্থঃ ব্রহ্মৈবোক্তেন ন্যায়েন মনোময়ত্বাদিগুণং ন তু শ জীবো মনোময়ত্বাদিগুণঃ। যৎকারণং, সত্যসংকল্প আকাশাত্মাঽবাক্যঽনাদরো জ্যায়ান্ পৃথিব্যা ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা গুণা ন শারীরে আঞ্জস্যেনোপপদ্যন্তে। শারীর ইতি শরীরে ভব ইত্যর্থঃ। নন্বীশ্বরোঽপি শরীরে ভবতি। সত্যং শরীরে ভবতি ন তু শরীর এব ভবতি। জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাদাকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য ইতি চ ব্যাপিত্বশ্রব-

অনুপপত্তেরিতি। সূত্রং ব্যাচষ্টে। পূর্ব্বেণেতি। সর্ব্বাত্মত্বাদিরুক্তন্যায়ঃ। কল্পিতস্য ধর্ম্মা অধিষ্ঠানে সম্বধ্যন্তে, ন আধিষ্ঠানধর্ম্মাঃ কল্পিত ইতি ভাবঃ। অধিষ্ঠানজ্ঞানকালে কল্পিতধর্ম্মাভাবাৎ। বাগেব বাকঃ সোঽস্যাস্তীতি বাকী। ন বাকী অবাকী অনিন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। কুত্রাপ্যাদরঃ কামোঽস্য নাস্তীত্যনাদরঃ নিত্যতৃপ্ত ইত্যর্থঃ। জ্যায়স্ত্বাদ্যনুপপত্তৌ শারীর ইতি পরি-

পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মে বিবক্ষিত গুণের (মনোময়ত্বাদি গুণের) সঙ্গতি দেখান হইয়াছে, এক্ষণে এ সূত্রের দ্বারা জীবে সে সকল গুণের অসমাবেশ দেখান যাইতেছে। তু শব্দের অর্থ অবধারণ। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক, তদনুসারে ব্রহ্মই মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট হন, কিন্তু জীব তদ্রূপগুণবিশিষ্ট হন না। [যৎ… পদ্যন্তে] কারণ এই যে, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, অবাকী (অনিন্দ্রিয়), অনাদর (যাহার কিছুতেই আদর বা কামনা নাই) অর্থাৎ নিত্যতৃপ্ত, পৃথিব্যাদি হইতে জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি ইত্যাদি গুণ বা ধর্ম্ম (বিশেষণ) শারীরে (জীবে) সারসারূপে উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ জীব-স্বভাবে সঙ্গত হয় না (খাটে না)। শারীর অর্থাৎ শরীরাবস্থিত জীব। [নন্ব…বৃত্ত্যভাবাৎ] যদি বল, ঈশ্বরও শারীর; কেন-না তিনিও শরীরে আছেন; শরীরে আছেন সত্য, কিন্তু তিনি যে কেবল শরীরেই আছেন, এমত নহে। তিনি অন্যত্রও আছেন। ঈশ্বর শরীরে আছেন, বাহিরেও আছেন, এ কথা "তিনি অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বড়, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত আছে। কিন্তু জীব কেবলমাত্র শরীরে আছেন,

ণাৎ। জীবস্তু শরীর এব ভবতি। তস্য ভোগাধিষ্ঠানাৎ শরীরাদন্যত্র বৃত্ত্যভাবাৎ ॥ ৩ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥ *

ইতশ্চ ন শারীরো মনোময়ত্বাদিগুণঃ। যস্মাৎ কর্ম্মকর্ত্তৃ-ব্যপদেশো ভবতি।—এতমিতঃ প্রেত্যাঽভিসম্ভবিতাঽস্মীতি। এতমিতি প্রকৃতং মনোময়ত্বাদিগুণমুপাস্যমাত্মানং কর্ম্মত্বেন প্রাপ্যত্বেন ব্যপদিশতি। অভিসম্ভবিতাঽস্মীতি শারীরমুপা-সকং কর্ত্তৃত্বেন প্রাপকত্বেন। অভিসম্ভবিতাঽস্মীতি প্রাপ্তা-স্মীত্যর্থঃ। ন চ সত্যাং গতাবেকস্য কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশো

চ্ছেদে হেতুঃ সূত্রোক্তঃ। স তু জীবস্যৈব নেশ্বরস্যেত্যাহ। সত্যমিত্যাদিনা। (ইতি রত্নপ্রভা)।

প্রাপকত্বেন ব্যপদিশতীতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশপদস্যার্থান্তরমাহ—"তথোপাস্যেতি"। (ইতি রত্নপ্রভা)।

অন্যত্র নাই। ভোগাধার শরীর ছাড়া অন্য স্থানে তাঁহার বিস্পষ্ট বিকাশ নাই। তজ্জন্যই তাঁহাকে (জীবকে) শারীর বলা যায়, ঈশ্বরকে নহে।

জীব যে মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে অন্য হেতু কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশ। অর্থাৎ প্রাপ্যপ্রাপকভাবের উপদেশ। যথা—"আমি (উপাসক) দেহপাতের অনন্তর ইহাঁকে (আমার পূর্ব্বোপাস্য মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়াছি।" বুঝিয়া দেখ, শ্রুতি "এতং" শব্দের দ্বারা মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উপাস্য আত্মাকে প্রাপ্য এবং 'প্রাপ্ত হইয়াছি' এই কথার দ্বারা উপাসক জীবকে তাহার প্রাপক বলি-

* যস্মাৎ মনোময়ত্বাদিগুণমুপাস্যং কর্ম্মত্বেন (প্রাপ্যত্বেন) উপাসকন্তু শারীরং কর্ত্তৃত্বেন (প্রাপকত্বেন) ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ তস্মাৎ অপি ন শারীরো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্ট ইতি পুরণীয়ম্।—শ্রুতি উপাস্য-মনোময়-আত্মাকে উপাসক-শারীরের প্রাপ্য বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারাও নিশ্চয় হয়, উক্ত মনোময় উপাস্য, জীব নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

যুক্তঃ। তথোপাস্যোপাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব। তস্মাদপি ন শারীরো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টঃ ॥ ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥ *

ইতশ্চ শারীরাদন্যো মনোময়ত্বাদিগুণঃ, যস্মাচ্ছব্দবিশেষো ভবতি সমানপ্রকরণে শ্রুত্যন্তরে। যথা, ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময় ইতি শারীরস্যাত্মনোঽন্যঃ শব্দোঽভিধায়কঃ সপ্তম্যন্তোঽন্তরাত্মন্নিতি তস্মাদ্বিশিষ্টোঽন্যঃ প্রথমান্তঃ পুরুষশব্দো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টস্যাত্মনোঽভিধায়কঃ। তস্মাত্তয়োর্ভেদোঽধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

একার্থত্বমেবাঽত্র প্রকরণস্য সমানত্বম্। অন্তরাত্মন্নিতি বিভক্তিলোপশ্ছান্দসঃ। শব্দয়োর্ব্বিশেষো বিভক্তিভেদঃ। অস্মাত্তয়োর্ভেদ ইতি সূত্রার্থঃ। (ইতি রত্নপ্রভা)।

য়াছেন। উপায় থাকিতে এক বস্তুর প্রতি ঐরূপ কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশ স্বীকার করিবে কেন? অপিচ, ভেদ বা ভিন্নতা না থাকিলে উপাস্য-উপাসক-ভাব সংঘটন হয় না, সে হেতুতেও জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য নহে বলিয়া স্থির হয়। (অভিপ্রায় এই যে, জীব জীবের উপাস্য, ইহা অসম্ভব)।

বোধক শব্দের বিভিন্নতা হেতু জীব মনোময়ত্বাদি গুণে উপাস্য নহে। সমানপ্রকরণ অন্য শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, "ব্রীহি, যব, শ্যামাক ও শ্যামাক-তণ্ডুল যদ্রূপ, অন্তরাত্মায় হিরণ্ময় পুরুষও তদ্রূপ।" এই শ্রুতি জীবকে সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত অন্তরাত্ম-শব্দে এবং মনোময়ত্বাদিগুণ যোগে উপাস্য পরমাত্মাকে প্রথমাবিভক্তিযুক্ত পুরুষ-শব্দে উপদেশ করিয়াছেন। এই ভেদ (বোধক শব্দের বিভিন্নতা) উক্ত উভয়ের বিভিন্নতা বুঝাইয়া দেয়।

* শারীরাভিধায়কশব্দ-মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টোপাস্যাভিধায়কশব্দয়োর্ব্বিশেষাৎ বিভক্তিভেদেন ভেদাৎ তদন্যঃ শারীরোমনোময়ত্বাদিবিশিষ্টঃ শব্দভেদাদর্থভেদ ইতি যাবৎ।—বোধক শব্দের ভিন্নতা থাকাতেও জীব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মে উপাস্য নহে, ব্রহ্মই উপাস্য, ইহা জানিতে পারা যায়।

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥ *

স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্মনোর্ভেদং দর্শয়তি, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ইত্যাদ্যা। অত্রাহ। কঃ পুনরয়ং শারীরো নাম পরমাত্মনোঽন্যো যঃ প্রতিষিধ্যতে, অনুপপত্তেস্তু ন শারীর ইত্যাদিনা। শ্রুতিস্তু নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা ইত্যেবঞ্জাতীয়কা পরমাত্মনোঽন্যমাত্মানং বারয়তি। তথা স্মৃতিরপি, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত! ইত্যেবঞ্জাতীয়কেতি।

যত্তদবোচাম সমারোপ্যধর্ম্মাঃ সমারোপবিষযে সম্ভবন্তি ন তু বিষয়ধর্ম্মাঃ সমারোপ্য ইতি তস্যেত উত্থানম্। অত্রাহ—চোদকঃ।—"কঃ পুনরয়ং শারীরোনাম" ইতি। ন তাবদ্ভেদপ্রতিষেধাদ্ভেদব্যপদেশাচ্চ ভেদাভেদাবেকত্র তাত্ত্বিকৌ ভবিতুমর্হতোবিরোধাদিত্যুক্তম্। তস্মাদেকমিহ তাত্ত্বিকমতাত্ত্বিকং চেতরৎ। তত্র পৌর্ব্বাপর্য্যেণাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরত্বাদ্বেদান্তানাং দ্বৈতগ্রাহিণশ্চ মানান্তরস্যাভাবাত্তদ্বাধনাচ্চ তেনাদ্বৈতমেব পরমার্থঃ। তথা

স্মৃতিও জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। যথা—"হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর যন্ত্রারূঢ় (শরীরারূঢ়) সমস্ত ভূতকে (প্রাণীকে অর্থাৎ জীবকে) মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত করিয়া সমুদায় জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।" ইত্যাদি।

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বপক্ষ করেন, অনুপপত্তি-সূত্রে যে পরমাত্মা ভিন্ন শারীরাত্মার (জীবাত্মার) উপাস্যতা নিষেধ করা হইয়াছে, সে শারীর (আত্মা) আবার কি? কোন্ আত্মা? শ্রুতি বলেন, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা নাই। সুতরাং শ্রুতির মতে অন্য আত্মা নাই। কন্তু অনুপপত্তিসূত্র বলেন, শারীরাত্মা অনুপাস্য। এ কথার মর্ম্ম কি?

---

* স্মৃতঃ জীবপরমাত্মভেদবোধিকায়াঃ স্মৃতেঃ।—স্মৃতি হৃদিস্থ ঈশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন। এ হেতুতেও জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য নহে, ব্রহ্মই উপাস্য।

অত্রোচ্যতে। সত্যমেবৈতৎ পর এবাত্মা দেহেন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধ্যুপাধিভিঃ পরিচ্ছিদ্যমানো বালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে। যথা ঘটকরকাদ্যুপাধিবশাদপরিচ্ছিন্নমপি নভঃ পরিচ্ছিন্ন-বদবভাসতে তদ্বৎ। তদপেক্ষয়া চ কর্ম্মত্বকর্ত্তৃত্বাদিভেদ-ব্যবহারো ন বিরুধ্যতে, প্রাক্ তত্ত্বমসি ইত্যাত্মৈকত্বোপ-

চাত্মশপত্তেশ্চিত্যাদাসঙ্গতার্থমিত্যর্থঃ। পরিহরতি "সত্যমেবৈতৎ, পর এবাত্মা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিভিরবচ্ছিদ্যমানোবালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে।" অনাদ্যবিদ্যাবচ্ছেদলব্ধজীবভাবঃ পর এবাত্মা স্বতোভেদেনাবভাসতে। তাদৃশাশ্চ জীবানামবিদ্যা ন তু নিরুপাধিনোব্রহ্মণঃ। ন চাবিদ্যায়াং সত্যাং জীবাত্মবিভাগঃ সতি চ জীবাত্মবিভাগে তদাশ্রয়াংবিদ্যেত্যন্যোন্যাশ্রয়-মিতি সাম্প্রতম্। অনাদিত্বেন জীবাবিদ্যয়োর্ব্বীজাঙ্কুরবদনবক্লৃপ্তেরযোগাৎ। ন চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেশ্চ সতঃ কুতোঽকস্মাৎ সংসারিণো যো হি পরতন্ত্রঃ সোঽন্যেন বন্ধনাগারে প্রবেশ্যেত ন তু স্বতন্ত্র ইতি বাচ্যম। ন হি তত্ত্বাগস্য জীবস্য সম্প্রতিতনী বন্ধনাগারপ্রবেশিতা যেনানুযুজ্যেত কিং ত্বিয়মনাদিঃ পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মাবিদ্যাসংস্কারনিবন্ধনা নানুযোগমর্হতি। ন চৈতাবতা ঈশ্বরস্যা-নীশতা। ন হ্যপকরণাদ্যপেক্ষিতা কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যং বিহন্তি। তস্মাৎ যৎ-কিঞ্চিদেতদপীতি।

স্মৃতৌ হৃদিস্থস্য জীবাত্তেদোক্তেরত্রাপি হৃদিস্থো মনোময় ঈশ্বর ইত্যাহ—স্মৃতেশ্চেতি। ভূতানি জীবান্। যন্ত্রং শরীরম্। অত্র সূত্রকৃতা সত্যভেদ উক্ত ইতি ভ্রান্তিনিরাসায় ঈক্ষত্যধিকরণে নিরস্তমপি চোদ্যমুত্থাপ্য নিরস্যতি অত্রাহেত্যাদিনা। স্বতন্ত্ররীত্যা বস্তুত একত্বমেব ভেদস্তু কল্পিতঃ সূত্রেষনূদ্যত ইত্যাহ—সত্যমিতি। (ইতি রত্নপ্রভা)

মর্ম্ম এই যে,—[সত্য...তদ্বৎ] সত্য সত্যই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা নাই; পরন্তু সেই একই পরমাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানীর নিকট শারীর (জীব) এই কাল্পনিক আখ্যা লাভ করেন। যেমন আকাশ এক ও অপরিচ্ছিন্ন হইলেও ঘটাদি উপাধির যোগে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবভাস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। [তদপেক্ষয়া স্যাৎ] যতদিন না "আমি পরমাত্মা" এতাদৃশ একাত্মবিজ্ঞান জন্মে ততদিন কথিতপ্রকার ভেদবুদ্ধিজনিত কর্তৃত্বাদি

দেশগ্রহণাৎ। গৃহীতে ত্বাত্মৈকত্বে বন্ধমোক্ষাদিসর্ব্ববব্যবহার-পরিসমাপ্তিরেব স্যাৎ ॥ ৬ ॥

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥*

অর্ভকমল্পমোকো নীড়ম্। এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়মিতি পরিচ্ছিন্নায়তনত্বাৎ স্বশব্দেন চাণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বেত্য-ণীয়স্ত্বব্যপদেশাৎ শারীর এবারাগ্রমাত্রো জীব ইহোপ-দিশ্যতে ন সর্ব্বগতঃ পরমাত্মেতি যদুক্তং তৎ পরিহর্ত্তব্যম্।

অর্ভকমোকো যস্য সোঽর্ভকৌকাঃ তস্য ভাবস্তত্বং তস্মাৎ। আর্থিকমল্পত্বং অণীয়ানিত্যল্পত্ববাচকশব্দেনাপি শ্রুতমিত্যাহ—"স্বশব্দেন" ইতি। নায়ং দোষ

ব্যবহার অবিরুদ্ধ থাকে। একাত্মবিজ্ঞান উদিত হইলে বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি যাবন্ত ব্যবহার সমস্তই তিরোহিত বা সমাপ্ত হয়।

অর্ভক-শব্দে অল্প, ওকস্-শব্দে স্থান (বাসস্থান)। "আত্মা আমার হৃদয়ে" এ শ্রুতির ভাবার্থে জীবাত্মাই লব্ধ হয়। কারণ এই যে, জীবাত্মাই হৃদয়রূপ অল্পস্থানে বাস করেন। এ অর্থ "আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও অল্প" ইত্যাদি শ্রুতিস্থ অল্পবাচক শব্দে ব্যক্ত হইতেছে। অতএব, আরাগ্র † সূক্ষ্ম জীবই উদাহৃত শ্রুতির উপদেশ্য, সর্ব্বগত পরমাত্মা উহার উপদেশ্য হইতে পারে না। পূর্ব্ব কথিত এই আপত্তি এতৎসূত্রে পরিহৃত হইতেছে। ব্যাস বলিতেছেন, পরমাত্মা সম্বন্ধে ঐরূপ অল্পস্থানতার উল্লেখ দুষ্য নহে।

* অর্ভকং অল্পং ওকঃ স্থানং যস্য স অর্ভকৌকাস্তস্য ভাবস্তত্বং তস্মাৎ। অল্পস্থানস্থিত-ত্বোক্তেরিতি যাবৎ। তদ্ব্যপদেশাচ্চ অণীয়ানিত্যাদিনা হ্রস্বতাবাচকশব্দেনাঽপ্যণীয়স্ত্ব কথনাৎ অপি ন বাস্তি তদ্বাক্যস্য ব্রহ্মপরতা ইতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। কুতঃ? নিচায্যত্বাৎ হৃদয়পুণ্ড-রীকাদাবেব দ্রষ্টব্যত্বাৎ এবং তাদৃগুপদেশ ইতি যাবৎ। ব্যোমবচ্চ আকাশদৃষ্টান্তেনাপি স সম্ভবতীত্যর্থঃ।—আত্মা হৃদয়ের অন্তরে, আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, ইত্যাদিপ্রকার অল্পস্থান ও অল্পপরিমাণ উক্ত হওয়ায় তাঁহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহে বলিবে, তাহা পারিবে না। কারণ এই যে, তিনি হৃৎপদ্ম মধ্যেই দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট হন। তদনুসারেই উক্ত শ্রুতির পরমাত্মা অর্থ আকাশ দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইয়া থাকে।

† আরা—সূচী বা চর্ম্মভেদক সূক্ষ্ম শলাকা।

অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। ন তাবৎ পরিচ্ছিন্নদেশস্য সর্ব্বগতত্বব্যপদেশঃ কথমপ্যুপপদ্যতে সর্ব্বগতস্য তু সর্ব্ব-দেশেষু বিদ্যমানত্বাৎ পরিচ্ছিন্নদেশত্বব্যপদেশোঽপি কয়া-চিদপেক্ষয়া সম্ভবতি। যথা সমস্তবসুধাধিপতিরপি হি সন্ন-যোধ্যাধিপতিরিতি ব্যপদিশ্যতে। কয়া পুনরপেক্ষয়া সর্ব্ব-গতঃ সন্নীশ্বরোঽর্ভকৌকা অণীয়াংশ্চ ব্যপদিশ্যত ইতি? নিচায্যত্বাদেবমিতি ক্রমঃ। স এবমণীয়স্ত্বাদিগুণগণোপেত ঈশ্বরস্তত্র হৃদয়পুণ্ডরীকে নিচায্যোদ্রষ্টব্য উপদিশ্যতে। যথা শালগ্রামে হরিঃ। তত্রাস্য বুদ্ধিবিজ্ঞানং গ্রাহকম্। সর্ব্বগতোঽপীশ্বরস্তত্রোপাস্যমানঃ প্রসীদতি। ব্যোমবচ্চৈতদ্ দ্রষ্টব্যম্।

ইত্যুক্তং বিবৃণোতি "ন তাবৎ" ইতি। কথমপি ব্রহ্মভাবাপেক্ষয়াপীত্যর্থঃ। পরিচ্ছেদত্যাগং বিনা ব্রহ্মত্বাসম্ভবাৎ তত্ত্যাগে চ ব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বমায়াতীতি ভাবঃ। বিভোঃ পরিচ্ছেদোক্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—"যথা সমস্ত" ইতি। সর্ব্বেশ্বরস্যাঽযোধ্যায়াং স্থিত্যপেক্ষাপরিচ্ছেদোক্তিবৎ অল্পহৃদি ধ্যেয়ত্বেন তথোক্তি-

[ন তাবৎ...ক্রমঃ] যে পরিচ্ছিন্ন স্থানে থাকে তাহার সর্ব্বস্থানস্থতা কথন কোনও প্রকারে সিদ্ধ করা যায় না; কিন্তু যে সর্ব্বগত—সর্ব্বস্থানে থাকে—সর্ব্বস্থানে থাকা হেতু তৎসম্বন্ধে পরিচ্ছিন্নস্থানকথন কোন এক প্রধান স্থান উপলক্ষে উপপন্ন বা সম্ভব হইতে পারে। যেমন সমগ্রপৃথিবীর পতিকে অযোধ্যাধিপতি বলা যায়, সেইরূপ, সর্ব্বত্রাবস্থিত ঈশ্বরকেও হৃদয়াদিস্থ বলা যায়। ঐরূপ অভিপ্রায়েই তিনি হৃদয়ে নিচায্য (চিন্তনীয়) বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। [স...প্রসীদতি] যেমন শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণু দর্শনের উপদেশ, সেইরূপ হৃৎপদ্মমধ্যে ঈশ্বর-দর্শনের উপদেশ। (শাল-গ্রামার্পিত বিষ্ণুবুদ্ধি যেমন বিষ্ণুভাবের প্রধান গ্রাহক, তদ্রূপ হৃৎপুণ্ডরীকও পরমাত্মস্বরূপের প্রধান গ্রাহক। পরমাত্মা হৃৎপ্রদেশেই অধিকরূপে পরি-ব্যক্ত হন, হৃৎপদ্মই ঈশ্বরাভিব্যক্তির উৎকৃষ্ট স্থান, এই অভিপ্রায়েই হৃদয়রূপ অল্পস্থানের উপদেশ হইয়াছে) সর্ব্বগত ঈশ্বর হৃৎপুণ্ডরীকে উপাস্যমান হইলে তিনি শীঘ্র উপাসকের প্রতি প্রসন্ন হন। [ব্যোম...ভবতি] এ সিদ্ধান্ত ব্যোমদৃষ্টান্তে সংগত হইতে পারে। যেমন সর্ব্বগত আকাশ সূচী

যথা সর্ব্বগতমপি সদ্ব্যোম সূচীপাশাদ্যপেক্ষয়াঽর্ভকৌকো-ঽণীয়শ্চ ব্যপদিশ্যতে এবং ব্রহ্মাপি। তদেবং নিচায্যত্বা-পেক্ষং ব্রহ্মণোঽর্ভকৌকস্ত্বমণীয়স্ত্বঞ্চ ন পারমার্থিকম্। তত্র যদাশঙ্ক্যতে হৃদয়ায়তনত্বাদ্ ব্রহ্মণো হৃদয়ায়তনানাঞ্চ প্রতি-শরীরং ভিন্নত্বাদ্ ভিন্নায়তনানাঞ্চ শুকাদীনামনেকত্বসাব-য়বত্বাঽনিত্যত্বাদিদোষদর্শনাদ্ ব্রহ্মণোঽপি তদ্বৎ প্রসঙ্গ ইতি তদপি পরিহৃতং ভবতি ॥ ৭ ॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥৮॥ *

ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্চি-

রিত্যর্থঃ। নন্বু কিমিতি হৃদয়মেব প্রায়েণোচ্যতে তত্রাহ—"তত্র" ইতি। হৃদয়ে পরমাত্মনো বুদ্ধিবৃত্তিগ্রাহিকা ভবতি। অত ঈশ্বরাভিব্যক্তিস্থানত্বা-ত্তদুক্তিরিত্যর্থঃ। (ইতি রত্নপ্রভা)

প্রভৃতি উপাধিতে অল্প ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি বহুপ্রকারে ব্যপদিষ্ট হয়, তেমনি, ব্রহ্মও উপাধি-অনুসারে অল্প ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি বহুপ্রকারে ব্যপদিষ্ট হন। অতএব, শাস্ত্রে ব্রহ্মের অল্পস্থানবাসিত্বকথন ও সূক্ষ্মত্ব কথন আপেক্ষিক, বাস্তব নহে। সুতরাং ব্রহ্মের বাসস্থান হৃদয়, হৃদয় আবার শরীরভেদে ভিন্ন, বিভিন্নস্থানবাসী পক্ষীতে সাবয়বত্বাদিদোষ আছে, তাহাদের ন্যায় ব্রহ্মেরও ঐ সকল দোষ থাকিতে পারে,—এ সকল আশঙ্কাও নিরাকৃত অর্থাৎ থাকিল না।

আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্ম সকল প্রাণীর হৃদয়ে আছেন এবং তিনি

* হৃদয়সম্বন্ধাৎ চিদ্রূপতয়া চ জীবেনাবিশিষ্টত্বাৎ ব্রহ্মণোঽপি সুখদুঃখাদিভোগ ইতি ন। কুতঃ? বৈশেষ্যাৎ বিশেষাদিত্যর্থঃ। স্বার্থে ষ্যঞ্। জীবস্য ধর্ম্মাদিমত্ত্বমস্তি পরস্য তু তন্নাস্তীতি তয়োর্ব্বিশেষোভেদোঽস্ত্যেবেতি ন জীবভোগে ব্রহ্মভোগ ইত্যর্থঃ।—ব্রহ্ম হৃদয়বাসী ও চিদ্রূপ, জীবও হৃদয়বাসী ও চিদ্রূপ, এতদনুসারে ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন প্রভেদ থাকিতেছে না, সুতরাং জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও সুখদুঃখাদি ভোগ থাকা উচিত, এরূপ বলিতে পার না। কেন না, প্রোক্ত প্রকারে বিশেষ বা প্রভেদ না থাকিলেও অন্যপ্রকারে প্রভেদ আছে। অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মঘটিত প্রভেদ আছে। অভিপ্রায় এই যে, কল্পিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবস্বরূপেই সংলগ্ন, ব্রহ্মস্বরূপে নহে, সুতরাং প্রভেদ আছে।

দ্রূপতয়া চ শারীরেণাবিশিষ্টত্বাৎ সুখদুঃখাদিসম্ভোগো-ঽপ্যবিশিষ্টঃ প্রসজ্যেত। একত্বাচ্চ। ন হি পরস্মাদাত্মনো-ঽন্যঃ কশ্চিদাত্মা সংসারী বিদ্যতে, নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্মাৎ পরস্যৈব সংসার-সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ। ন তাবৎ সর্ব্ব-প্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাচ্ছারীরবদ্‌ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রসঙ্গো বৈশেষ্যাৎ। বিশেষো হি ভবতি শারীরপরমেশ্বরয়োরেকঃ কর্ত্তা ভোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসাধনঃ সুখদুঃখাদিমাংশ্চ, একস্তদ্বিপরীতোঽপহত-পাপ্মত্বাদিগুণঃ। এতস্মাদনয়োর্ব্বিশেষাদেকস্য ভোগো, নেতরস্য। যদি চ সন্নিধানমাত্রেণ বস্তুশক্তিমনাশ্রিত্য কার্য্যসম্বন্ধোঽভ্যুপগম্যেত, আকাশাদীনামপি দাহাদিপ্রসঙ্গঃ।

বিশেষাদিতি বক্তব্যে বৈশেষ্যাভিধানমাত্যন্তিকং বিশেষং প্রতিপাদয়িতুম্। তথাঽবিদ্যাকল্পিতঃ সুখাদিসম্ভোগোঽবিদ্যাত্মন এব জীবস্য যুজ্যতে

চিৎস্বরূপ; সুতরাং তাহার সহিত জীবের কোনরূপ প্রভেদ নাই বলিয়াই অনুমিত হয়; বিশেষ বা প্রভেদ না থাকায় ব্রহ্মেরও জীবের ন্যায় সুখ দুঃখাদি ভোগ প্রসজ্জিত হয়। "পরমাত্মা ভিন্ন পৃথক্ দ্রষ্টা শ্রোতা নাই" এ শ্রুতিতে একাত্মবাদ উক্ত হওয়ায় জীবাত্মার ভোগে পরমাত্মারও ভোগ, ইহাও সিদ্ধ হয়। এরূপ বলিলে তাহার প্রত্যুত্তরে অবশ্যই বলা যায়, না— ঐরূপে পরমাত্মার ভোগ সিদ্ধ হয় না। কেন-না, জীবের সহিত পরমাত্মার বৈশেষ্য (প্রভেদ) আছে। [ন···নেতরস্য] হৃদয়সম্বন্ধ আছে; তাই বলিয়া জীবের ন্যায় ব্রহ্মের ভোগসম্পর্ক আপত্তীকৃত হইবে, তাহা হইবে না। হেতু এই যে, উক্ত উভয়ের বৈশেষ্য (ভিন্নতা) আছে। শরীরাবস্থিত জীব ও সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, এ দু-এর একটাই কর্ত্তা ও ভোক্তা, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন ও সুখদুঃখাদি ভোগ করে, কিন্তু অন্যটী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অতীত। কাজেই বলিতে হয়, জীবেরই ভোগ, নহে। [যদি···ভবতি] বস্তুশক্তি না দেখিয়া, কেবলমাত্র (নিকটে থাকা) দেখিয়া কার্য্যসম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে আকাশাদির

সর্ব্বগতানেকাত্মবাদিনামপি সমাবেতৌ চোদ্যপরিহারৌ। যদপ্যেকত্বাৎ ব্রহ্মণ আত্মান্তরাভাবাৎ শারীরস্য ভোগেন ব্রহ্মণো ভোগপ্রসঙ্গ ইতি, অত্র বদামঃ। ইদং তাবদ্দেবানাং প্রিয়ঃ প্রষ্টব্যঃ, কথময়ং ত্বয়া আত্মান্তরাভাবোঽধ্যবসিত ইতি। তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতেত্যাদিশাস্ত্রেভ্য ইতি চেৎ, যথাশাস্ত্রং তর্হি শাস্ত্রীয়োঽর্থঃ প্রতিপত্তব্যো ন তত্রার্দ্ধজরতীয়ং লভ্যম্। শাস্ত্রঞ্চ তত্ত্বমসীত্যপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণং ব্রহ্ম শারীরস্যাত্মত্বেনোপদিশৎ শারীরস্যৈব তাবদুপভোক্তৃত্বং বারয়তি কুতঃ তদুপভোগেন ব্রহ্মণ উপভোগপ্রসঙ্গঃ। অথাগৃহীতং শারীরস্য ব্রহ্মণৈকত্বং, তদা মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ শারীরস্যোপভোগো ন তেন পরমার্থরূপস্য ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ। ন হি বালৈস্তলমলিনতাদিভির্ব্ব্যোম্নি বিকল্প্যমানে তলমলিনতা-

---

দাহসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহাদের মতে আত্মা বহু অথচ বিভু, তাহাদের মতেও এই আপত্তি ও এই খণ্ডন সমান জানিবে। (ব্রহ্ম অদ্বয় সুতরাং জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে,) ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, সুতরাং জীবাত্মার ভোগে ব্রহ্মেরও ভোগ অঙ্গীকার্য্য, এ বিষয়ে আমরা এইরূপ বলিব। দেবপ্রিয় (পশু বা পশুতুল্য) আপত্তিকারীকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মাতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা তুমি কোন্ প্রমাণে নিশ্চয় করিলে? যদি বল, "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় রীতিতেই ঐ সকল শাস্ত্রের যথাশাস্ত্র অর্থ কর, তাহাতে আর অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় প্রবেশ করাইও না। (বৃদ্ধার এক অঙ্গ জীর্ণ অপর অঙ্গ যুবা অর্থাৎ কেবলমাত্র মুখখানি কামুক, অঙ্গ সকল অকামুক, এরূপ ভাবের অর্থ করা সঙ্গত নহে)। তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্র অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মকেই জীবের স্বরূপ বলিয়া উপদেশ করতঃ জীবের ভোগ নাই বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে। জীব ব্রহ্ম এক, অভিন্ন, এ তত্ত্ব যখন অজ্ঞাত থাকে, তখনই জীবে তাদৃশ-অজ্ঞান-নিমিত্তক কল্পিত-ভোগ স্বীকৃত হয়। কিন্তু সে ভোগে অপাপবিদ্ধ ব্রহ্ম সংস্পৃষ্ট হন না। বালক বা অজ্ঞ লোক

দিবিশিষ্টমেব পরমার্থতো ব্যোম ভবতি। তদাহ, ন বৈশে-ষ্যাদিতি। নৈকত্বেঽপি শারীরস্যোপভোগেন ব্রহ্মণ উপ-ভোগপ্রসঙ্গো বৈশেষ্যাৎ। বিশেষো হি ভবতি মিথ্যাজ্ঞান-সম্যগ্‌জ্ঞানয়োঃ। মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত উপভোগঃ, সম্যগ্-জ্ঞানদৃষ্টমেকত্বম্। ন চ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতেনোপভোগেন সম্যগ্‌জ্ঞানদৃষ্টং বস্তু সংস্পৃশ্যতে। তস্মান্নোপভোগগন্ধোঽপি শক্য ঈশ্বরস্য কল্পয়িতুম্॥ ৮॥

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥৯॥ *

কঠবল্লীষু পঠ্যতে—যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনঃ।

ন তু নিমৃষ্টনিখিলাবিদ্যাতদ্বাসনস্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য পরমাত্মন ইত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্।

"কঠবল্লীষু পঠ্যতে।

'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র স' ইতি॥

অজ্ঞান বশতঃ আকাশে মালিন্যাদি কল্পনা করে, (আকাশকে গোল ও নীলবর্ণ বলে), কিন্তু আকাশ সে কল্পনায় মলিন হয় না।) [তদাহ··· কল্পয়িতুং] ইহা বুঝাইবার জন্যই সূত্রে "বৈশেষ্যাৎ" বলা হইয়াছে। যে হেতু বিশেষ আছে, প্রভেদ আছে, সেই হেতু, মূলে ঐক্য থাকিলেও জীবের উপভোগে (জীবের সুখ দুঃখে) ব্রহ্মের উপভোগ সিদ্ধ হয় না। হেতু এই যে, মিথ্যা জ্ঞান ও সম্যক্ জ্ঞান এ দুয়ের বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ আছে। ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত অর্থাৎ (ভ্রমকল্পিত), আর ঐক্য (জীবব্রহ্মের অভেদ) সম্যক্‌জ্ঞান-দৃষ্ট। ভ্রমকল্পিত ভোগ কি প্রকারে সম্যক্‌জ্ঞানজ্ঞাত বস্তুতে লিপ্ত হইবে? ভ্রমকল্পিত সর্প কি রজ্জুতে লিপ্ত হয়? সেই জন্যই বলি, ঈশ্বরে ভোগের লেশমাত্রও সিদ্ধ করিতে পারিবে না।

---

* অত্তি ভক্ষয়তীতি অত্তা। অদ্ ভক্ষণে তৃচ্। কঠবল্লীষু যঃ অত্তৃরূপেণোক্তঃ স পরমাত্মৈব নান্যঃ। কুতঃ? চরাচরগ্রহণাৎ। চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ তস্য তদদ্যত্বেন গ্রহণং কথনং তস্মাৎ।—কঠ শ্রুতি যাঁহাকে অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তিনি পরমাত্মা। কারণ এই যে, এই চরাচর জগৎ সেই অত্তার অন্নরূপে কথিত হইয়াছে। চরাচর জগৎ ভক্ষণ করে, আত্মসাৎ করে, এ শক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহার নাই।

মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ইতি। অত্র কশ্চিদোদনোপসেচনসূচিতোঽত্তা প্রতীয়তে। তত্র কিমগ্নিরত্তা স্যাদুত জীবোঽথবা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ, বিশেষানবধারণাৎ। ত্রয়াণাঞ্চাগ্নিজীবপরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে প্রশ্নোপন্যাসোপলব্ধেঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। অগ্নিরত্তেতি। কুতঃ।

অত্র কশ্চিৎ ওদনোপসেচনসূচিতোঽত্তা প্রতীয়তে"। অত্র অত্তৃত্বঞ্চ ভোক্তৃতা বা সংহর্ত্তৃতা বা স্যাৎ। ন চ প্রস্তুতস্য পরমাত্মনোভোক্তৃতাস্তি। 'অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' ইতি শ্রুত্যা ভোক্তৃতাপ্রতিষেধাৎ। জীবাত্মনশ্চ ভোক্তৃতাবিধানাৎ 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তী'তি। তদ্যদি ভোক্তৃত্বমত্তৃত্বং ততোমুক্তসংশয়ং জীবাত্মৈব প্রতিপত্তব্যঃ। ব্রহ্মক্ষত্রাদি চাস্য কার্য্য-করণসঙ্ঘাতোভোগায়তনতয়া বা সাক্ষাদ্বা সম্ভবতি ভোগ্যম্। অথ তু সংহর্ত্তৃতা ভোক্তৃতা ততস্ত্রয়াণামগ্নিজীবপরমাত্মনাং প্রশ্নোপন্যাসোপলব্ধেঃ সংহর্ত্তৃত্বস্যাবিশেষাদ্ভবতি সংশয়ঃ—কিমত্তাঽগ্নিরাহো জীব উতাহো পর-

---

কঠ উপনিষদে পঠিত হইয়াছে,—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাহার ওদন (অন্ন বা ভক্ষ্য), মৃত্যু যাহার উপসেচন (অন্নসংস্কারক ঘৃতাদি দ্রব্য অর্থাৎ যাহা অন্নের সহিত মাখিয়া খাইতে হয়), তিনি (সেই অত্তা বা ভোক্তা) যাঁহাতে আছেন, তিনি যাহা বা যে প্রকার, তাহা কে জানে?" * ইহাতে যে ওদন ও উপসেচন শব্দ আছে, তদ্দ্বারা কেবলমাত্র কোন এক অত্তার (ভক্ষকের) প্রতীতি হয়। এ অত্তা কে? অনুসন্ধান করিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পাওয়া যায় সুতরাং সংশয় জন্মে। অর্থাৎ অগ্নিই অত্তা? না জীব অত্তা? অথবা পরমাত্মাই অত্তা? যেহেতু বিশেষ অবধারণ নাই এবং কঠ গ্রন্থে অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিনের কথাই আছে, সেই হেতু ঐরূপ সংশয় জন্মে। সংশয়ের পর প্রথমতঃ অগ্নিকেই পাওয়া যায়। লোকেও বিদিত আছে, "অগ্নি ভক্ষক" এবং শ্রুতিতেও দেখা যায়, "অগ্নি অন্নভক্ষক।"

---

* ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এ দুইটী উপলক্ষক শব্দ। সুতরাং চ সংযুক্ত ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থ জগৎ। পরমেশ্বর মৃত্যু মাখিয়া জগৎরূপ অন্ন ভক্ষণ করেন অর্থাৎ সংহার করেন। এরূপ পরমেশ্বর ব্রহ্মচৈতন্যে অবস্থিত। পরমেশ্বরের স্থিতিস্থান চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কে জানিতে পারে?

অগ্নিরন্নাদ ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধিভ্যাম্। জীবো বাঽত্তা স্যাৎ। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি ইতি দর্শনাৎ। ন পরমাত্মা। অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি দর্শনাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ, অত্তাঽত্র পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। চরাচরগ্রহণাৎ। চরাচরং হি স্থাবরজঙ্গমং মৃত্যূপসেচনমিহাদ্যত্বেন প্রতীয়তে। তাদৃশস্য চাদ্যস্য ন পরমাত্মনোঽন্যঃ কাৎস্ন্যেনাঽত্তা সম্ভবতি। পরমাত্মা তু বিকারজাতং সংহরন্ সর্ব্বমত্তীত্যুপপদ্যতে। নন্বিহ চরাচরগ্রহণং নোপলভ্যতে, তৎ কথং

মাপ্নোতি। অ ত্রাদনস্য ভোগ্যত্বেন লোকে প্রসিদ্ধের্ভোক্তৃত্বমেব প্রথমং বুদ্ধৌ বিপরিবর্ত্ততে চবমত্র সংহর্ত্তৃত্বমিতি ভোক্তৈবাত্তা। তথা চ জীব এব। 'ন জায়তে ম্রিয়তে' ইতি চ তস্যৈব স্মৃতিঃ। সংহারকালেঽপি সংস্কারমাত্রেণ তস্যাবস্থানাৎ। দুর্জ্ঞানত্বঞ্চ তস্য সূক্ষ্মত্বাৎ। তস্মাজ্জীব এবাত্রেহোপাস্যত্বেনাত প্রাপ্তম্। যদি তু সংহর্ত্তৃত্বমত্তৃত্বং তথাপ্যগ্নিরত্তা। 'অগ্নিরন্নাদ' ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধিভ্যাম। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। অত্তাঽত্র পরমাত্মা, কুতঃ, চরাচরগ্রহণাৎ। 'উভে যস্যৌদন' ইতি 'মৃত্যুর্যস্যোপসেচন'মিতি চ শ্রূয়তে। অত্র যদি জীবস্য ভোগায়তনতয়া তৎসাধনতয়া চ কার্য্যকরণসংঘাতঃ স্থিতো ন তর্হ্যোদনঃ। ন হ্যোদনোভোগায়তনং নাপি ভোগসাধনমপি তু ভোগ্যঃ। ন চ ভোগায়তনস্য ভোগসাধনস্য বা ভোগ্যত্বং মুখ্যম। ন চাঽত্র মৃত্যুরুপসেচনতয়া কল্প্যতে। ন চ জীবস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো ব্রহ্মক্ষত্রাদিরূপো-

[জীবোবা . গ্রহণাৎ] কিংবা অত্তা-শব্দের অর্থ ঐ স্থলে জীব। কেন-না, অত্তা শব্দের অর্থ ভোগকর্ত্তা। শ্রুতিতে উক্ত আছে, "জীবাত্মা পরমাত্মা এ দুয়ের মধ্যে জীবাত্মাই পিপপল (কর্ম্মফল) স্বাদু জ্ঞানে ভোগ করেন।" "পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না, কেবলমাত্র দেখেন।" এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় বলিতে হইল, এখানে পরমাত্মাই অত্তা। হেতু এই যে, এই চরাচর জগৎ ঐ অত্তার অন্নরূপে কথিত হইয়াছে। [চরাচরং . পদ্যতে] মৃত্যুপসিক্ত জগদ্রূপ ওদনের অত্তা (ভক্ষক) পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নহে। এই চরাচর বিশ্ব পরমাত্মাতেই সংহৃত হয়, লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পরমাত্মাকেই চরাচর ওদনের অত্তা বলা সঙ্গত। [নন্বিহ . প্রসক্তঃ] যদি বল, উদাহৃত শ্রুতিতে চরাচর শব্দ নাই, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-ক্ষত্র-শব্দ

সিদ্ধবচ্চরাচরগ্রহণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে ? নৈষ দোষঃ। মৃত্যুপসেচনত্বেন সর্ব্বস্য প্রাণিনিকায়স্য প্রতীয়মানত্বাদ্ ব্রহ্ম-ক্ষত্রয়োশ্চ প্রাধান্যাৎ প্রদর্শনার্থত্বোপপত্তেঃ। যত্তু পর-মাত্মনোঽপি নাত্তৃত্বং সম্ভবতি, অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীতি দর্শনাদিতি, অত্রোচ্যতে। কর্ম্মফলভোগস্য প্রতিষেধক-মেতদ্দর্শনং তস্য সন্নিহিতত্বাৎ, ন বিকারসংহারস্য প্রতি-ষেধকং, সর্ব্ববেদান্তেষু সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ পরমাত্মৈবেহাঽত্তা ভবিতুমর্হতি॥৯॥

ভক্ষ্যঃ কস্যচিৎ ক্রূরসত্ত্বস্য ব্যাঘ্রাদেঃ কশ্চিত্তবেৎ ন তু সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য জীবস্য। তেন ব্রহ্মক্ষত্রবিষয়মপি জীবস্যাঽত্তৃত্বং ন ব্যাপ্নোতি কিমঙ্গ পুনর্মৃত্যুপসেচন-প্রাপ্তং চরাচরম্। ন চোদনপদাৎ প্রথমাবগতভোগ্যত্বানুরোধেন যথাসম্ভব-মত্তৃত্বং যোজ্যত ইতি যুক্তম্। ন হ্যোদনপদং শ্রুত্যা ভোগ্যত্বমাহ কিন্তু লক্ষণয়া। ন চ লাক্ষণিকভোগ্যত্বানুরোধেন 'মৃত্যুর্যস্যোপসেচন'মিতি চ 'ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ' ইতি চ শ্রুতী সংকোচমর্হতঃ। ন চ ব্রহ্মক্ষত্রে এবাঽত্র বিবক্ষিতে। মৃত্যুপসেচনেন প্রাণভৃন্মাত্রোপস্থাপনাৎ। প্রাণিষু প্রধানত্বেন চ ব্রহ্মক্ষত্রোপন্যাসস্যোপপত্তেঃ। অন্যনিবৃত্তেরশাব্দত্বাদনর্থত্বাচ্চ। তথা চ চরাচরসংহর্তৃত্বং পরমাত্মন এব নাগ্নের্নাপি জীবস্যেতি সিদ্ধম্।

আছে, কিরূপে চরাচর অর্থ গৃহীত হইতে পারে ? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ স্থলে চরাচরজগৎগ্রহণ দুষ্য নহে। কেন-না, "মৃত্যু-উপসেচন" অর্থাৎ "মৃত্যু মাখা" এই কথা থাকাতেই চরাচর সমুদয় জগৎ পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র প্রাণীর ত কথাই নাই ; এমন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ প্রধান প্রাণী, তাহারাও মৃত্যুপসিক্ত বা মৃত্যু মাখা, এই অর্থ বুঝাইবার জন্যই প্রোক্ত শব্দদ্বয়ের গ্রহণ জানিবে। [যত্তু...মর্হতি] বলিয়াছিলে, পরমাত্মার অত্তৃত্ব অর্থাৎ ভোগ অসম্ভব ; সুতরাং জীবই অত্তা ; এ কথার প্রত্যুত্তর এইরূপ।—"পরমাত্মা ভোগ করেন না, কেবলমাত্র দেখেন।" এ শ্রুতি পরমাত্মার কর্ম্মফল ভোগ নিবারণ করিতেছে বটে ; কিন্তু বিকার সংহার করা নিবারণ করিতেছে না। পরমাত্মাই সৃষ্টি স্থিতি সংহারের মূল, এ তথ্য সমুদায় বেদান্তে প্রসিদ্ধ। অতএব, উক্ত স্থলে পরমাত্মাই অত্তা, জীব অথবা অগ্নি অত্তা নহে।

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥ *

ইতশ্চ পরমাত্মৈবেহাঽত্তা ভবিতুমর্হতি যৎকারণং প্রক-রণমিদং পরমাত্মনঃ, ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ইত্যাদি। প্রকৃতগ্রহণঞ্চ ন্যায্যম্। "ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইতি চ দুর্ব্বিজ্ঞানত্বং পরমাত্মলিঙ্গম্ ॥ ১০ ॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥১১॥ †

কঠবল্লীষ্বেবং পঠ্যতে—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।

তথা চ 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ' ইতি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতস্য ন হানং ভবিষ্যতি। 'ক ইত্থা বেদ যত্র স' ইতি চ দুর্জ্ঞানত্বমুপপৎস্যতে। জীবস্য তু সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধস্য ন দুর্জ্ঞানতা। তস্মাদত্তা পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধম্।

যে হেতু ঐ অত্তৃ-বাক্য পরমাত্মপ্রকরণে পঠিত, সেই হেতু তদ্বাক্যবোধ্য অত্তা পরমাত্মা। "সেই বিপশ্চিৎ (পরমাত্মা) জন্মেন না ও মরেন না।" ইত্যাদিপ্রকারে পরমাত্মপ্রকরণের (পরমাত্মপ্রতিপাদক প্রস্তাবের) আরম্ভ হইয়াছে। যাহা প্রকৃত, প্রকরণপ্রতিপাদ্য, তাহাই ঐ অত্তৃবাক্যে গ্রাহ্য। অপিচ, "ক ইত্থা বেদ" এই দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ববর্ণনাও পরমাত্মার গ্রাহক বা বোধক। (পরমাত্মাই দুর্ব্বিজ্ঞেয়। জীব সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ; সুতরাং জীব দুর্ব্বিজ্ঞেয় নহে)।

* প্রকরণাচ্চ পরমাত্মপ্রকরণাদপি। যস্মাৎ প্রোক্তমন্ত্রবাক্যং পরমাত্মপ্রকরণগতং তস্মাদপাত্তা পরমাত্মেত্যর্থঃ।—যেহেতু ঐ অত্তৃ বাক্য পরমাত্মপ্রস্তাবে পঠিত হইয়াছে সেই হেতু ঐ বাক্যের অর্থ পরমাত্মা।

† কঠবল্ল্যাং গুহাং প্রবিষ্টাবিত্যাদিনা যাবুক্তৌ তাবাত্মানৌ জীবপরমাত্মানৌ ন তু বুদ্ধি-জীবৌ। অত্র হেতুঃ—তদ্দর্শনাৎ গুহাহিতত্বদর্শনাৎ। শ্রুতিস্মৃতিষু তয়োর্গুহাপ্রবিষ্টত্বকথনা-দিত্যর্থঃ।—কঠশ্রুতি যে দুইটীকে গুহানিহিত বলিয়াছেন সেই দুইটীর একটী জীব অন্যটী পরমাত্মা। হেতু এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়কেই ঐ দুই পদার্থকে গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া উপদেশ করিতে দেখা যায়।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতা ইতি ॥ *

তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ বুদ্ধিজীবৌ নির্দ্দিষ্টৌ উত জীবপরমাত্মানাবিতি। যদি বুদ্ধিজীবৌ ততো বুদ্ধিপ্রধানাৎ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাদ্‌বিলক্ষণো জীবঃ প্রতিপাদিতোভবতি। তদপীহ প্রতিপাদয়িতব্যম্। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট-

সংশয়মাহ।—"তত্র" ইতি। পূর্ব্বপক্ষে প্রয়োজনমাহ।—"যদি বুদ্ধি-

কঠ উপনিষদে কথিত হইয়াছে, "সুকৃতের লোকে অর্থাৎ এই কর্ম্ম-জনিত দেহে, পরমে পরার্দ্ধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনযোগ্য হৃদয়প্রদেশে গুহা অর্থাৎ বিবর আছে। সেই বিবরে দুই ঋত-পানকারী অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী প্রবিষ্ট আছে। ইহারা ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞানী, কর্ম্মী ও ত্রিনাচিকেতগণ (যাহারা তিন্ বার অগ্নিচয়ন করিয়াছে অথবা নাচিকেতবাক্য অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিয়াছে, বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছে) উহাদিগকে বলিয়া থাকেন অর্থাৎ জানেন।" এ স্থলে সংশয় হয়, শ্রুতি কি বুদ্ধি ও জীব এই দুয়ের কথা বলিতেছেন? অথবা জীব ও পরমাত্মা বলিতেছেন? [যদি...পৃষ্টত্বাৎ] যদি বুদ্ধি ও জীব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জীব, বুদ্ধি ও শরীর হইতে ভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইবে। জীব যে বুদ্ধিবিলক্ষণ অর্থাৎ বুদ্ধি (মনঃ) হইতে পৃথক, তাহা ঐ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বটে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, ঐ স্থানে নচিকেতা যমকে বলিতেছেন, মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে লোকমধ্যে যে সংশয় আছে, কেহ ভাবে পরলোক ভোক্তা জীব থাকে এবং কেহ ভাবে তাহা থাকে না, আমি যেন আপনার উপদেশে ঐ সংশয়িত বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারি, ইহাই আমার তৃতীয় বর।" (নচিকেতার এই প্রশ্নে জানা যায়, জীব শরীর হইতে ভিন্ন এবং তাহাই ঐ

* ঋতম্‌অবশ্যম্ভাবি কর্ম্মফলং, পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ, স্বকৃতস্য কর্ম্মণো লোকে কার্য্যে দেহে, পরস্য ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং অর্হতীতি পরার্দ্ধ্যং হৃদয়ং পরমং শ্রেষ্ঠং তস্মিন্ যা গুহা নভোরূপা বুদ্ধি রূপা বা তাং প্রবিশ্য স্থিতৌ, ছায়াতপবৎ মিথোবিরুদ্ধৌ, তৌচ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মিণশ্চ বদন্তীতি শ্রুতিপদানামর্থঃ।

ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয় ইতি পৃষ্টত্বাৎ। অথ জীব-পরমাত্মানৌ, ততো জীবাদ্বিলক্ষণঃ পরমাত্মা প্রতিপাদিতো ভবতি। তদপীহ প্রতিপাদয়িতব্যম্। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রা-ধর্ম্মাদন্যত্রাঽস্মাৎ কৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ইতি পৃষ্টত্বাৎ। অত্রাহ। উভাবপ্যেতৌ পক্ষৌ ন সম্ভবতঃ। কস্মাৎ। ঋতপানং কর্ম্মফলোপভোগঃ সুকৃতস্য লোক ইতি লিঙ্গাৎ। তচ্চ চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি নাচেতনায়া বুদ্ধেঃ। পিবন্তাবিতি চ দ্বিবচনেন দ্বয়োঃ পানং দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অতো বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞপক্ষ-স্তাবন্ন সম্ভবতি। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মপক্ষোঽপি ন সম্ভ-

জীবৌ" ইতি। সিদ্ধান্তে প্রয়োজনমাহ।—"অথ জীবপরমাত্মানৌ" ইতি। ঔৎসর্গিকস্য মুখ্যতাবলাৎ পূর্ব্বসিদ্ধান্তপক্ষাসম্ভবেন পক্ষান্তরং কল্পয়িষ্যত ইতি মন্বানঃ সংশয়মাক্ষিপতি।—"অত্রাহ"। আক্ষেপ্তেতি। ঋতং সত্য-

---

প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য)। [অথ...পৃষ্টত্বাৎ] আর যদি ঐ বাক্যে জীবাত্মা পরমাত্মা কথিত হইয়া থাকে, তবে, পরমাত্মা জীববিলক্ষণ, জীব হইতে ভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইবে। জীব-বিলক্ষণ পরমাত্মাও ঐ প্রকরণের প্রতিপাদ্য বটে। নচিকেতা "যাহা ধর্ম্মাতীত অধর্ম্মাতীত, এ সকল কার্য্য-কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন বলিয়া জান তাহা আমায় বল।" এ প্রশ্নও করিয়াছিলেন। (সুতরাং পরমাত্মাও উক্ত প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য)। [অত্রাহ··· সম্ভবতি] এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, এই উভয় পক্ষই অসম্ভব। হেতু এই যে, উল্লিখিত শ্রুতিতে সুকৃতের লোকে (দেহে) ঋতপান (কর্ম্মফল-ভোগ) শব্দ আছে। জীব চেতন, তৎকারণে তাহার ফলভোগ অসম্ভব নহে; কিন্তু অচেতনা বুদ্ধির তাহা অসম্ভব। (জড়ের আবার ভোগ কি?) পরন্তু শ্রুতি দ্বিবচন দিয়া (পিবন্তৌ বলিয়া) উভয়েরই ফলভোগ বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্যই বলি, বুদ্ধি-জীব পক্ষ অসম্ভব। (খাটে না অর্থ সংগত হয় না)। [অতএব···বর্ণাদিতি] ঐ যুক্তিতে জীব-পরমাত্ম-পক্ষও অসম্ভব হয়। জীবের ভোগ আছে সত্য; কিন্তু পরমাত্মার ভোগ নাই

বতি। চেতনেঽপি পরমাত্মনি ঋতপানাসম্ভবাৎ, অনশ্নন্নন্যো-ঽভিচাকশীতি ইতি মন্ত্রবর্ণাদিতি। অত্রোচ্যতে। নৈষ দোষঃ। ছত্রিণোগচ্ছন্তীত্যেকেনাপি ছত্রিণা বহূনাং ছত্রিত্বোপচারদর্শনাৎ, এবমেকেনাপি পিবতা দ্বৌ পিবন্তাবুচ্যেয়াতাম্। যদ্বা জীবস্তাবৎ পিবতি ঈশ্বরস্তু পায়য়তি, পায়য়ন্নপি পিবতীত্যুচ্যতে। পাচয়িতর্য্যপি পক্তৃত্বপ্রসিদ্ধিদর্শনাৎ। বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞপরিগ্রহোঽপি সম্ভবতি। করণে কর্ত্তৃত্বোপচারাৎ, এধাংসি পচন্তীতি প্রয়োগদর্শনাৎ। ন চাধ্যাত্মা-

যাবৎ। সমাধত্তে।—"অত্রোচ্যত" ইতি। আধ্যাত্মিকাধিকারাদন্যৌ তাবৎ পাতারাববশক্যৌ কল্পয়িতুম্। তদিহ বুদ্ধেরচৈতন্যেন পরমাত্মনশ্চ ভোক্তৃত্বনিষেধেন জীবাত্মৈবৈকঃ পাতা পবিশিষ্যত ইতি স্থষ্টীরূপদধাতীতিবদ্দ্বিবচনানুরোধাৎ অপিবৎসংসৃষ্টতাং স্বার্থস্য পিবচ্ছব্দো লক্ষয়ন্ স্বার্থমজহন্নিতরেতরযুক্তপিবদপিবৎপরোভবতীত্যর্থঃ। অস্তু বা মুখ্য এব তথাপি ন দোষ ইত্যাহ।—"যদ্বা" ইতি। স্বাতন্ত্র্যলক্ষণং হি কর্ত্তৃত্বং তচ্চ পাতুরিব পায়য়িতুরপ্যস্তীতি সোঽপি কর্ত্তা। অতএব চাহুঃ—'যঃ কারয়তি স করোত্যেব' ইতি। এবং করণস্যাপি স্বাতন্ত্র্যবিবক্ষয়া কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বং যথা কাষ্ঠানি পচন্তীতি। তস্মান্মুখ্যত্বেঽপ্যবিরোধ ইতি। তদেবং সংশয়ং সমাধায় পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি।—"বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞৌ" ইতি।

পরমাত্মার ভোগ হয় না, এ কথা "অন্য অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ করেন না, তিনি উদাসীন থাকিয়া দেখেন।" এই মন্ত্রবাক্যে উক্ত আছে। [অত্রো... দর্শনাৎ] এই আপত্তি খণ্ডনার্থ আমরা বলি, শ্রুতির ঐরূপ উক্তি সদোষ নহে। যেমন বহু পথিকের মধ্যে এক পথিকের ছত্র থাকিলে, দূরবর্ত্তী লোকেরা বলে, ঐ ছত্রিগণ (ছাতা ওয়ালারা) যাইতেছে, তেমনি শ্রুতিও একের পান (ভোগ) দেখিয়া উপচারক্রমে উভয়ের পান "পিবন্তৌ" বলিয়াছেন। অথবা জীব ভোগ করেন, ঈশ্বর ভোগ করান, এতদনুসারে ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। যে পাক করায় তাহাকেও যেমন পাচক বলে; সেইরূপ, যে ভোগ করায় তাহাকেও ভোক্তা বলে। [বুদ্ধি...সংশয়ঃ] বুদ্ধি ও জীব, এ যুগলের গ্রহণও অসম্ভব নহে। কেন-না, "কাষ্ঠ পাক করিতেছে"

ধিকারেঽন্যৌ কৌচিদ্ধাবৃতং পিবন্তৌ সম্ভবতঃ। তস্মাদ্বুদ্ধি-জীবৌ স্যাতাং জীবপরমাত্মনৌ বেতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞাবিতি। কুতঃ। গুহাং প্রবিষ্টাবিতি বিশেষণাৎ। যদি শরীরং গুহা যদি বা হৃদয়মুভয়থাপি বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞৌ গুহাং প্রবিষ্টাবুপপদ্যেতে। ন চ সতি সম্ভবে সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণো বিশিষ্টদেশত্বং যুক্তং কল্পয়িতুম্। সুকৃতস্য লোক ইতি চ কর্ম্মগোচরানতিক্রমং দর্শয়তি। পরমাত্মা তু ন সুকৃতস্য দুষ্কৃতস্য বা গোচরে বর্ত্ততে। ন কর্ম্মণা

নিয়তাধারতা বুদ্ধিজীবসম্ভাবনী ন হি।
ক্লেশাৎ কল্পয়িতুং যুক্তা সর্ব্বগে পরমাত্মনি॥

ন চ পিবন্তাবিতিবৎ প্রাবিষ্টপদমপি লাক্ষণিকং যুক্তং সতি মুখ্যার্থত্বে লাক্ষণিকার্থত্বাযোগাৎ। বুদ্ধিজীবয়োশ্চ গুহাপ্রবেশোপপত্তেঃ। অপি চ সুকৃতস্য লোক ইতি সুকৃতলোকব্যবস্থানেন কর্ম্মগোচরানতিক্রম উক্তঃ। বুদ্ধিজীবৌ চ কর্ম্মগোচরমনতিক্রান্তৌ। জীবোহি ভোক্তৃতয়া বুদ্ধিশ্চ ভোগ-সাধনতয়া ধর্ম্মস্য গোচরে স্থিতৌ ন তু ব্রহ্ম। তস্যাতদায়ত্তত্বাৎ। কিঞ্চ ছায়াতপাবিতি তমঃপ্রকাশাবুক্তৌ। ন চ জীবঃ পরমাত্মনোঽভিন্নস্তমঃ। প্রকাশরূপত্বাৎ। বুদ্ধিস্তু জড়তয়া তম ইতি শক্যোপদেষ্টুম্। তস্মাদ্বুদ্ধি-

---

ইত্যাদি প্রকারে করণকেও কর্তা বলিতে দেখা যায়। বাক্যটী যখন অধ্যাত্ম প্রকরণে কথিত, তখন উহার বোধ্য হয় বুদ্ধি-জীব, না হয় জীব-পরমাত্মা, এই দ্বি যুগল ব্যতীত অন্য কোন বহির্ব্বস্তু নহে। সুতরাং সংশয় হইতে পারে যে, বুদ্ধি ও জীব, এই এক যুগল, এবং জীব ও পরমাত্মা, এই এক যুগল, এই দ্বি-যুগলের কোন্ যুগল ঐ শ্রুতিতে গুহাপ্রবিষ্ট ও ঋতপানকারী রূপে অভিহিত হইয়াছে। [কিং…ক্রমঃ] সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ।— "গুহাপ্রবিষ্ট" এই বিশেষণের দ্বারা প্রথমতঃ বুদ্ধি-জীব-যুগলকেই পাওয়া যায়। শরীরকেই গুহা বল, আর হৃদয়কেই গুহা বল, বুদ্ধি-ক্ষেত্রজ্ঞ গুহা প্রবিষ্ট, এ কথা উভয়পক্ষেই সঙ্গত হইবে। সঙ্গত অর্থের সম্ভব থাকিতে পরমবিভু পরমাত্মার তাদৃশ ক্ষুদ্রস্থান কল্পনা করা অযুক্ত। শ্রুতিও "সুকৃতের লোকে অর্থাৎ কর্ম্মফলার্জ্জিত দেহে" বলিয়া ঐ উভয়ের কর্ম্মগোচরতা

বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্ ইতি শ্রুতেঃ। ছায়াতপাবিতি চ চেতনাচেতনয়োর্নির্দ্দেশ উপপদ্যতে ছায়াতপবৎ পরস্পরস্য বিলক্ষণত্বাৎ। তস্মাদ্বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞাবিহোচ্যেয়াতামিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানাবিহোচ্যেয়াতাম্। কস্মাৎ, আত্মানৌ হি তৌ উভাবপি চেতনৌ সমানস্বভাবৌ। সঙ্খ্যা-শ্রবণে চ সমানস্বভাবেষ্বেব লোকে প্রতীতির্দৃশ্যতে। অস্য গৌর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্য ইতি হ্যুক্তে গৌরেব দ্বিতীয়োঽন্বিষ্যতে নাশ্বঃ পুরুষো বা। তদিহ ঋতপানেন লিঙ্গেন নিশ্চিতে

জীবাবত্র কথ্যেতে। তত্রাপি প্রেতে বিচিকিৎসাপনুত্তয়ে বুদ্ধের্ভেদেন পরলোকী জীবো দর্শনীয় ইতি বুদ্ধিরুচ্যতে। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

ঋতপানেন জীবাত্মা নিশ্চিতোঽস্য দ্বিতীয়তা।
ব্রহ্মণৈব সরূপেণ ন তু বুদ্ধ্যা বিরূপয়া॥
প্রথমং সদ্বিতীয়ত্বে ব্রহ্মণাবগতে সতি।
গুহাশ্রয়ত্বং চরমং ব্যাখ্যেয়মবিরোধতঃ॥

গৌঃ সদ্বিতীয়েত্যুক্তে সজাতীয়েনৈব গবান্তরেণাবগম্যতে ন তু বিজাতীয়েনাঽশ্বাদিনা। তদিহ চেতনোজীবঃ সরূপেণ চেতনান্তরেণৈব ব্রহ্মণা

দেখাইয়াছেন। পরমাত্মা যে সুকৃত দুষ্কৃতের অতীত, তাহা "তিনি কর্ম্মের দ্বারা বড়ও হন না, ছোটও হন না," ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত আছে। "ছায়াতপৌ" ছায়ার ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায়, এ বিশেষণটীও চেতনাচেতনরূপ বুদ্ধি-জীব পক্ষেই সঙ্গত হয়। এই সকল কারণে বলি, গুহা শ্রুতিতে বুদ্ধিজীব-যুগলই অভিহিত হইয়াছে। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা বলিতেছি।—[বিজ্ঞা···প্রতীয়তে] ঐ বাক্যে জীব-পরমাত্মাই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধিজীব কথিত হয় নাই। যেহেতু, উভয়ই চেতন ও উভয়ই সমানস্বভাব। অপিচ, সংখ্যা শ্রবণ স্থলে তদ্দ্বারা তুল্যবস্তুই প্রতীত হইতে দেখা যায়। "এই গাভীর দ্বিতীয় অন্বেষণ কর" এরূপ বাক্য শুনিলে শ্রোতা অন্য একটী গাভীরই অনুসন্ধান করে, অশ্ব অথবা মানুষ অনুসন্ধান করে না। সেইরূপ, এখানেও অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিতেও ঋতপান-লিঙ্গের (জ্ঞাপক ধর্ম্মের) দ্বারা জীবাত্মার জ্ঞান

বিজ্ঞানাত্মনি দ্বিতীয়ান্বেষণায়াং সমানস্বভাবশ্চেতনঃ পরমাত্মৈব প্রতীয়তে। ননূক্তং গুহাহিতত্বদর্শনাৎ ন পরমাত্মা প্রত্যেতব্য ইতি। অত্র বদামঃ। গুহাহিতত্বন্তু শ্রুতিস্মৃতিষ্বসকৃৎ পরমাত্মন এব দৃশ্যতে। গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং যো বেদ নিহিত গুহায়াং পরমে ব্যোমন্, আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্ ইত্যাদ্যাসু। সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থো দেশবিশেষোপদেশো ন বিরুধ্যত ইত্যেতদপ্যুক্তমেব। সুকৃতলোকবর্ত্তিত্বন্তু ছত্রিত্ববদেকস্মিন্নপি বর্ত্তমানমুভয়োরবিরুদ্ধম্। ছায়াতপাবিত্যপ্যবিরুদ্ধম্। ছায়াতপবৎ পরস্পরবিলক্ষণত্বাৎ সংসারিত্বাসংসারিত্বয়োঃ। অবিদ্যা-

সদ্বিতীয়ঃ প্রতীয়তে ন ত্বচেতনয়া বিরূপয়া বুদ্ধ্যা। তদেবমৃতং পিবন্তাবিত্যত্র প্রথমমবগতে ব্রহ্মণি তদনুরোধেন চরমং গুহাশ্রয়ত্বং শালগ্রামে হরিরিতিবদ্ব্যাখ্যেয়ম্। বহুলং হি গুহাশ্রয়ত্বং ব্রহ্মণঃ শ্রুতয় আহুঃ। তদিদমুক্তং তদ্দর্শনাদিতি। তস্য ব্রহ্মণোগুহাশ্রয়ত্বস্য শ্রুতিষু দর্শনাদিতি। এবঞ্চ

হওযার পব দ্বিতীযেব অন্বেষণ কালে তাহারই সমান (সমচেতন) বা সজাতি পবমাত্মা প্রতীত হন। [ননূক্তং...দ্যাসু] ইতিপূর্ব্বে গুহাপ্রবিষ্ট শব্দ দেখিয়া পরমাত্মা বুঝিবার ব্যাঘাত হয় বলা হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা হয় না। গুহানিহিত কথা পরমাত্মারই বোধক। হেতু এই যে, শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই পরমাত্মাকে গুহানিহিত বলিতে দেখা যায়। যথা—"সেই আনন্দপুরুষ গুহায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিত, গহ্বরে অর্থাৎ অনর্থসঙ্কুল দেহে অবস্থিত।" "যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট হৃদয়াকাশে বুদ্ধিগুহাতে বিরাজিত ব্রহ্ম জানে সে শোকহর্ষমুক্ত হয়।" "গুহাপ্রবিষ্ট আত্মার অন্বেষণ কর।" ইত্যাদি। [সর্ব্ব...গৃহেতে] ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও উপলব্ধির জন্য—তাঁহাকে জানিবার জন্য প্রদেশবিশেষ অবলম্বন করা দোষাবহ নহে। সুকৃতের লোকে (দেহে) থাকেন, এ কথাও ছত্রিন্যায়ে অবিরুদ্ধ। অর্থাৎ একের দেহবাসে অপরের দেহবাস অতিসান্নিধ্যপ্রযুক্ত উপচরিত (উপচারক্রমে কথিত) হইতে পারে। ছায়া ও আলোক, এ অংশেও বিরোধ নাই। সংসারিত্ব

কৃতত্বাৎ সংসারিত্বস্য পারমার্থিকত্বাচ্চাসংসারিত্বস্য। তস্মা-দ্বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গুহাং প্রবিষ্টৌ গৃহ্যেতে। কুতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গৃহ্যেতে ॥ ১১ ॥

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥*

বিশেষণঞ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরেব সম্ভবতি। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ ইত্যাদিনা পরেণ গ্রন্থেন রথিরথাদিরূপককল্পনয়া বিজ্ঞানাত্মানং রথিনং সংসারমোক্ষ-য়োর্গন্তারং কল্পয়তি। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ইতি পরমাত্মানং গন্তব্যং কল্পয়তি। তথা. তং

প্রথমাবগতব্রহ্মানুবোধেন সুকৃতলোকবর্ত্তিত্বমপি তস্য লক্ষণয়া ছত্রিন্যায়েন গময়িতব্যম্। ছায়াতপত্বমপি জীবস্যাবিদ্যাশ্রয়তয়া ব্রহ্মণশ্চ শুদ্ধপ্রকাশ-স্বভাবস্য তদনাশ্রয়তয়া মন্তব্যম্।

ইমমেব ন্যায়ং 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যত্রাপ্যুদাহরণে কৃত্বাচিন্তয়া যোজয়তি।—

অসংসারিত্ব অবশ্যই ছায়াতপের ন্যায় বিভিন্ন। সংসারী অবিদ্যাবৃত অর্থাৎ কল্পিত আর অসংসারী অবিদ্যামুক্ত অর্থাৎ পারমার্থ সৎ। সেই কারণে, গুহাপ্রবিষ্ট শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মা গ্রাহ্য জীব-পরমাত্মা পক্ষে অন্য হেতুও আছে। যথা—

গন্তা ও গন্তব্য প্রভৃতি বিশেষণ জীব পরমাত্ম পক্ষেই সুসম্ভব হয়। শ্রুতি ঐ বাক্যের পরে "আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জান" এইরূপে রথি-রথ-কল্পনা করিয়া, জীবকে সংসার পথের ও মোক্ষ পথের গমনকর্ত্তা রথী এবং "জীব সংসার পথের পারস্বরূপ বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরম পদ প্রাপ্ত হয়" এইরূপ উক্তির দ্বারা পরমাত্মাকে তাহার গন্তব্য (প্রাপ্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বাক্যের পূর্ব্বেও জীব ও পরমাত্মা "ধীর ব্যক্তি

---

* বিশেষণং গন্তৃ-গন্তব্য মন্তৃ মন্তব্যাদিকম্, তস্মাদপি জীবপরমাত্মপরো গ্রাহ্য ইতি যোজ্যং।—গন্তা ও গন্তব্য প্রভৃতি বিশেষণ জীব পরমাত্ম পক্ষেই সঙ্গত হয় সুতরাং প্রোক্ত বাক্যে জীব ও পরমাত্মা কথিত হইয়াছেন। (জীব গন্তা, পরমাত্মা তাহার গন্তব্য অর্থাৎ প্রাপ

দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ইতি পূর্ব্বস্মিন্নপি গ্রন্থে মন্তৃমন্তব্যত্বেনৈতাবেব বিশেষিতৌ। প্রকরণঞ্চেদং পরমাত্মনঃ। ব্রহ্মবিদো বদন্তীতি চ বক্তৃ-বিশেষোপাদানং পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে, তস্মাদিহ জীব-পরমাত্মানাবুচ্যেয়াতাম্। এষ এব ন্যায়ো দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যেবমাদিষ্বপি। তত্রাপি হ্যধ্যাত্মাধিকারাৎ ন প্রাকৃতৌ সুপর্ণাবুচ্যেতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি ইতি অদনলিঙ্গাদ্বিজ্ঞানাত্মা ভবতি। অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ইত্যনশনচেতনত্বাভ্যাং পরমাত্মা। অনন্তরে চ মন্ত্রে তাবেব

"এষ এব ন্যায়" ইতি। অত্রাপি কিং বুদ্ধিজীবৌ উত জীবপরমাত্মানাবিতি সংশয্য করণরূপায়া বুদ্ধেরেধাংসি পচন্তীতিবৎ কর্ত্তৃত্বোপচারাৎ বুদ্ধিজীবাবিহ পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা সিদ্ধান্তয়িতব্যম্। সিদ্ধান্তশ্চ ভাষ্যকৃতা স্ফোরিতঃ। তদ্দর্শনা-দিতি চ 'সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্ন' ইত্যত্র মন্ত্রে। ন খলু মুখ্যে কর্ত্তৃত্বে

দুর্দ্দর্শ গূঢ় শরীরান্তঃপ্রবিষ্ট গুহাবাসী পুরাণ পুরুষ দেবকে অধ্যাত্মযোগে মনন করিয়া শোক-হর্ষ-মুক্ত হন" এবম্প্রকারে মন্তা (মননকর্ত্তা) ও মন্তব্য (মননের আলম্বন) এই দুই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। [প্রকরণ… তাম] অপিচ, ঐ প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ (প্রকরণ=প্রস্তাব), তদনুসারেও পরমাত্মপক্ষ গ্রাহ্য। "ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন" এ কথা পরমাত্মপক্ষ গ্রহণ ব্যতীত সঙ্গত হয় না। এই সকল কারণে বলিতে হয়, ঐ বাক্যে জীব-পরমাত্ম-পক্ষই উক্ত হইয়াছে। [এষ…পরমাত্মা] এ যুক্তি "দুইটী পক্ষী এক সঙ্গে এক বৃক্ষে বাস করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা।" ইত্যাদি স্থলেও লইবে। ঐ কথা অধ্যাত্ম-অধি-কারের কথা, সুতরাং ঐ পক্ষীও প্রাকৃত পক্ষী নহে। (অর্থাৎ ঐরূপ রূপক বর্ণন দ্বারা ঐ বাক্যেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা কথিত হইয়াছে।) "ঐ দু-এর একটী সুস্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে" এই বাক্যে জীবাত্মা এবং "অন্যটী ভোগ করে না, কেবলমাত্র দেখে" এই বাক্যে পরমাত্মা কথিত হইয়াছেন। [অনন্তরে…ইতি] ঐ মন্ত্রের পরমন্ত্রে ঐ

দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যভাবেন বিশিনষ্টি—সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নো-ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোক ইতি। অপর আহ।—দ্বা সুপর্ণেতি, নেয়মৃগস্যাধিকরণস্য সিদ্ধান্তং ভজতে, পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণেনান্যথাব্যাখ্যাতত্বাৎ। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি সত্ত্বম্। অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীত্যনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি সত্ত্বশব্দো জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মেতি যদুচ্যেত, তন্ন। সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দয়োরন্তঃকরণ-শারীরপরতয়া প্রসিদ্ধত্বাৎ তত্রৈব চ ব্যাখ্যাতত্বাৎ। তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যত্যঽথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ ইতি। নাপ্যস্যাধিকরণস্য

সম্ভবতি করণে কর্তৃত্বোপচারোযুক্ত ইতি কৃত্বাচিন্তামুদ্ঘাটয়তি। "অপর আহ"। "সত্ত্বং" বুদ্ধিঃ। শঙ্কতে।—"সত্ত্বশব্দ" ইতি। সিদ্ধান্তার্থং ব্রাহ্মণং ব্যাচষ্ট ইত্যর্থঃ। নিরাকরোতি।—"তন্ন" ইতি। "যেন স্বপ্নং পশ্যতি" ইতি। যেনেতি করণমুপদিশতি। ততশ্চ ভিন্নং কর্তারং ক্ষেত্রজ্ঞম্। "যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা" ইতি। অস্তু তর্হ্যস্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষ এব ব্রাহ্মণার্থো বচনবিরোধে ন্যায়স্যাভাসত্বাদিত্যত আহ।—"নাপ্যস্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষং

দুই আত্মাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য বলা হইয়াছে। যথা—"আপনার ঈশ্বরত্বজ্ঞান লুপ্ত হওয়াতেই পুরুষ (জীব) শরীররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন ও মুগ্ধ হইতেছে (আমি দেহী, এতদ্রূপ ভ্রম অনুভব করিতেছে) সুতরাং শোক (দুঃখ) প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সে যখন ধ্যানাদির দ্বারা সেবিত ঈশ্বরকে বিশিষ্টভিন্ন অর্থাৎ নির্ব্বিশেষণ বা চিন্মাত্র রূপ দেখে, তখনই সে মহিমা অর্থাৎ আপনার স্বরূপপ্রাপ্ত ও শোকশূন্য হয়।' (এই মন্ত্রে জীবকে দ্রষ্টা বা দর্শক এবং পরমাত্মাকে তাহার দৃশ্য বা দর্শনীয় বলা হইয়াছে)। [অপর···বিবক্ষ্যতে] কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" এই মন্ত্রটী উপস্থিত বিচারের সিদ্ধান্তস্থানে আসিতে পারে না। কেন-না, পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণ (গ্রন্থবিশেষ) ঐ মন্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণ পিপ্পলভোক্তা পক্ষীকে সত্ত্ব

পূর্ব্বপক্ষং ভজতে। ন হ্যত্র শারীরঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মোপেতো বিবক্ষ্যতে। কথং তর্হি সর্ব্বসংসারধর্ম্মাপেতো ব্রহ্মস্বভাবশ্চৈতন্যমাত্রস্বরূপঃ, অনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞ ইতি বচনাৎ। তত্ত্বমসি, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি, ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যশ্চ। তাবতা চ বিদ্যোপসংহারদর্শনমেবাবকল্প্যতে, তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ, ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চন রজ আধ্বংসতে, ইত্যাদি। কথং পুন-

---

ভজত" ইতি। এবং হি পূর্ব্বপক্ষমস্য ভজেত যদি হি ক্ষেত্রজ্ঞে সংসারিণি পর্য্যবস্যেৎ। তস্য তু ব্রহ্মরূপতায়াং পর্য্যবস্যন্ ন পূর্ব্বপক্ষমপি স্বীকরোতীত্যর্থঃ। অপি চ, "তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চন রজ আধ্বংসত" ইতি। রজোঽবিদ্যা নাধ্বংসনং ন সংশ্লেষং এবম্বিদি করোতীত্যর্থঃ। এতাবতৈব বিদ্যোপসংহারাজ্জীবস্য ব্রহ্মাত্মতাপরতাঽস্য লক্ষ্যত ইত্যাহ।—"তাবতা চ" ইতি। চোদয়তি।—"কথং পুন"রিতি। নিবা-

ও অভোক্তা দর্শক পক্ষীকে জ্ঞ বলিয়াছেন। (সত্ত্ব শব্দের অর্থ বুদ্ধি এবং জ্ঞ শব্দের অর্থ জীব)। সত্ত্ব জীব, জ্ঞ পরমাত্মা, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কেন-না, ঐ দুই শব্দ যথাক্রমে বুদ্ধিতে ও জীবে প্রসিদ্ধ। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যাও ঐরূপ। যথা—"যাহার দ্বারা স্বপ্নদর্শন হয় তাহা সত্ত্ব এবং যে এই শরীরে থাকিয়া দর্শন করে সে ক্ষেত্রজ্ঞ।" যদি বল, ঐ মন্ত্রের অর্থ এ বিচারের পূর্ব্বপক্ষ হইবে, তাহাও হইতে পারে না। সংসারধর্ম্মবান্ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ ঐ মন্ত্রের বিবক্ষিত নহে। [কথং... ভ্যশ্চ] তবে কি বিবক্ষিত? সর্ব্বধর্ম্মাতীত চৈতন্যস্বভাব ব্রহ্মই বিবক্ষিত। "অন্যটী ভোগ করেন না, কেবলমাত্র দেখেন" "সেই ব্রহ্ম তুমি" "আমি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব, ইহা জানিবে।" ইত্যাদিবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি ঐ অর্থের বোধক বা পোষক প্রমাণ। [তাবতা·· ইত্যাদি] উহাতেই—ঐ ব্যাখ্যাতেই বিদ্যার (বিবেকজ্ঞানের) উপসংহার দেখা যায়। যথা—"এই সেই সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ।" "যে ইহাকে (অজ্ঞানকে) জানে, এ (অজ্ঞান) তাহাকে কোন কর্ম্মে লিপ্ত করে না।" [কথং···রোপয়তি] যদি বল, সত্ত্ব (বুদ্ধি) অচেতন, তাহাকে ভোক্তা বলা সঙ্গত নহে, এ আপত্তির প্রতি আমাদের

রস্মিন্ পক্ষে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি ইতি সত্ত্বং, ইত্যচেতনে সত্ত্বে ভোক্তৃত্ববচনমিতি। উচ্যতে। নেয়ং শ্রুতিরচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্ষ্যামীতি প্রবৃত্তা। কিং তর্হি। চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্যাঽভোক্তৃত্বং ব্রহ্মস্বভাবতাং বক্ষ্যামীতি। তদর্থং সুখাদিবিক্রিয়াবতি সত্ত্বে ভোক্তৃত্বমধ্যারোপয়তি। ইদং হি কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরেতরস্বভাবাবিবেককৃতং কল্প্যতে, পরমার্থতস্তু নান্যতরস্যাপি সম্ভতি। অচেতনত্বাৎ সত্ত্বস্য, অবিক্রিয়ত্বাচ্চ ক্ষেত্রজ্ঞস্য। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতস্বভাবত্বাচ্চ সত্ত্বস্য সুতরাং ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ, যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ ইত্যাদিনা স্বপ্নদৃষ্টহস্ত্যাদিব্যবহারবদবিদ্যাবিষয় এব কর্ত্তৃত্বাদিব্যবহারং দর্শয়তি। যত্র ত্বস্য সর্ব্ব-

---

করোতি।—"উচ্যতে। নেয়ং শ্রুতি"রিতি। অনশ্নন্ জীবোব্রহ্মাভিচাকশীতীত্যুক্তে শঙ্কেত যদি জীবোব্রহ্মাত্মা নাশ্নাতি কথং তর্হ্যস্মিন্ ভোক্তৃত্বাবগমঃ। চৈতন্যসমানাধিকরণং হি ভোক্তৃত্বমবভাসত ইতি। তন্নিরাসায়াহ শ্রুতিঃ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি। এতদুক্তং ভবতি।—নেদং ভোক্তৃত্বং জীবস্য তত্ত্বতোঽপি তু বুদ্ধিসত্ত্বং সুখাদিরূপপরিণতং চিতিচ্ছায়া-

---

বক্তব্য এই যে, "পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" এই শ্রুতি সত্ত্বের ভোগ বলিতে প্রবৃত্ত নহে। চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ যে ভোক্তা নহে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞই যে ব্রহ্ম, তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত। শ্রুতি জীবের ব্রহ্মত্ব বুঝাইবার জন্যই সুখাদিবিকারমতী বুদ্ধিকে ভোক্ত্রী বলিয়াছেন। [ইদং ..বারয়তি] সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ পরস্পর অবিবিক্ত থাকাতেই অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানের গোচর না হওয়াতেই উহাদিগের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত (ভ্রম) হইতেছে। বস্তুতঃ উক্ত উভয়ের কেহই কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। অচেতন বিধায় সত্ত্বের ও নির্ব্বিকার বিধায় ক্ষেত্রজ্ঞের ভোক্তৃত্ব নাই। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যে কল্পিত, অজ্ঞানমূলক, তদ্বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি "যখন ভিন্নপ্রায় হয় তখনই ভিন্ন হইয়া ভিন্ন দেখে" এইরূপ এইরূপ বাক্যে কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহারকে স্বপ্নদৃষ্টহস্ত্যাদিব্যবহারের ন্যায় মিথ্যা ও কল্পনামাত্র বলিয়াছেন। এবং "যখন এ সমস্ত আত্ম-

মাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা চ বিবেকিনঃ কর্ত্তৃত্বাদিব্যবহারং বারয়তি ॥ ১২ ॥

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ *

য এষোঽক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্ম ইতি। তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিময়ং প্রতিবিম্বাত্মাঽক্ষ্যধিকরণো নির্দ্দিশ্যতে,

---

পত্ত্যোপপন্নচৈতন্যমিব ভুংক্তে ন তু তত্ত্বতো জীবঃ পরমাত্মা ভুঙ্‌ক্তে। তদে-তদধ্যাসভাষ্যে কৃতব্যাখ্যানম্। তদনেন কৃত্বাচিন্তোদ্‌ঘাটিতা।

নন্বস্তুতদ্ধর্ম্মোপদেশাদিত্যনেনৈবৈতদ্‌গতার্থং, সন্তি খল্বত্রাপ্যন—াদয়ো-বন্ধধর্ম্মাঃ প্রতিবিম্বজীবদেবতাস্বসম্ভবিনঃ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মধর্ম্মোপদেশাদ্‌ব্রহ্মৈ-বাঽত্র বিবক্ষিতম্। সাক্ষাচ্চ ব্রহ্মশব্দোপাদানাৎ। উচ্যতে।

এষ দৃশ্যত ইত্যেতৎ প্রত্যক্ষেঽর্থে প্রযুজ্যতে ॥
পরোক্ষং ব্রহ্ম ন তথা প্রতিবিম্বে তু যুজ্যতে ॥

ভূত হয় তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে?" এই শ্রুতি জ্ঞানীর কর্ত্তৃত্বাদি দৃষ্টি নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ থাকে না বলিয়াছেন।

"এই যে পুরুষ নেত্রগোলে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা। ইনি অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম। অক্ষিগোলকে ঘৃত অথবা উদক প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহা পক্ষ্মে (চোকের ভোঁয়াতে) গমন করে। (অর্থাৎ অক্ষিস্থান অসঙ্গ বা নির্লেপ)।" ছান্দোগ্য শ্রুতির এই উপদেশে সংশয় হয়, শ্রুতি কি (উপাসনার্থ) অক্ষিরূপ আধারে ছায়াপুরুষের (পুরুষপ্রতিবিম্বের) উপদেশ করিয়াছেন? না নেত্রাধিষ্ঠাত্রী সূর্য্যদেবতার উপদেশ করিয়াছেন? অথবা জীবের উপদেশ করিয়াছেন? কিংবা (উপাসনার্থ) পরমেশ্বরের উপদেশ

---

* ছান্দোগ্যশ্রুতৌ অক্ষিস্থানত্বেনোপদিষ্টঃ অন্তরঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব নান্য ইতি যোজ্যম্। কুতঃ? উপপত্তেঃ। যতস্তত্রোক্তা আত্মত্বাদয়ো ধর্ম্মা পরমেশ্বর এবোপপদ্যন্তে ইত্যক্ষরার্থঃ।—ছান্দোগ্য শ্রুতির উপকোশল বিদ্যা-প্রকরণে, চক্ষুতে যে অভ্যন্তরপুরুষ উপদিষ্ট হইয়াছে, সে পুরুষ পরমেশ্বর। হেতু এই যে, পরমেশ্বরেই তত্রোক্ত আত্মত্বাদি বিশেষণ উপপন্ন হয়, অন্য কিছুতে হয় না।

অথ বিজ্ঞানাত্মা, উত দেবতাত্মেন্দ্রিয়স্যাধিষ্ঠাতা, অথবেশ্বর ইতি। কিং তাবৎপ্রাপ্তম্। ছায়াত্মা পুরুষপ্রতিরূপ ইতি। কুতঃ। তস্য দৃশ্যমানত্বপ্রসিদ্ধেঃ। য এষোঽক্ষিণি পুরুষো-দৃশ্যতে ইতি চ প্রসিদ্ধবদুপদেশাৎ। বিজ্ঞানাত্মনো বা অয়ং নির্দ্দেশ ইতি যুক্তম্। স হি চক্ষুষা রূপং পশ্যন্ চক্ষুষি সন্নিহিতো ভবতি, আত্মশব্দশ্চাস্মিন্ পক্ষেঽনুকূলো ভবতি। আদিত্যপুরুষো বা চক্ষুষোঽনুগ্রাহকঃ প্রতীয়তে। রশ্মিভি-রেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি শ্রুতেঃ। অমৃতত্বাদীনাঞ্চ

উপক্রমবশাৎ পূর্ব্বমিতরেষাং হি বর্ণনম্।
কৃতং ন্যায়েন যেনৈব স খল্বত্রানুষজ্যতে॥

ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র হি জীবপরমাত্মানৌ প্রথমাবগতাবিতি তদনুরোধেন গুহাপ্রবেশাদয়ঃ পশ্চাদবগতা ব্যাখ্যাতা তদ্বদিহাপি ‘য এষোঽক্ষণি পুরুষো-দৃশ্যত’ ইতি প্রত্যক্ষাভিধানাৎ প্রথমমবগতে ছায়াপুরুষে তদনুরোধেনামৃত-ত্বাভয়ত্বাদয়ঃ স্তুত্যা কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যেয়াঃ। তত্র চামৃতত্বং কতিপয়ক্ষণাবস্থানাৎ অভয়ত্বমচেতনত্বাৎ পুরুষত্বং পুরুষাকারত্বাৎ আত্মত্বং কনীনিকায়া ব্যাপনাৎ ব্রহ্মরূপত্বমুক্তরূপামৃতত্বাদিযোগাৎ। এবং বামনীত্বাদয়োঽপ্যস্য স্তুত্যৈব কথঞ্চিন্নেতব্যাঃ। কঞ্চ খঞ্চ ইত্যাদি তু বাক্যমগ্নীনাং নাচার্য্যবাক্যং নিয়ন্তু-মর্হতি। ‘আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা’ ইতি চ গত্যন্তরাভিপ্রায়ং ন তূক্ত-পরিশিষ্টাভিপ্রায়ম্। তস্মাচ্ছায়াপুরুষ এবাঽত্রোপাস্য ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সম্ভবমাত্রেণ তু জীবদেবতে উপন্যস্তে বাধকান্তরোপদর্শনায় চৈষ দৃশ্যত ইত্যস্যাত্রাভাবাৎ। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিত্যনেন নিরাকৃতত্বাৎ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ‘য’ ‘এষ’ ইতি।

করিয়াছেন? সংশয়ের পর প্রথমতঃ ছায়াপুরুষ অর্থই উপলব্ধ হয়। কেন-না, সকলেই জানেন যে, নেত্রতারকায় পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং তাহা দেখাও যায়; সুতরাং শ্রুতি তদনুসারে “চক্ষুতে এই যে পুরুষ দেখা যায়।” বলিয়াছেন। জীবের উপদেশও অসম্ভব নহে। কেন-না, জীব রূপদর্শন-কালে চক্ষুতে সন্নিহিত হন (আইসেন)। অপিচ, জীবের প্রতি আত্মশব্দ প্রয়োগ বিশেষ সঙ্গত। চক্ষুর অনুগ্রাহক আদিত্যদেবতাও ঐ ব্যাক্যের

দেবতাত্মন্যপি কথঞ্চিৎ সম্ভবাৎ। নেশ্বরঃ। স্থানবিশেষ-নির্দ্দেশাৎ। ইত্যেবম্প্রাপ্তে ক্রমঃ। পরমেশ্বর এবাক্ষণ্যভ্যন্তরঃ পুরুষ ইহোপদিষ্ট ইতি। কস্মাৎ। উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হি পরমেশ্বরে গুণজাতমিহোপদিশ্যমানম্। আত্মত্বং তাবন্মুখ্যয়া বৃত্ত্যা পরমেশ্বর উপপদ্যতে। স আত্মা, তত্ত্বমসি ইতি শ্রুতেঃ। অমৃতত্বাভয়ত্বে চ তস্মিন্নসকৃৎ শ্রূয়েতে।

অনিষ্পন্নাভিধানে দ্বে সর্ব্বনামপদে সতী।
প্রাপ্য সন্নিহিতস্যার্থং ভবেতামভিধাতৃণী ॥

সন্নিহিতাশ্চ পুরুষাত্মাদিশব্দাস্তে চ ন যাবৎ স্বার্থমভিদধতি তাবৎ সর্ব্ব-নামভ্যাং নার্থতুয়োপ্যভিধীয়ত ইতি কুতস্তদর্থস্যাপরোক্ষতা। পুরুষাত্ম-শব্দৌ চ সর্ব্বনামনিরপেক্ষৌ স্বরসতোজীবে বা পরমাত্মনি বা বর্ত্তেত ইতি। ন চ তয়োশ্চক্ষুষি প্রত্যক্ষদর্শনমিতি নিরপেক্ষপুরুষপদপ্রত্যান্বিতার্থানুরোধেন য এষ ইতি দৃশ্যত ইতি চ যথাসম্ভবং ব্যাখ্যেয়ম্। ব্যাখ্যাতঞ্চ সিদ্ধবদুপাদানং, শাস্ত্রাদ্যপেক্ষং বিদ্বদ্বিষয়ং প্ররোচনার্থম্। বিদুষঃ শাস্ত্রত উপলব্ধিরেব দৃঢ়তয়া প্রত্যক্ষবদুপচর্য্যতে প্রশংসার্থমিত্যর্থঃ। অপিচ, তদেব চরমং প্রথমানুগুণতয়া নীয়তে যন্নেতুং শক্যম্, অন্নঞ্চ। ইহ ত্বমৃতত্বাদয়োবহবশ্চা-শক্যাশ্চ নেতুম্। ন হি স্বসত্তাক্ষণাবস্থানমাত্রমমৃতত্বং ভবতি। তথা সতি কিং নাম নামৃতং স্যাদিতি ব্যর্থমমৃতপদম্। ভয়াভয়ে অপি চেতনধর্ম্মৌ নাচেতনে সম্ভবতঃ। এবং বামনীত্বাদয়োঽপ্যন্যত্র ব্রহ্মণো নেতুমশক্যাঃ।

উপদেষ্টব্য হইতে পারে। হেতু এই যে, শ্রুতিতে আছে, ঐ আদিত্য রশ্মিরূপে চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অমৃতপ্রভৃতি বিশেষণ আদিত্য-পুরুষে কোন এক প্রকারে সংলগ্ন করা যাইতে পারে। যখন স্থান বিশেষের উল্লেখ আছে, তখন আর ঐ বাক্যে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে,—ঐ বাক্যে পর-মেশ্বরেরই উপদেশ, অন্য কাহার নহে। হেতু এই যে. ঐ বাক্যের সমস্ত বিশেষণ পরমেশ্বর অর্থে সঙ্গত হয়, অন্য অর্থে হয় না। [আত্মত্বং পরমেশ্বরঃ] "তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতু! সেই আত্মাই তুমি।" এই শ্রুতির দ্বারা পরমেশ্বর অর্থেই আত্মশব্দের মুখ্যপ্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়।

তথা পরমেশ্বরানুরূপমেতদক্ষিস্থানম্। যথা হি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বদোষৈরলিপ্তোঽপহতপাপ্মাদিশ্রবণাৎ, তথাঽক্ষিস্থানং সর্ব্বলেপরহিতমুপদিষ্টং, তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি ইতি শ্রুতেঃ। সংযদ্বামত্বাদি-গুণোপদেশশ্চ তস্মিন্নবকল্পতে, এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি। এষ উ এষ ভামনীরেষ হি

প্রত্যক্ষব্যপদেশশ্চোপপাদিতঃ। তদিদমুক্ত'মুপপত্তে'রিতি। এতদমৃতমভয়-মেতদ্ব্রহ্মেত্যুক্তে স্যাদাশঙ্কা নমু সর্ব্বগতস্যেশ্বরস্য কস্মাদ্বিশেষেণ চক্ষুরেব স্থানমুপদিশ্যত ইতি তৎপরিহরতি শ্রুতিঃ—"তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি" ইতি। বর্ত্মনী পক্ষস্থানে। এতদুক্তং ভবতি।—নির্লেপস্যেশ্বরস্য নির্লেপং চক্ষুরেব স্থানমনুরূপমিতি। তদিদমুক্তং "তথা পরমেশ্বরানুরূপ"মিতি। "সংযদ্বামত্বাদিগুণোপদেশশ্চ তস্মিন্" ব্রহ্মণি "কল্পতে" ঘটতে সমবেতার্থত্বাৎ। প্রতিবিম্বাদিষু ত্বসমবেতার্থঃ। বননীয়ানি সম্ভজনীয়ানি শোভনীয়ানি পুণ্যফলানি বামানি। সংযন্তি সঙ্গচ্ছমানানি বামান্যনেনেতি সংযদ্বামঃ পরমাত্মা। তৎকারণত্বাৎ পুণ্যফলোৎপত্তেঃ। তেন পুণ্যফলানি সঙ্গচ্ছন্তে। স এব পুণ্যফলানি বামানি নয়তি লোকমিতি বামনীঃ। এষ এব ভামনীঃ।—ভামানি ভানানি তানি নয়তি লোকমিতি

অমৃত ও অভয়, এ দুই শব্দও শ্রুতিতে পরমেশ্বরবিষয়ে পুনঃপুন উচ্চারিত হইয়াছে। অক্ষি-স্থানটীও পরমেশ্বরের অনুরূপ অর্থাৎ সদৃশ। পরমেশ্বর সর্ব্বদোষে অলিপ্ত, অক্ষিও সর্ব্বদ্রব্যে অলিপ্ত। "চক্ষুতে ঘৃত অথবা জল উপসিক্ত করিলে তাহা পক্ষ্মতে (ভোঁয়াতে) যায়" এই দৃষ্টান্তবাক্যে কেবল নির্লেপত্বের উপদেশ জানিবে। (নির্লেপত্ব উপদেশের দ্বারাও পরমেশ্বর -অর্থ প্রতিপন্ন হয়)। সংযদ্বাম, বামনী, ভামনী, এ সকল কথাও পরমেশ্বর বিষয়ে অবকল্পিত। (পরমেশ্বরের বোধক)। যথা—"সকল বাম (কর্ম্ম-ফল) পরমেশ্বর লক্ষ্য করিয়াই জন্মে, সেই কারণে তাঁহাকে সংযদ্বাম বলে। তিনি কর্ম্মফল প্রদান করেন, তাই তিনি বামনী। তিনি সর্ব্ব-

সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি ইতি চ। অত উপপত্তেরন্তরঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ *

কথং পুনরাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণোঽক্ষ্যল্পস্থানমুপপদ্যত ইতি। অত্রোচ্যতে। ভবেদেষাঽনবকৢপ্তির্যদ্যেতদেবৈকং স্থানমস্য নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ। সন্তি হি অন্যান্যপি পৃথিব্যাদীনি স্থানান্যস্য নির্দ্দিষ্টানি—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ইত্যাদিনা। তেষু হি চক্ষুরপি নির্দ্দিষ্টং—যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নিতি। স্থানাদিব্যপদেশাদিত্যাদিগ্রহণেনৈতদ্দর্শয়তি—ন কেবলং স্থান

ভামতী। তদুক্তং শ্রুত্যা। 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি।

আশঙ্কোত্তরমিদং সূত্রম্। আশঙ্কামাহ।—কথং পুনরিতি। স্থানিনোঽপি স্থানং মহদ্দৃষ্টম্। যথা যাদসামব্ধিঃ। তৎ কথমত্যল্পং চক্ষুরধিষ্ঠানং পরমাত্মনঃ পরমমহত ইতি শঙ্কার্থঃ। পরিহরতি।—"অত্রোচ্যত" ইতি। স্থানাত্মা-

---

লোকে দীপ্যমান, তাই তিনি ভামনী।" যেহেতু এ সমস্তই পরমেশ্বরে উপপন্ন হইতেছে সেই হেতু অক্ষি-বাক্যস্থ আন্তর পুরুষ পরমেশ্বর।

আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের চক্ষুরূপ অল্পস্থান কথন কিরূপে সঙ্গত হয়? তাহা বলি। যদি তাঁহার "চক্ষুঃ" এই একটীমাত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই অনবকৢপ্তি দোষ (অনুচিত কল্পনা) হইত। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহার পৃথিবী প্রভৃতি অনেক স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে চক্ষুঃস্থানটী ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। (যে উদ্দেশে পৃথিব্যাদি স্থানের উপদেশ, সেই উদ্দেশেই এই চক্ষুঃস্থানের উপদেশ)। [স্থানাদি - রিত্যাদি] সূত্রকার সূত্রে "আদি" শব্দ দিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্র যে কেবল অনুচিত

---

* আদিশব্দেন নামরূপে গ্রাহ্যে। ধ্যানার্থং স্থান-নাম রূপাণাং ব্যপদেশাৎ শ্রুত্যন্তরেঽপ্যুপদেশাৎ অত্রাক্ষিস্থানত্বোক্তিন দোষায়েতি সূত্রার্থঃ।—অন্য শ্রুতিতে ধ্যানের জন্য স্থান, নাম ও রূপের উপদেশ দেখা যায় সুতরাং এখানেও উপাসনার নিমিত্ত স্থানবিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

মেবৈকমনুচিতং ব্রহ্মণো নির্দ্দিশ্যমানং দৃশ্যতে। কিং তর্হি। নামরূপমিত্যেবঞ্জাতীয়কমপ্যনামরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুচিতং নির্দ্দিশ্যমানং দৃশ্যতে, তস্যোদিতি নাম, হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদি। নির্গুণমপি সৎ ব্রহ্ম নামরূপগতৈর্গুণৈঃ সগুণমুপাসনার্থং তত্র তত্রোপদিশ্যত ইত্যেতদপ্যুক্তমেব। সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থং স্থানবিশেষো ন বিরুধ্যতে শালগ্রাম ইব বিষ্ণোরিত্যেতদপ্যুক্তমেব ॥ ১৪ ॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥ *

দয়োর্যেষাং তে স্থানাদয়োনামরূপপ্রকারাস্তেষাং ব্যপদেশাৎ সর্ব্বগতস্যৈকস্থাননিযমোনাবকল্পতে। ন তু নানাস্থানত্বং নভস ইব নানাসূচীপাশাদিস্থানত্বম্। বিশেষতস্তু ব্রহ্মণস্তানি তান্যুপাসনাস্থানানীতি তৈরস্য যুক্তো ব্যপদেশঃ।

অপিচ প্রকৃতান্তসাবাদপি ব্রহ্মৈবাঽত্র প্রত্যেতব্যং ন তু প্রতিবিম্বজীব দেবতা ইত্যাহ সূত্রকারঃ।—

স্থানের উপদেশ করিয়াছেন তাহা নহে, অনুচিত নামরূপেরও উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"তাঁহার নাম 'উৎ'।" "তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু।" ইত্যাদি। [নির্গুণ মেব] ব্রহ্ম নির্গুণ সত্য, পরন্তু শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপাসনার নিমিত্ত নামরূপাদির গুণ আরোপ পূর্ব্বক তাঁহাকে সগুণরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। যেমন শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণু-উপলব্ধির বিশেষ স্থান বলা অবিরুদ্ধ, তদ্রূপ, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য (তাঁহাকে জানিবার জন্য) স্থান বিশেষ উপদেশ করাও অবিরুদ্ধ। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। (যে অযোধ্যাপতি, তাহাকে গুর্জ্জরপতি বলা যায় না, কিন্তু যে সমস্তপৃথিবীর পতি তাহাকে গুর্জরপতি ও অযোধ্যাপতি উভয়ই বলা যায়। বলিলে দোষ হয় না)।

* ধ্যানার্থং ভেদকল্পনয়া, সুখবিশিষ্টস্য সুখগুণযুক্তস্য প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ অভিধানাৎ য এষ ইতি সর্ব্বনামশব্দেন কথনাৎ অক্ষিপুরুষঃ পরমেশ্বর এবেতি পূরণীয়ম্।—ঐ প্রকরণে "যঃ এষ" এই সর্ব্বনাম শব্দ আছে। ঐ সর্ব্বনাম শব্দ সুখগুণযুক্ত ব্রহ্মকেই বুঝিতে করায়, সুতরাং ঐ অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

অপি চ, নৈবাত্র বিবদিতব্যং, কিং ব্রহ্মাস্মিন্ বাক্যে-ঽভিধীয়তে ন বেতি। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব ব্রহ্মত্বং সিদ্ধম্। সুখবিশিষ্টং হি ব্রহ্ম যদ্বাক্যোপক্রমে প্রক্রান্তং, প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম ইতি, তদেবেহাভিহিতং, প্রকৃতপরিগ্রহস্য ন্যায্যত্বাৎ। আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা ইতি

এবং খলূপাখ্যায়তে। উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমুবাস। তস্যাচার্য্যস্য দ্বাদশ বর্ষাণ্যগ্নীনুপচচার। স চাচার্য্যো-ঽন্যান্ ব্রহ্মচারিণঃ স্বাধ্যায়ং গ্রাহয়িত্বা সমাবর্ত্তয়ামাস তমেবৈকমুপকোসলং ন সমাবর্ত্তয়তি স্ম। জায়য়া চ তৎসমাবর্ত্তনায়ার্থিতোঽপি তদ্বচনমবধীর্য্যাচার্য্যঃ প্রোষিতবান্। ততোঽতিদূনমানসমগ্নিপরিচরণকুশলমুপকোসলমুপেত্য ত্রয়ো-ঽগ্নয়ঃ করুণাপরাধীনচেতসঃ শ্রদ্দধানায়াঽস্মৈ দৃঢভক্তয়ে সমেত্য ব্রহ্মবিদ্যা-মূচিরে—'প্রাণোব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম' ইতি। অথোপকোসল উবাচ। বিজানাম্যহং প্রাণোব্রহ্ম ইতি। স হি সূত্রাত্মা বিভূতিমত্তয়া ব্রহ্মরূপাবির্ভাবাদ্-

অক্ষি-বাক্যে ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে কি না, ইহা লইয়া আর বিবাদ করিতে হইবে না। কেন-না, ঐ প্রকরণে সুখবিশিষ্টের কথন থাকাতেই অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হইয়াছে। উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে "প্রাণ ব্রহ্ম" "সুখ ব্রহ্ম" "আকাশ ব্রহ্ম" এইরূপে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম কথিত হওয়ায় তৎপরবর্ত্তী অক্ষি-বাক্যেও তিনি কথিত হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বীকার্য্য। যাহা প্রকৃত—যাহার প্রস্তাব—তাহাই তদানুষঙ্গিক বাক্যের অর্থ—এ কথা ন্যায়সঙ্গত। অপিচ, "গুরু তোমার গতি বলিবেন" এই গতি কথন প্রতিজ্ঞার দ্বারাও অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়। (১)

(১) এ সকল কথা যে আখ্যায়িকায় আছে, সে আখ্যায়িকা এই—উপকোসল নামক কোন ব্রহ্মচারী জাবাল নামক গুরুর শিষ্য ছিল। জাবাল এই শিষ্যের প্রতি অগ্নিপরিচর্য্যার ভার অর্পণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে যান। শিষ্য বার বৎসর গুরুর প্রতিনিধি হইয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিলে অগ্নিদেবতা সন্তুষ্ট হইয়া "প্রাণ ব্রহ্ম" "সুখ ব্রহ্ম" 'আকাশ ব্রহ্ম' এই কয়েকটী কথায় তাহাকে ব্রহ্ম উপদেশ করেন, অবশেষে বলেন, তোমার গুরু তোমাকে, তোমার "ব্রহ্মজ্ঞানের গতি বলিবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলপ্রাপ্তির পথ বা প্রণালী বলিবেন। অনন্তর গুরু জাবাল গৃহে প্রত্যাগত হইয়া উপকোসলকে অগ্নিদেবতার অনুপদিষ্ট আত্মজ্ঞানের গতি "য এষোঽক্ষিণি" ইত্যাদিক্রমে উপদেশ করেন। সুতরাং অগ্নিপ্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জাবালপ্রোক্ত গতিবাক্যের ঐক্য বা একার্থতা আছে। একার্থতা থাকাতেই অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়।

চ গতিমাত্রাভিধানপ্রতিজ্ঞানাৎ। কথং পুনর্ব্বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম বিজ্ঞায়ত ইতি। উচ্যতে। প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম ইত্যেতদগ্নীনাং বচনং শ্রুত্বোপকোসল উবাচ। বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কঞ্চ খঞ্চ তু ন বিজানামি ইতি। তত্রেদং প্রতিবচনম্। যদ্বাব কং, তদেব খং, যদেব খং তদেব কং ইতি। তত্র খং শব্দো ভূতাকাশে নিরূঢ়ো লোকে। যদি তস্য বিশেষণত্বেন কং শব্দঃ সুখবাচী নোপাদীয়েত তথা সতি কেবলে ভূতাকাশে ব্রহ্মশব্দো নামাদিম্বিব প্রতীকাভিপ্রায়েণ প্রযুক্ত

ব্রহ্মেতি কিন্তু কং চ খং চ ব্রহ্ম ইত্যেতন্ন বিজানামি। ন হি বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্কজং সুখমনিত্যং লোকসিদ্ধং খঞ্চ ভূতাকাশমচেতনং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। অথৈনমগ্নয়ঃ প্রত্যুচুঃ,—'যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব ক'মিতি। এবং সম্ভূয়োক্ত্বা প্রত্যেকঞ্চ স্ববিষয়াং বিদ্যামূচুঃ,—'পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য' ইত্যাদিনা। পুনশ্চ এনং সম্ভূয়োচুঃ—'এষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যা প্রত্যেকমুক্তা'। স্ববিষয়া বিদ্যা আত্মবিদ্যা চাস্মাভিঃ সম্ভূয় পূর্ব্বমুক্তা, প্রাণোব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। 'আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা' ব্রহ্মবিদ্যেয়মুক্তাঽস্মাভির্গতিমাত্রং ত্ববশিষ্টং নোক্তম্। তত্তু বিদ্যাফলপ্রাপ্তয়ে জাবালস্তবাচার্য্যোবক্ষ্যতীত্যুক্ত্বা ইগ্নয় উপরেমিরে। এবং ব্যবস্থিতে যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে ভাষ্যকারঃ।—"তত্র খংশব্দ" ইতি। "প্রতীকাভিপ্রায়েণ"

[কথং···বিজানামি] আরম্ভবাক্যে সুখবিশেষণে বিশেষিত পরব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন, ইহা যেরূপে জানা যায়, তাহা বলিতেছি। উপকোসল "প্রাণ ব্রহ্ম" "ক ব্রহ্ম" "খ ব্রহ্ম" এই সকল অগ্নিবাক্য শুনিয়া বলিলেন, "প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা জানিলাম (বুঝিলাম), কিন্তু ক খ ব্রহ্ম, ইহা জানিলাম না অর্থাৎ বুঝিলাম না।" (১) [তত্রেদং···গময়তঃ] এ কথার অগ্নিদত্ত প্রত্যুত্তর এইরূপ—"যাহা ক তাহাই খ, যাহা খ তাহাই ক।" এই প্রত্যুত্তর-

(১) প্রাণ-শব্দের অর্থ সূত্রাত্মা, তাহা বৃহৎ বা ব্যাপী, সুতরাং প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু ক-শব্দের অর্থ সুখ, তাহা বিষয়বিশেষে জন্মে, এবং খ-শব্দের অর্থ আকাশ ভূত, সুতরাং ঐ দুএর ব্রহ্মত্ব বুঝিতে পারিলাম না।

ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। তয়া কং-শব্দস্য বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক-জনিতে সাময়ে সুখে প্রসিদ্ধত্বাৎ যদি তস্য খংশব্দো বিশে-ষণত্বেন নোপাদীয়েত লৌকিকং সুখং ব্রহ্মেতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ইতরেতরবিশেষিতৌ তু কংখংশব্দৌ সুখাত্মকং ব্রহ্ম গময়তঃ। তত্র দ্বিতীয়ে ব্রহ্মশব্দেঽনুপাদীয়মানে কং খং ব্রহ্মেত্যেবোচ্যমানে কংশব্দস্য বিশেষণত্বেনৈবোপযুক্ত-ত্বাৎ সুখস্য গুণস্যাধ্যেয়ত্বং স্যাৎ তন্মাভূদিত্যুভয়োঃ কংখং-

ইতি। আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে ক্ষেপঃ প্রতীকঃ। যথা ব্রহ্মশব্দঃ পরমাত্মবিষয়োনামাদিষু ক্ষিপ্যতে, ইদমেব তদ্‌ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যন্নামেতি। তথেদমেব তদ্‌ব্রহ্ম যদ্ভূতাকাশমিতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ন চৈতৎপ্রতীকত্ব-মিষ্টম্। লৌকিকস্য সুখস্য সাধনপারতন্ত্র্যাৎ ক্ষয়িষ্ণুতা চাময়স্তেন সহ বর্ত্তত ইতি সাময়ং সুখম্। তদেবং ব্যতিরেকে দোষমুক্ত্বাঽন্বয়ে গুণমাহ। "ইতরেতরবিশেষিতৌ তু" ইতি। তদর্থয়োর্বিশেষিতত্বাচ্ছব্দাবপি বিশে-ষিতাবুচ্যেতে। সুখশব্দসমানাধিকরণোহি খ'শব্দোভূতাকাশমর্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি গুণযোগেন বর্ত্ততে। তাদৃশা চ খেন সুখং বিশিষ্যমাণং সাময়াদ্ব্যাবৃত্তং নিরাময়ং ভবতি। তস্মাদুপপন্নমুভয়োপাদানম্। ব্রহ্মশব্দাভ্যাসস্য প্রয়ো-জনমাহ।—"তত্র দ্বিতীয়" ইতি। ব্রহ্মপদং কং-পদস্যোপরি প্রযুজ্যমানং

বাক্যে ভূতাকাশবাচী খ যদি সুখবাচি ক-বিশেষণে বিশেষিত না হইত, অর্থাৎ অগ্নি যদি ঐ বিশেষণ না দিতেন, ক-শব্দ বিশেষণ দিয়া খ-শব্দের ভূতা-কাশবোধকতা নিবারণ না করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই খ-শব্দে আকাশ ভূত বুঝিতাম এবং তদ্বিষয়ক ব্রহ্মশব্দও নামাদির ন্যায় প্রতীক (আলম্বন) অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতাম। এইরূপ, বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ-জনিত সাময়িক সুখের বাচক ক শব্দ আকাশবাচী খ-শব্দের দ্বারা বিশেষিত না হইলেও সাময়িক সুখকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইত। অতএব, উক্ত উভয়ের বিশেষণ হওয়াতেই উক্ত উভয় শব্দ (ক ও খ) নিত্যসুখ পরব্রহ্মের বোধক হইয়াছে। [তত্র...দিষ্টম্] "কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" না বলিয়া "কং খং ব্রহ্ম" বলিলে উপকোসল ব্রহ্মের সুখভাব ধ্যান না করিতেও পারে, ইহা ভাবিয়া অগ্নি কং খং শব্দের প্রত্যেকের মস্তকে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ

শব্দয়োঃ ব্রহ্মশব্দশিরস্কং কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। ইষ্টং হি সুখস্যাপি গুণস্য গুণিবদ্ধ্যেয়ত্বম্। তদেবং বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্টং ব্রহ্মোপদিষ্টম্। প্রত্যেকঞ্চ গার্হপত্যাদয়োঽগ্নয়ঃ স্বং স্বং মহিমানমুপদিশ্য, এষা সোম্য তে অস্মদ্বিদ্যাত্মবিদ্যা চ ইত্যুপসংহরন্তঃ পূর্ব্বত্র ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টমিতি জ্ঞাপয়ন্তি। আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা ইতি চ গতিমাত্রাভিধানপ্রতিজ্ঞানমর্থান্তরবিবক্ষাং বারয়তি। যথা

শির এবং খং-পদস্যাপি ব্রহ্মপদং শিবঃ যয়োঃ কংখংপদয়োঃ তে ব্রহ্মশিরসী তয়োর্ভাবোব্রহ্মশিরস্ত্বম্। অস্তু প্রস্তুতে কিমায়াতমিত্যত আহ—"তদেবং বাক্যোপক্রম" ইতি। নন্বগ্নিভিঃ পূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টতাং ব্রহ্ম, য এষোঽক্ষণীত্যাচার্য্যবাক্যেঽপি তদেবানুবর্ত্তনীয়মিতি তু কুত ইত্যাহ।—"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেতি চ গতিমাত্রাভিধান"মিতি। যদ্যপ্যেতে ভিন্নবক্তৃণো বাক্যে তথাপি পূর্ব্বেণ বক্ত্রা একবাক্যতাং গমিতে গতিমাত্রাভিধানাৎ। কিমুক্তং ভবতি।—তুভ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঽস্মাভিরুপদিষ্টা তদ্বিদস্তু গতির্নোক্তা তাঞ্চ কিঞ্চিদধিকমাধ্যেয়ং পূরয়িত্বাচার্য্যো বক্ষ্যতীতি। তদনেন পূর্ব্বাসম্বন্ধার্থান্তরবিবক্ষা বারিতেতি। অথৈবমগ্নিভিরুপদিষ্টে প্রোষিত আচার্য্যঃ কালেনা-

করিয়াছেন। গুণীর ন্যায় গুণও ধ্যেয় (চিন্তনীয়)। এইরূপেই বাক্যারম্ভে সুখযুক্ত ব্রহ্মের অভিধান (কথন বা উপদেশ) হইয়াছে। [প্রত্যেকঞ্চ...জ্ঞাপয়ন্তি] গার্হপত্য, অন্বাহার্য্য, আহবনীয়, এই তিন্ অগ্নি আপন আপন মহিমা বা বিভূতি উপদেশ করিয়া (১) "হে সৌম্য! ইহা অস্মদ্বিদ্যা (অগ্নিবিদ্যা)। যাহা আত্মবিদ্যা তাহা পূর্ব্বে বলিযাছি।" এইরূপে উপদেশ সমাপ্তি করতঃ প্রারম্ভ বাক্যেই (কং ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যেই) ব্রহ্ম নির্দ্দেশ থাকা জানাইয়াছেন। [আচার্য্য ..বারয়তি] "গুরু তোমার গতি বলিবেন" এ বাক্যও অন্য কিছু বলিবার জন্য উচ্চারিত হয় নাই। [যথা...দর্শয়তি] যদ্রূপ জল পদ্মপত্রে আশ্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ, যে এ তত্ত্ব

(১) গার্হপত্য অগ্নি উপদেশ করিলেন, পৃথিবী অগ্নি ও অন্ন এ সকল আমার শরীর ও আমার বিভূতি বা মহিমা। অন্বাহার্য্য বলিলেন, জল, দিক্ সকল, নক্ষত্র, চন্দ্র, এ সকল আমার ঐশ্বর্য্য। আহবনীয় বলিয়াছিলেন, পঞ্চপ্রাণ, আকাশ, স্বর্গলোক, বিদ্যুৎ, এ সকল আমার মহিমা। এই অংশই অগ্নি বিদ্যা এবং কং খং ব্রহ্ম, এ অংশ ব্রহ্ম বিদ্যা বা আত্মবিদ্যা।

পলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি চাক্ষিস্থানং পুরুষং বিজানতঃ পাপেনানুপঘাতং ব্রুবন্নক্ষিস্থানস্য পুরুষস্য ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি। তস্মাৎ প্রকৃতস্যৈব ব্রহ্মণোঽক্ষিস্থানতাং সংযদ্বামত্বাদিগুণতাঞ্চ উক্ত্বা

জগাম। আগতশ্চ বীক্ষ্যোপকোসলমুবাচ, ব্রহ্মবিদ ইব তে সোম্য মুখং প্রসন্নং ভাতি কোঽনু ত্বানুশশাসেতি। উপকোসলস্তু হ্রীণো ভীতশ্চ কো নু মামনুশিষ্যাদ্ভগবন্ প্রোষিতে ত্বয়ীত্যাপাততোঽপজ্ঞায় নির্ব্বধ্যমানোঽযথাযদগ্নীনামনুশাসনমবোচৎ। তদুপশ্রুত্য চাচার্য্যঃ সুচিরং ক্লিষ্ট উপকোসলে সমুপজাতদয়াদ্রহৃদয়ঃ প্রত্যুবাচ,—সোম্য কিল তুভ্যমগ্নয়ো ন ব্রহ্ম সাকল্যেনাবোচন্ তদহং তুভ্যং সাকল্যেন বক্ষ্যামি যদনুভবমাহাত্ম্যাৎ যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি। এবমুক্তবত্যাচার্য্য আহোপকোসলঃ,—ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচাচার্য্যোঽর্চ্চিরাদিকাং গতিং বক্তুমনাঃ, যত্তুক্তমগ্নিভিঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি তৎপূরণায় য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত ইত্যাদি। এতদুক্তং ভবতি।—আচার্য্যেণ যে যৎ সুখং ব্রহ্মাক্ষিস্থানং সংযদ্বামং বামনীভামনীত্যেবঙ্গুণকং প্রাণসহিতমুপাসতে তে সর্ব্বে অপহতপাপ্মানোঽন্যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তু মা বা কার্য্যর্চ্চিষমর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতামভিসম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে। অর্চ্চিষোঽহরহর্দ্দেবতাং, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষং শুক্লপক্ষদেবতাং, ততঃ যন্মাসান্ যেষু মাসেষূত্তরাং দিশমেতি সবিতা তে ষণ্মাসা উত্তরায়ণং তদ্দেবতাং প্রতিপদ্যন্তে, তেভ্যো মাসেভ্যঃ সম্বৎসরদেবতাং, তত আদিত্যম্। আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্। চন্দ্রমসোবিদ্যুতম্। তত্র স্থিতানেতান্ পুরুষঃ কশ্চিদ্ব্রহ্মলোকাদবতীর্য্যাঽমানবোঽমানব্যাং সৃষ্টৌ ভবো ব্রহ্মলোকভব ইতি যাবৎ, স তাদৃশঃ পুরুষ এতান্ সত্যলোকস্থং কার্য্যং ব্রহ্ম গময়তি, স এষ দেবপথোদেবৈরর্চ্চিরাদিভির্নেতৃভিরুপলক্ষিত ইতি দেবপথঃ, স এব ব্রহ্মণা গন্তব্যেনোপলক্ষিত ইতি ব্রহ্মপথঃ, এতেন পথা প্রতিপদ্যমানাঃ সত্যলোকস্থং ব্রহ্ম ইমং মানবং মনোঃ সর্গং, কিং

জানে তাহাতে পাপ কর্ম্ম আশ্লিষ্ট হয় না।" এ বাক্যও অক্ষিপুরুষ-জ্ঞানীর পাপস্পর্শ নিষেধ করতঃ অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মতা প্রদর্শন করিতেছে। [তস্মাৎ...ইতি] এই সকল কারণে শ্রুতিতে প্রস্তাবিত পরব্রহ্মের অক্ষিস্থানতা ও সংযদ্বামত্বাদি গুণ উপদেশ পূর্ব্বক তাদৃক্‌জ্ঞানীর দেবযান গতি

অর্চ্চিরাদিকাং তদ্বিদো গতিং বক্ষ্যামীতি উপক্রমতে, য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচ ইতি ॥ ১৫ ॥

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥ *

ইতশ্চাক্ষিস্থানঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরো যস্মাৎ শ্রুতোপনিষৎকস্য শ্রুতরহস্যবিজ্ঞানস্য ব্রহ্মবিদো যা গতির্দ্দেবযানাখ্যা প্রসিদ্ধা শ্রুতৌ, অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে, এতদ্বৈ প্রাণানামায়তন-

---

ভূতং আবর্ত্তং জন্মজরামরণপৌনঃপুন্যমাবৃত্তিস্তৎকর্ত্তা আবর্ত্তো মানবো লোকস্তং নাবর্ত্তন্তে। তথা চ স্মৃতিঃ।—

'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্' ॥

তদনেনোপাখ্যানব্যাখ্যানেন—
ইত্যপি সূত্রং ব্যাখ্যাতম্।

বলিবার প্রারম্ভে "যে পুরুষ এই চক্ষুতে দৃষ্ট হন" ইত্যাদি প্রকার সন্দর্ভ কথিত হইয়াছে।

অক্ষিপুরুষ পরমেশ্বর, এ সম্বন্ধে অন্য হেতু এই যে, জ্ঞাতরহস্য ব্রহ্মজ্ঞের দেবযান গতি—যাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রসিদ্ধ—সেই গতি এই অক্ষিপুরুষ-জ্ঞানীর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যথা—"তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা (জ্ঞানপূর্ব্বক আত্মান্বেষণ বা ব্রহ্মধ্যান) করিয়া দেহপাতের পর সেই সকলের বলে উপাসক প্রাপ্তদেবযানপথে সূর্য্যলোকে গমন করে, তথা হইতে ব্রহ্মলোকে যায়। এই ব্রহ্মলোক প্রাণায়তন অর্থাৎ (হিরণ্যগর্ভাত্মক), অমৃত (মোক্ষ) ও পরম স্থান। এ স্থান হইতে সে আর পুনরাগত হয় না।" স্মৃতিপ্রসিদ্ধ যথা—"ব্রহ্মচিন্তক মানব জ্যোতির্দ্দেবতা,

---

* শ্রুতা অনুষ্ঠিতা উপনিষদ্রহস্যং সগুণব্রহ্মোপাসনং যেন তস্য যা গতির্দেবযানাখ্যা শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসিদ্ধা তস্যা অত্র অভিধানাৎ কথনাৎ এতদ্বাক্যস্থাক্ষিপুরুষোব্রহ্মৈবেতি শেষঃ।—সগুণব্রহ্মবেত্তার শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ দেবযান গতি এই বাক্যে কথিত হওয়ায় এ বাক্যের অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। যখন ব্রহ্মজ্ঞানীর ও অক্ষিপুরুষ জ্ঞানীর একই গতি, তখন অবশ্যই অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম।

মেতদমৃতমভয়মেতৎপরায়ণ-মেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি, স্মৃতাবপি,—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥"

ইতি, সৈবেহাঽক্ষিপুরুষবিদোঽভিধীয়মানা দৃশ্যতে। অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদুচ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি ইত্যুপক্রম্য আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ-পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত ইতি, তদিহ ব্রহ্মবিদ্বিষয়য়া প্রসিদ্ধয়া গত্যাঽক্ষিস্থানস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে॥ ১৬॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ॥ ১৭॥ *

দিনদেবতা, শুক্লপক্ষদেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা, তৎপরে ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতিতে আছে, "ব্রহ্মজ্ঞ মানব মরিলে তৎপুত্রেরা শবসংস্কার কার্য্য করুক আর নাই করুক, অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হইবেই হইবে। অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি। পরে তথা হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, তথা হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে বায়ুলোকে, বায়ু হইতে আদিত্যে গমন করে। অনন্তর চন্দ্রে, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎলোকে যায়। ব্রহ্ম-উপাসক যখন বিদ্যুৎলোকে যায়, তখন, ব্রহ্মলোক-বাসী দিব্যপুরুষ তাহাকে ব্রহ্মসদনে লইয়া যায়। ইহারই নাম দেবপথ ও ইহারই নাম ব্রহ্মপথ। এ পথ প্রাপ্ত হইলে এই জন্ম-জরা-মরণ-যুক্ত মানব সৃষ্টিতে পুনর্ব্বার আসিতে হয় না।" অক্ষিপুরুষ-জ্ঞানীর এবম্বিধ ব্রহ্মজ্ঞগতি বর্ণিত হওয়াতেই অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্বনিশ্চয় হয়।

* অনবস্থিতেঃ নিত্যাবস্থানাভাবাৎ অমৃতত্বাদিগুণানামসম্ভবাচ্চ ইতর ঈশ্বরাদন্যঃ ছায়া-ত্মাদি ন তদ্বাক্যগম্য ইতি সূত্রার্থঃ।—ছায়াত্মাদি সদাস্থিত নহে, অনিত্য, অনিত্যের উপাস্যত্ব ও অমৃতত্বাদি গুণ অসম্ভব, সুতরাং অনিত্য ছায়াত্মাদি ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে।

যৎপুনরুক্তং ছায়াত্মা বিজ্ঞানাত্মা দেবতাত্মা বা স্যাদক্ষিস্থান ইতি, অত্রোচ্যতে। ন ছায়াত্মাদিরিতর ইহ গ্রহণমর্হতি। কস্মাৎ। অনবস্থিতেঃ। ন তাবৎ ছায়াত্মনশ্চক্ষুষি নিত্যমবস্থানং সম্ভবতি। যদেব হি কশ্চিৎ পুরুষশ্চক্ষুরাসীদতি তদা চক্ষুষি পুরুষচ্ছায়া দৃশ্যতেঽপগতে তস্মিন্ন দৃশ্যতে। য এষোঽক্ষিণি পুরুষ ইতি চ শ্রুতিঃ সন্নিধানাৎ স্বে চক্ষুষি দৃশ্যমানং পুরুষমুপাস্যত্বেনোপদিশতি। ন চোপাসনকালে স ছায়াকরং কঞ্চিৎ পুরুষং চক্ষুঃসমীপে সন্নিধাপ্যোপাস্ত ইতি যুক্তং কল্পয়িতুম্। অস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি ইতি শ্রুতিশ্ছায়াত্মনোঽনবস্থিতত্বং দর্শয়তি। অসম্ভবাচ্চ। তস্মিন্নমৃতত্বাদীনাং গুণানাং ন ছায়া-

---

য এষোঽক্ষণীতি নিত্যবৎ শ্রুতমনিত্যে ছায়াপুরুষে নাবকল্পতে। কল্পনাগৌরবং চাস্মিন্ পক্ষে প্রসজ্যেত ইত্যাহ।—"ন চোপাসনাকাল" ইতি।

পূর্ব্বে সংশয়প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল, অক্ষিপুরুষ হয় ছায়াত্মা, না হয় জীব, অথবা দেবতাবিশেষ, এই সংশয়িত পক্ষ নিরাসের জন্য বলা যাইতেছে, ঐ বাক্যে ছায়াদির গ্রহণ অসম্ভব। কেন-না, ঐ সকল অনবস্থিত অর্থাৎ অনিত্য (কদাচিৎ কখন থাকে বা হয়)। [ন...দর্শয়তি] সকল সময়েই যে চক্ষুতে ছায়া থাকে; তাহা থাকে না। যখন কোন পুরুষ চক্ষুঃসমীপে আইসে তখনই চক্ষুতে সেই সমীপাগত পুরুষের ছায়া পড়ে, দৃষ্ট হয়, সে চলিয়া গেলে তাহা আর থাকে না। শ্রুতি, নিজ চক্ষুঃস্থ সাক্ষাৎ দৃশ্যমান পুরুষের উপাসনা করিতে বলিতেছেন কিন্তু নিজ চক্ষুঃস্থ ছায়া নিজচক্ষে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। (সুতরাং উপাস্য অক্ষিপুরুষ ছায়াপুরুষ নহে)। উপাসক উপাসনাকালে কোন এক ছায়াকর পুরুষকে চক্ষুঃসমীপে রাখিয়া উপাসনা করিবেক, এরূপ কল্পনাও সঙ্গত নহে। (অপর ব্যক্তি ছায়া দেখুক, আমি উপাসনা করি, এরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে না)। ছায়াপুরুষ যে অনিত্য, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা— "ছায়াত্মা এ শরীরের অদর্শনে অদৃশ্য হয়।" [অসম্ভ...শক্যম্] ছায়ার

ত্মনি প্রতীতিঃ। তথা বিজ্ঞানাত্মনোঽপি সাধারণে কৃৎস্ন-শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধে সতি চক্ষুষ্যেবাবস্থিতত্বং বক্তুং ন শক্যম্। ব্রহ্মণস্তু সর্ব্বব্যাপিনোঽপি দৃষ্ট উপলব্ধ্যর্থো হৃদয়াদিদেশ-বিশেষসম্বন্ধঃ। সমানশ্চ বিজ্ঞানাত্মন্যপ্যমৃতত্বাদীনাং গুণা-নামসম্ভবঃ। যদ্যপি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোঽনন্য এব তথাপ্যবিদ্যাকামকর্ম্মকৃতং তস্মিন্মর্ত্ত্যত্বমধ্যারোপিতং ভয়ঞ্চে-ত্যমৃতত্বাভয়ত্বে নোপপদ্যেতে। সংযদ্বামত্বাদয়শ্চৈতস্মিন্ন-নৈশ্বর্য্যাদনুপপন্না এব। দেবতাত্মনস্তু রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি শ্রুতেঃ যদ্যপি চক্ষুষ্যবস্থানং স্যাৎ তথা-প্যাত্মত্বং তাবন্ন সম্ভবতি, পরাগ্রূপত্বাৎ। অমৃতত্বাদয়ো-

"তথা বিজ্ঞানাত্মনোঽপি" ইতি। বিজ্ঞানাত্মনোহি ন প্রদেশে উপাসনা-

অমৃতত্বাদি গুণ থাকা সম্ভব নহে। ছায়ায় ঐ সকল ব্রহ্মগুণের প্রতীতি হয় না। বিজ্ঞানাত্মা জীব, তাহার স্থান চক্ষুঃ, এ কথাও বলিতে পার না। জীবের সহিত সমস্ত অঙ্গের সমান সম্বন্ধ থাকিতে "জীব চক্ষুতেই দৃশ্য" কে এরূপ বলিতে সাহসী হইবে? (যাহার চক্ষুঃ নাই, যে জন্মান্ধ, সেও অন্যের সহিত সমান-অহং-অভিমান ধারণ করে। অতএব, কেবল চক্ষুঃই যে জীবাভিব্যক্তি স্থান, তাহা নহে)। [ব্রহ্মণস্তু...এব] যদি বল, সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্মের চক্ষুঃ স্থান বলা সঙ্গত নহে, তাহা বলিতে পার না। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহার উপলব্ধির নিমিত্ত, তাঁহাকে অনুভব করাইবার জন্য, শ্রুতি হৃদয়াদি স্থান বলিয়াছেন। (সুতরাং তাহা দোষ নহে)। ব্রহ্মে অমৃতাদি বিশেষণ অসম্ভব হয় না; কিন্তু জীবে তাহা অসম্ভব। ছায়ায় ঐ সকল ধর্ম্ম যদ্রূপ অসম্ভব, জীবেও তদ্রূপ অসম্ভব। যদিও জীবাত্মা পরমাত্মা এক (অভিন্ন), তথাপি, অবিদ্যা কাম ও কর্ম্ম ইহারা জীবে মরণ ধর্ম্মের ও ভয়ের আরোপ করিয়াছে; সুতরাং জীবের বাস্তব অমরত্ব ও অভয়ত্ব অসম্ভব। ঈশ্বরত্ব না থাকায় জীবে সংযদ্বামত্বাদিগুণ সর্ব্বথা অনুপপন্ন আছে। [দেবতা...বর্ণাৎ] "ঐ সূর্য্য এই চক্ষুতে রশ্মিরূপে আছেন।" এই শ্রুতি অনুসারে যদিও চক্ষুতে সূর্য্যদেবতার অবস্থান সম্ভব হয়, তথাপি আত্মত্ব সম্ভব হয় না; কেন-না, কেহই বাহিরের বস্তুকে

হ্যপি ন সম্ভবন্তি, উৎপত্তিপ্রলয়শ্রবণাৎ। অমরত্বমপি দেবানাং চিরকালাবস্থানাপেক্ষম্। ঐশ্বর্য্যমপি পরমেশ্বরায়ত্তং ন স্বাভাবিকম্। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাঽয়মক্ষিস্থানঃ প্রত্যেতব্যঃ। অস্মিংশ্চ পক্ষে দৃশ্যত ইতি প্রসিদ্ধবদুপাদানং শাস্ত্রাপেক্ষং বিদ্বদ্বিষয়ং প্ররোচনার্থমিতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ১৭॥

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১৮॥ *

য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতান্যন্তরো যময়তি ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা

হন্যত্র দৃষ্টচরী ব্রহ্মণস্তু তত্র শ্রুতপূর্ব্বেত্যর্থঃ। "ভীষা" ভিয়া "অস্মাৎ" ব্রহ্মণঃ। শেষমতিরোহিত্যর্থম্॥

আত্মা বলে না। শ্রুতিতে সূর্য্যদেবতার ঔৎপত্তি প্রলয় অভিহিত আছে; সুতরাং তাঁহাতে অমৃতত্বাদি গুণ (বিশেষণ) অনুপপন্ন। দীর্ঘজীবিত্বই দেবতার অমরত্ব। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যও (ঈশ্বরত্বও) পরমেশ্বরের অধীন; স্বাধীন বা স্বাভাবিক নহে। যথা—"বায়ু পরমেশ্বরের ভয়েই প্রবাহিত হন, সূর্য্য উদিত হন, অগ্নি ও ইন্দ্র আপন কার্য্য করেন, পঞ্চম মৃত্যু গতায়ু জীবের প্রতি ধাবিত হন।" [তস্মাৎ…ব্যাখ্যেয়ম্] অতএব, অক্ষি-পুরুষকে পরমেশ্বর বলিয়াই জান। "দৃশ্যতে—দৃষ্ট হয়" কথাটীকে প্রসিদ্ধি অনুসারে অনুভব অর্থে নীত কর। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানীর শাস্ত্রীয় জ্ঞানে ঐরূপ প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হন. এইরূপ অর্থ কর।

আরণ্যক-শ্রুতিতে "যিনি এ লোক, পরলোক ও ভূত সকল নিয়মিত

---

* বৃহদারণ্যকে, অধিদৈবাদিষু পৃথিবীদেবতাদ্যধিষ্ঠানেষু, শ্রূয়মাণোঽন্তর্যামী নিয়ন্তা পরমেশ্বর এব নান্য ইতি শেষঃ। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ তস্য পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মা নিয়ন্তৃত্বা-দয়ঃ তেষাং নির্দ্দেশাৎ।—বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে, যিনি অন্তর্যামি নামে কথিত হইয়াছেন তিনি পরমেশ্বর। হেতু এই যে, সেখানে যে সকল গুণের উপদেশ আছে, সে সমস্তই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম। (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যাদি। অত্র অধিদৈবতমধিলোকমধিবেদমধিযজ্ঞমধিভূতমধ্যাত্মঞ্চ কশ্চি-দন্তরবস্থিতো যময়িতান্তর্যামী ইতি শ্রূয়তে। স কিমধি-দেবাদ্যভিমানী দেবতাত্মা কশ্চিৎ, কিংবা প্রাপ্তাণিমাদ্যৈ-শ্বর্য্যঃ কশ্চিদ্‌যোগী, কিংবা পরমাত্মা, কিংবাঽর্থান্তরং কিঞ্চিদিত্যপূর্ব্বসংজ্ঞাদর্শনাৎ সংশয়ঃ। কিং তাবন্নঃ প্রতি-

স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতং দেহং তেনান্যচ্চ নিযচ্ছতি।
তক্ষাদিরশরীরস্তু নাত্মান্তর্যামিতাং ভজেৎ॥

প্রবৃত্তিনিয়মলক্ষণং হি কার্য্যং চেতনস্য শরীরিণঃ স্বশরীরেন্দ্রিয়াদৌ বা শরীরেণ বা বাস্যাদৌ দৃষ্টং নাশরীরস্য ব্রহ্মণোভবিতুমর্হতি। ন হি জাতু বটাঙ্কুরঃ কুটজবীজাজ্জায়তে। তদনেন জন্মাদ্যস্য যত ইত্যোক্তদপ্যাক্ষিপ্তং বেদিতব্যম্। তস্মাৎ পরমাত্মনঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিরহিতস্যান্তর্যামিতায়া অসম্ভবাৎ প্রধানস্য বা পৃথিব্যাদ্যভিমানবত্যা দেবতায়া বা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যযোগিনো-যোগিনো বা জীবাত্মনো বাঽন্তর্যামিতা স্যাৎ। তত্র যদ্যপি প্রধানস্যাদৃষ্টত্বা-শ্রুতত্বামতত্বাবিজ্ঞাতত্বানি সন্তি তথাপি তস্যাচেতনস্য দ্রষ্টৃত্বশ্রোতৃত্বমন্তৃত্ব-বিজ্ঞাতৃত্বানাং শ্রুতানামভাবাদনাত্মত্বাচ্চ এষ ত আত্মেতি শ্রুতেরনুপপত্তের্ন

করিতেছেন" এই উপক্রমের পর শুনা যায়, "যিনি পৃথিবী হইতে ভিন্ন. অথচ পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, অমৃত ও অন্তর্যামী।" ইত্যাদি। এই বাক্যে কোন এক অধিদৈবত, অধিলোক, অধিবেদ, অধিযজ্ঞ, অধিভূত ও অধ্যাত্ম (১) পদার্থ অন্তর্যামী নামে কথিত হইয়াছে। [স সংশয়ঃ] ঐ নাম ও ঐ পদার্থ পূর্ব্বপরিচিত নহে; কাযেই সংশয় হয়, ঐ অন্তর্যামী কে? পৃথিব্যাদির দেবতা? না কোন যোগী? কিংবা পরমাত্মা? অথবা অন্য কিছু? [কিং প্রসিদ্ধঃ] প্রথমে

(১) অধিদৈবত—যিনি সকল দেবতায় আছেন। অধিলোক—সকল লোকে থাকেন। অধিবেদ—যিনি সকল বেদে বিরাজমান। অধিযজ্ঞ—যিনি সমস্ত যজ্ঞে থাকেন। অধিভূত—যিনি সকল ভূতে আছেন। অধ্যাত্ম—যিনি সকল আত্মায় (প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে) আছেন।

ভাতি। সংজ্ঞায়া অপ্রসিদ্ধত্বাৎ সংজ্ঞিনাপ্যপ্রসিদ্ধেনার্থান্তরেণ কেনচিৎ ভবিতব্যমিতি। অথ বা নানিরূপিতরূপমর্থান্তরং শক্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তুম্। অন্তর্যামিশব্দশ্চান্তর্যমণযোগেন প্রবৃত্তো নাত্যন্তমপ্রসিদ্ধঃ। তস্মাৎ পৃথিব্যাদ্যভিমানী কশ্চিদ্দেবোঽন্তর্যামী স্যাৎ। তথা চ শ্রূয়তে, পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনো জ্যোতিঃ, ইত্যাদি।

প্রধানস্যান্তর্যামিতা। যদ্যপি পৃথিব্যাদ্যভিমানিনোদেবস্যাত্মত্বমস্তি অদৃষ্টত্বাদয়শ্চ সহদ্রষ্টৃত্বাদিভিরুপপদ্যন্তে শরীরেন্দ্রিয়াদিযোগশ্চ, পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকোমনোজ্যোতিরিত্যাদিশ্রুতেঃ, তথাপি তস্য প্রতিনিয়তযমনাৎ 'যঃ সর্ব্বান্ লোকানন্তরোযময়তি যঃ সর্ব্বাণি ভূতানান্তরোযময়তি' ইতি শ্রুতিবিরোধাদনুপপত্তেঃ। যোগী তু যদ্যপি লোকভূতবশিতয়া সর্ব্বান্ লোকান্ সর্ব্বাণি চ ভূতানি নিয়ন্তুমর্হতি তত্র তত্রানেকবিধদেহেন্দ্রিয়াদিনির্ম্মাণেন 'স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যস্তথাপি, জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদিতি বক্ষ্যমাণেন ন্যায়েন বিকারবিষয়ে বিদ্যাসিদ্ধানাং ব্যাপারাভাবাৎ সোঽপি নান্তর্যামী। তস্মাৎ পারিশেষ্যাজ্জীব এব চেতনোদেহেন্দ্রিয়াদিমান্ দ্রষ্টৃত্বাদিসম্পন্নঃ স্বয়মদৃশ্যাদিঃ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাদমৃতশ্চ দেহনাশেঽপ্যনাশাৎ। অন্যথামুষ্মিকফলোপভোগাভাবেন কৃতবিপ্রণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। য আত্মনি তিষ্ঠন্নিতি চাভেদেঽপি কথঞ্চিদ্ভেদোপচারাৎ 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নী'তিবৎ 'যমাত্মা ন বেদ' ইতি চ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাভিপ্রায়ম্। যস্যাত্মা শরীরমিত্যাদি চ সর্ব্বং স্বে মহিম্নীতিবৎ

এইরূপ বুদ্ধি হয়,—ঐ নাম যখন অপ্রসিদ্ধ, অপরিচিত, তখন উহার বস্তুও অপ্রসিদ্ধ বা অপরিচিত। অথবা যাহার স্বরূপ অপরিচিত (অজ্ঞাত) তাহা আছে বলিয়া স্বীকার করা অযুক্ত। অপিচ, ঐ নাম নিতান্ত অজ্ঞাতও নহে। কেন-না, ঐ নাম অন্তরে থাকা ও নিয়মযুক্ত করা এই দুই গুণ লইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। [তস্মাৎ...তৃত্বম্] অতএব, ঐ অন্তর্যামী পৃথিব্যাদি-অভিমানী দেবতাবিশেষ হইতে পারে। শ্রুতিতেও ঐরূপ দেবতার কথা শুনা যায়। যথা—"পৃথিবী যে দেবতার শরীর, অগ্নি চক্ষুঃ, জ্যোতিঃ মন, ইত্যাদি।" এই জন্যই বলি, কথিতপ্রকার শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত সেই দেব পৃথিব্যাদির অন্তরে থাকিয়া পৃথিবী প্রভৃতিকে নিয়মযুক্ত

স চ কার্য্যকরণবত্ত্বাৎ পৃথিব্যাদীনন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তীতি যুক্তং দেবতাত্মনো যময়িতৃত্বম্। যোগিনো বা কস্যচিৎ সিদ্ধস্য সর্ব্বানুপ্রবেশেন যময়িতৃত্বং স্যাৎ। ন তু পরমাত্মা প্রতীয়েত অকার্য্যকরণবত্ত্বাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে। যোঽন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু শ্রূয়তে স পরমাত্মৈব স্যাৎ নান্য ইতি। কুতঃ। তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ। তস্য হি পরমাত্মনো ধর্ম্মা ইহ নির্দ্দিশ্যমানা দৃশ্যন্তে। পৃথিব্যাদি তাবদধিদৈবাদি-

---

যোজনীয়ম্। যদি পুনরাত্মনোঽপি নিয়ন্ত্রন্তরোনিয়ন্তা ভবেৎ বেদিতা বা তত-স্তস্যাপ্যন্য ইত্যনবস্থা স্যাৎ। সর্ব্বলোকভূতনিয়ন্তৃত্বঞ্চ জীবস্যাদৃষ্টদ্বারা। তদুপার্জ্জিতৌ হি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নিয়চ্ছত ইত্যনয়া দ্বারা জীবো নিয়চ্ছতি। এক-বচনঞ্চ জাত্যভিপ্রায়ম্। তস্মাজ্জীবাত্মৈবান্তর্যামী ন পরমাত্মেতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

দেহেন্দ্রিয়াদিনিয়মে নাস্য দেহেন্দ্রিয়ান্তরম্।
তৎকর্ম্মোপার্জ্জিতং তচ্চেত্তদবিদ্যার্জ্জিতং জগৎ॥

শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু তাবৎ অনভবতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ পরমেশ্বরস্য জগদ্যোনিত্বমবগম্যতে। ন তৎ পৃথগ্জনসাধারণ্যানুমানাভাসেনাগমবিরোধিনা শক্যমপহ্নোতুম্। তথা চ সর্ব্বং বিকারজাতং তদবিদ্যাশক্তি-পরিণামস্তস্য শরীরেন্দ্রিয়স্থানে বর্ত্তত ইতি যথাযথং পৃথিব্যাদিদেবতাদিকার্য্য-করণৈস্তানেব পৃথিব্যাদিদেবতাদীন্ শক্নোতি নিয়ন্তুম্। ন চানবস্থা। ন হি নিয়ন্ত্রন্তরং তেন নিয়ম্যতে কিন্তু যো জীবো নিয়ন্তা লোকসিদ্ধঃ স পরমা-

---

(সু-শৃঙ্খল) করিতেছেন। কথিতপ্রকার দেবতাত্মার নিয়ন্তৃত্ব অযুক্ত নহে, যুক্তিযুক্ত। [যোগিনো...চ্যতে] সিদ্ধ যোগীরাও সর্ব্বপ্রবেশে সমর্থ; তদনুসারে তাঁহাদেরও অন্তর্যামিতা সম্ভব হয়। পরমাত্মার শরীর নাই, ইন্দ্রিয় নাই, কাজেই তাঁহার অন্তর্যামিতা অসম্ভব। এবম্বিধ সংশয়িত প্রতীতির (পূর্ব্বপক্ষের) সিদ্ধান্তনিমিত্ত ১৮ সূত্র বলা হইয়াছে। [যো... দৃশ্যন্তে] অর্থ এই যে, যিনি অধিদৈবাদিক্রমে অন্তর্যামী নামে কথিত হইয়াছেন তিনি পরমাত্মা। হেতু এই যে, ঐ বাক্যে পরমাত্মার ধর্ম্ম বা গুণ উক্ত আছে। [পৃথি পত্তেঃ] অন্তরে থাকিয়া অধিদৈব, অধিভূত ও

ভেদভিন্নং সমস্তং বিকারজাতমন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তীতি পরমাত্মনো যময়িতৃত্বং ধর্ম্ম উপপদ্যতে। সর্ব্ববিকারকারণত্বে সতি সর্ব্বশক্ত্যুপপত্তেঃ। এষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইতি চাত্মত্বামৃতত্বে মুখ্যে পরমাত্মন উপপদ্যেতে। যং পৃথিবী ন বেদ ইতি চ পৃথিবীদেবতায়া অবিজ্ঞেয়মন্তর্যামিণং ব্রুবন্ দেবতাত্মনো ঽন্যমন্তর্যামিণং দর্শয়তি। পৃথিবীদেবতা হ্যহমস্মি পৃথিবীত্যাত্মানং বিজানীয়াৎ। তথা, অদৃষ্টোঽশ্রুত ইত্যাদিব্যপদেশো রূপাদিবিহীনত্বাৎ পরমাত্মন উপপদ্যত ইতি। যত্তু কার্য্যকরণহীনস্য পরমাত্মনো যময়িতৃত্বং নোপ-

স্মৈবোপাধ্যবচ্ছেদকল্পিতভেদস্তথা ব্যাখ্যাযত ইত্যসকৃদাবেদিতং তৎ কুতো-নিয়ন্ত্রন্তরং কুতশ্চানবস্থা। তথা চ নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদ্যা অপি শ্রুতয় উপপন্নার্থাঃ। পরমার্থতোঽন্তর্যামিণোঽন্যস্য জীবাত্মনো দ্রষ্টৃত্বভাবাৎ। অবিদ্যাকল্পিতজীবপরমাত্মভেদাশ্রয়াস্তু জ্ঞাতৃজ্ঞেযভেদশ্রুতয়ঃ প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি সংসারানুভবোবিধিনিষেধশাস্ত্রাণি চ। এবঞ্চাধিদৈবাদিষ্বেকস্যৈবান্তর্যামিণঃ প্রত্যভিজ্ঞানং সমঞ্জসং ভবতি। যঃ সর্ব্বান্ লোকান্ যঃ সর্ব্বাণি ভূতানীত্যত্র য ইত্যেকবচনমপ্যুপপদ্যতে। অমৃতত্বঞ্চ পরমাত্মনি সমঞ্জসং নান্যত্র। য আত্মনি তিষ্ঠন্নিত্যাদৌ চাভেদেঽপি ভেদোপচারক্লেশো

অধ্যাত্ম বিকার (জগৎপদার্থ) সমূহকে নিয়মিত (স্বকার্য্যে নিযোজিত ও সুশৃঙ্খল) করিতেছেন, এ কথাতে পারমেশ্বরিক নিয়ন্তৃত্বই ব্যক্ত হইতেছে। পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ, তন্নিমিত্ত কেবল তাঁহাতেই সর্ব্বশক্তিত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব উপপন্ন হয়। [এষ জানীযাৎ] "এই অন্তর্যামী তোমার আত্মা এবং ইনি অমৃত" এতদ্বাক্যস্থ আত্মা ও অমৃত শব্দ পরমাত্মাতেই মুখ্যরূপে উপপন্ন হয়। ঐ অন্তর্যামী যে পৃথিবীদেবতা নহে, তাহা "পৃথিবী যাঁহাকে জানে না" এই বাক্যে প্রোক্ত অন্তর্যামীকে পৃথিবীদেবতার অজ্ঞেয় বলাতেই বলা হইয়াছে। [তথা অন্তর্য্যামী] তিনি অদৃষ্ট, অশ্রুত, এ সকল কথাও রূপাদিবিহীন পরমাত্মায় সঙ্গত হয় (খাটে)। পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, শরীরেন্দ্রিয়শূন্য পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব অসম্ভব, বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব নহে। হেতু এই যে, তিনি যাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাহাদের শরীরেন্দ্রিয়ই

পদ্যত ইতি, নৈষ দোষঃ। যাম্যিযচ্ছতি তৎকার্য্যকরণৈ-রেব তস্য কার্য্যকরণবত্ত্বোপপত্তেঃ। তস্যাপ্যন্যো নিয়ন্তে-ত্যনবস্থাদোষশ্চ ন সম্ভবতি ভেদাভাবাৎ। ভেদে হি সত্য-ত্বনবস্থাদোষোপপত্তিঃ। তস্মাৎ পরমাত্মৈবাঽন্তর্য্যামী ॥১৮॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥ *

স্যাদেতৎ, অদৃষ্টত্বাদয়োধর্ম্মাঃ সাঙ্খ্যস্মৃতিকল্পিতস্য প্রধান-স্যাপ্যুপপদ্যন্তে, রূপাদিহীনতয়া তস্য তৈরভ্যুপগমাৎ।

ন ভবিষ্যতি। তস্মাৎ পরমাত্মান্তর্যামী ন জীবাদিরিতি সিদ্ধম্। পৃথিব্যাদি-ষনন্নিৎবস্তুমধিদৈবম্। যঃ সর্ব্বেষু লোকেষিত্যধিলোকম্। যঃ সর্ব্বেষু বেদেষিত্যধিবেদম্। যঃ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষিত্যধিযজ্ঞম্। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষিত্যধি-ভূতম্। প্রাণাদ্যাত্মান্তমধ্যাত্মম্। সংজ্ঞায়া অপ্রসিদ্ধত্বাদিত্যুপক্রমমাত্রং পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

তাঁহার শরীরেন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ সর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই তাঁহার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সম্ভব হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্যের সন্নিধান বলেই জড়শরীরে ব্যাপারবিশেষ জন্মে, সেই ব্যাপার বিশেষের নাম নিয়মন। এরূপ নিয়মন, চিদাত্মার স্বরূপসৎসন্নিধানবলেই সম্পন্ন হয়; সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহার শরীর থাকার অপেক্ষা নাই। সুতরাং শরীরে-ন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি ঐরূপে নিয়মন করেন)। অপিচ, ভেদ না থাকাতে দেহের নিয়ন্তা জীব, জীবের নিয়ন্তা অন্য, আবার তাহার নিয়ন্তা অন্য, এরূপ অনবস্থা দোষও হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্তা থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য অনবস্থা দোষ হইত। কিন্তু তাহা নাই। শাস্ত্র একমাত্র পরমেশ্বরকেই সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়াছেন। অতএব, ঐ অন্তর্যামী পুরুষ পরমেশ্বর; অন্য কেহ নহে।

কথিত সিদ্ধান্ত সত্য হয় হউক; পরন্তু অন্য সিদ্ধান্তও হইতে পারে। অদৃষ্ট অশ্রুত প্রভৃতি কথা সাংখ্যস্মৃতিকল্পিত প্রকৃতিপক্ষেও সংগত হয়।

---

* স্মার্ত্তং সাংখ্যস্মৃত্যুক্তং প্রধানং অপি ন—অন্তর্যামিশব্দেন নোক্তমিত্যর্থঃ। হেতুমাহ—অতদিতি।—অতৎ অপ্রধানং চৈতন্যমিতি যাবৎ তস্য ধর্ম্মাণামেবাং অভিলাপাৎ কথনাৎ।—সাংখ্যস্মৃতি কল্পিত প্রধান অন্তর্যামী নহে। হেতু এই যে, ঐ বাক্যে চেতনধর্ম্মের অভিলাপ অর্থাৎ কথন আছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বত ইতি হি স্মরন্তি। তস্যাপি নিয়ন্তৃত্বং সর্ব্ববিকারকারণত্বাদুপপদ্যতে। তস্মাৎ প্রধানমন্তর্যামিশব্দং স্যাৎ। ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যত্র নিরাকৃতমপি সৎ প্রধানমিহাঽদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশসম্ভবেন পুনরাশঙ্ক্যতে। তত উত্তরমুচ্যতে। ন চ স্মার্ত্তং প্রধানমন্তর্যামিশব্দং ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ। অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ। যদ্যপ্যদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্য সম্ভবতি, তথাপি ন দ্রষ্টৃত্বাদিব্যপদেশঃ সম্ভবতি, প্রধানস্যাচেতনত্বেন তৈরভ্যুপগমাৎ। অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা ইতি হি বাক্যশেষ ইহ ভবতি। আত্মত্বমপি ন প্রধানস্যোপপদ্যতে। যদি প্রধানমাত্মত্বদ্রষ্টৃত্বাদ্যসম্ভবান্না-

---

সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রকৃতিকে রূপাদিবিহীন বলিয়া স্বীকার করেন, স্মৃতিও প্রধানকে "অতর্কনীয়, অজ্ঞেয় ও সর্ব্বত্র প্রসুপ্তের ন্যায়" বলেন। (রূপাদি না থাকায় অবিজ্ঞেয় ও অতর্কনীয়। প্রসুপ্তের ন্যায় অর্থাৎ জড়।) এই প্রধান সর্ব্ববিকারের (জন্যবস্তুর) কারণ সুতরাং তদনুগত সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব প্রধানেও সম্ভবে। এই সকল যুক্তিতে অন্তর্যামী শব্দের অর্থ প্রধান, ইহা অভিহিত হউক। [ঈক্ষতে...লাপাৎ] "ঈক্ষতের্নাশব্দং" সূত্রে প্রধানবাদ নিরাকৃত হইলেও পুনর্ব্বার এখানে "অদৃষ্ট" প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে প্রধানবাদ শঙ্কা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর পাঠ করিতেছেন—সাংখ্যোক্ত প্রধান অন্তর্যামী শব্দের অর্থ হইতে পারে না। কারণ এই যে, অন্তর্যামী-শ্রুতিতে চেতন-ধর্ম্মের কথন আছে। অর্থাৎ শ্রুতি অন্তর্যামীকে দ্রষ্টা বলিয়াছেন। [যদ্য... পদ্যতে] প্রধানের রূপাদি না থাকায় "অদৃষ্ট" প্রভৃতি বিশেষণ সম্ভব হয়; কিন্তু "দ্রষ্টা" প্রভৃতি বিশেষণ অসম্ভব। প্রধান অচেতন; সুতরাং তিনি দ্রষ্টা নহেন। অচেতনের দর্শনশক্তি নাই। এদিকে শ্রুতি অন্তর্যামী বাক্যের শেষে অন্তর্যামীকে "অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা" বলিয়াছেন। অপিচ, প্রধানে আত্মশব্দের প্রয়োগ অনুপপন্ন হয় অর্থাৎ মুখ্যরূপে উপপন্ন হয় না। প্রকৃতি বাহিরের বস্তু, আত্মা নহে। [যদি... পঠতি] আশঙ্কা।—প্রধানে আত্মত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব অসম্ভব; তৎকারণে প্রধান

ন্তর্যাম্যভ্যুপগম্যতে, শারীরস্তর্হ্যন্তর্যামী ভবতু। শারীরো হি চেতনত্বাদ্ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা চ ভবত্যাত্মা চ প্রত্যক্ত্বাৎ। অমৃতশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগোপপত্তেঃ। অদৃষ্টত্বাদয়শ্চ ধর্ম্মাঃ শারীরে সুপ্রসিদ্ধাঃ, দর্শনাদিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তরি প্রবৃত্তিবিরোধাৎ। ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তস্য চ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমন্তর্যমিতুং শীলং ভোক্তৃত্বাৎ। তস্মাচ্ছারীরোঽন্তর্যামীতি। অত উত্তরং পঠতি ॥ ১৯ ॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥*

নেতি পূর্ব্বসূত্রাদনুবর্ত্ততে। শারীরশ্চ নান্তর্যামী স্যাৎ। যদ্যপি দ্রষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মাস্তস্য সম্ভবন্তি তথাপি ঘটাকাশ-

---

"দর্শনাদিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তরি প্রবৃত্তিবিরোধাৎ"। কর্ত্তরি আত্মনি প্রবৃত্তিবিরোধাদিত্যর্থঃ।

যদি অন্তর্যামী না হয়, তবে ঐ অন্তর্যামী জীব হউক। জীব চেতন; তৎকারণে তাহাতে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা আত্মা—সমস্ত বিশেষণ সংগত হইবে। জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন করে; তদনুসারে জীবে অমরত্বধর্ম্মের সম্ভাবনাও আছে। (প্রভূত ধর্ম্ম সঞ্চিত হইলে জীব স্বর্গ লাভ করে ও স্বর্গবাসীরা অমর, এ কথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ)। "অদৃষ্ট" বিশেষণটাও জীবে সংগত হয়। জীব সমস্ত পদার্থ দেখে, আপনাকে দেখে না, ইহা সংগত কথা। কেন-না, যে কর্ত্তা সে কখন কর্ম্ম হয় না। অপিচ, ভোক্তা জীব এই ভোগ্য শরীরের অন্তরে থাকিয়া ইহাকে নিযন্ত্রিত (ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত) করিতেছে; সুতরাং জীবই অন্তর্যামী। ইহার প্রত্যুত্তর এই—

এখানে পূর্ব্বসূত্রের ন-কার সংযোজিত হইবে। অর্থ হইবে, জীবও

---

* শারীরশ্চ জীবোঽপি নান্তর্যামীতি শেষঃ। হি যতঃ, উভয়েঽপি কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চ, অন্তর্যামিনো ভেদেন নিয়ম্যত্বেন, এনং শারীরং অধীয়তে অধীয়তে পীয়ন্ত ইত্যর্থঃ।—জীবও ঐ অন্তর্যামি শব্দের অর্থ নহে। হেতু এই যে, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই ভিন্নতা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ উভয় শাখাকেই জীব অন্তর্যামীর নিয়ম্য এবং জীবের নিয়ন্তা, এইরূপ পান করিতে দেখা যায়।

বদুপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাৎ ন স কাৎস্ন্যেন পৃথিব্যাদিষ্বন্তরব-স্থাতুং নিয়ন্তুঞ্চ শক্নোতি। অপি চ, উভয়েঽপি হি শাখিনঃ কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চান্তর্যামিণোভেদেনৈনং শারীরং পৃথিব্যাদিবদধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন চাধীয়তে। যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ ইতি কাণ্বাঃ। য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইতি মাধ্যন্দিনাঃ। য আত্মনি তিষ্ঠন্নিত্যস্মিংস্তাবৎ পাঠে ভবত্যাত্মশব্দঃ শারীরস্য বাচকঃ। যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যস্মিন্নপি পাঠে বিজ্ঞানশব্দেন শারীর উচ্যতে, বিজ্ঞানময়ো হি শারীর ইতি। তস্মাচ্ছারীরাদন্য ঈশ্বরোঽন্তর্যামীতি সিদ্ধম্। কথং পুনরেকস্মিন্ দেহে দ্বৌ দ্রষ্টারাবুপপদ্যেতে। যশ্চায়মীশ্বরোঽন্তর্যামী যশ্চায়মিতরঃ শারীরঃ। কা পুন-রিহানুপপত্তিঃ। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা ইত্যাদিশ্রুতিবচনং

নেতি। অপিশব্দসূচিতহেতুমুক্ত্বা কণ্ঠোক্তং হেতুমাহ "অপিচোভয়েঽপি" ইতি। ভেদেনেতি সূত্রাৎ তাত্ত্বিকভেদে ভ্রান্তিং নিরসিতুং শঙ্কতে "কথং" ইতি। মধ্বত্রৈকো ভোক্তা জীব ঈশ্বরস্ত্বভোক্তেতি ন বিরোধ ইতি শঙ্কতে "কা পুনঃ" ইতি। তয়োর্ভেদঃ শ্রুতিবিরুদ্ধ ইতি পূর্ব্ববাদ্যাহ "নান্য"

অন্তর্যামী নহে। হেতু এই যে, জীবে দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মের সম্ভব থাকিলেও ঘটাকাশের ন্যায় উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীব সমুদায় পৃথিবীর অন্তরে থাকিতে ও সমুদায় পৃথিবীকে নিয়মিত করিতে সমর্থ নহে। অন্য হেতু এই যে, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, উভয় শাখাই জীবকে অন্তর্যামী হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন। অর্থাৎ জীবকে অন্তর্যামীর আধার ও নিয়ম্য বলিয়াছেন। [যো...সিদ্ধম্] কাণ্ব শাখা "যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া" এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। মাধ্যন্দিন শাখা "যিনি আত্মায় থাকিয়া" এইরূপ বলিয়াছেন। কাণ্ব শাখার বিজ্ঞান ও মাধ্যন্দিন শাখার আত্মা উভয়ই জীববাচক। অতএব, জীবে থাকিয়া জীবকে নিয়মিত করেন বলাতেই ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব বলা হইয়াছে। [কথং...শ্রবণাচ্চ] যদি বল, এক শরীরে, অন্তর্যামী ঈশ্বর ও তন্নিয়ম্য জীব এই দুই দ্রষ্টার অস্তিত্ব কিরূপে উপপন্ন (যুক্তি সঙ্গত বলিয়া গৃহীত) হইতে

বিরুধ্যেত। অত্র হি প্রকৃতাদন্তর্যামিণোঽন্যং দ্রষ্টারং শ্রোতারং মন্তারং বিজ্ঞাতারং চাত্মানং প্রতিষেধতি। নিয়ন্ত্রন্তরপ্রতিষেধার্থমেতদ্বচনমিতি চেৎ, ন, নিয়ন্ত্রন্তরাপ্রসঙ্গাৎ, অবিশেষশ্রবণাচ্চ। অত্রোচ্যতে। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-কার্য্যকরণোপাধিনিমিত্তোঽয়ং শারীরান্তর্যামিণোর্ভেদব্যপদেশো ন পারমার্থিকঃ। একো হি প্রত্যগাত্মা ভবতি, ন দ্বৌ প্রত্যগাত্মানৌ সম্ভবতঃ। একস্যৈব তু ভেদব্যবহার উপাধিকৃতঃ, যথা ঘটাকাশো মহাকাশ ইতি। ততশ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশ্রুতয়ঃ প্রত্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি সংসারানুভবো বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রঞ্চেতি সর্ব্বমেতদুপপদ্যতে।

ইতি। স এব শ্রুত্যর্থমাহ "অত্র" ইতি। শ্রুতেবর্থান্তরমাশঙ্ক্য নিষেধতি "নিয়ন্ত্রেতি"। ন কেবলমপ্রসক্তপ্রতিষেধঃ কিন্তু অবিশেষেণ দ্রষ্ট্রন্তরনিষেধশ্রুতেরন্তর্যাম্যন্তরনিষেধার্থত্বে বাধশ্চেত্যাহ "অবিশেষেতি"। তস্মাৎ সূত্রে য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইতি শ্রুতৌ চ দ্রষ্টৃভেদোক্তিবযুক্তা। নান্যত ইতি বাক্যশেষে ভেদনিবাসাদিতি প্রাপ্তভেদ উপাধিকল্পিতঃ শ্রুতিসূত্রাভ্যামনূদ্যত ইতি সমাধত্তে "অত্রোচ্যত" ইতি। ভেদঃ সত্যঃ কিং ন স্যাদত আহ "একো হি" ইতি। গৌরবেন দ্বয়োবহুংধীগোচরত্বাৎ অসম্ভবাৎ এক এব তদ্গোচরঃ। তদ্গোচবস্য ঘটবদনাত্মত্বাৎ নাত্মভেদঃ সত্য ইত্যর্থঃ। তত-

---

পারে? বিশেষতঃ "ইহাঁ ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই" এই শ্রুতি অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা থাকা নিষেধ করিয়াছেন। অন্য নিয়ন্তার নিষেধ, অন্য দ্রষ্টার নিষেধ নহে, এরূপ বলাও যায় না। কেন না, ঐ স্থানে অন্য নিয়ন্তার প্রসক্তি বা তদ্বোধক শব্দ কিছুই নাই। (যদি প্রসক্তি বা প্রাপ্তি থাকে, তবেই নিষেধ সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না) [অত্রোচ্যতে·· বারয়তি] ইহার বা এ আপত্তির প্রত্যুত্তর বলিতেছি। অমুক জীব, অমুক অন্তর্যামী, এ ভেদ বাস্তব ভেদ নহে। অবিদ্যাজনিত শরীরেন্দ্রিয়াদি উপাধিই ঐরূপ বিভেদের (ভিন্নতার) কারণ। একই প্রত্যাগাত্মা; দুই প্রত্যাগাত্মা অসম্ভব অর্থাৎ নাই। একের দ্বিত্ব অবশ্যই উপাধিকৃত। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। (আকাশ এক হইলেও ঘটসম্বন্ধদৃষ্টে ঘটাকাশ এবং ঘট

তথা চ শ্রুতিঃ, যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি ইত্যবিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বব্যবহারং দর্শয়তি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইতি বিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বব্যবহারং বারয়তি ॥ ২০ ॥

অদৃশ্যত্বাদিগুণকোধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥*

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্য-

শ্চেতি। কল্পিতভেদাঙ্গীকারাৎ ভেদাপেক্ষং সর্ব্বং যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদ-ন্তর্যামিব্রাহ্মণং জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি সমন্বিতমিতি সিদ্ধম্। (ইতি রত্নপ্রভা)

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। "যত্তদদ্রেশ্যং" বুদ্ধীন্দ্রিয়াবিষয়ঃ।

সম্বন্ধবর্জ্জনে মহাকাশ। এইরূপ একই আত্মা (চৈতন্য) অন্তঃকরণযোগে জীব ও অন্তঃকরণ রাহিত্যে পরম ও অন্তর্যামী)। এইরূপ কল্পিতভেদ অবলম্বন করিলে ভিন্ন ভিন্ন ভেদবোধিকা শ্রুতি, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, সংসারানুভব, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ, সমস্তই সুসঙ্গত হয়। কোনও কিছু অযুক্ত বা যুক্তিবহির্ভূত থাকে না। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, ভেদকল্পনা থাকে, তখনই অন্য অন্যকে দেখে।" এ শ্রুতি অবিদ্যাবস্থায় (অনাত্মজ্ঞ অবস্থায়) ভেদব্যবহার থাকা ব্যক্ত করিতেছে। আর, "যখন এ সমস্তই আত্মা হয়, সাধককর্ত্তৃক আত্ম-অভেদে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কোনও রূপ ভেদ কল্পনা থাকে না, তখন আর কি দিয়া কি দেখিবে?" এই শ্রুতি অভেদ-জ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানকালে ভেদব্যবহারের অভাব বলিতেছে।

মুণ্ডক-শ্রুতি অপরা বিদ্যা উপদেশ করিয়া পরা বিদ্যা উপদেশ করিয়া-ছেন।—"যদ্দ্বারা সেই অক্ষর (নির্গুণ ব্রহ্ম) অধিগত হয়, জানা যায়, তাহাই পরা। যাহা অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগ্রাহ্য (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য), অগোত্র (বংশ বা আদিপুরুষ রহিত), অবর্ণ (ব্রাহ্মণত্বাদি

---

* মুণ্ডকশ্রুতৌ "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যং" ইত্যাদিনা য উক্তঃ স পরমেশ্বর এব নান্যঃ। কুতঃ? ধর্ম্মোক্তেঃ পরমেশ্বরধর্ম্মকথনাৎ।—মুণ্ডকশ্রুতিতে যিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্য অগোত্র প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন তিনি পরমেশ্বর। হেতু এই যে, ঐ স্থানে পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় অসাধারণ ধর্ম্মের উপদেশ আছে।

মগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্ব-গতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিময়মদ্রেশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ প্রধানং স্যাৎ, উত শারীরঃ, আহোস্বিৎ পরমে-শ্বর ইতি। তত্র প্রধানমচেতনং ভূতযোনিরিতি যুক্তম্। অচেতনানামেব তত্র দৃষ্টান্তত্বেনোপাদানাৎ।—যথোর্ণ-নাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।

"অগ্রাহ্যং" কর্ম্মেন্দ্রিয়াগোচরঃ। "অগোত্রং" কারণরহিতম্। "অবর্ণং" ব্রাহ্মণত্বাদিহীনম্। ন কেবলমিন্দ্রিয়াণামবিষয় ইন্দ্রিয়াণ্যপ্যস্য ন সন্তী-ত্যাহ।—"অচক্ষুরশ্রোত্র"মিতি। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষয়তি। "অপাণিপাদ"-মিতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং" দুর্ব্বিজ্ঞানত্বাৎ। স্যাদেতৎ। নিত্যং সৎ কিং পরিণামি নিত্যং, নেত্যাহ—"অব্যয়ং" কূটস্থনিত্যমিত্যর্থঃ।

পরিণামোবিবর্ত্তোবা সরূপস্যোপলভ্যতে।
চিদাত্মনা তু সারূপ্যং জড়ানাং নোপপদ্যতে॥
জড়ং প্রধানমেবাতোজগদ্যোনিঃ প্রতীয়তাম্।
যোনিশব্দোনিমিত্তঞ্চেৎ কুতোজীবনিরাক্রিয়া॥

জাতিবর্জ্জিত), অচক্ষু, অশ্রোত্র, অপদ, অহস্ত, অর্থাৎ নিরীন্দ্রিয়, নিত্য (উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত), প্রভু, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম (অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়), ভূত যোনি (উৎপন্ন বস্তুর উৎপত্তি স্থান বা উপাদান কারণ), কেবল ধীরগণই যাহাকে জানেন, তাহাই অক্ষর এবং তাহাই পরা। [তত্র ইতি এখানে সংশয় হয়, ঐ ভূতযোনি কে? প্রকৃতি? না জীব? না পরমেশ্বর? অচেতনা প্রকৃতি ভূতযোনি, এই পক্ষই যুক্তিসঙ্গত। হেতু এই যে, শ্রুতি সৃষ্টিপ্রসঙ্গে অচেতন-দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা—"যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) সূত্র সৃষ্টি করে, সংহার করে, যদ্রূপ পৃথিবী হইতে ওষধি (উদ্ভিজ্জ) উৎপন্ন হয়, যেরূপ জীবদেহ হইতে কেশলোমাদি জন্মে, সেইরূপ এই বিশ্ব অক্ষর হইতে জন্মে।" যদি বল, ঊর্ণনাভি ও পুরুষ এই দুই দৃষ্টান্ত চেতন, বস্তুতঃ তাহা নহে। অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তবাক্যের চেতনাংশে তাৎপর্য্য নহে;

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ইতি। নন্বূর্ণনাভিঃ পুরুষশ্চ চেতনাবিহ দৃষ্টান্তত্বেনোপাত্তৌ। নেতি ব্রূমঃ। ন হি কেবলস্য চেতনস্য তত্র সূত্রযোনিত্বং কেশলোমযোনিত্বঞ্চাস্তি। চেতনাধিষ্ঠিতং হ্যচেতনমূর্ণনাভিশরীরং সূত্রস্য যোনিঃ পুরুষশরীরঞ্চ কেশলোম্নামিতি প্রসিদ্ধম্। অপিচ পূর্ব্বত্রাদৃষ্টত্বাদ্যভিলাপসম্ভবেঽপি দ্রষ্টৃত্বাদ্যভিলাপাসম্ভবাৎ ন প্রধানমভ্যুপগতম্। ইহ ত্বদৃশ্য-

---

পরিণমমানস্বরূপা এব হি পরিণামা দৃষ্টাঃ। যথোর্ণনাভিলালাপরিণামা লূতাতন্তবস্তৎস্বরূপাঃ। তথা বিবর্ত্তা অপি বিবর্ত্তমানস্বরূপা এব ন বিরূপাঃ। যথা রজ্জুবিবর্ত্তা ধারোরগাদয়োরজ্জুস্বরূপাঃ। ন জাতু রজ্জ্বাং কুঞ্জর ইতি বিপর্য্যাসোঽস্তি। ন চ হেমপিণ্ডপরিণামো ভবতি লূতাতন্তুঃ। তৎ কস্য হেতোঃ। অত্যন্তবৈরূপ্যাৎ। তস্মাৎ প্রধানমেব জড়ং জড়স্য জগতো যোনিরিতি যুজ্যতে। অবিকারানশ্চ ইতি তদক্ষরম। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি চাক্ষরাৎ পরাৎ পরস্যাখ্যানম। অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ। ন হি পরস্মাদাত্মনোঽর্ব্বাক বিকারজাতস্য চ পরস্তাৎ প্রধানাদৃতেঽন্যদক্ষরং সম্ভবতি। অতোযঃ প্রধানাৎ পরঃ পরমাত্মা স সর্ব্ববিৎ ভূতযোনিস্ত্বক্ষরং প্রধানমেব। তচ্চ সাংখ্যাভিমতমেবাস্তু। অথ তস্যাঽপ্রামাণিকত্বান্ন তত্র পরিতুষ্যতি অস্তু তর্হি নামরূপবীজশক্তিভূতমব্যাকৃতং ভূতসূক্ষ্মম। প্রবীয়তে হি তেন বিকারজাতমিতি প্রধানম। তৎ খলু জড়মনির্ব্বাচ্যমনির্ব্বাচ্যস্য জড়স্য নামরূপপ্রপঞ্চস্যোপাদানং যুজ্যতে সারূপ্যাৎ। ন তু চিদাত্মা নির্ব্বাচ্যো বিরূপো হি সঃ। অচেতনানামিতি ভাষ্যং সারূপ্য প্রতিপাদনপরম। স্যাদেতৎ। স্মার্ত্তপ্রধাননিরাকরণেনৈবৈতদপি নিরাকৃতপ্রায়ং তৎ কুতোঽস্য শঙ্কেত্যত আহ।—"অপি চ পূর্ব্বত্রাদৃষ্টত্বাদি" ইতি।

অচেতনাংশেই তাৎপর্য্য। কারণ এই যে, কেবল চেতনের সূত্রযোনিত্ব ও কেশলোমযোনিত্ব নাই। চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন দেহ হইতেই সূত্র ও কেশলোমাদির জন্মে, ইহা সর্ব্বলোকবিদিত। [অপিচ পূর্ব্বত্র] ১৮ সূত্রের উদাহরণ বাক্যের শেষে "অদৃষ্টো দ্রষ্টা" এইরূপ উক্তি ছিল, তাই সেখানে প্রধান অর্থ গৃহীত হয় নাই। প্রধানে অদৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে

ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রধানে সম্ভবন্তি। ন চাত্র বিরুধ্যমানো ধর্ম্মঃ কশ্চিদভিলপ্যতে। ননু যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, ইত্যয়ং বাক্যশেষোঽচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতি তৎ কথং প্রধানং ভূতযোনিঃ প্রতিজ্ঞায়েত ইতি। অত্রোচ্যতে। যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে—যত্তদদ্রেশ্যম্, ইত্যক্ষরশব্দেনাদৃশ্যত্বাদিগুণকং ভূত যোনিং শ্রাবয়িত্বা পুনঃ শ্রাবয়িষ্যতি, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি। তত্র যঃ পরোঽক্ষরাৎ শ্রুতঃ স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিচ্চ সম্ভবিষ্যতি প্রধানমেব ত্বক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টং ভূতযোনিঃ। যদা

সতি বাধকেঽস্যানাশ্রয়ণমিহ তু বাধকং নাস্তীত্যর্থঃ। তেন 'তদৈক্ষত' ইত্যাদাবুপচর্য্যতাং ব্রহ্মণো জগদ্যোনিতা অবিদ্যাশক্ত্যাশ্রয়ত্বেন। ইহ ত্ববিদ্যাশক্তেরেব জগদ্যোনিত্বসম্ভবে ন দ্বারদ্বারিভাবো যুক্ত ইতি প্রধানমেবাঽত্র বাক্যে জগদ্যোনিরুচ্যত ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। অথ যোনিশব্দো নিমিত্তকারণপরস্তথাপি ব্রহ্মৈব নিমিত্তং ন তু জীবাত্মেতি বিনিগমনায়াং ন হেতুরস্তীতি সংশয়েন পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। অত্রোচ্যতে।

অক্ষরস্য জগদ্যোনিভাবমুক্ত্বা ত্বনন্তরম্।
যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি শ্রুত্যা সর্ব্বজ্ঞস্য স উচ্যতে॥
তেন নির্দ্দেশসামান্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানতঃ স্ফুটম্।

বটে; কিন্তু দ্রষ্টৃ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। যে অচেতন—জড—তাহাতে "দ্রষ্টৃ" শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব। কিন্তু এখানে বা এ সূত্রের উদাহরণ শ্রুতিতে সেরূপ কোন বাক্যশেষ নাই, সুতরাং ভূতযোনি-শব্দে প্রধান অর্থ পরিগৃহীত হইবার বাধা হয় না। [ননু নান্য ইতি] যদি বল, এখানেও শ্রুতিশেষে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, এইরূপ উক্তি আছে এবং প্রধানের প্রতি ঐ ঐ শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব হয়, তথাপি এখানে ভূতযোনি শব্দে প্রধান অর্থ গ্রাহ্য। কেন? তাহা বলিতেছি। বিবেচনা কর, শ্রুতি "যাহার দ্বারা সেই অক্ষর জানা যায়" "যাহা অদৃশ্য" এইরূপ এইরূপ বলিয়া, পশ্চাৎ "যিনি অক্ষরের পর, তিনিই পরমাত্মা।" এইরূপ বলিয়াছেন। অবশেষে বলিয়াছেন, "তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ।" অতএব, যাহা অক্ষরের পর, তাহারই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ত্ব এবং যাহা অক্ষর তাহা ভূত-

তু যোনিশব্দো নিমিত্তবাচী তদা শারীরোঽপি ভূতযোনিঃ স্যাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভূতজাতস্যোপসর্জ্জনাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে, যোঽয়মদৃশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ স পরমেশ্বর এব স্যাৎ নান্য ইতি। কথমেতদবগম্যতে। ধর্ম্মোক্তেঃ। পরমেশ্বরস্য হি ধর্ম্ম ইহোচ্যমানো দৃশ্যতে, যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ইতি। ন হি প্রধানস্যাচেতনস্য শারীরস্য বা উপাধিপরিচ্ছিন্নদৃষ্টেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বং বা সম্ভবতি। নন্বক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টাদ্ ভূতযোনেঃ পরস্যৈবৈতৎ

অক্ষরং সর্ব্ববিদ্বিশ্বযোনির্নাচেতনং ভবেৎ॥
অক্ষরাৎ পরত ইতি শ্রুতিস্ত্বব্যাকৃতে মতা।
অশ্নুতে যৎ স্বকার্য্যাণি ততোঽব্যাকৃতমক্ষরম্॥

নেহ তিরোহিতমিবাস্তি কিঞ্চিৎ যত্তু সারূপ্যাভাবান্ন চিদাত্মনঃ পরিণামঃ প্রপঞ্চ ইতি। অদ্ধা—

বিবর্ত্তস্তু প্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মণোঽপরিণামিনঃ।
অনাদিবাসনোদ্ভূতো ন সারূপ্যমপেক্ষতে॥

ন খলু বাহ্যসারূপ্যনিবন্ধন এব সর্ব্বোবিভ্রম ইতি নিয়মনিমিত্তমস্তি। আন্তরাদপি কামক্রোধভয়োন্মাদস্বপ্নাদের্ম্মানসাদপরাধাৎ সারূপ্যানপেক্ষাত্তস্য তস্য বিভ্রমস্য দর্শনাৎ। অপি চ হেতুমতি বিভ্রমে তদভাবাদনুযোগো-যুজ্যতে। অনাদ্যবিদ্যাবাসনাপ্রবাহপতিতস্তু নানুযোগমর্হতি। তস্মাৎ

যোনি। (অক্ষর = প্রকৃতি। অক্ষরাতীত পরমাত্মা) যোনি-শব্দের নিমিত্ত-অর্থ গ্রহণ করিলে জীবকেও ভূতযোনি বলা যাইতে পারে। কেন-না, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই ভূতোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উপর সূত্রকার বলিতেছেন, অদৃশ্যাদি বিশেষণে বিশেষিত ভূতযোনি পরমেশ্বর। [কথং···বতি] ভূতযোনি পরমেশ্বর, ইহা ধর্ম্ম কথনের দ্বারা জানা গিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ এই বাক্যে পরমেশ্বরেরই ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। প্রধান অচেতন, জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং জীবের ও প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ত্ব অসম্ভব। [নন্থ···গম্যতে] বলিয়াছিলে, অক্ষর ভূতযোনি, যাহা তাহার পর তাহারই সর্ব্বজ্ঞত্ব, এ কথায়

সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বঞ্চ ন ভূতযোনিবিষয়মিত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে। নৈবং সম্ভবতি। যৎকারণমক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্, ইতি প্রকৃতং ভূতযোনিমিহ জায়মানপ্রকৃতিত্বেন নির্দ্দিশ্যাঽনন্তরমপি জায়মানপ্রকৃতিত্বেনৈবং সর্ব্বজ্ঞং নির্দ্দিশতি,—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥" ইতি।

তস্মান্নির্দ্দেশসাম্যেন প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ প্রকৃতস্যৈবাঽক্ষরস্য ভূতযোনেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বঞ্চ ধর্ম্ম উচ্যত ইতি গম্যতে। অক্ষরাৎ পরত পর ইত্যত্রাপি ন প্রকৃতাৎ ভূতযোনেরক্ষরাৎ পরঃ কশ্চিদভিধীয়তে। কথমেতদবগম্যতে। যেনাঽক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং

পরমাত্মবিবর্ত্ততয়া প্রপঞ্চস্তদ্যোনির্ভুজঙ্গ ইব রজ্জুবিবর্ত্ততয়া তদ্যোনির্ন তু তৎপরিণামতয়া। তস্মাত্তদ্ধর্ম্মসর্ব্ববিত্ত্বোক্তের্লিঙ্গাদ্ যত্তদদ্রেশ্যমিত্যত্র ব্রহ্মৈবোপদিশ্যতে জ্ঞেয়ত্বেন ন তু প্রধানং জীবাত্মা বোপাস্যত্বেনেতি সিদ্ধম্। ন কেবলং লিঙ্গাদপি তু পরা বিদ্যেতি সমাখ্যানাদপ্যেতদেব প্রতিপত্তব্য-

আমরা বলি, ঐ স্থলে ভূতযোনি-অক্ষর ব্যতীত অন্যের সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব। অক্ষর হইতে বিশ্ব জন্মিয়াছে, অক্ষরই ভূতযোনি, এই উক্তির পরে সার্ব্বজ্ঞ্য উক্তি থাকায় যিনি ভূতযোনি তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ অর্থই উপলব্ধ হয়। অপিচ, যে ভূতযোনি প্রকৃত, (প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য) যাহা সমস্ত জন্তবস্তুর মূল কারণ, ঐ স্থলে তাহারই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ত্ব কথিত হইয়াছে এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ হইতেই বিশ্বোৎপত্তি হইয়াছে। যথা—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, জ্ঞানই যাহার তপস্যা তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (বেদ), নাম, রূপ ও অন্ন (ভোগ্যবস্তু) জন্মিয়াছে। এই সম-নির্দ্দেশের দ্বারা প্রতীত হয়, ঐ বাক্যে প্রকরণপ্রতিপাদ্য ভূতযোনি-অক্ষরেরই সার্ব্বজ্ঞ্য ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। [অক্ষরাৎ জ্ঞাতব্যাৎ] "যে জ্ঞানের দ্বারা সত্য অক্ষর-পুরুষ জানা যায়, সনৎকুমার সেই জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন।" এই বাক্যে প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অদৃশ্যাদিগুণক ভূতযোনি-অক্ষর উপদেশের প্রতিজ্ঞা

তদ্ভবতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ইতি প্রকৃতস্যৈবাঽক্ষরস্য ভূতযোনে-রদৃশ্যত্বাদিগুণকস্য বক্তব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। কথং তর্হ্যঽক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি ব্যপদিশ্যত ইত্যুত্তরসূত্রে তদ্বক্ষ্যামঃ। অপি চ, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা চৈবাপরা চ ইতি। তত্রাপরামৃগ্বেদাদিলক্ষণাং বিদ্যামুক্ত্বা ব্রবীতি, অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যত ইত্যাদি। তত্র পরস্যা বিদ্যায়া বিষয়ত্বেনাক্ষরং শ্রুতম্। যদি পুনঃ পরমেশ্বরাদন্যদদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং পরিকল্প্যেত, নেয়ং পরা বিদ্যা স্যাৎ। পরাপরবিভাগো হ্যয়ং বিদ্যয়োরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সফলতয়া পরিকল্প্যতে। ন চ প্রধানবিদ্যা নিঃশ্রেয়সফলা কেনচিদভ্যুপগম্যতে। তিস্রশ্চ বিদ্যাঃ প্রতিজ্ঞায়েরন্। তৎপক্ষেঽভূতযোনেঃ পরস্য পরমাত্মনঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ।

মিত্যাহ।—"অপি চ দ্বে বিদ্যে" ইতি। দিঙ্মাত্রমাহ।—"কস্মিন্নু ভগব" ইতি। ভোগা ভোগ্যাস্তেভ্যো ব্যতিরিক্তো ভোক্তবি। অবচ্ছিন্নো হি জীবাত্মা ভোগ্যেভ্যো বিষয়েভ্যোব্যতিরিক্ত ইতি তজ্জ্ঞানেন ন সর্ব্বং জ্ঞাতং

দৃষ্ট হওয়ায় "অক্ষরাৎ পরতঃপর." এখানেও প্রকৃত-অক্ষর ব্যতীত অন্য কেহ কথিত হন নাই, ইহা জানা গিয়াছে। [কথং বক্ষ্যামঃ] "অক্ষরের পর" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে। [অপি নির্দ্দিষ্টে] অন্য কথা এই যে, শ্রুতি "বিদ্যা দ্বিবিধ, পরা ও অপরা, তন্মধ্যে ঋগ্বেদ (তদুক্ত ক্রিয়াকলাপ) প্রভৃতি অপরা" এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ পরা বিদ্যা বলিয়াছেন এবং অক্ষর তাহার বিষয়, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, অক্ষর পরমেশ্বর না হইলে উহা পরাবিদ্যা হইতে পারে না। বিদ্যার পরাপর বিভাগ ফল অনুসারে কল্পিত। যাহার ফল অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) তাহা অপরা এবং যাহার ফল মুক্তি তাহা পরা। প্রধানবিষয়ক জ্ঞানের (প্রকৃতিজ্ঞানের) ফল মোক্ষ, ইহা কোনও সম্প্রদায়ের স্বীকার নাই। আরও, ঐ স্থানে দুই বৈ তিন্ বিদ্যা বলিবার প্রতিজ্ঞা নাই। ঐ বাক্যে

দ্বে এব তু বিদ্যে বেদিতব্যে ইহ নির্দ্দিষ্টে। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি চৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাপেক্ষণং সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি বিবক্ষ্যমাণেঽবকল্প্যতে, নাচেতনমাত্রৈকায়নে প্রধানে ভোগ্যব্যতিরিক্তে বা ভোক্তরি। অপি চ, স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় প্রাহ ইতি। ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাধান্যেনোপক্রম্য পরাপরবিভাগেন পরাং বিদ্যামক্ষরাধিগমনীং দর্শয়ংস্তস্যা ব্রহ্মবিদ্যাত্বং দর্শযতি। সা চ ব্রহ্মবিদ্যাসমাখ্যা তদধিগম্যস্যাক্ষরস্যাব্রহ্মত্বে বাধিতা স্যাৎ। অপরা ঋগ্বেদাদিলক্ষণা কর্ম্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যোপক্রম উপন্যস্যতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসংশার্থে, প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা, অষ্টা-

ভবতি। সমাখ্যান্তরমাহ।—"অপি চ স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা"-মিতি। "প্লবা হ্যেতেঽদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ" ইতি। প্লবন্তে গচ্ছন্তি অস্থাসিন ইতি প্লবাঃ। অত এবাদৃঢ়াঃ। কে তে? যজ্ঞরূপাঃ। রূপ্যন্তেঽনেনেতি রূপং যজ্ঞো রূপমুপাধির্যেষাং তে যজ্ঞরূপাঃ। তত্র ষোড়শর্ত্বিজঃ।

দ্বিবিধ বিদ্যাই নির্দ্দিষ্ট হইযাছে। [কস্মিন্ ভোক্তরি] আরও দেখ, 'হে ভগবন্! কি জানিলে সমস্ত জানা হয়?" এই বাক্যে যে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওযার কথা আছে, তাহা সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম ভিন্ন একাত্মক প্রধানে ও জীবে সঙ্গত হয় না। [অপি ..স্যাৎ] আরও 'দেখ, শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাব করিয়া বিদ্যার পরাপর বিভাগ উপদেশ করতঃ পশ্চাৎ "এইরূপে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্ব ঋষিকে সর্ব্ববিদ্যার সমাপ্তি স্থান ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।" এবম্প্রকার বাক্যে অক্ষরপ্রাপক জ্ঞানকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিযা নির্দ্দেশ করিযাছেন। অক্ষর ব্রহ্ম না হইলে শ্রুতি তৎপ্রাপিকা বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন কেন? অক্ষরকে ব্রহ্ম না বলিলে, ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, এ ব্যুৎপত্তি বাধিত হইবে। [অপরা... নিষ্ঠম্] পরা বিদ্যার প্রকরণে অপরা বিদ্যার উল্লেখ কেন? ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে কর্ম্মবিদ্যা বলা কেন? এরূপ বলিলে বলিব, ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ।

দশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতৎ শ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরাং মৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি, ইত্যেবমাদিনিন্দাবচনাৎ। নিন্দিত্বা চাপরাং বিদ্যাং ততো বিরক্তস্য পরবিদ্যাধিকারং দর্শয়তি, পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ইতি। যত্তূক্তমচেতনানাং পৃথিব্যাদীনাং দৃষ্টান্তত্বেনোপাদানাদ্ দার্ষ্টান্তিকেনাঽপ্যচেতনেনৈব ভূতযোনিনা ভবিতব্যমিতি, তদযুক্তম্। ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরত্যন্তসাম্যেন ভবিতব্যমিতি

ঋতুযজনেনোপাধিনা ঋত্বিক্শব্দঃ প্রবৃত্ত ইতি যজ্ঞোপাধয় ঋত্বিজঃ। এবং যজমানোঽপি যজ্ঞোপাধিরেব। এবং পত্নী, 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগ' ইতি স্মরণাৎ। ত এতেঽষ্টাদশ যজ্ঞরূপা যেষ্বৃত্বিগাদিযুক্তং কর্ম্ম যজ্ঞঃ, যদাশ্রয়ো যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। তচ্চ কর্ম্মাবরং, স্বর্গাদ্যবরফলত্বাৎ। অপিযন্তি প্রাপ্নুবন্তি। "ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ" ইত্যুক্তাভিপ্রায়ম্।

শ্রুতি প্রথমে কর্ম্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। (কর্ম্মের নিন্দাতে জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়)। যথা—"এ সকল প্লব=নশ্বর। অদৃঢ়=নিত্যফলপ্রদানে অক্ষম। যজ্ঞরূপ=যজ্ঞ নামে পরিচিত। অষ্টাদশ=১৬ ঋত্বিক্, যজমান ও পত্নী, এতৎসাধ্য।" শ্রুতিতে ইহার অবর ফল (অনিত্য ফল) উক্ত আছে। যে মূঢ় এ সকলকে শ্রেয়স্কর মনে করে, কেবল উহাতেই সন্তুষ্ট হয়, সে বার বার জরামরণ প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি এইরূপে কর্ম্মনিন্দা করিয়া পশ্চাৎ বিরক্ত পুরুষের পরাবিদ্যাধিকার দেখাইয়াছেন। যথা—"ব্রাহ্মণ কর্ম্মোপার্জ্জিত লোক পরীক্ষা করিয়া, অনিত্য জানিয়া, নির্ব্বিণ্ণ হইবেন। (আসক্তি ত্যাগ করিবেন)। কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে উপায়ন হস্তে বেদপারগ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবেন।" [যত্তূক্তং...নিয়মোঽস্তি] বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে অচেতন পৃথিবীর দৃষ্টান্ত থাকায় দার্ষ্টান্তিক ভূতযোনিও অচেতন হইবে, সে কথা অযুক্ত। দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক সর্ব্বাংশে সমান, এরূপ হয় না। হইবার

নিয়মোঽস্তি। অপি চ স্থূলাঃ পৃথিব্যাদয়ো দৃষ্টান্তত্বেনো-পাত্তা ইতি ন স্থূল এব দার্ষ্টান্তিকোভূতযোনিরভ্যুপগম্যতে। তস্মাদদৃশ্যত্বাদিগুণকোভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব॥ ২১ ॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ২২ ॥ *

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব ভূতযোনিঃ, নেতরৌ শারীরঃ প্রধানং বা। কস্মাৎ। বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাম্। বিশি-নষ্টি হি প্রকৃতং ভূতযোনিং শারীরাদ্বিলক্ষণত্বেন, দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইতি। ন হ্যেতদ্দিব্যত্বাদিবিশেষণমবিদ্যাপ্রত্যুপ-স্থাপিতনামরূপপরিচ্ছেদাভিমানিনস্তদ্ধর্ম্মাংশ্চ স্বাত্মনি কল্প-য়তঃ শারীরস্যোপপদ্যতে। তস্মাৎ সাক্ষাদৌপনিষদঃ

বিশেষণং হেতুং ব্যাচষ্টে।—"বিশিনষ্টি হি" ইতি। শারীরাদিত্যুপ-

কোন নিয়মও নাই। [অপি...এব] দৃষ্টান্তে স্থূলা পৃথিবী কথিত আছে, তাই বলিয়া কি দার্ষ্টান্তিক ভূতযোনিও স্থূল হইবে? হইবে না। এই সকল যুক্তিতে অদৃশ্যত্বাদিগুণক ভূতযোনি পরমেশ্বর, ইহা সিদ্ধ হয়।

বিশেষণ ও ভেদনির্দ্দেশ, এই দুই হেতুতেও ভূতযোনি পরমেশ্বর। [বিশি ইত্যোচ্যতে] প্রস্তাবিত ভূতযোনি কে? শ্রুতি তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন (বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন)। যথা—"তিনি দিব্য অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতিঃ, অমূর্ত্ত অর্থাৎ পূর্ণ, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, তিনি বাহিরেও আছেন অন্তরেও আছেন, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমস্ত বস্তুতে অবস্থিত, তাঁহার প্রাণ নাই, মন নাই, তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্লেপ।" এ সকল বিশেষণ (কথা) জীবপক্ষে সংগত হয় না। জীব মিথ্যা শরীরাভিমানী, পরিচ্ছিন্ন, আপনাতে শরীরের দোষ গুণ আরোপ (কল্পনা) করে, সুতরাং জীব পূর্ণ নহে, শুদ্ধও নহে। সেই জন্য ঐ সকল বিশেষণ সাক্ষাৎ উপ-

---

* ইতরৌ জীবঃ প্রধানঞ্চ। বিশেষণাৎ ন জীবো ভেদোক্তের্ন প্রধানমিতি সূত্রার্থঃ।—ঐ দিব্য ও অমূর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় প্রস্তাবিত ভূতযোনি জীব নহে এবং ভেদ-নির্দ্দেশ থাকায় প্রধানও নহে।

পুরুষ ইহোচ্যতে। তথা প্রধানাদপি প্রকৃতং ভূতযোনিং ভেদেন ব্যপদিশতি, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি। অক্ষরমব্যাকৃতং নামরূপবীজশক্তিরূপং ভূতসূক্ষ্মমীশ্বরাশ্রয়ং তস্যৈবোপাধিভূতং সর্ব্বস্মাদ্বিকারাৎপরো যোঽবিকারঃ, তস্মাৎ পরতঃ পর ইতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মানমিহ বিবক্ষিতং দর্শয়তি। নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং তত্ত্বমভ্যুপগম্যং যস্মাদ্ভেদব্যপদেশ উচ্যতে। কিং তর্হি। যদি প্রধানমপি কল্প্যমানং শ্রুত্যবিরোধেনাব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং পরিকল্প্যেত, কল্প্যতাম্, তস্মাদ্ভেদব্যপদেশ ইতি পরমেশ্বরো ভূতযোনিরিত্যেতদিহ প্রতিপাদ্যতে। কুতশ্চ পরমেশ্বরো ভূতযোনিঃ ॥ ২২ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥*

লক্ষণং, প্রধানাদিত্যপি দ্রষ্টব্যম্। ভেদব্যপদেশং ব্যাচষ্টে।—"তথা প্রধানাদপি" ইতি। স্যাদেতৎ। কিমাগমিকং সাংখ্যাভিমতং প্রধানম্। তথা চ বহ্বসমঞ্জসং স্যাদিত্যত আহ।—"নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ" ইতি।

নির্দ্দেশ্য পুরুষ (ব্রহ্ম) ভিন্ন অন্য কিছু বলে না। [তথা· পাদ্যতে] অপর, "পর অক্ষরের পর অর্থাৎ প্রোক্ত ভূতযোনি অক্ষর হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদ উক্তি থাকায় ভূতযোনি-শব্দের পরমেশ্বর অর্থই প্রতীত হয়। যাহা সমস্ত নাম রূপের (স্থূল সৃষ্টির) বীজস্বরূপ শক্তিস্বরূপ, শাস্ত্রে যাহা সূক্ষ্ম ভূত নামে প্রসিদ্ধ, যাহা ঈশ্বরাশ্রিত ও ঈশ্বরের উপাধি, তাহাই উক্ত বাক্যে অক্ষর নামে কথিত হইয়াছে। সেই জন্য, অনাদি অক্ষর সাংখ্যাভিমত প্রধান (প্রকৃতি) নহে। কথিতপ্রকার-প্রধান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পৃথক্ বা স্বতন্ত্র প্রধান উক্তস্থলে প্রধান নামে স্বীকার করিতে পার না। প্রধান বলিতে হইলে, শ্রুতির অবিরুদ্ধ অব্যাকৃত-নামক ভূতসূক্ষ্মকে বা অজ্ঞানকে প্রধান বলা উচিত। সুতরাং সেই "অজ্ঞান হইতে ভিন্ন" এতদ্রূপ ভেদ-ব্যপদেশের দ্বারা পরমেশ্বর ভূতযোনি, ইহা প্রতিপাদিত হয়।

* রূপং বিকারাত্মকং তস্য উপন্যাসোঽভিধানং কথনমিতি যাবৎ তস্মাৎ।—সৃষ্ট বস্তু সকল ভূতযোনির রূপ (অঙ্গ), এ কথাতেও ভূতযোনি পরমেশ্বর, ইহা নিশ্চিত হয়।

অপি চ, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইত্যস্যানন্তরম্, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি প্রাণপ্রভৃতীনাং পৃথিবীপর্য্যন্তানাং তত্ত্বানাং সর্গমুক্ত্বা তস্যৈব ভূতযোনেঃ সর্ব্ববিকারাত্মকং রূপমুপন্যস্যমানং পশ্যামঃ।—অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ, দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য, পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি। তচ্চ পরমেশ্বরস্যৈবোচিতং সর্ব্ববিকারকারণত্বাৎ, ন শারীরস্য তনুমহিম্নো নাপি প্রধানস্যাঽয়ং রূপোপন্যাসঃ সম্ভবতি সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বর এব ভূতযোনির্নেতরাবিতি গম্যতে। কথং পুনর্ভূতযোনেরয়ং রূপোপন্যাস ইতি গম্যতে। প্রকরণাৎ। এষ ইতি চ প্রকৃতানুকর্ষণাৎ। ভূতযোনিং হি প্রকৃত্য, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, ইত্যাদিবচনং ভূতযোনিবিষয়মেব ভবতি।

তদেতৎ পরমতেনাক্ষেপসমাধানাভ্যাং ব্যাখ্যায় স্বমতেন ব্যাচষ্টে।—

শ্রুতিতে "অক্ষরের পর" এই কথার পরে "ইহাঁ হইতে প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) জন্ম" ইত্যাদিক্রমে পৃথিবী পর্য্যন্তের সৃষ্টি ও প্রস্তাবিত ভূতযোনির বিশ্বময় রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"ঐ স্বর্গ তাঁহার মূর্দ্ধা, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, দিক্ সকল তাঁহার শ্রোত্র, বেদ তাঁহার ব্যক্ত-বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, এই ব্রহ্মাণ্ডবিবর তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদ, ইনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা।" [তচ্চ...গম্যতে] এরূপ রূপ সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরেই সম্ভবে, অল্পশক্তি জীবের ও অনাত্মা প্রধানের ঐরূপ রূপ অসম্ভব, সুতরাং উহা ভূতযোনি পরমেশ্বরেরই রূপ। [কথং...ভবৎ] যদি বল, ঐ রূপটী ভূতযোনিরই রূপ, অন্য কাহার নহে, ইহা তোমরা কিসে জানিলে? এরূপ বলিলে বলিব, প্রকরণ বলে জানিয়াছি। "এষ" "ইনি" এই কথাটী প্রস্তাবিত পদার্থের বোধক এবং ভূতযোনিপ্রস্তাবে পঠিত "ইহাঁ হইতে প্রাণের জন্ম, ইনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা।" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা ভূতযোনিরই বোধক, অন্যের নহে। অধ্যাপক-প্রস্তাবে কথিত "ইহাঁর নিকট অধ্যয়ন

যথোপাধ্যায়ং প্রকৃত্য, এতস্মাদধীষ্ব এষ বেদবেদাঙ্গপারগ ইতি বচনং উপাধ্যায়বিষয়ং ভবতি তদ্বৎ। কথং পুনরদ্রেশ্য-ত্বাদিগুণকস্য ভূতযোনের্ব্বিগ্রহবদ্রূপং সম্ভবতি। সর্ব্বাত্মত্ব-বিবক্ষয়েদমুচ্যতে ন তু বিগ্রহবত্ত্ববিবক্ষয়েত্যদোষঃ। অহ-মন্নমহমন্নমহমন্নাদ ইত্যাদিবৎ। অন্যে পুনর্ম্মন্যন্তে, নাহয়ং ভূতযোনেরূপোপন্যাসো জায়মানত্বেনোপন্যাসাৎ। এতস্মা-জ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী, ইতি হি পূর্ব্বত্র প্রাণাদিপৃথিব্যন্তং তত্ত্বজাতং জায়মানত্বেন নিরদিক্ষৎ, উত্তরত্রাপি চ, তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্য ইত্যেবমাদি, অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসাংশ্চেত্যেবমন্তং জায়মানত্বেনৈব নির্দ্দেক্ষ্যতি, ইহৈব কথমকস্মাদন্তরালে ভূতযোনেরূপমুপন্যস্যেত। সর্ব্বাত্মত্বমপি

"অন্যে পুনর্ম্মন্যন্ত" ইতি। পুনঃশব্দোঽপি পূর্ব্বস্মাদ্বিশেষং দ্যোতয়ন্নস্যেষ্টতাং সূচয়তি। জায়মানবর্গমধ্যপতিতস্যাগ্নিমূর্দ্ধাদিরূপবতঃ সতি জায়মানত্বসম্ভবে নাকস্মাজ্জনকত্বকল্পনং যুক্তম্। প্রকরণং খল্বেতদ্বিশ্বযোনেঃ সন্নিধিশ্চ জায়-মানানাং সন্নিধেশ্চ প্রকরণং বলীয় ইতি জাযমানপরিত্যাগেন বিশ্বযোনেরেব প্রকরণিনোরূপাভিধানমিতি চেৎ। ন। প্রকরণিনঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিরহিতস্য বিগ্রহবত্তাবিরোধাৎ। ন চৈতাবতা মূর্দ্ধাদিশ্রুতয়ঃ প্রকরণবিরোধাৎ স্বার্থ-ত্যাগেন সর্ব্বাত্মতামাত্রপরা ইতি যুক্তম্। শ্রুতেরত্যন্তবিপ্রকৃষ্টার্থাৎ প্রকরণাৎ

কর, ইনি বেদপারগ" এই কথা যেমন অধ্যাপকেরই বোধক, অন্যের নহে, সেইরূপ। [কথং...বৎ] যদি বল, অদৃশ্য ভূতযোনির দেহীর ন্যায় রূপ কি প্রকারে সম্ভব হয়? বলিলে বলিব, শরীর বলিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ রূপ বর্ণিত হয় নাই, সর্ব্বময়তা বলাই ঐ বর্ণনার উদ্দেশ্য। সুতরাং ঐরূপ রূপবর্ণনা দোষাবহ নহে। "আমি অন্ন ও আমিই অন্নভক্ষক" এই বর্ণনা যেমন সার্ব্বাত্ম্যপ্রতিপাদক ও নির্দ্দোষ, কথিত বর্ণনাও তদ্রূপ সার্ব্বাত্ম্য-প্রতিপাদক ও নির্দ্দোষ। [অন্যে···ইত্যর্থঃ] কোন ব্যাখ্যাকার (বৃত্তি-কার) বলেন, "দ্যু-লোক যাহাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষুঃ" এ বর্ণনা ভূত-যোনির রূপবর্ণনা নহে। জন্মনির্দ্দেশ থাকায় উহা হিরণ্যগর্ভের বর্ণনা।

সৃষ্টিং পরিসমাপ্যোপদেক্ষ্যতি, পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম ইত্যাদিনা। শ্রুতিস্মৃত্যোশ্চ ত্রৈলোক্যশরীরস্য প্রজাপতের্জন্ম নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে।—হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ, ইতি। সমবর্ত্ততেত্যজায়ত ইত্যর্থঃ। তথা, স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।

আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত। ইতি।

বিকারপুরুষস্যাপি সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বং সম্ভবতি। প্রাণাত্মনা সর্ব্বভূতানামধ্যাত্মমবস্থানাৎ। অস্মিন্ পক্ষে পুরুষ

সিদ্ধে চ প্রকরণিনোঽসম্বন্ধে জায়মানমধ্যপাতিত্বং জায়মানগ্রহণে কারণমুপন্যস্তং ভাষ্যকৃতা। তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভ এব ভগবান্ প্রাণাত্মনা সর্ব্বভূতান্তরঃ কার্য্যোনির্দ্দিশ্যস্ত ইতি সাম্প্রতম্। তৎ কিমিদানীং সূত্রমনবধেয়মেব নেত্যাহ।—"অস্মিন্ পক্ষ" ইতি। প্রকরণাৎ।

যখন ঐ সন্দর্ভের পূর্ব্বে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর এবং তাহার পরে দ্যু-লোকের ও দ্যুলোকাগ্নি সূর্য্যের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে তখন অবশ্য মধ্যেও জন্যবস্তু কথিত হইয়াছে, ইহা নির্ণীত হয়। সুতরাং উহা ভূতযোনির রূপবর্ণনা নহে, উহা ভূতযোনিসমুৎপন্ন আদিশরীরী ব্রহ্মার রূপবর্ণনা। ভূতযোনির সর্ব্বাত্মকতা বা সার্ব্বাত্ম্য ঐ সকল বাক্যের পরে অর্থাৎ সৃজ্যসৃষ্টিকথনের পরে "এ সমুদায়ই পুরুষ বা পুরুষই এ সমুদয়" এইরূপ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। ত্রিলোক-শরীর প্রজাপতি, ভূতযোনি পরমেশ্বর হইতে সমুৎপন্ন হন, ইহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রসিদ্ধ। শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যথা—"প্রথমে হিরণ্যগর্ভ জন্মিয়াছিলেন। তিনি জন্মিয়া প্রজাসমূহের এক অদ্বিতীয় পতি হইয়াছিলেন। সেই এক অদ্বয় প্রজাপতির অথবা প্রজাপতির উৎপাদক অদ্বয়দেবের উদ্দেশে আমরা হবিস্ত্যাগ (যজ্ঞ) করিতেছি। [তথা...ব্যাখ্যেয়ম্] আরও আছে। যথা—"প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। এই ব্রহ্মাই আদিশরীরী, পুরুষ (পূর্ণ) ও ভূতসমূহের পতি।" এই জায়মান সূত্রাত্ম-পুরুষকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা

এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম ইত্যাদিসর্ব্বরূপোপন্যাসঃ পরমেশ্বর-প্রতিপত্তিহেতুরিতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৩ ॥

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ *

কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি, আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি, ইতি চোপক্রম্য দ্যুসূর্য্য-বায্বাকাশবারিপৃথিবীনাং সুতেজস্ত্বাদিগুণযোগমেকৈকোপা-সননিন্দয়া চ বৈশ্বানরং প্রত্যেষাং মূর্দ্ধাদিভাবমুপদিশ্যাম্নায়তে,

প্রাচীনশালসত্যযজ্ঞেন্দ্রদ্যুম্নজনকবুডিলাঃ সমেত্য মীমাংসাং চক্রুঃ। "কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম" ইতি। আত্মেত্যুক্তে জীবাত্মনি প্রত্যয়ো মা ভূৎ, অত উক্তং কিং ব্রহ্মেতি। তে চ মীমাংসমানা নিশ্চয়মনধিগচ্ছন্তঃ কৈকেয়রাজং বৈশ্বানরবিদ্যাবিদমুপসেদুঃ। উপসদ্য চোচুঃ। "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি" স্মরসি "তমেব নো ব্রূহি" ইত্যুপক্রম্য দ্যুসূর্য্যবায্বাকাশবারি-

বলা অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গত। এ পক্ষে, "এ সমস্তই পুরুষ" এই অংশের দ্বারা সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের সর্ব্বময়তা কথিত হইয়াছে এবং সেই সর্ব্ব-ময়তাই পরমেশ্বরপ্রতীতির কারণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে "আমাদের আত্মা ব্রহ্ম কি? অর্থাৎ কিংস্বরূপ" "সম্প্রতি এই আত্মা বৈশ্বানরকে কি স্মরণ হয়? আমাদিগকে তাহা বলুন।" এইরূপ উপক্রমের পর স্বর্গলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী,—এ সকলের সুতেজস্ত্বপ্রভৃতি গুণ, বৈশ্বানর-বোধে ঐ সকলের উপাসনা করার দোষ ও ঐ সকল বৈশ্বানরের শিরঃপ্রভৃতি অঙ্গ কথিত হইয়াছে। সর্ব্ব শেষে কথিত হইয়াছে, "যে এবম্বিধ প্রাদেশপ্রমাণ অভি-বিমান (সর্ব্বজ্ঞ) আত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা করে সে সকল লোকে সকল

* ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তোবৈশ্বানরঃ পরমেশ্বর এব নান্যঃ। অত্র হেতুঃ সাধারণেতি। সাধারণশব্দয়োর্বিশেষণত্বাৎ। যদ্যপি বৈশ্বানরশব্দত্রয়াণাং সাধারণত্বথাপাত্র বিশেষোদৃশ্যতে। স এব বিশেষঃ পরমেশ্বরগমক ইতি সূত্রার্থঃ।—ছান্দোগ্য শ্রুতির বৈশ্বানর পরমেশ্বর। হেতু এই যে, ঐ স্থানে বিশেষোক্তি আছে। বৈশ্বানরশব্দ অগ্নি, অগ্নিদেবতা ও জাঠরাগ্নির বোধক হইলেও ঐ স্থানে তদিতরের ব্যাবর্ত্তক বিশেষণ আছে। সুতরাং প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর।

যস্ত্বেবমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয় ইত্যাদি। অত্র সংশয়ঃ। কিং বৈশ্বানরশব্দেন জাঠরোঽগ্নিরুপদিশ্যত উত ভূতাগ্নিরথ

পৃথিবীনামিতি। অয়মর্থঃ।—বৈশ্বানরস্য ভগবতঃ "মূর্দ্ধা সুতেজাঃ" দ্যৌঃ, "চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ" সূর্য্যঃ, "প্রাণো" বায়ুঃ, "পৃথগ্বর্ত্মাত্মা" পৃথগ্বর্ত্ম যস্য বায়োঃ স পৃথগ্বর্ত্মা, স এবাত্মা স্বভাবো যস্য স পৃথগ্বর্ত্মাত্মা, "সন্দেহো" দেহস্য মধ্যভাগঃ স আকাশো "বহুলঃ" সর্ব্বগতত্বাৎ "বস্তিরেব রয়িঃ" আপঃ, যতোঽন্তোয়মন্নাচ্চ রয়ির্ধনং তস্মাদাপোরয়িরুক্তাস্তাসাঞ্চ মূত্রীভূতানাং বস্তিঃ স্থানমিতি বস্তিরেব রয়িরিত্যুক্তম্। 'পাদৌ' "পৃথিবী" তত্র প্রতিষ্ঠানাৎ। তদেবং বৈশ্বানরাবয়বেষু দ্যুসূর্য্যানিলাকাশজলাবনিষু মূর্দ্ধচক্ষুঃপ্রাণসন্দেহবস্তিপাদেষ্বেকৈকস্মিন্ বৈশ্বানরবুদ্ধ্যা বিপরীততয়োপাসকানাং প্রাচীনশালাদীনাং মূর্দ্ধপাতাঽচক্ষুষ্ট্বপ্রাণোৎক্রমণদেহশীর্ণতাবস্তির্ভেদপাদশ্লথীভাবদূষণৈরুপাসনানাং নিন্দয়া মূর্দ্ধাদিসমস্তভাবমুপদিশ্যাম্নায়তে। 'যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমান'মিতি। স সর্ব্বেষু লোকেষু দ্যুপ্রভৃতিষু ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিজীবেষ্বন্নমত্তি সর্ব্বসম্বন্ধিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ। অথাস্য বৈশ্বানরস্য ভোক্তুর্ভোজনস্যাগ্নিহোত্রতাসম্পিপাদয়িষয়া আহ শ্রুতিঃ।—'উর এব বেদিঃ,' বেদিসারূপ্যাৎ। "লোমানি বর্হিঃ," আস্তীর্ণবর্হিঃসারূপ্যাৎ। "হৃদয়ং গার্হপত্যঃ"। হৃদয়া-

প্রাণীতে ও সকল দেহে সর্ব্বভোগভোগী হয়। এই বৈশ্বানরের মস্তক সুতেজা (দ্যুলোক), চক্ষু বিশ্বরূপ (সূর্য্য), প্রাণ বায়ু, সন্দেহ অর্থাৎ দেহ মধ্য আকাশ, বস্তি বা মূত্রস্থান রয়ি (জল বা সমুদ্র), পদদ্বয় পৃথিবী, বক্ষঃস্থল যজ্ঞবেদী, লোম কুশ, হৃদয় গার্হপত্য-অগ্নি, মন অন্বাহার্য্য-অগ্নি, মুখ আহবনীয়-অগ্নি, * ইত্যাদি। [অত্র সংশয়ঃ] এই বাক্যে সংশয় হয়,

* এ সকল কথা আখ্যায়িকাকারে কথিত আছে। আখ্যায়িকার ক্রম এইরূপ।— প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জনক, বুড়িল, এই পাঁচ ব্যক্তি 'আত্মা কি ব্রহ্ম কি?'

তদভিমানিনী দেবতা অথ বা শারীর আহোস্বিৎ পরমেশ্বর ইতি। কিং পুনরত্র সংশয়কারণম্‌। বৈশ্বানর ইতি জাঠরভূতাগ্নিদেবতানাং সাধারণশব্দপ্রয়োগাদাত্মেতি চ শারীরপরমেশ্বরয়োঃ। তত্র কস্যোপাদানং ন্যায্যং কস্য বা হানমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তং। জাঠরোঽগ্নিরিতি। কুতঃ। তত্র হি বিশেষেণ কচিৎ প্রয়োগোদৃশ্যতে, অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে, যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে, ইত্যাদৌ। অগ্নিমাত্রং বা স্যাৎ। সামান্যেনাপি

মন্তরং "মনোঽন্বাহার্য্যপচনঃ"। "আস্যমাহবনীয়ঃ"। তত্র হি তদন্নং হূয়তে।

শ্রুতি বৈশ্বানর-শব্দে জাঠরাগ্নি, প্রসিদ্ধ অগ্নি, অগ্নিদেবতা, জীব ও পরমেশ্বর, এ সকলের কি বলিয়াছেন? জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি ও অগ্নিদেবতা, এই তিন অর্থে বৈশ্বানর শব্দের এবং জীব ও পরমেশ্বর অর্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় · কাযেই সংশয় হয়। [কিন্তাবৎ...ইত্যাদৌ] সংশয়ের পর প্রথমে [illegible] পক্ষই প্রতীত বা উপস্থিত হয়। "সেই অগ্নি বৈশ্বানর, যে অগ্নি [illegible] আছে ও যে অগ্নিভুক্ত পরিপাক করে।" ইত্যাদি স্থলে জাঠরাগ্নি [illegible] দেহাভ্যন্তরে অ[illegible] হইয়াছে। [অগ্নি · [illegible]] যে হেতু অগ্নি-রাগ্নিকেই বৈশ্বানর [illegible]

[illegible] নিকট গিয়াছিলেন। উদ্দালক বিচার করিতেছিলেন এবং তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য উদ্দালকের নিকট গিয়াছিলেন। উদ্দালক উহা জানিতেন না, তৎকারণে তিনি ও উক্ত পাঁচজন এক সঙ্গে কৈকেয় রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, আমাদিগকে আত্মা বৈশ্বানর বলুন। রাজা তাঁহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে কাহাকে আত্মভাবে ধ্যান কর অনন্তর তাঁহাদের কেহ দ্যুলোকের, কেহ সূর্য্যের, কেহ বায়ুর, কেহ আকাশের, কেহ জলের, কেহ পৃথিবীর কথা বলিল। রাজা বলিলেন, ঐ সকল বৈশ্বানর নহে, বৈশ্বানরের অঙ্গ। পরে বলিলেন, তোমরা যদি না জিজ্ঞাসা করিতে তাহা হইলে তোমাদের ঐ সকল অঙ্গের হানি হইত। এইরূপে এক একটীর অর্থাৎ এক এক অঙ্গের উপাসনার নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ সর্ব্বাঙ্গসমুপেত বৈশ্বানরের উপাসনা "যে এইরূপ প্রাদেশ প্রমাণ" ইত্যাদি বাক্যে উপদেশ করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মবাচক অর্থাৎ পরমেশ্বরবোধক শব্দ নাই, কেবল আত্মা ও বৈশ্বানর শব্দ আছে, সুতরাং ঐ বাক্য সংশয়িত বাক্য। সংশয়িত বাক্য বলিয়া ইহার বিচার্য্যতা উপস্থিত হইয়াছে। বিচার ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে।

প্রয়োগদর্শনাৎ, বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতু-মহ্নামকৃণ্বন্ ইত্যাদৌ। অগ্নিশরীরা বা দেবতা স্যাৎ। তস্যামপি প্রয়োগদর্শনাৎ। বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম, রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ, ইত্যেবমাদ্যায়াঃ শ্রুতের্দ্দেবতায়া-মৈশ্বর্য্য হ্যুপেতায়াং সম্ভবাৎ। অথাত্মশব্দসামানাধিকরণ্যা-দুপক্রমে চ 'কো ন আত্মা কিং তদ্ব্রহ্ম' ইতি কেবলাত্মশব্দ-প্রযোগাদাত্মশব্দবশেন বৈশ্বানরশব্দঃ পরিণেয় ইত্যুচ্যতে, তথাপি, শারীর আত্মা স্যাৎ। তস্য ভোক্তৃত্বেন বৈশ্বানর-সন্নিকর্ষাৎ প্রাদেশমাত্রমিতি চ বিশেষণস্য তস্মিন্নুপাধি-পরিচ্ছিন্নে সম্ভবাৎ। তস্মান্নেশ্বরো বৈশ্বানর ইত্যেবং প্রাপ্তম্। তত ইদমুচ্যতে, বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। সাধারণশব্দবিশেষাৎ। সাধারণশব্দয়োর্ব্বিশেষঃ

মাত্রের উপর বৈশ্বানর-শব্দের প্রয়োগ আছে সেই হেতু প্রসিদ্ধ-অগ্নি-অর্থও লইতে পার। যথা—"দেবতারা ভুবনের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে ও দিন-চিহ্ন সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" [অগ্নি...সম্ভবাৎ] বৈশ্বানর-শব্দে অগ্নি দেবতাও বুঝা যাইতে পারে। কেন-না, অগ্নিদেবতাতেও ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—"যে হেতু বৈশ্বানর ভুবনের রাজা, ঈশ্বর ও সুখদাতা, সেই হেতু আমরা বৈশ্বানরের সুমতিমধ্যে থাকিতে ইচ্ছুক। (অর্থাৎ আমাদের প্রতি বৈশ্বানরের শুভবুদ্ধি হউক)।" এ শ্রুতি ঐশ্বর্য্যযুক্ত দেবতা অর্থেই সঙ্গত হয়। [অথা...বিশেষাৎ] আত্মার প্রস্তাব ও তাহার অভেদে বৈশ্বানরের প্রয়োগ, এই দুই কারণে বৈশ্বানরের আত্মার্থতা গ্রহণ করিলেও জীবাত্মা বৈ পরমাত্মা গ্রহণ করিতে পার না। জীব ভোক্তা ও উপাধি-পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং "প্রাদেশপ্রমাণ" প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহাতেই খাটে। এ সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে। পরমেশ্বর নহে, এই পক্ষ নিরাসের নিমিত্ত এই (২৪) সূত্র পঠিত হইল। অর্থ এই যে, বৈশ্বানর পরমেশ্বর, অন্য কেহ নহে। হেতু এই যে, ঐরূপ সাধারণশব্দে প্রয়োগ থাকিলেও (বৈশ্বানর-শব্দ নির্দ্দিষ্টবাচী না হইয়া সাধারণবাচী হইলেও) ঐ স্থলে বিশেষ উক্তি আছে। [সাধারণ... কারণত্বাৎ] আত্মা

সাধারণশব্দবিশেষঃ। যদ্যপ্যেতাবুভাবপ্যাত্মবৈশ্বানরশব্দৌ সাধারণশব্দৌ, বৈশ্বানরশব্দস্তু ত্রয়াণাং সাধারণঃ, আত্মশব্দশ্চ দ্বয়োঃ, তথাপি, বিশেষো দৃশ্যতে, যেন পরমেশ্বরপরত্বং তয়োরভ্যুপগম্যতে। তস্য হ বা এতস্য আত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, ইত্যাদি। অত্র হি পরমেশ্বর এব দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবিশিষ্টোঽবস্থান্তরগতঃ প্রত্যগাত্মত্বেনোপন্যস্তোধ্যানায়েতি গম্যতে কারণত্বাৎ। কারণস্য হি সর্ব্বাভিঃ কার্য্যগতাভিরবস্থাভিরবস্থাবত্ত্বাৎ দ্যুলোকাদ্যবয়বত্ত্বমুপপদ্যতে। স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি, ইতি চ সর্ব্বলোকাদ্যাশ্রয়ং ফলং শ্রূয়মাণং পরমকারণপরিগ্রহে সম্ভবতি। এবং হাঽস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্ত ইতি চ তদ্বিদঃ সর্ব্বপাপপ্রদাহশ্রবণম্। কো ন আত্মা কিং তদ্ব্রহ্ম ইতি চাত্মব্রহ্মশব্দাভ্যামুপক্রম ইত্যেব-

---

ও বৈশ্বানর, এ দুটী সাধারণ-শব্দ। বৈশ্বানর-শব্দ তিনের বোধক, আত্ম-শব্দ দুএর বোধক। আত্মা ও বৈশ্বানর সাধারণ শব্দ হইলেও উক্ত স্থলে বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—"ঐ স্বর্গ বৈশ্বানর আত্মার মস্তক।" এরূপ বিশেষ উক্তি থাকাতেই বৈশ্বানর শব্দের পরমেশ্বর অর্থ পরিগৃহীত হয়। পরমাত্মা নির্ব্বিশেষ, তাঁহার বিশেষ নাই, না থাকিলেও উপাসনার নিমিত্ত ঐরূপ বিশেষ অভিহিত হইতে পারে। [কারণস্য...পদ্যতে] কারণে কার্য্যের অবস্থা প্রক্ষেপ করা অসঙ্গত নহে। পরমাত্মা সর্ব্বকারণ, তদনুসারে তাঁহাতে উক্তবিধ কার্য্যাবস্থার আরোপ হইতে পারে। অর্থাৎ স্বর্গ তাঁহার মস্তক, এরূপ বলা যাইতে পারে। [স সম্ভবতি] "সেই উপাসক সকল লোকে, সকল ভূতে ও সকল আত্মায় (শরীর প্রভৃতিতে) ভোগ্য ভোগ করে।" এরূপ ফলশ্রুতি পরমকারণ পরমেশ্বর অর্থ ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব হয়। [এবং...নরঃ] ঐ স্থানে "তাহার সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়" এরূপ ফলশ্রুতিও আছে। সর্ব্বপাপপ্রদাহ ফল পরমেশ্বরজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে সম্ভব হয় না। "আমাদের আত্মা কি? ব্রহ্ম কি?" এই প্রক্রান্ত বাক্যে আত্মা

মন্তানি ব্রহ্মলিঙ্গানি পরমেশ্বরমেব গময়ন্তি। তস্মাৎ পর-মেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ ॥ ২৪ ॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি॥ ২৫ ॥ *

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ। যস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈ-বাহগ্নিরাস্যং দ্যৌর্ম্মূর্দ্ধা, ইতীদৃশং ত্রৈলোক্যাত্মকং রূপং স্মর্য্যতে।—যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্ম্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দ্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নম ইতি। তৎ স্মর্য্যমাণং রূপং মূলভূতাং শ্রুতিমনুমাপয়দস্য বৈশ্বানরশব্দস্য পরমেশ্বরপরত্বেনানুমানং লিঙ্গং গমকং স্যাদিত্যর্থঃ। ইতি শব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাদিদং গমকং তস্মাদপি বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈবেত্যর্থঃ। যদ্যপি স্তুতিরিয়ং—তস্মৈ লোকাত্মনে

নবসদারোপেণাপি স্তুতিসম্ভবাৎ ন মূলশ্রুত্যপেক্ষা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

ও ব্রহ্ম শব্দ থাকায় এবং অন্যান্য ব্রহ্মচিহ্ন থাকায় ঐ প্রস্তাব পরমেশ্বরের বোধক। সুতরাং প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর।

উদাহৃত শ্রুতির বৈশ্বানর পরমেশ্বর। কারণ এই যে, স্মৃতিতে পরমে-শ্বরেরই ত্রিলোকমূর্ত্তি বর্ণিত আছে। যথা—"অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ নাভি, ক্ষিতি চরণদ্বয়, সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌সকল কর্ণ, এই লোকমূর্ত্তি পরমেশ্বরকে নমস্কার।" এই স্মৃতি স্বীয় মূলীভূত শ্রুতি অনুমান করাইয়া বৈশ্বানরের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। [ইতি সম্ভবতি] সূত্রস্থ 'ইতি' শব্দের অর্থ হেতু। অর্থ এই যে, যেহেতু উহা (স্মৃতি) মূলশ্রুতির অনুমাপক ও পরমেশ্বরের বোধক, সেই হেতু প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর। "লোকমূর্ত্তি পরমেশ্বরকে নমস্কার" ইহা স্তুতি হইলেও (স্তুতিবাক্য হইলেও) মূল ব্যতীত ঐরূপ স্তুতি সম্ভব হয় না। (ঐ স্তুতি

---

* স্মর্য্যমাণং স্মৃত্যুক্তরূপং অনুমানং শ্রুতেরনুমাপকং সুতরাং পরমেশ্বরস্য গমকমিতি সূত্রার্থঃ —স্মৃতিতে পরমেশ্বরের ত্রৈলোক্যরূপ বর্ণিত আছে। সেই স্মৃতি আপনার মূল (শ্রুতি) অনুমান করায়, করাইয়া বৈশ্বানরের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করে।

নম ইতি, স্তুতিত্বমপি নাসতি মূলভূতে বেদবাক্যে সম্যগী-
দৃশেন রূপেণ সম্ভবতি।

দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিশ্চ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা॥

ইত্যেবং জাতীয়কা চ স্মৃতিরিহোদাহর্ত্তব্যা॥ ২৫॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে॥ ২৬॥ *

অত্রাহ, ন পরমেশ্বরো বৈশ্বানরো ভবিতুমর্হতি। কুতঃ।

"যদ্যপি" ইতি। তথাপীতি পদমর্থতঃ পঠতি "স্তুতিত্বমপি" ইতি। দ্যুমূর্দ্ধ-ত্বাদিরূপেণ স্তুতির্নরমাত্রেণ কর্ত্তুমশক্যা বিনা শ্রুতিমিত্যর্থঃ। (ইতি রত্নপ্রভা)

নহু কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম ইত্যুপক্রমে আত্মব্রহ্মশব্দযোঃ পর-মাত্মনি রূঢত্বেন তদুপরক্তায়াং বুদ্ধৌ বৈশ্বানরাগ্ন্যাদয়ঃ শব্দাস্তদনুরোধেন পরমাত্মন্যেব কথঞ্চিন্নেতুং যুজ্যন্তে ন তু প্রথমাবগতৌ ব্রহ্মাত্মশব্দৌ চরম-

---

শ্রুতিমূলক, নির্ম্মূল নহে, সুতরাং অপ্রমাণ নহে)। "ব্রহ্মজ্ঞগণ স্বর্গকে যাঁহার মস্তক, আকাশকে নাভি, চন্দ্রসূর্য্যকে চক্ষু, দিক্‌কে শ্রোত্র এবং পৃথিবীকে চরণ বলেন, তিনি অচিন্ত্য ও সকল ভূতের স্রষ্টা।" এরূপ এরূপ স্মৃতিও ২৫ সূত্রের উদাহরণ হইতে পারে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন, শব্দ ও অন্তরবস্থান-কথন, এই দুই কারণে

---

* শব্দেভ্যঃ অর্থান্তরপ্রসিদ্ধেভ্যো বৈশ্বানরাদিশব্দেভ্যঃ, তথা অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ পুরুষান্তঃ-প্রতিষ্ঠিতত্বোক্তেঃ, ন বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বর ইতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? তথাদৃষ্ট্যুপদেশাৎ অসম্ভবাৎ পুরুষশব্দেনোক্তত্বাচ্চ।—বৈশ্বানর শব্দ ও অগ্নি শব্দ পরমেশ্বর অর্থের বোধক নহে বলিয়া বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে, এরূপ বলিতে পার না। বলিলে, ঐরূপে উপাসনার যৌক্তিকত্ব ও পুরুষবিশেষণে বিশেষিত হওয়ার দোষ জন্মে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ। শব্দস্তাবদ্বৈশ্বানরশব্দো ন পরমেশ্বরে সম্ভবতি, অর্থান্তরে রূঢ়ত্বাৎ। তথাঽগ্নিশব্দঃ, স এষোঽগ্নির্ব্বৈশ্বানর ইতি। আদিশব্দাৎ হৃদয়গার্হপত্যাদ্যগ্নিত্রেতাপ্রকল্পনম্। তদ্‌যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়মিত্যাদিনা চ প্রাণাহুত্যধিকরণতাসঙ্কীর্ত্তনম্। এতেভ্যো হেতুভ্যো জাঠরো বৈশ্বানরঃ প্রত্যেতব্যঃ। তথান্তঃপ্রতিষ্ঠানমপি শ্রূয়তে, পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি। তচ্চ

ঽবগতবৈশ্বানরাদিপদানুরোধেনান্যথয়িতুং যুজ্যেতে। যদ্যপি চ বাজসনেয়িনাং বৈশ্বানরবিদ্যোপক্রমে, 'বৈশ্বানরং হ বৈ ভগবান্ সম্প্রতি বেদ তং নো ব্রূহি' ইত্যত্র নাত্মব্রহ্মশব্দৌ স্তঃ তথাপি তৎসমানার্থং ছান্দোগ্যবাক্যং তদুপক্রমমিতি তেন নিশ্চিতার্থেন তদবিরোধেন বাজসনেয়িবাক্যার্থোনিশ্চীযতে। নিশ্চিতার্থেন হ্যনিশ্চিতার্থং ব্যবস্থাপ্যতে নানিশ্চিতার্থেন নিশ্চিতার্থম্। কর্ম্মবচ্চ ব্রহ্মাপি সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকমেব। ন চ দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকং জাঠরভূতাগ্নিদেবতাজীবাত্মনামন্যতমস্যাপি সম্ভবতি। ন চ সর্ব্বলোকাশ্রয়ফলভাগিতা ন চ সর্ব্বপাপ্মপ্রদাহ ইতি পাবিশেষ্যাৎ পরমাত্মৈব বৈশ্বানর ইতি নিশ্চিতে কুতঃ পুনরিয়মাশঙ্কা।—"শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেৎ" ইতি। উচ্যতে। তদেবোপক্রমানুরোধেনান্যথা নীয়তে যন্নেতুং শক্যম্। অশক্যৌ চ বৈশ্বানরাগ্নিশব্দাবন্যথা নেতুমিতি শঙ্কিতুরভিমানঃ। অপি চান্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং প্রাদেশমাত্রত্বঞ্চ ন সর্ব্বব্যাপিনোঽপরিমাণস্য চ পরব্রহ্মণঃ সম্ভবতঃ। ন চ প্রাণাহুত্যধিকরণতাঽন্যত্র জাঠরাগ্নের্যুজ্যতে।

বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে। শব্দ বৈশ্বানর শব্দ। বৈশ্বানর-শব্দ অন্য অর্থে প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহা পরমেশ্বরের বোধক নহে। অগ্নি-শব্দও ঐরূপ। [আদি ..প্রত্যেতব্যঃ] সূত্রে "আদি" শব্দ আছে, তদ্দ্বারা হৃদয় ও গার্হপত্যাদি গ্রহণ করিবে। শ্রুতি "যে অন্ন প্রথম লব্ধ বা উপস্থিত হইবে সে অন্ন হোম করিবেক অর্থাৎ জঠরানলে আহুতি দিবেক।" এইরূপে বৈশ্বানরকে হোমাধার (অগ্নি) বলিয়াছেন। এতদনুসারে বৈশ্বানরশব্দের জাঠরাগ্নি অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। [তথা···সম্ভবতি] অপিচ, "পুরুষে ও পুরুষের অন্তরে অবস্থিত" এ অংশ বৈশ্বানরকে পুরুষান্তঃ

জ্রাঠরে সম্ভবতি। যদপ্যুক্তং মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, ইত্যাদে-র্ব্বিশেষাৎ কারণাৎ পরমাত্মা বৈশ্বানর ইতি, অত্র ক্রমঃ। কুতোহ্যেষ নির্ণয়ো যদুভয়থাপি বিশেষপ্রতিভানে সতি পরমেশ্বরবিষয় এব বিশেষ আশ্রয়ণীয়ো ন জাঠরবিষয় ইতি। অথ বা ভূতাগ্নেরন্তর্ব্বহিশ্চাবতিষ্ঠমানস্যৈষ নির্দ্দেশো ভবিষ্যতি। তস্যাপি হি দ্যুলোকাদিসম্বন্ধো মন্ত্রবর্ণাদব-গম্যতে, যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততান রোদসী-মন্তরীক্ষম্, ইত্যাদৌ। অথ বা তচ্ছরীরায়া দেবতায়া ঐশ্বর্য্য-যোগাদ্দ্যুলোকাদ্যবয়বত্বং সম্ভবতি। তস্মান্নাত্র পরমেশ্বরো

ন চ গার্হপত্যাদিহৃদয়াদিতা ব্রহ্মণঃ সম্ভবিনী। তস্মাদ্‌যথাযোগং জাঠর-ভূতাগ্নিদেবতাজীবানামন্যতমোবৈশ্বানরো ন তু ব্রহ্ম। তথা চ ব্রহ্মাত্ম-শব্দাবুপক্রমগতাবপ্যন্যথা নেতব্যৌ। দ্যুমূর্দ্ধত্বাদয়শ্চ স্তুতিমাত্রম্। অথবা অগ্নিশরীরায়া দেবতায়া ঐশ্বর্য্যযোগাৎ দ্যুমূর্দ্ধত্বাদয় উপপদ্যন্ত ইতি শঙ্কিতু-

---

প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বধর্ম্ম জাঠরাগ্নিপক্ষেই সঙ্গত হয়। [যদ..বিষয় ইতি] পূর্ব্বে বলিয়াছ, 'স্বর্গ যাঁহার মস্তক' এই উক্তি বা এই বিশেষ কথন অনুসারে বৈশ্বানর পরমেশ্বর, সে কথার প্রতিকূলে আমাদের বক্তব্য, যখন জাঠরাগ্নি ও পরমেশ্বর, উভয় অর্থেই বিশেষ-উক্তি সম্ভব ও দৃষ্ট হয়, তখন পরমেশ্বরবোধক বিশেষই গ্রাহ্য, অন্য বিশেষ অগ্রাহ্য, তাহার নিশ্চায়ক কে? অর্থাৎ ঐ নিশ্চয়ের কোন নিশ্চায়ক (হেতু) নাই। [অথবা...দিতি] অথবা উহা ভূতাগ্নিবিষয়ক নির্দ্দেশ হইবে। ভূতাগ্নিও অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান আছে এবং বেদেও তাহার স্বর্গলোকসম্বন্ধ কথিত আছে। যথা—"যিনি সূর্য্যরূপে পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া আছেন, সেই অগ্নিকে ধ্যান কর।" অথবা উহা অগ্নিদেবতার নির্দ্দেশ। অগ্নিদেবতা ঐশ্বর্য্যশালিনী, তৎপ্রভাবে তাঁহারও স্বর্গাদি অবয়ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সকল কারণে বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে, ইহা নিশ্চয় হইতে পারে। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান জন্য সূত্র বলা হইল, বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে, এরূপ বলিতে পার না। হেতু

বৈশ্বানর ইতি। অত্রোচ্যতে। ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদিতি। ন শব্দাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ পরমেশ্বরস্য প্রত্যাখ্যানং যুক্তম্। কুতঃ। তথা জাঠরাঽপরিত্যাগেন দৃষ্ট্যুপদেশাৎ। পরমেশ্বর-দৃষ্টির্হি জাঠরে বৈশ্বানর ইহোপদিশ্যতে, মনো ব্রহ্মেত্যু-পাসীত, ইত্যাদিবৎ। অথ বা জাঠরবৈশ্বানরোপাধিঃ পরমে-শ্বর ইহ দ্রষ্টব্যত্বেনোপদিশ্যতে, মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ, ইত্যাদিবৎ। যদি চেহ পরমেশ্বরো ন বিবক্ষ্যেত, কেবল এব জাঠরোঽগ্নির্ব্বিবক্ষ্যেত, ততো মূর্দ্ধৈব সুতেজা ইত্যাদের্ব্বিশেষস্যাসম্ভব এব স্যাৎ। যথা তু দেবতা ভূতাগ্নি-

বভিসন্ধিঃ। অত্রোত্তরম।—"ন"। কুতঃ। "তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ" . ... চরমমনন্যথাসিদ্ধং প্রথমাবগতমন্যথয়তি। ন ত্বত্র চরমস্যানন্যথাসিদ্ধিঃ প্রতীকোপদেশেন বা মনো ব্রহ্মেতিবৎ তদুপাধ্যুপদেশেন বা মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপ ইতিবদুপপত্তেঃ। ব্যুৎপত্ত্যা বা বৈশ্বানরাগ্নিশব্দয়ো-র্ব্রহ্মবচনত্বান্নানন্যথাসিদ্ধিঃ। তথা চ ব্রহ্মাশ্রয়স্য প্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে জাঠর-বৈশ্বানরাত্মকে ক্ষেপেণ বা জাঠরবৈশ্বানরোপাধিনি বা ব্রহ্মণ্যুপাস্যে বৈশ্বা-নরধর্ম্মাণাং ব্রহ্মধর্ম্মাণাঞ্চ সমাবেশ উপপদ্যতে। অসম্ভবাদিতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে।—"যদি চেহ পরমেশ্বরো ন বিবক্ষ্যেত" ইতি। পুরুষমপি চৈন-

এই যে, শাস্ত্রে ঐরূপে দেখিবার (জানিবার বা উপাসনা করিবার) উপ-দেশ দেখা যায়। [ন ... বৎ] পূর্ব্বোক্ত কারণ অবলম্বনে বৈশ্বানরকে পরমেশ্বর না বলা অযুক্ত। হেতু এই যে, শাস্ত্রে ঐরূপে পরমেশ্বর-উপাসনার উপদেশ আছে। শাস্ত্র যেমন মনে ব্রহ্মদর্শন (মনঃই ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনায় ব্রহ্মোপাসনা) করিতে বলিয়াছেন, তেমনি, জাঠরাগ্নিতেও বলিয়াছেন। [অথবা... বৎ] অথবা যেমন মন-উপহিত-ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে বলি-য়াছেন, (ব্রহ্ম মনোময়, মন তাঁহার শরীর ইত্যাদি), সেইরূপ, জাঠরাগ্নি-উপহিত-ঈশ্বরের উপাসনাও বলিয়াছেন। [যদি ... স্যাৎ] ঐ বাক্যে যদি পরমেশ্বর বলিবার ইচ্ছা না থাকিত, কেবল জাঠরাগ্নি বলিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি "স্বর্গ তাঁহার মস্তক" এরূপ কথা বলিতেন না ঐ কথা জাঠরাগ্নিপক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত। দেবতা ও ভূতাগ্নি পক্ষেও ঐ কথা

ব্যপাশ্রয়েণাপ্যয়ং বিশেষ উপপাদয়িতুং ন শক্যতে তথোত্তরসূত্রে বক্ষ্যামঃ। যদি চ কেবল এব জাঠরো বিবক্ষ্যেত, পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং তস্য স্যাৎ, ন তু পুরুষত্বম্। পুরুষমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ, স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি। পরমেশ্বরস্য তু সর্ব্বাত্মত্বাৎ পুরুষত্বং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বঞ্চোভয়মপ্যুপপদ্যতে। যে তু পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়ত ইতি সূত্রাবয়বং পঠন্তি তেষামেষোঽর্থঃ।—কেবলজাঠরপরিগ্রহে পূরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং স্যাৎ, ন তু পুরুষবিধত্বম্।

মধীয়ত ইতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে।—"যদি কেবল এব" ইতি। ন ব্রহ্মোপাধিতয়া নাপি প্রতীকতয়েত্যর্থঃ। ন কেবলমন্তঃপ্রতিষ্ঠং পুরুষমপীত্যপেরর্থঃ। অতএব যৎ পুরুষ ইতি পুরুষমনূদ্য ন বৈশ্বানরোবিধীয়তে। তথা সতি পুরুষে বৈশ্বানরদৃষ্টিরুপদিশ্যেত। এবঞ্চ পরমেশ্বরদৃষ্টির্হি জাঠরে বৈশ্বানর ইহোপাদিশ্যত ইতি ভাষ্যং বিরুধ্যেত। শ্রুতিবিরোধশ্চ।—"স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। বৈশ্বানরস্য হি পুরুষত্ববেদনমত্রানূদ্যতে ন তু পুরুষস্য বৈশ্বানরত্ববেদনম্।

বা ঐ বিশেষণ অসম্ভব জানিবে। যে প্রকারে অসম্ভব তাহা পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে। [যদি...পদ্যতে] বৈশ্বানর যদি কেবল জাঠরাগ্নিই হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুরুষান্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু পুরুষ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যজুর্ব্বেদ উহাকে পুরুষান্তঃপ্রতিষ্ঠিত ও পুরুষ উভয় বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। যথা—"সেই এই অগ্নি বৈশ্বানর। যে উপাসক পুরুষে প্রতিষ্ঠিত ও পুরুষ বৈশ্বানরকে জানে, উপাসনা করে, সে সর্ব্বভোগী হয়।" পরমেশ্বর সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মা, তজ্জন্য তাঁহাকে পুরুষ ও পুরুষপ্রতিষ্ঠিত উভয়ই বলা যায়। [যে...গৃহ্নন্তে] যাহারা পুরুষশব্দের পরিবর্ত্তে পুরুষবিধ পাঠ কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতের ব্যাখ্যা এইরূপ;—বৈশ্বানর কেবল জাঠরাগ্নি হইলে তাহাতে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত বিশেষণ সঙ্গত হইতে পারে বটে; কিন্তু পুরুষবিধ-বিশেষণটী

পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ, পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি। পুরুষবিধত্বঞ্চ প্রকরণাৎ যদধিদৈবতং দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিপৃথিবীপ্রতিষ্ঠিতত্বান্তং, যচ্চাধ্যাত্মং প্রসিদ্ধং মূর্দ্ধত্বাদিচিবুকপ্রতিষ্ঠিতত্বান্তং, তৎপরিগৃহ্যতে ॥ ২৬ ॥

অত এব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৭ ॥ *

যৎপুনরুক্তং ভূতাগ্নেরপি মন্ত্রবর্ণে দ্যুলোকাদিসম্বন্ধদর্শনাৎ মূর্দ্ধৈব সুতেজা ইত্যাদ্যবয়বকল্পনং তস্যৈব ভবিষ্যতীতি তচ্ছরীরায়া দেবতায়া বা ঐশ্বর্য্যযোগাদিতি, তৎপরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। অতএবোক্তেভ্যোহেতুভ্যো ন দেবতা বৈশ্বানরঃ। তথা ভূতাগ্নিরপি ন বৈশ্বানরঃ। ন হি ভূতাগ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশমাত্রাত্মকস্য দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনোপ-

---

তস্মাৎ স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যদিতি, যদিতি যদঃ পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ পুরুষ ইতি, তত্র পুরুষদৃষ্টৈরুপদেশ ইতি যুক্তম্।　২৬

অত এবৈতেভ্যঃ শ্রুতিস্মৃত্যবগতদ্যুমূর্দ্ধত্বাদিসম্বন্ধসর্ব্বলোকাশ্রয়ফলভাগিত্বসর্ব্বপাপ্মপ্রদাহাত্মব্রহ্মপদোপক্রমেভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ। 'যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্'- ইতি মন্ত্রবর্ণোঽপি ন কেবলৌষ্ণ্যপ্রকাশবিভবমাত্রস্য

সঙ্গত হয় না। কিন্তু যজুর্ব্বেদ উহাকে পুরুষবিধ বলিয়াছেন। প্রকরণ অনুসারে পুরুষবিধ শব্দের অর্থ পুরুষতুল্য। পুরুষের মস্তকাদি আছে, বৈশ্বানরেরও মস্তকাদি আছে, (স্বর্গ তাঁহার মস্তক ইত্যাদি), সুতরাং তিনি পুরুষবিধ।

বলিয়াছিলে, বেদ-মন্ত্রে অগ্নির স্বর্গলোকসম্বন্ধ বর্ণিত হওয়ায় অগ্নির অথবা অগ্নিশরীরিণী দেবতার উক্তবিধ অবয়বকল্পনা (স্বর্গ তাঁহার মস্তক, ইত্যাদি) হইবে, এক্ষণে সে কথার পরিহার বলিতেছি। পূর্ব্বোক্ত হেতু সমূহের (স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সর্ব্বলোকে সর্ব্বফলভোগ, সকল পাপ নষ্ট হয়, ইত্যাদি কথায়) দ্বারা স্থির হয়, বৈশ্বানর অগ্নি ও অগ্নিশরীরিণী দেবতা

---

* অতএব=উক্তেভ্যোহেতুভ্যঃ, বৈশ্বানরো ন দেবতা ন ভূতাগ্নিঃ, কিন্তু পরমেশ্বর এব।—ঐ সকল কারণে প্রোক্ত বৈশ্বানর অগ্নিদেবতা ও অগ্নি উভয়ের কিছুই নহে।

পদ্যতে বিকারস্য বিকারান্তরাত্মত্বাসম্ভবাৎ। তথা দেবতায়াঃ সত্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগে ন দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনা সম্ভবতি, অকারণত্বাৎ পরমেশ্বরাধীনৈশ্বর্য্যত্বাচ্চ। আত্মশব্দাসম্ভবশ্চ সর্ব্বেষ্বেষু পক্ষেষু স্থিত এব ॥ ২৭ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥ *

পূর্ব্বং জাঠরাগ্নিপ্রতীকো জাঠরাগ্ন্যুপাধিকো বা পরমেশ্বর উপাস্য ইত্যুক্তমন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বাদ্যনুরোধেন, ইদানীন্তু বিনৈব প্রতীকোপাধিকল্পনাভ্যাং সাক্ষাদপি পরমেশ্বরোপাসনপরিগ্রহে ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো

ভূতাগ্নেরিমমীদৃশং মহিমানমাহ অপি তু ব্রহ্মবিকারতয়া তাদ্রূপ্যেণেতি ভাবঃ।

যদেতৎ প্রকৃতং মূর্দ্ধাদিষ চুবুকান্তেষু পুরুষাবয়বেষু দ্যুপ্রভৃতীন্ পৃথিবীপর্য্যন্তাংস্ত্রৈলোক্যাত্মনো বৈশ্বানরস্যাবয়বান্ সম্পাদ্য পুরুষবিধত্বং কল্পিতং তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে, 'পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ' ইতি।

উভয়েব কিছুই নহে। ভূতাগ্নি কেবল উষ্ণ প্রকাশ-স্বভাব, তাহার মস্তক স্বর্গ, এ কল্পনা অযুক্ত কল্পনা। ভূতাগ্নি বিকার অর্থাৎ জন্য বস্তু। তাহা অন্য বস্তুর আত্মা, ইহাও অসম্ভব। দেবতার ঐশ্বর্য্য আছে বটে; থাকিলেও স্বর্গ তাহার মস্তক, এ কল্পনা অসঙ্গত। হেতু এই যে, তিনি অকারণ অর্থাৎ তিনি স্বর্গাদির কারণ নহেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যও পরমেশ্বরের অধীন। বিশেষতঃ আত্মশব্দের অসম্ভব উভয় পক্ষেই বিদ্যমান আছে।

বৈশ্বানর পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এই বাক্যের অনুরোধে পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, নিদর্শিত বাক্যে জাঠরাগ্নি-প্রতীক অথবা জাঠরাগ্নি উপাধিক পরমেশ্বর-উপাসনা কথিত হইয়াছে। এ সূত্রে বলা হইল, জৈমিনি মুনির মতে প্রতীক ও উপাধি কল্পনা না করিয়াও পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ

* সাক্ষাৎ জাঠরাগ্নিসম্বন্ধং বিনা ঈশ্বরস্যোপাস্যত্বেঽপি অবিরোধং শব্দাদ্যবিরোধং স্যাদিতি জৈমিনির্মন্যত ইতি সূত্রার্থঃ।—জৈমিনি বলেন, ঐ বাক্যে জাঠরাগ্নিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে ঈশ্বরোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিলে কোনও প্রকার বিরোধ (দোষ) হয় না।

মন্যতে। নন্বু জাঠরাগ্ন্যপরিগ্রহেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ববচনং শব্দাদীনি চ কারণানি বিরুধ্যেরন্নিতি। অত্রোচ্যতে। অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ববচনং তাবন্ন বিরুধ্যতে। ন হীহ পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি জাঠরাগ্ন্যভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে তস্যাপ্রকৃতত্বাদসংশব্দিতত্বাচ্চ। কথং তর্হি। যৎ প্রকৃতং মূর্দ্ধাদিষু চুবুকান্তেষু পুরুষাবয়বেষু পুরুষবিধত্বং কল্পিতং তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে, পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি। যথা বৃক্ষে শাখাং প্রতিষ্ঠিতাং পশ্যতীতি তদ্বৎ। অথ বা যঃ প্রকৃতঃ পরমাত্মাঽধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ পুরুষবিধত্বোপাধিঃ, তস্য যৎ কেবলং সাক্ষিরূপং, তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে, পুরুষ-

---

অত্রাবয়বসম্পত্ত্যা পুরুষবিধত্বং কার্য্যকরণসমুদায়রূপপুরুষাবয়বমূর্দ্ধাদিচুবুকান্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং সমুদায়মধ্যপতিতত্বাত্তদবয়বানাং সমুদায়িনাম্। অত্রৈব নিদর্শনমাহ।—"যথা বৃক্ষে শাখা"মিতি। শাখা কাণ্ডমূলস্কন্ধসমুদায়ে প্রতিষ্ঠিতা শাখা তন্মধ্যপতিতা ভবতীত্যর্থঃ। সমাধানান্তরমাহ।—"অথবা" ইতি। অন্তঃপ্রতিষ্ঠত্বং মাধ্যস্থ্যং তেন সাক্ষিত্বং

করিতে পারে। জৈমিনি বলেন, ঐ বাক্যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। [নন্বু…তদ্বৎ] যদি বল, অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত কথা ও বৈশ্বানর শব্দ পরমেশ্বর অর্থে সঙ্গত হয় না, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহাও হয়। কেন-না, "যিনি পুরুষবিধ ও পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বানরকে জানেন," এ কথা জাঠরাগ্নি অভিপ্রায়ে উচ্চারিত হয় নাই। তৎপ্রতি হেতু এই যে, উহা জাঠরাগ্নির প্রকরণ (প্রস্তাব) নহে। অপিচ, উক্ত স্থলে জাঠরাগ্নিবোধক শব্দও নাই। বলিতে পার, তবে কোন্ অর্থে বা কোন্ বস্তুর উদ্দেশে ঐ বাক্য উচ্চারিত ? ইহার প্রত্যুত্তর, যাহা প্রকৃত বা যে বস্তুর প্রকরণ, উপাসনার্থ যাহার মস্তকাদি কল্পিত হইয়াছে, সেই বস্তু বলিবার অভিপ্রায়ে ঐ বাক্য উচ্চারিত। বৈশ্বানর পুরুষে ও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা বৃক্ষে শাখা প্রতিষ্ঠিত, এই লৌকিক কথার সহিত সমান। [অথবা· বেদেতি] অথবা অন্তঃশব্দের অর্থ মধ্যস্থ (সাক্ষী)। যিনি প্রকৃত, প্রকরণের প্রতিপাদ্য, প্রোক্ত অধ্যাত্ম ও অধিদৈব বস্তুসমূহ যাঁহার

বিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি। নিশ্চিতে চ পূর্ব্বা-পরালোচনবশেন পরমাত্মপরিগ্রহে তদ্বিষয় এব বৈশ্বানর-শব্দঃ কেনচিদ্‌যোগেন বর্ত্তিষ্যতে। বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি, বিশ্বেষাং বাঽয়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্যেতি বিশ্বানরঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মত্বাৎ, বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ। তদ্ধিতোঽন-ন্যার্থে রাক্ষসবায়সাদিবৎ। অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদিযোগা-শ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি। গার্হপত্যাদিকল্পনং প্রাণাহুত্যধিকরণত্বঞ্চ পরমাত্মনোঽপি সর্ব্বাত্মত্বাদুপপদ্যতে।

লক্ষয়তি। এতদুক্তং ভবতি।—বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা চরাচরসাক্ষীতি। পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুশয়মুন্মূলয়তি।—"নিশ্চিতে চ" ইতি। বিশ্বাত্মকত্বাদ্বৈশ্বানরঃ প্রত্যগাত্মা। বিশ্বেষাং বাঽযং নরস্তদ্বিকারত্বাদ্বিশ্বপ্রপঞ্চস্য বিশ্বে নরা জীবা বা আত্মা নাঽস্য তাদাত্ম্যেনেতি।

উপাধি, শ্রুতি সেই পরমাত্ম-বস্তুব উদ্দেশে ঐ কথা ঐরূপে বলিয়াছেন। [নিশ্চিতে...বৎ] প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায় দ্বাবা পরমেশ্বর অর্থ স্থিরীকৃত হইলে, যে-কোন যোগ অবলম্বন করিয়া বৈশ্বানর-শব্দকে তদর্থে (পরমেশ্বর অর্থে) নীত করা যাইতে পারে। যথা—বিশ্ব=সমস্ত, নর= জীব, তদাত্মক। অর্থাৎ যিনি জীবঘন বা সর্ব্বজীবাত্মক, তিনি বিশ্বনর। তদর্থে বৈশ্বানর। অথবা বিশ্ব=সমুদায় সৃষ্টবস্তু, নর=কর্ত্তা। মিলিতার্থ এই যে, যিনি সমস্ত সৃষ্টপদার্থের স্রষ্টা, তিনি বৈশ্বানর। [অগ্নি ভ্যতে] অগ্নিশব্দকেও পরমেশ্বর অর্থে নীত করা যায়। যথা—অঙ্গয়তি প্রাপয়তি কর্ম্মণঃ ফলমিত্যগ্নিঃ। অগ+নি। যিনি সমস্ত উচ্চাবচ কর্ম্মফলের প্রাপক তিনি অগ্নি। অগ্নিও পরমেশ্বর তুল্য। গার্হপত্যাদিকল্পনাও পরমেশ্বরে সঙ্গত হয়। (১) এই সকল কারণে প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর, অন্য কেহ নহে। প্রাদেশ-শ্রুতি, তিনি প্রাদেশপ্রমাণ অর্থাৎ বিঘৎ প্রমাণ, এ সিদ্ধান্তের

---

(১) যাহারা বৈশ্বানর-উপাসক, ভোজনের পূর্ব্বে তাহাদের প্রাণের উদ্দেশে জঠরমধে অন্নাহুতি প্রদান করিবার বিধান আছে। শ্রুতি তদনুসারে দেহমধ্যে গার্হপত্যাদি অগ্নি ত্রয় কপনা করিয়াছেন।

কথং পুনঃ পরমেশ্বরপরিগ্রহে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরুপপদ্যত ইতি তাং ব্যাখ্যাতুমারভ্যতে ॥ ২৮ ॥

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥ *

অতিমাত্রস্যাপি পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বমভিব্যক্তি-নিমিত্তং স্যাৎ। অভিব্যজ্যতে কিল প্রাদেশমাত্রপরিমাণঃ পরমেশ্বর উপাসকানাং কৃতে। প্রদেশবিশেষেষু বা হৃদয়াদি-ষূপলব্ধিস্থানেষু বিশেষেণাভিব্যজ্যতে। অতঃ পরমেশ্বরেঽপি প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরভিব্যক্তেরুপপদ্যত ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ॥ ২৯ ॥

অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥ *

সাকল্যেনোপলম্ভাসম্ভবাদুপাসকানামনুগ্রহায়ানন্তোঽপি পরমেশ্বরঃ প্রাদেশমাত্রমাত্মানমভিব্যনক্তীত্যাহ।—"অতিমাত্রস্যাপি" ইতি। অতি-ক্রান্তোমাত্রাং পরিমাণমতিমাত্রঃ। "উপাসকানাং কৃতে" উপাসকার্থমিতি যাবৎ। ব্যাখ্যান্তরমাহ।—"প্রদেশবিশেষেষু বা" ইতি।

ব্যাঘাত করিতে পারে না। যেরূপে পরমেশ্বর অর্থে প্রাদেশ-শ্রুতি সঙ্গত হয়, খাটে, সেরূপ বা সে প্রণালী পরসূত্রে প্রদর্শিত আছে।

আশ্মরথ্য মুনি বলেন, যদিও পরমেশ্বর অতিমাত্র, পরিমাণ-রহিত, (সর্ব্বব্যাপী ও মহান্), তথাপি তিনি উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ তাহাদের প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হন। সুতরাং তদনুসারিণী প্রোক্তশ্রুতি (প্রাদেশ-শ্রুতি) অসঙ্গত নহে; প্রত্যুত সুসঙ্গত।

---

* বিভোঃ পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বকথনং অভিব্যক্তিনিমিত্তমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যত ইতি সূত্রনির্গলিতার্থঃ।—আশ্মরথ্য মুনি বলেন, পরমেশ্বর মহান্ হইলেও তিনি উপাসকগণের প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত বা উপাহিত হন, তদনুসারে ঐ প্রাদেশশ্রুতি আম্নায়মধ্যে নিবিষ্ট আছে।

* পরমেশ্বরঃ প্রাদেশমাত্রেণ হৃদয়েন মনসাঽনুস্মর্য্যত ইত্যনুস্মরণনিমিত্তা প্রাদেশশ্রুতিরিতি বাদরিরাচার্য্য আহ।—বাদরি মুনি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ে অর্থাৎ মনের দ্বারা স্মৃত হন বলিয়া তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলা হইয়াছে।

প্রাদেশমাত্রহৃদয়প্রতিষ্ঠিতেন বাঽয়ং মনসাঽনুস্মর্য্যতে ততঃ প্রাদেশমাত্র ইত্যুচ্যতে। যথা প্রস্থমিতা যবাঃ প্রস্থা ইত্যুচ্যন্তে তদ্বৎ। যদ্যপি চ যবেষু স্বগতমেব পরিমাণং প্রস্থসম্বন্ধাদ্ব্যজ্যতে, ন চেহ পরমেশ্বরগতং কিঞ্চিৎ পরিমাণমস্তি যৎ হৃদয়সম্বন্ধাদ্ব্যজ্যেত, তথাপি, প্রযুক্তায়াঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুতেঃ সম্ভবতি যথাকথঞ্চিৎ, অনুস্মরণমালম্বনমিত্যুচ্যতে। প্রাদেশমাত্রত্বেন বাঽয়মপ্রাদেশমাত্রোঽনুস্মরণীয়ঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুত্যর্থবত্তায়ৈ। এবমনুস্মৃতিনিমিত্তা পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে॥ ৩০ ॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥৩১। *

মতান্তরমাহ—"অনুস্মৃতিঃ" ইতি। প্রাদেশেন মনসা মিতঃ প্রাদেশমাত্র ইত্যর্থঃ। "যথা কথঞ্চিদিতি" মনস্থং প্রাদেশমাত্রত্বং স্মৃতিদ্বারা স্মর্য্যমাণে কল্পিতং শ্রুতেরালম্বনমিত্যর্থঃ। সূত্রস্যার্থান্তরমাহ—"প্রাদেশেতি"। (ইতি রত্নপ্রভা)।

বাদরি মুনি বলিয়াছেন, উপাসকের হৃদয় প্রাদেশপ্রমাণ, সেই স্থানে তিনি স্মৃত (ধ্যানগোচর) হন, তদনুসারে শ্রুতি তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়াছেন। যেমন প্রস্থপরিমিত যব প্রস্থনামে অভিহিত হয়, সেইরূপ, প্রাদেশপ্রমাণ-হৃদয়-ধ্যেয় পরমেশ্বর প্রাদেশপ্রমাণ নামে কথিত হন। যদিও যবের স্বগত পরিমাণ আছে, প্রস্থ(মাপের পাত্র)সম্পর্কে তাহা পরিপুষ্ট বা পরিব্যক্ত হইয়া প্রস্থ আখ্যা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর অপরিমিত, তাঁহার পরিমাণ নাই, তথাপি, আলম্বন অনুসারে তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলা সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। তাঁহার আলম্বন হৃদয়, তাহার পরিমাণ প্রাদেশ, তদনুসারে তাঁহারও পরিমাণ প্রাদেশ। অথবা, পরমেশ্বর অপরিমিত কিন্তু তিনি প্রাদেশমাত্র হৃদয়ের অনুস্মরণীয় (চিন্তনীয়), এই তথ্য জানাইবার জন্য শ্রুতি তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়াছেন।

* সম্পত্তিনিমিত্তা বা প্রাদেশশ্রুতিরিতি জৈমিনিমুনিরাহ। যতঃ, তথাদর্শয়তি সম্পত্তিমেব দর্শয়তি বাজসনেয়িব্রাহ্মণমিতি শেষঃ।—জৈমিনি বলেন, প্রাদেশশ্রুতি সম্পত্তি অনুসারিণী। হেতু এই যে, যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণ (শাখাবিশেষ) তাহাকে সম্পত্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

সম্পত্তিনিমিত্তা বা স্যাৎ প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ। কুতঃ। তথাহি—সমানপ্রকরণং বাজসনেয়িব্রাহ্মণং দ্যুপ্রভৃতীন্ পৃথিবীপর্য্যন্তান্ ত্রৈলোক্যাত্মনোবৈশ্বানরস্যাবয়বানধ্যাত্মমূর্দ্ধপ্রভৃতিষু চুবুকপর্য্যন্তেষু দেহাবয়বেষু সম্পাদয়ৎ প্রাদেশমাত্রসম্পত্তিং পরমেশ্বরস্য দর্শয়তি। প্রাদেশমাত্রমিব হ বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্নাঃ, তথা নু ব এতান্ বক্ষ্যামি যথা প্রাদেশমাত্রমেবাঽভিসম্পাদয়িষ্যামীতি স হোবাচ। মূর্দ্ধানমুপদিশন্নুবাচ, এষ বা অতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি। চক্ষুষী উপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ সুতেজা বৈশ্বানর ইতি। নাসিকে

মূর্দ্ধান্তমুপক্রম্য চুবুকান্তো হি কায়প্রদেশঃ প্রাদেশমাত্রঃ। তত্রৈব

জৈমিনি বলেন, ঐ প্রাদেশ-শ্রুতি সম্পত্তি-অনুসারিণী। (সম্পত্তি=ধ্যানের দ্বারা অভেদনিষ্পত্তি। যত্নের দ্বারা অকল্পিত পদার্থের সহিত কল্পিত পদার্থের ভেদজ্ঞান নিবারিত হইলে তাহাকে সম্পত্তি বলে। ক্রমিক চিন্তার দ্বারা শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুবুদ্ধি রূঢ় হইলে তাহাকে বিষ্ণুসম্পত্তি বলা যায়। বিষ্ণুসম্পন্ন শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি থাকে না, বিষ্ণুবুদ্ধিই থাকে, সেই কারণে শালগ্রাম দেখিলে তদুপাসকের বিষ্ণুবুদ্ধিই হয়, শালগ্রামবুদ্ধি হয় না। সেই জন্যই তিনি শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণু বৈ প্রস্তর বলেন না)। তুল্যপ্রকরণ বাজসনেয় ব্রাহ্মণ, স্বর্গ অবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থানকে লোকমূর্ত্তি বৈশ্বানরের অঙ্গরূপে উপদেশ করিয়া সে সকলকে উপাসকের মস্তক অবধি চুবুক (চিবুক চুবুক তুল্যকথা। চিবুক অর্থাৎ দাড়ি) পর্য্যন্ত অবয়ব সমূহে সম্পন্ন (ধ্যানের দ্বারা এক বা অভেদ জ্ঞান করিবার উপদেশ) করতঃ পরমেশ্বরকে প্রাদেশপ্রমাণে সম্পন্ন করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাকে প্রাদেশপ্রমাণ ভাবিবার উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। [প্রাদেশ... মুচ্যতে] যথা—"পূর্ব্বকালে দেবগণ অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে কল্পিত-পরিচ্ছিন্ন-সম্পত্তির দ্বারা বিদিত হইয়াছিলেন। সেই কারণে, আমি তোমাদিগকে তাঁহার স্বর্গাদি অবয়বের কথা বলিব, এবং যে-প্রকারে প্রাদেশ-প্রমাণ-সম্পত্তি হয় তাহাও দেখাইব।" এই বলিয়া রাজা অঙ্গুলির দ্বারা স্বীয় মস্তক দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা অতিষ্ঠ বৈশ্বানর অর্থাৎ এই সর্ব্বো-

উপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানর ইতি। মুখ্য-মাকাশমুপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ বহুলো বৈশ্বানর ইতি। মুখ্যা অপ উপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ রয়ির্বৈশ্বানর ইতি। চুবুকমুপ-দিশন্নুবাচ, এষ বৈ প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি। চুবুকমিত্যধর-মুখফলকমুচ্যতে। যদ্যপি বাজসনেয়কে দ্যৌরতিষ্ঠাত্ব-গুণা সমাম্নায়তে, আদিত্যশ্চ সুতেজস্ত্বগুণাঃ, ছান্দোগ্যে

ত্রৈলোক্যাত্মনোবৈশ্বানরস্যাবয়বান্ সম্পাদয়ন্ প্রাদেশমাত্রং বৈশ্বানরং দর্শয়তি। অত্রৈব জাবালশ্রুতিসম্বাদমাহ সূত্রকারঃ।

পবিস্থ স্বর্গলোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তক।" (১) চক্ষু দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা সুতেজা বৈশ্বানর।" (সুতেজা=সূর্য্য। ইহা বৈশ্বানরের চক্ষু)। নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা বায়ু বৈশ্বানর।" (নাসিকা=নাসিকা-বায়ু অর্থাৎ প্রাণবায়ু। ইহাই বৈশ্বানরের প্রাণ বা শ্বাস প্রশ্বাস)। মুখা-কাশ দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা আকাশ বৈশ্বানর।" মুখস্থ লালা দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা জল বৈশ্বানর।" চিবুক দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা পৃথিবী বৈশ্বানর।" (চিবুকস্থানই পৃথিবী। পৃথিবীই বৈশ্বানরের পদদ্বয়)। (২) [যদি...মন্যতে] বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বর্গলোকের অতিষ্ঠত্বগুণ ও সূর্য্যের

---

(১) রাজার মস্তকে মস্তকজ্ঞান লুপ্ত; স্বর্গলোকজ্ঞান দৃঢ। রাজা মস্তককে মস্তক বলিয়া জানেন না, স্বর্গলোক বলিয়া জানেন। সেই জন্যই তিনি মস্তক দেখাইয়া স্বর্গলোক বোধক শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন। রাজা যত্নের দ্বারা, অভেদচিন্তার দ্বারা, দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা, মস্তকে মস্তকজ্ঞান লোপ করিয়া স্বর্গজ্ঞান সম্পাদন করিয়াছেন এবং স্বর্গলোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, এরূপ জ্ঞান দৃঢ় করিয়াছেন, সুতরাং রাজার ঐ দুই জ্ঞান সম্পন্ন বা সম্পত্তিজ্ঞান। ইহা এক প্রকার উপাসনা। ২৪ সূত্রের বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় ও টীকায় যে-রাজার কথা বলা হইয়াছে, ইনি সেই রাজা। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয় উপনিষদে এই রাজার আখ্যায়িকা আছে। তন্মধ্যে ২৪ সূত্রে ছান্দোগ্যোক্ত প্রাবন্ত বাক্য বলা হইয়াছে। এক্ষণে আরণ্যকোক্ত কথার সহিত তাহার একার্থতা বা মীল দেখাইবার জন্য অরণ্যকোক্ত কথাও বলা হইল।

(২) চিবুক হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ এক প্রাদেশ অর্থাৎ এক বিঘৎ। এই প্রাদেশপরিমিত অঙ্গে ত্রিলোকমূর্ত্তি বৈশ্বনরের সম্পত্তি দেখান হইয়াছে। এই সম্পত্তি (অভেদাধ্যাস) অনুসারে প্রোক্ত প্রাদেশশ্রুতি সফল। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ সম্পৎ উপাসনা উপদেশের নিমিত্ত ঐ শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে।

পুনর্দ্যোঃ সুতেজস্ত্বগুণা সমাম্নায়তে, আদিত্যশ্চ বিশ্বরূপত্ব-গুণঃ; তথাপি, নৈতাবতা বিশেষেণ কিঞ্চিদ্ধীয়তে। প্রাদেশ-মাত্রশ্রুতেরবিশেষাৎ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়বত্ত্বাচ্চ সম্পত্তিনিমিত্তাং প্রাদেশমাত্রশ্রুতিং যুক্ততরাং জৈমিনিরাচার্য্যোমন্যতে॥৩১॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্॥ ৩২ ॥ *

আমনন্তি চৈনং পরমেশ্বরং অস্মিন্ মূর্দ্ধচুবুকান্তরালে জাবালাঃ।—য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বর-ণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কতমা বরণা কতমা

"অবিমুক্তে," অবিদ্যোপাধিকল্পিতাবচ্ছেদে জীবাত্মনি, স খল্ববিমুক্তঃ, তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা তাদাত্ম্যাৎ। অত এব হি শ্রুতিঃ।—অনেন

সুতেজস্ত্ব গুণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বর্গের সুতেজস্ত্ব গুণ ও সূর্য্যের বিশ্বরূপত্ব গুণ বর্ণিত হইলেও (ব্যতিক্রম-বর্ণনা থাকিলেও) প্রাদেশ শ্রুতির কোনরূপ ব্যাঘাত বা প্রভেদ হয় না। হেতু এই যে, জ্ঞানের বা উপাসনার উপদেশ সকল-শাখায় এক বা একরূপ। অতএব, জৈমিনি মুনি যে প্রাদেশ-শ্রুতিকে সম্পত্তিনিমিত্তা বলিয়াছেন, তাহা ভালই বলিয়াছেন।

জাবাল শাখাধ্যায়ীরাও মস্তক ও চিবুক এতন্মধ্যবর্ত্তী স্থানে পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"সেই এই অনন্ত অব্যক্ত আত্মা। ইনি অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত (অবস্থিত)। অবিমুক্ত কোথায়? অবিমুক্ত বরণা ও নাশী এই দু-এর মধ্যে। বরণা ও নাশী কি? যে ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নিবারণ করে, সে বরণা, এবং যে ইন্দ্রিয়কৃত দোষ (কামাদি) বিনাশ করে, সে নাশী। (বরণা ভ্রূ এবং নাশী নাসিকা।) বাহুল্যনিয়মে বর্ণব্যতিক্রম হইয়াছে)।" ইহার অব্যবহিত পরে অভিহিত হইয়াছে, কোন্ স্থান বরণা নাশী? প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে, "ভ্রূ ও ঘ্রাণ এই দুএর সন্ধিস্থান। ইহাই স্বর্গ-

---

* এনং পরমেশ্বরং অস্মিন্ প্রাদেশপরিমিতে মূর্দ্ধচিবুকান্তরালে আমনন্তি উপদিশন্তি জাবালা অধীতি শেষঃ।—জাবাল উপনিষদেও নির্দ্দিষ্ট প্রাদেশপ্রমাণ স্থানে পরমেশ্বরের উপদেশ আছে।

নাশীতি। তত্র চেমামেব বরণাং নাসিকাঞ্চেতি নিরুচ্য, সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তি সা বরণা সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি নাশয়তি চেতি সা নাশীতি, পুনরপ্যামনন্তি, কতমচ্চাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ, স এষ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীতি। তস্মাদুপপন্না পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ। অভিবিমানশ্রুতিঃ প্রত্যগাত্মতাভিপ্রায়া। প্রত্যগাত্মতয়া সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরভিবিমীয়ত ইত্যভিবিমানঃ। অভিগতো বাহয়ং প্রত্যগাত্মত্বাৎ। বিমানশ্চ মানবিযোগাদিত্যভিবিমানঃ। অভিবিমিমীতে বা সর্ব্বং

লোক ব্রহ্মলোক উভয়লোকের সন্ধি।" (১) এতদনুসারেও প্রোক্ত প্রাদেশশ্রুতি পরমেশ্বরবিষয়িণী বলিয়া নির্ণীত হয়। প্রদর্শিত জাবাল শ্রুতিতে যে 'অভিবিমান' শব্দ আছে তাহা প্রত্যগাত্মা অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত। (যিনি

(১) অবিমুক্ত—বারাণসী। দেহের মধ্যেও বারাণসী আছে। পার্থিব বারাণসী আধ্যাত্মিক বারাণসীর অনুকৃতি মাত্র। একদিকে বরণা, একদিকে নাশী, মধ্যে বারাণসী। বরণা শব্দে ভ্রূ। নাশী শব্দে নাসিকা। এতদ্দ্বয়ের মধ্যবিন্দুতে জীবস্থান বা মনঃস্থান। এই স্থানই বারাণসী, কাশী ও অবিমুক্ত। অবিমুক্ত শব্দে জীব। জীব কামাদির দ্বারা বদ্ধ; মুক্ত নহে। বিশেষরূপে মুক্ত নহে, সুতরাং অবিমুক্ত। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই অবিমুক্তে অহং-অধ্যাস পূর্ব্বক অবস্থিত আছেন। অধ্যাস ত্যাগ করিয়া অভেদজ্ঞান অবলম্বন করতঃ তাঁহাকে উপাসনা কর। অর্থাৎ অহং ব্রহ্ম, এইরূপ ধ্যান কর। নাসিকা ও ভ্রূ এতদ্দ্বয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান, এতদ্রূপ ধ্যানের দ্বারা পাপবিনাশ হয়। পার্থিব বারাণসীও ঈশ্বরের (শিবের) স্থান এবং তাহাও পাপনাশক। নাসিকা প্রাণায়ামাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বিনাশ করে এবং ভ্রূ-মধ্যস্থ চিত্তসত্ব শুদ্ধ হইলে সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। পার্থিব বারাণসীর বরণা ও নাসী এই দুই নদী পাপনাশিনী ও দোষনাশিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আধ্যাত্মিক বারাণসী স্বর্গলোকের ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্বরূপ। এই স্থানে যে জীবরূপী শিব আছেন, উপাসকগণ তাঁহার উপাসনায় স্বর্গলোক ব্রহ্মলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হন: ব্রহ্মত্ব-জ্ঞানে ব্রহ্মলোক, ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানে স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে। যিনি বা যে শিব পার্থিব বারাণসীতে আছেন, তাঁহার উপাসনায় ফলও ঐরূপ অর্থাৎ নির্গুণত্ব-জ্ঞানে মুক্তি এবং সগুণত্ব-জ্ঞানে স্বর্গ (কৈলাস) লাভ হয়। বরুণা ও অসী এই দু-এর মধ্যস্থান বারাণসী, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে; কিন্তু শ্রুতি বলেন, বরণা ও নাশী এ দু-এর মধ্যস্থান বারাণসী। অনুমান হয়, কাশীস্থ বরুণা ও অসী এই নদীদ্বয় বরণা ও নাশী এই দুই শব্দের মূলাভিষিক্ত?

জগৎকারণত্বাদিত্যভিবিমানঃ। তস্মাৎ পরমেশ্বরো বৈশ্বানর ইতি সিদ্ধম্।

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ
প্রথমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

জীবেনাত্মনেতি। অবিদ্যাকল্পিতত্বেন ভেদমাশ্রিত্যাধারাধেয়ভাবঃ। "বর-ণা"ভ্রূঃ শেষমতিরোহিতার্থম্।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং
প্রথমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

সকল প্রাণীরই নিকট অহংভাবে অনুভূত হন। অথবা যিনি অপরিমিত বা অনন্ত)। অতএব, বৈশ্বানর যে পরমেশ্বর, তাহা প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা নির্ণীত বা সিদ্ধ হইল।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥*

ইদং শ্রূয়তে, যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথাঽমৃতস্যৈষ সেতুরিতি। অত্র যদেতদ্ দ্যুপ্রভৃতীনামোতত্ববচনাদায়তনং কিঞ্চিদবগম্যতে তৎ কিং পরং

ইহ জ্ঞেয়ত্বেন ব্রহ্মোপক্ষিপ্যতে। তত্র—

পারবত্ত্বেন সেতুত্বাদ্ভেদে ষষ্ঠ্যাঃ প্রয়োগতঃ।
দ্যুভ্বাদ্যায়তনং যুক্তং নামৃতং ব্রহ্ম কর্হিচিৎ॥

পারাবারমধ্যপাতী হি সেতু স্তাভ্যামবচ্ছিদ্যমানো জলবিধারকো-লোকে দৃষ্টো ন তু বন্ধহেতুমাত্রম্। হড়িনিগড়াদিষপি প্রয়োগপ্রসঙ্গাৎ। ন চানবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম সেতুভাবমনুভবতি। ন চামৃতং সৎ ব্রহ্মাঽমৃতস্য সেতুরিতি যুজ্যতে। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যদমৃতমস্তি, যস্য তৎ সেতুঃ স্যাৎ। ন চাভেদে

মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন, "স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন, এ সকল যাঁহাতে প্রোথিত (কল্পিত), সেই অদ্বয় আত্মাকে জান, অন্য কথা ত্যাগ কর। এই অদ্বয় আত্মা অমৃতের (মোক্ষের বা সংসার সমুদ্র পার হইবার) সেতু।" শ্রুতির "যাঁহাতে এই ত্রিলোক ও প্রাণের সহিত মন প্রতিষ্ঠিত (কল্পিত)" এই উক্তিতে ঐ সকলের একটী আয়তন অর্থাৎ আধার প্রতিভাত হইতেছে। অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমতঃ তাহা কি? কোন্ বস্তু? ব্রহ্ম? অথবা অন্য কিছু? এরূপ সন্দেহ হয়।

* দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভুবৌ, দ্যুভুবাবাদী যস্য তৎ দ্যুভ্বাদি, তেষামায়তনমাধারঃ ব্রহ্মেতি শেষঃ। গমকমাহ স্বেতি। স্বশব্দাৎ আত্মশব্দাদিত্যর্থঃ।—মুণ্ডক শ্রুতিতে যিনি জগদাধার বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম। হেতু এই যে, শ্রুতি তাঁহার প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আত্মশব্দের মুখ্য অর্থ পরমাত্মা। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম পর্য্যায়শব্দ।

ব্রহ্ম স্যাদাহোস্বিদর্থান্তরমিতি সন্দিহ্যতে। তত্রার্থান্তরং কিমপ্যায়তনং স্যাদিতি প্রাপ্তম্। কস্মাৎ। অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি শ্রবণাৎ। পারবান্ হি লোকে সেতুঃ প্রখ্যাতঃ। ন চ পরস্য ব্রহ্মণঃ পারবত্ত্বং শক্যমভ্যুপগন্তুমনন্তমপারমিতি শ্রবণাৎ। অর্থান্তরে চায়তনে পরিগৃহ্যমাণে স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানং পরিগ্রহীতব্যং, তস্য হি কারণত্বাদায়তনত্বোপপত্তেঃ। শ্রুতিপ্রসিদ্ধো বা বায়ুঃ স্যাৎ। বায়ুর্ব্বাব গৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি, ইতি বায়োরপি বিধরণত্ব-

---

ষষ্ঠ্যাঃ প্রয়োগোদৃষ্টপূর্ব্বঃ। তদিদমুক্তম্।—"অমৃতস্যৈষ সেতুবিতি শ্রবণা"-দিতি। অমৃতস্যেতি শ্রবণাৎ সেতুরিতি শ্রবণাৎ ইতি যোজনা। তত্রা-ঽমৃতস্যেতি শ্রবণাদিতি বিশদতয়া ন ব্যাখ্যাতম্। সেতুরিতি শ্রবণাদিতি ব্যাচষ্টে।—"পাববান" ইতি। তথা চ পারবত্যঽমৃতব্যতিরিক্তে সেতৌ আ শ্রীয়মাণে প্রধানং বা সাংখ্যপবিকল্পিতং ভবেৎ। তৎ খলু স্বকার্য্যোপহিত-মর্য্যাদতয়া পুরুষং যাবদগচ্ছত্তবতি পাববৎ। ভবতি চ দ্যুভ্বাযতনং তৎ-প্রকৃতিত্বাৎ। প্রকৃত্যাযতনত্বাচ্চ বিকাবাণাং ভবতি চাত্মা আত্মশব্দস্য স্বভাব-বচনত্বাৎ প্রকাশাত্মা প্রদীপ ইতিবৎ। ভবতি চাস্য জ্ঞানমপবর্গোপযোগি, তদভাবে প্রধানাদ্বিবেকেন পুরুষস্যানবধাবণাদপবর্গানুপপত্তেঃ। যদি তস্মিন্ প্রমাণাভাবেন ন পরিতুষ্যতি, অস্তু তর্হি নামরূপবীজশক্তিভূতমব্যাকৃতং

[তত্রা · শ্রবণাৎ] সন্দেহ হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না, পরন্তু অন্য বস্তু পাওয় যায়। কারণ এই যে, ঐ বাক্যের শেষে সে-বস্তুকে সেতু বলা হইয়াছে। সেতু বলাতেই পারবান্ বস্তু অর্থাৎ কোন এক সসীম বস্তু বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম অপার, তাঁহার পার নাই, সীমা নাই, তিনি অনন্ত; সুতরাং ঐ বাক্যে ব্রহ্ম বলা হয় নাই। ব্রহ্মের পাব আছে, সীমা আছে, এরূপ বলিতে পার না। কেন না, শ্রুতি তাঁহাকে অপার ও অনন্ত বলিয়াছেন। [অর্থা...মিতি] যদি অন্য বস্তু গ্রহণ করিতেই হইল, তবে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই গ্রহণ কর। প্রকৃতি সর্ব্বকারণ, তদনুসারে প্রকৃতিও সর্ব্বাযতন (সর্ব্বাধার) হইতে পারে। শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বায়ুকেও

শ্রবণাৎ। শারীরো বা স্যাৎ। তস্যাপি ভোক্তৃত্বাদ্ভোগ্যং প্রপঞ্চং প্রত্যায়তনত্বোপপত্তেঃ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ, দ্যুভ্বাদ্যায়তনমিতি। দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভুবৌ। দ্যুভুবাবাদী যস্য তদিদং দ্যুভ্বাদি। যদেতস্মিন্ বাক্যে দ্যৌঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষং মনঃ প্রাণা ইত্যেবমাত্মকং জগদোতত্বেন নির্দ্দিষ্টং তস্যায়তনং পরং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। স্বশব্দাদাত্মশব্দাদিত্যর্থঃ। আত্মশব্দো হীহ ভবতি, তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ ইতি। আত্মশব্দশ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে সম্যগব-

ভূতসূক্ষ্মং দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, তস্মিন্ প্রামাণিকে সর্ব্বস্যোক্তস্যোপপত্তেঃ। এতদপি প্রধানোপন্যাসেন সূচিতম্। অথ তু সাক্ষাচ্ছ্রুত্যুক্তং দ্যুভ্বাদ্যায়তনমাদ্রিয়সে, ততো বায়ুরেবাঽস্তু। 'বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণাঽয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। যদি ত্বাত্মশব্দাভিধেয়ত্বং ন বিদ্যত ইতি ন পরিতুষ্যসি, ভবতু তর্হি শারীরঃ, তস্য ভোক্তুর্ভোগ্যান্ দ্যুপ্রভৃতীন্ প্রত্যায়তনত্বাৎ। যদি পুনরস্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেরত্রাপি ন পরিতুষ্যসি, ভবতু ততোঽহিরণ্যগর্ভ এব ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ সূত্রাত্মা দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তস্য হি কার্য্যত্বেন পারবশ্যং চামৃতাৎ পরব্রহ্মণো ভেদশ্চেত্যাদি সর্ব্বমুপপদ্যতে। অয়মপি বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণেতি শ্রুতি

অভীপ্সিত আধার বলিতে পার। (শ্রুতি সূত্রাত্মাকে অর্থাৎ সমষ্টিলিঙ্গশরীরকে বায়ু আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছেন, সমস্ত লোক এই বায়ু-সূত্রে গ্রথিত আছে)। শ্রুতি বলিয়াছেন, হে গৌতম! এই বায়ু (সূত্রাত্মা বা সমষ্টিলিঙ্গশরীর হিরণ্যগর্ভ) সূত্রস্বরূপ। মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ, সমস্ত ভূত ও সমস্ত লোক এই বায়ু-সূত্রে গ্রথিত আছে। এতদ্ভিন্ন, জীবকেও অভীপ্সিত আধার বলিতে পার। জীব ভোক্তা, জগৎ প্রপঞ্চ তাহার ভোগ্য, সুতরাং ভোক্তাকে ভোগ্যের আয়তন বলা সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ লব্ধ হয় দেখিয়া সূত্রকার সিদ্ধান্ত কথা (সূত্র) বলিলেন। [দ্যৌশ্চ···পরিগ্রহে] দিব=স্বর্গ, ভূ=পৃথিবী, আদি=অন্তরীক্ষ। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক ও সেন্দ্রিয় মন,—তদাত্মক জগৎ যাহাতে প্রোথিত (প্রতিষ্ঠিত বা কল্পিত)—তাহা ব্রহ্ম।

কল্পতে নার্থান্তরপরিগ্রহে। ক্বচিচ্চ স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মণ আয়তনত্বং শ্রূয়তে, সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা ইতি। স্বশব্দেনৈব চেহ পুরস্তাদুপরিষ্টাচ্চ ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্ত্যতে, পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ ইতি, ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাদ্ ব্রহ্ম

মুপন্যস্যতা সূচিতঃ। তস্মাদয়ং দ্যুপ্রভৃতীনামায়তনমিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরব্রহ্মৈব। ন প্রধানাব্যাকৃতবায়ুশারীরহিরণ্যগর্ভাঃ। কুতঃ। স্বশব্দাৎ।

ধারণাদ্বাঽমৃতত্বস্য সাধনাদ্বাঽস্য সেতুতা।
পূর্ব্বপক্ষেঽপি মুখ্যার্থঃ সেতুশব্দোহি নেষ্যতে॥

ন হি মৃদ্দারুময়োমূর্ত্তঃ পারাবারমধ্যবর্ত্তী পাথসাং বিধারকোলোকসিদ্ধঃ সেতুঃ প্রধানং বাঽব্যাকৃতং বা বায়ুর্ব্বা জীবোবা সূত্রাত্মা বাঽভ্যুপেয়তে। কিন্তু পারবত্তামাত্রপরো লাক্ষণিকঃ সেতুশব্দোঽভ্যুপেয়ঃ। সোঽস্মাকং পারবত্তাবর্জ্জং বিধরণত্বমাত্রেণ যোগমাত্রাদ্রূঢ়িং পরিত্যজ্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনে প্রবর্ৎস্যতি। জীবানামমৃতত্বপদপ্রাপ্তিসাধনত্বং বাত্মজ্ঞানস্য পারবত এব লক্ষয়িষ্যতি। অমৃতশব্দশ্চ ভাবপ্রধানঃ। যথা 'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে' ইত্যত্র দ্বিত্বৈকত্বে দ্ব্যেকশব্দার্থৌ, অন্যথা দ্ব্যেকেষ্বি'তি স্যাৎ। তদিদমুক্তং ভাষ্যকৃতা—"অমৃতত্বসাধনত্বা"দিতি। তথা চামৃতস্যেতি চ সেতুরিতি চ ব্রহ্মণি

হেতু এই যে, শ্রুতি সেই জগদাধার বস্তুকে আত্মা বলিয়াছেন। "তাহা আত্মা, সেই অদ্বয় আত্মাকে জান।" এইরূপ বলিয়াছেন। পরমাত্মাই আত্মশব্দের মুখ্যার্থ; সুতরাং পরমাত্মার গ্রহণই ন্যায্য। [ক্বচিচ্চ...ইতি চ] উদাহৃত শ্রুতিতে আত্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে জগদায়তন বলা হইয়াছে কিন্তু অন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মবাচক সৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে জগদায়তন বলা হইয়াছে। যথা—"হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! এ সমস্তই সন্মূলক, সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠিত। (উৎপত্তিকালে এ সকলের মূল সৎ; স্থিতিকালে এ সকলের আয়তন বা আধার সৎ, লয়কালে এ সকলের প্রতিষ্ঠা বা সমাপ্তিস্থান সৎ)। সৎ ও ব্রহ্ম এক অর্থাৎ তুল্যার্থ। অপিচ, বক্ষ্যমাণ শ্রুতিতে প্রথমে ও পরে ব্রহ্ম কীর্ত্তিত হওয়ায় মধ্যেও ব্রহ্ম কীর্ত্তিত থাকা স্থির হয়। যথা—"এ সমস্তই পুরুষ। কর্ম্ম ও তপস্যা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম পর-অমৃত।" "এ

দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ, ইতি চ। তত্র আয়তনায়তনবদ্ভাবশ্রবণাৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম ইতি চ সামানাধিকরণ্যাৎ যথাঽনেকাত্মকো বৃক্ষঃ শাখা স্কন্ধো মূলঞ্চেতি, এবং নানারসো বিচিত্র আত্মেত্যাশঙ্কা সম্ভবতি। তাং নিবর্ত্তয়িতুং সাবধারণমাহ, তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ ইতি। এতদুক্তং ভবতি—ন কার্য্যপ্রপঞ্চবিশিষ্টো বিচিত্র আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ। কিং তর্হি। অবিদ্যাকৃতং কার্য্যপ্রপঞ্চং বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈকমায়তনভূতমাত্মানং জানীথৈকরসমিতি। যথা যস্মিন্নাস্তে দেবদত্তস্তদানয়েত্যুক্ত আসনমেবানয়তি ন দেবদত্তং তদ্বদা-

---

দ্যুভ্বাদ্যায়তন উপপৎস্যেতে। অত্র চ স্বশব্দাদিতি তন্ত্রোচ্চরিতমাত্মশব্দাদিতি চ সদায়তনা ইতি সচ্ছব্দাদিতি চ ব্রহ্মশব্দাদিতি চ সূচয়তি। সর্ব্বে হ্যেতেঽস্য স্বশব্দাঃ। স্যাদেতৎ। আয়তনায়তনবদ্ভাবঃ সর্ব্বং ব্রহ্মেতি চ সামানাধিকরণ্যং হিরণ্যগর্ভেঽপ্যুপপদ্যতে। তথা চ স এবাত্রাঽমৃতস্য সেতুরিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিবাক্যেন সাবধারণেনোত্তরমাহ।—"তত্রায়তনায়তনবদ্ভাবশ্রবণা"দিতি। বিকাররূপেঽনৃতেঽনির্ব্বাচ্যেঽভিসন্ধোঽভিসন্ধানং যস্য স তথোক্তঃ। ভেদপ্রপঞ্চং সত্যমভিমন্যমান ইতি যাবৎ। তস্যাপবাদো-

---

সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত। যাহা পূর্ব্বে তাহা ব্রহ্ম, যাহা পশ্চিমে তাহা ব্রহ্ম, যাহা দক্ষিণে তাহা ব্রহ্ম, যাহা উত্তরে তাহাও ব্রহ্ম।" [তত্র…আত্মানমিতি] প্রদর্শিত শ্রুতিতে ব্রহ্মের সহিত জগতের আশ্রয়াশ্রয়িভাব কথিত হওয়ায় এবং "সর্ব্বং ব্রহ্ম" শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জগতের অভেদ নির্দ্দেশ থাকায় আশঙ্কা হইতে পারে, বৃক্ষ এক হইলেও তাহা যেমন শাখা, স্কন্ধ ও মূল প্রভৃতির দ্বারা নানা (বিভিন্নপ্রকার বা অবয়ব থাকায় বিভিন্ন), সেইরূপ, আত্মা এক হইলেও উক্তপ্রকারে নানা বা বিচিত্র হইলেও হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন, "এক।" আত্মা এক বা একরূপ (একরস), ইহা জানিবে। [এতদুক্তং…দিশ্যতে] উক্ত শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মাকে জন্যপ্রপঞ্চবিশিষ্ট বিচিত্র বা বিভিন্ন বলিয়া জানিও না। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চ লয় কর, করিয়া তৎসমুদায়ের আধার অখণ্ডৈকরস পরমাত্মাকে জান। যাহাতে অমুক তাহা আন বলিলে শ্রোতা

য়তনভূতস্যৈবৈকরসস্যাত্মনো বিজ্ঞেয়ত্বমুপদিশ্যতে। বিকারা-নৃতাভিসম্বন্ধস্য চাপবাদঃ শ্রূয়তে, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ইতি। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি তু সামানাধি-করণ্যং প্রপঞ্চবিলাপনার্থং নাহনেকরসতাপ্রতিপাদনার্থম্। স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরেহয়মাত্মাহনন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব, ইত্যেক-রসতাশ্রবণাৎ। তস্মাদ্দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম। যত্তূক্তং সেতুশ্রুতেঃ সেতোশ্চ পারবত্ত্বোপপত্তের্ব্রহ্মণোহর্থান্তরেণ দ্যুভ্বাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিতি, অত্রোচ্যতে। বিধরণত্বমাত্র-মত্র সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে ন পারবত্ত্বাদি। ন হি মৃদ্দারু-

দোষঃ শ্রূয়তে। "মৃত্যো"রিতি। "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি ত্বি"তি। যৎ সর্ব্বমবিদ্যা-রোপিতং তৎ সর্ব্বং পরমার্থতোব্রহ্ম। ন তু যদ্ব্রহ্ম তৎ সর্ব্বমিত্যর্থঃ।

যেমন তদাধার আসন আনে, ব্যক্তি আনে না, শ্রুতিও সেইরূপ প্রপঞ্চাধার অদ্বয় আত্মা জানিতে বলেন, প্রপঞ্চ জানিতে বলেন না। [বিকারা··· ব্রহ্ম] শ্রুতি বলিয়াছেন, বিকার অর্থাৎ জন্যপদার্থ মিথ্যা, তাহাতে যে আত্মবুদ্ধি তাহা নিন্দিত। যথা—"যে ব্যক্তি অখণ্ডৈকরস অদ্বয় আত্মায় (আপনাতে) নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ অনুভব করে, সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।" "এ সমস্তই ব্রহ্ম" এই একত্ববাদ (প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের অভেদ উক্তি) প্রপঞ্চবিলয়ের জন্য কথিত, একরসতা প্রতিপাদনের জন্য নহে। এক-রসতা প্রতিপাদক বাক্য এই—"যেমন লবণপিণ্ড অন্তরে ও বাহিরে এক অর্থাৎ একরস, রসান্তরশূন্য, সেইরূপ, এই আত্মা অন্তরে ও বাহিরে এক বা একরস (রসান্তরশূন্য অর্থাৎ চিদেকরস বা কেবল চিৎ)। তিনি চিদ্ঘন ও পূর্ণ।" অতএব, তাদৃশ ব্রহ্মই দ্যুলোক প্রভৃতির আয়তন, ইহা সিদ্ধ হইল। [যৎ···ব্যুৎপত্তেঃ] বলিয়াছিলে, সেতু-শব্দ থাকায় অভী-প্সিত আয়তন ব্রহ্ম নহে, অপার (অসীম) ব্রহ্মকে পারবান্ বা সসীম বলিবার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি। শ্রুতি পারবান্ অর্থ বলিবার অভিপ্রায়ে সেতু-শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, মাত্র বিধরণ (ধরিয়া রাখা অর্থাৎ আধারভাব) বলিবার ইচ্ছায় ঐ শব্দ বলিয়াছেন।

ময়ো লোকে সেতুর্দৃষ্ট ইত্যত্রাপি মৃদ্দারুময় এব সেতুরভ্যুপগম্যতে। সেতুশব্দার্থোঽপি বিধরণত্বমাত্রমেব ন পারবত্ত্বাদি। ষিঞো বন্ধনকর্ম্মণঃ সেতুশব্দব্যুৎপত্তেঃ। অপর আহ, তমেবৈকং জানথ আত্মানমিতি যদেতৎ সংকীর্ত্তিতমাত্মজ্ঞানং যচ্চৈতৎ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথেতি বাগ্বিমোচনং তদত্রামৃতত্বসাধনত্বাদমৃতস্যৈষ সেতুরিতি সেতুশ্রুত্যা সংকীর্ত্ত্যতে ন তু দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তত্র যদুক্তং সেতুশ্রুতের্ব্রহ্মণোঽর্থান্তরেণ দ্যুভ্বাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিত্যেতদযুক্তম্॥ ১॥

"অপর আহ" ইতি। নাহত্র দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য সেতুতা যেন পারবত্ত্বং স্যাৎ, কিন্তু জানথেতি যজ্ জ্ঞানং কীর্ত্তিতং, যশ্চ বাচোবিমুঞ্চথেতি বাগ্বিমোকঃ, তস্যামৃতত্বসাধনত্বেন সেতুতোচ্যতে। তচ্চোভয়মপি পারবদেব। ন চ প্রাধান্যাদেষ ইতি সর্ব্বনাম্না দ্যুভ্বাদ্যায়তনমাত্মৈব পরামৃশ্যতে ন তু তজ্জ্ঞানবাগ্বিমোচনে ইতি সাম্প্রতম্। বাগ্বিমোচনাত্মজ্ঞানভাবনয়োরেব বিধেয়ত্বেন প্রাধান্যাৎ। আত্মনস্তু দ্রব্যস্যাব্যাপারতয়াঽবিধেয়ত্বাৎ। বিধেয়স্য ব্যাপারস্যৈব ব্যাপারবতোঽমৃতত্বসাধনত্বাৎ। ন চেদমৈকান্তিকং যৎ প্রধানমেব সর্ব্বনাম্না পরামৃশ্যতে। ক্বচিদযোগ্যতয়া প্রধানমুৎসৃজ্য যোগ্যতয়া গুণোঽপি পরামৃশ্যতে।

লোকে মৃন্ময় ও কাষ্ঠময় সেতু (সাঁকো=পারগমনের পথ ও জল বাঁধিয়া রাখিবার আলি) দেখিয়াছ বলিয়া এ সেতুকেও কি মৃণ্ময় ও কাষ্ঠময় বলিতে পারিবে? তাহা পারিবে না। বন্ধনার্থ ষি-ধাতু-নিষ্পন্ন সেতু শব্দের মুখ্য অর্থ বিধরণ। পারগামিত্ব অর্থটী ব্যুৎপত্তিলভ্য নহে। [অপর... যুক্তম্] বৃত্তিকার বলিয়াছেন, "সেই একই আত্মাকে জান" এই যে একাত্মবিজ্ঞানের উপদেশ আছে এবং "অন্য কথা ত্যাগ কর" এই যে বাক্য ত্যাগের বিধান আছে, এই মৌন ও ঐ একাত্মবিজ্ঞান অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের সেতু বা উপায়। অতএব, আয়তনকে সেতু বলা হয় নাই, জ্ঞানকে ও জ্ঞানসাধন মৌন'কে সেতু বলা হইয়াছে। বৃত্তিকারের এবম্বিধ ব্যাখ্যাতেও উক্ত আপত্তি (সেতু শব্দ থাকায় অভীপ্সিত আয়তন ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদি) অযুক্ত অর্থাৎ স্থানপ্রাপ্ত হয় না।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥ *

ইতশ্চ পরমেব ব্রহ্ম দ্যুভ্বাদ্যায়তনং যস্মান্মুক্তোপসৃপ্যতাঽস্য ব্যপদিশ্যমানা দৃশ্যতে। মুক্তৈরুপসৃপ্যং মুক্তোপসৃপ্যম্। দেহাদিষ্বনাত্মস্বহমস্মীত্যাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা, ততস্তৎপূজনাদৌ রাগস্তৎপরিভবাদৌ চ দ্বেষঃ, তদুচ্ছেদদর্শনাদ্ভয়ং মোহশ্চেত্যেবময়মনন্তভেদোঽনর্থব্রাতঃ সন্ততঃ সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষঃ, তদ্বিপর্য্যয়েণাবিদ্যারাগদ্বেষাদিদোষমুক্তৈরুপসৃপ্যং গম্যমেতদিতি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্য ব্যপদেশো ভবতি। কথম্। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥
ইত্যুক্ত্বা ব্রবীতি, তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ইতি। ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপসৃপ্যত্বং প্রসিদ্ধং শাস্ত্রে—

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্যাঽবিদ্যাদিদোষমুক্তৈরুপসৃপ্যং ব্যপদিশ্যতে—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি'রিত্যাদিনা। তেন তৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনবিষয়মেব। ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপসৃপ্যত্বং—'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্ত' ইত্যাদৌ শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধম্। তস্মাৎ মুক্তোপসৃপ্যত্বাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মেতি নিশ্চীয়তে। হৃদয়গ্রন্থি-

---

জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়; এতদনুসারে পরব্রহ্ম মুক্তপ্রাপ্য। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষেরা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মের ঐরূপ মুক্তপ্রাপ্যতা অভিধান (কথন) থাকাতেও প্রোক্ত আয়তনের (ত্রৈলোক্যাধারের) ব্রহ্মতা নিশ্চয় হয়। [দেহা…স্মি] দেহ প্রভৃতিতে "অহং=আমি" এতদ্রূপ অভিমান বা জ্ঞান থাকার নাম অবিদ্যা। জীব ইহারই পূজা অর্থাৎ সেবা করাতে ক্রমে ইহা হইতে জীবের রাগ ও দ্বেষ জন্মে। অর্থাৎ উক্তরূপা অবিদ্যা (অজ্ঞান) হইতে অনুকূল বিষয়ে আসক্তিরূপ

---

* মুক্তৈঃ উপসৃপ্যং প্রত্যক্‌ত্বেন প্রাপ্যং যদ্‌ব্রহ্ম অত্র তস্য ব্যপদেশাৎ কথনাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মৈবেতি সূত্রার্থঃ।—মুক্ত পুরুষেরা যাঁহাকে আত্ম-অভেদে প্রাপ্ত হন, সেই প্রত্যগাত্মা পরব্রহ্মের উল্লেখ বা উপদেশ থাকায় প্রোক্ত আয়তন পরব্রহ্ম বৈ অন্য নহে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

ইত্যেবমাদৌ। প্রধানাদীনান্তু ন কচিন্মুক্তোপসৃপ্যত্বং প্রসিদ্ধমস্তি। অপি চ, তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ ইতি বাগ্বিমোকপূর্ব্বকং বিজ্ঞেয়ত্বমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্যোচ্যতে। তচ্চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মণো দৃষ্টম্—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূংশ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥ ইতি।

শ্চাবিদ্যারাগদ্বেষভয়মোহাঃ। মোহশ্চ বিষাদঃ শোকঃ। পরং হিরণ্যগর্ভাদ্যবরং যস্য তদ্ব্রহ্ম তথোক্তম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণি যৎ দৃষ্টং দর্শনং তস্মিন্ তদর্থ-

---

রাগের ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। আবার সে সকলের উচ্ছেদ সম্ভাবনায় ভয়ের ও মোহের জন্ম হয়। এইরূপ অসংখ্য অনর্থময় অবিদ্যাপ্রভেদ আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ। (অভিপ্রায় এই যে, আমরা সকলেই অবিদ্যাবন্ধনে বদ্ধ বা আবৃত আছি)। যাঁহারা উহার বিপরীত, যাঁহারা অবিদ্যাক্লেশবিমুক্ত, রাগদ্বেষাদিরহিত, তাঁহারা মুক্ত। এবম্বিধ মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য পরব্রহ্ম, ইহা ঐ প্রকরণে কথিত আছে। যথা—"সেই পরাবর পুরুষ বা পরব্রহ্ম দৃষ্ট (আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকৃত) হইলে হৃদগ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় ও কর্ম্ম সকল (পুণ্য ও পাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি এই বলিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, "বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নামরূপবিমুক্ত ও দিব্য পরাৎপর পুরুষ প্রাপ্ত হন।" (দিব্য=স্বপ্রকাশানন্দ। পরাৎপর পুরুষ=ব্রহ্ম।) অপিচ, শাস্ত্রে ব্রহ্মেরই মুক্তপ্রাপ্যতা প্রসিদ্ধ, অন্যের নহে। যথা—"জ্ঞানের পূর্ব্বে সাধকের হৃদয়ে কামগ্রন্থি থাকে। জ্ঞান হইলে সে গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সে অমর্ত্ত্য হয়, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হয়, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।" এইরূপ এইরূপ শাস্ত্রে ব্রহ্মের ভিন্ন প্রধানের অথবা অন্য কিছুর মুক্তপ্রাপ্যতা কথিত নাই। [অপিচ...ব্রহ্ম] আরও দেখ, উদাহৃত শ্রুতি, বাক্যবর্জ্জনপূর্ব্বক ত্রিলোকাধারকে জানিতে বলিয়াছেন এবং অন্য শ্রুতিও ঐরূপে ব্রহ্ম জানিতে বলিয়াছেন। যথা—"ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞা (নিরন্তর অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্যের অর্থানুসন্ধান) করিবেন। কেবল মহাবাক্যরূপ অল্পশব্দের

তস্মাদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম। যথা ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকো বৈশেষিকো হেতুরুক্তো নৈবমর্থান্তরস্য বৈশেষিকো হেতুঃ প্রতিপাদকোঽস্তীত্যাহ—॥ ২ ॥

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥*

নানুমানং সাঙ্খ্যস্মৃতিপরিকল্পিতং প্রধানমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্যম্। কস্মাৎ। অতচ্ছব্দাৎ। তস্যাচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ শব্দস্তচ্ছব্দো ন তচ্ছব্দোঽতচ্ছব্দঃ। ন হ্যত্রাঽচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি যেনাঽচেতনং প্রধানং কারণত্বেনায়তনত্বেন বাঽবগম্যতে।

মিতি যাবৎ। যথা 'চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তী'তি চর্ম্মার্থমিতি গম্যতে। নামরূপাদিত্যপ্যবিদ্যাভিপ্রায়ম্। 'কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতা' ইতি কামা ইত্যঽবিদ্যামুপলক্ষয়তি।

অনুশীলন করিবেন, বৃথা বহুশব্দের অনুধ্যান (অনুশীলন) করিবেন না। বহুশব্দের অনুধ্যানে বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হয় না।") পূর্ব্বশ্রুতির সহিত এ শ্রুতির একবাক্যতা করিলে আয়তনশ্রুতিস্থ আয়তনের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হইবে।

[যথা…ত্যাহ] যেমন ব্রহ্মপ্রতিপাদক অসাধারণ হেতু আছে, সেরূপ, হেতু অন্য পক্ষে নাই, ইহা বলিবার জন্যই ৩ সূত্র বলিতেছেন।

প্রস্তাবিত আয়তনকে আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যকল্পিত প্রধান বলা উচিত নহে। হেতু এই যে, ঐ স্থানে বা ঐ প্রকরণে প্রধানবোধক শব্দ নাই। অচেতন প্রধান (প্রকৃতি) প্রতিপাদন করে, বুঝায়, এমন কোন শব্দ নাই; প্রত্যুত চেতনপ্রতিপাদক শব্দ আছে। যথা—"যিনি

---

* ন অনুমানং সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্যম্। তস্য প্রধানস্য বোধকঃ শব্দস্তচ্ছব্দঃ। ন তচ্ছব্দোঽতচ্ছব্দঃ। তস্মাৎ। যতঃ প্রধানপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ অস্মিন্ প্রকরণে নাস্তি তত ইত্যর্থঃ।—অচেতন প্রধান বুঝায়, এমন কোন শব্দ ঐ প্রস্তাবে নাই। সুতরাং আয়তন-শব্দে অনুমানগম্য আত্মা ও প্রকৃতি গৃহীত হইতে পারে না।

তদ্বিপরীতস্য চেতনস্য প্রতিপাদকশব্দোঽত্রাস্তি, যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদিঃ। অতএব ন বায়ুরপীহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রীয়তে ॥ ৩ ॥

প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ ॥ *

যদ্যপি প্রাণভৃতো বিজ্ঞানাত্মন আত্মত্বং চেতনত্বঞ্চ সম্ভবতি তথাঽপ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নজ্ঞানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যসম্ভবে সত্যঽস্মাদেবাতচ্ছব্দাৎ প্রাণভৃদপি ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ। ন চোপাধিপরিচ্ছিন্নস্যাঽবিভোঃ প্রাণভৃতো দ্যুভ্বা-

---

নানুমানমিত্যুপলক্ষণং, নাব্যাকৃতমিত্যপি দ্রষ্টব্যং, হেতোরুভয়ত্রাপি সাম্যাৎ।

চেনাঽতচ্ছব্দত্বং হেতুরনুকৃষ্যতে। কথঞ্চ ভাষ্যকৃৎ হেতুমাহ। "ন চোপাধিপরিচ্ছিন্নস্য" ইতি। "ন সম্যক্ সম্ভবতি" নাঞ্জসমিত্যর্থঃ। ভোগ্যত্বেন হি আয়তনত্বমতিশ্লিষ্টম্। স্যাদেতৎ। যদ্যতচ্ছব্দত্বাদিত্যত্রাপি হেতুরনুক্রষ্টব্যো হন্ত কস্মাৎ পৃথগ্‌যোগকরণং, যাবতা ন প্রাণভৃদনুমানে ইত্যেক

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ।" ইত্যাদি। এই সকল যুক্তিতে বায়ুও নিরাকৃত হইতেছে অর্থাৎ বায়ুকেও প্রোক্ত আয়তন বলিতে পার না।

প্রাণভৃৎ শব্দে জীব। জীব, আত্মা ও চেতন হইলেও তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। জীব উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সুতরাং তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্নজ্ঞান জীবের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ব অসম্ভব। এই কারণে তাদৃশ জীব প্রোক্ত-আয়তন-শব্দের বোধ্য বা গ্রাহ্য নহে। যে উপাধিপরিচ্ছিন্ন, অব্যাপক, কিরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাধার বলিবে? সম্ভাবনাই বা কি? সম্ভাবনা নাই। আয়তন-শ্রুতির জীববোধকতা নিরাসক পর সূত্রগুলি সুগম হইবে ভাবিয়া সূত্রকার চতুর্থ সূত্রটীকে তৃতীয়সূত্রের যোগে

---

* প্রাণভৃচ্চ জীবোঽপি ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্য ইতি শেষঃ।—জীব লোকায়তন, ইহাও বুঝিও না। জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং জীব অসর্ব্বজ্ঞ, অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বলোকায়তন নহে।

দ্যায়তনত্বমপি সম্যক্ সম্ভবতি। পৃথগ্‌যোগকরণমুত্তরার্থম্।
কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ ? ॥৪॥

ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ৫ ॥ *

ভেদব্যপদেশশ্চেহ ভবতি, তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ ইতি জ্ঞেয়জ্ঞাতৃভাবেন। তত্র প্রাণভৃৎ তাবৎ মুমুক্ষুত্বাজ্ জ্ঞাতা পরিশেষাদাত্মশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং দ্যুভ্বাদ্যায়তনমিতি গম্যতে। কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ ? ॥ ৫ ॥

এব যোগঃ কস্মান্ন কৃত ইত্যত আহ।—"পৃথগি"তি। ভেদব্যপদেশাদিত্যাদিনা হি প্রাণভৃদেব নিষিধ্যতে, ন প্রধানং, তচ্চৈকযোগকরণে দুর্ব্বিজ্ঞানং স্যাদিতি।

যদ্যপি বিশুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মৈবাত্র জ্ঞেয়স্তথাপি জীবত্বাকারেণ জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়াদ্‌ভেদাৎ ন জ্ঞেয়রূপত্বমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ জীবত্বলিঙ্গবিশিষ্টত্বেন জীবস্য দ্যুভ্বাদিবাক্যার্থত্বং নিরস্য তেন শুদ্ধরূপেণেতি মন্তব্যম্। (ইতি রত্নপ্রভা)।

(এক সঙ্গে বা এক সূত্র করিয়া) না বলিয়া পৃথক্ বলিয়াছেন। কি জন্য জীব দ্যুলোকাদির আয়তন (আধার) নহে ?

ভেদব্যপদেশ অর্থাৎ ভেদোক্তি আছে। ভেদোক্তি থাকায় জীব দ্যুলোকাদির আধার নহে। "সেই অদ্বয় আত্মাকে জান," এই বাক্যে জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভাব বর্ণিত বা উপদিষ্ট হওয়ায় যাহা জ্ঞেয়, শ্রুতি যাহাকে জানিতে বলিতেছেন, তাহা জ্ঞাতা হইতে অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হয়। জীব মুমুক্ষু, মুক্তি-ইচ্ছা করে, সুতরাং শ্রুতি তাহাকে আত্মা জানিতে বলিয়াছেন। জীব আত্মাকে (আপনাকে) জানিবেক, এই কথার দ্বারা বুঝা গেল, জীব জ্ঞাতা, আত্মা তাহার জ্ঞেয়। এবং ইহাও বুঝা গেল যে, জীবজ্ঞেয় আত্মা জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা, সুতরাং পরমাত্মাই দ্যুলোকাদির আয়তন।

---

* ভেদব্যপদেশাৎ ভেদোক্তেজ্ঞেয় জ্ঞাতৃভাবেনেতি যাবৎ।—ভেদ বা ভিন্নতার কথন থাকায় জীব লোকায়তন নহে। (ভাষ্য দেখ, পরিষ্কার অর্থ পাইবে)।

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥ *

প্রকরণঞ্চেদং পরমাত্মনঃ, কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাপেক্ষণাৎ। পরমাত্মনি হি সর্ব্বাত্মকে বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, ন কেবলে প্রাণভৃতি। কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ ? ॥ ৬ ॥

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥ †

দ্যুভ্বাদ্যায়তনঞ্চ প্রকৃত্য, দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, ইত্যত্র স্থিত্যদনে নির্দ্দিশ্যেতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি

ন খলু হিরণ্যগর্ভাদিষু জ্ঞাতেষু সর্ব্বং জ্ঞাতং ভবতি কিন্তু ব্রহ্মণ্যেবেতি। যদি জীবোহিরণ্যগর্ভোবা দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবেৎ, ততস্তৎপ্রকৃত্য, অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীতি পরমাত্মাভিধানমাকস্মিকং প্রসজ্যেত। ন চ

জীব যে আয়তন-শ্রুতির বোধ্য নহে, তাহা প্রকরণবলেও জানা যায়। যে প্রকরণে বা যে প্রস্তাবে আয়তন-শ্রুতি কথিত আছে, সে প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ। হেতু এই যে, উহার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রারম্ভে, "হে ভগবন্! কোন্ বস্তু জানিলে এ সমস্ত জানা হয়," এইরূপ বাক্যে একজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা আছে। পরমাত্মা সর্ব্বাত্মক সুতরাং পরমাত্মা জানিলে সব জানা হয়। জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন বলিয়া সর্ব্বাত্মক নহে; সুতরাং তজ্জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। জীব যে সর্ব্বলোকাশ্রয় নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে অন্য হেতু এই—

ঐ প্রকরণে বা ঐ প্রস্তাবে অভিহিত আছে, "এক বৃক্ষে (দেহে) দুই পক্ষী (আত্মা) আছে। তাহারা উভয়ে উভয়ের সখা ও সহযোগী." ইহারই পরে ঐ দু-এর একের স্থিতি (উদাসীনতা) ও অপরের ভোগ

---

* প্রকরণাৎ পরমাত্মপ্রকরণাৎ অপি।—ঐ প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ সুতরাং তন্মধ্যে পরিপঠিত লোকায়তন পরমাত্মা। (বিস্তারিত অর্থ ভাষ্যব্যাখায় দেখ)।

† স্থিতিরৌদাসীন্যং, অদনং ফলভোগঃ, তাভ্যামপি।—উদাসীনভাবে অবস্থান ও কর্ম্মফলভোগ, এই দু-এর দ্বারাও জীবের অনায়তনত্ব নিশ্চয় হয়। (ভাষ্য দেখ)।

ইতি কর্ম্মফলাসনম্, অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ইত্যৌদাসী-ন্যেনাবস্থানম্। তাভ্যাঞ্চ স্থিত্যদনাভ্যামীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৌ তত্র গৃহ্যেতে। যদি চেশ্বরো দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন বিবক্ষিতঃ, তস্য প্রকৃতস্যেশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞাৎ পৃথগ্বচনমবকল্পতে। অন্যথা হ্যপ্রকৃতবচনমাকস্মিকমসম্বদ্ধং স্যাৎ। নন্বু তবাপি ক্ষেত্রজ্ঞ-স্যেশ্বরাৎ পৃথগ্বচনমাকস্মিকমেব প্রসজ্যেত। ন। তস্যাবিব-ক্ষিতত্বাৎ। ক্ষেত্রজ্ঞোহি কর্ত্তৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ প্রতিশরীরং বুদ্ধ্যুপাধিকসম্বন্ধো লোকত এব প্রসিদ্ধো নাঽসৌ শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ বিবক্ষ্যতে। ঈশ্বরস্তু লোকতোঽপ্রসিদ্ধত্বাৎ

হিরণ্যগর্ভ উদাসীনঃ, তস্যাপি ভোক্তৃত্বাৎ। ন চ জীবাত্মৈব দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, তথা সতি স এবাঽত্র কথ্যতে তৎকথনায় চ ব্রহ্মাপি কথ্যতে, অন্যথা, সিদ্ধান্তে-ঽপি জীবাত্মকথনমাকস্মিকং স্যাদিতি বাচ্যম্। যতোঽনধিগতার্থাববোধন-স্বরসেনাম্নায়েন প্রাণভৃন্মাত্রপ্রসিদ্ধজীবাত্মাধিগমায়াঽত্যন্তানবগতমলৌকিকং

কথিত হইয়াছে। যথা—"ঐ দু-এর মধ্যে একটী সুস্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভক্ষণ করে, অপরটী ভক্ষণ করে না, কেবল প্রকাশ করিতে থাকে।" প্রথম বাক্যে ফলভক্ষণ এবং পরবাক্যে স্থিতি বা ঔদাসীন্য উক্ত আছে। ফলভোগ ও স্থিতি (উদাসীনভাবে অবস্থিতি) এই দুই উক্তির দ্বারা ঐ স্থানে জীব ও ঈশ্বর গৃহীত হন। [যদি...স্যাৎ] যদি ঈশ্বরকেই দ্যুলোকা-দির আয়তন বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেই তাঁহাকে অর্থাৎ প্রকরণপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরকে জীব হইতে পৃথক্ বলা সঙ্গত হয়। অন্যথা, ঐ পৃথক্ উক্তি অপ্রাসঙ্গিক, আকস্মিক ও অসম্বদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবেক। [নন্বু ··যুক্তম্] যদি বল, জীবকে ঈশ্বর বলিলেও ঐ দোষ হইতে পারে, ইহাতে আমি বলি, জীব বলা (জীবভাব বুঝান) ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে। জীব প্রতিশরীরে বুদ্ধিসংশ্লিষ্ট, তৎপ্রযুক্ত তিনি আমি কর্ত্তা—আমি করিতেছি—আমি ভোক্তা—আমি ভোগিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে প্রসিদ্ধ, যাহা প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিদিত, যাহাকে সকল লোকে জানে, শ্রুতি তাহা বলিবেন কেন? তাহা বিবক্ষিত নহে। ঈশ্বর অপ্রসিদ্ধ বা লৌকিক-জ্ঞানের অবিষয়, সুতরাং ঈশ্বরই শ্রুতির বিবক্ষিত ও তাৎপর্য্য-

শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ বিবক্ষিত ইতি ন তস্যাকস্মিকবচনং যুক্তম্। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি ইত্যত্রাপ্যেতদ্দর্শিতম্, দ্বা সুপর্ণেত্যস্যামৃচীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞাবুচ্যেতে ইতি। যদাঽপি পৈঙ্গ্যুপনিষৎকৃতেন ব্যাখ্যানেনাস্যামৃচি সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবুচ্যেতে তদাঽপি ন বিরোধঃ কশ্চিৎ। কথং প্রাণভৃদিহ ঘটাদিচ্ছিদ্রবৎ সত্ত্বাদ্যুপাধ্যভিমানিত্বেন প্রতিশরীরং গৃহ্যমাণো দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন ভবতীতি প্রতিষিধ্যতে। যস্তু সর্ব্বশরীরেষূপাধিভির্ব্বিনোপলক্ষ্যতে পর এব স ভবতি। যথা ঘটাদিচ্ছিদ্রাণি ঘটাদিভিরুপাধিভির্ব্বিনোপলক্ষ্যমাণানি মহাকাশ এব ভবন্তি তদ্বৎ প্রাণভৃতঃ পরস্মাদন্যত্বানুপপত্তেঃ প্রতিষেধো নোপপদ্যতে। তস্মাৎ সত্ত্বাদ্যভিমানিন এব দ্যুভ্বা-

---

ব্রহ্মাববোধ্যত ইতি সুভাষিতম্। "যদাপি পৈঙ্গ্যুপনিষৎকৃতেন ব্যাখ্যানেন" ইতি। তত্র হ্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীতি জীব উপাধিরহিতেন রূপেণ ব্রহ্মস্বভাব উদাসীনোঽভোক্তা দর্শিতঃ। তদর্থমেবাঽচেতনস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্যাঽপারমার্থিকং ভোক্তৃত্বমুক্তম্। তথা চেত্থম্ভূতং জীবং কথয়তাঽনেন মন্ত্রবর্ণেন দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মৈব কথিতং ভবতি, উপাধ্যবচ্ছিন্নশ্চ জীবঃ প্রতিষিধ্যো-

---

বিষয় হইতে পারেন। অতএব, জীবকে পৃথক্ রাখিয়া ঈশ্বরবিধান করায় আকস্মিকত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ হয় না। [গুহাং...কশ্চিৎ] এ কথা ১ অং, ২ পা, ১২ সূত্রে "দ্বাসুপর্ণা" মন্ত্রে বলা হইয়াছে। যদিও ঐ মন্ত্রের পৈঙ্গীব্রাহ্মণোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ কর, যদিও পৈঙ্গীব্রাহ্মণ ঐ মন্ত্রে বুদ্ধি-জীব পক্ষ বর্ণন করিয়াছেন, করিলেও তাহা ঈশ্বরপ্রতিপাদকতার বিরোধী নহে। [কথং ··তনং] কেন? কি প্রকারে? তাহা বলি। আকাশ যেমন প্রতিঘটে উপহিত, সেইরূপ, জীবও প্রতিশরীরে বুদ্ধ্যুপহিত ও অহং-অভিমানী। জীব পরিচ্ছিন্নাভিমানী বলিয়াই দ্যুলোকাদির আশ্রয় বা আয়তন হয় না এবং হয় না বলিয়াই শ্রুতি তাহার সর্ব্বলোকায়তনতা নিষেধ করিয়াছেন। যিনি শরীরাদি-উপাধি ব্যতিরেকে অথচ শরীরাদি-উপলক্ষ্যে লক্ষিত হন, তিনিই পরমাত্মা। যেমন ঘটাদিব্যতিরেকে ঘটাকাশ মঠাকাশ সমস্ত আকাশ এক মহাকাশ, সেইরূপ, জীবত্বজনক উপাধি

দ্যায়তনত্বপ্রতিষেধঃ। তস্মাৎ পরমেব ব্রহ্ম দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তদেতৎ অদৃশ্যত্বাদিগুণকোধর্ম্মোক্তেঃ, ইত্যনেনৈব সিদ্ধং, তস্যৈব হি ভূতযোনিবাক্যস্য মধ্য ইদং পঠিতং, যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্ ইতি প্রপঞ্চার্থন্তু পুনরুপন্যস্তম্॥৭॥

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ। ৮॥ *

ইদং সমামনন্তি, ভূমা ত্বেব জিজ্ঞাসিতব্য ইতি, ভূমানং

ভবতীতি ন পৈঙ্গিব্রাহ্মণ বরোধ ইত্যর্থঃ। "প্রপঞ্চার্থ"মিতি। তন্মধ্যে ন পঠিতমিতি কৃত্বাচিন্তযেদমধিকরণং প্রবৃত্তমিত্যর্থঃ।

নারদঃ খলু দেবর্ষিঃ কর্ম্মবিদনাত্মবিত্তয়া শোচ্যমাত্মানং মন্যমানো ভগবন্তমাত্মজ্ঞমাজানসিদ্ধং মহাযোগিনং সনৎকুমারমুপসসাদ। উপসদ্য চোবাচ, ভগবন্ননাত্মজ্ঞতাজনিতশোকসাগরপারমুত্তারযতু মাং ভগবানিতি। তদুপশ্রুত্য সনৎকুমারেণ নামব্রহ্মেত্যুপাস্ব ইত্যুক্তে নারদেন পৃষ্টং কিং নাম্নোঽস্তি ভূয় ইতি। তত্র সনৎকুমারস্য প্রতিবচনং বাগ্বাব নাম্নোভূয়সীতি। তদেবং নারদসনৎকুমারয়োর্ভূযসি প্রশ্নোত্তরে বাগিন্দ্রিয়মপক্রম্য মনঃসঙ্কল্পচিত্তধ্যানবিজ্ঞানবলাঽন্নতোযবায়ুসহিততেজোনভঃস্মরাশাপ্রাণেষু পর্য্যবসিতে।

ব্যতিরেকে এক পরমাত্মা। অতএব ঈশ্বর হইতে জীবের আত্যন্তিক ভিন্নতা অসিদ্ধ বা অনুপপন্ন বলিয়া জীবের ত্রিলোকাশ্রয়তা নিষিদ্ধ এবং পরমাত্মার তাহা সিদ্ধ হয়। [তদেতৎ ন্যস্তম্] এ সিদ্ধান্ত ১ অং, ২ পা, ২১ সূত্রে বলা হইলেও তাহার বিস্তৃতির নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলা হইল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, "যাহা ভূমা তাহাই জান।" "হে ভগবন্! আমি ভূমা জানিতে ইচ্ছুক।" "যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, নানাত্ব বা কোনরূপ প্রভেদ নাই, তাহাই ভূমা।" আর, "যাহাতে বা যে অবস্থায় ভেদদর্শন হয় তাহা অল্প।" (†) এই স্থানে সংশয়

---

* ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তো ভূমা পরমাত্মেতি রিক্তপূরণম্। গমকমাহ সমিতি। সম্প্রসাদঃ সুষুপ্ত্যা নং তস্মাৎ অধি উপরি উপদেশাৎ তস্য তুরীয়ত্বকথনাদিতি যাবৎ।—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে ভূমা জানিবার কথা আছে, সে ভূমা পরমাত্মা। হেতু এই যে, উপদিষ্ট ভূমাকে সুষুপ্তিস্থানাতীত অর্থাৎ তুরীয় বলা হইয়াছে। (পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের তুরীয়ত্ব নাই)।

(†) ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমার সম্বন্ধীয় একটা আখ্যায়িকা আছে। নারদ সনৎকুমার ঋষিকে সুখ কি ? কিসে সুখ ? এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাই সনৎকুমার

ভগবো জিজ্ঞাস ইতি, যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্ ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিং প্রাণোভূমা

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকঃ সঙ্কল্পঃ। তস্য কারণং পূর্ব্বাপরবিষয়নিমিত্তপ্রয়োজননিরূপণং চিত্তম্। স্মরঃ স্মরণম্। প্রাণস্য চ সমস্তক্রিয়াকারকফলভেদেন পিত্রাদ্যাত্মত্বেন চ রথারনাভিদৃষ্টান্তেন সর্ব্বপ্রতিষ্ঠত্বেন চ প্রাণভূয়স্ত্বদর্শিনোঽতিবাদিত্বেন চ নামাদিপ্রপঞ্চাদাশান্তাৎ ভূয়স্ত্বমুক্ত্বা,হপৃষ্ট এব নারদেন সনৎকুমার একগ্রন্থেন 'এষ তু বাতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি' সত্যাদীন্ কৃতিপর্য্যন্তানুক্ত্বো,পদিদেশ, 'সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য'মিতি। তদুপশ্রুত্য নারদেন 'সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাসে' ইত্যুক্তে সনৎকুমারো 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখ'মিত্যুপক্রম্য ভূমানং ব্যুৎপাদয়াম্বভূব 'যত্র নান্যৎ পশ্যতী'ত্যাদিনা। তদীদৃশে বিষয়ে বিচার আরভ্যতে। তত্র সংশয়ঃ।—কিং প্রাণোভূমা

হয়, ভূমা কি? সনৎকুমার কোন্ বস্তুকে ভূমা বলিয়াছেন? প্রাণকে ভূমা বলিয়াছেন? না পরমাত্মাকে ভূমা বলিয়াছেন? ভূম-শব্দের অর্থ বহু অর্থাৎ অনেক। যাহাতে অনেকত্ব বা বহুত্ব আছে তাহাই ভূমা। এই ব্যুৎপত্তি প্রোক্তবিধ সংশয়ের বীজ। এই বীজ অগ্রিমোক্ত প্রকারে সংশয় উৎপাদন করে। যথা—ভূম-শব্দ শুনিবা মাত্র বহু বুঝা যায়। অনন্তর সে বহু কে? এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। পরে নিকটস্থ প্রাণ-শব্দ তাহার নিবৃত্তি করে। উহারই নিকটে "প্রাণ আশা অপেক্ষা বহু" এইরূপ উক্তি আছে; সুতরাং প্রাণই ভূমা, এইরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ দেখিতে গেলে পরব্রহ্মকে ভূমা বলিতে হয়। ঐ প্রস্তাবে বা ঐ প্রসঙ্গে কথিত আছে, আমি মহাত্মা ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি, আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকের পার প্রাপ্ত হন। হে ভগবন্! আমি অত্যন্ত শোকাকুল; আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যাউন।" এ কথার দ্বারা প্রতীতি হয়, নারদজিজ্ঞাস্য ভূমা পরমাত্মা। [তত্র...দর্শনাৎ] সন্নিধান বলে প্রাণ ও প্রস্তাবতাৎপর্য্য

নারদকে বলিয়াছেন "যাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন, তাহা সুখ নহে। যাহা ভূমা, বহু বা বৃহৎ, তাহাই সুখ। অনন্তর নারদ বলিলেন, "ভূমা কি তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক।" নারদের ঈদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া সনৎকুমার ভূমার উপরোক্ত লক্ষণ বলিলেন এবং ভূম-ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য যাহা ভূমা নহে তাহাও বলিলেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, অদ্বৈতই ভূমা এবং দ্বৈতই অল্প। অদ্বৈতলক্ষণ ভূমা বুঝাইবার জন্যই এই ৮ সূত্র ও বিচার প্রবৃত্ত হইয়াছে।

স্যাৎ আহোস্বিৎ পরমাত্মেতি। কুতঃ সংশয়ঃ। ভূমেতি তাবদ্ বহুত্বমভিধীয়তে। বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ, (পা০৬।৪।১৫৮) ইতি ভূমশব্দস্য ভাবপ্রত্যয়ান্ততাস্মরণাৎ। কিমাত্মকং পুনস্তদ্বহুত্বমিতি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং, প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্ ইতি সন্নিধানাৎ প্রাণো ভূমেতি প্রতিভাতি। তথা, শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিৎ ইতি, সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু ইতি প্রকরণোত্থানাৎ পরমাত্মা ভূমা ইত্যপি প্রতিভাতি। তত্র কস্যোপাদানং ন্যায্যং কস্য বা হানমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎপ্রাপ্তং। প্রাণোভূমেতি। কস্মাৎ। ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনপরম্পরাদর্শনাৎ। যথা হি, অস্তি ভগবো

স্যাদাহো পরমাত্মেতি। ভাবভবিত্রোস্তাদাত্ম্যবিবক্ষয়া সামানাধিকরণ্যং সংশয়স্য বীজমুক্তং ভাষ্যকৃতা। তত্র—

এতস্মিন্ গ্রন্থসন্দর্ভে যদুক্তাদ্ভূয়সোঽন্যতঃ।
উচ্যমানস্ত তদ্ভূয় উচ্যতে প্রশ্নপূর্ব্বকম ॥

ন চ প্রাণাৎ কিং ভূয় ইতি পৃষ্টং, নাপি ভূমা বা ঽস্মাৎ ভূয়া৷নিতি প্রত্যুক্তম। তস্মাৎ প্রাণভূয়স্ত্বাভিধানানন্তরমপৃষ্টেন ভূমোচ্যমানঃ প্রাণস্যৈব ভবিতুমর্হতি। অপি চ ভূমেতি ভাবো ন ভবিতারমন্তরেণ শক্যো নিরূপয়িতুমিতি ভবিতারমপেক্ষমাণঃ প্রাণস্যানন্তর্য্যেণ বুদ্ধিসন্নিধানাৎ তমেব ভবিতারং প্রাপ্য নির্বৃণোতি। যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমাচ্ছেদিত্যত্রার্ত্তিরিবার্ত্তং হবিঃ। যথাহুঃ।—'মৃষ্যামহে হবিষা বিশেষণ'মিতি। ন চাত্মনঃ প্রকরণাদাত্মৈব বুদ্ধিস্থ ইতি তস্যৈব ভূমা স্যাদিতি যুক্তম্। সনৎকুমারস্য নামব্রহ্মেত্যপাস্বেতি প্রতীকোপদেশকল্পেনোত্তরেণ নারদপ্রশ্নস্যাপি তদ্বিষয়ত্বেন পরমাত্মোপদেশপ্রকরণস্যাঽনুত্থানাৎ। অতদ্বিষয়ত্বে চোত্তরস্য প্রশ্নোত্তরয়ো-

---

বলে ব্রহ্ম এই দ্বিবিধ বস্তু উপস্থিত হওয়ায় ভূমা কি? তাহা স্থির হয় না; প্রত্যুত সংশয় হয়। সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। ঐ স্থানের প্রশ্নোত্তর দেখিলে প্রথমতঃ বা পূর্ব্বপক্ষে প্রাণের ভূমত্ব অনুভূত হয়। [যথা...গম্যতে] প্রশ্নপ্রতিবচন যথা—নারদ প্রশ্ন করিলেন, "ভগবন্! নাম হইতে বহু

নাম্নো ভূয় ইতি, বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী ইতি। তথা, অস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি, মনো বাব বাচো ভূয় ইতি চ নামাদিভ্যো হ্যাপ্রাণাৎ ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহঃ প্রবৃত্তঃ, নৈবং প্রাণাৎ পরং ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনং দৃশ্যতে। অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ভূয় ইতি, অদো বাব প্রাণাদ্ভূয় ইতি প্রাণমেব তু নামাদিভ্য আশান্তেভ্যো ভূয়াংসং, প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্ ইত্যাদিনা সপ্রপঞ্চমুক্ত্বা প্রাণদর্শিনশ্চাতিবাদিত্বং, অতিবাদ্যসি ইতি, অতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত ইত্যভ্যনুজ্ঞায়, এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি ইতি

বৈয়ধিকরণ্যেন বিপ্রতিপত্তেবপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদসতি প্রকরণে প্রাণস্যানন্তর্য্যাত্তস্যৈব ভূমেতি যুক্তম্। তদেতৎ সংশয়বীজং দর্শয়তা ভাষ্যকারেণ সূচিতং পূর্ব্বপক্ষসাধনমিতি ন পুনরুক্তম্। ন চ ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নাৎ পরমাত্মৈব নাবদেন জিজ্ঞাসিত ইতি যুক্তম্। প্রাণোপদেশানন্তরং তস্যোপরমাৎ। তদেবং প্রাণ এব ভূমেতি স্থিতে যদ্যদ্ তদ্বিরোধ্যাপাততঃ প্রতিভাতি তত্তদনুগুণতয়া নেয়ং নীতঞ্চ ভাষ্যকৃতা। স্যাদেতৎ। এষ তু বাতিবদতীতি তু-শব্দেন প্রাণদর্শিনোঽতিবাদিত্বং ব্যবচ্ছিদ্য সত্যেনাতিবাদিনং বদন্ কথং প্রাণস্য ভূমানমভিদধীতেত্যত আহ।—"প্রাণমেব ত্বি"তি। "প্রাণদর্শিনশ্চাতিবাদিত্ব"মিতি। নামাদ্যাশান্তমতীত্য বদন-

---

আছে?" প্রতিবচন—"বাক্য নাম হইতে বহু।" প্রশ্ন—"বাক্য হইতে বহু আছে?" প্রতিবচন—"মন বাক্য হইতে বহু।" এইরূপ এইরূপ, নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত যেরূপ বা যেভাবের প্রশ্ন প্রতিবচন দেখা যায়, প্রাণ হইতে বহু আছে কি না, এ সম্বন্ধে সেরূপ বা সে-ভাবের প্রশ্নপ্রতিবচন দেখা যায় না। "প্রাণ হইতে বহু কি?" এইরূপ প্রশ্ন আছে বটে; কিন্তু তাঁহার প্রত্যুত্তরে "ইহাই প্রাণ হইতে বহু" এইরূপ কথা আছে। এই প্রশ্নোত্তরপ্রবাহ, নাম হইতে আশা পর্য্যন্তের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া "আশা হইতে বহু প্রাণ" এই স্থানে আসিয়া বিনিবৃত্ত হইয়াছে। শ্রুতি ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া ঐ বাক্যের পরেই প্রাণ-বিজ্ঞানের অতিবাদিত্ব (শ্রেষ্ঠতা) বলিয়াছেন। যথা—"যদি কেহ প্রাণবিৎকে অর্থাৎ প্রাণোপাসক"কে

প্রাণব্রতমতিবাদিত্বমনুকৃষ্যাপরিত্যজ্যৈব প্রাণং সত্যাদি-পরম্পরয়া ভূমানং সমবতারয়ন্ প্রাণমেব ভূমানং মন্যত ইতি গম্যতে। কথং পুনঃ প্রাণে ভূমেতি ব্যাখ্যায়মানে, যত্র নান্যৎ পশ্যতীত্যেতদ্ ভূম্নোলক্ষণপরং বচনং ব্যাখ্যেয়-মিতি। উচ্যতে। সুষুপ্ত্যবস্থায়াং প্রাণগ্রস্তেষু করণেষু দর্শনাদিব্যবহারনিবৃত্তিদর্শনাৎ সম্ভবতি প্রাণস্যাপি, যত্র নান্যৎ পশ্যতীত্যেতল্লক্ষণম্। তথা চ শ্রুতিঃ, ন শৃণোতি ন পশ্যতীত্যাদিনা সর্ব্বকরণব্যাপারপ্রত্যস্তময়রূপাং সুষুপ্ত্য-বস্থামুক্ত্বা, প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি ইতি তস্যা-

---

শীলত্বমিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি।—নায়ং তু-শব্দঃ প্রাণাতিবাদিত্বং ব্যব-চ্ছিনত্তি অপি তু তদতিবাদিত্বমপরিত্যজ্য প্রত্যুত তদনুকৃষ্য তস্যৈব প্রাণস্য সত্যস্য শ্রবণমননশ্রদ্ধানিষ্ঠাকৃতিভির্ব্বিজ্ঞানায় নিশ্চয়ায় সত্যেনাতিবদতীতি

জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি অতিবাদী ? অর্থাৎ তুমি কি প্রাণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জান ? ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন, "আমি অতিবাদী। অতিবাদী নহি, এরূপ বলিবেন না।" সনৎকুমার এইরূপে প্রাণব্রতের, প্রাণোপাসনার ও প্রাণের শ্রেষ্ঠতা অনুকর্ষণ করতঃ প্রাণের অব্যতিরেকে অর্থাৎ প্রাণকে ত্যাগ না করিয়া সত্যাদি পরম্পরায় ভূমা-শব্দের অবতারণ করাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সনৎকুমারের মতে প্রাণই ভূমা, অন্য ভূমা নাই। [কথং... উচ্যতে] বলিতে পার, যদি প্রাণকে ভূমা বলিলে, তবে, "যাহাতে বা যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, তাহাই ভূমা" এ বাক্যের, এই ভূম-লক্ষণ-বাক্যের কিরূপ ব্যাখ্যা করিবে ? (অর্থাৎ কি প্রকারে উক্তবিধ ভূম লক্ষণ প্রাণে লইয়া যাইবে ?) বলিতেছি। [সুষু...দর্শয়তি] সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রাণগ্রস্ত হইলে, প্রাণে লীন হইলে, যখন সমস্ত ব্যবহারের অভাব হওয়া দৃষ্ট হয়, তখন অবশ্যই তাহাতে "কিছু দেখা যায় না, কিছু শুনা যায় না" এ লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে। শ্রুতি "কিছু দেখে না, শুনে না" এইরূপ এইরূপ কথায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারের নিবৃত্তিরূপ সুষুপ্তি অবস্থা বর্ণন করিয়া "এই কালে বা এই অবস্থায় এই দেহরূপ পুরে কেবলমাত্র প্রাণরূপ অগ্নিরাই জাগ্রৎ থাকে, সব্যাপার থাকে"

মেবাবস্থায়াং পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্য জাগরণং ব্রুবতী প্রাণপ্রধানাং সুষুপ্ত্যবস্থাং দর্শয়তি। যচ্চৈতদ্ভূম্নঃ সুখত্বং শ্রুতং, যো বৈ ভূমা তৎ সুখমিতি, তদপ্যবিরুদ্ধম্। যত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যত্যথ তদেতস্মিংশ্ছরীরে সুখম্ভবতি ইতি সুষুপ্ত্যবস্থায়ামেব সুখশ্রবণাৎ। যচ্চ, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ ইতি তদপি প্রাণস্যাবিরুদ্ধং, প্রাণো বা অমৃতম্ ইতি শ্রুতেঃ। কথং পুনঃ প্রাণং ভূমানং মন্যমানস্য, তরতি শোকমাত্মবিৎ ইত্যাত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্যোত্থানমুপপদ্যতে। প্রাণ এবেহাত্মা বিবক্ষিত ইতি ব্রূমঃ। তথা হি, প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণ ইতি প্রাণমেব সর্ব্বাত্মানং করোতি। যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে

প্রাণব্রতমেবাতিবাদিত্বমুচ্যতে। তু-শব্দোনামাদ্যতিবাদিত্বাৎ ব্যবচ্ছিনত্তি। ন নামাদ্যাশান্তবাদ্যতিবাদী অপি তু সত্যপ্রাণবাদ্যতিবাদীত্যর্থঃ। অত্র চাগমাচার্য্যোপদেশাভ্যাং সত্যস্য শ্রবণং, অথাগমাবিরোধিন্যায়নিবেশনং

এইরূপ বলিয়াছেন। পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ জাগিয়া থাকে, এ বর্ণনার দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থাতে প্রাণেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। [যচ্চৈতদ্… শ্রুতেঃ] শ্রুতি যে "যে-ভূমা সে-ই সুখ" এইরূপে ভূমাকে সুখ বলিয়াছেন তাহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। "যখন এই দেব কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে (সৌষুপ্ত-শরীরে) সুখ হয়।" এই শ্রুতিতে সুষুপ্তি অবস্থায় সুখ থাকা কথিত আছে। "যে ভূমা সেই অমৃত" এ কথাও প্রাণপক্ষে সংগত। শ্রুতি "প্রাণই অমৃত" এইরূপে প্রাণকেও অমৃত বলিয়াছেন। [কথং··প্রাণম্] যদি বল, প্রাণ যদি ভূমা হইল, তবে আত্মশব্দঘটিত প্রকরণোত্থান (প্রস্তাবের আরম্ভ) কি প্রকারে সঙ্গত করিবে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলি, উক্ত প্রাণ-শব্দের বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) অর্থ আত্মা। শ্রুতিও "প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই ব্রহ্ম," এবম্বিধ বাক্যে প্রাণকে সর্ব্বাত্মা বলিয়াছেন।

সর্ব্বং সমর্পিতম্ ইতি চ সর্ব্বাত্মত্বারনাভিনিদর্শনাভ্যাঞ্চ সম্ভবতি বৈপুল্যাত্মিকা ভূমরূপতা প্রাণস্য। তস্মাৎ প্রাণো ভূমেত্যেবং প্রাপ্তম্। তত ইদমুচ্যতে। পরমাত্মৈবেহ ভূমা ভবিতুমর্হতি, ন প্রাণঃ। কস্মাৎ। সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ। সম্প্রসাদ ইতি সুষুপ্তং স্থানমুচ্যতে সম্যক্‌প্রসীদত্যস্মিন্নিতি নির্ব্বচনাৎ। বৃহদারণ্যকে চ স্বপ্নজাগরিতস্থানাভ্যাং সহ পাঠাৎ। তস্যাঞ্চ সম্প্রসাদাবস্থায়াং প্রাণো জাগর্ত্তীতি প্রাণোঽত্র সম্প্রসাদোঽভিপ্রেয়তে প্রাণাদূর্দ্ধং ভূম্ন উপদিশ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। প্রাণ এব চেদ্‌ভূমা স্যাৎ স এব তস্মাদূর্দ্ধমুপদিশ্যেতেত্যশ্লিষ্টমেতৎ স্যাৎ। ন হি নামৈব নাম্নো ভূয় ইতি নাম্ন ঊর্দ্ধমুপদিষ্টম্। কিং তর্হি। নাম্নোঽন্যদর্থান্তর-

মননং, মত্বা চ গুরুশিষ্যসব্রহ্মচারিভিবনসূয়ুভিঃ সহ সংবাদ্য তত্ত্বং শ্রদ্ধত্তে। শ্রদ্ধানন্তরঞ্চ বিষয়ান্তরদোষদর্শী বিরক্তস্ততো ব্যাবৃত্তস্তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসং করোতি, সেয়মস্য কৃতিঃ প্রযত্নঃ। অথ তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠা ভবতি,

---

অপিচ, "যেমন অর সকল চক্র নাভিতে অর্পিত, গ্রথিত, সেইরূপ, এ সমস্তই প্রাণে অর্পিত।" এ শ্রুতিতেও প্রাণের সর্ব্বাধারতা কথিত হইয়াছে। (সুতরাং এ প্রাণ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ নহে; এ প্রাণ আত্মা।) সর্ব্বাত্মকতা ও অর নাভি-দৃষ্টান্ত, এই দুএর দ্বারা যখন সর্ব্বাধারতা প্রতীত হইতেছে তখন আর প্রাণের বৈপুল্যরূপ ভূমতা অসম্ভব বলিতে পার না।' এইরূপ এইরূপ যুক্তিতে পাওয়া যায়, প্রাণই ভূমা। [তত দেশাৎ] এই পূর্ব্বপক্ষ নিরোধার্থ সূত্র বলা হইল, প্রাণকে নহে; পরমাত্মাকেই ভূমা বলা উচিত। হেতু এই যে, শ্রুতি সম্প্রসাদের উপরে ভূমার উপদেশ করিয়াছেন (অর্থাৎ যাহা ভূমা তাহা সম্প্রসাদের অতীত এইরূপ বলিযাছেন। পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ সম্প্রসাদের অতীত নহে; সুতরাং ঐরূপ বলাতে ভূমা পরমাত্মা, ইহা স্থির হয়)। [সম্প্রসাদ…র্মহতি] সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্তি। যে অবস্থায় জীব সম্যক্ প্রসন্ন হন, অর্থাৎ সুখরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থার নাম সম্প্রসাদ। এই নির্ব্বচন ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের সহ পাঠ (জাগ্রৎ স্বপ্ন এই দুএর সহিত উপদেশ) অনুসারে সম্প্রসাদ-শব্দ সুষুপ্তিবোধক।

মুপদিষ্টং বাগাখ্যং, বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সীতি। তথা বাগাদিভ্যোঽপ্যাপ্রাণাদর্থান্তরমেব তত্র তত্রোর্দ্ধমুপদিষ্টং তদ্বৎ প্রাণাদূর্দ্ধমুপদিশ্যমানো ভূমা প্রাণাদর্থান্তরভূতো ভবিতুমর্হতি। নন্বিহ নাস্তি প্রশ্নঃ, অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয় ইতি, নাপি প্রতিবচনমস্তি, প্রাণাদদো বাব ভূয়োঽস্তীতি, তৎ কথং প্রাণাদধিভূমোপদিশ্যত ইতি। উচ্যতে। প্রাণবিষয়মেব চাতিবাদিত্বমুত্তরত্রানুকৃষ্যমাণং পশ্যামঃ। এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি। তস্মান্নাস্তি প্রাণাদধ্যুপদেশ ইতি।

যদনন্তরমেব তত্ত্ববিজ্ঞানানুভবঃ প্রাদুর্ভবতি। তদেতৎ বাহ্যা অপ্যাহুঃ।—'ভূতার্থভাবনাপ্রকর্ষপর্য্যন্তজং যোগিজ্ঞান'মিতি। ভাবনাপ্রকর্ষপর্য্যন্তো নিষ্ঠা তস্মাজ্জায়তে তত্ত্বানুভব ইতি। তস্মাৎ প্রাণ এব ভূমেতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। এষ তু বাঽতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীত্যুক্ত্বা ভূমোচ্যতে। তত্র সত্যশব্দঃ পরমার্থে নিরূঢ়বৃত্তিঃ। শ্রুত্যা পরমার্থমাহ। পরমার্থশ্চ পরমা-

---

"সম্প্রসাদকালে প্রাণ জাগ্রৎ থাকে," এই প্রাণশব্দ সুষুপ্তি অভিপ্রায়ে উচ্চারিত, ভূমা অভিপ্রায়ে নহে। কেন না, যাহা ভূমা তাহা ঐ প্রস্তাবে প্রাণের ঊর্দ্ধে উপদিষ্ট আছে। প্রাণ ভূমা হইলে, প্রাণ প্রাণের ঊর্দ্ধে, এরূপ উপদেশই থাকিত। প্রাণ প্রাণ হইতে বড়, এরূপ বলিলে ঊর্দ্ধের উপদেশ হয় না। নাম নাম হইতে বড় বলিলে ঊর্দ্ধের উপদেশ হয় না। সেই জন্যই শ্রুতি বাক্য নাম হইতে বড়, এইরূপ বলিয়াছেন। ঐরূপ বলাতেই ঊর্দ্ধের উপদেশ হইয়াছে। যে স্থলে ঊর্দ্ধের উপদেশ হয়, সে স্থলে বুঝিতে হইবে, যাহা ঊর্দ্ধের বিশেষ্য তাহা তন্নিম্ন হইতে ভিন্ন। সুতরাং প্রাণের ঊর্দ্ধে (উপরে) ভূমা উপদেশের দ্বারা স্থির হয়, প্রাণ ভূমা নহে। যাহা ভূমা তাহা প্রাণ হইতে ভিন্ন। [নন্বিহ…বদতীতি] যদি বল, ঐ স্থানে "প্রাণ হইতে বড় কি ?" এরূপ প্রশ্ন নাই এবং "অমুক বড়" এরূপ প্রত্যুত্তরও নাই, পরে যে অতিবাদিত্ব-কথা আছে তাহাও প্রাণবিষয়ক, তবে কি দেখিয়া বল, প্রাণের ঊর্দ্ধে ভূমার উপদেশ আছে ? ইহার প্রত্যুত্তর, ঐ অতিবাদিত্ব প্রাণবিষয়ক নহে। পূর্ব্বপ্রোক্ত প্রাণের অনুকর্ষণ (অনুবর্ত্তন) করতঃ তদ্বিষয়ক অতিবাদিত্বের উপদেশ, এ কথা বলিতে পার না। কেন-না, ঐ স্থানে "সত্যের দ্বারা অতিবাদী" এইরূপ বিশেষোক্তি আছে।

অত্রোচ্যতে। ন তাবৎ প্রাণবিষয়স্যৈবাতিবাদিত্বস্যৈতদনুকর্ষণমিতি শক্যং বক্তুং বিশেষবাদাৎ যঃ সত্যেনাতিবদতীতি। নন্বু বিশেষবাদোঽপ্যয়ং প্রাণবিষয় এব ভবিষ্যতি। কথম্? যথৈষোঽগ্নিহোত্রী যঃ সত্যং বদতীত্যুক্তে ন সত্যবদনেনাগ্নিহোত্রিত্বং, কেন তর্হি, অগ্নিহোত্রেণৈব। সত্যবদনন্ত্বগ্নিহোত্রিণো বিশেষ উচ্যতে, তথা, এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীত্যুক্তে ন সত্যবদনেনাতিবাদিত্বং, কেন তর্হি, প্রকৃতেন প্রাণবিজ্ঞানেনৈব। সত্যবদনন্তু প্রাণবিদো বিশেষোবিবক্ষ্যত ইতি, নেতি ব্রূমঃ। শ্রুত্যর্থপরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ। শ্রুত্যা হ্যত্র সত্যবদনেনাতিবাদিত্বং প্রতীয়তে যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽতিবদতীতি। নাত্র প্রাণবিজ্ঞানস্য

স্যৈব। ততো হ্যস্থিকাবজাতমনৃতং কয়াচিৎ ব্যপেক্ষয়া কথঞ্চিৎ সত্যমুচ্যতে। তথা চৈষ তু বাঽতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি ব্রহ্মণোঽতিবাদিত্বশ্রুত্যাঽন্যনিরপেক্ষয়া লিঙ্গাদিভ্যো বলীয়স্যাঽবগতং কথমিব সন্নিধানমাত্রাৎ শ্রুত্যাদ্যপেক্ষাদতিদুর্ব্বলাৎ কথঞ্চিৎ প্রাণবিষয়ত্বেন শক্যং ব্যাখ্যাতুম্। এবঞ্চ

(অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ-প্রকরণের বিচ্ছেদ হইয়াছে, প্রাণের অনুবর্তন নাই, কাযেই অতিবাদিত্ব কথা প্রাণবিষয়িণী নহে)। [নমু... দ্রষ্টব্যম্] ঐ বিশেষ উক্তিকে কি প্রকারে প্রাণবিষয়িণী বলিতে পার? অর্থাৎ পার না। "ইনি অগ্নিহোত্রী, যিনি সত্য বলেন।" এইরূপ বলিলে যেমন সত্য কথনের দ্বারা অগ্নিহোত্রিতা সিদ্ধ হয় না, প্রতীত হয় না, অগ্নিহোত্রের দ্বারাই অগ্নিহোত্রিতা সিদ্ধ হয়, প্রতীত হয়, "ইনি অতিবাদী, যিনি সত্য বলেন" এ কথা তদ্রূপ জানিবে। বস্তুতঃ ঐ বাক্যে সত্যকথনের দ্বারা অতিবাদিতার প্রতীতি হয় না, প্রাণবিজ্ঞানের দ্বারাই অতিবাদিতার প্রতীতি বা সিদ্ধি হয়। যদি বল, সত্য কথন ঐ বাক্যের বিবক্ষিত, অর্থাৎ বিবক্ষাবলে ঐ বাক্যের "প্রাণবিৎ সত্য বলিবেন" এইরূপ অর্থ হইবে, বস্তুতঃ তাহাও হইবে না। ঐরূপ অর্থ করিতে গেলে শ্রৌত অর্থ (শব্দের মুখ্যার্থ বা সাক্ষাৎ অর্থ) ত্যাগ করিতে হয়। ঐ বাক্যে শ্রুতির (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দের) দ্বারা অতিবাদিতা প্রতীতি হইতেছে অথচ প্রাণবিজ্ঞানের

সঙ্কীর্ত্তনমস্তি। প্রকরণাৎ তু প্রাণবিজ্ঞানং সম্বধ্যেত। তত্র প্রকরণানুরোধেন শ্রুতিঃ পরিত্যক্তা স্যাৎ। প্রকৃতব্যাবৃত্ত্যর্থশ্চ তুশব্দো ন সঙ্গচ্ছেত। এষ তু বা অতিবদতীতি, সত্যম্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি চ প্রযত্নান্তরকরণমর্থান্তরবিবক্ষাং সূচয়তি। তস্মাদ্যথৈকবেদিপ্রশংসায়াং প্রকৃতায়াং এষ তু মহাব্রাহ্মণো যশ্চতুরো বেদানধীত ইতি একবেদেভ্যোঽর্থান্তরভূতশ্চতুর্ব্বেদঃ প্রশস্যতে তাদৃগেতদ্ দ্রষ্টব্যম্। ন চ প্রশ্নপ্রতিবচনরূপয়ৈবার্থান্তরবিবক্ষয়া ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তি, প্রকৃতসম্বন্ধাসম্ভবকারিতত্বাদর্থান্তরবিব-

প্রাণাদূর্দ্ধং ব্রহ্মণি ভূমাববগম্যমানো ন প্রাণবিষয়োভবিতুমর্হতি কিন্তু সত্যস্য পরমাত্মন এব। এবঞ্চানাত্মবিদ আত্মানং বিবিদিষোর্নারদস্য প্রশ্নে পরমাত্মানমেবাঽস্মৈ ব্যাখ্যাস্যামীত্যভিসন্ধিমান্ সনৎকুমারঃ সোপানারোহণন্যায়েন স্থূলাদারভ্য তত্তদ্ভূমব্যুৎপাদনক্রমেণ ভূমানমতিদূর্জ্ঞানতয়া পরম-

সম্পর্ক নাই। যদি বল, প্রকরণবলে প্রাণবিজ্ঞানের সহিত উহার সম্বন্ধ হইবে, আমরা বলি, তাহা অগ্রাহ্য। অগ্রাহ্যতার হেতু এই যে, প্রকরণের অনুরোধে শ্রৌত অর্থের পরিত্যাগ যুক্তিবহির্ভূত। প্রকরণের বল অল্প; সুতরাং সে প্রভূত বল শ্রুতিকে বাধা দিতে পারে না। বস্তুতঃ ঐ বাক্যে প্রকরণ সম্বন্ধ নাই। যাহা ছিল তাহা তু-শব্দের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে। তাহা না হইলে বিচ্ছেদবোধক ও ভিন্নতাবোধক তু-শব্দ থাকিত না। "এষ তু" "সত্যস্তু" তু-শব্দযুক্ত এ সকল কথা প্রাণ অপেক্ষা বিশেষ বস্তুর বোধক। অতএব যেমন একবেদী ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ তদতিরিক্ত চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিতে দেখা যায়, (ইনি মহাব্রাহ্মণ, যিনি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।) প্রোক্ত অতিবাদিবাক্য সেইরূপ জানিবে। অতিবাদ্য বস্তুকে প্রাণ হইতে ভিন্ন জানিবে। [নচ... বিবক্ষায়াঃ] প্রশ্নভেদ প্রষ্টব্যভেদের কারণ, এরূপ বলিতে পার না। প্রশ্নব্যতিরেকেও ভিন্নপদার্থের প্রতীতি হয় এবং বার বার এক-বস্তুর প্রশ্ন করিতেও দেখা যায়। পরন্তু সেরূপ প্রশ্নোত্তরপ্রবাহ অর্থান্তর বিবক্ষার কারণ হয় না। (অর্থাৎ অমুক কি? এরূপ ভাবের জিজ্ঞাসা না

ক্ষায়াঃ। তত্র প্রাণান্তমনুশাসনং শ্রুত্বা তূষ্ণীভূতং নারদং স্বয়মেব সনৎকুমারো ব্যুৎপাদয়তি যৎ প্রাণবিজ্ঞানেন বিকারানৃতবিষয়েণাতিবাদিত্বমনতিবাদিত্বমেব, তদেষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি। তত্র সত্যমিতি পরং ব্রহ্মোচ্যতে পরমার্থরূপত্বাৎ, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা ব্যুৎপাদিতায় নারদায়, সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদামি ইত্যেবং প্রবৃত্তায় বিজ্ঞানাদিসাধনপরম্পরয়া ভূমানমুপদিশতি। তত্র যৎপ্রাণাদধি সত্যং বক্তব্যং প্রতিজ্ঞাতং তদেবেহ ভূমেত্যুচ্যত ইতি গম্যতে। তস্মাদস্তি প্রাণাদধি ভূম্ন উপদেশ ইত্যতঃ প্রাণাদন্যঃ পরমাত্মা ভূমা ভবিতুমর্হতি। এবঞ্চেহাত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্যোত্থান

স্বয়ং ব্যুৎপাদয়ামাস। ন চ প্রশ্নপূর্ব্বতাপ্রবাহপতিতেনোত্তরেণ সর্ব্বেণ প্রশ্নপূর্ব্বেণৈব ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তীত্যাদিমুগমেন ভাষ্যেণ ব্যুৎপাদিতম্। বিজ্ঞানাদিসাধনপরম্পরা মননশ্রদ্ধাদিঃ। প্রাণান্তে চানুশাসনে তাবন্মাত্রেণৈব প্রকরণসমাপ্তের্ন প্রাণস্যাঽন্যায়ত্ততোচ্যেত। তদভিধানে হি

থাকিলেও তাহা বলিবার রীতি আছে)। [তত্র...শ্রুত্যন্তরাৎ] নারদ প্রাণপর্য্যন্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া আর প্রশ্ন করিলেন না দেখিয়া সনৎকুমার স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ পুনঃপ্রশ্ন না করিলেও নারদকে "সে-ই অতিবাদী যে সত্যের দ্বারা অতিবাদী হয়।" এইরূপে বুঝাইলেন। কি বুঝাইলেন? বুঝাইলেন, প্রাণবিজ্ঞানের দ্বারা অতিবাদিত্ব প্রকৃত অতিবাদিত্ব নহে, সত্য-বিজ্ঞানের দ্বারা অতিবাদিত্বই যথার্থ অতিবাদিত্ব সত্য ও ব্রহ্ম সমান কথা। [তথা...গম্যতে] নারদ যখন সত্য-ব্রহ্মো অতিবাদিত্ব (শ্রেষ্ঠতা) বুঝিলেন, তখন সনৎকুমার তাঁহাকে মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতির উপদেশ করিলেন, অনন্তর ভূমার উপদেশ করিলেন। প্রাণের ঊর্দ্ধে (উপরে) যে-সত্য বক্তব্য ছিল, সেই সত্যকেই তিনি ভূমা-শব্দে বলিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। [তস্মাদ...বতি] সেই হেতু, ঐ বাক্যে প্রাণের ঊর্দ্ধে ভূমার উপদেশ থাকা ভূমার ব্রহ্মরূপতা এ উভয় অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহা স্বীকার করিলে

মুপপন্নং ভবিষ্যতি। প্রাণ এবেহাত্মা বিবক্ষিত ইত্যেতদপি নোপপদ্যতে। ন হি প্রাণস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা আত্মত্বমস্তি। ন চান্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাচ্ছোকবিনিবৃত্তিরস্তি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু ইতি চোপক্রম্যোপসংহরতি, তস্মৈ মৃদিতকষায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমার ইতি। তম ইতি শোকাদিকারণমবিদ্যোচ্যতে। প্রাণান্তে চানুশাসনে ন প্রাণস্যান্যায়ত্ততোচ্যেত। আত্মনঃ প্রাণ ইতি ব্রাহ্মণম্। প্রকরণান্তে চ পরমাত্মবিবক্ষা ভবিষ্যতি, ভূমাঽত্র প্রাণ এবেতি চেৎ। ন। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে

সাপেক্ষত্বেন ন প্রকরণং সমাপ্যেত। তস্মাদ্বেদং প্রাণস্য প্রকরণমপি তু যদায়ত্তঃ প্রাণঃ তস্য। স চান্তেত্যাত্মন এব প্রকরণম্। শঙ্কতে।—"প্রকরণান্ত" ইতি। প্রাণস্য প্রকরণসমাপ্তাবিত্যর্থঃ। নিরাকরোতি।—"ন, স ভগব" ইতি। সন্দংশন্যায়েন হি ভূম্ন এতৎ প্রকরণং, স চেৎ ভূমা প্রাণঃ প্রাণস্যৈতৎ প্রকরণং ভবেৎ। তচ্চায়ুক্তমিত্যুক্তম্।

আত্মশব্দের দ্বারা প্রকরণোত্থান (প্রস্তাবারম্ভ) সঙ্গত হইবে, নচেৎ হইবে না। [প্রাণ...পদ্যতে] প্রাণই আত্মা, আত্মাভিপ্রায়েই প্রাণশব্দের প্রয়োগ, এ কথা বলিতে পারিবে না। কারণ এই যে, প্রাণশব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মা বুঝাইতে অশক্ত। আরও দেখ, শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে শোকনিবৃত্তি হয় না। অপিচ, ঐ প্রস্তাব "আপনি আমাকে শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন" এইরূপে আরব্ধ হইয়া "ভগবান্ সনৎকুমার সেই বিনষ্টপাপ নারদকে তমের পার দেখাইলেন।" এইরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। তমঃশব্দে শোকাদির মূলকারণ অবিদ্যা, তাহার পার ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মই চরম উপদেষ্টব্য। যদি প্রাণই চরম উপদেষ্টব্য হইত, তদূর্দ্ধে ব্রহ্মোপদেশ না থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি কখনই প্রাণকে পরাধীন বলিতেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পরমাত্মা হইতে প্রাণ।" অর্থাৎ প্রাণ পরমাত্মার অধীন। প্রকরণশেষে পরমাত্মা বলা শ্রুতির অভিপ্রেত বটে; কিন্তু ভূমা প্রাণ, ব্রহ্ম নহে, এরূপ বলাও

মহিম্নীত্যাদিনা ভূম্ন এবাপ্রকরণসমাপ্তেরনুকর্ষাৎ। বৈপুল্যাত্মিকা চ ভূমরূপতা সর্ব্বকারণত্বাৎ পরমাত্মনঃ সুতরামুপপদ্যতে ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥ *

অপি চ যে ভূম্নি শ্রূয়ন্তে ধর্ম্মাস্তে পরমাত্মন্যুপপদ্যন্তে, যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমেতি দর্শনাদিব্যবহারাভাবং ভূমন্যবগময়তি পরমাত্মনি চায়ং দর্শনাদিব্যবহারাভাবোঽবগতঃ, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাঽভূত্তৎ কেন কং পশ্যেদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যোঽপ্যসৌ সুষুপ্ত্যব-

---

ন কেবলং শ্রুতের্ভূমাত্মতা পরমাত্মনঃ, লিঙ্গাদপীত্যাহ সূত্রকারঃ।

যদপি পূর্ব্বপক্ষিণা কথঞ্চিন্নীতং তদনুভাষ্য ভাষ্যকারো দূষয়তি।—"যোঽপ্যসৌ সুষুপ্ত্যবস্থায়া"মিতি। সুষুপ্তাবস্থায়ামিন্দ্রিয়াদ্যসঙ্গ্যাত্মৈব। ন

যায় না। কেন না, ঐ প্রস্তাবের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত? তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদিপ্রকারে ভূম-ব্রহ্মের অনুবর্ত্তন দেখা যায়। অতএব সর্ব্বকারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও পরম বৈপুল্যরূপ ভূমত্ব নাই।

শ্রুতি ভূমা উপদেশ কালে যে সকল ধর্ম্ম বলিয়াছেন সে সকল ধর্ম্ম কেবল পরমাত্মাতেই খাটে, অন্য কিছুতে খাটে না। অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। "যাহাতে অন্য দর্শন, অন্য শ্রবণ ও অন্য বিজ্ঞান নাই, তাহা ভূমা।" এই শ্রুত্যুক্ত দর্শনাদিব্যবহারাভাবরূপ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম ভূমা বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে, এ ধর্ম্ম পরমাত্মারই ধর্ম্ম, ইহা অন্য শ্রুতিতেও কথিত আছে। যথা—"যখন এ সমস্ত আত্ম-পর্য্যবসিত হয় তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত সংসার আত্মপর্য্যবসিত হইলে তখন আর ভেদব্যবহার থাকে না। [যোঽপ্যসৌ শ্রুত্যন্তরাৎ] কোন কোন শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালে ব্যবহারাভাব উক্ত হইয়াছে সত্য; পরন্তু তাহা প্রাণস্বরূপ বুঝাই-

---

* ধর্ম্মাণাং সত্যত্বাদীনাং উপপত্তির্যুক্ততরত্বং তস্মাৎ। শ্রুতৌ ভূমানমধিকৃত্য যে যে ধর্ম্মা উক্তাস্তে পরমাত্মন্যেবোপপদ্যন্ত ইতি পরমাত্মৈব ভূমা।—শ্রুতি ভূমা উপদেশ করিয়া ভূমার যে যে ধর্ম্ম বা পরিচায়ক গুণ বলিয়াছেন সে সমস্ত পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয় সুতরাং ভূমশব্দে পরব্রহ্ম।

স্থায়াং দর্শনাদিব্যবহারাভাব উক্তঃ সোঽপ্যাত্মন এবাঽসঙ্গত্ব-বিবক্ষয়া উক্তো ন প্রাণস্বভাববিবক্ষয়া, পরমাত্মপ্রকরণাৎ। যদপি তস্যামবস্থায়াং সুখমুক্তং তদপ্যাত্মন এব সুখরূপত্ব-বিবক্ষয়োক্তম্। যত আহ, এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবা-নন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি। ইহাপি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখমিতি সাময়সুখ-নিরাকরণেন ব্রহ্মৈব সুখং ভূমানং দর্শয়তি। যো বৈ ভূমা তদমৃতমিতি অমৃতত্বমপীহ শ্রূয়মাণং পরমকারণং গময়তি, বিকারাণামমৃতত্বস্য সাপেক্ষিকত্বাৎ, অতোঽন্যদার্ত্তমিতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চ সত্যত্বং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বং সর্ব্ব-গতত্বং সর্ব্বাত্মত্বমিতি চৈতে ধর্ম্মাঃ শ্রূয়মাণাঃ পরমাত্মন্যে-নান্যত্র তস্মাৎ ভূমা পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥৯॥

প্রাণঃ "পরমাত্মপ্রকরণাৎ"। "অন্যদার্ত্তং" বিনশ্বরমিত্যর্থঃ। অতিরোহি-তার্থমন্তৎ।

বার অভিপ্রায়ে উক্ত হয় নাই। আত্মার অসঙ্গতা প্রদর্শন করাই সর্ব্বকর্ম্ম শ্রুতির অভিপ্রেত। "সুষুপ্তিতে সুখ আছে" এ শ্রুতিও, এ কথাও, পরমা-ত্মার সুখরূপতা প্রতিপাদন অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত বা উচ্চরিত। অন্য শ্রুতিতেও আত্মার সুখরূপতা কথিত আছে। যথা—"ইনি পরমানন্দ স্বভাব। প্রাণি সকল এই আনন্দের (আনন্দরূপের) কণা বা লেশ অব-লম্বন করিয়া জীবিত আছে।" "যাহা ভূমা তাহা সুখ; অল্পে সুখ নাই," এ শ্রুতি কি বলিতেছেন? বলিতেছেন, ব্রহ্ম সাময়িক সুখ নহে, সাময়িক সুখের অতীত, সুতরাং তিনি নিরতিশয়িত ভূম সুখ। "যে ভূমা সেই অমৃত" এ শ্রুতিও পরমকারণ বুঝাইতেছে। কেন-না, পরমকারণ পরমে-শ্বর ব্যতীত অন্যের অমরত্ব আপেক্ষিক। এ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"যে কিছু ব্রহ্ম ভিন্ন, সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ নশ্বর।" [তথাচ... সিদ্ধম্] যে হেতু সত্যত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব—এ সকল ধর্ম্ম কেবল পরমাত্মাতে সঙ্গত হয়, খাটে, অন্য কিছুতে খাটে না, সেই হেতু ভূমা পরমাত্মা, ইহা সিদ্ধ হয়।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥ *

কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিমক্ষরশব্দেন বর্ণ উচ্যতে কিং বা পর এবেশ্বর

অক্ষরশব্দঃ সমুদায়প্রসিদ্ধ্যা বর্ণেষু রূঢ়ঃ। পরমাত্মনি চাবয়বপ্রসিদ্ধ্যা যৌগিকঃ। অবয়বপ্রসিদ্ধেশ্চ সমুদায়প্রসিদ্ধির্ব্বলীয়সীতি বর্ণা এবাঽক্ষরম্। ন চ বর্ণেষ্বাকাশস্যোতত্বপ্রোতত্বে নোপপদ্যেতে সর্ব্বস্যৈব রূপধেয়স্য নামধেয়াত্মকত্বাৎ। সর্ব্বং হি রূপধেয়ং নামধেয়সম্ভিন্নমনুভূয়তে, গৌরয়ং বৃক্ষোঽয়মিতি। ন চোপায়ত্বাত্তৎসম্ভেদসম্ভবঃ। ন হি ধূমোপায়া বহ্নিধীর্ধূমসম্ভিন্নং বহ্নিমবগাহতে, ধূমোঽয়ং বহ্নিরিতি, কিন্তু বৈয়ধিকরণ্যেন ধূমাদ্বহ্নিরিতি। ভবতি তু নামধেয়সম্ভিন্নো রূপধেয়প্রত্যয়োডিত্থোঽয়মিতি। অপি চ শব্দানুপায়েঽপি রূপধেয়প্রত্যয়ে লিঙ্গেন্দ্রিয়জন্মনি নামসম্ভেদো দৃষ্টঃ। তস্মান্নামসম্ভিন্নাঃ পৃথিব্যাদয়োঽম্বরান্তা নাম্না গ্রথিতাশ্চ বিদ্ধাশ্চ। নামানি চ ওঁকারাত্মকানি তদ্ব্যাপ্তত্বাৎ।—'তদ্যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সন্তৃণানি এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাগি'তি শ্রুতেঃ। অত ওঁকারাত্মকাঃ পৃথিব্যাদয়োঽম্বরান্তা ইতি বর্ণা এবাঽক্ষরং ন পরমাত্মেতি প্রাপ্তম্। এবম্প্রাপ্তেঽভিধী-

---

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আকাশ কিসে ওত প্রোত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত। ব্রহ্মজ্ঞগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু ইত্যাদি প্রকারে অনুভূত করান। এই বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতির অক্ষর-শব্দে সংশয় হয়, অক্ষর বর্ণ? অথবা পরমেশ্বর? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, অক্ষর বর্ণ। কেন-না বর্ণবিষয়েই অক্ষর-শব্দ রূঢ়। রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) পরিত্যাগ করা যুক্তিবিরুদ্ধ। অপিচ, "এ সমস্তই ওঁকার।" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণেরও উপাস্যতা ও সর্ব্বাত্মকতা অবধারিত আছে। ইহার বা এ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত, পরমাত্মাই শ্রুত্যুক্ত অক্ষর-শব্দের বাচ্য; বর্ণ নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি অক্ষরকে পৃথিব্যাদি আকাশান্ত পদার্থের

---

* বৃহদারণ্যকোক্তমক্ষরং ন বর্ণঃ কিন্তু ব্রহ্ম। হেতুমাহ অম্বরেতি। অম্বরমাকাশং তৎ অন্তোঽবসানং যস্য বিকারবর্গস্য তস্য ধৃতের্ধারণাৎ। আকাশান্তবিকারবর্গস্য ধারণাদ্ধেতোরক্ষরং ব্রহ্মেতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—যিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদে অক্ষর-নামে অভিহিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম। কারণ এই যে, তাঁহাকে আকাশাদি অন্যপদার্থের ধারণকর্তা বলা হইয়াছে।

ইতি। তত্রাক্ষরসমাম্নায় ইত্যাদাবক্ষরশব্দস্য বর্ণে প্রসিদ্ধত্বাৎ প্রসিদ্ধিব্যতিক্রমস্য চাযুক্তত্বাৎ, ওঁকার এবেদং সর্ব্বমিত্যাদৌ চ শ্রুত্যন্তরে বর্ণস্যাপ্যুপাস্যত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বাবধারণাৎ বর্ণ এবাক্ষরশব্দ ইতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পর এবাত্মাক্ষরশব্দবাচ্যঃ। কস্মাৎ। অম্বরান্তধৃতেঃ, পৃথিব্যাদেরাকাশান্তস্য বিকারজাতস্য ধারণাৎ। তত্র হি পৃথিব্যাদেঃ সমস্তস্য বিকারজাতস্য কালত্রয়বিভক্তস্যাকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেত্যাকাশে প্রতিষ্ঠিতত্বমুক্ত্বা কস্মিন্ন খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেত্যনেন প্রশ্নেনেদমক্ষরমবতারিতং, তথা চোপ-

---

য়তে।—অক্ষরং পরমাত্মৈব ন তু বর্ণাঃ। কুতঃ। অম্বরান্তধৃতেঃ। ন খল্বম্বরান্তানি পৃথিব্যাদীনি বর্ণা ধারয়িতুমর্হন্তি কিন্তু পরমাত্মৈব। তেষাং পরমাত্মবিকারত্বাৎ। ন চ নামধেয়াত্মকং রূপধেয়মিতি যুক্তম্। স্বরূপভেদাদুপায়ভেদাদর্থক্রিয়াভেদাচ্চ। তথাহি।—শব্দত্বসামান্যাত্মকানি শ্রোত্রগ্রাহ্যাণ্যভিধেয়প্রত্যয়ার্থক্রিয়াণি নামধেয়ান্যনুভূয়ন্তে। রূপধেয়ানি তু ঘটপটাদীনি ঘটত্বপটত্বাদিসামান্যাত্মকানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাণি মধুধারণপ্রাবরণাদ্যর্থক্রিয়াণি চ ভেদেনানুভূয়ন্ত ইতি কুতোনামসম্ভেদঃ? ন চ ডিত্থোঽয়মিতি শব্দসামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ঃ। ন খলু শব্দাত্মকোঽয়ং পিণ্ড ইত্যনুভবঃ কিন্তু যো নানাদেশকালসংপ্লুতঃ পিণ্ডঃ সোঽয়ং সন্নিহিতদেশকাল ইত্যর্থঃ। সংজ্ঞা তু গৃহীতসম্বন্ধেরত্যন্তাভ্যাসাৎ পিণ্ডাভিনিবেশিন্যেব সংস্কারোদ্বোধসম্পাতায়াতা স্মর্য্যতে। যথাহুঃ।—

'যৎ সংজ্ঞাস্মরণং তত্র ন তদপ্যন্যহেতুকম্।
পিণ্ড এব হি দৃষ্টঃ সন্ সংজ্ঞাং স্মারয়িতুং ক্ষমঃ॥
সংজ্ঞা হি স্মর্য্যমাণাপি প্রত্যক্ষত্বং ন বাধতে।
সংজ্ঞিনঃ সা তটস্থা হি ন রূপাচ্ছাদনক্ষমা'॥ ইতি।

বিধারক বলিয়াছেন। [তত্র…সম্ভবতি] ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পৃথিব্যাদির আধার আকাশ, এই প্রত্যুত্তরের পর গার্গী যখন জিজ্ঞাসা করিল "আকাশ কিসে ওত (স্থাপিত)?" যাজ্ঞবল্ক্য তখন তদুত্তরার্থ বলিলেন, "আকাশ অক্ষরে ওত।" পুনর্ব্বার প্রস্তাবশেষে বলিলেন "গার্গি! আকাশ

সংহৃতমেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। ন চেয়মম্বরান্তধৃতির্ব্রহ্মণোঽন্যত্র সম্ভবতি। যদপ্যোঙ্কার এবেদং সর্ব্বমিতি তদপি ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসাধনত্বাৎ স্তুত্যর্থং দ্রষ্টব্যম্। তস্মান্ন ক্ষরত্যশ্নুতে চেতি নিত্যত্বব্যাপিত্বাভ্যামক্ষরং পরমেব ব্রহ্ম। স্যাদেতৎ। কার্য্যস্য চেৎ কারণাধীনত্বং অম্বরান্তধৃতিরভ্যুপগম্যতে প্রধানকারণবাদিনোঽপীয়মুপপ-

---

ন চ বর্ণাতিরিক্তে স্ফোটাত্মনি অলৌকিকেঽক্ষরপদপ্রসিদ্ধিরস্তি লোকে। ন চৈব প্রামাণিক ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যতে। নিরূপিতং চাস্মাভিস্তত্ত্ব-বিন্দৌ। তস্মাৎ শ্রোত্রগ্রাহ্যাণাং বর্ণানামম্বরান্তধৃতেরনুপপত্তেঃ সমুদায়-প্রসিদ্ধিবাধনাৎ অবয়বপ্রসিদ্ধ্যা পরমাত্মৈবাক্ষরমিতি সিদ্ধম্। যে তু প্রধানং পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা অনেন সূত্রেণ পরমাত্মৈবাঽক্ষরমিতি সিদ্ধান্তয়ন্তি, তৈরম্বরান্ত-ধৃতেরিত্যনেন কথং প্রধানং নিরাক্রিয়ত ইতি বাচ্যম্। অথ নাধিকরণত্ব-মাত্রং ধৃতিরপি তু প্রশাসনাধিকরণতা। তথা চ শ্রুতিঃ।—'এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত' ইতি। তথাপ্যম্বরান্তধৃতে-রিত্যনর্থকম্। এতাবদ্বক্তব্যম্।—অক্ষরং প্রশাসনাদিতি। এতাবতৈব প্রধাননিরাকরণসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ বর্ণাক্ষরতানিরাক্রিয়ৈবাঽস্যার্থঃ। ন চ স্থূলাদীনাং বর্ণেষপ্রাপ্তেরস্থূলমিত্যাদিনিষেধানুপপত্তের্ব্বর্ণেষু শঙ্কৈব নাস্তীতি

অক্ষরেই ওতপ্রোত আছে।" তদ্রূপ বিধারণ, পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থের ধারণকর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভব হয় না। [যদ...ব্রহ্ম] শ্রুতিতে যে ওঁ অক্ষরের সর্ব্বাত্মতা (সর্ব্বময়তা) ব্যক্ত আছে, (এ সমস্তই ওঁকার), ব্রহ্মজ্ঞানসাধক ওঁ অক্ষরের স্তুতি করাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য।—ন ক্ষরতি অশ্নুতে চ—যিনি ক্ষরিত হন না ও ব্যাপিয়া আছেন তিনি অক্ষর, এখানে এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই প্রবল (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ অনশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী নহে; সুতরাং অক্ষর ব্রহ্ম; বর্ণ নহে।) [স্যাদেতৎ...পঠতি] যদি বল, ব্রহ্মের জগদ্বিধারণ কিরূপ? জন্য দ্রব্য-মাত্রেই কারণদ্রব্যের অধীন, তদনুসারে কথন কথন কারণকে কার্য্যের বিধারক বলা যায়, (মৃত্তিকা যেমন ঘটের বিধারক; ঘট মৃত্তিকাতে হই-য়াছে ও মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া আছে; সুতরাং মৃত্তিকা ঘটের বিধারক।) এখানে যদি সেরূপ বিধারণ হয়, তবে, সেরূপ বিধারণ প্রকৃতিকারণবাদীর

দ্যতে কথং অম্বরান্তধৃতেব্র্ব্রহ্মত্বপ্রতিপত্তিরিতি, অত উত্তরং পঠতি ॥ ১০ ॥

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥*

সা চাম্বরান্তধৃতিঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম। কস্মাৎ, প্রশাসনাৎ। প্রশাসনং হীহ শ্রূয়তে, এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইত্যাদি। প্রশাসনঞ্চ পারমেশ্বরং কর্ম্ম নাচেতনস্য প্রশাসনং সম্ভবতি। ন হ্যচেতনানাং ঘটাদিকারণানাং মৃদাদীনাং ঘটাদিবিষয়ং প্রশাসনমস্তি ॥ ১১ ॥

বাচ্যম্। ন হ্যবশ্যং প্রাপ্তিপূর্ব্বকা এব প্রতিষেধা ভবন্তি, অপ্রাপ্তেষ্বপি নিত্যানুবাদানাং দর্শনাৎ। যথা নান্তরিক্ষে ন দিবীত্যগ্নিচয়ননিষেধানুবাদঃ। তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতৎ।

প্রশাসনমাজ্ঞা চেতনধর্ম্মো নাচেতনে প্রধানে বাহব্যাকৃতে বা সম্ভবতি। ন চ মুখ্যার্থসম্ভবে কূলং পিপতিষতীতিবৎ ভাক্তত্বমুচিতমিতি ভাবঃ।

পক্ষেও আছে। যদি তাহাই থাকিল, তবে তুমি কিপ্রকারে জানিবে, নিশ্চয় করিতে পারিবে, অক্ষর প্রকৃতি নহে, ব্রহ্ম? এক্ষণে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র পঠিত হইতেছে।

ঐ স্থানে প্রশাসন উক্তি আছে। অর্থাৎ সেরূপ বিধারণ নহে। বিধারণ শব্দের অর্থ প্রশাসন। শাসনাত্মক বিধারণ অন্যের কার্য্য নহে; তাহা পরমেশ্বরের কার্য্য। যেমন বিধারণ-শব্দ আছে, তেমনি প্রশাসন-শব্দও আছে। যথা—"হে গার্গি। এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসন প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত আছে।" প্রধান অচেতন, তাহার শাসনকর্ত্তৃত্ব অসম্ভব; সুতরাং ঐ প্রশাসন পরমেশ্বরের প্রশাসন। (জড়কার্য্যের প্রতি কুত্রাপি শাসন শব্দের প্রয়োগ হয় না, জড়কে কেহ শাসন কর্ত্তা বলে না, মৃত্তিকা ঘট জন্মায় বটে, কিন্তু সে তাহাকে শাসন করে না, করিতে পারেও না)।

---

* চেতনকর্ত্তৃকবিষয়নং প্রশাসনং তস্মাৎ। প্রশাসনাৎ প্রশাসনত্বোক্তেঃ সা অম্বরান্তধৃতিঃ পারমেশ্বরমেব কর্ম্মেতি সূত্রার্থঃ।—শাসনপূর্ব্বক ধারণ, এইরূপ উক্তি আছে। সেরূপ বিধারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যের অসম্ভব।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥*

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ কারণাৎ ব্রহ্মৈবাক্ষরশব্দবাচ্যং, তস্যৈবাম্বরান্তধৃতিঃ কর্ম্ম নান্যস্য কস্যচিৎ। কিমিদমন্যভাবব্যাবৃত্তেরিতি। অন্যস্য ভাবোঽন্যভাবস্তস্মাদ্ব্যাবৃত্তিরন্যভাবব্যাবৃত্তিরিতি। এতদুক্তং ভবতি—যদন্যদ্‌ব্রহ্মণোঽক্ষরশব্দবাচ্যমিহাশঙ্ক্যতে তদ্ভাবাদিদমম্বরান্তবিধরণমক্ষরং ব্যাবর্ত্তয়তি শ্রুতিঃ, তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রিতি। তত্রাদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্যাপি সম্ভবতি, দ্রষ্টৃত্বাদিব্যপদেশস্তু ন তস্য সম্ভবত্যচেতনত্বাৎ। তথা, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি

অম্বরান্তবিধরণাক্ষরস্যেশ্বরাদ্যদন্যদ্বর্ণা বা প্রধানং বা হ্ব্যাকৃতং বা তেষামন্যেষাং ভাবোঽন্যভাবস্তমত্যন্তং ব্যাবর্ত্তয়তি শ্রুতিঃ, তদ্বা এতদক্ষরং গার্গীত্যাদিকা। অনেনৈব সূত্রেণ জীবস্যাপ্যক্ষরতা নিষিদ্ধেত্যত আহ।—"তথে"তি। নান্যদিত্যাদিকয়া হি শ্রুত্যাত্মভেদঃ প্রতিষিধ্যতে। তথা

শ্রুতি বিশেষণের দ্বারা অন্যভাবের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন, সে হেতুতেও অক্ষর পরব্রহ্ম এবং ঐ বিধরণ কর্ম্ম ব্রহ্মের, অন্যের নহে। অন্যভাব অর্থাৎ অচেতনভাব। তাহা হইতে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ বিশেষণের দ্বারা অক্ষরের অচেতনত্ব নিবারণপূর্ব্বক চেতন অর্থে স্থাপন। অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি এমন সকল বিশেষণ দিয়াছেন, যদ্দ্বারা অক্ষরের অচেতন অর্থ নিবারিত ও চেতন অর্থ প্রতিপাদিত হয়। যথা—"হে গার্গি! সেই এই অক্ষর অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা, অমত অথচ মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা।" প্রকৃতিতে অদৃষ্ট প্রভৃতি বিশেষণ স্থান পাইতে পারে বটে; কিন্তু দ্রষ্টা প্রভৃতি বিশেষণ স্থান পাইতে বা সংগত হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়া; তজ্জন্য তাহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম অসম্ভব। [তথা...নিশ্চয়ঃ] আর, "ইহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদনিষেধ থাকায়

---

* অন্যভাবঃ ব্রহ্মভিন্নত্বং অচেতনত্বমিতি যাবৎ তস্মাৎ ব্যাবৃত্তিঃ পৃথক্‌কৃতয়া ব্যক্ত্যাপন্নং তস্মাৎ। আকাশান্তস্য আধারং অক্ষরং শ্রুতিরচেতনাৎ ব্যাবর্ত্তয়তি যস্মাত্ ইতি সূত্রার্থঃ।—যেহেতু শ্রুতি অক্ষরের অচেতনভাব নিষেধ করিয়াছেন সেই হেতু অক্ষর প্রধান নহে।

শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রিত্যাত্ম-ভেদপ্রতিষেধাৎ ন শারীরস্যাপ্যুপাধিমতোঽক্ষরশব্দবাচ্যত্বম্। অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমন ইত্যুপাধিমত্ত্বাপ্রতিষেধাৎ। ন হি নিরুপাধিকঃ শারীরো নাম ভবতি। তস্মাৎ পরমেব ব্রহ্মাক্ষরমিতি নিশ্চয়ঃ॥ ১২॥

ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ॥ ১৩॥ *

এতদ্বৈ সত্যকাম! পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বি-দ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতীতি প্রকৃত্য শ্রূয়তে, যঃ

চোপাধিভেদভিন্না জীবা নিষিদ্ধা ভবন্ত্যভেদাভিধানাদিত্যর্থঃ। ইতোঽপি ন শারীরস্যাক্ষরশব্দতেত্যাহ।—"অচক্ষুষ্ক"মিতি। অক্ষরস্য চক্ষুরাদ্যুপাধিং বারয়ন্তী শ্রুতিরৌপাধিকস্য জীবস্যাক্ষরতাং নিষেধতীত্যর্থঃ। তস্মাদ্বর্ণ-প্রধানাব্যাকৃতজীবানামসম্ভবাৎ সম্ভবাচ্চ পরমাত্মনঃ পরমাত্মৈবাক্ষরমিতি সিদ্ধম্।

কার্য্যব্রহ্মজনপ্রাপ্তিফলত্বাদর্থভেদতঃ।
দর্শনধ্যানয়োর্ধ্যেয়মপরং ব্রহ্ম গম্যতে॥

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতেঃ সর্ব্বগতপরব্রহ্মবেদনে তদ্ভাবাপত্তৌ

জীবও অক্ষর শব্দের বোধ্য নহে। জীবের শরীরাদি উপাধি আছে; পরন্তু অক্ষরের তাহা নাই। যথা—"তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র," ইত্যাদি। জীব নিরুপাধিক, এ কথা বলিতে পারিবে না; সুতরাং পরিশেষে ব্রহ্মকেই অক্ষর বলিতে হইবেক।

প্রশ্নোপনিষদে, পিপ্‌পলাদ-গুরু সত্যকাম শিষ্যকে বলিতেছেন,—"সত্য-কাম! এই যে ওঁকার, ইহাই পর অপর (সগুণ নির্গুণ) ব্রহ্ম। যে এই ওঁকারকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, ব্রহ্মবোধে উপাসনা করে, সে উপাসক এই আয়তনের (ব্রহ্মপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপ প্রণবের) দ্বারা একতর ব্রহ্ম

* ওঁকারে যো ধ্যেয়ঃ স পরমাত্মৈব। কুতঃ? ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ বাক্যশেষে তস্য ঈক্ষণীয়ত্বোক্তেরিতি যাবৎ।—পিপ্‌পলাদ ওঁকারে যাঁহার ধ্যান করিতে বলিয়াছেন তিনি নির্গুণ পরমাত্মা। হেতু এই যে, ঐ বাক্যের শেষে সেই ধ্যাতব্য-পুরুষ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাসকের ঈক্ষণীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি-ধ্যায়ীতেতি। কিমস্মিন্ বাক্যে পরং ব্রহ্মাভিধ্যাতব্যমুপ-দিশ্যতে আহোস্বিদপরমিতি। এতেনৈবায়তনেন পরমপরঞ্চৈ-কতরমন্বেতীতি প্রকৃতত্বাৎ সংশয়ঃ। তত্রাপরমিদং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তং। কস্মাৎ। স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ স সামভিরু-ন্নীয়তে ব্রহ্মলোকমিতি চ তদ্বিদো দেশপরিচ্ছিন্নস্য ফল-স্যোচ্যমানত্বাৎ। ন হি পরব্রহ্মবিদ্দেশপরিচ্ছিন্নং ফলমশ্নু-

'স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোক'মিতি ন দেশবিশেষপ্রাপ্তিরুপপদ্যতে। তস্মাদ-পরমেব ব্রহ্মেহ ধ্যেয়ত্বেন চোদ্যতে। ন চেক্ষণস্য লোকে তত্ত্ববিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধেঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণস্তথাভাবাৎ ধ্যায়তেশ্চ তেন সমানবিষয়ত্বাৎ পর-ব্রহ্মবিষয়মেব ধ্যানমিতি সাম্প্রতম্। সমানবিষয়ত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। পরো হি পুরুষো ধ্যানবিষয়ঃ, পরাৎপরস্তু দর্শনবিষয়ঃ। ন চ তত্ত্ববিষয়মেব সর্ব্বত্র দর্শনম্। অনৃতবিষয়স্যাপি তস্য দর্শনাৎ। ন চ মননং দর্শনং তচ্চ তত্ত্ব-বিষয়মেবেতি সাম্প্রতম্। মননাদ্ভেদেন তত্র তত্র দর্শনস্য নির্দ্দেশাৎ। ন চ মননমপি তর্কাপরনামাবশ্যং তত্ত্ববিষয়ম্। যথাহুঃ—'তর্কো২প্রতিষ্ঠ' ইতি। তস্মাদপরমেব ব্রহ্মেহ ধ্যেয়ম্। তস্য চ পরত্বং শরীরাপেক্ষয়েতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

ঈক্ষণধ্যানয়োরেকঃ কার্য্যকারণভূতয়োঃ।
অর্থ ঔৎসর্গিকং তত্ত্ববিষয়ত্বং তথেক্ষতেঃ॥

প্রাপ্ত হয়।" পিপ্পলাদ এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "যে ব্যক্তি এই ত্রিমাত্র ওঁকারে পর-পুরুষ ধ্যান করে সে সূর্য্যলোক হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।" পিপ্পলাদের পূর্ব্ববাক্যে একতর (ধ্যান অনুসারে হয় সগুণ না হয় নির্গুণ) প্রাপ্তির কথা আছে এবং পরবাক্যে ব্রহ্মলোক গমনের কথা আছে। সুতরাং সংশয় হয়, পিপ্পলাদ ঐ প্রস্তাবে কি উপ-দেশ করিয়াছেন—পরব্রহ্ম? কি অপরব্রহ্ম? [তত্র···ব্রহ্মণঃ] "ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হয়" এই পরিচ্ছিন্নফলবচন দৃষ্টে অনুমান হয়, পিপ্পলাদ ঐ প্রস্তাবে অপর (সগুণ) ব্রহ্মের ধ্যানোপদেশ করিয়াছেন। যে পরব্রহ্ম জানে সে যে পরিচ্ছিন্ন ফল (মাত্র ব্রহ্মলোকরূপ অল্প ফল) পাইবে, ইহা হইতেই পারে না। হেতু এই যে, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, তৎপ্রাপ্তিরূপ

যীতেতি যুক্তং, সর্ব্বগতত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ। নম্বপরব্রহ্ম-পরিগ্রহে পরং পুরুষমিতি বিশেষণং নোপপদ্যতে। নৈষ দোষঃ। পিণ্ডাপেক্ষয়া প্রাণস্য পরত্বোপপত্তেঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—পরমেব ব্রহ্মেহাভিধ্যাতব্যমুপদিশ্যতে, কস্মাৎ, ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ। ঈক্ষতির্দ্দর্শনং দর্শনব্যাপ্য-মীক্ষতিকর্ম্ম। ঈক্ষতিকর্ম্মত্বেনাস্যাভিধ্যাতব্যস্য পুরুষস্য বাক্যশেষে ব্যপদেশো ভবতি, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ-পরং পুরুষং পুরিশয়ং ঈক্ষত ইতি। অত্রাভিধ্যায়তেরতথা-

---

ধ্যানস্য হি সাক্ষাৎকারঃ ফলম্। সাক্ষাৎকারশ্চোৎসর্গতস্তত্ত্ববিষয়ঃ। ক্বচিত্তু বাধকোপনিপাতে সমারোপিতগোচরোভবেৎ। ন চাসত্যপবাদে শক্য উৎসর্গস্ত্যক্তুম। তথা চাস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ তৎকারণস্য ধ্যানস্যাপি তত্ত্ববিষয়ত্বম্। অপি চ বাক্যশেষেণৈকবাক্যত্বসম্ভবে ন বাক্যভেদোযুজ্যতে। সম্ভবতি চ পরপুরুষবিষয়ত্বেনার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ সমভিব্যাহারাচ্চৈকবাক্যতা। তদনুরোধেন চ পরাৎপর ইত্যত্র পরাদিতি জীবঘনবিষয়ং দ্রষ্টব্যম। তস্মাত্তু

ফলও সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন। [নম্বপর . দেশাৎ] যদি বল, অপর-ব্রহ্ম গ্রহণ করিলে "পরং" বিশেষণ অনর্থক হইবে, আমি বলি হইবে না। ঐ বিশেষণ নির্দ্দোষ। কেন-না, প্রাণ পিণ্ড-অপেক্ষা পর। (পিণ্ড = স্থূল, স্থূলাভিমানী বিরাট্। প্রাণ = সমষ্টিশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ। বিরাট্ অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট)। ঐইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পর সমাধান বলিতেছেন, ঐ বাক্যে পরব্রহ্মই ধ্যাতব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। হেতু এই যে, ঐ বাক্যের শেষে ঈক্ষতি-কর্ম্মের ব্যপদেশ আছে। [ঈক্ষতি · ইতি] ঈক্ষতি = ঈক্ষধাতু। ঈক্ষধাতুর অর্থ দর্শন অর্থাৎ দেখা। কর্ম্মশব্দের অর্থ তদ্ব্যাপ্য অর্থাৎ তাহার বিষয়। ব্যপদেশ = উল্লেখ। মিলিতার্থ এই যে, পিপ্পলাদ বাক্যের শেষে "উপাসক সেই স্বীয় ধ্যাতব্য পরাৎপর পুরুষ দেখে, আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকার করে," এইরূপ ব্যপদেশ (উল্লেখ) থাকায় পিপ্পলাদোক্ত ধ্যাতব্য ব্রহ্ম পর-ব্রহ্ম। যথা—"সেই উপাসক তখন জীবঘন (হিরণ্যগর্ভ) হইতে পরাৎপর পুরিশয় পুরুষ দেখে, আত্ম অভেদে সাক্ষাৎকার করে।" [অত্রা...জায়তে] যাহা ধ্যানের

ভূতমপি বস্তু কর্ম্ম ভবতি মনোরথকল্পিতস্যাপ্যভিধ্যায়তি-কর্ম্মত্বাৎ। ঈক্ষতেস্তু তথাভূতমেব বস্তু লোকে কর্ম্ম দৃষ্ট-মিত্যতঃ পরমাত্মৈবাঽয়ং সম্যগ্দর্শনবিষয়ভূত ঈক্ষতিকর্ম্ম-ত্বেন ব্যপদিষ্ট ইতি গম্যতে। স এব চেহ পরপুরুষশব্দাভ্যা-মভিধ্যাতব্যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। নম্বভিধ্যানে পরপুরুষ উক্ত ঈক্ষণে তু পরাৎপরঃ কথমিতর ইতরত্র প্রত্যভিজ্ঞায়ত ইতি, অত্রোচ্যতে। পরপুরুষশব্দৌ তাবদুভয়ত্র সাধারণৌ। ন চাত্র জীবঘনশব্দেন প্রকৃতোঽভিধ্যাতব্যঃ পরপুরুষঃ পরা-মৃশ্যতে যেন তস্মাৎ পরাৎপরোঽয়মীক্ষিতব্যঃ পুরুষোঽন্যঃ স্যাৎ। কস্তর্হি জীবঘন ইতি। উচ্যতে। ঘনোমূর্ত্তির্জীব-

পরঃ পুরুষো ধ্যাতব্যশ্চ দ্রষ্টব্যশ্চ ভবতি। তদিদমুক্তম্। ন চাত্র জীবঘন-শব্দেন প্রকৃতোঽভিধ্যাতব্যঃ পরঃ পুরুষঃ পরামৃশ্যতে কিন্তু জীবঘনাৎ পরাৎ পরো যো ধ্যাতব্যো দ্রষ্টব্যশ্চ তমেব কথয়িতুং জীবঘনোজীবঃ খিল্যভাব-

বিষয় তাহা তথাভূত অতথাভূত উভয় প্রকারই হয়। কিন্তু যাহা সম্যক্ জ্ঞানের বিষয় তাহা তথাভূত ভিন্ন অতথাভূত হয় না। মনঃকল্পিত বস্তুও ধ্যানের বিষয় হইতে দেখা যায়, কিন্তু মনঃকল্পিত বস্তু সাক্ষাৎকৃত হইতে দেখা যায় না। অতএব, শ্রুতি যখন ঈক্ষতে—সাক্ষাৎকার করে—বলিয়া-ছেন, তখন অবশ্যই বুঝিবে, অকল্পিতস্বভাব পরমাত্মাই ঐ ঈক্ষণ-ক্রিয়ার বিষয় এবং তিনিই পর-শব্দের ও পুরুষ-শব্দের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়া-ছেন। [নম্বভি···ইতি] বলিতে পার, অভিধ্যান-বাক্যে 'পর' শব্দ, আর ঈক্ষণ-বাক্যে 'পরাৎপর' শব্দ, এমত স্থলে কিপ্রকারে এক-শব্দে অপরের জ্ঞান হইতে পারে? ইহাতে আমরা বলি, পর-শব্দ ও পুরুষ-শব্দ উভয়েই উভয়ের বোধক। এমন বলিতে পারিবে না যে, যে-অভিধ্যাতব্য জীবঘন-শব্দে উক্ত হইয়াছে, সে 'ঈক্ষতে' শব্দে উক্ত হয় নাই। অর্থাৎ ধ্যাতব্য পুরুষ অন্য ও ঈক্ষণীয় পুরুষ অন্য। (ধ্যানের ও ধ্যানফল জ্ঞানের বিষয় এক বৈ দুই হইতে পারে না। ধ্যান এক, জ্ঞান এক, এরূপ হয় না। যাহারই ধ্যান, তাহারই জ্ঞান, ইহাই নিয়ম। যে-বস্তু জানিবার জন্য ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত করিবে, ধ্যানপরিপাকে জ্ঞান হইলে সেই বস্তুই দেখা

লক্ষণোঘনো জীবঘনঃ সৈন্ধবখিল্যবৎ। যঃ পরমাত্মনো-জীবরূপঃ খিল্যভাব উপাধিকৃতঃ পরশ্চ বিষয়েন্দ্রিয়েভ্যঃ সোঽত্র জীবঘন ইতি। অপর আহ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকমিতি, অতীতানন্তরবাক্যনির্দ্দিষ্টো যো ব্রহ্মলোকঃ পরশ্চ লোকান্তরেভ্যঃ সোঽত্র জীবঘন ইত্যুচ্যতে। জীবানাং হি সর্ব্বেষাং করণপরিবৃতানাং সর্ব্বকরণাত্মনি হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মলোকনিবাসিনি সঙ্ঘাতোপপত্তের্ভবতি ব্রহ্মলোকোজীব-ঘনঃ, তস্মাৎ পরো যঃ পরমাত্মেক্ষণকর্ম্মভূতঃ স এবাভি-ধ্যানেঽপি কর্ম্মভূত ইতি গম্যতে। পরং পুরুষমিতি চ বিশেষণং পরমাত্মপরিগ্রহ এবাঽবকল্পতে। পরো হি

মুপাধিবশাদাপন্নঃ স উচ্যতে। 'স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোক'মিত্যনন্তর-বাক্যনির্দ্দিষ্টোব্রহ্মলোকোবা জীবঘনঃ। স হি সমস্তকরণাত্মনঃ সূত্রাত্মনো-

---

যাইবে, জানা যাইবে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।) জিজ্ঞাসা করিতে পার, জীবঘন কে? ঘন-শব্দে নিবিড়তা। দ্রব-কাঠিন্য। যেমন সৈন্ধবঘন, তেমনি জীবঘন। পরমাত্মার যে-স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদি-উপাধির দ্বারা খিল্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ অল্প নিবিড় বা কিঞ্চিৎ পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং যে-স্বরূপ সেই সেই ইন্দ্রিয়াদি হইতে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও অতীত; সেই স্বরূপই জীবঘন-শব্দে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মা কথিত হয় নাই। (জীব-ঘন-শব্দের ব্রহ্মলোক অর্থ মুখ্য নহে, কিন্তু অমুখ্য বা গৌণ)। [অপর… গম্যতে] বৃত্তিকার বলিয়াছেন, ব্রহ্মলোক অন্যান্য লোক অপেক্ষা পর (উৎকৃষ্ট)। পূর্ব্বাপর বাক্যে তাহারই উল্লেখ আছে, সুতরাং জীবঘন-শব্দে ব্রহ্মলোক। সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) এই লোকের স্বামী। জীবঘন অর্থাৎ জীবসংঘাত, এ অর্থ ব্রহ্মলোক পক্ষেও সংগত হয় বা খাটে। তাহার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়বেষ্টিত সমস্তজীবে সর্ব্বেন্দ্রিয়া… হিরণ্যগর্ভের অহমভিমান আছে। অতএব, ব্রহ্মলোকই জীবঘন। … হইতে পর (উৎকৃষ্ট) পরমাত্মা। এই পরমাত্মা প্রোক্ত ঈক্ষণের এবং অভিধ্যানেরও আলম্বন। [পরং…স্তরাৎ] পরং, পুরুষং, এই বিশেষণ পরমাত্মা অর্থেই কুপ্ত। পরমাত্মাই সর্ব্ব-পর। এ বিষয়ে শ

পুরুষঃ পরমাত্মৈব ভবতি, যস্মাৎ পরং কিঞ্চিদন্যন্নাস্তি, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার ইতি চ বিভজ্যা-ঽনন্তরমোঙ্কারেণ পরং পুরুষমভিধ্যাতব্যং ব্রুবন্ পরমেব ব্রহ্ম পরং পুরুষং গময়তি। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুচ্যত ইতি পাপ্মবিনির্মোক-ফলবচনং পরমাত্মানমিহাভিধ্যাতব্যং সূচয়তি। অথ যদুক্তং পরমাত্মাভিধ্যায়িনো ন দেশপরিচ্ছিন্নং ফলং যুজ্যত ইতি, অত্রোচ্যতে। ত্রিমাত্রেণোঙ্কারেণালম্বনেন পরমাত্মানমভি-ধ্যায়তঃ ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ ক্রমেণ চ সম্যগ্দর্শনোৎ-পত্তিরিতি ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়মেতদ্ভবিষ্যতীত্যদোষঃ ॥ ১৩ ॥

হিরণ্যগর্ভস্য ভগবতোনিবাসভূমিতয়া করণপরিবৃতানাং জীবানাং তত্র সংঘাত ইতি ভবতি জীবঘনঃ। তদেবং ত্রিমাত্রোঙ্কারায়তনং পরমেব ব্রহ্মো-পাস্যম্। অত এব চাঽস্য দেশবিশেষাধিগতিঃ ফলমুপাধিমত্ত্বাৎ ক্রমেণ চ সম্যগ্দর্শনোৎপত্তৌ মুক্তিঃ। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ইতি তু নিরুপাধি-ব্রহ্মবেদনবিষয়া শ্রুতিঃ। অপরস্তু ব্রহ্মৈক্যৈকমাত্রায়তনমুপাস্যমিতি মন্তব্যম্।

প্রমাণ যথা—"ইহাঁ ব্যতীত পর নাই।" "পুরুষের পর আর কিছুই নাই।" "পুরুষই পরাকাষ্ঠা (শেষ সীমা), এবং পুরুষই পরা গতি (প্রাপ্যতার চরম)।" [পরঞ্চা· সূচয়তি] "ওঁকারই পরাপর ব্রহ্ম" এইরূপ বলিয়া, দ্বিবিধ বিভাগ দেখাইয়া, পশ্চাৎ ত্রিমাত্র ওঁকারে পর-পুরুষের ধ্যান বলা-তেই বুঝা গিয়াছে, প্রোক্ত পর-পুরুষ পরব্রহ্ম। ঐ বাক্যে যে পরমাত্মার ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার "সর্প যেমন নির্মোকমুক্ত হয়, সেইরূপ, প্রাণোপাসক পাপবিমুক্ত হয়।" এই পাপবিমুক্তি ফলের দ্বারাও ঐ অর্থ নিশ্চয় হয়। [অথ...দোষঃ] বলিয়াছিলে, পরমাত্মধ্যায়ীর দেশপরিচ্ছিন্ন ফল (ব্রহ্মলোক) অসঙ্গত; তদুত্তরে বলিতেছি, অসঙ্গত নহে। ত্রিমাত্র ওঙ্কার অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মধ্যান করিলে তাহার ফল ব্রহ্মলোক সত্য; পরন্তু সেই লোকেই তাহার পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়। অতএব, ক্রমমুক্তি স্থান ব্রহ্মলোক ফল অল্প নহে, পরিচ্ছিন্নফল নহে, ঐরূপে তাহা সম্পূর্ণ; সুতরাং অদোষ।

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥ *

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যাদি বাক্যং সমাম্নায়তে। তত্র যোঽয়ং দহরে হৃদয়পুণ্ডরীকে দহর আকাশঃ শ্রুতঃ স কিং ভূতাকাশোঽথ বিজ্ঞানাত্মাঽথবা পরমাত্মেতি সংশয্যতে। কুতঃ সংশয়ঃ। আকাশব্রহ্মপুরশব্দাভ্যাম্। আকাশশব্দো হ্যয়ং ভূতাকাশে

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং সূক্ষ্মং গুহাপ্রায়ং পুণ্ডরীকসন্নিবেশং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্"। আগমাচার্য্যোপদেশাভ্যাং শ্রবণঞ্চ তদবিবোধিনা তর্কেণ মননঞ্চ তদন্বেষণং তৎপূর্ব্বকেণ চাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালাসেবিতেন ধ্যানাভ্যাসপরিপাকেণ সাক্ষাৎকারো-বিজ্ঞানম্। বিশিষ্টং হি তজ্জ্ঞানং পূর্ব্বভ্যঃ। তদিচ্ছা বিজিজ্ঞাসনম্। অত্র সংশয়মাহ।—"তত্রে"তি। তত্র প্রথমং তাবদেষ সংশয়ঃ। কিং দহরাকাশাদন্যদেব কিঞ্চিদন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ উত দহরাকাশ ইতি। যদাপি দহরাকাশোঽন্বেষ্টব্যস্তদাপি কিং ভূতাকাশ আহো শারীর আত্মা কিং বা পরমাত্মেতি। সংশয়হেতুং পৃচ্ছতি—"কুতঃ" ইতি। তদ্ধেতুমাহ।—"আকাশব্রহ্মপুরশব্দাভ্যা"মিতি। তত্র প্রথমং তাবদ্ভূতাকাশ এব দহর

ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূম-বিদ্যা উপদেশের পর "এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) দহর (অল্প) পদ্ম গৃহ আছে। অর্থাৎ হৃদ্‌পদ্মরূপ গৃহ আছে। তন্মধ্যে যে দহর আকাশ, তাহা অন্বেষণ কর ও জান।" এইরূপ এইরূপ কথা আছে। [তত্র ·শব্দাভ্যাম্] ঐ বাক্যে যে অল্পায়ত হৃদয়পুণ্ডরীকে দহরাকাশ শ্রুত হইল, শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইল, উহা কি ? উহা ভূতাকাশ ? না জীব ? না পরমাত্মা ? এইরূপ সংশয় হয়। আকাশ ও ব্রহ্মপুর এই দুই শব্দ উক্তবিধ সংশয়ের বীজ। [আকাশ...সংশয়ঃ] ভূতাকাশ ও পরব্রহ্ম উভয় অর্থেই

---

* উত্তরেভ্যঃ বাক্যশেষেভ্যঃ, ছান্দোগ্যোক্তোদহরাকাশো ব্রহ্মৈবেতি সূত্রযোজনা।—ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দহরকাশ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা পরব্রহ্ম। তৎপ্রতি হেতু এই যে, প্রস্তাবশেষে, যে-সকল বাক্য আছে সে-সকলের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দহরাকাশের ব্রহ্মতা নিশ্চয় হয়।

পরস্মিংশ্চ ব্রহ্মণি প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। তত্র কিং ভূতাকাশ এব দহরঃ স্যাৎ কিং বা পর ইতি সংশয়ঃ। তথা ব্রহ্মপুরমিতি কিং জীবোঽত্র ব্রহ্মনামা তস্যেদং পুরং শরীরং ব্রহ্মপুরমথ বা পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ পুরং ব্রহ্মপুরমিতি। তত্র জীবস্য পরস্য বান্যতরস্য পুরস্বামিনো দহরাকাশত্বে সংশয়ঃ। তত্রাকাশ-শব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাদ্‌ভূতাকাশ এব দহর ইতি প্রাপ্তম্। তস্য চ দহরায়তনাপেক্ষয়া দহরত্বং, যাবান্ বা অয়মাকাশ-স্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইতি চ বাহ্যাভ্যন্তরভাবকৃত-ভেদস্যোপমানোপমেয়ভাবো দ্যাবাপৃথিব্যাদি চ তস্মিন্নন্তঃ-সমাহিতমবকাশাত্মনাকাশস্যৈকত্বাৎ। অথ বা জীবো দহর ইতি প্রাপ্তং ব্রহ্মপুরশব্দাৎ। জীবস্য হীদং পুরং সচ্ছরীরং

ইতি পূর্ব্বপক্ষয়তি—"তত্রাকাশশব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাদি"তি। এষ তু বহুতবোত্তরসন্দর্ভবিরোধাত্তুচ্ছঃ পূর্ব্বপক্ষ ইত্যপরিতোষেণ পক্ষান্তরমালম্বতে পূর্ব্বপক্ষী। "অথ বা জীবো দহর ইতি প্রাপ্তং" যুক্তমিত্যর্থঃ। তত্র—

আকাশ-শব্দের প্রযোগ দেখা যায়; সুতরাং সংশয় হয়, শ্রুতি দহরাকাশ-শব্দে ভূতাকাশ বলিয়াছেন? না পরব্রহ্ম বলিযাছেন? ব্র-পুর শব্দ থাকাতেও অন্যপ্রকার সংশয় হয়। এই শরীররূপ পুরী জীবেরও বটে; ব্রহ্মেরও বটে; কিন্তু শ্রুতি কোন্ পুরস্বামীকে বলিয়াছেন তাহার নিশ্চয় কি? [তত্র...স্যৈকত্বাৎ] আকাশ-শব্দ আকাশ-ভূতে রূঢ়, প্রসিদ্ধ, তদনু-সারে প্রথমতঃ আকাশ ভূত পাওয়া যায়। ভূতাকাশ হৃদ্‌পদ্মদহরে পরিচ্ছিন্ন; তদনুসারে শ্রুতি তাহাকে দহর বলিয়া থাকিবেন। বস্তুভেদ না থাকিলে অভেদ বস্তুর উপমান-উপমেয়ভাব (তুলনা দিয়া বুঝান) ঘটে না সত্য; কিন্তু বাহ্য ও আভ্যন্তর এতদ্রূপভেদ গ্রহণ করিলে, স্বীকার করিলে, "এই আকাশ যদ্রূপ বা যৎপরিমিত, হৃদয়ান্তবর্ত্তী আকাশও তদ্রূপ বা তৎপরিমিত" এ তুলনা বা এই উপমান-উপমেয়ভাব সংগত হইতে পারে। "পৃথিবী ও স্বর্গ এই অন্তরাকাশে অবস্থিত" এ কথাও আকাশের ভেদক-উপাধি ত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র অবকাশভাব গ্রহণ করিলে (লক্ষ্য করিলে) সংগত হইতে পারে। [অথবা ..ভবিষ্যতি] পক্ষান্তরে, ব্রহ্মপুর-

ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে। তস্য স্বকর্ম্মণোপার্জ্জিতত্বাৎ। ভক্ত্যা চ তস্য ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বম্। ন হি পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরেণ স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধোঽস্তি। তত্র পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশে-

---

আধেয়ত্বাদ্বিশেষাদ্বা পুরং জীবস্য যুজ্যতে।
দেহো ন ব্রহ্মণো যুক্তো হেতুদ্বয়বিয়োগতঃ॥

অসাধারণেন হি ব্যপদেশা ভবন্তি। তদ্‌যথা, ক্ষিতিজলপবনবীজাদি-সামগ্রীসমবধানজন্মাঽপ্যঙ্কুরঃ শালিবীজেন ব্যপদিশ্যতে শাল্যঙ্কুর ইতি ন তু ক্ষিত্যাদিভিঃ। তেষাং কার্য্যান্তরেষ্বপি সাধারণত্বাৎ। তদিহ শরীরং ব্রহ্ম-বিকারোঽপি ন ব্রহ্মণা ব্যপদেষ্টব্যম্। ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিকারকারণত্বেনাতি-সাধারণ্যাৎ। জীবভেদধর্ম্মাধর্ম্মোপার্জ্জিতং তদিত্যসাধারণকারণত্বাজ্জীবেন ব্যপদিশ্যত ইতি যুক্তম্। অপি চ ব্রহ্মপুর ইতি সপ্তম্যধিকরণে স্মর্য্যতে তেনাধেয়েনানেন সম্বন্ধব্যম্। ন চ ব্রহ্মণঃ স্বে মহিম্নি ব্যবস্থিতস্যাঽন্যাধেয়ত্বা-ধারসম্বন্ধঃ কল্পতে। জীবস্ত্বারাগ্রমাত্র ইত্যাধেয়ো ভবতি। তস্মাদ্ ব্রহ্মশব্দো রূঢ়িং পরিত্যজ্য দেহাদিবৃংহণতয়া জীবে যৌগিকো বা ভাক্তো বা ব্যাখ্যেয়ঃ। চৈতন্যঞ্চ ভক্তিঃ। উপধানানুপধানে তু বিশেষঃ। "বাচ্যত্বং" গম্যত্বম্। স্যাদেতৎ। জীবস্য পুরং ভবতু শরীরং, পুণ্ডরীকদহরগোচরতা ত্বন্যস্য ভবিষ্যতি, বৎসরাজস্য পুর ইবোজ্জয়িন্যাং মৈত্রস্য সদ্ম ইত্যত আহ।—"তত্র পুরস্বামিন" ইতি। অয়মর্থঃ।—বেশ্ম খল্বধিকরণমনির্দ্দিষ্টা-ধেয়মাধেয়বিশেষাপেক্ষায়াং পুরস্বামিনঃ প্রকৃতত্বাত্তেনৈবাধেয়েন সম্বন্ধং সদনপেক্ষং নাধেয়ান্তরেণ সম্বন্ধং কল্পয়তি। ননু তথাপি শরীরমেবাঽস্য ভোগায়তনমিতি কো হৃদয়পুণ্ডরীকেঽস্য বিশেষো যত্তদেবাঽস্য সদ্ম ইত্যত

শব্দের বলে জীবকেও পাওয়া যায়। ব্রহ্মের পুর ব্রহ্মপুর। ব্রহ্মশব্দের অর্থ এখানে জীব। যেহেতু এই সজীবশরীর জীবের পুরী, বাসস্থান, জীব ইহাকে নিজ ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারা লাভ করিয়াছে, উপার্জ্জন করিয়াছে, সেই হেতু ইহা জীবের পুরী, মুখ্যব্রহ্মের নহে। জীবে ব্রহ্মগুণ বা ব্রহ্মসম্পর্ক আছে; তদনুসারে লোক ও শাস্ত্র জীবকে ব্রহ্ম বলে। "ব্রহ্মপুর" বাক্যস্থ ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থ (পর ব্রহ্ম) ত্যাগ করিয়া জীবরূপ গৌণ অর্থ গ্রহণ করি-বার কারণ এই যে, শরীররূপ পুরীর সহিত মুখ্যব্রহ্মের (পরব্রহ্মের) স্বত্ব স্বামিত্বসম্বন্ধ নাই। তিনি অসঙ্গস্বভাব। আরও দেখ, যে যে-পুরস্বামী,

হবস্থানং দৃষ্টং যথা রাজ্ঞঃ। মনউপাধিকশ্চ জীবো মনশ্চ প্রায়েণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতমিত্যতো জীবস্যৈবেদং হৃদয়ান্তরবস্থানং স্যাৎ। দহরত্বমপি তস্যৈবারাগ্রোপমিতত্বাদবকল্পতে। আকাশোপমিতত্বাদি চ ব্রহ্মাভেদবিবক্ষয়া ভবিষ্যতি। ন চাত্র দহরস্যান্বেষ্টব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রূয়তে, তস্মিন্ যদন্তরিতি পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিতি, অত উত্তরং ক্রমঃ। পরমেশ্বর এব দহরাকাশো ভবিতুমর্হতি

আহ।—"মন উপাধিকশ্চ জীবঃ" ইতি। ননু মনোঽপি চলতয়া সকলদেহবৃত্তি পর্য্যায়েণেত্যত আহ।—"মনশ্চ প্রায়েণ" ইতি। আকাশশব্দশ্চারূপত্বাদিনা সামান্যেন জীবে ভাক্তঃ। অস্তু বা ভূতাকাশ এবায়মাকাশশব্দো দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি, তথাপ্যদোষ ইত্যাহ।—"ন চাত্র দহরস্য" আকাশস্য "অন্বেষ্টব্যত্বমিতি"। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—ভূতাকাশস্য তাবন্ন দহরত্বং যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইত্যুপমানবিরোধাৎ। তথাহি।—

তেন তস্যোপমেয়ত্বং রামরাবণযুদ্ধবৎ।
অগত্যা ভেদমারোপ্য গতৌ সত্যাং ন যুজ্যতে॥

সে সে-পুরের একাংশেই বাস করে, সর্ব্বাংশে নহে। রাজপুরী বিস্তীর্ণা, কিন্তু রাজা তাহার এক দেশেই থাকেন। জীব কি? জীব মন-উপাধিক। মন-উপাধিক চৈতন্যকেই জীব বলে। মন প্রায়শঃই হৃদয়প্রদেশে অবস্থান করেন। মনের হৃদয়াবস্থানে জীবেরও হৃদয়াবস্থান সিদ্ধ হয়। জীবকে যে দহর (অল্প) বলা হইয়াছে, তাহা আরাগ্র দৃষ্টান্তে অধিক সংগত হইতে পারে। (আরা=চামড়া শেলাই করা কাঁটা বা সূচ। শ্রুতি ইহার অগ্রভাগের সহিত জীবের সূক্ষ্মতা অংশের তুলনা করিয়াছেন)। [নচাত্র...ক্রমঃ] আরও দেখ, শ্রুতি দহরের অন্বেষণ ও দহরের স্বরূপ বিচার করিতে বলেন নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, যে তাহার অন্তরবস্থিত—তাহাকেই অন্বেষণ কর। (কাযেই বলিতে হয়, প্রোক্ত দহর জীব ও ভূতাকাশ নহে)। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সূত্রকার বলিতেছেন। [পর...হেতুভ্যঃ] ঐ দহর আকাশ-ভূত নহে, জীবও নহে, কিন্তু পরমেশ্বর।

ন ভূতাকাশো জীবো বা। কস্মাৎ। উত্তরেভ্যোবাক্যশেষ-গতেভ্যো হেতুভ্যঃ। তথা হি—দ্রষ্টব্যতয়া বিহিতস্য দহ-রাকাশস্থ, তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরিত্যুপক্রম্য, কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বে-ষ্টব্যং যদ্বা বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যেবমাক্ষেপপূর্ব্বকং প্রতি-সমাধানবচনং ভবতি, স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবা-নেষোন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে ইত্যাদি। তত্র পুণ্ডরীকদহরত্বেন প্রাপ্তদহরত্ব-স্যাকাশস্য প্রসিদ্ধাকাশৌপম্যেন দহরত্বং নিবর্ত্তয়ন্ ভূতা-কাশত্বং দহরস্থাকাশস্থ নিবর্ত্তয়তীতি গম্যতে। যদ্যপ্যা-কাশশব্দো ভূতাকাশে রূঢ়স্তথাপি তেনৈব তস্যোপমা-

---

অস্তি তু দহরাকাশস্থ ব্রহ্মত্বেন ভূতাকাশাদ্ভেদেনোপমানস্থ গতিঃ। ন চানবচ্ছিন্নপরিমাণমবচ্ছিন্নং ভবতি। তথাসত্যবচ্ছেদানুপপত্তেঃ। ন ভূতা-কাশমানত্বং ব্রহ্মণোঽত্র বিধীয়তে যেন জ্যায়ানয়মাকাশাদিতি শ্রুতিবিরোধঃ স্থাৎ অপি তু ভূতাকাশোপমানেন পুণ্ডরীকোপাধিপ্রাপ্তং দহরত্বং নিব-র্ত্ত্যতে। অপি চ সর্ব্ব এবোত্তরে হেতবো দহরাকাশস্থ ভূতাকাশত্বং ব্যাসে-

এ তথ্য শেষবাক্যের দ্বারা জানা যায়। [তথাহি...ভবতি] প্রস্তাবের শেষ বাক্যে যে-সকল পরমেশ্বরবোধক কথা আছে সে সকল দেখাইতেছি। শ্রুতি প্রথমতঃ দহরাকাশ দর্শনের বিধান (উপদেশ) করিয়াছেন। পরে নিজেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, "যদি কেহ বলে, দহরে অর্থাৎ অত্যল্প হৃদ্-পুণ্ডরীকে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে?" অনন্তর সমাধানবাক্য বলিয়াছেন "এই প্রসিদ্ধ আকাশ যদ্রূপ বা যৎপরিমিত— হৃদয়স্থ দহরাকাশও তদ্রূপ বা তৎপরিমিত। পৃথিবী ও স্বর্গ ইহারই অন্তরে অবস্থিত।" এই সমাধান-বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঐ দহরা-কাশ ভূতাকাশ নহে। শ্রুতি, প্রসিদ্ধ আকাশকে দৃষ্টান্তস্থানে গ্রহণ করাতেই দার্ষ্টান্তিক দহরাকাশের ভূতত্ব নিবারিত হইয়াছে। আকাশ শব্দ আকাশ-ভূতে রূঢ় সত্য; কিন্তু নিজে নিজের দ্বারা তুলিত হওয়া অসম্ভব। নিজে নিজের দ্বারা তুলিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। কাযেই বলিতে হয়, দহরাকাশ আকাশ নহে, ব্রহ্ম। (অর্থাৎ আপনি আপনার

নোপপদ্যত ইতি ভূতাকাশশঙ্কা নিবর্ত্তিতা ভবতি। নন্বে-কস্যাপ্যাকাশস্য বাহ্যাভ্যন্তরত্বকল্পিতেন ভেদেনোপমানোপ-মেয়ভাবঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। নৈবং সম্ভবতি। অগতিকা হীয়ং গতির্যৎ কাল্পনিকভেদাশ্রয়ণম্। অপি চ কল্পয়িত্বা ভেদমুপমানোপমেয়ভাবং বর্ণযতঃ পরিচ্ছিন্নত্বাদভ্যন্তরাকা-শস্য ন বাহ্যাকাশপরিমাণত্বমুপপদ্যতে। ননু পরমেশ্বরস্যাপি জ্যায়ানাকাশাদিতি শ্রুত্যন্তরান্নৈবাকাশপরিমাণত্বমুপপদ্যতে, নৈষ দোষঃ। পুণ্ডরীকবেষ্টনপ্রাপ্তদহরত্বনিবৃত্তিপরত্বাদ্বাক্যস্য ন তাবত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বম্। উভয়প্রতিপাদনেঽপি বাক্যং

দ্বারা উপমিত বা তুলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভিন্ন বস্তুর দ্বারাই ভিন্ন বস্তুর তুলনা হইয়া থাকে, নিজের দ্বারা নিজে তুলিত হয় না। অভিপ্রায় এই যে, আকাশতুল্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধার ব্রহ্মবস্তুই দহরাকাশ-শব্দের বোধ্য)। [নন্বেকস্য...পদ্যতে] বলিয়াছিলে, কাল্পনিক ভেদ (ভিন্ন-ভাব) অবলম্বন করিলে এক বা অভিন্ন বস্তুর উপমান-উপমেয়-ভাব রাখা যায়, অর্থাৎ আকাশ এক বটে; কিন্তু বাহ্যাকাশ ও অন্তরাকাশ এই-রূপ দ্বৈবিধ্য কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ বাহ্যাকাশের দ্বারা অন্তরাকাশ তুলিত হইবার সম্ভাবনা আছে, আমরা বলি, সে সম্ভাবনা এখানে নাই। যেখানে গত্যন্তর না থাকে সেইখানেই কাল্পনিক ভেদ গ্রহণ করা যায়, অন্যত্র নহে। এখানে গত্যন্তর আছে। (গত্যন্তর=ব্রহ্ম-অর্থ-গ্রহণ)। কাল্পনিক ভেদ গ্রহণ করিলেও অল্পপরিমাণ অন্তরাকাশে যৎপরোনাস্তি বৃহৎ ভূতাকাশের তুলনা কোনও প্রকারে উপপন্ন বা সংগত হইবে না। [ননু বর্ত্তয়িতুম্] বলিতে পার, অন্যশ্রুতি বলিয়াছেন "পরমেশ্বর আকাশ অপেক্ষা বড়," কিন্তু এ শ্রুতি বলিলেন, "আকাশের সমান," এ বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য কি? ইহাতে আমরা বলি, অসামঞ্জস্য নাই। কেন-না, ঐ বাক্য পরিমাণ-প্রতিপাদক নহে। অর্থাৎ পরিমাণ প্রতিপাদনে উহার তাৎপর্য্য নাই। (এত বড় অত বড় বলা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে) অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর হৃদপদ্ম পরিচ্ছেদে স্বল্পপ্রায় বা সংকোচভাবপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, তাহা নিবারণ করাই প্রোক্ত দহর-বাক্যের উদ্দেশ্য (তাৎপর্য্য)। উভয়াংশে তাৎপর্য্য আছে বলিতে গেলে বাক্যভেদ দোষ হইবে। ভূতাকাশের

ভিদ্যেত। ন চ কল্পিতভেদে পুণ্ডরীকবেষ্টিতে আকাশৈক-দেশে দ্যাবাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাধানমুপপদ্যতে। এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো ঽবিজিঘৎসো-ঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি চাত্মত্বাপহতপাপ্মত্বা-দয়শ্চ গুণা ন ভূতাকাশে সম্ভবন্তি। যদ্যপ্যাত্মশব্দো জীবে সম্ভবতি তথাপীতরেভ্যঃ কারণেভ্যোজীবাশঙ্কাঽপি নিবর্ত্তিতা ভবতি। ন হ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নস্যারাগ্রোপমিতস্য পুণ্ডরীক-বেষ্টনকৃতং দহরত্বং শক্যং নিবর্ত্তয়িতুম্। ব্রহ্মাভেদবিবক্ষয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ যদাত্মতয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতে তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বগত-

---

ধন্তীত্যাহ।—"ন চ কল্পিতভেদ" ইতি। নাপি দহরাকাশো জীব ইত্যাহ।—"যদ্যপ্যাত্মশব্দ" ইতি।

উপলব্ধেরধিষ্ঠানং ব্রহ্মণোদেহ ইষ্যতে।
তেনাসাধারণত্বেন দেহোব্রহ্মপুরং ভবেৎ॥

দেহে হি ব্রহ্মোপলভ্যত ইত্যসাধারণতয়া দেহো ব্রহ্মপুরমিতি ব্যপদি-শ্যতে ন তু ব্রহ্মবিকারতয়া। তথা চ ব্রহ্মশব্দার্থো মুখ্যো ভবতি। অস্তু বা ব্রহ্মপুরং জীবপুরং, তথাপি যথা বৎসরাজস্য পুরে উজ্জয়িন্যাং মৈত্রস্য

সহিত তুলিত হইয়াছে বলিয়া দহরাকাশও ভূতাকাশ, এ কথা অবক্তব্য। কি প্রকারে তুমি হৃদ্‌পদ্মবেষ্টিত আকাশাংশে স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের সমাবেশ দেখাইবে? "ইনি আত্মা, নিষ্পাপ, অজর, অমর, শোক-রহিত, ক্ষুধা তৃষ্ণা-বর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প, এ সকল কথা—এ সকল বিশেষণ-ভূতা-কাশ পক্ষে সংগত হইবে না। জীবকে আত্মা বলা যায় সত্য; কিন্তু তিনি সত্যকাম সত্যসংকল্প নহেন। সুতরাং জীব দহরাকাশ কিনা এ আশঙ্কা হইতেই পারে না। জীব উপাধিপরিছিন্ন, তদনুসারে তিনি সূচীর অগ্র-ভাগের সহিত তুলিত বা উপমিত হন, তাঁহার হৃদপদ্মবেষ্টনকৃত অল্পতা অনিবার্য্য। [ব্রহ্মা ··যুক্তম্] যদি বল, ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব এক, অভিন্ন, এ ভাবে জীবকে সর্ব্বব্যাপী প্রভৃতি বলা যাইতে পারে, ইহাতে আমরা বলি, ঐরূপ দূর সম্বন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক দহরা-

ত্বাদি বিবক্ষ্যতামিতি যুক্তম্। যদপ্যুক্তং ব্রহ্মপুরমিতি জীবেন পুরস্যোপলক্ষিতত্বাদ্রাজ্ঞ ইব জীবস্যৈবেদং পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশবর্ত্তিত্বমস্তীতি, অত্র ব্রূমঃ। পরস্যৈবেদং ব্রহ্মণঃ পুরং সচ্ছরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে ব্রহ্মশব্দস্য তস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ। তস্যাপ্যস্তি পুরেণাঽনেন সম্বন্ধ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষ্যতে, স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয় ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অথ বা জীবপুর এবাস্মিন্ ব্রহ্ম সন্নিহিতমুপলভ্যতে। যথা শালগ্রামে বিষ্ণুঃ সন্নিহিত ইতি তদ্বৎ।

সদ্ম ভবতি এবং জীবস্থ পুরে হৃৎপুণ্ডরীকং ব্রহ্মসদনং ভবিষ্যতি উত্তরেভ্যো ব্রহ্মলিঙ্গেভ্যোব্রহ্মণোঽবধারণাৎ। ব্রহ্মণো হি বাধকে প্রমাণে বলীয়সি জীবস্থ চ সাধকে প্রমাণে সতি ব্রহ্মলিঙ্গানি কথঞ্চিদভেদবিবক্ষয়া জীবে ব্যাখ্যায়স্তে। ন চেহ ব্রহ্মণোবাধকং প্রমাণং সাধকং বাঽস্তি জীবস্য। ব্রহ্মপুরব্যপদেশশ্চোপপাদিতো ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানতয়া। অর্ভকৌকস্ত্বং চোক্তম্। তস্মাৎ সতি সম্ভবে ব্রহ্মণি তল্লিঙ্গানাং নাব্রহ্মণি ব্যাখ্যানমুচিতমিতি ব্রহ্মৈব

কাশকে জীব বলা অপেক্ষা সাক্ষাৎসম্বন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম বলাই যুক্তিসিদ্ধ। [যদপ্যুক্তং...তদ্বৎ] বলিয়াছিলে, জীবই দেহরূপ পুরের স্বামী, রাজা যেমন পুরীর একাংশে থাকেন, তেমনি জীবও দেহের হৃদয়াংশে বাস করেন, এতদনুসারে "ব্রহ্মপুর" শব্দস্থ ব্রহ্মশব্দের অর্থ জীব, এশরীর তাহারই পুরী, এ সকল কথার প্রত্যুত্তর এই যে, ইহা কেবল জীবের পুরী নহে, ইহা ব্রহ্মেরও পুরী, ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ পরব্রহ্ম; মুখ্যার্থ ত্যাগ করিবার কোনও কারণ নাই। এই শরীর ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান, ইহাতেই ব্রহ্মদর্শন হয়, সুতরাং ইহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে। শ্রুতিও দেহ-পুরে ব্রহ্মের অস্তিত্ব বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"উপাসকগণ দেহরূপ পুরে শয়ান পরব্রহ্মকে দেখিয়া থাকেন।" "ব্রহ্ম সমস্ত শরীররূপ পুরে শয়ান আছেন বলিয়া পুরুষ ও পুরিশয় নামে অভিহিত হন।" অথবা, যেমন শালগ্রামযন্ত্রে বিষ্ণুর সম্যক্ সন্নিধান আছে, সেইরূপ, এই জীবপুরে ব্রহ্মের সম্যক্ সন্নিধান (অধিক প্রকাশ বা অধিক অভিব্যক্তি) আছে। সুতরাং ইহাকে

তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবাঽমুত্র পুণ্য-চিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি চ কর্ম্মণামন্তবৎফলত্বমুক্ত্বা, অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতীতি প্রকৃতদহরাকাশবিজ্ঞা-নস্যানন্তফলত্বং বদন্ পরাত্মত্বমস্য সূচযতি। যদপ্যেতদুক্তং ন দহরস্যাকাশস্যান্বেষ্টব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রুতং পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিতি, অত্র ব্রূমঃ। যদ্যাকাশো নান্বেষ্টব্যত্বেনোক্তঃ স্যাৎ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষো-ঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইত্যাদ্যাকাশস্বরূপপ্রদর্শনং নোপযুজ্যেত। নন্বেতদপ্যন্তর্ব্বর্ত্তিবস্তুসদ্ভাবদর্শনায়ৈব প্রদর্শ্যতে, তঞ্চেদ্

দহরাকাশো ন জীবভূতাকাশাবিতি শ্রবণমননাভ্যামন্বিদ্য ব্রহ্মানুভূয চবণং চারঃ তেষাং কামেষু চবণং ভবতীত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। দহরাকাশস্যান্বেষ্যত্বে সিদ্ধে তত্র বিচারোযুজ্যতে ন তু তদন্বেষ্টব্যং, অপি তু তদাধারমন্যদেব কিঞ্চি-দিত্যুক্তমিত্যনুভাষতে।—"যদপ্যেত' দিতি। অনুভাষিতং দূষয়তি।—"অত্র ব্রূম" ইতি। যদ্যাকাশাধারমন্যদন্বেষ্টব্যং ভবেত্তদেবোপবিবৃৎপাদনীয-মাকাশব্যুৎপাদন্তু কোপযুজ্যত ইত্যর্থঃ। চোদয়তি।—"নন্বেতদপী"তি।

ব্রহ্মপুর বলা হইযাছে। [তদ্‌যথে...সূচযতি] শ্রুতি "যেমন কর্ম্মজনিত ভোগ ও ভোগ্য নশ্বর, সেইরূপ, পুণ্যজনিত ভোগ ও ভোগ্যও নশ্বর," এইরূপে কর্ম্মফলের নশ্বরতা দেখাইযা পশ্চাৎ "যে পুরুষ জীবদ্দশায় আত্ম-সাক্ষাৎকার করিযা শরীর ত্যাগ করে সে সত্যকাম হয় ও সকল লোকে স্বেচ্ছাচর হয় (অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয)" এহরূপ এইরূপ বাক্যে দহরাকাশ জ্ঞানের অনন্তফল বর্ণনপূর্ব্বক দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব দেখাইয়া-ছেন। [যদ যুজ্যেত] বলিয়াছিলে, দহর-বাক্যে পর-শব্দ আছে, আর পর শ্রুতি জীবকে জানিতে বলিযাছে, দহরাকাশ বিচার করিতে বলে নাই, জানিতে বা ধ্যান করিতে বলে নাই, ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বাক্যে আকাশ যদি অন্বেষ্যরূপে কথিত না হইত, তাহা হইলে শ্রুতি "এই আকাশ যৎস্বরূপ, অন্তরাকাশও তৎস্বরূপ, এরূপ উপমান বাক্যের দ্বারা আকাশের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেন না। [নন্বেতদ · পদ্যেত] যদি বল,

ব্রূয়ুঃ, যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাক্ষিপ্য পরিহারাবসরে আকাশৌপম্যোপক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাহিতত্বদর্শনাৎ। নৈতদেবম্। এবং হি সতি যদন্তঃসমাহিতং দ্যাবাপৃথিব্যাদি তদন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চোক্তং স্যাৎ। তত্র বাক্যশেষো নোপ

আকাশকথনমপি তদন্তর্বর্ত্তিবস্তুসদ্ভাবপ্রদর্শনায়ৈব। অথাকাশপরমেব কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ। "তং চেদ্ ব্রূয়ু"রিতি। আচার্য্যেণ হি দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুপদিষ্টে অন্তেবাসিনা আক্ষিপ্তং, কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যম্? পুণ্ডরীকমেব তাবৎ সূক্ষ্মতরং তদবরুদ্ধমাকাশং সূক্ষ্মতমম্। তস্মিন্ সূক্ষ্মতমে কিমপরমস্তি? নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তৎকিমন্বেষ্টব্যমিতি তদস্মিন্নাক্ষেপে পরিসমাপ্তে সমাধানাবসর আচার্য্যস্যাকাশোপমানোপক্রমং বচঃ,—উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী সমাহিত ইতি। তস্মাৎ পুণ্ডরীকাবরুদ্ধাকাশাশ্রয়ে দ্যাবাপৃথিব্যাবেবান্বেষ্টব্যে উপদিষ্টে নাকাশ ইত্যর্থঃ। পরিহরতি।—"নৈতদেবম্"। "এবং হী"তি। স্যাদেতৎ। এবমেবৈতন্নো খল্বভ্যুপগম্য এব দোষত্বেন চোদ্যন্ত ইত্যত আহ।—"তত্র বাক্যশেষঃ" ইতি। বাক্যশেষো হি দহরাকাশাত্মবেদনস্য ফলবত্ত্বং ব্রূতে যচ্চ ফলবৎ তৎ কর্ত্তব্যতয়া চোদ্যতে যচ্চ কর্ত্তব্যং তদিচ্ছতীতি তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব জিজ্ঞাসিতব্যমিতি দহরাকাশবিষয়মবতিষ্ঠতে। স্যাদেতৎ। দ্যাবাপৃথিব্যাবেবাত্মানৌ ভবিষ্যতঃ, তাভ্যামেবাত্মা লক্ষয়িষ্যতে, আকাশশব্দবৎ ততশ্চাকাশাধারৌ তাবেব পর্য্যানুযুজ্যেতে, ইত্যত আহ।—

শ্রুতি তদন্তর্গত (আকাশান্তর্গত) বস্তু বিশেষ দেখাইবার জন্য বা ধ্যান করাইবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন, কেন-না, শ্রুতি "এই ব্রহ্মপুরে দহর পদ্ম, তন্মধ্যে দহরাকাশ, এই দহরাকাশে কি আছে—যাহা জানিতে হইবেক? ধ্যান করিতে হইবেক?" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পশ্চাৎ তাহারই সিদ্ধান্ত স্থলে আকাশের তুলনা দিয়া বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্যাবা পৃথিবী (জগৎ) আছে। এ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও আমরা বলি, শ্রুতি ঐরূপ বলেন নাই। ঐরূপ বলিলে, তদন্তর্গত দ্যাবাপৃথিবীরই অর্থাৎ জগতের অন্বেষ্টব্যতা বলিতে হয়, এবং জগতের অন্বেষ্টব্যতা (ধ্যেয়ত্ব) বলিতে গেলে শেষবাক্য

পদ্যেত। অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ এষ আত্মাপহতপাপ্মা ইত্যনেন প্রকৃতং তৎ দ্যাবাপৃথিব্যাদিসমাধানাধারমাকাশমাকৃষ্য, অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামানিতি সমুচ্চয়ার্থেন চ-শব্দেনাত্মানঞ্চ কামাধারমাশ্রিতাংশ্চ কামান্ বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যশেষোদর্শয়তি। তস্মাদ্বাক্যোপক্রমেঽপি দহর এবাকাশোহৃদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানঃ সহান্তঃস্থৈঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সত্যৈঃ কামৈর্বিজ্ঞেয় উক্ত ইতি গম্যতে। স চোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বর ইতি ॥ ১৪ ॥

"অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" প্রতিষ্ঠিতা "এষ আত্মাপহতপাপ্মে"তি "অনেন প্রকৃতং দ্যাবাপৃথিবীসমাধানাধারমাকাশমাকৃষ্য"। দ্যাবাপৃথিব্যাদ্যভিধানব্যবহিতমপীতি শেষঃ। নমু সত্যকামজ্ঞানস্যৈতৎফলং, তদনন্তরং নির্দ্দেশাৎ, ন তু দহরাকাশবেদনস্য, ইত্যত আহ।—"সমুচ্চয়ার্থেন চ শব্দেন" ইতি। অস্মিন্ কামা ইতি চ এষ ইতি চৈকবচনান্তং ন দ্বে দ্যাবাপৃথিব্যৌ পরামৃষ্টুমর্হতীতি দহরাকাশ এব পরামৃষ্টব্য ইতি সমুদায়ার্থঃ। তদনেন ক্রমেণ তস্মিন্ যদন্তরিত্যত্র তচ্ছব্দোঽনন্তরমপ্যাকাশমতিলঙ্ঘ্য হৃৎপুণ্ডরীকং পরামৃশতীত্যুক্তং ভবতি। তস্মিন্ হৃৎপুণ্ডরীকে যদন্তরাকাশং তদন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ।

সকল অসংগত হইয়া পড়ে। [অস্মিন্...য়তি] শ্রুতি স্বর্গমর্ত্ত্যের আধার স্বরূপ আকাশকে "সকল কামনা ইহাঁতেই প্রতিষ্ঠিত, ইনি নিষ্পাপ," এইরূপ উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ "যে ইহাঁকে ধ্যান করে, জানে, সে তদাশ্রিত সমুদায় কামনা প্রাপ্ত হয়।" এইরূপ বলিয়াছেন। এই শেষবাক্যে জানা যায়, শ্রুতি ঐ বাক্যে সর্ব্বকামনার আশ্রয় পরমাত্মাকেই জানিতে ও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। [তস্মাদ্ ..ইতি] ঐ সকল বাক্যের দ্বারা জানা যাইতেছে, শ্রুতি উপক্রম বাক্যেও হৃদপদ্মাধিষ্ঠানে অন্তঃস্থ দ্যাবা পৃথিবীর সহিত সত্যকামত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট দহরাকাশ জানিতে বলিয়াছেন এবং সেই বিজ্ঞেয় দহরাকাশ প্রদর্শিতকারণে পরমেশ্বর।

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥ *

দহরঃ পরমেশ্বর উত্তরেভ্যো হেতুভ্য ইত্যুক্তম্। ত এবোত্তরে হেতব ইদানীং প্রপঞ্চ্যন্তে। ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরো যস্মাৎ দহরবাক্যশেষে পরমেশ্বরস্যৈব প্রতিপাদকৌ গতিশব্দৌ ভবতঃ। ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তীতি। তত্র প্রকৃতং দহরং

উত্তরেভ্য ইত্যস্য প্রপঞ্চঃ। এতমেব দহরাকাশং প্রক্রম্য বতাহো কষ্টমিদং বর্ত্ততে জন্তূনাং তত্ত্বাববোধবিকলানাং যদেভিঃ স্বাধীনমপি ব্রহ্ম ন প্রাপ্যতে। তদ্‌যথা, চিরন্তননিরূঢনিবিড়মলপিহিতানাং কলধৌতশকলানাং পথি পতিতানামুপর্য্যুপরি সঞ্চরদ্ভিরপি পান্থৈর্ধনার্থিভির্বিখণ্ডনিবহবিভ্রমেণৈতানি নোপাদীয়ন্ত ইত্যভিসন্ধিমতী সাদ্ভুতমিব সখেদমিব শ্রুতিঃ প্রবর্ত্ততে 'ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তী'তি। স্বাপকালে হি সর্ব্ব এবায়ং বিদ্বানবিদ্বাংশ্চ জীবলোকো হৃৎপুণ্ডরীকাশ্রয়ং দহরাকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তোঽপ্যনাদ্যবিদ্যাতমঃপটলপিহিতদৃষ্টিতয়া ব্রহ্মভূয়মাপন্নোঽহমস্মীতি ন বেদ সোঽয়ং ব্রহ্মলোকশব্দস্তদ্গতিশ্চ প্রত্যহং জীবলোকস্য দহরাকাশস্যৈব ব্রহ্মরূপলোকতামাহতুঃ। তদেতদাহ ভাষ্যকারঃ।— "ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরো যস্মাদ্দহরবাক্যশেষ" ইতি। তদনেন গতি-

১৪ সূত্রে বলা হইয়াছে, দহরাকাশ পরমেশ্বর, এ তথ্য পশ্চাদুক্ত (বাক্যশেষে কথিত) হেতুসমূহের দ্বারা জানা যায়। এক্ষণে সেই হেতুসমূহ এই ১৫ সূত্রে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। [ইতশ্চ গময়তি] দহর পরমেশ্বর, এরূপ বলিবার কারণ এই যে, ঐ প্রস্তাবের শেষে পরমেশ্বরপ্রতিপাদক গতি ও শব্দ আছে। যথা—"এ সমস্ত প্রজাই প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোক (দহরাকাশ) প্রাপ্ত হয় অথচ জানে না।" এই বাক্যে 'দহর'কে ব্রহ্ম-

* গতেঃ শব্দাচ্চেতি চ্ছেদঃ। দহরবাক্যশেষে দহরস্য জীবগমনাভিকথনাৎ দহরং প্রতি ব্রহ্মলোকশব্দস্য চ প্রয়োগাৎ দহরঃ পরমেশ্বর ইতি গম্যতে। তথাহি দৃষ্টং জীবানামহরহর্ব্রহ্মগমনং শ্রুত্যন্তরে চ দৃষ্টং জ্ঞাতম্। লিঙ্গমপি, তদেব দর্শনং দহরস্য ব্রহ্মত্বে লিঙ্গং গমকমিতি সূত্রার্থঃ।—দহরবাক্যের শেষে দহরকে ব্রহ্মলোক ও জীব প্রাপ্য বলা হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতেও দৈনন্দিন সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মগতি বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কারণে নিশ্চয় হয়, প্রোক্ত দহর ব্রহ্ম।

ব্রহ্মলোকশব্দেনাভিধায় তদ্বিষয়া গতিঃ প্রজাশব্দবাচ্যানাং জীবানামভিধীয়মানা দহরস্য ব্রহ্মতাং গময়তি। তথা হ্যহরহর্জীবানাং সুষুপ্ত্যবস্থাগাং ব্রহ্মবিষয়ং গমনং দৃষ্টং শ্রুত্যন্তরে, সতা সোম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি, ইত্যেবমাদৌ। লোকেঽপি কিল গাঢ়-সুষুপ্তমাচক্ষতে ব্রহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গত ইতি। তথা ব্রহ্মলোকশব্দোঽপি প্রকৃতে দহরে প্রযুজ্যমানো জীবভূতাকাশাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ ব্রহ্মতামস্য গময়তি। ননু কমলাসনলোকমপি ব্রহ্মলোকশব্দো গময়েৎ, গময়েদ্-যদি ব্রহ্মণোলোক ইতি ষষ্ঠীসমাসবৃত্ত্যা ব্যুৎপাদ্যতে। সামানাধিকরণবৃত্ত্যা তু ব্যুৎপাদ্যমানো ব্রহ্মৈব লোকো

শব্দো ব্যাখ্যাতো। 'তথাহি দৃষ্ট'মিতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে। "তথা হ্যহরহর্জীবানা"মিতি। বেদে চ লোকে চ "দৃষ্টম্"। যদ্যপি সুষুপ্তস্য ব্রহ্মভাবে লৌকিকং ন প্রমাণান্তরমস্তি তথাপি তত্র বৈদিকীমেব প্রসিদ্ধিং স্থাপয়িতুমুচ্যতে—ঈদৃশী নামেয়ং বৈদিকী প্রসিদ্ধির্যল্লোকেঽপি গীয়তে ইতি। যথা শ্রুত্যন্তরে যথা চ লোকে তথেহ ব্রহ্মলোকশব্দোঽপীতি যোজনা। 'লিঙ্গঞ্চ' ইতি সূত্রাবয়বব্যাখ্যানং চোদ্যমুখেনাবতারয়তি।—"ননু কমলাসনলোকমপী"তি। পরিহরতি।—"গময়েদ্যদি ব্রহ্মণোলোক" ইতি। অত্র তাবন্নিষাদস্থপতিন্যায়েন ষষ্ঠীসমাসাৎ কর্ম্মধারয়োবলীযানিতি স্থিতমেব

লোক বলা হইয়াছে এবং তাহাতে প্রজাশব্দবাচ্য জীবের গতিও বলা হইয়াছে। (গতি—প্রাপ্তি, পাওয়া)। এই উক্তির দ্বারা প্রতীত হয়, দহরাকাশ ব্রহ্ম। [তথা...গময়তি] অন্য শ্রুতিতেও দৈনন্দিন সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মগতি (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি) কথিত হইয়াছে। যথা—"হে প্রিয়-দর্শন! শ্বেতকেতো! জীব সেই সময়ে (সুষুপ্তিকালে) সংসম্পন্ন হয়।" (সৎ—ব্রহ্ম)। প্রগাঢ়-সুপ্ত পুরুষ দেখিলে "এ ব্রহ্ম হইয়াছে, ব্রহ্ম পাইয়াছে" এরূপ বলিবার প্রথাও আছে। দহরকে ব্রহ্মলোক বলায় তাহার জীবত্ব ও ভূতাকাশত্ব উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে, এবং তাহার ব্রহ্মতাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। [ননু...কল্পয়িতুম্] ব্রহ্মলোক শব্দে পদ্মযোনি ব্রহ্মার সত্য-লোক বুঝিতে পারিত, যদি ব্রহ্মার লোক, এরূপ সমাস

ব্রহ্মলোক ইতি পরমেব ব্রহ্ম গময়িষ্যতি। এতদেব চাহরহ-রহর্ব্রহ্মলোকগমনং ব্রহ্মলোকশব্দস্য সামানাধিকরণ্যবৃত্তি-পরিগ্রহে লিঙ্গম্। ন হ্যহরহরিমাঃ প্রজাঃ কার্য্যব্রহ্ম-লোকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছন্তীতি শক্যং কল্পয়িতুম্॥ ১৫॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ॥ ১৬॥*

ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ। কথং। দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি হি প্রকৃত্যাকাশৌপম্যপূর্ব্বকং তস্মিন্

তথাপীহ ষষ্ঠীসমাসনিরাকরণেন কর্ম্মধারয়স্থাপনায় লিঙ্গমপ্যধিকমস্তীতি তদ-প্যুক্তং সূত্রকারেণ। তথাহি লোকবেদপ্রসিদ্ধাহরহর্ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যভিধান-মেব লিঙ্গং কমলাসনলোকপ্রাপ্তের্বিপক্ষাদসম্ভবাৎ ব্যাবর্ত্তমানং ষষ্ঠীসমাসা-শঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়ৎ দহরাকাশপ্রাপ্তাবেবাবতিষ্ঠতে। ন চ দহরাকাশোব্রহ্মণো লোকঃ কিন্তু তদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম চ তল্লোকশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ সিদ্ধো ভবতি। লোক্যত ইতি লোকঃ। হৃৎপুণ্ডরীকস্থঃ খল্বয়ং লোক্যতে। যৎ খলু পুণ্ডরীকস্থমন্তঃকরণং তস্মিন্ বিশুদ্ধে প্রত্যাহৃতেতরকরণানাং যোগিনাং নির্ম্মল ইবোদকে চন্দ্রমসোবিম্বমতিস্বচ্ছং চৈতন্যং জ্যোতিঃস্বরূপং ব্রহ্মাব-লোক্যত ইতি।

গৃহীত হইত। তাহা হয় নাই। ব্রহ্মরূপ লোক, এইরূপ সমাসই গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যহ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোকে গমন, এই উক্তিই শেষোক্ত-সমাস-গ্রহণের হেতু এবং ঐ উক্তির দ্বারাই কমলাসনের সত্য-লোক ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। জীব প্রতিদিনই সত্যলোকে গমন করে, সত্যলোক পায়, এ কথা কল্পনারও অযোগ্য।

ধৃতি অর্থাৎ জগৎ-ধারণ। জগৎ-ধারণরূপ হেতুর দ্বারাও দহর পরমেশ্বর। কিরূপ ধৃতি? বলিতেছি। শ্রুতি "এতন্মধ্যে দহরাকাশ" এইরূপে প্রস্তাবা-রম্ভ করিয়া, তাহাকে বাহ্যাকাশের সহিত তুলিত করিয়া, সে আকাশে

* ধৃতির্ধারণং তস্মাৎ। জগদ্ধারণাৎ অপি কারণাৎ দহরস্য পরমেশ্বরত্বম্। অস্য ধৃতিরূপস্য নিয়মস্য চ মহিম্নঃ অস্মিন্ পরমেশ্বরে শ্রুত্যন্তর উপলব্ধেঃ। জগদ্ধারণং পার-মেশ্বরমেব কর্ম্ম ইতি শ্রুত্যন্তরেঽপি লভ্যত ইতি সূত্রপদানামর্থঃ।—দহরকর্ত্তৃক জগৎ ধৃত আছে, এ কথাতেও দহর ব্রহ্ম। অন্যশ্রুতিও বলিয়াছেন, জগদ্বিধারণ পরমেশ্বরেরই মহিমা, অন্যের নহে।

সর্ব্বসমাধানমুক্ত্বা তস্মিন্নেব চাত্মশব্দং প্রযুজ্যাঽপহতপাপ্ম-ত্বাদিগুণযোগঞ্চোপদিশ্য তমেবানতিবৃত্তপ্রকরণং নির্দ্দিশতি, অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদা-য়েতি। তত্র বিধৃতিরিত্যাত্মশব্দসামানাধিকরণ্যাদ্বিধার-য়িতোচ্যতে। ক্তিচঃ কর্ত্তরি স্মরণাৎ। যথোদকসন্তানস্য বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেত্রসম্পদামসম্ভেদায়েবময়মাত্মা এষামধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমাদীনাঞ্চ বিধারয়িতা সেতুরসম্ভেদায়াঽসঙ্করায়েতি। এবমিহ প্রকৃতে দহরে বিধরণলক্ষণং মহিমানং দর্শয়তি। অয়ঞ্চ মহিমা পার-মেশ্বর এব শ্রুত্যন্তরাদুপলভ্যতে, এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইত্যাদেঃ। তথা-ঽন্যত্রাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে শ্রূয়তে, এষ সর্ব্বেশ্বর এষ

সৌত্রো ধৃতিশব্দো ভাববচনঃ। ধৃতেশ্চ পরমেশ্বর এব দহরাকাশঃ।

সর্ব্বজগতের অবস্থান উপদেশ করিয়া, তাহাকে আত্মা নাম প্রদান করিয়া এবং পাপাস্পর্শিত্ব প্রভৃতি গুণ বা ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া, অবশেষে প্রস্তাব সমাপ্তির পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, "যিনি আত্মা তিনিই এই সমুদায় লোকের বিধারক—সাঙ্কর্য্যনিবারক সেতু।" [তত্র··· রায়েতি] "সেই এই আত্মাই বিধৃতি।" এরূপ অভেদ নির্দ্দেশের সামর্থ্যে বিধৃতি-শব্দের অর্থ বিধারক। যেমন লৌকিক সেতু (ক্ষেত্রের আলি) ক্ষেত্র সমূহের অসাঙ্ক-র্য্যার্থ অর্থাৎ মিশ্রণ-নিবারণার্থ জলসমূহের বিধারক (এক খেতের জল অন্য খেতে যাইতে দেয় না, ধরিয়া রাখে), তেমনি, এই আত্মা লোকসমূহের ও বর্ণাশ্রমাদির অসঙ্করার্থ বিধারক। (অসঙ্কর—অমিশ্রণ, বিশৃঙ্খল না হওয়া। বিধারক—যাদৃচ্ছিক গতির নিরোধকর্ত্তা অর্থাৎ আত্মাই জগতের নিয়ম পরিপাটী রক্ষা করিতেছেন, বিশৃঙ্খল হইতে দিতেছেন না)। [এবমিহ... দহরঃ] প্রদর্শিত শ্রুতিতে দহরাকাশের বিধরণরূপ মহিমা কথিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য শ্রুতিতে দেখা যায়, ঐ মহিমা, (বিধরণ) পরমেশ্বরের। যথা— "হে গার্গি! এই অক্ষরের (পরমেশ্বরের) শাসনে চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত আছে।" এ কথা অন্য শ্রুতির পরমেশ্বর-প্রস্তাবেও আছে। যথা—"ইনিই সমুদয়

ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়েতি। এবং ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥ *

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যুচ্যতে। যৎকারণমাকাশশব্দঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ।—আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাদিপ্রয়োগদর্শনাৎ। জীবে তু ন

অস্য ধারণলক্ষণস্য মহিম্নোঽস্মিন্নেবেশ্বর এব শ্রুত্যন্তরেষূপলব্ধেঃ। নিগদব্যাখ্যানমস্য ভাষ্যম্।

ন চেয়মাকাশশব্দস্য ব্রহ্মণি লক্ষ্যমাণবিভুত্বাদিগুণযোগাদ্‌বৃত্তিঃ সাম্প্রতিকী যথা রথাঙ্গনামা চক্রবাক ইতি লক্ষণা কিন্তু অত্যন্তনিরূঢ়েতি সূত্রার্থঃ। যে ত্বাকাশশব্দো ব্রহ্মণ্যপি মুখ্য এব নভোবদিত্যাচক্ষতে তৈরন্যায়শ্চানেকার্থত্বমিতি চানন্যলভ্যঃ শব্দার্থ ইতি চ মীমাংসকানাং মুদ্রাভেদঃ কৃতঃ। লভ্যতে হ্যাকাশশব্দাৎ বিভুত্বাদিগুণযোগেনাপি ব্রহ্ম। ন চ ব্রহ্মণ্যেব মুখ্যো নভসি তু তেনৈব গুণযোগেন বর্ত্স্যতীতি বাচ্যম্। লোকাধীনাবধারণত্বেন শব্দার্থসম্বন্ধস্য বৈদিকপদার্থপ্রত্যয়স্য তৎপূর্ব্বকত্বাৎ। নন্বু 'যাবান্ বা অয়মাকাশ-

---

লোকের ঈশ্বর, ভূতনিচয়ের অধিপতি, ভূতপরিপালক এবং সমুদয় লোকের সাঙ্কর্য্যনিবারক বিধারক সেতুস্বরূপ।" এইরূপ এইরূপ শ্রুতি যুক্তির দ্বারা স্থির হয়, শ্রুত্যুক্ত দহরাকাশ পরমেশ্বর, অন্য কিছু নহে।

দহরাকাশ পরমেশ্বর, এ কথা বলিবার অন্য হেতু এই যে, আকাশ-শব্দ শাস্ত্রমধ্যে পরমেশ্বর অর্থেই প্রসিদ্ধ। সেই শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধির বলে দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। যথা—"আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক, নির্ব্বাহকর্ত্তা, এ সমস্ত ভূত (জন্যবস্তু) আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" (নামরূপাত্মক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তার নাম আকাশ, এ আকাশ

---

* ব্রহ্মণ্যাকাশশব্দস্য বিভুত্বগুণতঃ প্রসিদ্ধিরস্তি তস্মাদপি কারণাৎ দহরাকাশো ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ।—শাস্ত্রে আকাশ শব্দের পরমেশ্বর অর্থে প্রসিদ্ধি দেখা যায়, তদনুসারেও দহরাকাশ পরমেশ্বর।

কচিদাকাশশব্দঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। ভূতাকাশস্তু সত্যামপ্যাকাশশব্দপ্রসিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবান্ন গৃহীতব্য ইত্যুক্তম্॥ ১৭॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ॥ ১৮॥*

যদি বাক্যশেষবলেন দহর ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহ্যেতাঽস্তীতরস্যাপি জীবস্য বাক্যশেষে পরামর্শঃ। অথ য এষ সম্প্রসাদো ঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য

স্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ' ইতি ব্যতিরেকনির্দ্দেশান্ন লক্ষণা যুক্তা। ন হি ভবতি গঙ্গায়াঃ কূলে বিবক্ষিতে গঙ্গায়া গঙ্গেতি প্রয়োগঃ। তৎ কিমিদানীং পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেতাঽমাবাস্যায়ামবাস্যয়া ইত্যসাধুর্ব্বৈদিকঃ প্রয়োগঃ। ন চ পৌর্ণমাস্যমাবাস্যাশব্দাবাগ্নেয়াদিষু মুখ্যৌ। যচ্চোক্তং যত্র শব্দাদর্থপ্রতীতিস্তত্র লক্ষণা যত্র পুনরন্যতোঽর্থে নিশ্চিতে শব্দপ্রয়োগস্তত্র বাচকত্বমেবেতি তদযুক্তম্। উভয়স্যাপি ব্যভিচারাৎ। সোমেন যজেতেতি শব্দাদর্থঃ প্রতীয়তে। ন চাত্র কস্যচিল্লাক্ষণিকত্বমৃতে বাক্যার্থাৎ। ন চ 'য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে য এবং বিদ্বানমাবাস্যা'মিত্যত্র পৌর্ণমাস্যমাবাস্যাশব্দৌ ন লাক্ষণিকৌ। তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতদিতি।

পরমেশ্বর ব্যতীত ভূতাকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই) কি লোকে, কি বেদে, কোথাও জীব-বিষয়ে আকাশ-শব্দের প্রয়োগ নাই। অর্থাৎ জীবকে কেহ আকাশ বলে না। ভূতাকাশ আকাশ-নামে প্রসিদ্ধ হইলেও উপমান উপমেয় ভাবের সংগতির জন্য ভূতাকাশ অর্থ অবশ্য পরিত্যাজ্য।

[পূর্ব্বপক্ষ] যদি বাক্যশেষ দৃষ্টে দহর-শব্দের পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ কর, তবে, বাক্যশেষে জীবের বর্ণনাও আছে, তদ্দৃষ্টে জীব-অর্থও গ্রহণ করিতে পার। জীবের বর্ণনা যথা—"যে এই সম্প্রসাদ (সুষুপ্তি অবস্থান্বিত), যিনি

---

* ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ বাক্যশেষেঽপ্যুক্তত্বাৎ সোঽপি দহরোভবিতুমর্হতীতি চেৎ মন্যতে অসম্ভবাৎ হেতোঃ তন্ন মন্তব্যম্। বাক্যশেষোক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা জীবে ন সম্ভবন্তীতি জীবো ন দহর ইতি ভাবঃ।—বাক্যশেষে যেমন পরমেশ্বরের কথন আছে, তেমনি, জীবেরও কথন আছে, তাহা দেখিয়া দহর জীব, এরূপ ভাবিও না। কারণ এই যে, জীবে বাক্যশেষোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হয় না।

স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচেতি। অত্র হি সম্প্রসাদশব্দঃ শ্রুত্যন্তরে সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দৃষ্টত্বাদবস্থাবন্তং জীবং শক্নোত্যুপস্থাপয়িতুং নার্থান্তরম্। তথা শরীরব্যপাশ্রয়স্যৈব জীবস্য শরীরাৎ সমুত্থানং সম্ভবতি। যথাকাশব্যপাশ্রয়াণাং বায্বাদীনামাকাশাৎ সমুত্থানং তদ্বৎ। যথা চাদৃষ্টোঽপি লোকে পরমেশ্বরবিষয় আকাশশব্দঃ পরমেশ্বরধর্ম্মসমভিব্যাহারাদাকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতেত্যেবমাদৌ পরমেশ্বরবিষয়োঽভ্যুপগতঃ, এবং জীববিষয়োঽপি ভবিষ্যতি। তস্মাদিতরপরামর্শাৎ দহরোঽস্মিন্নন্তরা-

---

সম্যক্ প্রসীদত্যস্মিন্ জীবো বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজনিতং কালুষ্যং জহাতীতি সুষুপ্তিঃ সম্প্রসাদো জীবস্যাবস্থাভেদো ন ব্রহ্মণঃ। তথা শরীরাৎ সমুত্থানমপি শরীরাশ্রয়স্য জীবস্য ন ত্বনাশ্রয়স্য ব্রহ্মণঃ। তস্মাৎ যথা পূর্ব্বোক্তৈর্ব্বাক্যশেষগতৈর্লিঙ্গৈর্ব্রহ্মাবগম্যতে দহরাকাশ এবং বাক্যশেষগতাভ্যামেব সম্প্রসাদসমুত্থানাভ্যাং দহরাকাশো জীবঃ কস্মান্নাবগম্যতে? তস্মান্নাস্তি বিনিগমনেতি শঙ্কার্থঃ। নাসম্ভবাৎ। সম্প্রসাদসমুত্থানাভ্যাং

এ শরীর হইতে উঠিয়া, এ শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া, পরজ্যোতিঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে নিষ্পন্ন হন, তিনি এই আত্মা।" [অত্র...তদ্বৎ] অন্য শ্রুতিও সুষুপ্তি অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলিয়াছেন। তদনুসারে এখানেও অবস্থাবান্ জীব বুঝিতে হইবে। আরও দেখ, জীব শরীরাশ্রিত; তদনুসারে জীবেরই শরীর হইতে উত্থান (উঠা) অর্থাৎ শরীরাভিমান ত্যাগ সুসম্ভব। আকাশাশ্রিত বায়ু প্রভৃতির আকাশ হইতে উঠা (আকাশ পরিত্যাগ) যদ্রূপ, শরীরাশ্রিত জীবের শরীর হইতে উঠাও তদ্রূপ। [যথা...ষ্যতি] লোক-মধ্যে আকাশ-শব্দের পরমেশ্বর অর্থে প্রয়োগ না থাকিলেও "আকাশ নামরূপাত্মক জগতের নির্ব্বাহক।" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রমধ্যে আছে। ঐ সকল শাস্ত্রে কর্ত্তৃত্বাদি ঐশ্বরিক ধর্ম্মের সঙ্গে আকাশশব্দের পাঠ থাকায়, কথিত হওয়ায়, যেমন ঈশ্বর অর্থ পরিগৃহীত হয়, তেমনি, জীবধর্ম্মের সহপাঠে জীব অর্থও গৃহীত হইতে পারে। [তস্মা...সম্ভবাৎ] এ পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত অসম্ভব অর্থাৎ উক্ত কারণে দহরাকাশকে জীববোধক

কাশ ইত্যত্র স এব জীব উচ্যত ইতি চেৎ, নৈতদেবং স্যাৎ; কস্মাৎ, সম্ভবাৎ। ন হি জীবোবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নাভিমানী সন্নাকাশেনোপমীয়তে। ন চোপাধিধর্ম্মানভিমন্যমানস্যাঽপহতপাপ্মত্বাদয়োধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তি। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতৎ প্রথমে সূত্রে, অতিরেকাশঙ্কা পরিহারায় তু পুনরুপন্যস্তম্। পঠিষ্যতি চোপরিষ্টাদন্যার্থশ্চ পরামর্শ ইতি ॥ ১৮ ॥

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥ *

ইতরপরামর্শাদ্যা জীবাশঙ্কা জাতা সা অসম্ভবাৎ নিরা-

হি জীবপরামর্শো ন জীবপরঃ—কিন্তু তদীয়তাত্ত্বিকরূপব্রহ্মভাবপরঃ। তথা চৈষ পরামর্শো ব্রহ্মণ এবেতি ন সম্প্রসাদসমুত্থানে জীবলিঙ্গমপি তু ব্রহ্মণ এব তাদর্থ্যাদিত্যগ্রে বক্ষ্যতে। আকাশোপমানাদয়স্তু ব্রহ্মাব্যভিচারিণশ্চ ব্রহ্মপরাশ্চেত্যস্তি বিনিগমনেত্যর্থঃ।

বলা অসম্ভব। কারণ এই যে, জীবে তাদৃশ ধর্ম্মের সমাবেশ হয় না, অসম্ভব হইয়া পড়ে। [ন হি...ইতি] জীব বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন, বুদ্ধ্যভিমানী, কিপ্রকারে সে আকাশের দ্বারা উপমিত হইতে পারে? উপাধিধর্ম্মের (বুদ্ধিধর্ম্মের) অভিমান পরিত্যাগ ব্যতীত কিরূপে তাহাতে নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে? এ সকল কথা প্রথম সূত্রে বলা হইলেও অধিকোক্তি শঙ্কা নিবারণার্থ পুনর্ব্বার বলা হইল। এ কথা সূত্রকারও বলিবেন।

---

* তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। উত্তরাৎ বাক্যশেষস্থপ্রাজাপত্যাৎ বাক্যাৎ চেৎ যদি পারমেশ্বরধর্ম্মাসম্ভবেন জীবাশঙ্কা স্যাৎ, তন্নিরসনীয়ম্। যতস্তত্রাপি আবির্ভূতস্বরূপো জীবো-বিবক্ষ্যতে। আবির্ভূতং স্বরূপমস্য ইতি বিগ্রহঃ। অবস্থাত্রয় বিলাপনেন আবির্ভূতং মহাবাক্যজনিত বৃত্ত্যভিব্যক্তং যস্য অনারোপিতং রূপং অতএব আবির্ভূত স্বরূপো জীবো ব্রহ্ম তদেব তত্র বিবক্ষিতমিতি যাবৎ। জ্ঞানেন জীবত্বস্য নিবৃত্তত্বাৎ পুংলিঙ্গনির্দ্দেশাসম্ভবেঽপি জ্ঞানাৎ পূর্ব্বং অবিদ্যাতৎকার্য্যপ্রতিবিম্বিতস্বরূপং জীবত্বমভূদিতি কৃত্বা জ্ঞানানন্তরং ব্রহ্মাঽপি জীবনাম্নোচ্যত ইতি তাৎপর্য্যম্।—বাক্যশেষ দৃষ্টে দহরকে জীব বলাও যাইতে পারে, এ আশঙ্কা করিও না। কারণ এই যে, বাক্যশেষে প্রজাপতির বাক্য আছে। যে বাক্যে তুমি জীবাশঙ্কা করিতেছ, সে বাক্যের তাৎপর্য্য জীব নহে; ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপাবির্ভাব ও ব্রহ্ম অভিন্ন কথা।

কৃতা। অথেদানীং মৃতস্যেবামৃতসেকাৎ পুনঃ সমুত্থানং জীবাশঙ্কায়াঃ ক্রিয়তে, উত্তরস্মাৎ প্রাজাপত্যাদ্বাক্যাৎ। তত্র হি, য আত্মাপহতপাপ্মেত্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমাত্মানমন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ প্রতিজ্ঞায়, য এষোঽক্ষিণি

দহরাকাশমেব প্রকৃত্যোপাখ্যায়তে।—যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ তমাত্মানং বিবিদিষন্তৌ সুরাসুররাজাবিন্দ্রবিরোচনৌ সমিৎপাণী প্রজাপতিং বরিবসিতুমাজগ্মতুঃ। আগত্য চ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি তৎপরিচরণপরৌ ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ। অথৈতৌ প্রজাপতিরুবাচ। কিংকামাবিহস্থো যুবামিতি। তাবূচতুঃ। য আত্মা ঽপহতপাপ্মা তমাবাং বিবিদিষাব ইতি। ততঃ প্রজাপতিরুবাচ। য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মাঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণো যদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বলোককামাবাপ্তিঃ। এতদমৃতমভয়ম্। অথৈতচ্ছ্রুত্বৈতাবপ্রক্ষীণকল্মষাবরণতয়া ছায়াপুরুষং জগৃহতুঃ। প্রজাপতিঞ্চ পপ্রচ্ছতুঃ। অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু দৃশ্যতে যশ্চাদর্শে যশ্চ খড়্গাদৌ কতম এতেষসাবথ বৈক এব সর্ব্বেষ্বিতি। তমেতয়োঃ শ্রুত্বা প্রশ্নং প্রজাপতির্ব্বতাহো সুদূরমুদ্ভ্রান্তাবেতৌ, অস্মাভিরক্ষিস্থান আত্মোপদিষ্টঃ, এতৌ চ ছায়াপুরুষং প্রতিপন্নৌ, তদ্যদি যুবাং ভ্রান্তৌ স্থ ইতি ব্রূমস্ততঃ স্বাত্মনি সমারোপিতপাণ্ডিত্যবহুমানৌ বিমানিতৌ সন্তৌ দৌর্ম্মনস্যেন যথাবদুপদেশং ন গৃহ্নীয়াতাম্, ইত্যনয়োরাশয়মনুরুধ্য যথার্থং গ্রাহয়িষ্যাম ইত্যভিসন্ধিমান্ প্রত্যুবাচ। উদশরাব আত্মানমবেক্ষেথাঽমুষ্মিন্ যৎ পশ্যথস্তদ্ব্রূতমিতি। তৌ চ দৃষ্ট্বা সন্তুষ্টহৃদয়ৌ নাব্রূতাম্। অথ প্রজাপতিরেতৌ বিপরীতগ্রাহিণৌ মা ভূতামিত্যাশয়বান্ পপ্রচ্ছ। কিমত্রাপশ্যতমিতি। তৌ হোচতুঃ। যথৈবাবামতিচিরব্রহ্মচর্য্যচরণসমুপজাতায়তনখলোমাদিমন্তাবেব-

---

সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রে, জীবে বাক্যশেষোক্ত ধর্ম্মের অসম্ভব দেখাইয়া দহরাকাশের জীবত্ব নিষেধ করিয়াছেন; এ সূত্রে পুনর্ব্বার বাক্যশেষস্থ প্রজাপতি-বাক্যের দ্বারা জীবাশঙ্কা উত্থাপন করতঃ প্রজাপতিবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় পূর্ব্বক দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিতেছেন। (পূর্ব্বপক্ষ)। [তত্র…ব্রহ্মেতি] প্রজাপতি ইন্দ্রকে "আত্মা নিষ্পাপ নির্লেপ, তিনিই অন্বেষণীয়, তিনিই বিজ্ঞাতব্য।" এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ "চক্ষুতে এই যে, দ্রষ্টৃ-পুরুষ দেখা যাইতেছে, ইনিই তোমার আত্মা।" এইরূপ বলিয়াছেন।

পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি ব্রুবন্নক্ষিস্থং দ্রষ্টারং জীবমাত্মানং নির্দ্দিশতি। এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীতি চ তমেব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্য, য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি। তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন

মাবয়োঃ প্রতিরূপকং নখলোমাদিমদুদশরাবেঽপশ্যাবেতি। পুনরেতয়োশ্ছায়াত্মবিভ্রমমপনিনীষুর্যথৈব হি ছায়াপুরুষ উপজনাপায়ধর্ম্মাত্তেনাবগম্যমান আত্মলক্ষণবিরহাস্নাত্মৈবেবমেবেদং শরীরং নাত্মা, কিন্তু ততোভিন্নমিত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেতৌ জানীয়াতামিত্যাশয়বান্ প্রজাপতিরুবাচ। সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা পুনরুদশরাবে পশ্যতমাত্মানম্, যচ্চাত্র পশ্যথস্তদ্‌ব্রূতমিতি। তৌ চ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ ছিন্ননখলোমানৌ ভূত্বা তথৈব চক্রতুঃ। পুনশ্চ প্রজাপতিনা পৃষ্টৌ তমেব ছায়ামাত্মানমূচতুঃ। তদুপশ্রুত্য প্রজাপতিরহোবতাঽদ্যাপি ন প্রশান্ত এনয়োর্ব্বিভ্রমঃ, তদ্‌যথাভিমতমেবাত্মতত্ত্বং কথয়ামি তাবৎ। কালেন কল্মষে ক্ষীণে অস্মদ্বচনসন্দর্ভপৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়াঽঽত্মতত্ত্বং প্রতিপৎস্যেতে স্বয়মেবেতি মত্বোবাচ। এষ আত্মৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি। তয়োর্ব্বিরোচনো দেহানুপাতিত্বাচ্ছায়ায়া দেহ এবাত্মতত্ত্বমিতি মত্বা নিজসদনমাগত্য তথৈবাসুরানুপদিদেশ। দেবেন্দ্রস্বপ্রাপ্তনিজসদনোঽধ্বন্যেব কিঞ্চিদ্বিরলকল্মষতয়া ছায়াত্মনি শরীরগুণদোষানুবিধায়িনি তং তং দোষং পরিভাবয়ন্ নাহমত্র ছায়াত্মদর্শনে ভোগ্যং পশ্যামীতি প্রজাপতিসমীপং সমিৎপাণিঃ পুনরেবেয়ায়। আগতশ্চ প্রজাপতিনাঽঽগমনকারণং পৃষ্টঃ পথি পরিভাবিতং জগাদ। প্রজাপতিস্তু সুব্যাখ্যাতমপ্যাত্মতত্ত্বমক্ষীণকল্মষাবরণতয়া নাগ্রহীস্তৎপুনরপি তৎপ্রক্ষয়ায় চরাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমথ প্রক্ষীণকল্মষায় তে অহমেতমেবাত্মানং ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীত্যবোচৎ। স চ তথাচরিতব্রহ্মচর্য্যঃ সুরেন্দ্রঃ

এ কথা জাগ্রদবস্থাপন্ন জীবের বোধক, জীবকেই চক্ষুস্থ দ্রষ্টৃ-পুরুষ বলা হইয়াছে। (চক্ষুঃ=চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। তৎস্থ দ্রষ্টা=জীব। কেন-না, জীব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় দর্শন করেন। যখন তিনি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় দর্শন করেন তখন তাঁহার জাগ্রদবস্থা।) অনন্তর, "এই আত্মা পুনর্ব্বার বলিতেছি, বুঝাইয়া দিতেছি" বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন "ইনিই স্বপ্নকালে বাসনাময় বিষয়ে পূজিত হন,

বিজানাত্যেষ আত্মেতি চ জীবমেবাবস্থান্তরগতং ব্যাচষ্টে। তস্যৈব চাপহতপাপ্মত্বাদি দর্শয়ত্যেতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি। নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানীতি চ সুষুপ্তাবস্থায়াং দোষমুপলভ্য,

---

প্রজাপতিমুপসসাদ। উপসন্নায় চাস্মৈ প্রজাপতির্ব্যাচষ্টে, য আত্মাঽপহতপাপ্মাদিলক্ষণোঽক্ষণি দর্শিতঃ সোঽয়ং য এষ স্বপ্নে মহীয়মানো বনিতাদিভিরনেকধা স্বপ্নোপভোগান্ ভুঞ্জানো বিহরতীতি। অস্মিন্নপি দেবেন্দ্রো ভয়ং দদর্শ। যদ্যপ্যয়ং ছায়াপুরুষবন্ন শরীরধর্ম্মাননুপততি, তথাপি শোকভয়াদিবিবিধবাধানুভবান্ন তত্রাপ্যস্তি স্বস্তিপ্রাপ্তিরিত্যুক্তবতি মঘবতি পুনরপরাণি চর দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি স্বচ্ছং ব্রহ্মচর্য্যমিদানীমপ্যক্ষীণকল্মষোঽসীত্যূচে প্রজাপতিঃ। অথাস্মিন্নেবঙ্কারমুপসন্নে মঘবতি প্রজাপতিরুবাচ। য এষ আত্মাঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণোদর্শিতোঽক্ষণি চ স্বপ্নে চ স এষ যো বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগবিরহাৎ প্রসন্নঃ সুষুপ্তাবস্থায়ামিতি। অত্রাপি নেন্দ্রো নির্ব্বাবার। যথা হি জাগ্রদ্বা স্বপ্নগতোবা অয়মহমস্মীতি ইমানি ভূতানি চেতি বিজানাতি নৈবং সুষুপ্তঃ কিঞ্চিদপি বেদয়তে তদা খল্বয়মচেতয়মানোঽভাবং প্রাপ্ত ইব ভবতি। তদিহ কা নির্বৃতিরিতি। এব মুক্তবতি মঘবতি বতাদ্যাপি ন তে কল্মষক্ষয়োঽভূৎ। তৎ পুনরপরাণি চর পঞ্চ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমিত্যবোচৎ প্রজাপতিঃ। তদেবমস্য মঘোনস্ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈর্ব্যতীয়ুঃ নবনবতির্বর্ষাণি। চতুর্থে চ পর্য্যায়ে পঞ্চ বর্ষাণীত্যেকোত্তরং শতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরতঃ সহস্রাক্ষস্য সম্পেদিরে। অথাস্মৈ ব্রহ্মচর্য্যসম্পচ্ছুন্মৃদিতকল্মষায় মঘবতে য এষোঽক্ষণি যশ্চ স্বপ্নে যশ্চ সুষুপ্তাবস্থস্যাত এষ আত্মাঽপহতপাপ্মাদিগুণো দর্শিতঃ তমেব মঘবন্ মর্ত্ত্যং বৈ শরীরমিত্যাদিনা বিস্পষ্টং ব্যাচষ্টে প্রজা-

---

ইনিই আত্মা।" (এ বাক্যে স্বপ্নাবস্থ জীব কথিত হইয়াছে)। আর বার বলিলেন, "যখন ঐ সুপ্ত পুরুষ সমস্ত হন অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপার-রহিত হন, তখন এই ইন্দ্রিয়মালিন্যশূন্য আত্মা স্বপ্নকেও জানেন না।" (এ বাক্যে সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন জীব কথিত হইয়াছে।) প্রজাপতি এতদ্রূপ অবস্থাবান্ জীবের উপদেশ করিয়া তাঁহারই পাপরাহিত্যাদি ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "ইহাই অমর, অভয় ও ব্রহ্ম।" [নাহ...দর্শয়তি] প্রজাপতির এই তৃতীয় উপদেশেও ইন্দ্রের সংশয় হইয়াছিল, তিনি

এতস্যেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি ইতি নো এবাঽন্যত্রৈ-তদস্মাদিতি চোপক্রম্য শরীরসম্বন্ধনিন্দাপূর্ব্বকমেব, সম্প্র-সাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি জীবমেব শরীরাৎ

পতিঃ। অয়মস্যাভিসন্ধিঃ।—যাবৎ কিঞ্চিৎ সুখং দুঃখমাগমাপায়ি তৎ সর্ব্বং শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণসম্বন্ধি ন ত্বাত্মনঃ। স পুনরেতানেব শরীরাদীন্ অনাদ্য-বিদ্যাবাসনাবশাদাত্মত্বেনাভিপ্রতীতস্তদ্গতেন সুখদুঃখেন তদ্বন্তমাত্মানমনু-মন্যমানোঽনুতপ্যতে। যদা ত্বয়মপহতপাপ্মাদিলক্ষণমুদাসীনমাত্মানং দেহা-দিভ্যোবিবিক্তমনুভবতি অথাস্য শরীরবতোপ্যশরীরস্য ন দেহাদিধর্ম্মসুখ-দুঃখপ্রসঙ্গোঽস্তীতি নানুতপ্যতে। কেবলময়ং নিজে চৈতন্যানন্দঘনে রূপে ব্যবস্থিতঃ সমস্তলোককামান্ প্রাপ্তোভবতি। এতস্যৈব হি পরমানন্দস্য মাত্রাঃ সর্ব্বে কামাঃ। দুঃখং ত্ববিদ্যানির্ম্মাণমিতি ন বিদ্বানাপ্নোতি। অশী-ক্ষিতোপনিষদাং ব্যামোহ ইহ জায়তে তেষামনুগ্রহায়েদমুপাখ্যানমবর্ত্তয়ৎ। এবং ব্যবস্থিত উত্তরাদ্বাক্যসন্দর্ভাৎ প্রাজাপত্যাদক্ষণি চ স্বপ্নে চ সুষুপ্তে চ চতুর্থে চ পর্য্যায়ে এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাদুত্থায়েতি জীবাত্মৈবাপহত-পাপ্মাদিগুণঃ শ্রুত্যোচ্যতে। নো খলু পরস্যাঽক্ষিস্থানং সম্ভবতি নাপি স্বপ্নাদ্যবস্থাযোগো নাপি শরীরাৎ সমুত্থানম্। তস্মাৎ যস্যৈতৎ সর্ব্বং সোঽপহতপাপ্মাদিগুণঃ শ্রুত্যোক্তঃ। জীবস্য চৈতৎ সর্ব্বমিতি স এবাঽপ-হতপাপ্মাদিগুণঃ শ্রুত্যোক্ত ইতি নাপহতপাপ্মাদিভিঃ পরং ব্রহ্ম গম্যতে। নমু জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদয়ো ন সম্ভবন্তীত্যুক্তম্। বচনাদ্ভবিষ্যন্তি— কিমিব বচনং ন কুর্য্যাৎ, নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ। ন চ মানান্তর

ভাবিতে ছিলেন, "সুপ্তিকালে কোন জ্ঞানই থাকে না। অতএব কিরূপে তাহা আমার আত্মা হইল? অর্থাৎ তাহাই আমি, তাহাই আমার স্বরূপ, এ কথা কিরূপ হইল!" এদিকে প্রজাপতি দেখিলেন, সুষুপ্তি উপদেশেও দোষ আছে, আত্মা বুঝিবার ব্যাঘাত আছে, সুতরাং পুনর্ব্বার তিনি বলি-লেন, "আমি তোমাকে প্রস্তাবিত আত্মা পুনর্ব্বার বলি, বুঝাইয়া দি। এবার যাহা বলিব, তাহা আত্মা-ই, অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ এবার আত্মাতিরিক্ত বলিব না।" এই বলিয়া তিনি শরীর-সম্বন্ধের নিন্দা করত; (শরীর মাত্রেই মিথ্যা, ইত্যাদিপ্রকার বলিয়া) বলিলেন, "এই যে সম্প্রসাদ, সুষুপ্তি-অবস্থা,

সমুত্থিতমুত্তমং পুরুষং দর্শয়তি। তস্মাদস্তি সম্ভবো জীবে পারমেশ্বরাণাং ধর্ম্মাণাম্। অতো দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি জীব এবোক্ত ইতি চেৎ কশ্চিদ্‌ব্রূয়াৎ তং প্রতিব্রূয়াদাবির্ভূতস্বরূপস্ত্বিতি। তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। নোত্তরস্মাদপি বাক্যাদিহ জীবস্যাশঙ্কা সম্ভবতীত্যর্থঃ। কস্মাৎ যতস্তত্রাপি আবির্ভূতস্বরূপোজীবো বিবক্ষ্যতে। আবির্ভূতং স্বরূপমস্যেত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ। ভূতপূর্ব্বগত্যা জীববচনম্। এতদুক্তং ভবতি।—য এষোঽক্ষিণীত্যক্ষিলক্ষিতং দ্রষ্টারং

বিরোধঃ। ন হি জীবঃ পাপ্ম্যাদিস্বভাবঃ কিন্তু বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভসম্ভবোঽস্য পাপ্ম্যাদি শরীরাদ্যভাবে ন ভবতি ধূম ইব ধূমধ্বজাভাব ইতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি।—"তং প্রতিব্রূয়াৎ। আবির্ভূতস্বরূপস্তু।" অয়মভিসন্ধিঃ।—পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া তাবদুপনিষদাং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তমেকমপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম তদতিরিক্তঞ্চ সর্ব্বং তদ্বিবর্ত্তো রজ্জোরিব ভুজঙ্গ ইত্যত্র তাৎপর্য্যমবগম্যতে। তথা চ জীবোঽপ্যবিদ্যাকল্পিতদেহেন্দ্রিয়াদ্যুপহিতং রূপং ব্রহ্মণো ন তু স্বাভাবিকঃ। এবঞ্চ নাপহতপাপ্মত্বাদয়স্তস্মিন্নবিদ্যোপাধৌ সম্ভবিনঃ। আবির্ভূতব্রহ্মরূপে তু নিরুপাধৌ সম্ভবন্তো ব্রহ্মণ এব ন জীবস্য। এবঞ্চ ব্রহ্মৈবাপহতপাপ্মাদিগুণং শ্রুত্যুক্তমিতি তদেব দহরাকাশো ন জীব ইতি। স্যাদেতৎ। স্বরূপাবির্ভাবে চেদ্‌ ব্রহ্মৈব ন জীবস্তর্হি বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে—জীব আবির্ভূতস্বরূপ ইত্যত আহ "ভূতপূর্ব্বগত্যে"তি।

ইনিই এ শরীর হইতে উত্থিত ও পরজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং ইনিই উত্তমপুরুষ।" প্রজাপতির এই চতুর্থ বা শেষ উপদেশে শরীরসমুত্থিত জীবকেই পরমপুরুষ বলা হইয়াছে। [তস্মা...বচনম্] ঐ ঐ কারণে জীবপক্ষেও পরমেশ্বরবোধক ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে সুতরাং দহরাকাশ জীব, এ কথাও বলা যাইতে পারে। (উত্তর) যদি কোন বাদী ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন, শঙ্কা করেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ বলিবে, "আবির্ভূতস্বরূপস্তু।" তু-শব্দের অর্থ পূর্ব্বপক্ষ নিষেধ। না—প্রজাপতি-বাক্যের দ্বারাও দহরের প্রতি জীবাশঙ্কা সম্ভূত হয় না। কারণ এই যে, প্রদর্শিত প্রজাপতি-বাক্যের অভিপ্রেতার্থ জীব নহে; কিন্তু জীবের স্বরূপাবির্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম। [এতদুক্তং...কল্পিতম্] ঐ প্রজাপতিবাক্যের সার সঙ্কলন

নির্দ্দিশ্যোদশরাবব্রাহ্মণেনৈনং শরীরাত্মতায়া ব্যুত্থাপ্য, এতং ত্বেব ত ইতি পুনঃ পুনস্তমেব ব্যাখ্যেয়ত্বেনাকৃষ্য স্বপ্নসুষুপ্তো-পন্যাসক্রমেণ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যত ইতি যদস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরং ব্রহ্ম তদ্রূপ তয়ৈনং জীবং ব্যচষ্টে ন জৈবেন রূপেণ। যত্তৎ পরং জ্যোতি-রুপসম্পত্তব্যং শ্রুতং তৎ পরং ব্রহ্ম। তচ্চাপহতপাপ্মত্বাদি-ধর্ম্মকং তদেব চ জীবস্য পারমার্থিকং স্বরূপং তত্ত্বমসীত্যাদি-শাস্ত্রেভ্যোনেতরদুপাধিকল্পিতম্। যাবদেব হি স্থাণাবিব-পুরুষবুদ্ধিং দ্বৈতলক্ষণামবিদ্যাং নিবর্ত্তয়ন্ কূটস্থনিত্যদৃক্-

"উদশরাবব্রাহ্মণেন" ইতি। যথৈব হি মঘোনঃ প্রতিবিম্বাম্ম্যদশরাব উপ-জনাপায়ধর্ম্মকাণ্যাত্মলক্ষণবিরহাম্নাত্মা এবং দেহেন্দ্রিয়াদ্যপ্যুপজনাপায়ধর্ম্মকং নাত্মেত্যুদশরাবদৃষ্টান্তেন শরীরাত্মতায়া ব্যুত্থানং বাধ ইতি চোদয়তি।—

এই যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মা নহে, এবং আত্মার অবস্থান্তর নাই। প্রজাপতি উদশরাব নিদর্শনের দ্বারা * শিষ্যের দেহাত্মজ্ঞান বিদূরিত করিয়া পশ্চাৎ বিচার দ্বারা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রিতয় হইতে আত্মাকে বিবিক্ত করতঃ জীবের যাহা পারমার্থিক রূপ (অনারোপিত স্বরূপ বা কূটস্থরূপ) তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপাধিকল্পিত জীবভাব সর্ব্ববিদিত; শাস্ত্র তদ্বোধনার্থ প্রবৃত্ত নহেন। উক্ত শ্রুতিতে যে উপসম্পত্তব্য (প্রাপ্তব্য) পরজ্যোতির কথা আছে, সেই পরজ্যোতিঃই ব্রহ্ম ও নির্লেপ। ব্রহ্মই যে জীবের পারমার্থিক রূপ, তাহা তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্রে প্রথিত আছে। অপিচ, উপাধিকল্পিত জীবভাবে নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্ম নাই। [যাবদেব…নিষ্পদ্যতে] স্থাণুতে মনুষ্যবোধ যদ্রূপ, অদ্বয় আত্মতত্ত্বে দ্বৈতবোধও তদ্রূপ। যত দিন না মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ দ্বৈতভ্রান্তি বিদূরিত হয়, আমিই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় নিত্যচৈতন্য ব্রহ্ম, এতদ্রূপ অভ্রান্ত অনুভবের উদয় না হয়,

* উদশরাব—জলপূর্ণ মৃৎপাত্রবিশেষ। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট আত্মা জানিতে গিয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাদের সম্মুখে এক শরা জল রাখিয়া বলিলেন, দেখ, আত্মা দেখ। অনন্তর তাঁহারা তাহাতে আপন আপন দেহের প্রতিবিম্ব দেখিল, দেখিয়া বিবেচনা করিল, দেহই আত্মা। ইহারই পরে তিনি চক্ষু-তারকার আত্মা দেখিতে বলিলেন। এইরূপ অনেক কথা আছে।

স্বরূপমাত্মানমহং ব্রহ্মাস্মীতি ন প্রতিপদ্যতে তাবজ্জীবস্য জীবত্বম্। যদা তু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতাদ্ব্যুত্থাপ্য শ্রুত্যা প্রতিবোধ্যতে—নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-সঙ্ঘাতো নাসি ত্বং সংসারী—কিং তর্হি—তৎ যৎ সত্যং স আত্মা চৈতন্যমাত্রস্বরূপস্তত্ত্বমসীতি তদা কূটস্থনিত্যদৃক্-স্বরূপমাত্মানং প্রতিবুধ্যাঽস্মাচ্ছরীরাদ্যভিমানাৎ সমুত্তিষ্ঠন্ স এব কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপ আত্মা ভবতি। স যো হ বৈতৎ-পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তদেব চাস্য পারমার্থিকং স্বরূপং, যেন শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। কথং পুনঃ স্বঞ্চ রূপং স্বেনৈব চ নিষ্পদ্যত ইতি সম্ভবতি কূটস্থনিত্যস্য। সুবর্ণাদীনান্তু

"কথং পুনঃ স্বঞ্চ রূপ"মিতি। দ্রব্যান্তরসংসৃষ্টং হি তেনাভিভূতং তস্মাদ্বিবিচ্য-মানং ব্যজ্যতে হেমতারকাদি, কূটস্থনিত্যস্য পুনরন্যেনাসংসৃষ্টস্য কুতো-বিবেচনাদভিব্যক্তিঃ। ন চ সংসারাবস্থায়াং জীবোঽনভিব্যক্তো দৃষ্ট্যাদয়ো হ্যস্য স্বরূপং, তে চ সংসারাবস্থায়াং ভাসন্ত ইতি কথং জীবরূপং ন ভাসত

তত দিনই জীবের জীবত্ব। পরন্তু যখন শ্রুতি তাহাকে দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি হইতে বিবিক্ত করিয়া "তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি নহ, সংসারী নহ, তুমি কেবল নিত্যচৈতন্য" এ তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়, তখন সেই শ্রোতা-জীব কূটস্থনিত্য-চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া জানে। তাহার অনাদিকালের অহমভিমান শরীরাদি হইতে উঠিয়া গিয়া কূটস্থচৈতন্যে প্রবেশ করে। সে তখন জীব থাকে না, নিত্যচৈতন্যরূপ আত্মাই হয়। এ কথা "যে পরব্রহ্ম জানে, আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকার করে, সে ব্রহ্ম হয়।" ইত্যাদি শাস্ত্রেও আছে। উপদেশ শ্রবণের পর জীব যে শরীরাদি হইতে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ দেহাদি হইতে অহমভিমান উৎকর্ষণপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ চৈতন্য-রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই নিত্য নির্ব্বিশেষ চৈতন্যই তাহার পারমার্থিক (অনারোপিত) রূপ। [কথং...বিরোধাচ্চ] যদি বল, স্বরূপনিষ্পত্তি অসম্ভব অর্থাৎ নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম চৈতন্য স্বতঃসিদ্ধ সুতরাং তাহার নিষ্পত্তি অসম্ভব, দ্রব্যান্তরের দ্বারা সুবর্ণাদি ধাতুর স্বরূপ অভিভূত বা প্রচ্ছন্ন

দ্রব্যান্তরসম্পর্কাদভিভূতস্বরূপাণামনভিব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং ক্ষারপ্রক্ষেপাদিভিঃ শোধ্যমানানাং স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ তথা নক্ষত্রাদীনামহন্যভিভূতপ্রকাশানামভিভাবকবিয়োগে রাত্রৌ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ। ন তু তথা চৈতন্য-জ্যোতিষো নিত্যস্য কেনচিদভিভবঃ সম্ভবত্যসংসর্গিত্বাৎ ব্যোম্ন ইব। দৃষ্টবিরোধাচ্চ। দৃষ্টিশ্রুতিমতিবিজ্ঞাতয়ো হি জীবস্য স্বরূপং, তচ্চ শরীরাদসমুত্থিতস্যাপি জীবস্য সদা নিষ্পন্নমেব দৃশ্যতে। সর্ব্বো হি জীবঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্মন্বানো বিজানন্ ব্যবহরত্যন্যথা ব্যবহারানুপপত্তিঃ। তচ্চেচ্ছরীরাৎ সমুত্থিতস্য নিষ্পদ্যেত প্রাক্‌সমুত্থানাৎ দৃষ্টো ব্যবহারো বিরুধ্যেত। অতঃ কিমাত্মকমিদং শরীরাৎ সমুত্থানং কিমাত্মিকা

থাকে, ক্ষারপ্রক্ষেপাদির দ্বারা তাহা শুদ্ধ হয়, তদ্গত মালিন্য নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহার (সুবর্ণাদির) স্বরূপ পুনরাগমন করে বা নিষ্পন্ন হয়। দিবসে সৌরতেজে নক্ষত্রাদির স্বরূপ অভিভূত থাকে, অভিভাবক সৌর-তেজ অপগত হইলে পুনর্ব্বার রাত্রিকালে তাহাদের স্বরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এখানে ঐ কথা (স্বরূপনিষ্পত্তি) অসম্ভব। কারণ এই যে, নিত্যচৈতন্যের অভিভব-সম্ভাবনা নাই এবং দ্রব্যান্তরসংযোগের সম্ভাবনাও নাই। আকাশ যেমন মলিন ও অভিভূত হয় না, সেইরূপ, নিত্য-চৈতন্য-জ্যোতিঃও মলিন ও অভিভূত হন না। [দৃষ্টি⋯অত্রোচ্যতে] জীব কি? দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান, ইহাই জীবের লক্ষণ এবং উহাই (ঐ শক্তিচতুষ্টয়) জীবের স্বরূপ। ঐ স্বরূপ নিষ্পন্নই আছে, শরীর হইতে অনুত্থিত দশাতেও উহা বিদ্যমান আছে। হেতু এই যে, যেখানে জীব সেই স্থানেই দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞানের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, জীবের স্বরূপ (ঐ সকল) সদাসিদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পন্নই আছে। উহা না থাকিলে ঐ ঐ ব্যবহার হইতে পারে না। দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান, এই চতুষ্টয় বা এতচ্চতুষ্কাত্মক জীব যদি শরীর হইতে উত্থিত হইবার পূর্ব্বে না থাকে এমন বল, তাহা হইলে তৎকালে ব্যবহার বিলোপের আপত্তি হইবে। অতএব, পরিষ্কার করিয়া বল, জীবের শরীর হইতে উঠা কি, কিংস্বরূপ ও নিষ্পত্তিই

চ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিরিতি, অত্রোচ্যতে। প্রাক্ বিবেক-বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনোপাধিভি-রবিবিক্তমিব জীবস্য দৃষ্ট্যাদিজ্যোতিঃস্বরূপং ভবতি। যথা শুদ্ধস্য স্ফটিকস্য স্বাচ্ছ্যং শৌক্ল্যঞ্চ স্বরূপং প্রাক্ বিবেক-গ্রহণাদ্রক্তনীলাদ্যুপাধিভিরবিবিক্তমিব ভবতি প্রমাণজনিত-বিবেকগ্রহণাত্তু পরাচীনস্ফটিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শৌক্ল্যেন চ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যুচ্যতে প্রাগপি তথৈব সন্ তথা

ইত্যর্থঃ। পরিহরতি।—"প্রাগ্বিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তে"রিতি। অয়মর্থঃ।—যদ্যপ্যাস্য কূটস্থনিত্যস্যান্যসংসর্গো ন বস্তুতো হস্তি, যদ্যপি চ সংসারাবস্থায়া-মস্য দৃষ্ট্যাদিরূপং চকাস্তি, তথাপ্যনির্ব্বাচ্যানাদ্যবিদ্যাবশাদবিদ্যাকল্পিতৈরেব দেহেন্দ্রিয়াদিভিরসংসৃষ্টমপি সংসৃষ্টমিব বিবিক্তমপ্যবিবিক্তমিব দৃষ্ট্যাদিরূপমস্য প্রথতে। তথা চ দেহেন্দ্রিয়াদিগতৈস্তাপাদিভিস্তাপাদিমদিব ভবতীতি। উপপাদিতঞ্চৈতদ্বিস্তরেণাধ্যাসভাষ্য ইতি নেহোপপাদ্যতে। যদ্যপি স্ফটিকা-দয়ো জপাকুসুমাদিসন্নিহিতাঃ, সন্নিধানঞ্চ সংযুক্তসংযোগাত্মকম্, তথা চ সংযুক্তাঃ, তথাপি ন সাক্ষাজ্জপাদিকুসুমসংযোগিন ইত্যেতাবতা দৃষ্টান্তিতা ইতি। "বেদনা" হর্ষভয়শোকাদয়ঃ। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি। "তথা

কিরূপ। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যাহা বক্তব্য তাহা বলিতেছি, শুন। [প্রাক্ গতিঃ] যতদিন না বিবেকজ্ঞান জন্মে, শুদ্ধবিজ্ঞান জন্মে, ততদিন শুভ্রশ্বেতস্ফটিক যেমন নীলাদি উপাধির সহিত অবিবিক্ত থাকে, এক বা অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, (নীলস্ফটিক ইত্যাকার ভ্রম প্রতীতি হইতে থাকে), তেমনি, যতদিন না বিবেকজ্ঞান জন্মে ততদিন আত্মা ভিন্ন ভিন্ন উপাধির সহিত অবিবিক্তপ্রায় থাকেন এবং জীবসম্বন্ধীয় দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইতে থাকেন। প্রমাণের দ্বারা বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন যেমন "নীল-স্ফটিক" এ বিভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ায় স্ফটিকের স্বরূপ (স্বাচ্ছ ও শৌক্ল্য) নিষ্পন্ন হইয়াছে বলা যায়, তেমনি, দেহাদি উপাধির সহিত অবিবিক্তভাবাপন্ন জীবের শ্রুতিজনিত বিবেক-বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে দর্শনাদিভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ায় কেবল বা একরূপ নিত্যচৈতন্যরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অতএব, আত্মভ্রান্তি বিনাশক শ্রৌত বিজ্ঞান (বিবেক-জ্ঞান) উৎপন্ন হওয়ার নাম শরীর

দেহাদ্যুপাধ্যবিবিক্তস্যৈব সতো জীবস্য শ্রুতিকৃতং বিবেক-বিজ্ঞানং শরীরাৎ সমুত্থানং বিবেকবিজ্ঞান ফলস্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ কেবলাত্মস্বরূপাবগতিঃ। তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেণৈবাত্মনোঽশরীরত্বং সশরীরত্বঞ্চ মন্ত্রবর্ণাৎ।—অশরীরং শরীরেষ্বিতি। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যত ইতি চ সশরীরত্বাঽশরীরত্ববিশেষাঽভাবস্মরণাৎ। তস্মাদ্বিবেকবিজ্ঞানাভাবাদনাবির্ভূতস্বরূপঃ সন্ বিবেকজ্ঞানাদাবির্ভূতস্বরূপ ইত্যুচ্যতে, ন ত্বন্যাদৃশাবাবির্ভাবানাবির্ভাবো

দেহাদী”তি। সম্প্রসাদো ঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যেতদ্বিভজতে—“শ্রুতিকৃতং বিবেকবিজ্ঞান”মিতি। তদনেন শ্রবণমননধ্যানাভ্যাসাদ্বিবেকজ্ঞানমুক্তং। তস্য বিবেক-বিজ্ঞানস্য ফলং কেবলাত্মরূপসাক্ষাৎকারঃ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ, স চ সাক্ষাৎকারো বৃত্তিরূপঃ প্রপঞ্চমাত্রং প্রবিলাপয়ন্ স্বয়মপি প্রপঞ্চরূপত্বাৎ কতকফলবৎ প্রবিলীয়তে। তথা চ নির্মৃষ্টনিখিলপ্রপঞ্চজালমনুপসর্গমপরাধীনপ্রকাশমাত্মজ্যোতিঃ সিদ্ধং ভবতি। তদিদমুক্তং ‘পরং জ্যোতিরুপ-সম্পদ্য’ ইতি। অত্র চ উপসম্পত্তাবুত্তরকালায়ামপি ক্ত্বাপ্রয়োগো মুখং ব্যাদায় স্বপিতীতিবৎ মন্তব্যঃ। যদা চ বিবেকসাক্ষাৎকারঃ শরীরাৎ সমুত্থানং, ন তু শরীরাপাদানকং গমনম্, তদা তৎ সশরীরস্যাপি সম্ভবতি প্রারব্ধকার্য্যকর্ম্মক্ষয়স্য পুরস্তাদিত্যাহ—“তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেণ” ইতি।

হইতে উঠা এবং তাহার অনন্তর-ভাবি ফলের (কেবলাত্মসাক্ষাৎকারের) নাম স্বরূপনিষ্পত্তি। [তথা...বিশেষাৎ] বেদমন্ত্রও বিবেক-অবিবেক অনুসারে আত্মাকে সশরীর অশরীর উভয়ই বলিয়াছেন। যথা—“আত্মা শরীরে অশরীর।” এ কথা স্মৃতিও বলিয়াছেন। যথা—“হে কৌন্তেয়! শরীরস্থ বা শরীরোপলক্ষিত আত্মা কিছুই করেন না এবং কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না।” অতএব, বিবেকজ্ঞানের অভাবকালে আত্মা অনাবির্ভূতস্বরূপ থাকিলেও (তাঁহার ব্রহ্মরূপ অন্তর্হিত থাকিলেও) জ্ঞানোত্তরকালে তাঁহাকে আবির্ভূতস্বরূপ বলা অসঙ্গত নহে। যাহা জীবের পারমার্থিক রূপ, তাহার কথিতপ্রকার আবির্ভাব তিরোভাব ব্যতীত অন্যপ্রকার আবির্ভাব

স্বরূপস্য সম্ভবতঃ স্বরূপত্বাদেব। এবং মিথ্যাজ্ঞানকৃত এব জীবপরমেশ্বরয়োর্ভেদো ন বস্তুকৃতো ব্যোমবদসঙ্গত্বাবিশেষাৎ। কুতশ্চৈতদেবং প্রতিপত্তব্যম্। যতো য এষোঽক্ষণি পুরুষো দৃশ্যত ইত্যুপদিশ্য এতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেত্যুপদিশতি। যোঽক্ষণি প্রসিদ্ধো দ্রষ্টা দ্রষ্টৃত্বেন বিভাব্যতে সোঽমৃতাভয়লক্ষণাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যশ্চেৎ স্যাৎ ততোঽমৃতাভয়-ব্রহ্মসামানাধিকরণ্যং ন স্যাৎ। নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মাঽয়-মক্ষিলক্ষিতো নির্দ্দিশ্যতে, প্রজাপতের্ম্‌ষাবাদিত্বপ্রসঙ্গাৎ।

ন কেবলং 'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতী'ত্যাদিশ্রুতিভ্যো জীবস্য পরমাত্মনোঽভেদঃ, প্রাজাপত্যবাক্যসন্দর্ভপর্য্যালোচনয়াঽপ্যেবমেব প্রতিপত্তব্যমিত্যাহ। "কুতশ্চৈতদেবং প্রতিপত্তব্য"মিতি। স্যাদেতৎ। প্রতিচ্ছায়াত্মবজ্জীবং পরমাত্মনো বস্তুতো ভিন্নমপ্যমৃতাভয়াত্মত্বেন গ্রাহয়িত্বা পশ্চাৎ পরমাত্মানমমৃতাভয়াদিমন্তং প্রজাপতির্গ্রাহয়তি ন ত্বয়ং জীবস্য পরমাত্মভাবমাচষ্টে ছায়াত্মন ইবেত্যত আহ—"নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মাঽয়মক্ষিলক্ষিতঃ" ইতি। অক্ষিলক্ষিতোঽপ্যাত্মৈবোপদিশ্যতে ন ছায়াত্মা। তস্মাদসিদ্ধো দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ দ্বিতীয়াদিষ্বপি পর্য্যায়েষু 'এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি' ইত্যুপক্রমাৎ প্রথমপর্য্যায়নির্দ্দিষ্টো ন ছায়াপুরুষোঽপি

তিরোভাব নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। যেমন অসঙ্গস্বভাব আকাশের বিশেষ বা ভেদ ঔপাধিক, উপাধিকল্পিত, তেমনি, অসঙ্গস্বভাব ব্রহ্মের জীবত্ব ঈশ্বরত্বও ঔপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত। [কুতশ্চ···প্রসঙ্গাৎ] জীবত্ব বাস্তব নহে, কল্পিত, ইহা প্রদর্শিত প্রজাপতিবাক্যের দ্বারাও সপ্রমাণ হয়। যথা—প্রজাপতি "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন" এইরূপ বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন, "ইনিই অমৃত অভয় এবং ব্রহ্ম।" এখন বিবেচনা কর, যে পুরুষ চক্ষুঃ প্রতীকে উপদিষ্ট, ইনি যদি পরবাক্যস্থ অমৃতাভয়লক্ষণ ব্রহ্ম না হইবেন, তাহা হইলে প্রজাপতি "ইনিই অমৃতাভয়স্বরূপ পরব্রহ্ম" এরূপ বলিবেন কেন? অভেদনির্দ্দেশ করিবেন কেন? প্রজাপতি চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থ কোন এক অনাত্মপদার্থের প্রতিচ্ছায়া (প্রতিবিম্ব) উপদেশ করিয়াছেন, এরূপ বলিলে তাঁহাকে মিথ্যা-

তথা দ্বিতীয়েঽপি পর্য্যায়ে য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতীতি ন প্রথমপর্য্যায়নির্দ্দিষ্টাদক্ষিপুরুষাৎ দ্রষ্টুরন্যোনির্দ্দিষ্টঃ। এতমেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীত্যুপক্রমাৎ। কিঞ্চাঽহমদ্য স্বপ্নে হস্তিনমদ্রাক্ষং নেদানীং তং পশ্যামীতি, দৃষ্টমেব প্রতিবুদ্ধঃ প্রত্যাচষ্টে, দ্রষ্টারন্তু তমেব প্রত্যভিজানাতি, য এবাহং স্বপ্নমদ্রাক্ষং স এবাহং জাগরিতং পশ্যামীতি। তথা তৃতীয়েঽপি পর্য্যায়ে; নাহং খল্বয়মেব সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানীতি সুষুপ্তাবস্থায়াং বিশেষবিজ্ঞানাভাবমেব দর্শয়তি ন বিজ্ঞাতারং প্রতিষেধতি। যত্তু

তু ততোঽন্যোদ্রষ্টাস্মেতি দর্শয়তি, অন্যথা প্রজাপতেঃ প্রতাবকত্বপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ।—"তথা দ্বিতীয়েঽপী"তি। অথ ছায়াপুরুষ এব জীবঃ কস্মান্ন ভবতি, তথা চ ছায়াপুরুষ এবৈতমিতি পরামৃশ্যত ইতত আহ।—"কিঞ্চাঽহমদ্য স্বপ্নে হস্তিন"মিতি। "কিঞ্চ" ইতি—সমুচ্চযাভিধানং পূর্ব্বোপপত্তিসাহিত্যং ব্রূতে তচ্চ শঙ্কানিবাকরণদ্বারেণ। ছায়াপুরুষোঽস্থায়ী, স্থায়ী চায়মাত্মা চকাস্তি, প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। "নাহং খল্বয়মেব" ইতি। অয়ং সুষুপ্তঃ। "সম্প্রতি" সুষুপ্তাবস্থায়াম্। অহমাত্মানমহঙ্কারাস্পদমাত্মানম্। ন জানাতি। কেন প্রকারেণ ন জানাতীত্যত আহ।—"অয়মহমস্মীমানি ভূতানি চ" ইতি। যথা জাগ্রতি তথা স্বপ্নে চ ইতি। ন হি

বাদী বলা হইবে। * [তথা মীতি] "পুনর্ব্বার তোমাকে ইহারই কথা বলিব, ইহাঁকেই বুঝাইব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি যে দ্বিতীয় উপদেশ দিয়াছিলেন, "যে ইনি স্বপ্নে বাসনাময় বিষয়ে বিচরণ করেন।" সে উপদেশেও প্রথমোক্ত দ্রষ্টার অনুবৃত্তি আছে। অর্থাৎ যে আত্মা জাগ্রদ্দশায় ইন্দ্রিয়দর্শিত ভোগ্য ভোগ করিতেছিলেন, সেই আত্মাই এখন স্বাপ্ন বিষয় (জাগ্রদ্বাসনাপ্রভব দৃশ্য) ভোগ করিতেছেন বা দেখিতেছেন। [তথা শ্রুত্যন্তরাৎ] পুনর্ব্বার তিনি যে পূর্ব্বোক্ত আত্মা বুঝাইবার জন্য তৃতীয় উপ-

* ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট আত্মা জানিতে গিয়াছিলেন। এমত অবস্থায়, তিনি যদি আত্মা না বলিয়া অনাত্মা বলেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে প্রতারক ও মিথ্যা বাদী বলিতে হয়। পরন্তু প্রজাপতির প্রতারকত্ব অসম্ভব, কেহই তাহা স্বীকার করিতে পারেন না।

তত্র বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মেব ন বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায়ম্। ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চতুর্থেঽপি পর্য্যায়ে, এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদিত্যুপক্রম্য মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমিত্যাদিনা প্রপঞ্চেন শরীরাদ্যুপাধিসম্বন্ধপ্রত্যা-

---

বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপোবিদ্যতে, অবিনাশিত্বাৎ, ইত্যনেনাবিনাশিত্বং সিদ্ধবুদ্ধেতুকুর্ব্বতা সুপ্তোত্থিতস্যাত্মপ্রত্যভিজ্ঞানমুক্তম্। য এবাঽহং জাগ-

---

দেশ দেন, সুষুপ্তির স্বরূপ বর্ণন করেন, (সুপ্তিকালে আমি আছি ও আমি অমুক, এ জ্ঞান কাহার থাকে না এবং এ সকল ভূত ভৌতিকও কেহ জানে না।) সে উপদেশে তিনি তৎকালে ভেদজ্ঞান না থাকার কথাই বলিয়াছেন, দ্রষ্টার বা বিজ্ঞাতার অভাব বলেন নাই। "এ সকল বিনাশ হয়" এ অংশ জ্ঞাতৃ-বিনাশ অভিপ্রায়ে কথিত হয় নাই ; ভেদজ্ঞানবিনাশ অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, সুষুপ্তিকালে কেবল মাত্র এক অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান থাকে, প্রপঞ্চজ্ঞান থাকে না। তখন নিজেই নিজের অজ্ঞানকে জানিতে থাকেন, অন্য কিছু জানেন না জানিবার কারণ এই যে, যাহাদের দ্বারা প্রপঞ্চ জানিবেন, (ইন্দ্রিয়াদি) তখন সুষুপ্ত অর্থাৎ নির্ব্যাপার। ইহার দ্বারাই [illegible] মনঃই সুষুপ্ত হয় ; অলুপ্তচৈতন্য আত্মা সুষুপ্ত হয় না। [illegible] জাগ্রৎ। নিত্যজাগ্রৎ আত্মা সুপ্তিকালে অজ্ঞানকে উজ্জ্বলিত [illegible] বা প্রব্যক্ত রাখেন, তাই সুপ্তিভঙ্গের পর প্রত্যেক জীব [illegible] হইয়াছিলাম" এই অভিলাপ করিয়া থাকে।) সুপ্তিকালে [illegible] বৃত্তি [illegible] জ্ঞাতা, সাক্ষী, দ্রষ্টা বা প্রকাশক অলুপ্ত থাকে, নাশ প্রাপ্ত [illegible] না, এ কথ[illegible] অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"যিনি বিজ্ঞানের (বু[illegible] জ্ঞাত, যি[illegible] জ্ঞানকেও জানেন, প্রকাশ করেন, তাঁহার বিলোপ [illegible] কালে নাই [illegible] কেবল তিনিই অবিনাশী।" [তথা...দর্শয়তি] প্র[illegible] চতুর্থ পর্য্যা[illegible] (চতুর্থ উপদেশে) "পুনর্ব্বার ইহাকে বলিব, বুঝাইয়া [illegible] এইরূপ [illegible] প্রথমতঃ বক্তব্য আত্মার সহিত শরীরাদির ও [illegible] অবস্থায় [illegible] সম্পর্ক নাই বলিয়াছেন, যেরূপে নাই তাহা [illegible] পশ্চাৎ সম্প্রসা[illegible]

খ্যানেন সম্প্রসাদশব্দোদিতং জীবং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি ব্রহ্মস্বরূপাপন্নং দর্শয়ন্ ন পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽমৃতাভয়-স্বরূপাদন্যং জীবং দর্শয়তি। কেচিত্তু পরমাত্মবিবক্ষায়াং, এতস্যৈব তে ইতি জীবাকর্ষণমন্যায্যং মন্যমানা এতমেব বাক্যোপক্রমসূচিতমপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমাত্মানং তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীতি কল্পয়ন্তি, তেষামেতমিতি সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্ব্বনামশ্রুতির্বিপ্রকৃষ্যেত, ভূয়ঃশ্রুতিশ্চোপরুধ্যেত। পর্য্যায়ান্তরাভিহিতস্য পর্য্যায়ান্তরেণানভিধীয়মানত্বাৎ। এত-

রিত্বা সুপ্তঃ স এবৈতর্হি জাগর্মীতি। আচার্য্যদেশীয়মতমাহ।—"কেচিত্তি" তি। যদি হেতমিত্যনেনানন্তরোক্তং চক্ষুরধিষ্ঠানং পুরুষং পরামৃশ্য তস্যাত্মত্বমুচ্যেত ততো ন ভবেচ্ছায়াপুরুষঃ। ন ত্বেতদস্তি। বাক্যোপক্রমস্থচিতস্য পরমাত্মনঃ পরামর্শাদ্। ন খলু জীবাত্মনোঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্ভব ইত্যর্থঃ। তদেতদ্দূষয়তি।—"তেষামেত"মিতি। সুবোধম্। মতান্তরমাহ।—"অপরে

শব্দ-বোধ্য জীবের তৎকালে স্বরূপনিষ্পত্তি (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি) হয় বলিয়াছেন। এই স্থানে প্রণিহিত হও, দেখিতে পাইবে, জীব অমৃতাভয় ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। যে জাগ্রদাত্মা, সেই স্বাপ্ন আত্মা, যে স্বাপ্ন আত্মা, সেই সুষুপ্ত আত্মা, এবং যে সুষুপ্ত আত্মা অমৃতাভয় ব্রহ্ম, এরূপ বলাতেই উহা সিদ্ধ হইয়াছে। [কেচিত্তু...রজ্জাদীন্] কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, পরমাত্মা বলিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য, "এতং—ইহাঁকে" এ কথার দ্বারা জীবের অনুকর্ষণ করা অযুক্ত। প্রস্তাবের প্রারম্ভে যে নিষ্পাপ (শুদ্ধ বা পরমাত্মা) আত্মা সূচিত হইয়াছেন, "এতং" শব্দে তাঁহাকেই আকর্ষণ করা উচিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় "এতং" শব্দ দূরস্থ শুদ্ধ আত্মার অনাকর্ষক। যে নিকটে থাকে, এতৎ-শব্দ তাহাকেই গ্রহণ করে, তাহাকেই উপস্থাপিত করে। বাক্যোপক্রমস্থ শুদ্ধ আত্মা অনেক দূরে সুতরাং "এতৎ" শব্দের দ্বারা তাঁহার গ্রহণ অসম্ভব। "এতৎ" শব্দে জীবের গ্রহণ না করিলে "ভূয়ঃ" শব্দও ব্যর্থ হইবে। যে বস্তু প্রথম কথিত হয়, সেই বস্তু যদি দ্বিতীয়বার বলিতে হয়, তবেই "ভূয়ঃ" "পুনঃ" এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিভিন্ন বস্তু হইলে ঐ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত ও অনর্থক হইয়া

ত্ত্বেব তে ইতি চ প্রতিজ্ঞায় প্রাক্ চতুর্থাৎ পর্য্যায়াদন্যমন্যং　ংশস্য প্রজাপতেঃ প্রতারকত্বং প্রসজ্যেত। তস্মাদ্‌যদবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতমপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্তৃভোক্তৃরাগদ্বেষাদিদোষকলুষিতমনেকানর্থযোগি তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীতমপহতপাপ্মত্বাদিগুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপাদ্যতে। সর্পাদিবিলয়নেনেব রজ্জ্বাদীন্। অপরে তু বাদিনঃ পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্যন্তে। অস্ম-

---

তু বাদিনঃ" ইতি। যদি ন জীবঃ কর্তা ভোক্তা চ বস্তুতো ভবেৎ ততস্তদাশ্রয়াঃ কর্ম্মবিধয় উপরুধ্যেরন্। সূত্রকারবচনঞ্চ নাসম্ভবাদিতি কুপ্যেত। তৎ খলু ব্রহ্মণো গুণানাং জীবেঽসম্ভবমাহ। ন চাভেদে ব্রহ্মণো জীবানাং ব্রহ্মগুণানামসম্ভবো জীবেষিতি তেষামভিপ্রায়ঃ। তেষাং বাদিনাং শারীরকেণৈবোত্তরং দত্তম্। তথাহি।—পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া বেদান্তানামেকমদ্বয়মাত্মতত্ত্বং জীবাত্মবিদ্যোপধানকল্পিতা ইত্যত্র তাৎপর্য্যমবগম্যতে। ন চ বস্তুসতো ব্রহ্মণো গুণাঃ সমারোপিতেষু জীবেষু সম্ভবন্তি। নো খলু বস্তুসত্যা রজ্জ্বা ধর্ম্মাঃ সেব্যত্বাদয়ঃ সমারোপিতে ভুজঙ্গে সম্ভবিনঃ। ন চ সমারোপিতো ভুজঙ্গো রজ্জ্বা ভিন্নঃ। তস্মান্ন সূত্রব্যাকোপঃ। অবিদ্যাকল্পিতঞ্চ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বং যথা লোকসিদ্ধমুপাশ্রিত্য কর্ম্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ

থাকে। প্রজাপতি "ইহাঁকেই বলিব, বুঝাইব," এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ যদি অন্য বস্তু বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাতে প্রতারকত্ব দোষ আসিতে পারে। (প্রজাপতি প্রতারক, এ কথা অগ্রাহ্য)। সেই জন্যই বলিতেছি, এরূপ বলা উচিত যে, যাহা তাঁহার অবিদ্যাজনিত অপারমার্থিক রূপ, অর্থাৎ জীবভাব, যাহা আভিমানিক কর্তৃত্বাদি দোষে কলুষিত, বিদ্যায় (তত্ত্বজ্ঞান), সেই রূপের বিলয় করিয়া তদ্বিপরীত শুদ্ধরূপের (অনারোপিত বা অকল্পিত রূপের) প্রতিপত্তি বা প্রাপ্তি করায়। যেমন রজ্জুতত্ত্বজ্ঞান কল্পিতসর্পের বিলয় করিয়া অকল্পিত রজ্জুরূপ প্রতীত করায়, তেমনি, আত্মতত্ত্বজ্ঞানও কল্পিত জীবরূপের বাধ করিয়া অকল্পিত কেবল চিদ্রূপের সাক্ষাৎকার করায়। [অপরে···রস্তীতি] অন্যান্য বাদীদিগের এবং আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়, জীব অকল্পিত অর্থাৎ সত্য। এ সকল মত একাত্মবিজ্ঞানের বা সম্যক্ জ্ঞানের

দীয়াশ্চ কেচিৎ তেষাং সর্ব্বেষামাত্মৈকত্বসম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষ-ভূতানাং প্রতিষেধায়েদং শারীরকমারব্ধমেক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞানধাতুরবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবদনেকধা বিভাব্যতে নান্যো বিজ্ঞানধাতুরস্তীতি। যত্ত্বিদং পরমেশ্বর-বাক্যে জীবমাশঙ্ক্য প্রতিষেধতি সূত্রকারঃ, নাসম্ভবাদিত্যা-দিনা, তত্রায়মভিপ্রায়ঃ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবে কূটস্থ-নিত্য একস্মিন্নসঙ্গেঽরূপে পরমাত্মনি তদ্বিপরীতং জৈবং রূপং ব্যোম্নীব তলমলাদিপরিকল্পিতং তদাত্মৈকত্বপ্রতিপাদন-পরবাক্যৈর্ন্যায়োপেতৈর্দ্বৈতবাদপ্রতিষেধৈশ্চাঽপনেষ্যামীতি

শ্যেনাদিবিধয় ইব নিষিদ্ধেঽপি 'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানী'তি সাধ্যাংশেঽভি-চারে ঽতিক্রান্তনিষেধং পুরুষমাশ্রিত্যাঽবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বাচ্ছাস্ত্রস্যে-ত্যুক্তম্। তদিদমাহ।—"তেষাং সর্ব্বেষা"মিতি। নম্নু ব্রহ্ম চেদত্র বক্তব্যং কৃতং জীবপরামর্শেনেত্যুক্তমিত্যত আহ।—

শক্ত, সুতরাং ঐ সকল মত নিরাকরণার্থ এই শারীরক (জীববিচার) শাস্ত্রের আরম্ভ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর এক, তিনি কূটস্থ-নিত্য, চিদেকরস, ইহাঁর অবিদ্যানামক শক্তি আছে, তদ্দ্বারা ইনি মায়াবী, মায়ার দ্বারাই ইনি বহুরূপে অর্থাৎ নানা আকারে ভাসমান হইতেছেন, কিন্তু বস্তুকল্পে তদতিরিক্ত পৃথক্ বিজ্ঞান (জীব ও ঈশ্বরপ্রভৃতি) নাই। [যত্ত্বিদং…ভেদম্] সূত্রকার (ব্যাস) পরমেশ্বর বোধক বাক্যের জীব-বোধকতা আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার-প্রয়াস স্বীকার করেন কেন? তাহাও বলিতেছি। সূত্রকারের অভিপ্রায়ে পরমাত্মা এক, তিনি নিত্যবুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সৎস্বরূপ, কূটস্থনিত্য, অজ্ঞানপ্রভাবে অসঙ্গ আকাশে যেমন মালিন্যাদি কল্পিত হয়, তেমনি, তদাশ্রিত অজ্ঞানপ্রভাবে তাহাঁতে জীবত্ব ও প্রপঞ্চ কল্পিত হইতেছে, আমি সে কল্পনা বা সে ভ্রম যুক্তিসহকৃত দ্বৈত-নিষেধক ও অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা (বিচারপূর্ব্বক) অপ-গত করাইব। সূত্রকারের এ অভিপ্রায় জীব-ব্রহ্মের অভেদ দৃঢ় রাখিতে সমর্থ। জীব বলিলেই তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন, এরূপ প্রতীতি হয় সত্য; পরন্তু তাহা শাস্ত্রের অপ্রতিপাদ্য। অর্থাৎ জীবের জীবভাব প্রতিপাদ্য নহে;

পরমাত্মনো জীবাদন্যত্বং দ্রঢ়য়তি, জীবস্য তু ন পরস্মাদন্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতি কিন্ত্বনুবদত্যেবাবিদ্যাকল্পিতং লোকপ্রসিদ্ধং জীবভেদম্। এবং হি স্বাভাবিককর্তৃত্বভোক্তৃত্বানুবাদেন প্রবৃত্তাঃ কর্ম্মবিধয়ো ন বিরুধ্যন্ত ইতি প্রতিপাদয়িষ্যতি। প্রতিপাদ্যন্তু শাস্ত্রার্থমাত্মৈকত্বমেব দর্শয়তি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববদিত্যাদিনা, বর্ণিতশ্চাস্মাভির্বিদ্বদবিদ্বদ্ভেদেন কর্ম্মবিধিবিরোধপরিহারঃ ॥ ১৯ ॥

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥*

অথ যো দহরবাক্যশেষে জীবপরামর্শোদর্শিতঃ, অথ য এষ সম্প্রসাদ ইত্যাদিঃ, স দহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন

জীবস্যোপাধিকল্পিতস্য ব্রহ্মভাব উপদেষ্টব্যঃ। ন চাসৌ জীবমপরামৃশ্য

কিন্তু তাহা অনুবাদ্য। জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতি প্রসিদ্ধ বা সর্ব্ববিদিত জীব অনুবাদ করিয়া (জ্ঞাতজ্ঞাপনের নাম অনুবাদ) তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব, জীবভাবের অনুবাদ করতঃ তাহার মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের দ্বারা ব্রহ্মরূপ প্রতিপাদন করাই শ্রুতির ও সূত্রের অভিপ্রেত। [এবং···পরিহারঃ] ঐরূপ হইলেই স্বাভাবিক কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিযুক্ত জীবের অনুবাদকারী কর্ম্মবোধক বেদের সহিত জ্ঞানবোধক বেদের বিরোধভঞ্জন হয়। ফলিতার্থ এই যে, এ প্রতিপাদ্য-শাস্ত্রার্থ একাত্মবাদ। এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছি এবং জ্ঞানী অজ্ঞানী ভেদে অর্থাৎ অধিকার ভেদে কর্ম্মবিধির ও জ্ঞানবিধির ব্যবস্থা বা বিরোধপরিহারের প্রণালীও দেখাইয়াছি।

দহর-বাক্যের শেষে যে জীবের বর্ণনা আছে, (যে এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্ত জীব), দহর পরমেশ্বর হইলে সে বর্ণনার কোন সার্থক্য থাকে না।

---

* পরামর্শোঽনুসন্ধানং জীবস্যেতি যোজ্যম্। জীবপরামর্শস্তু অন্যার্থঃ পরমেশ্বরস্বরূপপ্রতিপাদনার্থো ন তু জীবস্বরূপপ্রতিপাদনার্থঃ।—দহরবাক্যে যে জীবভাবের বর্ণনা আছে, জীবের পরমেশ্বরভাব প্রতিপাদন করাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য অর্থাৎ জীবভাব বুঝান উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু তাহার অনারোপিত রূপ বুঝানই উদ্দেশ্য।

জীবোপাসনোপদেশো ন প্রকৃতবিশেষোপদেশ ইত্যনর্থকত্বং প্রাপ্নোতীত্যত আহ, অন্যার্থঃ। অয়ং জীবপরামর্শঃ ন জীবস্বরূপপর্য্যবসায়ী, কিন্তর্হি, পরমেশ্বরস্বরূপপর্য্যবসায়ী। কথং, সম্প্রসাদশব্দোদিতো জীবো জাগরিতে ব্যবহারে দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষো ভূত্বা তদ্বাসনানির্ম্মিতাংশ্চ স্বপ্নান্নাড়ী-চরোঽনুভূয় হ্যন্তঃশরণং প্রেপ্সুরুভয়রূপাদপি শরীরাভি-মানাৎ সমুত্থায় সুষুপ্তাবস্থায়াং পরং জ্যোতিরাকাশশব্দিতং পরং ব্রহ্মোপসম্পাদ্য বিশেষবিজ্ঞানবত্ত্বং পরিত্যজ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে যদস্যোপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ, যেন স্বেন রূপেণাঽয়মভিনিষ্পদ্যতে স এব আত্মাপহতপাপ্ম-

---

শক্য উপদেষ্টুম্। ইতি তিসৃষ্ববস্থাসু জীবঃ পরামৃষ্টস্তদ্ভাবপ্রবিলয়েন তস্য পারমার্থিকং ব্রহ্মভাবং দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ।

সুতরাং বিবেচনা করা উচিত, সে বর্ণনা অর্থাৎ সেরূপ জীব-পরামর্শ অন্য অর্থের জ্ঞাপক। [অয়ং…পদ্যতে] প্রজাপতি অবস্থাবান্ জীবের বর্ণনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য জীবরূপ বুঝান পক্ষে পর্য্যবসিত নহে; পরমেশ্বর রূপ প্রদর্শন পক্ষেই তাহার তাৎপর্য্য। অর্থাৎ প্রোক্ত প্রণালীক্রমে জীবের অনারোপিত রূপ বুঝানই তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি যে-প্রকারে তাহা বুঝাইয়াছেন, উপদেশ করিয়াছেন, সে-প্রকার এই।— সম্প্রসাদ-শব্দ-বোধ্য জীব জাগ্রদবস্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যক্ষ হইয়া বহিশ্চর থাকেন। পরে বাসনানির্ম্মিত স্বপ্ন অনুভব করিতে নাড়ীচর হন। অনন্তর শ্রান্তিপ্রযুক্ত অন্তঃশরণ* প্রার্থী হইয়া উক্ত দ্বিবিধ (জাগ্রৎ ও স্বপ্ন) শরীরা-ভিমান ত্যাগ করেন; করিলে সুষুপ্তি হয়। এই কালে আকাশ-শব্দ-বোধ্য পরব্রহ্মরূপে সম্পন্ন (একীভূত বা অভিন্নপ্রায়) হইয়া ভেদজ্ঞানসম্বন্ধ

---

* অন্তঃশরণ—অধ্যন্তর গৃহ বা মূলস্থান। যেমন পক্ষী ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে পুনর্ব্বার মূলস্থানে আইসে, যে স্থান হইতে গিয়াছিল সেই স্থানেই ফিরিয়া আইসে, তেমনি জীবও জাগ্রৎ ও স্বপ্ন পরিভ্রমণ করিয়া সুষুপ্ত হয় অর্থাৎ পুনর্ব্বার অদ্বয় ব্রহ্মে ফিরিয়া আইসে। বাহিরে জাগ্রৎ, অপেক্ষাকৃত অভ্যন্তরে স্বপ্ন, তদপেক্ষা বা তাহার অভ্য-ন্তরে সুষুপ্ত।

ত্বাদিগুণ উপাস্য ইত্যেবমর্থোঽয়ং জীবপরামর্শঃ পরমেশ্বরবাদিনোঽপ্যুপপদ্যতে ॥ ২০ ॥

অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ২১ ॥ *

যদপ্যুক্তং দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যাকাশস্যাল্পত্বং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যতে, জীবস্য ত্বারাগ্রোপমিতস্যাল্পত্বমবকল্পত ইতি, তস্য পরিহারো বক্তব্যঃ। উক্তো হ্যস্য পরিহারঃ পরমেশ্বরস্যাপেক্ষিকমল্পত্বমবকল্পত ইত্যর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চেত্যত্র, স এব পরিহারোঽনুসন্ধাতব্য ইতি সূচয়তি। শ্রুত্যৈব

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্।

রহিত হন, হইয়া নিজের অনারোপিত রূপ প্রাপ্ত হন। যে পরজ্যোতিঃ তাঁহার উপসম্পত্তব্য বা প্রাপ্তব্য—যাহার সহিত একীভূত হওয়ায় স্বরূপ (নিজের মুখ্য বা অনারোপিত রূপ) নিষ্পত্তি, সেই নিষ্পাপত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মনামক পরজ্যোতিঃই উক্ত বাক্যের প্রকাশ্য এবং তিনিই উপাস্য। যাহারা পরমেশ্বরবাদী, উপাস্য দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলে, তাহাদের মতেও ঐ জীবপরামর্শ (জীবের বর্ণনা বা উপদেশ) উপরোক্ত প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে।

বলিয়াছিলে, "হৃদপদ্মের মধ্যে দহর (পরিচ্ছিন্ন বা অল্প) আকাশ" এ কথা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় না, কিন্তু জীবপক্ষে সঙ্গত হয়। (জীব পরিচ্ছিন্ন বলিয়া শ্রুতি সূচ্যগ্রের সহিত জীবের তুলনা দিয়াছেন।) এ কথার বা আপত্তির খণ্ডন ১ অঃ, ২ পা, ৪ সূত্রে বলা হইয়াছে। শ্রুতিও "এই আকাশ যৎপরিমাণ, হৃদয়োপলক্ষিত দহরাকাশও সেই পরিমাণ" এইরূপ উক্তির দ্বারা উপাস্য আকাশের অল্পতার বাস্তবত্বনিবারণ করিয়া-

---

* অল্পশ্রুতেঃ দহর আকাশ ইত্যনেনাকাশস্যাল্পত্বশ্রবণাৎ দহরত্বমল্পত্বং তচ্চ ন পরমেশ্বরে সঙ্গচ্ছত ইতি চেৎ শঙ্ক্যতে তস্যাশঙ্ক্যতাম্ বক্তব্যাশঙ্কায়াঃ সমাধানমুক্তমেবেতি সূত্রার্থঃ।— শ্রুতি উপাস্য আকাশকে দহর বলিয়াছেন, দহর-শব্দের অর্থ অল্প, পরিচ্ছিন্ন, পরমেশ্বর অর্থে তাহা অসঙ্গত, এ আপত্তির প্রত্যুত্তর ১ অঃ, ২ পা, ৭ সূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

চেদমল্লত্বং প্রত্যুক্তং প্রসিদ্ধেনাকাশেনোপমিমানয়া, যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইতি ॥ ২১ ॥

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥ *

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি সমামনন্তি। তত্র যং ভান্তমনুভাতি

অভানং তেজসোদৃষ্টং সতি তেজোঽন্তরে যতঃ।
তেজোধাত্বন্তরং তস্মাদনুকারাচ্চ গম্যতে ॥

বলীয়সা হি সৌর্য্যেণ তেজসা মন্দং তেজশ্চন্দ্রতারকাদ্যভিভূয়মানং দৃষ্টং ন তু তেজসাঽন্যেন। যেঽপি পিধায়কাঃ প্রদীপস্য গৃহকুড্যাদয়ো ন তে স্বভাসা প্রদীপং ভাসয়িতুমীশতে। শ্রূয়তে চ 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি। সর্ব্বশব্দঃ প্রকৃতসূর্য্যাদ্যপেক্ষঃ। ন চাতুল্যরূপে হনুভানমিত্যনুকারঃ সম্ভবতি। ন হি গাবোবরাহমনুধাবন্তীতি কৃষ্ণবিহঙ্গানুধাবনমুপপদ্যতে গবাম্, অপি তু তাদৃশশূকরানুধাবনম্। তস্মাদযদ্যপি 'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোত'মিতি ব্রহ্ম প্রকৃতং, তথাপ্যভিভবানুকারসামর্থ্যলক্ষণেন লিঙ্গেন প্রকরণবাধয়া তেজোধাতুরবগম্যতে ন তু ব্রহ্ম লিঙ্গানুপপত্তেঃ। তত্র

ছেন। ঐ কথাদ্বারা ... পক্ষেই ... বুঝা যায়, ঐ অল্পত্ব কেবল উপাসনার জন্যই প্রতীকানুসার ... রে কল্পিত।

মুণ্ডক-শ্রুতিতে আছে, "সেখানে অগ্নি দূরে থাকুক,—সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, ইহারাও ভানপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ভাসক নহে। (তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে)। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বাধীন প্রকাশ, আপনা আপনি প্রকাশ পাইতেছেন, তাই এ সমস্ত অনুভাত বা অনুপ্রকাশিত হইতেছে।

---

* মুণ্ডক-শ্রুতির্যদ্ধেতুকসর্ব্বভানমুক্তবতী তৎ স্বপ্রকাশস্বভাব আত্মা। হেতুমাহ—অনুকৃতেঃ। অনুকরণমনুকৃতিঃ অনুভানমিতি যাবৎ, তস্মাৎ। তস্য চ তস্যৈব স্বপ্রকাশস্বভাবস্যাত্মনঃ। অয়ম্ভাবঃ—আত্মা তাবৎ স্বপ্রকাশঃ সর্ব্বযন্নাৎ তদধীনপ্রকাশম্। আত্মভানং বিনা সর্ব্বস্য পৃথগ্ভানং নাস্তীতি সর্ব্বভানস্যানুভানত্বম্।—মুণ্ডক শ্রুতি যাঁহাকে সূর্য্য প্রভৃতির অপ্রকাশ্য বলিয়াছেন, সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াছেন, তিনি স্বপ্রকাশস্বভাব আত্মা। হেতু এই যে, আত্মাই সর্ব্বাবভাসক, এ সমস্ত তাঁহারই ভানে ভাত, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত।

সর্ব্বং যস্য চ ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি স কিং তেজোধাতুঃ কশ্চিদুত প্রাজ্ঞ আত্মেতি বিচিকিৎসায়াং তেজোধাতুরিতি তাবৎ প্রাপ্তং, কুতঃ তেজোধাতূনামেব সূর্য্যাদীনাং ভানপ্রতিষেধাৎ। তেজঃস্বভাবকং হি চন্দ্রতারকাদি তেজঃস্বভাবক এব সূর্য্যে ভাসমানেঽহনি ন ভাসত ইতি প্রসিদ্ধং। তথা, সহ সূর্য্যেণ সর্ব্বমিদং চন্দ্রতারকাদি যস্মিন্ন ভাসতে সোঽপি

তং তস্যেতি চ সর্ব্বনামপদানি প্রদর্শনীয়মেবাবভ্রক্ষ্যন্তি। ন চ তচ্ছব্দঃ পূর্ব্বোক্তপরামর্শীতি নিয়মঃ সমস্তি। ন হি 'তেন রক্তং রাগাৎ' 'তস্যাপত্যম্' ইত্যাদৌ পূর্ব্বোক্তং কিঞ্চিদস্তি। তস্মাৎ প্রমাণান্তরাপ্রতীতমপি তেজোঽন্তরমলৌকিকং শব্দাদুপাস্যত্বেন গম্যত ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

ব্রহ্মণ্যেব হি তল্লিঙ্গং ন তু তেজস্যলৌকিকে।
তস্মান্ন তদুপাস্যত্বং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ন্তু গম্যতে॥

তমেব ভান্তমিত্যত্র কিমলৌকিকং তেজঃ কল্পয়িত্বা সূর্য্যাদীনামনুভানমুপপাদ্যতাম্, কিং বা ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধেন ব্রহ্মণোভানেন

অর্থাৎ এ সমস্ত তাঁহারই ভানে ভাত, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত। (তাঁহারই সত্তায় এ সকলের সত্তা, তাঁহারই অস্তিত্বে অস্তিত্ব, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত। এ সকলের পৃথক্ সত্তা নাই, পৃথক্ প্রকাশও নাই। তিনিই পরম সৎ, তিনিই পরমপ্রকাশ বা স্বাধীন প্রকাশ, আর সমুদায় তাঁহার অধীন; অর্থাৎ তিনিই এ সকলের সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদ)"। মুণ্ডকশ্রুতি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিলেন, তিনি কে? তিনি কি কোন তেজবিশেষ? না প্রাজ্ঞ (স্বপ্রকাশ) আত্মা? এরূপ সন্দেহ হইতে পারে। সন্দেহের পর প্রথমতঃ কোন এক অপরিচিত তেজঃপদার্থকেই পাওয়া যায়; অর্থাৎ তিনি এক প্রকার তেজঃ, এইরূপ অর্থই লব্ধ হয়। কারণ এই যে, ঐ বাক্যে সূর্য্যাদি-তেজঃপদার্থের ভাননিবৃত্তি হওয়ার কথা আছে। [তেজঃ…গম্যতে] তেজ তেজের অভিভাবক, ইহা সকলেই জানেন। তাহার দৃষ্টান্ত, তেজোময় সূর্য্যের প্রকাশে তেজোময় নক্ষত্রাদি অপ্রকাশ থাকে। অর্থাৎ তাহাদের প্রকাশ প্রতিবদ্ধ থাকে। সূর্য্য যেমন চন্দ্র তারকাদির অভিভাবক, তেমনি, এমন এক তেজ আছে—যাহা

তেজঃস্বভাবক এব কশ্চিদিত্যবগম্যতে। অনুভানমপি তেজঃ স্বভাবক এবোপপদ্যতে সমানস্বভাবকেষ্বনুকারদর্শনাৎ, গচ্ছন্তমনুগচ্ছতীতি বৎ, তস্মাৎ তেজোধাতুঃ কশ্চিদিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। প্রাজ্ঞ এবাঽয়মাত্মা ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ। অনুকৃতেঃ। অনুকরণমনুকৃতিঃ। যদেতত্তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বমিত্যনুভানং তৎ প্রাজ্ঞপরিগ্রহেঽবকল্পতে। ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি হি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি, ন তু তেজোধাতুং কঞ্চিৎ সূর্য্যাদয়োঽনুভান্তীতি প্রসিদ্ধম্। সমত্বাচ্চ তেজোধাতূনাং সূর্য্যাদীনাং ন তেজোধাতুমন্যং প্রত্য-

---

সূর্য্যাদীনাং ভানমুপপাদ্যতামিতি বিশয়ে, ন শ্রুতসম্ভবেঽশ্রুতস্য কল্পনা যুজ্যত ইত্যপ্রসিদ্ধং নালৌকিকমুপাস্যং তেজো যুজ্যতে, অপি তু শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মৈব জ্ঞেয়মিতি তদেতদাহ।—"প্রাজ্ঞ এবাঽয়মাত্মা ভবিতুমর্হতি"। বিরোধমাহ।—"সমত্বাচ্চ" ইতি। নন্ন স্বপ্রতিভানে সূর্য্যাদয়শ্চাক্ষুষং তেজোঽপেক্ষন্তে, ন হ্যন্ধেনৈতে দৃশ্যন্তে, তথা তদেব চাক্ষুষং তেজো বাহ্যসৌর্য্যাদি-

---

সূর্য্যেরও অভিভাবক। অর্থাৎ সূর্য্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। [অনু...ক্রমঃ] অনুভান কথাটী তেজঃপক্ষেই সঙ্গত হয়। কেন? বিবেচনা কর। গন্তার সঙ্গে বা পশ্চাৎ গমনের নাম অনুগমন। অনুগমন, অনুকরণ, অনুভান, এ সকল একজাতীয় কথা। অনুকরণ সমভাবের মধ্যেই দেখা যায়। প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা ইহাই পাওয়া যায়, স্থির হয়, শ্রুতি যাহার ভানে এ সকলের ভান বলিয়াছেন তাহা এক প্রকার তেজ। এ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, [প্রাজ্ঞ...ভাতি] তাহা তেজ নহে, তাহা প্রাজ্ঞ (স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকাশক) আত্মা। "যাহার" এই যৎ-শব্দের দ্বারা প্রাজ্ঞ আত্মা গৃহীত হইলেই "যে ভানরূপের ভানে এ সকল ভাত হয়" এ কথা সঙ্গত হইতে পারে। শ্রুতিও "আত্মা ভারূপ (প্রকাশ স্বভাব) ও সত্যসংকল্প," এইরূপ এইরূপ কথায় আত্মার প্রাজ্ঞরূপতা উপদেশ করিয়াছেন। সূর্য্যাদি পদার্থ কোনরূপ তেজোধাতুর দ্বারা বিভাত হয়, এরূপ প্রসিদ্ধি নাই। তেজ তেজস্বরূপে সমান, সকল তেজঃই স্বীয় স্বীয় তেজে প্রকাশিত, তাহারা আপন আপন প্রকাশ সম্বন্ধে কেহ কাহার প্রতীক্ষা

পেক্ষাঽস্তি যং ভান্তমনুভাম্নুঃ। ন হি প্রদীপঃ প্রদীপান্তর-মনুভাতি। যদপ্যুক্তং সমানস্বভাবকেম্বনুকারোদৃশ্যত ইতি, নায়মেকান্তো নিয়মোঽস্তি। ভিন্নস্বভাবকেম্বপি হ্যনুকারো দৃশ্যতে। যথা সুতপ্তোঽয়ঃপিণ্ডোঽগ্ন্যনুকৃতিরগ্নিং দহন্তমনু-দহতি, ভৌমং বা রজো বায়ুং বহন্তমনুবহতীতি। অনু-কৃতেরিত্যনুভানমস্যসূচৎ। তস্য চেতি চতুর্থপাদমস্য শ্লোকস্য সূচয়তি।—তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি চ তদ্ধেতুকং ভানং সূর্য্যাদেরুচ্যমানং প্রাজ্ঞমাত্মানং গময়তি। তদ্দেবা

তেজ আপ্যায়িতং রূপাদি প্রকাশয়তি নানাপ্যায়িতং, অন্ধকারেঽপি রূপ-দর্শনপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ।—"যং ভান্তমনুভান্তি"রিতি। ন হি তেজোঽন্তরস্য তেজোঽন্তরাপেক্ষাং ব্যাসেধামঃ কিন্তু তদ্ভানমনুভানম্। ন চ লোচনভান-মনুভান্তি সূর্য্যাদয়ঃ। তদিদমুক্তম্।—"ন হি প্রদীপঃ" ইতি। পূর্ব্বপক্ষ-মনুভাষ্য ব্যভিচারমাহ।—"যদপ্যুক্ত"মিতি। এতদুক্তং ভবতি।—যদি স্বরূপসাম্যাভাবমভিপ্রেত্যানুকারোনিরাক্রিয়তে, তদা ব্যভিচারঃ। অথ ক্রিয়াসাম্যাভাবং, সোঽসিদ্ধঃ। অস্তি হি বায়ুরজসোঃ স্বরূপবিসদৃশয়োরপি নিয়তদিগ্দেশবহনক্রিয়াসাম্যম্। বহ্ন্যয়ঃপিণ্ডয়োস্ত যদ্যপি দহনক্রিয়া ন ভিদ্যতে তথাপি দ্রব্যভেদেন ক্রিয়াভেদং কল্পয়িত্বা ক্রিয়াসাদৃশ্যং ব্যাখ্যেয়ম্। তদেবমনুকৃতেরিতি বিভজ্য তস্য চেতি সূত্রাবয়বং বিভজতে।—"তস্য চ"

করে না; ইহা সর্ব্ববিদিত। প্রদীপ কি প্রদীপান্তরের প্রতীক্ষা করে? (প্রদীপ দিয়া প্রদীপ দেখিতে হয় না এবং বস্তুপ্রকাশের জন্য এক প্রদীপ অন্যপ্রদীপের প্রতীক্ষাও করে না।) [যদ...বহতীতি] বলিয়াছিলে, সমস্বভাবের মধ্যেই অনুকরণপ্রথা দেখা যায়, তাহা নিয়মিত নহে। সম-স্বভাবাপন্ন বা তুল্যজাতীয় বস্তুই অনুকরণ করে, বিষমস্বভাব বা বিজাতীয় বস্তু করে না, এমন কোন নিয়ম নাই। অগ্নিরূপধারী প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডও দাহক অগ্নির অনুকরণ করে এবং বায়ুকর্ত্তৃক বহমন ধূলিসমূহও বাহক বায়ুর অনুকরণ করে। [অনুকৃতে⋯যাতাৎ] সূত্রস্থ "অনুকৃতি" শব্দ অনুভান অর্থের সূচক এবং "তস্য চ" অংশ বিচার্য্য শ্লোকের চতুর্থ পাদের বোধক। "তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত?" এই চতুর্থ পাদে প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বাবভাসক আত্মার কথাই বলা হইয়াছে। "দেবগণ সেই

জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতমিতি হি প্রাজ্ঞমা-ত্মানমামনন্তি। তেজোঽন্তরেণ তু সূর্য্যাদিতেজো বিভা-তি.. প্রসিদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ তেজোঽন্তরেণ তেজোঽন্তরস্য প্রতি-ঘাতাৎ। অথ বা ন সূর্য্যাদীনামেব শ্লোকপরিপঠিতানামিদং তদ্ধেতুকং বিভানমুচ্যতে, কিং তর্হি, সর্ব্বমিদমিত্যবিশেষ-শ্রুতেঃ সর্ব্বস্যৈবাস্য নামরূপক্রিয়াকারকফলজাতস্য যাভি-ব্যক্তিঃ সা ব্রহ্মজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা। যথা সূর্য্যজ্যোতিঃ-সত্তানিমিত্তা সর্ব্বস্য রূপজাতস্যাভিব্যক্তিস্তদ্বৎ। ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি চ তত্র শব্দমাহরন্ প্রকৃতগ্রহণং দর্শয়তি।

ইতি। "চতুর্থ"মিতি। "জ্যোতিষাম্", সূর্য্যাদীনাম্। "ব্রহ্মজ্যোতিঃ" প্রকাশকমিত্যর্থঃ। তেজোঽন্তরেণানিন্দ্রিয়ভাবমাপন্নেন ..সূর্য্যাদিতেজো বিভাতীত্যপ্রসিদ্ধম্। সর্ব্বশব্দস্য হি স্বরসতো নিঃশেষাভিধানং বৃত্তিঃ। সা তেজোধাতাবলৌকিকে রূপমাত্রপ্রকাশকে সঙ্কুচেৎ। ব্রহ্মণি তু নিঃশেষ-জগদবভাসকে ন সর্ব্বশব্দস্য বৃত্তিঃ সঙ্কুচতীতি। "তত্র শব্দমাহরন্" ইতি। সর্ব্বত্র খল্বয়ং তত্রশব্দঃ পূর্ব্বোক্তপরামর্শী। 'তেন রক্তং রাগা'দিত্যাদাবপি প্রকৃতে পরস্মিন্ প্রত্যয়েঽর্থভেদে হ্যাখ্যায়মানে প্রাতিপদিকপ্রকৃত্যর্থস্য

জ্যোতির জ্যোতিকে * আয়ু ও অমৃত জ্ঞানে উপাসনা করেন।" এ ..শ্রুতিও প্রাজ্ঞ আত্মা বর্ণন করিয়াছেন। (অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশতা ..ও সর্ব্ব-প্রকাশকতা বলিয়াছেন)। তেজঃপদার্থের দ্বারা সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থ অনুভাত হয়, এ কথা অপ্রসিদ্ধ ও বিরুদ্ধ। তেজ তেজের দ্বারা প্র..ভাত হয় না, প্রত্যুত প্রতিহত (অভিভূত)ই হয়। [অথবা...তদ্বৎ] শ্লোকে যে সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুতের কথা আছে, তাহা উপলক্ষ মাত্র। যে কিছু নাম রূপ ক্রিয়া কারক ও ফল, সমস্তই ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ্য। এ তথ্য "সর্ব্বমিদং" অংশে ব্যক্ত আছে। সূর্য্যজ্যোতির সত্তাব রূপসমূহের অভিব্যঞ্জক; এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ব্রহ্মজ্যোতির সত্তাব সর্ব্বাভিব্যঞ্জক। [ন ..তত্র... ভাতীতি] শ্রুতি "ন তত্র সূর্য্যোভাতি" এই বাক্যে তত্র-শব্দের প্রয়োগ

---

* জ্যোতিঃ=প্রকাশক বস্তু। জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ আগ্ন প্রভৃতি প্রকাশক বস্তুর প্রকাশক বা সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদ। আত্মাই সর্ব্বপ্রকাশক, অন্য সকল আত্মপ্রকাশে প্রকাশ্য।

প্রকৃতঞ্চ ব্রহ্ম, যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতমিত্যা-দিনা। অনন্তরঞ্চ, হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুরিতি। কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুত্থিতং ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি। যদপ্যুক্তং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধস্তেজোধাতাবেবান্তস্মিন্নবকল্পতে সূর্য্য ইবে-তরেষাং জ্যোতিষাম্ ইতি, তত্রাপ্যভানং স এব তেজোধাতু-রন্যো ন সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্। ব্রহ্মণ্যপি চৈষাং ভান-প্রতিষেধোঽবকল্পতে, যতো যদুপলভ্যতে তৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম-

ত　　তেনেতি তৎপরামর্শান্ন ব্যভিচারঃ। তথা চ সর্ব্বনাম-শ্রুতিরেব ব্রহ্মোপস্থাপয়তি। তেন ভবতু নাম প্রকরণাল্লিঙ্গং বলীয়ঃ, শ্রুতিস্তু লিঙ্গাদ্বলীয়সীতি—শ্রৌতমিহ ব্রহ্মৈব গম্যত ইতি। অপি চাপেক্ষিতাঽন-পেক্ষিতাভিধানয়োরপেক্ষিতাভিধানং যুক্তং দৃষ্টার্থত্বাদিত্যাহ।—"অনন্তরঞ্চ হিরণ্ময়ে পরে কোষে" ইতি। অস্মিন্ বাক্যে জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যুক্তং তত্র কথং তদেব জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যপেক্ষায়ামিদমুপতিষ্ঠতে। "ন তত্র সূর্য্যঃ" ইতি। স্বাতন্ত্র্যেণ তূচ্যমানেঽনপেক্ষিতং স্যাদদৃষ্টার্থমিতি। "ব্রহ্ম-ণ্যপি চৈষাং ভানপ্রতিষেধোঽবকল্পত" ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ।—ন তত্র

করিয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবিত পদার্থকেই বলিয়াছেন। "যাঁহাতে স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ স্থাপিত আছে।" এইরূপ এইরূপ কথায় প্রস্তাবারম্ভ হওয়ায় ব্রহ্মপদার্থই প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। ইহারই পরে "উৎকৃষ্ট হিরণ্ময় কোষে নিষ্পাপ নিষ্কল ব্রহ্ম (বিরাজিত); তিনি শুভ্র, জ্যোতির জ্যোতি, তিনি তাহাই—যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষের বিদিত।" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা আছে। অনন্তর, কিপ্রকারে বা কোন্ রূপে তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, এতদ্রূপ আকাঙ্ক্ষাক্রমে "ন তত্র সূর্য্যোভাতি" এতৎ শ্লোক কথিত হইয়াছে। [যদপ্যুক্তং...শ্রুতিভ্যঃ] বলিয়াছিলে, সেখানে সূর্য্যজ্যোতির প্রকাশ নাই বলাতেই সে পদার্থ তেজোবিশেষ, যেমন সূর্য্যে ইতর তেজের প্রকাশ থাকে না, তেমনি সে পদার্থে সূর্য্যেরও প্রকাশ নাই। ইহার প্রত্যু-ত্তরে আমরা বলি, তিনি তেজ নহেন, তেজ হইতে ভিন্ন; ইহা ইতঃপূর্ব্বে

ণৈব জ্যোতিষোপলভ্যতে, ব্রহ্ম তু নান্যেন জ্যোতিষোপলভ্যতে, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপত্বাৎ, যেন সূর্য্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ ব্যনক্তি ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে। আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ ॥ ২২ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥ *

অপি চেদং রূপং প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্গীতাসু।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" ॥ ইতি।

সূর্য্যোভাতীতি নেয়ং সতিসপ্তমী, যতঃ সূর্য্যাদীনাং তস্মিন্ সত্যভিভবঃ প্রতীয়েত, অপি তু বিষয়সপ্তমী। তেন ন তত্র ব্রহ্মণি প্রকাশয়িতব্যে সূর্য্যাদয়ঃ প্রকাশকতয়া ভান্তি কিন্তু ব্রহ্মৈব সূর্য্যাদিষু প্রকাশয়িতব্যেষু প্রকাশকত্বেন ভাতি তচ্চ স্বয়ংপ্রকাশম্। "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ইত্যাদি-শ্রুতিভ্য" ইতি।

প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বস্তুতে এ সকল জ্যোতির ভান (প্রকাশ) প্রতিবিদ্ধ হওয়াই সঙ্গত। কারণ এই যে, যে-কিছু উপলব্ধি হয় সমস্তই ব্রহ্মজ্যোতির (চৈতন্যের) ভাস্য বা প্রকাশ্য; কিন্তু ব্রহ্ম কাহার ভাস্য বা প্রকাশ্য নহেন। তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। সেই জন্যই সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ তাঁহাকে প্রকাশ করে না, করিতে পারেও না। ব্রহ্মই সমস্ত ব্যক্ত করেন, প্রকাশ করেন, পরন্তু ব্রহ্মকে কেহ ব্যক্ত করে না, করিতে পারেও না। এ কথা "এ সকল আত্ম-জ্যোতির দ্বারা গৃহীত হয়, অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ অন্যের অগ্রাহ্য।" ইত্যাদিবিধ শ্রুতিতে আছে।

প্রাজ্ঞ আত্মার ঐরূপ রূপ (সর্ব্বভাসকতা) ভগবদ্গীতাতেও বর্ণিত আছে। যথা—"সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, কেহই সে বস্তু ভাসিত বা প্রকাশিত করে না। যেখানে গেলে পুনরাগমন নিবৃত্ত হয় তাহাই আমার পরম ধাম।"

---

* অয়মর্থঃ স্মৃত্যা প্যুচ্যতে।—স্মৃতিও ঐ তথ্য অনুবাদ করিয়াছেন।

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজোবিদ্ধি মামকম্॥" ইতি চ।২৩

শব্দাদেব প্রমিতঃ॥ ২৪॥ *

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ইতি শ্রূয়তে। তথা, অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ, ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব এতদ্বৈতৎ ইতি চ। তত্র যোঽয়-

"ন তদ্ভাসয়ত" ইতি ব্রহ্মণোঽগ্রাহ্যত্বমুক্তং, "যদাদিত্যগত"মিত্যনেন তস্যৈব গ্রাহকত্বমুক্তমিতি।

নাঞ্জসা মানভেদোঽস্তি পরস্মিন্ মানবর্জ্জিতে।
ভূতভব্যেশিতা জীবে নাঞ্জসী তেন সংশয়ঃ॥

কিমঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুত্যনুগ্রহায় জীবোপাসনাপরমেতদ্বাক্যমস্তু, তদনুরোধেন চেশানশ্রুতিঃ কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তাম্, আহোস্বিদীশানশ্রুত্যনুগ্রহায় ব্রহ্মপরমেতদস্তু, তদনুরোধেনাঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ কথঞ্চিন্নীয়তাম্, তত্রান্যতরস্যান্যতরানুরোধবিশয়ে প্রথমানুরোধো ন্যায্য ইত্যঙ্গুষ্ঠশ্রুত্যনুরোধেনেশানশ্রুতির্নেতব্যা। অপি চ, যুক্তং হৃৎপুণ্ডরীকদহরস্থানত্বং পরমাত্মনঃ। স্থানভেদনির্দ্দেশাৎ। তদ্ধি তস্যোপলব্ধিস্থানং শালগ্রাম ইব কমলনাভস্য ভগবতঃ। ন চ তথেহা-

---

"সূর্য্যস্থ যে-তেজ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে, যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে, সে তেজ আমারই তেজ, ইহা জানিবে।" (কথা এই যে, তিনি কাহার ভাস্য নহেন, তিনিই সর্ব্বভাসক)।　২৩

কঠ উপনিষদে কথিত আছে "দেহমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ আছেন।" "অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ ধূমবর্জ্জিত জ্যোতির ন্যায়, অগ্নির ন্যায়। ইনিই ভূতভবিষ্যতের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা। ইনি আজও আছেন, কালও আছেন। (তুমি যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছুক) তিনিই এই বা ইনি।" এখানে সংশয়, ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ কে? জীব? না পরমাত্মা? পরিমাণের উপদেশ

---

* প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ পুরুষঃ কঠবল্ল্যাং যোঽভিহিতঃ স পরমাত্মৈব। হেতুমাহ—শব্দাদিতি। শব্দাৎ ঈশানাদিশব্দাৎ। এব-শব্দোঽবধারণার্থো জীবব্যবচ্ছেদার্থো বা।—কঠ উপনিষদে যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি জীব নহেন, পরমাত্মা। কারণ এই যে, তাঁহাকে ভূত ভবিষ্যতের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা বলা হইয়াছে।

মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে, স কিং বিজ্ঞানাত্মা কিং বা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ। তত্র পরিমাণোপদেশাদ্বিজ্ঞানাত্মেতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ন হ্যনন্তায়ামবিস্তারস্য পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠ-মাত্রপরিমাণমুপদিশ্যেত। বিজ্ঞানাত্মনস্তূপাধিমত্বাৎ সম্ভবতি কয়াচিৎ কল্পনয়াঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্। স্মৃতেশ্চ—

অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশঙ্গতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ॥ ইতি।

ঽঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুত্যা স্থানভেদো নির্দ্দিষ্টঃ, পরিমাণমাত্রনির্দ্দেশাৎ। ন চ মধ্য আত্মনীত্যত্র স্থানভেদোঽবগম্যতে। আত্মশব্দোঽয়ং স্বভাববচনো বা ব্রহ্ম-বচনো বা স্যাৎ। তত্র স্বভাবস্য স্বভবিত্রধীননিরূপণতয়া স্বস্য চ ভবিতু-রনির্দ্দেশান্ন জ্ঞায়তে কস্য মধ্য ইতি। ন চ জীবপরয়োরস্তি মধ্যমঙ্গসেতি নৈষ স্থাননির্দ্দেশো বিস্পষ্টঃ স্পষ্টস্তু পরিমাণনির্দ্দেশঃ। পরিমাণভেদশ্চ পর-স্মিন্ন সম্ভবতীতি জীবাত্মৈবাঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ। স খল্বন্তঃকরণাদ্যুপাধিকল্পিতো ভাগঃ পরমাত্মনঃ। অন্তঃকরণঞ্চ প্রায়েণ হৃৎকমলকোশস্থানং হৃৎকমলকোশশ্চ মনুষ্যাণামঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি তদবচ্ছিন্নো জীবাত্মাঽপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রো নভ ইব বংশ-পর্ব্বাবচ্ছিন্নমরত্নিমাত্রম্। অপি চ জীবাত্মনঃ স্পষ্টমঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং স্মর্য্যতে।—

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ।' ইতি

ন হি সর্ব্বেশস্য ব্রহ্মণো যমেন বলান্নিষ্কর্ষঃ কল্পতে। যমো হি জগৌ,—

হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ' ইতি।

থাকায় প্রথমতঃ জীব-পক্ষই পাওয়া যায়। [ন...ভব্যস্যেতি] যাঁহার দৈর্ঘ্যবিস্তার নাই, যিনি অসীম, শ্রুতি তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিবেন কেন? জীব সোপাধিক সুতরাং জীবকেই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা সম্ভব। স্মৃতিও জীবকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর যম, সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ ও কর্ম্মবশ্য অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে বলপূর্ব্বক নিষ্কাশিত করিলেন।" যম কি পরমেশ্বরকে বলপূর্ব্বক নিষ্কাশিত করিতে পারেন? যেমন স্মৃত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ জীব, তেমনি, শ্রুত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষও জীব। সূত্রকার এবম্বিধ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, শ্রুত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ জীব নহে; পরমাত্মা। কারণ এই যে, শ্রুতি ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে

ন হি পরমেশ্বরো বলাদ্‌যমেন নিষ্ক্রষ্টুং শক্যঃ। তেন তত্র সংসার্য্যঙ্গুষ্ঠমাত্রো নিশ্চিতঃ। স এবেহাঽপীত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।—পরমাত্মৈবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ পুরুষো ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ। শব্দাৎ—ঈশানোভূতভব্যস্যেতি। ন হ্যন্যঃ পরমেশ্বরাদ্‌ ভূতভব্যস্য নিরঙ্কুশমীশিতা। এতদ্বৈতদিতি চ প্রকৃতং পৃষ্টমিহাঽনুসন্দধাতি। এতদ্বৈতৎ যৎ-পৃষ্টং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। পৃষ্টঞ্চেহ ব্রহ্ম। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাঽধর্ম্মাদন্যত্রাঽস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ

তেনাঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বস্য জীবে নিশ্চয়াৎ আপেক্ষিকং কিঞ্চিদ্ভূতভব্যং প্রতি জীবস্যেশানত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। এতদ্বৈ তদিতি চ প্রত্যক্ষজীবরূপং পরামৃশতীতি। তস্মাজ্জীবাত্মৈবাত্রোপাস্য ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

প্রশ্নোত্তরত্বাদীশানশ্রবণস্যাবিশেষতঃ।
জীবস্য ব্রহ্মরূপত্বপ্রত্যায়নপরং বচঃ॥

ইহ হি ভূতভব্যমাত্রং প্রতি নিরঙ্কুশমীশানত্বং প্রতীয়তে। প্রাক্‌ পৃষ্টং চাঽত্র ব্রহ্ম, অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিত্যাদিনা। তদনন্তরস্য সন্দর্ভস্য তৎপ্রতিবচনতোচিতেতি এতদ্বৈতদিতি ব্রহ্মাভিধানং যুক্তম্। তথা চাঙ্গুষ্ঠমাত্রতয়া যদ্যপি জীবোঽবগম্যতে তথাপি ন তৎপরমেতদ্বাক্যং, কিন্তু অঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য জীবস্য ব্রহ্মরূপতাপ্রতিপাদনপরম্। এবং নিরঙ্কুশমীশানত্বং ন সঙ্কোচয়িতব্যম্। ন চ ব্রহ্মপ্রশ্নোত্তরতা হাতব্যা। তেন যথা তত্ত্বমসীতি বিজ্ঞা-

ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশান (নিয়ন্তা) বলিয়াছেন। পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহার নিরঙ্কুশ নিয়ন্তৃত্ব নাই। "তিনি এই বা ইনি" এ অংশ পূর্ব্বপ্রস্তাবিত পদার্থের বোধক। ব্রহ্মের প্রস্তাবে ব্রহ্মপ্রশ্নই হইয়াছিল, (জিজ্ঞাসু ব্রহ্ম জানিতে চাহিয়াছিলেন), তাই উপদেষ্টা বলিলেন, "তিনি (ব্রহ্ম) এই বা এতৎস্বরূপ।" ইত্যগ্রে "যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, যাহাকে তুমি কৃত অকৃত ও ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া জান, তাহাই আমাকে বল," এইরূপে ব্রহ্মের প্রস্তাব বা ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন হইয়াছিল; সুতরাং "ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশান" এ কথাটী (বিশেষণটী) পরমেশ্বরের বোধক। ইহারই দ্বারা স্থির হয়, জানা যায়, ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ

পশ্যসি তদ্বদ ইতি। শব্দাদেবেতি অভিধানশ্রুতেরেবেশান ইতি পরমেশ্বরোঽবগম্যত ইত্যর্থঃ। কথং পুনঃ সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ পরিমাণোপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥*

সর্ব্বগতস্যাপি পরমাত্মনো হৃদয়েঽবস্থানমপেক্ষ্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমিদমুচ্যতে, আকাশস্যেব বংশপর্ব্বাপেক্ষমরত্নিমাত্রত্বম্। ন হ্যঞ্জসাঽতিমাত্রস্যৈব পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে। ন চান্যঃ পরমাত্মন ইহ গ্রহণমর্হতীশানশব্দাদিভ্য ইত্যুক্তম্। নন্বু প্রতিপ্রাণিভেদং হৃদয়ানামনবস্থিতত্বাত্তদ-

---

নাত্মনস্তম্পদার্থস্য তদিতি পরমাত্মনৈকত্বং প্রতিপাদ্যতে, তথেহাপ্যঙ্গুষ্ঠপরিমিতস্য বিজ্ঞানাত্মন ঈশানশ্রুত্যা ব্রহ্মভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি যুক্তম্।

"সর্ব্বগতস্যাপি পরব্রহ্মণো হৃদয়েঽবস্থানমপেক্ষ্য" ইতি জীবাভিপ্রায়ম্॥

পুরুষ পরমেশ্বর; জীব নহে। সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিতেছি।

পরমাত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিত হইলেও তাঁহাকে উপাসকের হৃদয় অনুসারে তৎপরিমাণ বলা যায়। যেমন সর্ব্বত্রাবস্থিত আকাশকে বংশপর্ব্ব অনুসারে (বংশপর্ব্ব—বাঁশের পাব) হস্তপ্রমাণ বলা যায়, তেমনি, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেও হৃদয়াপেক্ষায় হৃদয়প্রমাণ ও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ উভয়ই বলা যায়। কাল্পনিক বা ঔপাধিক পরিমাণ গ্রহণ ব্যতীত পরিমাণরহিত পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা সঙ্গত হইবে না। 'ঈশান' প্রভৃতি শব্দ থাকায়, বিশেষণ থাকায়, পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা যায় না, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [নন্বু…পরমাত্মনঃ] বলিতে পার, প্রাণী ছোট

---

* হৃদ্যপেক্ষয়া হৃদয়ে অবস্থানমপেক্ষ্য অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বোক্তি র্ন স্বারস্যেন। শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারত্বাৎ হৃদয়মপি মনুষ্যাণাং গ্রাহ্যং ন তদন্যেষাম্।—পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী (সর্ব্বত্রাবস্থিত) হইলেও মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষায় তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা হইয়াছে। মনুষ্যের হৃদয় (হৃদপদ্মস্থ ছিদ্রভাগ) অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, সেই স্থানেই তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি, তদ্দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন প্রায়, তদনুসারে তিনি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। (অধ্যাসুবাদ দেখ)।

পেক্ষমপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং নোপপদ্যত ইত্যত উত্তরমুচ্যতে, মনুষ্যাধিকারত্বাদিতি। শাস্ত্রং হ্যবিশেষপ্রবৃত্তমপি মনুষ্যানেবাঽধিকরোতি শক্তত্বাদর্থিত্বাদপর্য্যুদস্তত্বাদুপনয়নাদিশাস্ত্রাচ্চ ইতি। বর্ণিতমেতদধিকারলক্ষণে। মনুষ্যাণাঞ্চ নিয়তপরিমাণঃ কায়ঃ, ঔচিত্যেন নিয়তপরিমাণমেব চৈষামঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ম্। অতো মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য মনুষ্যহৃদয়াবস্থানাপেক্ষমঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপন্নং পরমাত্মনঃ। যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ সংসার্য্যেবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ প্রত্যেতব্য

ন চান্যঃ পরমাত্মন ইহ গ্রহণমর্হতীতি ন জীবপরমেতদ্বাক্যমিত্যর্থঃ। "মনুষ্যানেব" ইতি। ত্রৈবর্ণিকানেবেতি। "অর্থিত্বা"দিতি অন্তঃসংজ্ঞানাং মোক্ষমাণাঞ্চ কাম্যেষু কর্ম্মস্বধিকারং নিষেধতি।—"শক্তত্বা"দিতি। তির্য্যগ্দেবর্ষীণামশক্তানামধিকারং নিবর্ত্তয়তি। "উপনয়মাদিশাস্ত্রাচ্চ" ইতি শূদ্রাণামনধিকারিতাং দর্শয়তি। "যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ" ইতি। যদ্যেতৎ পরমাত্মপরং কিমিতি তর্হি জীব ইহোচ্যতে। নন্থ পরমাত্মৈবো-

বড় নানাপ্রকার, তদনুসারে তাহাদের হৃদয়ের পরিমাণ অনিয়ত বা অস্থির (কাহার অতি ক্ষুদ্র, কাহার বা অত্যন্ত বৃহৎ, সকলের হৃদয় সমান নহে, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও নহে), সুতরাং হৃদয়াপেক্ষ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, এ কথাও সঙ্গত নহে। এ আপত্তির নিরাসার্থ সূত্রে 'মনুষ্যাধিকারত্বাৎ'-অংশ যোজিত হইয়াছে। শাস্ত্র মনুষ্যকেই অধিকার করে, মনুষ্যকেই বুঝায়, উপদেশ দেয়, অন্য প্রাণীকে নহে। হেতু এই যে, মনুষ্যেরাই শাস্ত্রার্থের গ্রহণে, ধারণে ও অনুষ্ঠানে সমর্থ এবং মনুষ্যেরাই প্রার্থী ও অপর্য্যুদস্ত ও উপনয়নাদিশাস্ত্রের অধিকারী। জৈমিনি মুনি এ কথা অধিকারনির্ণয়প্রসঙ্গে (পূর্ব্বমীমাংসার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। মনুষ্যশরীরের পরিমাণের স্থিরতা আছে (স্বীয় হস্তের ৩॥ হস্ত), ইহাদের হৃদয়-অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, সুতরাং মনুষ্য হৃদয়াপেক্ষায় তত্রাবস্থিত পরমাত্মাও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, এ কথা অযুক্ত বা অসঙ্গত নহে। [যদ...দিপ্রত ইতি] পরিমাণের উপদেশ ও স্মৃতির বর্ণনা দেখিয়া বলিয়াছিলে, প্রত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ সংসারী আত্মা; তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, যেমন তত্ত্বমস্যাদি বাক্য

ইতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে। স আত্মা তত্ত্বমসীত্যাদিবৎ সংসারিণ এব সতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য ব্রহ্মত্বমিদমুপদিশ্যত ইতি। দ্বিরূপা হি বেদান্তবাক্যানাং প্রবৃত্তিঃ। কচিৎ পরমাত্মস্বরূপনিরূপণ-পরা কচিদ্বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মৈকত্বোপদেশপরা। তদত্র বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনৈকত্বমুপদিশ্যতে নাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং কস্যা-চিৎ। এতমেবার্থং পরেণ স্পষ্টীকরিষ্যতি—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ তং বিদ্যা-চ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ২৫ ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥ *

চ্যতাম্। উচ্যতে চ জীবঃ। তস্মাজ্জীবপরমেবেতি ভাবঃ। পরিহরতি।—"তৎপ্রত্যুচ্যত" ইতি। জীবস্য হি তত্ত্বং পরমাত্মভাবঃ, তদ্বক্তব্যম্, ন চ তজ্জীবমনভিধায় শক্যং বক্তুমিতি জীব উচ্যত ইত্যর্থঃ।

সংসারী আত্মার ব্রহ্মত্ব বুঝায়, তদ্রূপ, অঙ্গুষ্ঠশ্রুতিও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করে। [দ্বিরূপা···মিতি] বেদান্তবাক্যের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ। কোথাও বা পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করে, কোথাও বা জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য অর্থাৎ অভেদ উপদেশ করে। প্রোক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ-শ্রুতি জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ বা ঐক্য উপদেশ করিতেছে। বস্তুকল্পে উহারা কেহই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নহে। এ তথ্য (এই অর্থ) পর বাক্যে ব্যক্ত আছে। যথা—"প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অন্তরাত্মরূপে সর্ব্বদা বিরাজিত; ধীর উপাসক ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মুঞ্জ হইতে ঈশিকা উদ্ধরণের ন্যায়, শরীর (পঞ্চ কোশ) হইতে তাঁহাকে উদ্ধৃত (পৃথক্) করিবেন; শুদ্ধ ও অমৃতরূপে জানিবেন।"

---

* সম্ভবাত্তেভ্যোপ্যেষাং মনুষ্যাণামুপরি উপরিষ্টাৎ যে তেষাং দেবাদীনাং অপি অধিকার ইতি বাদরায়ণোমন্যতে।—বাদরায়ণ মুনি স্থির করিয়াছেন, কেবল মনুষ্যেরই অধিকার, জ্ঞানাধিকার, এমত নহে, মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব দেবতা—তাঁহাদিগেরও অধিকার। কারণ এই যে, অধিকারের কারণীভূত অর্থিত্ব প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের পক্ষে থাকা সম্ভব।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতির্মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষা মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্র-স্যেত্যুক্তং, তৎপ্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে। বাঢ়, মনুষ্যানধি-করোতি শাস্ত্রং ন তু মনুষ্যানেবেতীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোঽস্তি, তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাৎ যে দেবাদয়স্তানপ্যধিকরোতি শাস্ত্র-মিতি বাদরায়ণ আচার্য্যোমন্যতে। কস্মাৎ। সম্ভবাৎ। সম্ভ-বতি হি তেষামপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্। তত্রার্থিত্বং তাব-ন্মোক্ষবিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি বিকারবিষয়বিভূত্য-নিত্যত্বালোচনাদিনিমিত্তম্। তথা সামর্থ্যমপি তেষাং সম্ভবতি মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যোবিগ্রহবত্ত্বাদ্যব-

---

দেবর্ষীণাং ব্রহ্মবিজ্ঞানাধিকারচিন্তা সমন্বয়লক্ষণেঽসঙ্গতেত্যস্যাঃ প্রাস-ঙ্গিকীং সঙ্গতিং দর্শয়িতুং প্রসঙ্গমাহ।—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতি"রিতি। স্যাদেতৎ। দেবাদীনাং বিবিধবিচিত্রানন্দভোগভাগিনাং বৈরাগ্যাভাবান্নার্থিত্বং ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামিত্যত আহ।—"তত্রার্থিত্বং তাবৎ মোক্ষবিষয়"মিতি। ক্ষয়াঽতি-শয়যোগস্য স্বর্গাদ্যুপভোগেঽপি ভাবাদস্তি বৈরাগ্যমিত্যর্থঃ। নমু দেবা-দীনাং বিগ্রহাদ্যভাবেনেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজায়াঃ প্রমাণাদিবৃত্তেরনুপপত্তেরবি-দ্বত্তয়া সামর্থ্যাভাবেন নাধিকার ইত্যত আহ।—"তথা সামর্থ্যমপি তেষা"

শাস্ত্রে মনুষ্যগণেরই অধিকার, তদনুসারে প্রোক্ত অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মনুষ্য-হৃদয়ের অনুযায়ী, এতৎপ্রসঙ্গে বিদ্যাধিকার বিষয়ক বিচার প্রবৃত্ত হই-তেছে। [বাঢ়ং...কারণম্] মানিলাম, শাস্ত্র মনুষ্যদিগকে অধিকার করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে কেবল মনুষ্যেরই অধিকার, অন্যের নহে, এমন কোন নিয়ম নাই। বাদরায়ণ মুনি বিবেচনা করেন, দেবতারাও তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী। অধিকার-কারণ প্রার্থনাদি দেবতাদিগেরও থাকা সম্ভব। [তত্রা···ত্যাদি] মুক্তিপ্রার্থনা দেবতাদিগেরও আছে। ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) অনিত্য, এ পর্য্যালোচনা তাঁহাদিগেরও হইতে পারে, সুতরাং ঐশ্বর্য্যস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষস্পৃহা হইতে পারে। কেবল ইচ্ছা বা কামনা থাকিলে তাহা অধিকার-কারণ হয় না, সামর্থ্য থাকাও চাই। তাহাও তাঁহাদের আছে। মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে শুনা যায়, তাঁহাদের শরীর আছে, কামনাপূরক অনুষ্ঠানের সামর্থ্যও আছে।

গমাৎ। ন চ তেষাং কশ্চিৎ প্রতিষেধোঽস্তি। ন চোপনয়নশাস্ত্রেণৈষামধিকারো নিবর্ত্তিতঃ। উপনয়নস্য বেদাধ্যয়নার্থত্বাৎ তেষাঞ্চ স্বয়ম্প্রতিভাতবেদত্বাৎ। অপি চৈষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্য্যাদি দর্শয়তি—একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, ভৃগুর্বৈ বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেত্যাদি। যদপি কর্ম্মস্বনধিকারকারণমুক্তং ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ ন ঋষীণামার্ষেয়ান্তরাভাবাদিতি, ন তদ্বিদ্যাস্বস্তি। ন হীন্দ্রা-

---

মিতি। যথা চ মন্ত্রাদিভ্যস্তদবগমস্তথোপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যতে। নম্বু শূদ্রবদুপনয়নাসম্ভবেনাধ্যয়নাভাবাত্তেষামনধিকার ইত্যাহ।—"ন চোপনয়নশাস্ত্রেণ" ইতি। ন খলু বিধিবদ্‌গুরুমুখাদগৃহ্যমাণো বেদঃ ফলবৎকর্ম্মব্রহ্মাববোধহেতুঃ, অপি ত্বধ্যয়নোত্তরকালং নিগমনিরুক্তব্যাকরণাদিবিদিতপদতদর্থসঙ্গতেরধিগতশাব্দন্যায়তত্ত্বস্য পুংসঃ স্মর্য্যমাণঃ। স চ মনুষ্যাণামিহ জন্মনীব দেবাদীনাং প্রাচি ভবে বিধিবদধীত আম্নায় ইহ জন্মনি স্মর্য্যমাণঃ। অত এব স্বয়ংপ্রতিভাতো বেদঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ন চ কর্ম্মানধিকারে ব্রহ্মবিদ্যানধিকারো ভবতীত্যাহ।—"যদপি কর্ম্মস্বনধিকারকারণমুক্ত"মিতি।

তাঁহাদের অধিকার থাকা পক্ষে নিষেধ শাস্ত্রও নাই। (দেবতাদিগের অধিকার নাই, এ কথা কোনও শাস্ত্রে নাই)। যদি বল, উপনয়ন-শাস্ত্রের দ্বারা প্রকারান্তরে তাঁহাদের অধিকার নাই বলা হইয়াছে, * আমরা বলি, তাহা হয় নাই। বিবেচনা কর, বেদাধ্যয়নের জন্যই উপনয়ন, দেবতাদের তাহা স্বয়ংপ্রতিভাত। (বিনা অধ্যয়নে তাঁহাদের তাহা জ্ঞানগম্য হয়)। সুতরাং উপনয়ন-শাস্ত্র তাঁহাদের অধিকার-নিবর্ত্তক নহে। আরও দেখ, বিদ্যাগ্রহণের জন্য (বিদ্যা=তত্ত্বজ্ঞান) ইন্দ্রদেবতা প্রজাপতির নিকট শতবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন, বরুণের নিকট বরুণপুত্র ভৃগু জ্ঞানার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন, এরূপ শাস্ত্র ও ইতিবৃত্ত অনেক আছে। [যদপি···বিরুধ্যতে] কর্ম্মমীমাংসা মধ্যে যে দেবতার দেবতা নাই ও ঋষির ঋষি বা গোত্র নাই বলিয়া দেবতার ও ঋষির কর্ম্মা-

* দেবতাদের উপনয়ন নাই, কাজেই শূদ্রের ন্যায় তাঁহাদের বেদাধিকার ও জ্ঞানাধিকার নাই।

দীনাং বিদ্যাস্বধিক্রিয়মাণানামিন্দ্রাদ্যুদ্দেশেন কিঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি। ন চ ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদিসগোত্রতয়া। তস্মাদ্দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকারঃ কেন বার্য্যতে। দেবাদ্যধিকারেঽপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ স্বাঙ্গুষ্ঠাপেক্ষয়া ন বিরুধ্যতে॥ ২৬॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ॥ ২৭॥ *

স্যাদেতৎ। যদি বিগ্রহবত্ত্বাদ্যভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিদ্যাস্বধিকারোবর্ণ্যেত বিগ্রহবত্ত্বাদৃত্বিগাদিবদিন্দ্রাদীনামপি

বস্বাদীনাং হি ন বস্বাদ্যন্তরমস্তি, নাপি ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদ্যন্তরমস্তি। প্রাচাং বসুভৃগুপ্রভৃতীনাং ক্ষীণাধিকারত্বেনেদানীং দেবর্ষিত্বাভাবাদিত্যর্থঃ।

মন্ত্রাদিপদসমন্বয়াৎ প্রতীয়মানোঽর্থঃ প্রমাণান্তরাবিরোধে সত্যুপেয়ো ন তু বিরোধে। প্রমাণান্তরবিরুদ্ধঞ্চেদং বিগ্রহবত্ত্বাদি দেবতায়াঃ। তস্মাৎ

ধিকার নিষেধ করা হইয়াছে, সে যুক্তি তাঁহাদের বিদ্যাধিকারের নিবর্ত্তক নহে। বিদ্যা বা জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য ইন্দ্রাদিদেবতার উদ্দেশে ইন্দ্রাদিদেবতার কোনরূপ ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান নাই। † ভৃগু প্রভৃতি ঋষিদিগেরও ঋষি বা গোত্র থাকার প্রয়োজন নাই। অতএব, দেবতাদিগেরও বিদ্যাধিকার আছে এবং তাঁহাদিগের নিজ নিজ অঙ্গুলিপ্রমাণ অনুসারে প্রোক্ত অঙ্গুষ্ঠশ্রুতিও সঙ্গত হইতে পারে।

[আপত্তি] যদি দেবতাদিগের শরীর স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানাধিকার বর্ণনা কর, আছে বল, অর্থাৎ অধিকারিত্বের অনুরোধে

* মাঽস্ত্বধিকারবিরোধঃ কর্ম্মণি তু বিরোধোঽস্ত্বেবেতি চেৎ ব্রূষে, অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ সোঽপি নাস্ত্যেবেতি যোজনা। দৃশ্যতে হি তেষামৈশ্বর্য্যবলেনানেকদেহগ্রহণং শ্রুতৌ স্মৃতৌ চেতি তেষাং বিগ্রহবত্ত্বেঽপি নাস্তি কর্ম্মসু বিরোধ ইতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।—দেবতার মূর্ত্তি থাকা অধিকার বিরুদ্ধ না হইলেও কর্ম্মবিরুদ্ধ, এরূপ বলিতে পারিবে না। কারণ এই যে, তাঁহারা এক সময়ে বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন। দেবতারা বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন, এ তথ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, সর্ব্বত্রই অভিহিত আছে।

† যাগ করিতে গেলে দেবতার উদ্দেশে 'স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপ করিতে হয়, আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য সে সকল কিছুই করিতে হয় না। যখন জ্ঞানে কোনরূপ অনুষ্ঠান নাই তখন আর দেবতার দেবতা থাকা না থাকা আপত্তি নিষ্ফল।

স্বরূপসন্নিধানেন কর্ম্মাঙ্গভাবোঽভ্যুপগম্যেত তদা চ বিরোধঃ কর্ম্মণি স্যাৎ। ন হীন্দ্রাদীনাং স্বরূপসন্নিধানেন যাগেঽঙ্গভাবো দৃশ্যতে। ন চ সম্ভবতি। বহুষু যাগেষু যুগপদেকস্যেন্দ্রস্য স্বরূপসন্নিধানানুপপত্তেরিতি চেৎ, নায়মস্তি বিরোধঃ, কস্মাৎ, অনেকপ্রতিপত্তেঃ। একস্যাপি দেবতাত্মনোযুগপদনেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি। কথমেতদবগম্যতে। দর্শ-

---

যজমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিবদুপচরিতার্থো মন্ত্রাদির্ব্যাখ্যেয়ঃ। তথা চ বিগ্রহাদ্যভাবাচ্ছব্দোপহিতার্থোঽর্থোপহিতো বা শব্দো দেবতেত্যাচেতনত্বান্নৈবাঽস্যাঃ ক চিদপ্যধিকার ইতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি।—"ন" "কস্মাদনেকরূপপ্রতিপত্তেঃ"। সৈব কুত ইত্যত আহ।—"দর্শনাৎ"। শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ। তথা হ্যেকস্যানেককায়নির্ম্মাণমদর্শনাদ্বা ন যুজ্যতে বাধদর্শনাদ্বা। তত্রাদর্শনমসিদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং দর্শনাৎ। ন হি লৌকিকেন প্রমাণেনাঽদৃষ্টত্বাদাগমেন দৃষ্টমদৃষ্টং ভবতি। মা ভূৎ যাগাদীনামপি স্বর্গাদিসাধনত্বমদৃষ্টমিতি। মনুষ্যশরীরস্য মাতাপিতৃসংযোগজত্বনিয়মাৎ অসতি পিত্রোঃ সংযোগে কুতঃ সম্ভবঃ, সম্ভবে বা অনগ্নিতোঽপি ধূমঃ স্যাদিতি বাধদর্শনমিতি চেৎ। হন্ত কিং শরীরত্বেন হেতুনা দেবাদিশরীরমপি মাতাপিতৃসংযোগজং সিষাধয়িষসি। তথা চাঽনেকান্তো হেত্বাভাসঃ। স্বেদজোদ্ভিজ্জানাং শরীরাণামতদ্ধেতুত্বাৎ। ইচ্ছামাত্রনির্ম্মাণত্বং দেহাদীনামদৃষ্টচরমিতি

দেবতার মূর্ত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে, পুরোহিত যেমন যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ (পুরোহিত ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, সেই কারণে তিনি অঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বাহক), দেবতাও তেমনি যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ (দেবতা ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, সেই কারণে তিনি অঙ্গ অর্থাৎ ফলনির্ব্বাহক); সুতরাং পুরোহিতের ন্যায় দেবতারও যজ্ঞকার্য্যে দর্শন ও সন্নিধান হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা হয় না। যদি বল দেখা না যাউক, যুক্তির দ্বারা তাহাদের স্বরূপসন্নিধান সিদ্ধ হইবে, অনুমিত হইবে, আমরা বলি, তাহা হইবে না। বিগ্রহবান্ দেবতার স্বরূপসন্নিধান (যজ্ঞে উপস্থিত হওয়া) অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ। [বহুষু দর্শয়তি] মনে কর, এক সময়ে বহু যজমান যজ্ঞ করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্র এক, কিরূপে তিনি একশরীরী হইয়া সেই এক সময়ে বহুযজ্ঞের অঙ্গ হইবেন? উপস্থিত থাকিয়া পূজা গ্রহণ করিবেন? অতএব, অসম্ভব

নাৎ। তথা হি—কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি নিরুচ্য, কতমে তে ইত্যস্যাং পৃচ্ছায়াং, মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি ব্রুবতী শ্রুতিরেকৈকস্য দেবতাত্মনো যুগপদনেকরূপতাং

চেৎ, ন। ভূতোপাদানত্বেনেচ্ছামাত্রনির্ম্মাণত্বাসিদ্ধেঃ। ভূতবশিনাং হি দেবাদীনাং নানাকায়চিকীর্ষাবশাদ্ভূতক্রিয়োৎপত্তৌ ভূতানাং পরস্পরসংযোগেন নানাকায়সমুৎপাদাৎ। দৃষ্টা চ বশিন ইচ্ছাবশাৎ বশ্যে ক্রিয়া যথা বিষবিদ্যাবিদ ইচ্ছামাত্রেণ বিষশকলপ্রেরণম্। ন চ বিষবিদ্যাবিদোঽদর্শনেনাধিষ্ঠানদর্শনাৎ ব্যবহিতাবিপ্রকৃষ্টভূতাদর্শনাদ্দেবাদীনাং কথমধিষ্ঠানমিতি, বাচ্যম্। কাচাভ্রপটলপিহিতস্য বিপ্রকৃষ্টস্য ভৌমশনৈশ্চরাদের্দর্শনেন ব্যভিচারাৎ। অসক্তাশ্চ দৃষ্টয়ো দেবাদীনাং কাচাভ্রপটলাদিবৎ মহীমহীধরাদিভির্ন ব্যবধীয়ন্তে। ন চাঽস্মদাদিবত্তেষাং শরীরিত্বেন ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাদিদর্শনাসম্ভবোঽনুমীয়ত ইতি বাচ্যম্। আগমবিরোধিনোঽনুমানস্যোৎপাদাযোগাৎ। অন্তর্ধানঞ্চাঞ্জনাদিনা মনুজাদীনামিব তেষাং প্রভবতামুপপদ্যতে তেন সন্নিহিতানামপি ন ক্রতুদেশে দর্শনং ভবিষ্যতি। তস্মাৎ সূক্তমনেকপ্রতিপত্তেরিতি। "তথাহি কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য" ইতি। বৈশ্বদেবশস্ত্রস্থ হি নিবিদি কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য নিবিদৈবোত্তরং দত্তং শাকল্যায় যাজ্ঞবল্ক্যেন "ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রে"তি। নৈবি-

---

বিধায় যজ্ঞদেবতার শরীর অস্বীকার্য্য ও যুক্তিবিরুদ্ধ। [প্রত্যুত্তর] এই আপত্তির প্রতি বলা যায়, যজ্ঞদেবতার বিগ্রহ (শরীর) স্বীকার করিলেও তাহা যজ্ঞকার্য্যে অসম্ভব হয় না, যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। ইন্দ্র এক হইলেও মহিমাবলে বহুশরীর পরিগ্রহ করিতে পারেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সর্ব্বত্রই দেবতাত্মার বহুরূপিত্ব কথিত আছে। "দেবতার সংখ্যা (গণনা) কত ?" এই প্রক্রমের পর শ্রুতি বলিয়াছেন "তিন্, তিন্, তিন্ শত ও তিন্ সহস্র (৩৬০৬)।" এই উক্তির পর পুনর্ব্বার দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক তদুত্তরে শ্রুতি বলিযাছেন, "দেবতা তেত্রিশ। * পূর্ব্বোক্ত

---

* অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি,—এই তেত্রিশটী যজ্ঞ দেবতা। এই সকল দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, সুতরাং ইহারা যজ্ঞের অঙ্গ। এই তেত্রিশ দেবতা অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য ও দিব্, এই ছয় দেবতার মহিমা-স্বরূপ ও অন্তর্ভূত। এই ছয় আবার লোকত্রয়ের অন্তর্গত, লোকত্রয় অন্নের ও প্রাণের

দর্শয়তি। তথা, ত্রয়স্ত্রিংশতোঽপি ষড়াদ্যন্তর্ভাবক্রমেণ কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি প্রাণৈকরূপতাং দেবানাং দর্শয়ন্তী তস্যৈবৈকস্য প্রাণস্য যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি। তথা স্মৃতিরপি—

"আত্মনো বৈ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ !
কুর্য্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্ম্মহীঞ্চরেৎ॥
প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রন্তপশ্চরেৎ।
সঙ্ক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব॥"

ন্নাম শস্যমানদেবতাসংখ্যাবাচকানি মন্ত্রপদানি। এতদুক্তং ভবতি—বৈশ্বদেবস্য নিবিদি কতি দেবাঃ শস্যমানাঃ প্রসংখ্যাতা ইতি শাকল্যেন পৃষ্টে যাজ্ঞবল্ক্যস্যোত্তরং ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতেত্যাদি। যাবৎসংখ্যাকা বৈশ্বদেবনিবিদি সংখ্যাতা দেবাস্ত এতাবন্ত ইতি। পুনশ্চ শাকল্যেন কতমে ত ইতি সংখ্যেয়েষু পৃষ্টেষু যাজ্ঞবল্ক্যস্যোত্তরং মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি। অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা ইন্দ্রশ্চ প্রজাপতিশ্চেতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ। তত্রাগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চেতি বসবঃ। এতে হি প্রাণিনাং কর্ম্মফলাশ্রয়েণ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপেণ পরিণমন্তো জগদিদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি তস্মাদ্বসবঃ। কতমে

৩৩০৬ দেবতা এই তেত্রিশ দেবতার মহিমা বা বিভূতি।" শ্রুতি এইরূপে এক দেবতার অনেকপ্রকার রূপ থাকা বর্ণন করিয়াছেন। [তথা… দর্শয়তি] শ্রুতি আবও বলিযাছেন, ঐ তেত্রিশ দেবতা ছয় দেবতার মহিমা, ছয় দেবতার অন্তর্গত। সেই ছয় দেবতা আবার তিনের অন্তর্গত, সেই তিন দেবতা এক দেবতার অন্তর্ভূত। সেই এক দেবতা প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। [তথা…পদ্যতে] "হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোগীরা বহুশরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। কোন কোন শরীরে উগ্রতর তপস্যা করেন, কোন কোন শরীরে বিষয়ভোগ করেন, আবাব সে সকল শরীর সূর্য্যের রশ্মিসংহারের ন্যায় সংহার (আত্মসাৎ)

অন্তর্গত, অন্ন ও প্রাণ, এ দুইটী একমাত্র প্রাণের বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্গত। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বদেবতা।

ইত্যেবঞ্জাতীয়িকা প্রাপ্তাঽণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনামপি যুগপদনেকশরীরযোগং দর্শয়তি কিমু বক্তব্যমাজানসিদ্ধানাং দেবানাম্। অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবাচ্চৈকৈকা দেবতা বহুভীরূপৈরাত্মানং প্রবিভজ্য বহুষু যাগেষু যুগপদঙ্গ-

---

রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ। বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি দশ। একাদশশ্চ মন ইতি। তদেতানি প্রাণাঃ তদ্বৃত্তিত্বাৎ। তে হি প্রায়ণকাল উৎক্রামন্তঃ পুরুষং রোদয়ন্তীতি রুদ্রাঃ। কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্যাবয়বাঃ পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তমানাঃ প্রাণভৃতামায়ূংষি চ কর্ম্মফলোপভোগঞ্চাদাপয়ন্তীত্যাদিত্যাঃ। অশনিরিন্দ্রঃ সা হি বলং সা হীন্দ্রস্য পরমা ঈশতা তয়া হি সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ প্রমাপয়তি তেন স্তনয়িত্নুরশনিরিন্দ্রঃ। যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি। যজ্ঞসাধনঞ্চ যজ্ঞরূপঞ্চ পশবঃ প্রজাপতিঃ। এত এব ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ ষণ্ণামগ্নিপৃথিবীবায়ুন্তরিক্ষাদিত্যদিবাং মহিমানো ন ততো ভিদ্যন্তে। ষড়েব তু দেবাঃ। তে তু ষড়গ্নিং পৃথিবীঞ্চৈকীকৃত্যান্তরিক্ষং বায়ুঞ্চৈকীকৃত্য দিবঞ্চাদিত্যঞ্চৈকীকৃত্য ত্রয়ো লোকাস্ত্রয় এব দেবা ভবন্তি। ত্রয় এব চ ত্রয়ো হ্যন্নপ্রাণয়োরন্তর্ভবন্তোঽন্নপ্রাণৌ দ্বৌ দেবৌ ভবতঃ। তাবপ্যধ্যর্দ্ধো দেব একঃ। কতমো অধ্যর্দ্ধঃ। যোঽয়ং বায়ুঃ পবতে। কথময়মেক এবাঽধ্যর্দ্ধঃ, যদস্মিন্ সতি সর্ব্বমিদমধ্যর্ধাদ্বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতীতি তেনাধ্যর্দ্ধ ইতি। কতম এক ইতি, স এবাধ্যর্দ্ধঃ প্রাণ একো ব্রহ্ম। সর্ব্বদেবাত্মত্বেন বৃহত্বাদ্‌ব্রহ্ম। তদেব সদিত্যাচক্ষতে পরোক্ষাভিধায়কেন শব্দেন। তস্মাদেকস্যৈব দেবস্য মহিমবশাদ্‌যুগপদনেকদেবরূপতামাহ শ্রুতিঃ। স্মৃতিশ্চ নিগদব্যাখ্যাতা। অপি চ পৃথগ্‌জনানামপ্যুপায়ানুষ্ঠানবশাৎ প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যুগপন্নানাকায়নির্ম্মাণং শ্রূয়তে, তত্র কৈব কথা দেবানাং স্বভাবসিদ্ধানামিত্যাহ।—"প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনা"মিতি। অণিমা লঘিমা

করিয়াও থাকেন।" এই গীতা-স্মৃতি যখন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোগীর যুগপৎ বহু শরীর ধারণের ক্ষমতা থাকার কথা বলিয়াছেন তখন আর জন্মসিদ্ধ দেবতার বহু শরীর ধারণের কথা কি বলিব। দেবতারা এক সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিতে পারেন, সেই কারণে এক সময়ে বহুযাগ অনুষ্ঠিত হইলেও সে সকল যাগে দেবতাদেহের সন্নিধান থাকার বাধা হয় না। সেই অভিন্ন সময়েই তাঁহারা আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক যাগে সন্নিহিত

ভাবং গচ্ছতি পরৈশ্চ ন দৃশ্যতেঽন্তর্ধানাদিশক্তিযোগাদিত্যুপ-পদ্যতে। অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ইত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা—বিগ্রহবতামপি কর্ম্মাঙ্গভাবচোদনাস্বনেকা প্রতিপত্তির্দৃশ্যতে। কচিদেকোঽপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি। যথা বহুভির্ভোজয়দ্ভির্নৈকো ব্রাহ্মণো যুগপদ্ভোজ্যতে। কচিচ্চৈকোঽপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং গচ্ছতি। যথা ন বহুভির্নমস্কুর্ব্বাণৈরেকো ব্রাহ্মণো যুগপন্নমস্ক্রিয়তে তদ্ব-দিহোদ্দেশপরিত্যাগাত্মকত্বাদ্ যাগস্য বিগ্রহবতীমপ্যেকাং

মহিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং যত্রকামাবসায়িত্বেত্যৈশ্বর্য্যাণি। "অপরা ব্যাখ্যা" ইতি। অনেকত্র কর্ম্মণি যুগপদঙ্গভাবপ্রতিপত্তিরঙ্গভাব-গমনং, তস্য দর্শনাৎ। তদেব পরিস্ফুটং দর্শয়িতুং ব্যতিরেকং তাবদাহ।—"কচিদেক" ইতি। ন খলু বহুষু শ্রাদ্ধেষ্বেকো ব্রাহ্মণো যুগপদঙ্গভাবং গন্তু-মর্হতি। একস্যাঽনেকত্র যুগপদঙ্গভাবমাহ।—"কচিচ্চৈক" ইতি। যথৈকং ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য যুগপন্নমস্কারঃ ক্রিয়তে বহুভিস্তথা স্বস্থানস্থিতামেকাং দেবতা-মুদ্দিশ্য বহুভির্যজমানৈর্নানাদেশাবস্থিতৈর্যুগপদ্ধবিস্ত্যজ্যতে, তস্যাশ্চ তত্রা-সন্নিহিতায়া অপ্যঙ্গভাবো ভবতি। অস্তি হি তস্যা যুগপদ্বিপ্রকৃষ্টানেকার্থো-পলম্ভসামর্থ্যমিত্যুপপাদিতম্।

হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্তর্ধান-শক্তি আছে, তৎপ্রভাবে তাঁহারা অদৃশ্য থাকেন, তাই তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। [অনেক…বিরুধ্যতে] "অনেক প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ" এ অংশের অন্যবিধ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। যথা—এক শরীর বা এক শরীরী স্থলবিশেষে (কার্য্যবিশেষে) অনেক কর্ম্মের বা অনেকের কর্ম্মের অঙ্গভাব প্রাপ্ত হইতে পারে; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বহুলোকে এক সময়ে এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে পারে না সত্য; কিন্তু নমস্কার করিতে পারে। দেবতার বিগ্রহ নমস্কার-দৃষ্টান্তে যজ্ঞকার্য্যের অবিরোধী। দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের নাম যাগ; নমস্কারের দৃষ্টান্তে তাহা (এক সময়ে) অনেক অনুষ্ঠিত হইবার বাধা হয় না। যেমন এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে যুগপৎ বহুনমস্কার অবিরুদ্ধ, তেমনি, এক দেবতার উদ্দেশে যুগপৎ বহুযজমানের দ্রব্যত্যাগরূপ যাগ অবিরুদ্ধ।

দেবতামুদ্দিশ্য বহবঃ স্বং স্বং দ্রব্যং যুগপৎপরিত্যক্ষ্যন্তীতি বিগ্রহবত্ত্বেঽপি দেবানাং ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মণি বিরুধ্যতে ॥২৭॥

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥ *

মা নাম বিগ্রহবত্ত্বে দেবাদীনামভ্যুপগম্যমানে কর্ম্মণি কশ্চিদ্বিরোধঃ প্রাসঞ্জি শব্দে তু বিরোধঃ প্রসজ্যেত। কথম্। ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধমাশ্রিত্যানপেক্ষত্বাদিতি

গোত্বাদিবৎ পূর্ব্বাবমর্শাভাবাদুপাধেরপ্যেকস্যাপ্রতীতেঃ পাচকাদিবদাকাশাদিশব্দবদ্ব্যক্তিবচনা এব বস্বাদিশব্দাঃ। তস্যাশ্চ নিত্যত্বাৎ তয়া সহ সম্বন্ধো নিত্যো ভবেৎ। বিগ্রহাদিযোগে তু সাবয়বত্বেন বস্বাদীনামনিত্য-

---

অতএব, দেবতার শরীর আছে, ইহা স্বীকার করিলে কর্ম্মবিধির সহিত কিছুমাত্র বিরোধ হয় না।

(আপত্তি)—দেবতার শরীর আছে, এ সিদ্ধান্ত যজ্ঞকার্য্যবিরুদ্ধ না হইলেও (দেবতারা অনেক শরীর করিতে পারেন, ইত্যাদিপ্রকারে কর্ম্ম-বিরোধের পরিহার হইলেও) তাহা শব্দবিরুদ্ধ, তৎপক্ষে সংশয় নাই! কি প্রকারে? তাহা বলিতেছি। [ঔৎপত্তিকং…ত্বাৎ] জৈমিনি মুনি পূর্ব্ব মীমাংসায়, অর্থের সহিত বৈদিকশব্দের নিত্যসম্বন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বক বেদের ও বৈদিকশব্দের স্বতঃপ্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন (যে হেতু শব্দ, তদ্বোধ্য অর্থ (বস্তু) ও তদুভয়ের সম্বন্ধ নিত্য, অনাদি, সেই হেতু বৈদিকশব্দ সকলের অর্থপ্রত্যয় উৎপাদন বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা করে না। যেহেতু অনপেক্ষ, সেই হেতু প্রমাণ, স্বতঃপ্রমাণ)। কিন্তু ব্যাস এখানে (উত্তরমীমাংসায়)

---

* বিরোধ ইত্যনুবর্ত্ততে। মাভূত্ কর্ম্মণি বিরোধঃ শব্দে তু বৈদিকে বিরোধোঽস্ত্যো-বেতি চেৎ, সোঽপি নাস্তি। অতঃপ্রভবাৎ শব্দপ্রভবত্বাদ্দেবাদীনাম্। বৈদিকাদ্ধি শব্দাৎ দেবাদীনাং প্রভব উৎপত্তিরভিধীয়তে প্রত্যক্ষেণ শ্রুত্যা, অনুমানেন স্মৃত্যাচেতি যোজনা।—দেবতার শরীর কর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থাৎ যজ্ঞবিরোধী না হয় না হউক, কিন্তু শব্দপ্রামাণ্যবিরুদ্ধ হইবেক, এ কথাও বক্তব্য নহে। হেতু এই যে, সমস্ত জগৎ সেই বৈদিক-শব্দ-মূলক অর্থাৎ শব্দপূর্ব্বক সমুৎপন্ন। (অর্থাৎ প্রাথমিক নাম ব্যবহার বৈদিক-শব্দ লইয়াই হইয়া-ছিল। বিস্তারিত ভাষ্যানুবাদে দেখ)।

বেদস্য প্রামাণ্যং স্থাপিতম্। ইদানীন্তু বিগ্রহবতী দেবতা-ঽভ্যুপগম্যমানা যদ্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্‌যুগপদনেককর্ম্মসম্বন্ধীনি হবীংষি ভুঞ্জীত তথাপি বিগ্রহযোগাদস্মদাদিবজ্জননমরণবতী সেতি নিত্যস্য শব্দস্যানিত্যেনার্থেন নিত্যসম্বন্ধে প্রলীয়মানে যদ্বৈদিকে শব্দে প্রামাণ্যং স্থিতং তস্য বিরোধঃ স্যাদিতি চেন্নায়মপ্যস্তি বিরোধঃ। কস্মাৎ। অতঃ প্রভবাৎ। অতএব হি বৈদিকাচ্ছব্দাদ্দেবাদিকঞ্জগৎ প্রভবতি। ননু জন্মাদ্যস্য যত

ত্বাৎ ততঃ পূর্ব্বং বস্বাদিশব্দো ন স্বার্থেন সম্বদ্ধ আসীৎ স্বার্থস্যৈবাভাবাৎ। ততশ্চোৎপন্নে বস্বাদৌ বস্বাদিশব্দসম্বন্ধঃ প্রাদুর্ভবন্ দেবদত্তাদিশব্দসম্বন্ধবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রভব ইতি তৎপূর্ব্বকো বাক্যার্থপ্রত্যয়োঽপি পুরুষবুদ্ধ্যধীনঃ স্যাৎ। পুরুষবুদ্ধিশ্চ মানান্তরাধীনজন্মেতি মানান্তরাপেক্ষয়া প্রামাণ্যং বেদস্য ব্যাহন্যেতেতি শঙ্কার্থঃ। উত্তরম্। "ন" "অতঃ প্রভবাৎ" বস্বাদিজাতিবাচকাচ্ছব্দাত্তজ্জাতীয়াং ব্যক্তিং চিকীর্ষিতাং বুদ্ধাবালিখ্য তস্যাঃ প্রভবনম্। তদিদং তৎপ্রভবত্বম্। এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপি ন শব্দ উপাদানকারণং বস্বা-

শরীরী দেবতা অঙ্গীকার করিতেছেন। শরীর অঙ্গীকার করাই (পূর্ব্ব-মীমাংসার) সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। দেবতারা ক্ষমতাবলে এক সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিয়া প্রত্যেক যজ্ঞে হবির্ভোজন করেন করুন, কিন্তু শরীর থাকায় তাঁহারা জন্মমরণবান্। জন্মমরণ থাকাতেই শব্দার্থসম্বন্ধের অনাদিত্ব নষ্ট অর্থাৎ সাদিত্বই হইল। পূর্ব্বমীমাংসায় শব্দ অনাদি, অর্থ অনাদি, তদুভয়ের সম্বন্ধ বা সঙ্কেতও অনাদি, এতদ্রূপে যে বৈদিকশব্দের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, দেবতার শরীর সে ব্যবস্থার বিরোধী। অভিপ্রায় এই যে, সে সিদ্ধান্ত প্রবল, তাহার সহিত দেব-শরীর-সদ্ভাবের বিরোধ হইলে দুর্ব্বল শেষ সিদ্ধান্ত টিকিবে না, বৃথা হইবে। (উত্তর)—এরূপ বলিলে আমরা বলিব, কিছুতেই ঐরূপ বলিতে পার না। অর্থাৎ শব্দ-বিরোধও নাই। [ইতিচেন্ন···প্রভবতি) দেবতার শরীর শব্দবিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ তাহাতে শাব্দপ্রামাণ্যের ব্যাঘাত হয় না। কেন-না, দেবতা প্রভৃতি যে-কিছু—সমস্তই বৈদিকশব্দপ্রভব অর্থাৎ বৈদিক-শব্দ হইতে উৎপন্ন। [ননু··· চেন্ন] বলিতে পার, জন্মাদ্য-সূত্রে (১ অঃ, ১ পাঃ, ২ সূত্রে) জগৎকে ব্রহ্ম

ইতি ব্রহ্মপ্রভবত্বং জগতোঽবধারিতং কথমিহ শব্দপ্রভবত্ব-মুচ্যতে। অপি চ যদি নাম বৈদিকাচ্ছব্দাদস্য প্রভবো-ঽভ্যুপগতঃ কথমেতাবতা বিরোধঃ শব্দে পরিহৃতঃ। যাবতা, বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইত্যেতেঽর্থা অনিত্যা এব, উৎপত্তিমত্ত্বাৎ। তদনিত্যত্বে চ তদ্বাচিনাং বৈদিকানাং বস্বাদিশব্দানামনিত্যত্বং কেন নিবার্য্যতে। প্রসিদ্ধং হি লোকে দেবদত্তস্য পুত্র উৎপন্নে যজ্ঞদত্ত ইতি তস্য নাম ক্রিয়ত ইতি। তস্মাদ্বিরোধ এব শব্দ ইতি চেৎ, ন, গবাদিশব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বদর্শনাৎ। ন হি গবাদিব্যক্তীনাং উৎপত্তিমত্ত্বে তদাকৃতীনামপ্যুৎপত্তিমত্ত্বং স্যাৎ। দ্রব্যগুণ-কর্ম্মণাং হি ব্যক্তয় এবোৎপদ্যন্তে নাকৃতয়ঃ। আকৃতিভিশ্চ শব্দানাং সম্বন্ধো ন ব্যক্তিভিঃ। ব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সম্বন্ধ-

---

দীনাং ব্রহ্মোপাদানত্বাৎ তথাপি নিমিত্তকারণমুক্তেন ক্রমেণ। ন চৈতাবতা শব্দার্থসম্বন্ধস্যানিত্যত্বং বস্বাদিজাতের্ব্বা তদুপাধের্ব্বা যয়া কয়াচিৎ আকৃত্যা-ঽবচ্ছিন্নস্য নিত্যত্বাদিতি। ইমমেবার্থমাক্ষেপসমাধানাভ্যাং বিভজতে।— "নন্বু জন্মাদ্যস্য যত" ইতি। তে নিগদব্যাখ্যাতে। তৎ কিমিদানীং

প্রভব বলা হইয়াছে, এখানে আবার শব্দপ্রভব বলা হইল, শব্দপ্রভব হই-লেই বা কিরূপে বিরোধপরিহার হয়, তাহা বুঝি না। বসু, আদিত্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ, ইহাঁরা শরীরী সুতরাং জন্মবান্, জন্মবান্ বলিয়া অনাদি নহেন, সাদি অর্থাৎ অনিত্য। উঁহারা যেমন অনিত্য, সাদি বা জন্মবান্, তেমনি তাহাঁদের বোধক শব্দও অনিত্য অর্থাৎ সাদি বা জন্মবান্। কে-না জানে, দেবদত্তের পুত্র হইলে তাহার যজ্ঞদত্ত নাম প্রদত্ত হয়? সেই জন্যই বলি, দেবতার শরীর জন্মমরণবান্ বিধায় শব্দবিরুদ্ধ। (উত্তর)—ইহা বলিতে পার না। অর্থাৎ প্রোক্তপ্রকার শব্দবিরোধ হয় না। [গবাদি··· দ্রষ্টব্যম্] শব্দ অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ (বোধ্যবোধকভাব বা সঙ্কেত বিশেষ), এ তিনই নিত্য অর্থাৎ অনাদি। কোনওটী উৎপত্তিমান্ নহে। ভাবিয়া দেখ, গো-ব্যক্তি (আকৃতিবিশিষ্ট একটী গোরু) উৎপন্ন হইলেও

গ্রহণানুপপত্তেঃ। ব্যক্তিষূৎপদ্যমানাস্বপ্যাকৃতীনাং নিত্যত্বান্ন গবাদিশব্দেষু কশ্চিদ্বিরোধো দৃশ্যতে। তথা দেবাদিব্যক্তি-প্রভবাভ্যুপগমেঽপ্যাকৃতিনিত্যত্বাৎ ন কশ্চিদ্বস্বাদিশব্দেষু বিরোধ ইতি দ্রষ্টব্যম্। আকৃতিবিশেষস্তু দেবাদীনাং মন্ত্রার্থ-বাদাদিভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদবগন্তব্যঃ। স্থানবিশেষ-সম্বন্ধনিমিত্তাশ্চেন্দ্রাদিশব্দাঃ সেনাপত্যাদিশব্দবৎ। ততশ্চ যো যস্তৎ স্থানমধিতিষ্ঠতি স স ইন্দ্রাদিশব্দৈরভিধীয়ত ইতি

স্বয়ম্ভুবা বাঙ্‌নির্ম্মিতা কালিদাসাদিভিরিব কুমারসম্ভবাদি, তথাচ তদেবং

তাহার আকৃতি অনুৎপন্ন। অর্থাৎ গোত্ব বা গো-জাতি চিরকালই আছে ও থাকিবেক সুতরাং গোত্ব, গোজাতি বা গবাকৃতি অভিনব নহে। আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষই জন্মে, আকৃতি জন্মে না। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, এ সকলের এক একটী ব্যক্তিই উৎপন্ন হয়, আকৃতি বা জাতি উৎপন্ন হয় না। জাতি বা আকৃতি অনাদিকাল হইতেই আছে, তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মিলে সে তন্নামেই প্রখ্যাত হয়। অতএব, সেই চিরনিত্য বা অনাদি আকৃতির (জাতির) সহিতই তদ্বোধক অনাদি শব্দের অনাদি সম্বন্ধ (সঙ্কেত) আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ নহে। ব্যক্তি অনন্ত, তৎকারণে ব্যক্তিতে সম্বন্ধ বা সঙ্কেত গ্রহণ অসম্ভব। 'গো' এই শব্দ কোন্ গো-ব্যক্তির বোধক এবং মূলে কোন্ গো-ব্যক্তিতে ঐ শব্দ সঙ্কেতিত হইয়াছিল তাহা জ্ঞানগম্য হইবার নহে সুতরাং ব্যক্তিশক্তিবাদ অপেক্ষা জাতিশক্তিবাদ স্বীকার করা ভাল। অতএব, ব্যক্তি উৎপত্তিমান্ হইলেও আকৃতি অনুৎপন্ন অর্থাৎ অনাদি। তাহা আবহমান কাল বিদ্যমান আছে, কোনও কালে তাহার বিচ্ছেদ বা অভাব দৃষ্ট হয় না। দেবতা-ব্যক্তি জন্মবান্ হইলেও দেবতাজাতির (আকৃতির) জন্ম নাই। তাহা অনাদি—তাহা চিরকালই আছে। এই কারণে দেবতা বোধক ইন্দ্রাদি-শব্দে বিরোধ বা অনিত্যতা দোষ নাই। [আকৃতি...ভবতি] দেবতাদের যে বিশেষ বিশেষ আকৃতি আছে, তাহা মন্ত্র ও অর্থবাদ (বেদভাগ বিশেষ) প্রভৃতির দ্বারা জানা যায়। সেনাপতি প্রভৃতি শব্দ যেমন নির্দ্দিষ্ট স্থানবাচী, অধিকার বিশেষের বোধক, ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দও সেইরূপ। যে যখন সে-স্থান পায়, অধিকার করে, সে তখন

ন দোষো ভবতি। ন চেদং শব্দপ্রভবত্বং ব্রহ্মপ্রভবত্ববদুপাদানকারণত্বাভিপ্রায়েণোচ্যতে। কথং তর্হি। স্থিতে বাচকাত্মনা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থসম্বন্ধিনি শব্দব্যবহারযোগ্যার্থব্যক্তিনিষ্পত্তিরতস্তৎ প্রভব ইত্যুচ্যতে। কথং পুনরবগম্যতে শব্দাৎ প্রভবতি জগদিতি। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। প্রত্যক্ষং হি শ্রুতিঃ, প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্মৃতিঃ, প্রামাণ্যং প্রতি সাপেক্ষত্বাৎ। তে হি শব্দপূর্ব্বাং সৃষ্টিং দর্শয়তঃ—এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি

ইন্দ্র। [ন চেদং…ইত্যুচ্যতে] জগতের প্রতি ব্রহ্ম যদ্রূপ কারণ, শব্দ তদ্রূপ কারণ নহে। ব্রহ্ম উপাদান-কারণ, শব্দ ব্যবহারব্যঞ্জক নিমিত্ত কারণ। শব্দের দ্বারাই শাব্দ-ব্যবহার-যোগ্য পদার্থের ব্যক্তভাব জন্মে। অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয়। যে-কিছু সৃষ্টবস্তু—সমস্তই শব্দপূর্ব্বক সৃষ্ট। [কথং…প্রাব্যতে] অগ্রে শব্দ, পশ্চাৎ তাহার সৃষ্টি, এ কথা কোথায় পাইলে? কিসে জানিলে? প্রত্যক্ষের ও অনুমানের দ্বারা জানিয়াছি। (প্রত্যক্ষ=শ্রুতি, অনুমান=স্মৃতি)। শ্রুতি নিরপেক্ষ প্রমাণ, প্রমিতি (সত্য জ্ঞান) উৎপাদনে অন্যের প্রতীক্ষা করেন না, সেই কারণে শ্রুতি প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য। অনুমান যেমন প্রত্যক্ষমূলক, স্মৃতিও তেমনি শ্রুতিমূলক, তৎকারণে স্মৃতির অন্য নাম অনুমান। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি বলিয়াছেন। শ্রুতি যথা—"প্রজাপতি 'এতে' এই শব্দ স্মরণ পূর্ব্বক দেবতার 'অসৃগ্রং' শব্দ স্মরণ পূর্ব্বক মনুষ্যের, 'ইন্দবঃ' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃগণের, 'তিরঃ পবিত্রং' শব্দ উচ্চারণ করিয়া গ্রহগণের 'আসবঃ' শব্দ পূর্ব্বক স্তোত্রের, 'বিশ্বান্' শব্দ পূর্ব্বক শস্ত্রের ও 'অভিসৌভগ' শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক অন্যান্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" * "প্রজাপতি

* 'এতে' এটী সর্ব্বনাম শব্দ। এ শব্দটী বেদমন্ত্রে আছে এবং ইহা দেবতা অর্থের স্মারক। 'অসৃগ্রং' অসৃক্ রুধির, রুধির প্রধান দেহে রমমাণ জীব অসৃগ্র। এটীও বেদমন্ত্রে আছে এবং এটী মনুষ্য জীবের স্মারক। 'ইন্দবঃ' ইন্দু চন্দ্র, তৎস্থ জীব পিতৃ, সুতরাং বেদমন্ত্রোক্ত ইন্দব-শব্দ পিতৃলোকের স্মারক। 'তিরঃ পবিত্রং' পবিত্র সোম, তাহার তিরস্কর্ত্তা গ্রহ, এ বিধায় ইহা গ্রহের স্মারক। স্তোত্র=বৈদিক গানবিশেষ। ইহা ঋকের উপর আরূঢ়, এজন্য ইহার স্মারক বা বোধক শব্দ 'আসবঃ'। শস্ত্র=দেবগণের স্তুতিমন্ত্র, ইহা অনুষ্ঠানে প্রবিষ্ট আছে, তৎকারণে তাহার স্মারক শব্দ 'বিশ্ব'।

মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃংস্তিরঃপবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ। তথাঽন্যত্রাপি, স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদিত্যাদিনা তত্র তত্র শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে। স্মৃতিরপি—

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥ ইতি।

উৎসর্গোঽপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মকো দ্রষ্টব্যঃ। অনাদিনিধনায়া অন্যাদৃশস্যোৎসর্গস্যাসম্ভবাৎ। তথা—

নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বর ইতি॥
সর্ব্বেষাঞ্চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥ ইতি চ।

প্রমাণান্তরাপেক্ষবাক্যত্বাদপ্রামাণ্যমাপতিতমিত্যত আহ।—"উৎসর্গোপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মক" ইতি। সম্প্রদায়ো গুরুশিষ্যপরম্পরয়াঽধ্যয়নম্। এতদুক্তং ভবতি।—স্বয়ম্ভুবো বেদকর্ত্তৃত্বেঽপি ন কালিদাসাদিবৎ স্বতন্ত্রত্বমপি তু পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুসারেণ। এতচ্চাস্মাভিরুপপাদিতম্। উপপাদয়িষ্যতি চাগ্রে ভাষ্যকারঃ। অপি চাদ্যত্বেপ্যেতদ্দৃশ্যতে তদ্দর্শনাৎ প্রাচামপি কর্ত্তৃণাং

মনের দ্বারা বাক্যরূপ মিথুন (বাক্য=বেদ-বাক্য, মিথুন=যুগল। অর্থাৎ অর্থযুক্ত বেদবাক্য।) হইয়াছিলেন।"—ইত্যাদি শ্রুতিতেও শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। [স্মৃতি...ইতি চ] এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"স্বয়ম্ভূ প্রথমে উৎপত্তিবিনাশবর্জ্জিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে সকল বাণী হইতে এ সমস্ত প্রবৃত্ত (সৃষ্ট) হইয়াছে।" "পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক-শব্দ লইয়া, স্মরণ করিয়া, ভূতসমূহের নামের, রূপের ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" "তিনি আদৌ এ সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম ও অবস্থা বেদশব্দ হইতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

... চ চিকীর্ষিতমর্থমনুতিষ্ঠন্ তস্য বাচকং শব্দং স্মৃত্বা পশ্চাত্তমর্থমনুতিষ্ঠতীতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষমেতৎ। তথা প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈদিকাঃ শব্দা মনসি প্রাদুর্ব্বভূবুঃ পশ্চাত্তদনুগতানর্থান্ সসর্জ্জেতি গম্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ, স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত, ইত্যেবমাদিকা ভূরাদিশব্দেভ্য এব মনসি প্রাদুর্ভূতেভ্যো ভূরাদীন্ লোকান্ সৃষ্টান্ দর্শয়তি। কিমাত্মকং পুনঃ শব্দমভিপ্রেত্যেদং শব্দ-

---

তথাভাবোঽনুমীয়ত ইত্যাহ।—"অপি চ চিকীর্ষিত"মিতি। আক্ষিপতি।—"কিমাত্মকং পুন"রিতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—বাচকশব্দপ্রভবত্বং হি দেবানামভ্যুপেতব্যম্ অবাচকেন তেষাং বুদ্ধাবনালেখনাৎ। তত্র ন তাবদশ্বাদীনাং বকারাদয়ো বর্ণা বাচকাস্তেষাং প্রত্যুচ্চারণমন্যত্বেনাশক্যসঙ্গতিগ্রহত্বাৎ। অগৃহীতসঙ্গতেশ্চ বাচকত্বেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। অপি চৈতে প্রত্যেকং বা স্বার্থমভিদধীরন্ মিলিত্বা বা। ন তাবৎ প্রত্যেকম্। একবর্ণোচ্চারণানন্তরমর্থপ্রত্যয়াদর্শনাৎ। বর্ণান্তরোচ্চারণানর্থক্যপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপি মিলিতাঃ। তেষামেকবক্তৃপ্রযুজ্যমানানাং রূপতো ব্যক্তিতো বা প্রতিক্ষণমপবর্গিণাং মিথঃসাহিত্যসম্ভবাভাবাৎ। ন চ প্রত্যেকসমুদায়াভ্যামন্যঃ প্রকারঃ সম্ভবতি। ন চ স্বরূপসাহিত্যাভাবেঽপি বর্ণানামাগ্নেয়াদীনামিব সংস্কারদ্বারকমস্তি সাহিত্যমিতি সাম্প্রতং, বিকল্পাসহত্বাৎ। কো নু খল্বয়ং সংস্কারোঽভিমতঃ। কিমপূর্ব্বং নামাগ্নেয়াদিজন্যমিব, কিং বা ভাবনাপরনামা স্মৃতিপ্রসববীজম্। ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ। ন হি শব্দঃ স্বরূপতোঽঙ্গতো বাঽবিদিতোঽবিদিত-

---

[অপিচ…গম্যতে] যিনি যে-কোন বস্তু প্রস্তুত করুন, সকলকেই আগে তাহার বাচক-শব্দ মনে করিতে হয়, স্মরণ করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহা প্রস্তুত হয়, সম্পন্ন হয়। (শব্দ ও অর্থ মনে না আসিলে কেহই কিছু করিতে পারেন না), ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এতদ্দৃষ্টে জানা যায়, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির মনেও অস্মদাদির ন্যায় বৈদিক-শব্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, অনন্তর তিনি সে-সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [তথাচ…দর্শয়তি] এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"প্রজাপতি 'ভূঃ' এই সার্থ শব্দ স্মরণ ও উচ্চারণপূর্ব্বক ভূ-লোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। [কিমাত্মকং… অধীত ইতি] বলিতে পার, সমস্তই শব্দপ্রভব, এ কথায় অভিপ্রায় কি?

প্রভবত্বমুচ্যতে। স্ফোটমিত্যাহ। বর্ণপক্ষে হি তেষামুৎপন্ন-প্রধ্বংসিত্বান্নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব

সঙ্গতিরর্থধীহেতুরিন্দ্রিয়বৎ। উচ্চরিতস্য বধিরেণাঽগৃহীতস্য গৃহীতস্য বা ঽগৃহীতসঙ্গতেরপ্রত্যায়কত্বাৎ। তস্মাদ্বিদিতো বিদিতসঙ্গতির্বিদিতসমস্ত-জ্ঞাপনাঙ্গশ্চ শব্দো ধূমাদিবৎ প্রত্যায়কোঽভ্যুপেয়ঃ। তথাচাপূর্ব্বাভিধানো-ঽস্তু সংস্কারঃ প্রত্যায়নাঙ্গমিত্যর্থপ্রত্যয়াৎ প্রাগবগন্তব্যঃ। ন চ তদাত্মাব-গমোপায়োঽস্তি। অর্থপ্রত্যয়াত্তু তদবগমং সমর্থয়মানো দুরুত্তরমিতরে-তরাশ্রয়মাবিশতি, সংস্কারাবসায়াদর্থপ্রত্যয়স্ততশ্চ তদবসায় ইতি। ভাবনা-ভিধানস্তু সংস্কারঃ স্মৃতিপ্রসবসামর্থ্যমাত্মনো ন চ তদেবার্থপ্রত্যয়প্রসব-সামর্থ্যমপি ভবিতুমর্হতি। নাপি তস্যৈব সামর্থ্যস্য সামর্থ্যান্তরম্। ন হি যৈব বহ্নের্দ্দহনশক্তিঃ সৈব তস্য প্রকাশনশক্তিঃ। নাপি দহনশক্তেঃ প্রকা-শনশক্তিঃ। অপি চ ব্যুৎক্রমেণোচ্চরিতেভ্যো বর্ণেভ্যঃ সৈবাঽস্তি স্মৃতিবীজং বাসনেত্যর্থপ্রত্যয়ঃ প্রসজ্যেত ন চাস্তি। তস্মান্ন কথঞ্চিদপি বর্ণা অর্থধী-হেতবো নাপি তদতিরিক্তঃ স্ফোটাত্মা তস্যানুভবাঽনারোহাৎ। অর্থধিয়স্তু কার্য্যাত্তদবগমে পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গ ইত্যুক্তপ্রায়ম্। সত্তামাত্রেণ তু তস্য নিত্যস্য অর্থধীহেতুভাবে সর্ব্বদাঽর্থপ্রত্যয়োৎপাদপ্রসঙ্গো নিরপেক্ষস্য হেতোঃ সদাতনত্বাৎ। তস্মাৎ কাচকাচ্ছব্দাদ্বাচ্যোৎপাদ ইত্যনুপপন্নমিতি। অত্রা-চার্য্যদেশীয় আহ।—"স্ফোটমিত্যাহ" ইতি। ব্রূমহে ন বর্ণাঃ প্রত্যায়কা ইতি, ন স্ফোট ইতি তু ন মৃষ্যামঃ। তদনুভবানন্তরং বিদিতসঙ্গতেরর্থধী-সমুৎপাদাৎ। ন চ বর্ণাতিরিক্তস্য তস্যানুভবো নাস্তি। গৌরিত্যেকং পদং গামানয় শুক্লামিত্যেকং বাক্যমিতি নানাবর্ণপদাতিরিক্তৈকপদবাক্যাবগতেঃ সার্ব্বজনীনত্বাৎ। ন চায়মসতি বাধকে একপদবাক্যানুভবঃ শক্যো মিথ্যেতি বক্তুম্। নাপ্যৌপাধিকঃ। উপাধির্হ্যেকধীগ্রাহ্যতা বা স্যাৎ, একার্থধী-

শব্দের স্বরূপই বা কি? কিংরূপ শব্দ জগৎপ্রভবের কারণ? এ স্থলে কেহ কেহ বলেন, স্ফোটই শব্দ, স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য, সুতরাং স্ফোট * হইতেই জগতের প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি। বর্ণের উৎপত্তি-বিনাশ হয়, তাহা

* আনুপূর্ব্বীক্রমে বিন্যস্ত বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যক্তভাবপ্রাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার-শব্দ বিশেষের নাম স্ফোট। 'গো' এতদ্রূপ ধ্বনি হইলে তাহা হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় অন্য একটী নিঃশব্দ শব্দ জন্মে। তাহা 'গো' ইত্যাকার জ্ঞানে ব্যক্ত হয়। সেই জ্ঞানময় 'গো' শব্দই স্ফোট। ইহাই নিত্য, ইহারই সামর্থ্যে গলকম্বলযুক্ত পশুবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে।

ইত্যনুপপন্নং স্যাৎ। উৎপন্নপ্রধ্বংসিনশ্চ বর্ণাঃ প্রত্যুচ্চারণমন্যথা চান্যথা চ প্রতীয়মানত্বাৎ। তথা হ্যদৃশ্যমানোঽপি পুরুষবিশেষোঽধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব বিশেষতো নির্ধার্য্যতে দেবদত্তোঽয়মধীতে যজ্ঞদত্তোঽয়মধীত ইতি। ন চায়ং বর্ণবিষয়োঽন্যথাত্বপ্রত্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানং বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ। ন চ বর্ণেভ্যোঽর্থাবগতির্যুক্তা। ন হ্যেকৈকো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ ব্যভিচারাৎ। ন চ বর্ণসমুদায়প্রত্যয়োঽস্তি ক্রমবত্ত্বাদ্বর্ণানাম্। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতো-

---

হেতুতা বা। ন তাবদেকধীগোচরবাণাং ধবখদিরপলাশানামেকনির্ভাসঃ প্রত্যয়ঃ সমস্তি। তথা সতি ধবখদিরপলাশা ইতি ন জাতু স্যাৎ। নাপ্যেকার্থধী-হেতুতা। তদ্ধেতুত্বস্য বর্ণেষু ব্যাসেধাৎ। তদ্ধেতুত্বেন তু সাহিত্যকল্পনেঽন্যোন্যাশ্রয়প্রসঙ্গঃ, সাহিত্যাত্তদ্ধেতুত্বং তদ্ধেতুত্বাচ্চ সাহিত্যমিতি। তস্মাদয়মবাধিতোঽনুপাধিশ্চ পদবাক্যগোচর একনির্ভাসো বর্ণাতিরিক্তং বাচকমেকমবলম্বতে স স্ফোট ইতি তথ্য ধ্বনয়ঃ প্রত্যেকং ব্যঞ্জয়ন্তোঽপি ন দ্রাগিত্যেব বিশদয়ন্তি যেন দ্রাগর্থধীঃ স্যাৎ। অপি তু রত্নতত্ত্বজ্ঞানবদ্ যথাস্বং দ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চষড্ দর্শনজনিতসংস্কারপরিপাকসচিবচেতোলব্ধজন্মনি চরমে চেতসি চকাস্তি বিশদং পদবাক্যতত্ত্বমিতি প্রাগুৎপন্নায়াস্তদনন্তরমর্থধিয় উদয় ইতি নোত্তরেষামানর্থক্যং ধ্বনীনাম্। নাপি প্রাচাম। তদভাবে তজ্জনিত-সংস্কারতৎপরিপাকাভাবেনানুগ্রহাভাবাৎ। অন্ত্যস্য চেতসঃ কেবলস্যাজনক-

---

হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব (উৎপত্তি) অসম্ভব। বর্ণ যতবার উচ্চারিত হয় ততবারই তাহা বিভিন্ন। বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারিত বর্ণ যে বিভিন্ন তাহা আর বলিবার নহে। উচ্চারণকর্ত্তা দৃষ্ট না হইলেও ধ্বনির দ্বারা তাহার উচ্চারিত বর্ণের ভিন্নতা প্রতীত হইয়া থাকে। অমুক অমুক অধ্যয়ন করিতেছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। [নচায়ং বৎ] বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন লোকের উচ্চারিত বর্ণ বিভিন্ন, এ জ্ঞান ভ্রম সুতরাং বর্ণের অভিন্নতাই সত্য, এরূপ বলিতে পার না। কেন-না, ভ্রমনাশক বাধজ্ঞান (ইহা সর্প নহে, রজ্জু, এতদ্রূপ বাধজ্ঞানের ন্যায়, ইহা বিভিন্ন নহে, অভিন্ন, এরূপ বাধ-জ্ঞান) হইতে দেখা যায় না। অপিচ, বর্ণ অর্থ-বোধের কারণ, এ কথা যুক্তিবহির্ভূত। কস্মিন্ কালেও এক একটী বর্ণকে অর্থ

ইন্ত্যো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি যত্ন্যুচ্যেত, তন্ন, সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষো হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ ধূমাদিবৎ। ন চ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিতসংস্কারসহিতস্যান্ত্যবর্ণস্য প্রতীতিরস্ত্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কারাণাম্। কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোঽন্ত্যবর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি চেৎ, ন, সংস্কারকার্য্যস্যাপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ। তস্মাৎ স্ফোট এব শব্দঃ। স চৈকৈকবর্ণপ্রত্যয়াহিতসংস্কারবীজেঽন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িন্যেক-

---

ত্বাৎ। ন চ পদপ্রত্যয়বৎ প্রত্যেকমব্যক্তামর্থধিযমাধাস্যন্তি প্রাঞ্চো বর্ণাঃ চরমস্তু তৎসচিবঃ স্ফুটতরামিতি যুক্তম্। ব্যক্তাব্যক্তাবভাসিতায়াঃ প্রত্যক্ষজ্ঞাননিয়মাৎ। স্ফোটজ্ঞানস্য চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। অর্থধিয়স্ত্বপ্রত্যক্ষায়া মানান্তরজন্মনো ব্যক্ত এবোপজনো ন বা স্যান্ন পুনরস্ফুট ইতি ন সমঃ সমাধিঃ।

বোধ জন্মাইতে দেখা যায় না। সমুদিত বর্ণকেও (বর্ণসমষ্টিকেও) অর্থবোধের কারণ বলিতে পার না। কারণ এই যে, তাহাতে ক্রমের অপেক্ষা আছে। (ঘট বলিলে মৃৎপাত্র বিশেষ প্রতীত হয়, কিন্তু ট-ঘ বলিলে হয় না)। যদি বল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার শেষবর্ণে যুক্ত হয়, হইয়া সেই শেষ বর্ণ অর্থবোধের কারণ হয়, আমরা বলি, তাহাও নহে। কারণ এই যে, জ্ঞানসংস্কারপক্ষেও সম্বন্ধজ্ঞানের অপেক্ষা আছে। যে ধূম-বহ্নির সম্বন্ধ জানে, তাহারই ধূমজ্ঞান বহ্নিজ্ঞানের কারণ হয়, এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যাহার বর্ণার্থের সম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহারই বর্ণজ্ঞান অর্থজ্ঞানের কারণ হইতে পারে। [ন চ··· ভাসতে] শেষবর্ণে পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার (সম্বন্ধ) অনুভবগম্য নহে। সংস্কার অপ্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ হয় না, সেই কারণে তদ্যুক্ত শেষবর্ণও অপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল, স্মরণরূপ কার্য্যের দ্বারা কারণীভূত সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই অনুমিতসংস্কারযুক্ত শেষবর্ণ অর্থবোধ করায়, ইহাতে আমরা বলি, সংস্কার স্মরণ জন্মায় সত্য; স্মরণের দ্বারা সংস্কারের অনুমান হয় সত্য; কিন্তু তাহা ক্রমিক, যুগপৎ নহে। যৌগপদ্য না থাকাতেই তদুভয়ের সদ্ভাব হয় না। অতএব, স্ফোটই শব্দ, তাহা শব্দ শ্রবণের পর বর্ণানুভব

প্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেক-প্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ। বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়-বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্য চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়-মানত্বান্নিত্যত্বং, ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ। তস্মান্নি-ত্যাচ্ছব্দাৎ স্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকফল-লক্ষণং জগদভিধেয়ভূতং প্রভবতীতি। বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। ননূৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুক্তং,

---

তস্মান্নিত্যঃ স্ফোট এব বাচকো ন বর্ণা ইতি। তদেতদাচার্য্যদেশীয়মতং স্বমতমুপপাদয়ন্নপাকরোতি—"বর্ণা এব তু শব্দ" ইতি। এবং হি বর্ণাতি-রিক্তঃ স্ফোটো বাচকত্বেনা ২ভ্যুপেয়েত, যদি বর্ণানাং বাচকত্বং ন সম্ভবেৎ। স চানুভবপদ্ধতিমধ্যাসীত। দ্বিধা চাবাচকত্বং বর্ণানাং ক্ষণিকত্বেনাশক্য-সঙ্গতিগ্রহত্বাদ্বা ব্যস্তসমস্তপ্রকারদ্বয়াভাবাদ্বা। ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ। বর্ণানাং ক্ষণিকত্বে মানাভাবাৎ। ননু বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণমন্যত্বং সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধম্। ন। প্রত্যভিজ্ঞানানুভববিরোধাৎ। ন চাসত্যৈক্যকত্বে জ্বালাদি-বৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনমেতৎ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি সাম্প্রতম্। সাদৃশ্যনিবন্ধনত্বমস্য

জনিতসংস্কারযুক্ত চিত্তে 'গৌ' ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয়রূপে স্ফূর্ত্তি হয়। [নচাঽয়ং প্রভবতীতি] প্রোক্ত স্ফোটনামক জ্ঞানকে বর্ণবিষয়ক স্মৃতি-জ্ঞান বলিতে পার না। শব্দে বর্ণ অনেক, অনেক বর্ণ যুগপৎ এক জ্ঞানের বিষয় হয় না। শব্দ যতবার ও যত জন কর্ত্তৃক উচ্চারিত হউক না কেন, শুনিবা মাত্র "সেই শব্দ" এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত বস্তুর সম্প্রতি দৃষ্ট ও সম্প্রতি শ্রুত হইলে তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।) হইবেই হইবে। এই প্রত্যভিজ্ঞাই স্ফোট-শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ। (প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া গণ্য) এবম্বিধ স্ফোট শব্দই নিত্য, অনাদি, অবিনাশী, ইহা আজ্‌ও আছে, কাল্‌ও আছে ভবিষ্যতেও থাকিবে। এই অনাদি বাচক শব্দ (স্ফোট)ই বাচ্য (বাঙ্ময়) জগতের প্রভব বা উৎ-পত্তিস্থান। ইহা হইতেই বাঙ্ময় জগৎ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

[বর্ণা· বিতি] ভগবান্ উপবর্ষ (পাণিনির গুরু) বলেন, বর্ণই শব্দ; স্ফোট অপ্রামাণিক। যে হেতু 'সেই শব্দ এই' 'সেই বর্ণ এই' এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই হেতু বর্ণই নিত্য। বর্ণের উৎপত্তি বিনাশ নাই।

তন্ন, ত এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিম্বিবেতি চেন্ন প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণান্তরেণ বাধানুপপত্তেঃ। প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ, ন, ব্যক্তিপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। যদি হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্যা অন্যা বর্ণব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরংস্তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভিজ্ঞানং স্যাৎ। ন ত্বেতদস্তি। বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং

বলবদ্বাধকোপনিপাতাদ্বাঽস্থীয়েৎ, ক্বচিজ্জালাদৌ ব্যভিচারদর্শনাদ্বা। তত্র ক্বচিদ্ব্যভিচারদর্শনেন তদুৎপ্রেক্ষায়ামুচ্যতে বৃদ্ধৈঃ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিভিঃ।—

উৎপ্রেক্ষেত হি যো মোহাদজাতমপি বাধনম্।
স সর্ব্বব্যবহারেষু সংশয়াত্মা ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥ ইতি।

প্রপঞ্চিতং চৈতদস্মাভির্ন্যায়কণিকায়াম্। ন চেদং প্রত্যভিজ্ঞানং গত্বাদিজাতিবিষয়ং, ন গাদিব্যক্তিবিষয়ং, তাসাং প্রতিনরং ভেদোপলম্ভাৎ। অত এব শব্দভেদোপলম্ভাৎ বক্তৃভেদ উন্নীয়তে, সোমশর্ম্মা ঽধীতে ন বিষ্ণুশর্ম্মেতি যুক্তম্। যতো ক্বচিষু গকারমুচ্চারয়ৎস্থ নিপুণমনুভবঃ পরীক্ষ্যতাম্। যথা কালাক্ষীঞ্চ স্বস্তিমতীঞ্চেক্ষমাণস্য ব্যক্তিভেদপ্রথায়াং সত্যামেব তদনুগতমেকং সামান্যং প্রথতে, তথা কিং গকারাদিষু ভেদেন প্রথমানেষেব গত্বমেকং তদনুগতং চকাস্তি, কিং বা যথা গোত্বমাজানত একং ভিন্নদেশপরিমাণসংস্থানব্যক্ত্যুপধানভেদাদ্ভিন্নদেশমিবাল্পমিব মহদিব দীর্ঘমিব বামনমিব

বর্ণবিষয়িণী প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্যজনিত, (সমানাকার-নিবন্ধন), এরূপ বলিতে পার না। কারণ, তাহার বাধক প্রমাণ নাই। মস্তকের কেশ কাটিয়া ফেলিলে তত্তুল্য কেশ জন্মে; তাহাতে 'সেই কেশ' এতদ্রূপ জ্ঞান জন্মিলে সে জ্ঞান ভ্রম বলিয়া গণ্য হয়। (সাদৃশ্যমূলক ভ্রম)। কেন-না তাহার বাধক প্রমাণ আছে। (সে কেশ ছিন্ন হইয়াছিল, এ কেশ নূতন, সুতরাং 'সে কেশ এই' এ জ্ঞান বাধিত)। উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা আকৃতি-নিমিত্তক অর্থাৎ জাতিনিবন্ধন, ইহাও বলিতে পার না। কারণ, ব্যক্তিপ্রত্যভিজ্ঞাও হইতে দেখা যায়। (ব্যক্তি—এক-একটী বর্ণ বা শব্দ)। যদি প্রত্যেক উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভেদ বা ভিন্নতা প্রতীত হইত তাহা হইলেই জাতিনিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞা বলিতে পারিতে; পরন্তু তাহা হয় না। প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায়। কেহ 'গো'

প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। দ্বির্গোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিঃ, ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি। ননু বর্ণা অপ্যুচ্চারণভেদেন ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব ভেদপ্রতীতেরিত্যুক্তম্। অত্রাভিধীয়তে। সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে প্রত্যভিজ্ঞানে সংযোগবিভাগব্যঙ্গ্যত্বাদ্বর্ণানামভিব্যঞ্জকবৈচিত্র্যনিমিত্তোঽয়ং বর্ণবিষয়ো বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন স্বরূপনিমিত্তঃ। অপি চ বর্ণব্যক্তিভেদবাদিনাপি প্রত্যভি-

---

তথা গব্যক্তিরাজানত একাঽপি ব্যঞ্জকভেদাত্তদ্ধর্মানুপাতিনীব প্রথত ইতি ভবন্ত এব বিদাঙ্কুর্বন্তু। তত্র গব্যক্তিভেদমঙ্গীকৃত্যাপি যো গত্বস্যৈকস্য পরোপধানভেদকল্পনাপ্রয়াসঃ স বরং গব্যক্তাবেবাঽস্তু কিমন্তর্গড়ুনা গত্বেনাভ্যুপেতেন। যথাহুঃ—

তেন যৎ প্রার্থ্যতে জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লপ্স্যতে।
ব্যক্তিলভ্যন্তু নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীর্বৃথা॥

ন চ হ্রস্বিতমত্যাদিবৎ গব্যক্তিভেদপ্রত্যয়ঃ স্ফুটঃ প্রত্যুচ্চারণমস্তি। তথা সতি দশ গকারানুদচারয়চ্চৈত্র ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। ন স্যাদ্দশকৃত্ব উদচারয়দ্গকারমিতি। ন চৈষ জাত্যভিপ্রায়োঽভ্যাসো যথা শতকৃত্বস্তিত্তিরীমুপাযুঙ্ক্ত দেবদত্ত ইতি। অত্র হি সোরস্তাড়ং ক্রন্দতোঽপি গকারাদিব্যক্তৌ

'গো' এইরূপ উচ্চারণ করিলে তাহা শুনিবা মাত্র বোধ হয়, এক গো-শব্দই দুইবার উচ্চারিত হইয়াছে, দুই বিভিন্ন গো-শব্দ উচ্চারিত হয় নাই। [ননু বর্ণা···নিমিত্তঃ] যদি বল, বর্ণ উচ্চারণভেদে (বিভিন্ন উচ্চারণে) বিভিন্ন বোধ হয় কেন? দুই ব্যক্তির অধ্যয়ন পৃথক্ প্রতীত হয় কেন? এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি। যখন বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও নিশ্চিত, তখন এইরূপ অঙ্গীকার কর যে, উক্ত ভেদপ্রত্যয় স্বরূপনিমিত্তক নহে, (নূতন নূতন বর্ণ বলিয়া নহে), কিন্তু উপাধিনিমিত্তক। বর্ণমাত্রেই (তাম্বাদি স্থানের বা বাক্‌যন্ত্র জনিত বায়ুর) সংযোগ বিভাগ ব্যঙ্গ্য। সংযোগ বিভাগ বিচিত্র, (নানাজনের নানাপ্রকার) সুতরাং তদ্‌ঘটিত বর্ণের অভিব্যক্তিও বিচিত্র (ভিন্ন ভিন্ন)। [অপিচ···জ্ঞানম্] বর্ণভেদবাদীকেও প্রত্যভিজ্ঞান-সিদ্ধির (রক্ষার) নিমিত্ত, বর্ণের আকৃতি (জাতি) কল্পনা

জ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ। তাসু চ পরোপাধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ। তদ্বরং বর্ণব্যক্তিষ্বেব পরোপাধিকো ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তশ্চ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি কল্পনা লাঘবম্। এষ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রত্যয়স্য বাধকঃ প্রত্যয়ো যৎপ্রত্যভিজ্ঞানম্। কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহূনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদনেকরূপঃ স্যাৎ উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সানুনাসিকশ্চ

লোকস্যোচ্চারণাভ্যাসপ্রত্যযস্যাবিনিবৃত্তেঃ। চোদকঃ প্রত্যভিজ্ঞানবাধকমুত্থাপয়তি।—"কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহূনামুচ্চারয়তা"মিতি। যৎ যুগপদ্বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গবৎ তন্নানা। যথা গবাশ্বাদির্দ্বিশফৈকশফকেসরগলকম্বলাদিমান্। যুগপদুদাত্তানুদাত্তাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গবাংশ্চায়ং বর্ণঃ। তস্মান্নানা ভবিতুমর্হতি। ন চোদাত্তাদয়ো ব্যঞ্জকধর্ম্মা ন বর্ণধর্ম্মা ইতি সাম্প্রতম্। ব্যঞ্জকা হ্যস্য বায়বঃ। তেষামশ্রাবণত্বে কথং তদ্ধর্ম্মাঃ শ্রাবণাঃ স্যুঃ। ইদং তাবদত্র বক্তব্যম্। ন হি গুণগোচরমিন্দ্রিয়ং গুণিনমপি গোচরয়তি। মা ভূবন্ ঘ্রাণরসনশ্রোত্রাণাং গন্ধরসশব্দগোচরাণাং তদ্বন্তঃ পৃথিব্যুদকাকাশা গোচরাঃ। এবঞ্চ মা নাম ভূৎ বায়ুগোচরং শ্রোত্রম্। তদ্গুণাংস্তূদাত্তাদীন্ গোচরয়িষ্যতি। তে চ শব্দাসংসর্গাগ্রহাৎ শব্দধর্ম্মত্বেনাধ্যবসীয়ন্তে। ন চ শব্দস্য প্রত্যভিজ্ঞানাবধৃতৈকত্বস্য স্বরূপত উদাত্তাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরোধিনোঽপর্য্যায়েণ সম্ভবন্তি। তস্মাৎ যথা মুখস্যৈকস্য মণিকৃপাণদর্পণাদ্যুপধানবশান্নানাদেশপরিমাণসংস্থানভেদবিভ্রম এবমেকস্যাপি বর্ণস্য ব্যঞ্জকধ্বনি-

---

করিতে হয় এবং আকৃতির ব্যঞ্জকের (বাক্‌যন্ত্রের) বিচিত্রতা অঙ্গীকার করিয়া তৎপ্রযুক্ত প্রভেদপ্রতীতি স্বীকার করিতে হয়। এতদ্রূপ কল্পনাদ্বয় অঙ্গীকার অপেক্ষা বর্ণব্যক্তি এক, তাহার প্রভেদ ঔপাধিক, তাহার প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপ এক-কল্পনা অনেক ভাল এবং "সেই 'গ' এই" এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞানই বর্ণভেদপ্রতীতির বাধক। (তাৎপর্য্য এই যে, অভেদপ্রত্যভিজ্ঞাই ভেদপ্রতীতির ভ্রমত্বের বা ঔপাধিকত্বের প্রমাণ)। [কথং...ইত্যদোষঃ] বহু ব্যক্তি এক সময়ে এক 'গ' উচ্চারণ করে, এক 'গ' হইলে কি প্রকারে সেই এক 'গ' সেই এক সময়ে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত প্রভৃতি বহু আকারে প্রতীত হয়? এ প্রশ্নের সমাধান, ধ্বনির

নিরনুনাসিকশ্চেতি। অথবা ধ্বনিকৃতোঽয়ং প্রত্যয়ভেদো
ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ। কঃ পুনরয়ং ধ্বনির্নাম। যো দূরা-
দাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি
প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেম্বাসঞ্জয়তি তন্নিবন্ধ-
নাশ্চোদাত্তাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপনিবন্ধনাঃ। বর্ণানাং
প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সালম্বনা
উদত্তাদিপ্রত্যয়া ভবিষ্যন্তি, ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভি-

নিবন্ধনোঽয়ং বিরুদ্ধনানাধর্ম্মসংসর্গবিভ্রমো ন তু তাবিকো নানাধর্ম্মসংসর্গ
ইতি স্থিতে অভ্যুপেত্য পরিহারমাহ ভাষ্যকারঃ।—"অথ বা ধ্বনিকৃত"
ইতি। অথবেতি পূর্ব্বপক্ষং ব্যবর্ত্তয়তি। ভবেতাং নাম গুণগুণিনাবেকে-
ন্দ্রিয়গ্রাহ্যৌ তথাপ্যদোষঃ। ধ্বনীনামপি শব্দবচ্ছ্রাবণত্বাৎ। ধ্বনিস্বরূপং
প্রশ্নপূর্ব্বকং বর্ণেভ্যো নিকর্ষয়তি।—"কঃ পুনরয়"মিতি। ন চায়মনির্দ্ধারিত-
বিশেষবর্ণত্বসামান্যমাত্রপ্রত্যয়ো ন তু বর্ণাতিরিক্ততদভিব্যঞ্জকধ্বনিপ্রত্যয়
ইতি সাম্প্রতম্। তস্যানুনাসিকত্বাদিভেদভিন্নস্য গাদিব্যক্তিবৎ প্রত্যভি-
জ্ঞানাভাবাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য চৈকত্বাভাবেন সামান্যভাবানুপপত্তেঃ।
তস্মাদবর্ণাত্মকো বৈষ শব্দঃ শব্দাতিরিক্তো বা ধ্বনিঃ শব্দব্যঞ্জকঃ শ্রাবণো-
ঽভ্যুপেয়ঃ। উভয়থাপি চাস্মু ব্যঞ্জনেষু চ তত্তদ্ধ্বনিভেদোপধানেনানুনাসিক-
ত্বাদয়োঽবগম্যমানাস্তদ্ধর্ম্মা এব শব্দে প্রতীয়ন্তে ন তু স্বতঃ শব্দস্য ধর্ম্মাঃ।
তথা চ যেষামনুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরুদ্ধা ভাসন্তে ভবন্তু তেষাং
ধ্বনীনামনিত্যতা। ন হি তেষু প্রত্যভিজ্ঞানমস্তি। যেষু তু বর্ণেষু প্রত্যভি-
জ্ঞানং ন তেষামনুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্মা ইতি নানিত্যাঃ। "এবঞ্চ সতি
সালম্বনা" ইতি। যদ্যেষ পরস্যাগ্রহো ধর্ম্মিণ্যগৃহ্যমাণে তদ্ধর্ম্মা ন শক্যা

বিভিন্নতাই প্রোক্ত উদাত্তাদিভেদের কারণ। [কঃ...স্যুঃ] ধ্বনি কি?
যাহা দূরস্থ শ্রোতার বর্ণবিবেক (বর্ণবিষয়ক বিস্পষ্ট জ্ঞান) জন্মায় না
অথচ কর্ণে প্রবিষ্ট হয় এবং নিকটস্থ শ্রোতার বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া তদুপরি
তাহার কটুত্ব তীব্রত্বাদি দোষ গুণ অনুভব করায়—তাহাই ধ্বনি। প্রতি
উচ্চারণে সেই 'ক' সেই 'গ' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় বর্ণ উদত্তাদিভেদের
কারণ নহে, ধ্বনিই কারণ, এ নির্ণয়ে উদাত্তাদি-জ্ঞানের নিরালম্বতা আপত্তি
হইতে পারে না। অন্তপক্ষে, প্রত্যভিজ্ঞাবলে বর্ণের একত্ব নিশ্চয় হওয়ায়

জ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগকৃতা উদাত্তাদি-
ভেদাঃ কল্পেরন্। সংযোগবিভাগানাঞ্চাপ্রত্যক্ষত্বাৎ ন তদা-
শ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেষ্বধ্যবসিতুং শক্যন্ত ইত্যতো নিরালম্বনা
এবৈতে উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্যুঃ। অপিচ নৈবৈতদভিনিবে-
ষ্টব্যমুদাত্তাদিভেদেন বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং ভেদো
ভবেদিতি। ন হ্যন্যস্য ভেদেনান্যস্যাভিদ্যমানস্য ভেদো
ভবিতুমর্হতি। ন হি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্নাং মন্যন্তে।
বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনাঽনর্থিকা। ন
কল্পয়াম্যহং স্ফোটং প্রত্যক্ষমেব ত্বেনমবগচ্ছামি, একৈকবর্ণ-
গ্রহণাহিতসংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবভাসনাদিতি
চেৎ, ন, অস্যা অপি বুদ্ধের্ব্বর্ণবিষয়ত্বাৎ। একৈকবর্ণগ্রহণো-

গ্রহীতুমিতি। এবং নামাঽস্তু তথা তুষ্যতু পরস্তথাপ্যদোষ ইত্যর্থঃ। তদনেন
প্রবন্ধেন ক্ষণিকত্বেন বর্ণানামশক্যসঙ্গতিগ্রহতয়া যদবাচকত্বমাপাদিতং
বর্ণানাং তদপাকৃতম্। ব্যস্তসমস্তপ্রকারদ্বয়াসম্ভবেন তু যদাসঞ্জিতং তন্নিরা-
চিকীর্ষুরাহ।—"বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতে"রিতি। কল্পনামমৃষ্যমাণ একদেশ্যাহ।—
"ন কল্পয়ামী"তি। নিরাকরোতি।—"ন অস্যা অপি বুদ্ধে"রিতি। নিরূ-

উদাত্তাদিজ্ঞানের প্রতি (তালুপ্রভৃতি স্থানের অথবা বাক্‌যন্ত্রপ্রভব বায়ু
বিশেষের) সংযোগ বিভাগের কারণতা কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু, সংযোগ-
বিভাগের অপ্রত্যক্ষতাহেতু বর্ণে তন্নিমিত্তক ভেদ প্রসঞ্জিত করা দুঃসাধ্য।
সুতরাং এ পক্ষে উদাত্তাদিজ্ঞান নিরালম্ব হয়। [অপিচ…অনর্থিকা] আরও
এক কথা এই যে, উদাত্তাদিভেদ দৃষ্টে বর্ণের ভেদ (বহু 'ক' বহু 'গ' ইত্যাদি)
অঙ্গীকার অন্যায্য। একের ভেদে, নানাত্বে, অভিদ্যমান অপর একের
(জাতির) ভিন্নতা হইতেই পারে না। ব্যক্তি নানা, তাই বলিয়া কি
জাতিও নানা? তাহা নহে। যখন বর্ণের দ্বারা অর্থপ্রতীতির সম্ভাবনা
আছে, তখন স্ফোট-কল্পনা নিশ্চিত নিরর্থক। [ন…বিষয়া] যদি বল,
তাহা কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ (অনুভবসিদ্ধ), তাহা বর্ণজ্ঞানসংস্কারযুক্ত শেষ-
বর্ণ-জ্ঞানের জ্ঞেয় বা বিষয়রূপে প্রকাশ পায়, আমরা বলি, সে জ্ঞান বর্ণ-
বিষয়ক, স্ফোটবিষয়ক নহে। ক্রমবিন্যস্তবর্ণজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই

ত্তরকালীনা হীয়মেকা বুদ্ধির্গৌরিতি সমস্তবর্ণবিষয়া নার্থান্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে। যতোঽস্যামপি বুদ্ধৌ গকারাদয়ো বর্ণা অনুবর্ত্তন্তে নতু দকারাদয়ঃ। যদি হ্যস্যা বুদ্ধের্গকারাদিভ্যোঽর্থান্তরং স্ফোটো বিষয়ঃ স্যাৎ ততো

পরন্তু তাবদ্গৌরিত্যেকং পদমিতি ধিয়মায়ুষ্মান্। কিমিয়ং পূর্ব্বানুভূতান্ গকারাদীনেব সামস্ত্যেনাবগাহতে, কিং বা গকারাদ্যতিরিক্তং গবয়মিব বরাহাদিভ্যো বিলক্ষণম্। যদি গকারাদিবিলক্ষণমবভাসয়েৎ, গকারাদ্যন্বিতঃ প্রত্যয়ো ন স্যাৎ। ন হি বরাহধীর্মহিষান্বিতং বরাহমবগাহতে। পদতত্ত্বমেকং প্রত্যেকমভিব্যঞ্জয়ন্তো ধ্বনয়ঃ প্রযত্নভেদভিন্নাস্থল্যস্থানকরণনিষ্পাদ্যতয়াঽন্যোন্যবিসদৃশতত্তৎপদব্যঞ্জকধ্বনিসাদৃশ্যেন স্বব্যঞ্জনীয়স্যৈকস্য পদতত্ত্বস্য মিথো বিসদৃশানেকপদসাদৃশ্যান্যাপাদয়ন্তঃ সাদৃশ্যোপধানভেদাদেকমপ্যভাগমপি নানেব ভাগবদিব ভাসয়ন্তি মুখমিবৈকং নিয়তবর্ণপরিমাণস্থানসংস্থানভেদমপি মণিকৃপাণদর্পণাদয়ো হ্নেকমনেকবর্ণপরিমাণস্থানসংস্থানভেদম্। এবঞ্চ কল্পিতা এবাঽস্য ভাগা বর্ণা ইতি চেৎ, তৎ কিমিদানীং বর্ণভেদানসত্যাপি বাধকে মিথ্যেতি বক্তুমধ্যবসিতোঽসি। একধীরেব নানাত্বস্য বাধিকেতি চেৎ, হন্তাস্যাং নানা বর্ণাঃ প্রথন্ত ইতি নানাত্বাবভাস এবৈকত্বং কস্মান্ন বাধতে। অথ বা বনসেনাদিবুদ্ধিবদেকত্বনানাত্বে ন বিরুদ্ধে। নো খলু সেনাবনবুদ্ধিগজপদাতিতুরগাদীনাং চম্পকাশোককিংশুকা-

---

যে 'গৌ' ইত্যাকার নির্ভেদ-বুদ্ধি (বিশেষপরিশূন্য এক জ্ঞান) জন্মে, ক্রমোচ্চারিত বর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু সে বুদ্ধির বা সে জ্ঞানের বিষয় (অবগাহনস্থান) নহে। [কথ···স্মৃতিঃ] যদি বল, কিসে জানিলে? সে-জ্ঞানে কেবল গকারাদি (গ — ঔ) বর্ণের অনুবর্ত্তন দেখা যায়, অন্য কিছুর নহে, এই অন্বয়-ব্যতিরেক-প্রমাণে জানিয়াছি। যদি গ-কারাদি বর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু (স্ফোট) উক্ত বুদ্ধির (গৌ ইত্যাকার জ্ঞানের) গোচর হইত, তাহা হইলে অবশ্যই দকারাদির ব্যাবৃত্তির ন্যায় গ-কারাদির ব্যাবৃত্তি হইত (গৌ ইত্যাকার জ্ঞান গ-ঔ এই দুই বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ অবগাহন করে না কাযেই অন্য বর্ণ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত থাকে। এইরূপ, ঐ জ্ঞান যদি স্ফোট অবগাহন করিত, বিষয় করিত, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার অনবগাহ্য বা অবিষয় গ-ঔ বর্ণও ব্যাবৃত্ত (পরিত্যক্ত) হইত। অর্থাৎ

দকারাদয় ইব গকারাদয়োঽপ্যস্যা বুদ্ধের্ব্ব্যাবর্ত্তেরন্। ন তু তথাস্তি। তস্মাদিয়মেকবদ্ধির্ব্বর্ণবিষয়ৈব স্মৃতিঃ। নম্বনেকত্বাদ্বর্ণানাং নৈকবুদ্ধিবিষয়তোপপদ্যত ইত্যুক্তং তং প্রতি ব্রূমঃ। সম্ভবত্যনেকস্যাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্। পঙ্‌ক্তির্ব্বনং সেনা দশ শতং সহস্রমিত্যাদিদর্শনাৎ। যা তু গৌরিত্যেকোঽয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ সা বহুম্বেব বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদ-

---

দীনাঞ্চ ভেদমপবাধমানে উদীয়েতে অপি তু ভিন্নানামেব সতাং কেনচিদেকেনোপাধিনা ঽবচ্ছিন্নানামেকত্বমাপাদয়তঃ। ন চৌপাধিকেনৈকত্বেন স্বাভাবিকং নানাত্বং বিরুধ্যতে ন হ্যৌপচারিকমগ্নিত্বং মাণবকস্য স্বাভাবিকনরত্ববিরোধি। তস্মাৎ প্রত্যেকবর্ণানুভবজনিতভাবনানিচয়লব্ধজন্মনি নিখিলবর্ণাবগাহিনি স্মৃতিজ্ঞান একস্মিন্ ভাসমানানাং বর্ণানাং তদেকবিজ্ঞানবিষয়তয়া বৈকার্থধীহেতুতয়া বৈকত্বমৌপচারিকমবগন্তব্যম্। ন চৈকার্থধীহেতুত্বেনৈকত্বমেকত্বেন চৈকার্থধীহেতুভাব ইতি পরস্পরাশ্রয়ম্। ন হ্যর্থপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমেতাবন্তো বর্ণা একস্মৃতিসমারোহিণোঽস্তু প্রথন্তে। ন চ তৎপ্রধানত্বরং বৃদ্ধস্যার্থধীর্নোন্নীয়তে তদন্বয়নাচ্চ তেষামেকার্থধিয়ং প্রতি কারকত্বমেকমবগম্যৈকপদত্বাধ্যবসানমিতি নান্যোন্যাশ্রয়ম্। ন চৈকস্মৃতিসমারোহিণাং ক্রমাক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামভেদো বর্ণানামিতি যথাকথঞ্চিৎ প্রযুক্তেভ্য এতেভ্যোঽর্থপ্রত্যয়প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। উক্তং হি—

গ-ঔ এই দুই বর্ণ ঐ জ্ঞানের গোচর হইত না)। কিন্তু তাহা হয় না। অর্থাৎ তাহাতে গ=ঐ এই দুই বর্ণের ব্যাবৃত্তি বা পরিবর্জন হয় না, অনুবর্ত্তনই হয়। এই জন্যই বলি, সেই এক জ্ঞান—যাহাকে তোমরা স্ফোট বল—তাহা বর্ণবিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞান, স্ফোট নহে। [নম্বেক···দেব] যদি বল বর্ণ অনেক, অনেক কখন একজ্ঞানের (এক সময়ে) বিষয় হয় না, কিন্তু আমরা বলি, তাহা হয়। অনেকের একজ্ঞানগ্রাহ্যতার দৃষ্টান্ত আছে সুতরাং তাহা অসম্ভব নহে; সুসম্ভব। যেমন পঙ্‌ক্তি, বন, সেনা, দশ, শত, সহস্র, ইত্যাদি। (অনেক বৃক্ষ 'বন' ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয় ইত্যাদি।) অতএব, গ্-ঔ এই দুই বর্ণ পঙ্‌ক্তি প্রভৃতির ন্যায় একজ্ঞানের বিষয় হওয়া অসম্ভব বা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে। শব্দে অনেক বর্ণ থাকে সত্য; কিন্তু সে সকল বর্ণ মেলনের দ্বারা এক বস্তুকেই বুদ্ধিগম্য করায়, তদনুসারে সেই বহবর্ণাব-

নিবন্ধনৌপচারিকী বনসেনাদিবুদ্ধিবদেব। অত্রাহ, যদি বর্ণা এব সামস্ত্যেনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং স্যুঃ, ততো জারা রাজা কপিঃ পিক ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতিপত্তি র্ন স্যাৎ। ত এব হি বর্ণা ইতরত্র চেতর এব প্রত্যবভাসন্ত ইতি। অত্র বদামঃ। সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকাঃ পঙ্‌ক্তিবুদ্ধিমারোহন্ত্যেবং ক্রমানুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি। তত্র বর্ণানামবিশেষেঽপি ক্রমবিশেষকৃতা পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন

যাবন্তো যাদৃশা যে চ পদার্থপ্রতিপাদনে।
বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকাঃ॥ ইতি।

নন্থ পঙ্‌ক্তিবুদ্ধাবেকস্যামক্রমায়ামপি বাস্তবী শালাদীনামস্তি পঙ্‌ক্তিরিতি তথৈব প্রথা যুক্তা ন চ তথেহ বর্ণানাং নিত্যানাং বিভূনাঞ্চাস্তি বাস্তবঃ ক্রমঃ প্রত্যয়োপাধিস্তু ভবেৎ স চৈক ইতি কুতস্ত্যঃ ক্রম এষামিতি চেৎ, ন। একস্যামপি স্মৃতৌ বর্ণরূপবৎক্রমবৎপূর্ব্বানুভূততাপরামর্শাৎ। তথাহি—জারা রাজেতি পদয়োঃ প্রথয়ন্ত্যোঃ স্মৃতিধিয়োস্তত্ত্বেঽপি বর্ণানাং ক্রমভেদাৎ পদভেদঃ স্ফুটতরং চকাস্তি। তথা চ নাক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামবিশেষঃ স্মৃতিবুদ্ধাবেকস্যাং বর্ণানাং ক্রমপ্রযুক্তানাম্। যথাহুঃ,—

গাহী অচ্ছিন্ন জ্ঞানকে উপচারক্রমে এক বলা যায়। [অত্রাহ···ইতি] কেহ কেহ আপত্তি করেন, বর্ণই যদি একজ্ঞানগম্য হইয়া পদত্ব প্রাপ্ত হয়, বোধক হয়, তবে, জারা-রাজা, কপি-পিক, এ সকল শব্দ ভিন্ন প্রতীত হয় কেন? যে সকল বর্ণ রাজা-শব্দে আছে, সেই সকল বর্ণই জারা-শব্দে আছে, তবে কি কারণে একার্থবোধক ও একপদ না হয়? [অত্র···কল্পনা] উত্তর এই যে, প্রদর্শিত প্রয়োগে বর্ণসাম্য আছে বটে; কিন্তু ক্রমসাম্য নাই। যেমন পিপীলিকা সকল ক্রমাবস্থান অনুসারে পংক্তি-বুদ্ধির গোচর বা বিষয় হয়, তেমনি, বর্ণসমূহও ক্রমানুরোধে পদবুদ্ধির গোচর হয়। প্রদর্শিত স্থলে বর্ণের ভেদ না থাকিলেও ক্রমের ভেদ (ভিন্নতা) আছে, তৎকারণে তাহারা ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। বর্ণ সকল নিত্য ও বিভু (সর্ব্বসংযোগী) হইলেও ব্যবহার কালে উচ্চারণ ক্রমের অনুগ্রহে (সাহায্যে) বস্তুবিশেষের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকা প্রতীত হয়, পরে এক বর্ণের

বিরুধ্যতে। বৃদ্ধব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যনুগৃহীতা গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেঽপ্যেকৈকবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশা এব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীতি বর্ণবাদিনো লঘীয়সী কল্পনা। স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ। বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ। অথাপি নাম প্রত্যুচ্চারণমন্যেঽন্যে চ বর্ণাঃ স্যুস্তথাপি প্রত্যভিজ্ঞালম্বনভাবেন বর্ণসামান্যানামবশ্যাভ্যুপগম্যত্বাৎ যা বর্ণেষ্বর্থপ্রতিপাদনপ্রক্রিয়া রচিতা সা সামান্যেষু সঞ্চারয়িতব্যা। ততশ্চ নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যোদেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্॥২৮

পদাবধারণোপায়ান্ বহূনিচ্ছন্তি সূরয়ঃ।
ক্রমন্যূনাতিরিক্তস্বরবাক্যশ্রুতিস্মৃতীঃ॥ ইতি।

শেষমতিরোহিতার্থম্। দিঙ্মাত্রমত্র সূচিতং, বিস্তরস্তু তত্ত্ববিন্দাববগন্তব্য ইতি। অলং বা নৈয়ায়িকৈর্বিবাদেন, সন্তুনিত্যা এব বর্ণাস্তথাপি গত্বাদ্যবচ্ছেদেনৈব সঙ্গতিগ্রহো ঽনাদিশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতীত্যাহ।—"অথাপি নামে"তি।

পর অপর বর্ণ, তৎপরে অন্য বর্ণ, এবংক্রমে সমস্ত বর্ণ জ্ঞানগোচর হয়, পশ্চাৎ তাহা অর্থপ্রতীতির কারণ হয়। বর্ণবাদীর এ কল্পনা লাঘব-তর্কে অনুগৃহীত। [স্ফোট...বিরুদ্ধম্] স্ফোটবাদীর মতে দৃষ্টহানি ও অদৃষ্টকল্পনা এই দুই দোষ আছে। বর্ণ সকল ক্রম-গৃহীত হয়, হইয়া স্ফোট ব্যক্ত করে, অনন্তর সেই স্ফোট অর্থ প্রতীতি করায়। এ কল্পনা গৌরব-দোষান্বিত। প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ব্যক্ত হয় বলিলেও প্রত্যভিজ্ঞার আলম্বনের জন্য বর্ণের সামান্য (জাতি) অবশ্য স্বীকার্য্য। বর্ণবাদীর মতের অর্থবোধপ্রণালী সামান্যবাদীর (জাতিবাদীর) মতে যোজিত হইলে, স্বীকৃত হইলে, সামান্যবাদীর মতও নির্দোষ হইতে পারে। অতএব, নিত্যশব্দ হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব, এ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত প্রকারে অবিরুদ্ধ।

অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥ *

স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুরস্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেন তস্য বিরোধমাশঙ্ক্য, অতঃ প্রভবাদিতি পরিহৃত্য, ইদানীং তদেব বেদস্য নিত্যত্বং স্থিতং দ্রঢ়য়তি, অতএব চ নিত্যত্বমিতি। অতএব চ নিয়তাকৃতের্দ্দেবাদের্জ্জগতোবেদশব্দপ্রভবত্বাদেব বেদশব্দনিত্যত্বমপি প্রত্যেতব্যম্। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টামিতি স্থিতামেব বাচমনুবিন্নাং দর্শয়তি। বেদব্যাসশ্চৈবমেব স্মরতি,—

নন্থু প্রাচ্যামেব মীমাংসায়াং বেদস্য নিত্যত্বং সিদ্ধং তৎ কিং পুনঃ সাধ্যত ইত্যত আহ।—"স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুরস্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে" ইতি। ন হ্যনিত্যাজ্জগদুৎপত্তুমর্হতি তস্যাপ্যুৎপত্তিমত্বেন সাপেক্ষত্বাৎ। তস্মান্নিত্যো বেদো জগদুৎপত্তিহেতুত্বাৎ ঈশ্বরবদিতি সিদ্ধমেব নিত্যত্বমনেন দৃঢ়ীকৃতম্। শেষমতিরোহিতার্থম্।

পূর্ব্বমীমাংসায়, বেদের কর্ত্তা (বুদ্ধিপূর্ব্বক বক্তা বা রচয়িতা) নাই,—ইত্যাদিবিধ হেতুসমূহের দ্বারা বেদের নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। দেবাদি ব্যক্তির শব্দপ্রভবত্ব সে সিদ্ধান্তের বিরোধী,—এতদ্রূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করা হইল; এক্ষণে সেই পূর্ব্বমীমাংসোক্ত শব্দনিত্যত্ব দৃঢ় (অবিচাল্য) করা কর্ত্তব্য বিধায় সূত্র বলিতেছেন। যেহেতু নির্দ্দিষ্ট আকৃতিমান্ দেবতা প্রভৃতি জগৎ নিত্য, সেই হেতু বেদশব্দও নিত্য। [তথাচ…স্বয়ম্ভুবা] এ অর্থ মন্ত্রমধ্যেও দৃষ্ট হয়। যথা—"যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞের দ্বারা বেদলাভযোগ্য হইয়া ঋষিস্থিত সেই সেই বেদ লাভ করিয়াছিলেন।" মন্ত্র কি বলিল? মন্ত্র বলিল, বেদশব্দ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, যাজ্ঞিকগণ তাহা জানিয়াছিলেন মাত্র। এ অর্থ ব্যাসের স্মৃতিতেও আছে। যথা—"ইতিহাসযুক্ত বেদ প্রলয়কালে অন্তর্হিত ছিল, মহর্ষিগণ সে সকল

* অতএব নিয়তাকৃতের্দ্দেবাদিজগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদেব নিত্যত্বং বেদশব্দস্যেতি শেষঃ।—যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদি বেদশব্দ হইতে উৎপন্ন, ব্যবহাররূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হেতু বেদশব্দ সকল নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ
লেভিরে পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ইতি ॥২৯॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥ *

অথাপি স্যাৎ যদি পশ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্তয়োঽপি সন্তত্যৈবোৎপদ্যেরন্ নিরুধ্যেরংশ্চ ততোঽভিধানাভিধেয়া-

---

শঙ্কাপদোত্তরত্বাৎ সূত্রস্য শঙ্কাপদানি পঠতি "অথাপি স্যাদি"তি। অভিধানাভিধেয়াবিচ্ছেদে হি সম্বন্ধনিত্যত্বং ভবেৎ। এবমধ্যাপকাধ্যেতৃপরম্পরাবিচ্ছেদে বেদস্য নিত্যত্বং স্যাৎ। নিরন্বয়স্য তু জগতঃ প্রবিলয়েঽত্যন্তাসতশ্চাঽপূর্ব্বস্যোৎপাদেঽভিধানাভিধেয়াবত্যন্তমুচ্ছিন্নাবিতি কিমাশ্রয়ঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ। অধ্যাপকাধ্যেতৃসন্তানবিচ্ছেদে চ কিমাশ্রয়ো বেদঃ স্যাৎ। ন চ জীবান্তবাসনাবাসিতাঃ সন্তীতি বাচ্যম্। অন্তঃকরণাদ্যুপাধিকল্পিতা হি তে তদ্বিচ্ছেদে ন স্থাতুমর্হন্তি। ন চ ব্রহ্মণস্তদ্বাসনা তস্য বিদ্যাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবস্য তদযোগাৎ। ব্রহ্মণশ্চ সৃষ্ট্যাদাবন্তঃকরণাদয়স্তদবচ্ছিন্নাশ্চ জীবাঃ প্রাদুর্ভবন্তো

তপস্যার দ্বারা ও স্বয়ম্ভুর আজ্ঞায় (কৃপায়) লাভ করিয়াছিলেন (জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন)"।

এখন যেমন প্রবাহাকারে পশুব্যক্তির জন্ম মরণ (এক পশুর জন্ম, অপর পশুর মরণ) দৃষ্ট হয়, দেবাদি ব্যক্তির জন্ম মরণ যদি তদ্রূপ হয়, কস্মিন্ কালেও যদি সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় না হয়, তাহা হইলেই নাম, নামী ও নাম কর্ত্তা,—এ সকল ব্যবহারের অলোপ বা অবিচ্ছেদ হেতু শাব্দ

---

* আবৃত্তৌ কল্পান্তসৃষ্টৌ সৃষ্টানাং সমাননামরূপত্বাৎ পূর্ব্বকল্পীয়সমাননামরূপত্বদর্শনাৎ অবিরোধো বিরোধাভাবো জ্ঞেয়ঃ। প্রলয়েঽপ্যাত্যন্তিকবিনাশো নাস্তীতি যাবৎ। দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ। দৃষ্টান্তে হি দৈনন্দিনসৃষ্টৌ প্রবোধে পূর্ব্বপ্রবোধসমসৃষ্টিঃ স্মর্য্যতে চ। বিষমসৃষ্টৌ নিয়মনাশঃ সম্ভাব্যতে ন তু সমসৃষ্টৌ। অতএব শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যতায়াঃ সিদ্ধত্বাৎ ন কশ্চিৎ বিরোধ ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ।—এ কল্পের সৃষ্টি পূর্ব্বকল্পের সমান সুতরাং কল্পকালে এ সকলের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। সংস্কার বা বীজ থাকে। বীজভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সেই হেতু এ সকল আত্যন্তিক অনিত্য নহে। যেহেতু অনিত্য নহে সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে। শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি, অনুভব, সর্ব্বপ্রকারে আত্যন্তিক বিনাশাভাব সিদ্ধ হয়। (ভাষ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখ)।

ভিধাতৃব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সম্বন্ধনিত্যত্বেন বিরোধঃ শব্দে পরিহ্রিয়েত। যদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং পরিত্যক্ত-নামরূপং নির্লেপং প্রলীয়তে প্রভবতি চাভিনবমিতি শ্রুতি-স্মৃতিবাদা বদন্তি তদা কথমবিরোধ ইতি। তত্রেদমভি-ধীয়তে, সমাননামরূপত্বাদিতি। তদাপি সংসারস্যানাদিত্বং তাবদভ্যুবগন্তব্যম্। প্রতিপাদয়িষ্যতি চাচার্য্যঃ সংসারস্যা-

ন পূর্ব্বকর্ম্মাবিদ্যাবাসনাবন্তো ভাবিতুমর্হন্তি, অপূর্ব্বত্বাৎ। তস্মাদ্বিরুদ্ধমিদং শব্দার্থসম্বন্ধবেদনিত্যত্বং সৃষ্টিপ্রলয়াভ্যুপগমেনেতি। অভিধাতৃগ্রহণেনাধ্যা-পকাধ্যেতারাবুক্তৌ। শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি। "তত্রেদমভি-ধীয়তে সমাননামরূপত্বাদি"তি। যদ্যপি মহাপ্রলয়সময়ে নান্তঃকরণাদয়ঃ সমুদাচরদ্বৃত্তয়ঃ সন্তি তথাপি স্বকারণেঽনির্ব্বাচ্যায়ামবিদ্যায়াং লীনাঃ সূক্ষ্মেণ শক্তিরূপেণ কর্ম্মবিক্ষেপকাবিদ্যাবাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব। তথা চ স্মৃতিঃ,—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ইতি।

তে চাবধিং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতা, যথা কূর্ম্মদেহনিলীনান্যঙ্গানি ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তমৃদ্ভাবানি মণ্ডূকশরীরাণি তদ্বাস-নাবাসিততয়া ঘনঘনাসারাবসেকসুহিতানি পুনর্মণ্ডূকদেহভাবমনুভবন্তি তথা পূর্ব্ববাসনাবশাৎ পূর্ব্বসমাননামরূপাণ্যুৎপদ্যন্তে। এতদুক্তং ভবতি।—

বিরোধের পরিহার হইতে পারে। শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতাও রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে শুনা যায়, মহাপ্রলয়ে সর্ব্বধ্বংস হয়, কিছুই থাকে না, পরে আবার নূতন সৃষ্টি হয়। শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মাদিত মহা-প্রলয় যদি আত্যন্তিকধ্বংসরূপী হয়, তাহা হইলে আর বিরোধ পরিহার হয় না। এ আশঙ্কা সংশোধনের নিমিত্ত এই "সমাননামরূপত্বাৎ" সূত্র অবতারিত হইল। [অথাপি···দ্রষ্টব্যম্] সংসার অনাদি, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আচার্য্যও বলিবেন, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি অনুভব উভয়ে সিদ্ধ। দৈনন্দিন সৃষ্টি বা জাগ্রৎসৃষ্টি যেমন পূর্ব্বজাগ্রতের সমান, অনুরূপ, তেমনি, এতৎকল্পীয় সৃষ্টিও পূর্ব্বকল্পীয় সৃষ্টির সমান অর্থাৎ অনুরূপ। যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বসাম্যতা সিদ্ধ হয়, সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা সিদ্ধান্ত

ত্বনাদিত্বমুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চেতি। অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয়প্রভবশ্রবণেঽপি পূর্ব্ব-প্রবোধবদুত্তরপ্রবোধেঽপি ব্যবহারান্ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। এবং কল্পান্তরপ্রভবপ্রলয়য়োরপীতি দ্রষ্টব্যম্। স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রূয়েতে। যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্য-ত্যথাঽস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈরূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্র-

---

যদ্যপীশ্বরাৎ প্রভবঃ সংসারমণ্ডলস্য, তথাপীশ্বরঃ প্রাণভৃৎকর্ম্মাবিদ্যাসহকারী তদনুরূপমেব সৃজতি। ন চ সর্গপ্রলয়প্রবাহস্যানাদিতামন্তরেণৈতদুপপদ্যত ইতি সর্গপ্রলয়াভ্যুপগমেঽপি সংসারানাদিতা ন বিরুধ্যত ইতি। তদিদমুক্ত "মুপপদ্যতে, চাপ্যুপলভ্যতে চ" আগমত ইতি। স্যাদেতৎ। ভবত্বনাদিতা সংসারস্য তথাপি মহাপ্রলয়ান্তরিতে কুতঃ স্মরণং বেদানামিত্যত আহ।—"অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়ো"রিতি। যদ্যপি প্রাণমাত্রাবশেষ-তাভিনিঃশেষত্বে সুষুপ্তপ্রলয়াবস্থয়োর্ব্বিশেষস্তথাপি কর্ম্মবিক্ষেপসংস্কারসহিত-লয়লক্ষণাবিদ্যাবশেষতাসাম্যেন স্বাপপ্রলয়াবস্থয়োরভেদ ইতি দ্রষ্টব্যম্। নমু নাপর্য্যায়েণ সর্ব্বেষাং স্বাপাবস্থা, কেষাঞ্চিৎ তদা প্রবোধাৎ তেভ্যশ্চ সুপ্তো-

---

অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে। (সুষুপ্তি-নামক দৈনন্দিন প্রলয়ে ও কল্প-নামক মহাপ্রলয়ে কোনও বস্তুর নিরন্বয়-ধ্বংস বা অত্যন্তিক অভাব হয় না। সকল বস্তুই থাকে, বীজরূপে বা সূক্ষ্ম সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াই সেই সেই বীজ হইতে পূর্ব্বসমান সৃষ্টি হয়)। [স্বাপ...ইতি] সুপ্তিতে লয় ও জাগ্রতে সৃষ্টি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যথা—"সুপ্ত-পুরুষ যখন কোনও কিছু দেখে না, স্বপ্ন দেখে না, এ সকল তখন প্রাণে গিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। বাগিন্দ্রিয়ের সহিত সমস্ত নাম, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সমুদয় রূপ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত সমুদয় শব্দ, মনের সহিত ধ্যান, সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়। সেই পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখন, যেমন জ্বলন্তাগ্নি হইতে অগ্নিসমান স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, নির্গত হয়, তেমনি,

তিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ (কৌ০ ব্রা০ উ০ অ০ ৩। খ০ ৩) ইতি। স্যাদেতৎ। স্বাপে পুরুষান্তরব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ঞ্চ সুষুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারানুসন্ধানসম্ভবাদবিরুদ্ধম্। মহাপ্রলয়ে তু সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদাজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্পান্তরব্যবহারস্যাঽনুসন্ধাতুমশক্যত্বাৎ বৈষম্যমিতি। নৈষ দোষঃ। সত্যপি সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাদীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ। যদ্যপি

খিতানাং গ্রহণসম্ভবাৎ প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষয়োশ্চ বাসনোচ্ছেদকারণয়োরভাবেন সত্যাং বাসনায়াং স্মরণোপপত্তেঃ শব্দার্থসম্বন্ধবেদব্যবহারানুচ্ছেদো যুজ্যতে। মহাপ্রলয়স্বপর্য্যায়েণ প্রাণভৃন্মাত্রবর্ত্তী প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষৌ চ তত্র সংস্কারমাত্রোচ্ছেদহেতূ স্ত ইতি কুতঃ সুষুপ্তবৎ পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারবদুত্তরপ্রবোধব্যবহার ইতি চোদয়তি।—"স্যাদেতৎ স্বাপ" ইতি। পরিহরতি।—"নৈষ দোষঃ। সত্যপি ব্যবহারোচ্ছেদিনী"তি। অয়মভিসন্ধিঃ।—ন তাবৎ প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষৌ সর্ব্বসংস্কারোচ্ছেদকৌ, পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুসন্ধানাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ। মনুজজন্মবাসনানাঞ্চাঽনেকজাত্যন্তরসহস্রব্যবহিতানাং পুনর্মনুষ্যজাতিসম্বর্ত্তকেন কর্ম্মণাঽভিব্যক্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নিকৃষ্টধিয়ামপি যত্র সত্যপি প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষাদৌ পূর্ব্ববাস-

---

প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ) হইতে দেবতা ও দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন হয়।" [স্যাদেতৎ · বদিতুম্] যদি বল, সুষুপ্তিতে সুপ্তপুরুষেরই ব্যবহারলোপ হয়, অন্য পুরুষের ব্যবহার থাকে এবং সুপ্তপ্রবুদ্ধের পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে, সম্ভব, সুতরাং সুষুপ্তি ও মহাপ্রলয় সমান নহে, অসমান। মহাপ্রলয়ে কেহই থাকে না, সর্ব্ববিলোপ হয়। আরও দেখ, জন্মান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ যদ্রূপ অশক্য, অসম্ভব, কল্পান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ তদ্রূপ অশক্য ও অসম্ভব। অতএব, সুষুপ্তি-দৃষ্টান্তটী বৈষম্যদোষাক্রান্ত; বিশুদ্ধ নহে। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা বলি, উহা দোষান্বিত নহে। মহাপ্রলয়ে সর্ব্বোচ্ছেদ হইলেও, সমস্ত ব্যবহার বিলোপ হইলেও, পরমেশ্বরানু-

প্রাকৃতাঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহারমনুসন্দধানা দৃশ্যন্তে ইতি, ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরাণাং ভবিতব্যম্। যথা হি প্রাণিত্বাবিশেষেঽপি মনুষ্যাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি-প্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে, তথা মনুষ্যা-দিম্বেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ ন শক্যং নাস্তীতি বদিতুম্। ততশ্চাতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্য-গর্ভাদীনাং বর্ত্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহী-তানাং সুপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।

নানুবৃত্তিস্তত্র কৈব কথা পরমেশ্বরানুগ্রহেণ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়-সম্পন্নানাং হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতীনাং মহাধিয়াম্। যথা বা আ চ মনুষ্যেভ্য আ চ কৃমিভ্যো জ্ঞানাদীনামনুভূয়তে নিকর্ষঃ, এবমামনুষ্যেভ্য এবা চ ভগবতো হিরণ্যগর্ভাৎ জ্ঞানাদীনাং প্রকর্ষোঽপি সম্ভাব্যতে। তথা চ তদভি-বদন্তো বেদস্মৃতিবাদাঃ প্রামাণ্যমপ্রত্যূহমশ্নুবতে এবঞ্চাঽত্রভবতাং হিরণ্য-গর্ভাদীনাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানামুপপদ্যতে কল্পান্তরসম্বন্ধিনিখিলব্যবহারানু-সন্ধানমিতি। সুগমমন্যৎ। স্যাদেতৎ। অস্তু কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানং তেষামস্মাত্তু সৃষ্টাবন্য এব বেদা, অন্য এব চৈষামর্থাঃ, অন্য এব বর্ণাশ্রমাঃ,

---

গৃহীত হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি ঈশ্বরের পূর্ব্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাকৃত জীবের জন্মান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হয় না, মনে পড়ে না, তাই বলিয়া ঈশ্বরেরও পূর্ব্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হইবে না, মনে হইবে না, এরূপ বলিতে পার না। মনুষ্য হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব অংশ সমান হইলেও তাহাদের জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের (ক্ষমতার) তারতম্য আছে। এইরূপ, মনুষ্য জীবের নিম্নজীব সকল পর পর অল্পজ্ঞান ও অল্পক্ষমতা বিশিষ্ট। আবার মনুষ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত পর পর উৎকৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য পর পর উৎকৃষ্ট ও অধিক। [ততশ্চ…দিতি] এতদ্দৃষ্টে স্থির হয়, জানা যায়, যাঁহারা পূর্ব্বকল্পে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম্ম (পুণ্য বা শুভাদৃষ্ট) উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহ কল্পে তাঁহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের সুপ্তপ্রতি-

তথা চ শ্রুতিঃ, যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি। স্মরন্তি চ শৌনকাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঋষিভির্দাশতয্যো দৃষ্টা ইতি। প্রতি-বেদঞ্চৈবমেব কাণ্ডর্ষ্যাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে। শ্রুতিরপ্যৃষিজ্ঞান-পূর্ব্বকমেব মন্ত্রেণানুষ্ঠানং দর্শযতি—যো হ বা অবিদিতার্ষেয়-চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজযতি বাহধ্যাপযতি বা স্থাণুং চচ্ছর্তি গর্ত্তং বা প্রপদ্যত ইত্যুপক্রম্য তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি। প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্মো

যস্মাচ্চানর্থোঽর্থশ্চাযস্মাং অনর্থশ্চেপ্সিতোঽর্থশ্চানীপ্সিতোঽপূর্ব্বত্বাৎ সর্গস্য, তস্মাৎ কৃতমত্র কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানেনাঽকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তথা চ পূর্ব্ব-ব্যবহারোচ্ছেদাচ্ছব্দার্থসম্বন্ধশ্চ বেদশ্চানিত্যৌ প্রসজ্যেয়াতামিত্যত আহ।— 'প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয" ইতি। যথাবস্তুস্বভাবসামথ্যং হি সর্গঃ প্রবর্ত্ততে ন তু স্বভাবসামর্থ্যমন্যথয়িতুমর্হতি। ন হি জাতু সুখং তত্ত্বেন জিহাস্যতে দুঃখঞ্চোপাদিৎস্যতে। ন চ জাতু ধর্ম্মাধর্ম্মযোঃ সামর্থ্যবিপর্য্যযো ভবতি।

বুদ্ধের পূর্ব্বপ্রবোধ ব্যবহার স্মরণের . । কল্পান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন- যিনি ব্রহ্মার জন্ম দান করিয়াছেন, করিয়া বেদ প্রদান করিয়াছেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্মজ্ঞানপ্রকাশককে (তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজনিত বুদ্ধিতে প্রকাশমান পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হই।' শৌনকাদি ঋষিরাও স্মরণ করিয়াছেন, স্মৃতি গ্রন্থে বলিয়াছেন, "মধুছন্দ-প্রভৃতি ঋষি দাশতয্য (ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলস্থ ঋচা) দর্শন করিয়াছিলেন, জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন।" শ্রুতিও মন্ত্রের ঋষি জানিতে বলিয়াছেন, জানিয়া মন্ত্রসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। যথা—"যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণ (ব্যাখ্যাভাগ বা বিনিয়োগ),—এ সকল না জানিয়া যজ্ঞ করেন ও করান, অধ্যয়ন করেন ও করান, তিনি স্থাণুত্ব প্রাপ্ত অথবা গর্ত্তপতিত (নিরয়গামী) হন।" ইহার পরেই বলিয়াছেন, সেই হেতু প্রতি মন্ত্রে ঐ সকল জানিতে হয়।" [প্রাণিনাঞ্চ...নিষিধ্যতে] প্রাণিবর্গের সুখের জন্য ধর্ম্মের বিধান, দুঃখ নিবারণের জন্য অধর্ম্মের নিষেধ।

বিধীয়তে দুঃখপরিহারায় চাধর্ম্মঃ প্রতিষিধ্যতে। দৃষ্টানুশ্রবিকসুখদুঃখবিষযৌ চ রাগদ্বেষৌ ভবতো ন বিলক্ষণবিষয়াবিত্যতো ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতোত্তরোত্তরাসৃষ্টির্নিষ্পদ্যমানা পূর্ব্বসৃষ্টিসদৃশ্যেব নিষ্পদ্যতে। স্মৃতিশ্চ ভবতি,—

"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্য রোচতে" ॥ ইতি ॥

প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চানেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্। ততশ্চ বিচ্ছিদ্য

ন হি মৃৎপিণ্ডাৎ পটো ঘটশ্চ তন্তুভ্যো জায়তে। তথা সতি বস্তুসামর্থ্য নিয়মাভাবাৎ সর্ব্বং সর্ব্বস্মাদ্ভবেদিতি পিপাসুরপি দহনমাহৃত্য পিপাসামুপশময়েৎ, শীতার্ত্তো বা তোয়মাহৃত্য শীতার্ত্তিমিতি। তেন সৃষ্ট্যন্তরেঽপি ব্রহ্মহত্যাদিরনর্থহেতুরেবাঽর্থহেতুশ্চ যাগাদিরিত্যানুপূর্ব্ব্যং সিদ্ধম্।

দেখা যায়, ঐহিক হউক, পারত্রিক হউক, সুখের প্রতিই জীবের অনুরাগ, এবং দুঃখের প্রতিই দ্বেষ। এতদ্দৃষ্টে জানা যায়, জীবের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলেই পর পর সৃষ্টি এবং সেই কারণেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ পর পর সৃষ্টি হইয়া থাকে। [স্মৃতি ..রোচতে] "পূর্ব্বে বা পূর্ব্বজন্মে যে জীব যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্জ্জন করিয়াছিল, সে জীব পুনঃসৃষ্টিতে বা পুনর্জ্জন্মে সেই কর্ম্ম অর্থাৎ তদনুরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সত্য, মিথ্যা,—এ সকল পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবেই হয় এবং পূর্ব্বসংস্কার-অনুসারেই রুচি বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।" (প্রবৃত্তি বা রুচি দেখিয়া তাহার মূল কারণের (বীজের) অনুমান হয়, সে মূল কারণ পূর্ব্বসংস্কার। ইহারই অন্য নাম পুণ্যাপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বভাব, প্রকৃতি ও বাসনা)। [প্রলীয় ..প্রেক্ষিতুম্] জগৎ লয়প্রাপ্ত হইলেও ইহার শক্তির লয় হয় না, শক্তি থাকে। যে-কিছু জন্মে—সমস্তই শক্তিমূলক। শক্তিরূপ কারণ হইতেই জন্মে, আকস্মিক অর্থাৎ কারণপরিশূন্য উৎপত্তি

বিচ্ছিদ্যাপ্যুদ্ভবতাং ভূরাদিলোকপ্রবাহাণাং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্য-লক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মফলব্যবস্থা-নাঞ্চানাদৌ সংসারে নিয়তত্বমিন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধনিয়তত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্। ন হীন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদের্ব্ব্যবহারস্য প্রতি সর্গমন্যথাত্বং ষষ্ঠেন্দ্রিয়বিষয়কল্পং শক্যমুৎপ্রেক্ষিতুম্। অতশ্চ সর্ব্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানক্ষম-ত্বাচ্চেশ্বরাণাং সমাননামরূপা এব প্রতিসর্গং বিশেষাঃ প্রাদু-র্ভবন্তি সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষ-

এবঞ্চ য এব বেদা অস্মিন্ কল্পে ত এব কল্পান্তরে ত এব চৈষামর্থাস্ত এব চ বর্ণাশ্রমাঃ। দৃষ্টসাধর্ম্ম্যসম্ভবে তদ্বৈধর্ম্ম্যকল্পনমনুমানাগমবিরুদ্ধম্।

আগমাশ্চেহ ভূয়াংসো ভাষ্যকারেণ দর্শিতাঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাখ্যাস্তদ্বৎকোপোঽন্যথা ভবেৎ॥

তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং "সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধ" ইতি। 'অগ্নির্বা অকাময়ত' ইতি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য যজমান এবাগ্নিরুচ্যতে। ন হ্যগ্নের্দ্দেবতান্তরমগ্নিরস্তি।

নাই। শক্তি অসংখ্য ও অসংখ্যপ্রকার, এরূপ কল্পনা অন্যায্য। পৃথিব্যাদি লোকে, তদ্বর্ত্তী দেব মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, তদুভয়ের ফল, সে সকলের ব্যবস্থা (শৃঙ্খলা, পরিপাটী বা নিয়ম), এ সকল মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হয়, আবার তিরোহিত হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম। এ নিয়ম বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধের সমান। বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিতে বা ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন, এরূপ উৎপ্রেক্ষা (অনুমান) করিতে পার না। (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে চক্ষু শব্দ গ্রহণ করিত, এ কল্পে রূপগ্রহণ করিতেছে, এরূপ কল্পনা করিতে পার না। পূর্ব্বকল্পের চক্ষু যদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট, এ কল্পের চক্ষুও তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট)। মনের নির্দ্দিষ্ট বা অসাধারণ বিষয় নাই সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের আছে। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট—কস্মিন্ কালেও তাহার ব্যতিক্রম বা ব্যভিচার হয় না। [অতশ্চ···বিরোধঃ] যেহেতু সকল কল্পের ব্যবহার সমান—যেহেতু ঈশ্বরগণ পূর্ব্বকল্পীয়-ব্যবহার স্মরণ করিতে সক্ষম—সেই হেতু প্রত্যেক কল্প পূর্ব্বকল্পসদৃশ, ইহা সিদ্ধ হয়। যেহেতু পর-সৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সমান—সেই হেতু প্রলয়কালেও জগতের আত্যন্তিক

ণায়াং জগতোঽভ্যুপগম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছব্দপ্রামাণ্যাদি-বিরোধঃ। সমাননামরূপতাঞ্চ শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ" ॥ ইতি ॥

যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সূর্য্যাচন্দ্রমঃপ্রভৃতি জগৎ কৢপ্তং তথাস্মিন্নপি কল্পে পরমেশ্বরোঽকল্পযদিত্যর্থঃ। তথা অগ্নির্ব্বা অকাময়ত অন্নাদো দেবানাং স্যামিতি, স এবমগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপদিতি, নক্ষত্রেষ্টিবিধৌ যোঽগ্নির্নিরবপৎ যস্মৈ বাগ্নয়ে নিরবপৎ তযোঃ সমাননামরূপতাং দর্শযতীত্যেবং জাতীযকা শ্রুতিরিহোদাহর্ত্তব্যা। স্মৃতিরপি,—

"ঋষীণাং নামধেযানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টযঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ ॥

বিনাশ হয় না এবং আত্যন্তিক বিনাশ না হওযায় শব্দপ্রামাণ্য সংরক্ষিত হয়, বিরোধ হয় না। সমান দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব-সমান-নামরূপতা শ্রুতি স্মৃতি কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে। যথা 'ধাতা (পরমেশ্বর) পূর্ব্বকল্পে যে প্রকার চন্দ্র সূর্য্য দিব্ পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ ছিল এ কল্পে সেই প্রকার কল্পনা (উৎপাদন) করিলেন।" পূর্ব্বকল্পে যেপ্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি ছিল বিধাতা এ কল্পে ঠিক্ সেই প্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। "অগ্নি কামনা করিলেন, আমি দেবগণের অন্নাদ অগ্নি হইব। অনন্তর তিনি কৃত্তিকা নক্ষত্রাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ (অষ্টাকপাল—৮ মৃৎপাত্রে সংস্কৃত। পুরোডাশ পিষ্টকবিশেষ।) আহুতি প্রদান করিলেন।" এ শ্রুতিও উদাহরণযোগ্য। প্রদর্শিত নক্ষত্রযাগ বিধিতে, যে অগ্নি যে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদান করার কথা বলা হইয়াছে, সেই উভয় অগ্নি সমান। (পূর্ব্বকল্পের যজমান অগ্নি এ কল্পের দেবতা অগ্নি)। "পরমেশ্বর প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে ঋষিদিগকে নাম ও বেদবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন। যেমন ঋতুচিহ্ন সকল পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়, ঠিক্ পূর্ব্ব বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন (পত্রপুষ্পাদির উদ্গম) পর বসন্তাদিতে প্রকাশ পায়,

যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥
যথাভিমানিনোঽতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ।
দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ" ॥
ইত্যেবং জাতীয়কা দ্রষ্টব্যা ॥ ৩০ ॥

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥ *

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামস্ত্যধিকার ইতি যৎ-প্রতিজ্ঞাতং তৎপর্য্যাবর্ত্ত্যতে। দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনি-রাচার্য্যো মন্যতে। কস্মাৎ মধ্বাদিষ্বসম্ভবাৎ। ব্রহ্মবিদ্যা-ধিকারাভ্যুপগমে হি বিদ্যাত্বাবিশেষান্মধ্বাদিবিদ্যাস্বপ্যধি-

ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারং দেবর্ষীণাং ব্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কিং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাস্ববিশেষেণ সর্ব্বেষাং কিং বা কাসু চিদেব কেষাঞ্চিৎ। যদ্য

তেমনি, প্রলয়ের পর যুগারম্ভকালেও পূর্ব্বকল্পীয় পদার্থ সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতীত কল্পের দেবতারা যদ্রূপ অভিমানী ও যদ্রূপ রূপবিশিষ্ট ছিলেন, বর্ত্তমান কল্পের দেবতারা সেইরূপ রূপ, সেই নাম ও সেই অভিমান-ধারী হইয়াছেন।" এ সকল স্মৃতিও উদাহরণমধ্যে গণ্য।

দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার আছে, এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে পুনর্ব্বার আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। জৈমিনি মুনি বলেন, দেবতাদের বিদ্যাধিকার নাই। কেন-না, মধুবিদ্যা † প্রভৃতিতে তাহা অসম্ভব হয়। ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা, মধুবিদ্যাও বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার থাকিলে মধুবিদ্যাতেও

* জৈমিনিঃ তন্নামক আচার্য্যঃ অনধিকারং ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামধিকারাভাবং মন্যতে। হেতুমাহ—মধ্বাদীতি। বিদ্যাত্বাঽবিশেষাৎ মধুবিদ্যাদিষু তেষামধিকারো ন সম্ভব-তীতি সূত্রার্থঃ।—জৈমিনি বলেন, মধুবিদ্যায় দেবতাদিগের অধিকার থাকা সম্ভব হয় না, সুতরাং অন্য বিদ্যাতেও অসম্ভব হয়। যেহেতু অসম্ভব হয়, সেই হেতু দেবতারা উপাসনায় অনধিকারী। অর্থাৎ দেবগণের উপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান দুএর কিছুই নাই।

† মধুবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা। সূর্য্যের উপাসনা। ইহার প্রণালী ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে।

কারোঽভ্যুপগম্যেত। ন চৈবং সম্ভবতি। কথমসৌ বা আদিত্যো দেব মধ্বিত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্। দেবাদিষু হ্যুপাসকেম্বভ্যুপগম্যমানেষু আদিত্যঃ কথমন্যমাদিত্যমুপাসীত। পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতান্যুপক্রম্য, বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীত্যুপদিশ্য, স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতীত্যাদিনা বস্বাদ্যুপজীব্যান্যমৃতানি

বিশেষেণ সর্ব্বাসু, ততো মধ্বাদিবিদ্যাস্বসম্ভবঃ। "কথমসৌ বাঽঽদিত্যো দেবমধু, ইত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্"। উপাস্যোপাসকভাবো হি ভেদাধিষ্ঠানো ন স্বাত্মন্যাদিত্যস্য দেবতায়াঃ সম্ভবতি। ন চাদিত্যান্তরমস্তি। প্রাচামাদিত্যানামস্মিন্ কল্পে ক্ষীণাধিকারত্বাৎ। "পুনশ্চাদিত্য[illegible]ন্যুপক্রম্য" ইতি। অয়মর্থঃ।—অসৌ বা আদিত্যো দেবমধ্বিতি দেবানাং মোদনাৎ মধ্বিব মধু। ভ্রামরমধুসারূপ্যমাহাস্য শ্রুতিঃ। 'তস্য মধুনো দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ। অন্তরিক্ষং মধ্বপূপঃ'। আদিত্যস্য হি মধুনোপূপঃ পটলমন্তরিক্ষমাকাশং তত্রাবস্থানাৎ। যানি চ সোমাজ্যপয়ঃ প্রভৃতীন্যগ্নৌ হূয়ন্তে তান্যাদিত্যরশ্মিভিরগ্নিসম্বলিতৈরুৎপন্নপাকান্যমৃতীভাবমাপন্নান্যাদিত্যমণ্ডলমৃগ্যন্ত্রমধুপৈর্নীয়ন্তে। যথা হি ভ্রমরাঃ

থাকিবেক, কিন্তু মধুবিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয়। [কথং... দর্শয়তি] কেন? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি "ঐ আদিত্য দেবমধু, দেবগণের আস্বাদ্য" ইত্যাদি ক্রমে-যে সূর্য্যের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন তাহা মনুষ্যদিগকেই বলিয়াছেন, দেবতাদিগকে নহে। দেবতারাও উপাসক, এ কথা বলিতে গেলে আদিত্য দেবতা আবার কোন্ আদিত্য দেবতার উপাসনা করিবেন, তাহা বলিতে হইবেক। (আদিত্য এক বৈ দুই নাই)। উক্ত উপাসনার আরও অঙ্গ আছে। যথা—আদিত্যাশ্রিত রূপপঞ্চক অমৃতস্বরূপ, তাহা বসু রুদ্র আদিত্য মরুৎ সাধ্য—এই সকল দেবগণের উপজীব্য। এই উপদেশের পরেই আছে, ফলশ্রুতি কথিত আছে, "যে উপাসক ঐ সকল অমৃতজীবী দেবগণকে জানে, উপাসনা করে, সে বসু প্রভৃতির অন্যতম হয়, হইয়া অগ্নিরূপ মুখের দ্বারা প্রোক্ত অমৃত দর্শনে

বিজানতাং বস্বাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। বস্বাদয়স্তু কান-ন্যান্ বস্বাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীয়ুঃ, কং চান্যং বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্সেয়ুঃ। তথা, অগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ

পুষ্পেভ্য আহৃত্য মকরন্দং স্বস্থানমানয়ন্ত্যেবমৃঙ্মন্ত্রা ভ্রমরাঃ প্রয়োগসমবেতার্থ-স্মরণাদিভিঋর্গ্বেদবিহিতেভ্যঃ কর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্য তন্নিষ্পন্নমকরন্দমাদিত্য-মণ্ডলং লোহিতাভিরস্য প্রাচীভীরশ্মিনাড়ীভিরানয়ন্তি, তদমৃতং বসব উপ-জীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুনো দক্ষিণাভীরশ্মিনাড়ীভিঃ শুক্লাভির্যজুর্বেদ-বিহিতকর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নং যজুর্ম্মন্ত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদেতদমৃতং রুদ্রা উপজীবন্তি। অথা-স্যাদিত্যমধুনঃ প্রতীচীভীরশ্মিনাড়ীভিঃ কৃষ্ণাভিঃ সামবেদবিহিতকর্ম্মকুসু-মেভ্য আহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নং সামমন্ত্রস্তোত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমাদিত্যা উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুন উদীচীভিরতিকৃষ্ণাভীরশ্মিনাড়ীভিরথর্ব্ববেদবিহিতেভ্যঃ কর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃ-ত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নমথর্ব্বাঙ্গিরসমন্ত্রভ্রমরাঃ তথাশ্ব-মেধবাচঃ স্তোমকর্ম্মকুসুমাদিতিহাসপুরাণমন্ত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি। অশ্বমেধে বাচঃস্তোমে চ পারিপ্লবং শংসন্তীতি শ্রবণাদিতিহাসপুরাণমন্ত্রাণাম-প্যস্তি প্রয়োগঃ। তদমৃতং মরুত উপজীবন্তি। অথাস্য যা আদিত্যমধুন উর্দ্ধা রশ্মিনাড্যো গোপ্যাস্তাভিরুপাসনভ্রমরাঃ প্রণবকুসুমাদাহৃত্যাদিত্য-মণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমুপজীবন্তি সাধ্যাঃ। তা এতা আদিত্যব্যপাশ্রয়াঃ পঞ্চ রোহিতাদয়ো রশ্মিনাড্য ঋগাদিসম্বদ্ধাঃ ক্রমেণোপাদশ্যেতি যোজনা। এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বোপলভ্য যথাস্বং সমস্তৈঃ করণৈর্যশস্তেজ ইন্দ্রিয়সাকল্য-বীর্য্যান্নাদ্যাত্মমৃতং তদুপলভ্যাদিত্যে তৃপ্যন্তি। তেন খল্বমৃতেন দেবানাং বস্বাদীনাং মোদনং বিদধদাদিত্যো মধু। এতদুক্তং ভবতি। ন কেবল-মুপাস্যোপাসকভাব একস্মিন্ বিরুধ্যতেঽপি তু জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবশ্চ প্রাপ্য-প্রাপকভাবশ্চেতি। "তথাগ্নিঃ পাদ" ইতি। অধিদৈবতং খল্বাকাশে ব্রহ্ম-

---

পরিতৃপ্ত হয়।" এ অংশে অমৃতজীবী বসুগণের জ্ঞানে, উপাসনায় বসু-মহিমা প্রাপ্তির কথা আছে। [বস্বা...সম্ভবতি] বসু আবার কোন্ অমৃতোপজীবী বসুকে জানিবে? উপাসনা করিবে? এবং কোন্ বসুর মহিমা পাইবার প্রত্যাশা করিবে? এতদ্ভিন্ন আরও কথা আছে। যথা— "অগ্নিই তাহার পদ, বায়ুই তাহার পদ, বায়ুই সবর্ণ, আদিত্যই ব্রহ্ম।"

আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদো বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদিষু দেবতাত্মোপাসনেষু ন তেষামেব দেবতাত্মনামধিকারঃ সম্ভবতি। তথা, ইমামেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইত্যাদিষৃষিসম্বন্ধেষু উপাসনেষু ন তেষামেবর্ষীণামধিকারঃ সম্ভবতি। কুতশ্চন দেবাদীনামনধিকারঃ॥ ৩১॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥ *

যদিদং জ্যোতির্ম্মণ্ডলং দ্যুস্থানমহোরাত্রাভ্যাং বম্ভ্রমজ্জ-

দৃষ্টিবিধানার্থমুক্তম। আকাশস্য হি সর্ব্বগতত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চ ব্রহ্মণা সারূপ্যং তস্য চৈতস্যাকাশস্য ব্রহ্মণশ্চত্বারঃ পাদা অগ্ন্যাদয়োঽগ্নিঃ পাদ ইত্যাদিনা দর্শিতাঃ। যথা হি গোঃ পাদা ন গবা বিযুজ্যন্তে, এবমগ্ন্যাদযোঽপি নাকাশেন সর্ব্বগতেনেত্যাকাশস্য পাদাঃ। তদেবমাকাশস্য চতুষ্পদো ব্রহ্মদৃষ্টিং বিধায় স্বরূপেণ বায়ুং সম্বর্গগুণকমুপাস্যং বিধাতুং মহী করোতি—"বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ"। তথা স্বরূপেণৈবাদিত্যং ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যং বিধাতুং মহীকরোতি—"আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" উপদেশঃ। অতিরোহিতার্থমন্যৎ। যত্ত্যচেত নাবিশেষেণ সর্ব্বেষাং দেবর্ষীণাং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারঃ কিন্তু যথাসম্ভবমিতি তত্রেদমুপতিষ্ঠতে।—

এ সকল উপাসনা দেবতারূপের উপাসনা, সুতরাং এ সকল উপাসনা দেবতাপক্ষে অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন, ঋষি সম্বন্ধীয় উপাসনাও আছে। সে সকল উপাসনা "দক্ষিণ কর্ণই গৌতম, বাম কর্ণই ভারদ্বাজ," ইত্যাদি ক্রমে অভিহিত আছে। এ সকল উপাসনা ঋষি-পক্ষে অসম্ভব হয়।

দেবতা প্রভৃতির অনধিকার (বিদ্যায় বা উপাসনায়) পক্ষে অন্য হেতুও আছে।

(পূর্ব্বপক্ষ) যে সকল জ্যোতিঃ পিণ্ডাকার, যাহাদের স্থান দিব্ (অন্ত-

---

* আদিত্যাদিশব্দানাং জ্যোতিষি জ্যোতিঃপিণ্ডে ভাবাৎ সত্বাৎ জ্যোতিঃপিণ্ডবাচিত্বাদিত্যর্থঃ। ন কশ্চিৎ বিগ্রহবান চেতনো দেবোঽস্তি বিগ্রহাভাবাত্তেষাং ন কাপ্যধিকার ইতি সূত্রার্থঃ।—হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। আদিত্য, সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র, অঙ্গারক, এ সকল শব্দ বিশেষ বিশেষ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক। জ্যোতিঃপিণ্ড সকল জড়; জড়ের সর্ব্বত্রই অনধিকার।

গদবভাসয়তি তস্মিন্নাদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযু-জ্যন্তে লোকপ্রসিদ্ধের্ব্বাক্যশেষপ্রসিদ্ধেশ্চ। ন চ জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্য হৃদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনতয়াঽর্থিত্বাদিনা বা যোগোঽবগন্তুং শক্যতে, মৃদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ। এতেনাগ্ন্যাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ। স্যাদেতৎ, মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-পুরাণলোকেভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদয়মদোষ

লৌকিকৌ হ্যাদিত্যাদিশব্দপ্রয়োগপ্রত্যয়ৌ জ্যোতির্ম্মণ্ডলাদিষু দৃষ্টৌ। ন চৈতেষামস্তি চৈতন্যং ন হ্যেতেষু দেবদত্তাদিবত্তদনুরূপা দৃশ্যন্তে চেষ্টাঃ "স্যাদেতৎ মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্য" ইতি। তত্র জগৃভ্মাতে দক্ষিণমিন্দ্রহস্তমিতি চ, কাশিরিন্দ্র ইদিতি চ। কাশির্মুষ্টিঃ। তথা 'সুবিগ্রীবে বয়োদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে' ইতি বিগ্রহবত্তাং দেবতায়া মন্ত্রার্থবাদা অভিবদন্তি। তথা হবির্ভোজনং দেবতায়া দর্শয়ন্তি—'অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য' ইত্যাদয়ঃ। তথেশানাম্। 'ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্ব্বতানাম্। ইন্দ্রো বৃধাম্ ইন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্র' ইতি। তথা 'ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষ' ইতি। তথা বরিবসিতারং প্রতি দেবতায়াঃ প্রসাদং প্রসন্নায়াশ্চ ফলদানং দর্শয়তি 'আহুতিভিরেব দেবান্ হুতাদঃ প্রীণাতি তস্মৈ প্রীতা ইষমূর্জ্জং চ যচ্ছন্তি' ইতি। 'তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি' ইতি চ ধর্ম্মশাস্ত্রকারা অপ্যাহুঃ।—

রীক্ষ বা স্বর্গ), যাহারা দিবারাত্র ভ্রমণ করতঃ জগৎ প্রকাশ করিতেছে, তাহারাই আদিত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। লোকে তাহাদের প্রতিই দেববাচী আদিত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং শ্রুতি বাক্যের শেষভাগেও সেই সকল জ্যোতিঃপিণ্ডে আদিত্যাদিশব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সে সকল জ্যোতিঃপিণ্ডের হৃদয় নাই, অঙ্গ নাই, সুতরাং তাহারা অচেতন, জড়। জড়ের ইচ্ছা নাই, কামনা নাই, অনুষ্ঠান সামর্থ্যও নাই। তাহারা মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচেতন, ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অগ্নি-বায়ু-প্রভৃতিকেও এরূপ জানিবে। [স্যাদেতৎ···তুচ্যতে] যদি বল, মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস পুরাণ ও লোক এ সকলের দ্বারা দেবতার শরীর ও চৈতন্য থাকা জানা

ইতি চেৎ, নেত্যুচ্যতে, ন তাবল্লোকো নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং প্রমাণমস্তি, প্রত্যক্ষাদিভ্য এব হ্যবিচারিতবিশেষেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে। ন চাত্র প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তি। ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতি। অর্থবাদা

তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ। ইতি।

পুরাণবচাংসি চ ভূয়াংসি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রপঞ্চমাচক্ষতে। লৌকিকা অপি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকং স্মরন্তি চোপচরন্তি চ। তথাহি।—যমং দণ্ডহস্তমালিখন্তি, বরুণং পাশহস্তম্, ইন্দ্রং বজ্রহস্তম্। কথয়ন্তি চ দেবতা হবির্ভুঙ্‌ক্ত ইতি। তথেশনামিমামাহুঃ—দেবগ্রামো দেবক্ষেত্রমিতি। তথাস্যাঃ প্রসাদঞ্চ প্রসন্নায়াশ্চ ফলদানমাহুঃ—প্রসন্নোঽস্য পশুপতিঃ পুত্রোঽস্য জাতঃ। প্রসন্নোঽস্য ধনদো ধনমনেন লব্ধমিতি। তদেতৎ পূর্ব্বপক্ষী দূষয়তি—"নেত্যুচ্যতে। ন হি তাবল্লোকো নাম" ইতি। ন খলু প্রত্যক্ষাদিব্যতিরিক্তো লোকো নাম প্রমাণান্তরমস্তি, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিমূলা লোকপ্রসিদ্ধিঃ সত্যতামশ্নুতে তদভাবে ত্বন্ধপরম্পরাবৎ মূলাভাবাদ্বিপ্লবতে। ন চাত্রবিগ্রহাদৌ প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমমস্তি প্রমাণম্। ন চেতিহাসাদিমূলং ভবিতুমর্হতি, তস্যাপি পৌরুষেয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষণাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাত্রাভাবাৎ। ইত্যাহ—"ইতিহাসপুরাণমপী"তি। নন্বুক্তং মন্ত্রার্থবাদেভ্যো

যায়, শুনা যায়, আমরা বলি তাহা অলীক অর্থাৎ অপ্রমাণ। [ন···মধিকারস্য] লোক কি প্রমাণ? পৃথক্ প্রমাণ? তাহা নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ, তদুদ্ভূত অবিচারিত জ্ঞানকে লৌকিক বা লোকপ্রসিদ্ধি বলে। দেবতার শরীর অথবা চেতনা কোনও স্থলে কোনও লোকের প্রত্যক্ষ হয় নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে অনুমান প্রমাণও প্রসর প্রাপ্ত হয় না। ইতিহাস ও পুরাণ পৌরুষেয় (পুরুষ কৃত), তজ্জন্য তাহা অন্যপ্রমাণ সাপেক্ষ। যাহা প্রমাণমূলক নহে তাহাও অপ্রমাণ। (অমূলক ইতিহাসের ও অমূলক পুরাণের প্রামাণ্য নাই। দেবতা সকল চেতন, তাঁহাদের শরীর আছে, এ সকল কথা প্রত্যক্ষমূলক নহে, অনুমানমূলকও নহে, সুতরাং নির্ম্মূল, নির্ম্মূল বলিয়া অপ্রমাণ।) অর্থবাদ-বাক্য বিধিবোধিত পদার্থের স্তব করে, প্রশংসা করে, অন্য কিছু প্রতিপাদন করে না। অতএব,

অপি বিধিনৈকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থাঃ সন্তো ন পার্থগর্থ্যেন দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসদ্ভাবে কারণভাবং প্রতিপদ্যন্তে। মন্ত্রা অপি শ্রুত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোঽভিধানার্থা ন কস্যচিদর্থস্য প্রমাণমিত্যাচক্ষতে। তস্মাদভাবো দেবাদীনামধিকারস্য ॥ ৩২ ॥

বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রসিদ্ধিরিত্যত আহ।—"অর্থবাদা অপী"তি। বিধ্যুদ্দেশৈকবাক্যতামাপাদ্যমানা অর্থবাদা বিধিবিষয়প্রাশস্ত্যলক্ষণাপরা ন স্বার্থে প্রমাণং ভবিতুমর্হন্তি। যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি হি শাব্দন্যায়বিদঃ। প্রমাণান্তরেণ তু যত্র স্বার্থোঽপি সমর্থ্যতে যথা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বম্, তত্র প্রমাণান্তরবশাৎ সোঽভ্যুপেয়তে ন তু শব্দসামর্থ্যাৎ। যত্র তু ন প্রমাণান্তরমস্তি যথা বিগ্রহাদিপঞ্চকে সোঽর্থঃ শব্দাদেবাবগন্তব্যঃ। অতৎপরশ্চ শব্দো ন তদবগময়িতুমলমিতি তদবগমায়াঽস্য তত্রাপি তাৎপর্য্যমভ্যুপেতব্যম্। ন চৈকং বাক্যমুভয়পরং ভবতি। ভবতি চেৎ ইতি, বাক্যং ভিদ্যেত। ন চ সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো যুজ্যতে। তস্মাৎ প্রমাণান্তরানধিগতবিগ্রহাদিমত্তাঽন্যপরাচ্ছব্দাদবগন্তব্যেতি মনোরথমাত্রমিত্যর্থঃ। মন্ত্রাশ্চ ব্রীহ্যাদিবৎ শ্রুত্যাদিভিস্তত্র তত্র বিনিযুজ্যমানাঃ প্রমাণভাবাননুপ্রবেশিনঃ কথমুপযুজ্যন্তাং তেষু তেষু কর্ম্মস্বিত্যপেক্ষায়াং দৃষ্টে প্রকারে সম্ভবতি নাদৃষ্টকল্পনোচিতা। দৃষ্টশ্চ প্রকারঃ প্রয়োগসমবেতার্থস্মরণং স্মৃত্বা চানুতিষ্ঠন্ত্যনুষ্ঠাতারঃ পদার্থান্। ঔৎসর্গিকী চার্থপরতা পদানামিত্যপেক্ষিতপ্রয়োগসমবেতার্থস্মরণতাৎপর্য্যাণাং মন্ত্রাণাং নানধিগতে বিগ্রহাদাবপি তাৎপর্য্যং যুজ্যত ইতি ন তেভ্যোঽপি তৎসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্দেবতাবিগ্রহবত্তাদিভাবগ্রাহকপ্রমাণাভাবাৎ প্রাপ্তা ষষ্ঠপ্রমাণগোচরতা সেতিপ্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

অর্থবাদবাক্যে দেবতাদির শরীর বর্ণিত হইলেও তাহা তাহার অপ্রতিপাদ্য। অপ্রতিপাদ্য বলিয়া সে অংশের (দেবতার শরীর আছে, এই অংশের) প্রামাণ্য নাই। মন্ত্রও প্রয়োগসমবেত পদার্থের (অনুষ্ঠের বস্তুর) স্মারক মাত্র, প্রমিতির (বস্তুবিষয়ক অভ্রান্ত বোধের) জনক নহে। এই সকল কারণে দেবতা প্রভৃতির শরীর অসিদ্ধ। শরীর অসিদ্ধ বলিয়াই বিদ্যাধিকার অসিদ্ধ।

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥*

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যো ভাবমধিকারস্য দেবাদীনামপি মন্যতে। যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যাসু দেবতাদিব্যামিশ্রাস্বসম্ভবোঽধিকারস্য তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ভবোঽর্থিত্বসামর্থ্যাপ্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাদধিকারস্য। ন চ ক্বচিদসম্ভব ইত্যেতাবতা যত্র সম্ভবস্তত্রাপ্যধিকারোপোদ্যেত। মনুষ্যাণামপি ন সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষু রাজসূয়াদিষ্বধিকারঃ সম্ভবতি। তত্র যো ন্যায়ঃ সোঽত্রাপি ভবিষ্যতি। ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গং

"তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি" ইত্যাদি "ভূতধাতোরাদিত্যাদিষপ্যচেতনত্বমভ্যুপগমাত" ইত্যন্তমতিরোহিতার্থম্। "মন্ত্রার্থবাদাদিব্যবহারাদি"-

---

(সিদ্ধান্ত) আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, দেবতা প্রভৃতিরও বিদ্যাধিকার আছে। মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অধিকার অসম্ভব হইলেও ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয় না, প্রত্যুত সম্ভবই হয়। কারণ এই যে, কামনা প্রভৃতি যে-কিছু অধিকার-কারণ—সমস্তই দেবতাদি পক্ষে সম্ভব। [ন চ···ভবিষ্যতি] কোন এক স্থলে অসম্ভব দেখিয়া সর্ব্বত্রই অসম্ভব বলা অন্যায্য। যেখানে সম্ভবে—সেখানেও অধিকার নাই বলা নিতান্ত অযুক্ত। সকল কার্য্যে সকলের অধিকার থাকে না। রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নাই। ব্রাহ্মণের নাই বলিয়া কি ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকিবেক না? ক্ষত্রিয়ের রাজসূয়াধিকার পক্ষে যে যুক্তি—দেবতার বিদ্যাধিকারপক্ষেও সেই যুক্তি। [ব্রহ্ম... সংবাদাদি] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রস্তাবেও দেবতাপ্রভৃতির বিদ্যাধিকার-সূচক কথা

---

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং নিষেধতি। প্রোক্তঃ পূর্ব্বপক্ষো ন প্রসরতীতার্থঃ। ভাবং অধিকারস্যাস্তিত্বং দেবাদীনাং বাদরায়ণোমন্যতে। হি যতঃ অস্ত্যধিকার-কারণম্। বিগ্রহবত্তয়া ভোগানপার্থিত্ব সামর্থ্যাদিকমধিকার কারণং সম্ভবতীতি যাবৎ।—আদিত্যাদি শব্দ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক, তৎকারণে বিগ্রহবান্ ও চেতন আদিত্যাদি দেবতা নাই, এ পূর্ব্বপক্ষ হইতেই পারে না। বাদরায়ণ মুনি বলিয়াছেন, বিগ্রহবান্ চেতন দেবতাতেও আদিত্যাদিশব্দের প্রসিদ্ধ বাচকতা আছে সুতরাং তাঁহাদের অস্তিত্ব প্রভৃতিও আছে।

শ্রৌতং দেবাদ্যধিকারস্য সূচকং,—তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণামিতি। তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতি। ইন্দ্রো হ বৈ দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণামিত্যাদি চ। স্মার্ত্তমপি চ গন্ধর্ব্বযাজ্ঞবল্ক্যসম্বাদাদি। যদপ্যুক্তং জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি, অত্র ব্রুমঃ, জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবন্তমৈশ্বর্য্যাদ্যুপেতং তং তং দেবাত্মানং সমর্পয়ন্তি মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ। অস্তি হ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্দেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাত্মভিশ্চাবস্থাতুং যথেষ্টঞ্চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যম্। তথা হি শ্রূয়তে সুব্রহ্মণ্যার্থবাদে মেধাতিথের্ম্মেষেতি। মেধাতিথিং হ কাণ্বা-

তি। আদিগ্রহণেনেতিহাসপুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে। মন্ত্রাদীনাং ব্যবহারঃ প্রবৃত্তিস্তস্য দর্শনাদিতি। পূর্ব্বপক্ষমনুভাষতে—"যদপ্যুক্ত"মিতি। একদেশিমতেন তাবৎ পরিহরতি—"অত্র ব্রুম" ইতি। তদেতৎপূর্ব্বপক্ষিণমুত্থাপ্য

আছে। যথা—"দেবগণের মধ্যে যে দেব ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হন, সে দেব ব্রহ্মই হন। ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও ঐরূপ।" "দেবতারা বলিলেন, আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব—যাঁহার অন্বেষণ করিলে সকল লোক ও সকল কামনা পাওয়া যায়।" "দেবতাদের ইন্দ্র ও অসুরদিগের বিরোচন প্রব্রজ্যা (ব্রহ্মজ্ঞানার্থ সন্ন্যাস) করিয়াছিলেন।" এতদ্ভিন্ন, স্মৃত্যুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য গন্ধর্ব্ব সংবাদ প্রভৃতিও দেবতার জ্ঞানাধিকারের সূচক (অনুমাপক)। [যদ...সামর্থ্যম্] বলিয়াছিলে, দেবতাবাচক আদিত্যাদিশব্দ জ্যোতিঃপিণ্ডেই প্রযুক্ত হয়, সে কথার প্রতিবাদ বলিতেছি। আদিত্যাদি-শব্দ ঐশ্বর্য্যবান্ চেতন-দেবতা বুঝাইতেও সমর্থ। মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও সেইরূপ ব্যবহার আছে। দেবগণ ঐশ্বর্য্যবলে জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান করিতেও ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে সমর্থ বা পারগ। [তথাহি... দিত্যুক্তম্] এ কথা শ্রুতিতেও আছে।—"ইন্দ্র মেষ হইয়া কাণ্বায়ন

য়নং ইন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহারেতি। স্মর্য্যতে চ, আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগামেতি। মৃদাদিষ্বপি চেতনাধিষ্ঠাতারোঽভ্যুপগম্যন্তে—মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিত্যাদিদর্শনাৎ। জ্যোতিরাদেস্তু ভূতধাতোরাদিত্যাদিষ্বপ্যচেতনত্বমভ্যুপগম্যতে। চেতনাস্ত্বধিষ্ঠাতারো দেবতাত্মানো মন্ত্রার্থবাদাদিষু ব্যবহারাদিত্যুক্তম্। যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থত্বান্ন দেবতাবিগ্রহাদিপ্রকাশনসামর্থ্যমিতি, অত্র ব্রুমঃ। প্রত্যয়া-

---

গোত্রীয় মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন।” মহাভারতেও লিখিত আছে, “সূর্য্য পুরুষরূপে কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন।” শাস্ত্রে মৃত্তিকা প্রভৃতি জড়ে চেতনের অধিষ্ঠান থাকা স্বীকার আছে। যথা—“সেই মৃত্তিকা বলিল, সেই জল বলিল ইত্যাদি।” এ সকল কথা চেতনাধিষ্ঠানের অনুমাপক। জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্যাংশ ভৌতিক ও অচেতন হইলেও তাহাতে চেতন দেবতার অধিষ্ঠান আছে। (যেমন এই ভৌতিক দেহে চেতন আত্মার অধিষ্ঠান, সেইরূপ, ভৌতিক জ্যোতিঃপিণ্ডেও চেতন দেবতার অধিষ্ঠান। দৃশ্য জ্যোতিঃপিণ্ডটী সূর্য্যদেবতার শরীর, উহাতে চেতন সূর্য্যদেবতা এতদ্দেহে আত্মার ন্যায় অধিষ্ঠিত আছেন।) মন্ত্রে ও অর্থবাদ, শাস্ত্রে সেই সেই দেবতার ব্যবহার হয়, জড়াংশের ব্যবহার হয় না। [যদপ্যুক্তং···পদ্যতে] বলিয়াছিলে, মন্ত্র কেবল অনুষ্ঠেয়-পদার্থের স্মরণ করায়, আর অর্থবাদ কেবল বৈধবিষয়ের স্তুতি (প্রশংসা) করে; স্মরণ করান ও প্রাশস্ত্য বুঝান, এই দুই অর্থ ব্যতীত ইন্দ্র বজ্রধর, এ সকল অবান্তর অর্থ বুঝান মন্ত্রের ও অর্থবাদের তাৎপর্য্য নহে; অর্থাৎ ঐ তাৎপর্য্যে ঐ অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয় নাই; যাহা যাহার তাৎপর্য্য নহে, তাহা তাহার অর্থও নহে। অর্থবাদ বিধিপ্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত, তজ্জন্য তাহা প্রশংসা মাত্র বুঝায়। অর্থাৎ বৈধ বিষয়ের প্রাশস্ত্য জ্ঞান জন্মায়, অন্য জ্ঞান জন্মায় না। (অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাদ ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, এরূপ কোন বিগ্রহবান্ দেবতা বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইবে না, জন্মাইলে তাহা ভ্রম হইবে।) এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি এইরূপ।—বুঝা না বুঝা অর্থাৎ জ্ঞান হওয়া না হওয়া বস্তু থাকা না থাকার অধীন, অন্য কিছুর অধীন নহে। বস্তু থাকিলে জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, ইহাই নিয়ম। এক উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইলে

প্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং নান্যার্থত্বমনন্যার্থত্বং বা। তথা হ্যন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি অস্তীত্যেবং প্রতিপদ্যতে। অত্রাহ, বিষম উপন্যাসঃ। তত্র হি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তমস্তি যেন তদস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে। অত্র পুনর্ব্বিধ্যুদ্দেশৈকবাক্যভাবেন স্তুত্যর্থেঽর্থবাদে ন পার্থগর্থ্যেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃত্তিঃ শক্যাধ্যবসায়য়িতুম্। ন হি মহাবাক্যে প্রত্যায়কেঽবান্তরবাক্যস্য পৃথক্

দূষয়তি—"অত্রাহ", পূর্ব্বপক্ষী। শাব্দী খল্বিয়ং গতিঃ, যত্তাৎপর্য্যাধীনবৃত্তিত্বং নাম। ন হন্যপরঃ শব্দোঽন্যত্র প্রমাণং ভবিতুমর্হতি। ন হি শ্বিত্রিনির্ণেজনপরং শ্বেতো ধাবতীতি বাক্যং ইতঃ সারমেয়বেগবদ্গমনং গময়িতুমর্হতি। ন চ নঞ্বতি মহাবাক্যে ঽবান্তরবাক্যার্থো বিধিরূপঃ শক্যো ঽবগন্তুম্। ন চ প্রত্যয়মাত্রাৎ সোঽপ্যর্থোঽস্য ভবতি তৎপ্রত্যয়স্য ভ্রান্তিত্বাৎ। ন পুনঃ প্রত্যক্ষাদীনামিয়ং গতিঃ। ন হ্যুদকাহরণার্থিনা ঘটদর্শনায়োন্মীলিতং চক্ষু-

---

অন্য কিছু হইবে না, বুঝিবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। পাটলীপুত্র-নগর দেখিবার উদ্দেশে প্রস্থিত পুরুষ কি পথিমধ্যে তৃণাদি দেখে না? না তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে না? মন্ত্র ও অর্থবাদ ঐরূপ জানিবে। মন্ত্র ও অর্থবাদ অনুষ্ঠেয় পদার্থ স্মরণ করাইতে ও বেধ-বিষয়ের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তন্মধ্যস্থ অবান্তর বাক্য সকল অবশ্যই বিগ্রহবান্ দেবতা বুঝাইবে, তদ্বিষয়ক সত্য জ্ঞানও জন্মাইবে। [অত্রাহ…রপীতি] এই স্থানে কেহ কেহ বলিবেন, দৃষ্টান্তটী অসম হইল, সমদৃষ্টান্ত হইল না। পাটলীপুত্র-প্রস্থিত পথিকের তৃণাদি জ্ঞান পৃথক্ প্রমাণ সমুদ্ভূত। পথে তৃণাদি থাকে, তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ হয়, তাই তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে। সে জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণজনিত—তৎকারণে তাহা সত্য। অতএব, পথি-দৃষ্ট তৃণের দৃষ্টান্ত অর্থবাদপক্ষে খাটে না। অর্থবাদ বাক্যের মধ্যে যতই পদ থাকুক, যতই বাক্য থাকুক, সমস্তই বিধির সহিত মিলিত হইয়া, এক বাক্য বা এক কথা হইয়া, একই অর্থ বোধ করায়। তৎকারণে তাহার পৃথগর্থ থাকে না। পৃথগর্থ না থাকাতেই তাহা বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞানের (ইন্দ্র বজ্র হস্ত, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানের) জনক নহে। যেমন সুরা, পান, করিবেক, না,—এই চারি কথা পৃথক চারিটী অর্থ বলে না, কিন্তু মিলিয়া,

প্রত্যায়কত্বমস্তি। যথা ন সুরাং পিবেদিতি নঞ্‌বতি বাক্যে পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানপ্রতিষেধ এবৈকোঽর্থো গম্যতে ন পুনঃ সুরাং পিবেদিতি পদদ্বয়সম্বন্ধাৎ সুরাপানবিধিরপীতি। অত্রোচ্যতে। ন বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং যৎ সুরাপানপ্রতিষেধে পদান্বয়স্যৈকত্বাদবান্তরবাক্যার্থস্যাগ্রহণম্। বিধ্যু-

---

র্ঘটপটৌ বা পটং বা কেবলং নোপলভতে। তদেবমেকদেশিনি পূর্ব্বপক্ষিণা দূষিতে পরমসিদ্ধান্তবাদ্যাহ—"অত্রোচ্যতে। বিষম উপন্যাস" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ'—লোকে বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নায় পদানি প্রযুক্তানি তদন্তরেণ ন স্বার্থমাত্রস্মরণে পর্য্যবস্যন্তি। ন হি স্বার্থস্মরণমাত্রায় লোকে পদানাং প্রয়োগো দৃষ্টপূর্ব্বঃ। বাক্যার্থে তু দৃশ্যতে। ন চৈতান্যস্মারিতস্বার্থানি সাক্ষাদ্বাক্যার্থং প্রত্যায়য়িতুমীশত ইতি স্বার্থস্মারণং বাক্যার্থমিতয়েঽবান্তরব্যাপারঃ কল্পিতঃ পদানাম্। ন চ যদর্থং যৎ তৎ তেন বিনা পর্য্যবস্যতীতি ন স্বার্থমাত্রাভিধানেন পর্য্যবসানং পদানাম্। ন চ নঞ্‌বতি বাক্যে বিধান পর্য্যবসানম্। তথা সতি নঞ্‌পদমনর্থকং স্যাৎ। যথাহুঃ,—

> সাক্ষাদ্‌যদ্যপি কুর্ব্বন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্।
> বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে॥
> বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্।
> পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্॥ ইতি॥

সেয়মেকস্মিন্ বাক্যে গতিঃ। যত্র তু বাক্যস্যৈকস্য বাক্যান্তরেণ সম্বন্ধস্তত্র লোকানুসারতো ভূতার্থব্যুৎপত্তৌ চ সিদ্ধায়ামেকৈকস্য বাক্যস্য তত্ত-

---

এক হইয়া, সুরাপাননিষেধ রূপ একই অর্থের বোধ জন্মায়। অর্থবাদ বাক্যকে সেইরূপ জানিবে। অর্থবাদ-মধ্যে যতই অবান্তর বাক্য থাকুক, একটীরও পৃথগর্থ নাই। সমস্ত বাক্যই বিধির সহিত মিলিত হইয়া, এক কথা বা একবাক্য হইয়া, প্রাশস্ত্যরূপ একই অর্থের বোধ জন্মায়; মধ্যগত বৃত্তান্ত জ্ঞানবহির্ভূত হইয়া যায়। সুতরাং অর্থবাদ সকল বৃত্তান্তমধ্যপাতী দেবতাবিগ্রহাদি বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ প্রমাণ নহে। [অত্রোচ্যতে…পদ্যন্তে] এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসম-দোষ-দুষ্ট নহে; প্রত্যুত বাদীর 'সুরাপান করিবেক না' এই উদাহরণ অসম। সুরা পান করিবেক না, এ স্থলে অবান্তর বাক্যের

দ্দেশার্থবাদয়োস্তুর্থবাদস্থানি পদানি পৃথগন্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপদ্যাঽনন্তরং কৈমর্থক্যবশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপদ্যন্তে। যথা হি বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম ইত্যত্র বিধ্যুদ্দেশবর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ, নৈবং বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ-

বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নেন পর্য্যবসিতবৃত্তিনঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদ্ধেতোঃ প্রয়োজনান্তরাপেক্ষায়ামন্বয়ঃ কল্প্যতে। যথা 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' ইত্যত্র। ইহ হি যদি ন স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধিঃ স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যং বেদরাশিং পুরুষার্থতামনেষ্যত্ততো ভূতার্থমাত্রপর্য্যবসিতার্থবাদা বিধ্যুদ্দেশেন নৈকবাক্যতামগমিষ্যন্। তৎ স্বাধ্যায়বিধিবশাৎ কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্তান্তাদিগোচরাঃ সন্তস্তৎপ্রত্যায়নদ্বারেণ বিধেয়প্রাশস্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন পুনরবিবক্ষিতস্বার্থা এব তল্লক্ষণে প্রভবন্তি তথা সতি তল্লক্ষণৈব ন ভবেৎ। অভিধেয়াবিনাভাবস্য তদ্বীজস্যাভাবাৎ। অতএব গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাশব্দঃ স্বার্থসম্বন্ধমেব তীরং লক্ষয়তি ন তু সমুদ্রতীরম্। তৎ কস্য হেতোঃ, স্বার্থপ্রত্যাসত্ত্যভাবাৎ। ন চৈতৎ সর্ব্বং স্বার্থাবিবক্ষায়াং কল্পতে। অত এব যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থা অর্থবাদা দৃশ্যন্তে, যথাদিত্যো বৈ যূপো, যজমানঃ প্রস্তরঃ, ইত্যেবমাদয়ঃ, তত্র যথা প্রমাণান্তরাবিরোধো যথাচ স্তুত্যর্থতা তদুভয়সিদ্ধ্যর্থং গুণবাদাস্তুতি চ তৎসিদ্ধিরিতি চাসূত্রয়জ্জৈমিনিঃ।

(পদের) পৃথগর্থ না থাকাই উচিত। কারণ, ঐ স্থানে পদান্বয় (পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ) এক বৈ দুই হয় না। হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অর্থবাদ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থবাদ কি? অর্থবাদ বৃত্তান্তবোধক বহু-বাক্য-নির্ম্মিত সন্দর্ভ। অর্থবাদ প্রথমতঃ বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, পরে কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত (ইহা বা এ বর্ণনা কি জন্য? এরূপ আকাঙ্ক্ষা বশতঃ) বিধিতে মিলিত হয় অর্থাৎ বিধির সহিত এক কথা বা এক বাক্য হইয়া যায়। তখন তাহার স্তুতি অর্থ অনুভূত হয়, তৎপূর্ব্বে স্তুতি-অর্থ অনুভূত হয় না। [যথা···ব্যাখ্যাতঃ] "যে ঐশ্বর্য্যকামী সে শ্বেতবর্ণ বায়ব্য-পশু আলম্ভন (স্পর্শ অথবা বধ) করিবেক।" এই বিধির অর্থবাদ— "বায়ু ক্ষিপ্রকারী দেবতা, যজমান স্বীয় ভাগে উহাকে সন্নিহিত হয়, তিনিও

ধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি ইত্যেষামর্থবাদগতানাং পদানাম্। ন হি ভবতি বায়ুর্ব্বা আলভেত ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেতেত্যাদি। বায়ুস্বভাবসঙ্কীর্ত্তনেন স্তবান্তরমন্বয়ং প্রতি-

তস্মাৎ যত্র সোঽর্থোঽর্থবাদানাং প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন প্রাশস্ত্য-লক্ষণেতি লক্ষিতলক্ষণা। যত্র তু প্রমাণান্তরসম্বাদস্তত্র প্রমাণান্তরাদি-বার্থবাদাদপি সোঽর্থঃ প্রসিধ্যতি। দ্বয়োঃ পরস্পরানপেক্ষয়োঃ প্রত্য-ক্ষানুমানয়োরিবৈকত্রার্থে প্রবৃত্তিঃ। প্রমাত্রপেক্ষয়া ত্বনুবাদকত্বম্। প্রমাতা হ্যব্যুৎপন্নঃ প্রথমং যথা প্রত্যক্ষাদিভ্যোঽর্থমবগচ্ছতি ন তথাম্নায়তঃ। তত্র ব্যুৎপত্ত্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ। ন তু প্রমাণাপেক্ষয়া দ্বয়োঃ স্বার্থেঽনপেক্ষত্বাদি-ত্যুক্তম্। নন্বেবং মানান্তরবিরোধেঽপি কস্মাদ্ গুণবাদো ভবতি যাবতা শব্দবিরোধে মানান্তরমেব কস্মান্ন বাধ্যতে। বেদান্তৈস্তরিবাদ্বৈতবিষয়ৈঃ প্রত্যক্ষাদয়ঃ প্রপঞ্চগোচরাঃ কস্মাদ্বাঽর্থবাদবদ্বেদান্তা অপি গুণবাদেন ন নীয়ন্তে। অত্রোচ্যতে। লোকানুসারতো দ্বিবিধো হি বিষয়ঃ শব্দানাম্। দ্বারতশ্চ তাৎপর্য্যতশ্চ। যথৈকস্মিন্ বাক্যে পদানাং পদার্থা দ্বারতো বাক্যার্থশ্চ তাৎপর্য্যতো বিষয়ঃ, এবং বাক্যদ্বয়ৈকবাক্যতায়ামপি। যথেয়ং দেবদত্তীয়া গৌঃ ক্রেতব্যেত্যেকং বাক্যমেষা বহুক্ষীরেত্যপরম্। তদস্য বহুক্ষীরত্বপ্রতিপাদনং দ্বারম্। তাৎপর্য্যন্তু ক্রেতব্যেতি বাক্যান্তরার্থে। তত্র যদ্দ্বারতস্তৎ প্রমাণান্তরবিরোধেঽন্যথা নীয়তে। যথা বিষং ভক্ষয়েতি বাক্যং মাঽস্য গৃহে ভুঙ্ক্থেতি বাক্যান্তরার্থপরং সৎ। যত্র তু তাৎপর্য্যং তত্র মানা-ন্তরবিরোধে পৌরুষেয়মপ্রমাণমেব ভবতি। বেদান্তাস্তু পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যা-লোচনয়া নিরস্তসমস্তভেদপ্রপঞ্চব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা অপৌরুষেয়তয়া স্বতঃ-সিদ্ধতাত্ত্বিকপ্রমাণভাবাঃ সন্তস্তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীন প্রচ্যাব্য সাংব্যবহারিকে তস্মিন্ ব্যবস্থাপয়ন্তি। ন চাদিত্যো বৈ যূপ ইতি বাক্য-মাদিত্যস্য যূপত্বপ্রতিপাদনপরমপি তু যূপস্তুতিপরম্। তস্মাৎ প্রমাণান্তর-বিরোধে দ্বারীভূতো বিষয়ো গুণবাদেন নীয়তে যত্র তু প্রমাণান্তরং বিরো-ধকং নাস্তি, যথা দেবতাবিগ্রহাদৌ, তত্র দ্বারতোঽপি বিষয়ঃ প্রতীয়মানো ন শক্যস্ত্যক্তুং, ন চ গুণবাদেন নেতুং, কো হি মুখ্যে সম্ভবতি গৌণমাশ্রয়ে-

যজমানের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি করান।” প্রোক্ত বিধিবাক্যে যে বায়ব্যাদি-শব্দ আছে, তাহা বিধির জন্য প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত), তৎকারণে তাহা যে-ভাবে বা যেরূপে বিধির সহিত মিলিত হয়, অন্বিত হয়, অর্থবাদ বাক্যস্থ বায়ু প্রভৃতি

পদ্য এবম্বিশিষ্টদৈবত্যমিদং কর্ম্মেতি বিধিং স্তুবন্তি।
তদ্‌যত্র যোঽবান্তরবাক্যার্থঃ প্রমাণান্তরগোচরো ভবতি, তত্র
তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ত্ততে। যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র
গুণবাদেন। যত্র তু তদুভয়ং নাস্তি তত্র কিং প্রমাণান্তরা-

দতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাসত্যনধিগতবিগ্রহাদি প্রতিপাদয়ৎ বাক্যং ভিদ্যেতেতি
চেৎ। অদ্ধা। ভিন্নমেবৈতদ্বাক্যম্। তথা সতি তাৎপর্য্যভেদোঽপীতি চেৎ।
ন। দ্বারতোঽপি তদবগতৌ তাৎপর্য্যান্তরকল্পনায়া অযোগাৎ। ন চ যত্র
যস্য ন তাৎপর্য্যং তস্য তত্রাপ্রামাণ্যং, তথা সতি বিশিষ্টপরং বাক্যং বিশে-
ষণেষপ্রমাণমিতি বিশিষ্টপরমপি ন স্যাৎ, বিশেষণাবিষয়ত্বাৎ, বিশিষ্টবিষয়-
ত্বেন তু তদাক্ষেপে পরস্পরাশ্রয়ত্বম্। আক্ষেপাদ্বিশেষণপ্রতিপত্তৌ সত্যাং
বিশিষ্টবিষয়ত্বং বিশিষ্টবিষয়ত্বাচ্চ তদাক্ষেপঃ। তস্মাদ্বিশিষ্টপ্রত্যয়পরেভ্যো-
ঽপি পদেভ্যো বিশেষণানি প্রতীয়মানানি তস্যৈব বাক্যস্য বিষয়ত্বেনাঽনি-
চ্ছতাপ্যভ্যুপেয়ানি যথা তথাঽন্যপরেভ্যোঽপ্যর্থবাদবাক্যেভ্যো দেবতাবিগ্রহা-
দয়ঃ প্রতীয়মানা অসতি প্রমাণান্তরবিরোধে ন যুক্তাস্ত্যক্তুম্। ন হি মুখ্যার্থ-
সম্ভবে গুণবাদো যুজ্যতে। ন চ ভূতার্থমপ্যপৌরুষেয়ং বচো মানান্তরাপেক্ষং
স্বার্থে যেন মানান্তরাসম্ভবে ভবেদপ্রমাণমিত্যুক্তম্। স্যাদেতৎ। তাৎ-
পর্য্যৈক্যেঽপি যদি বাক্যভেদঃ কথং তর্হ্যর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম্। ন। তত্র
তত্র যথাস্বং তত্তৎপদার্থবিশিষ্টৈকপদার্থপ্রতীতিপর্য্যবসানসম্ভবাৎ। স তু
পদার্থান্তরবিশিষ্টঃ পদার্থ একঃ ক্বচিদ্দ্বারভূতঃ ক্বচিদ্দ্বারীত্যেতাবান্ বিশেষঃ।
নন্বেবং সত্যোদনং ভুক্ত্বা গ্রামং গচ্ছতীত্যত্রাপি বাক্যভেদপ্রসঙ্গঃ। অন্যো
হি সংসর্গ ওদনং ভুঙ্ক্তেতি, অন্যস্তু গ্রামং গচ্ছতীতি। ন। একত্র প্রতীতে-

---

শব্দ সে-ভাবে বা সে-রূপে অন্বিত বা মিলিত হয় না। অর্থাৎ বায়ু আলভন
করিবেক, ক্ষিপ্রতম দেবতা আলভন করিবেক, এরূপ অর্থ বা অন্বয় হয় না।
ঐ সকল অবান্তর বাক্য প্রথমে বায়ুর স্বভাব ব্যক্ত করে, বুঝাইয়া দেয়,
পরে বিধির সহিত মিলিয়া,এক হইয়া, বৈধবিষয়ের প্রাশস্ত্য বোধ জন্মায়।
যে স্থলে অর্থবাদস্থ অবান্তর বাক্যের অর্থ অন্যপ্রমাণের বিষয় হয়, বুঝিতে
হইবে, সে স্থলে তাহা (সে অর্থবাদ) অনুবাদ উদ্দেশে প্রবৃত্ত। (জ্ঞাত-
জ্ঞাপনের নাম অনুবাদ)। যে স্থলে দেখিবে, অবান্তর বাক্যের অর্থ প্রমাণ-
বিরুদ্ধ, বুঝিতে হইবে, সে অর্থবাদ কেবল গুণ বলিতেই প্রবৃত্ত। এই
গুণবাদ-অর্থবাদে যে বৃত্তান্ত থাকে, সে বৃত্তান্ত প্রতিপাদ্য নহে, সেই

ভাবাদ্‌গুণবাদঃ স্যাদাহোস্বিৎ প্রমাণান্তরাবিরোধাদ্বিদ্যমানবাদ ইতি প্রতীতিশরণৈর্ব্বিদ্যমানবাদ আশ্রয়ণীয়ো ন গুণবাদঃ। এতেন মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। অপি চ, বিধিভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোদয়দ্ভিরপেক্ষিতমিন্দ্রাদীনাং স্বরূপম্। ন হি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়শ্চেতস্যারোপ-

রপর্য্যবসানাৎ। ভুক্তেতি হি সমানকর্ত্তৃকতা পূর্ব্বকালতা চ প্রতীয়তে। ন চেয়ং প্রতীতিরপরকালক্রিয়ান্তরপ্রত্যয়মন্তরেণ পর্য্যবস্যাত। তস্মাৎ যাবতি পদসমূহে পদাহিতাঃ পদার্থস্মৃতয়ঃ পর্য্যবস্যন্তি তাবদেকং বাক্যম্। অর্থবাদবাক্যে চৈতাঃ পর্য্যবস্যন্তি বিনৈব বিধিবাক্যং বিশিষ্টার্থপ্রতীতেঃ। ন চ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পদাভ্যাং বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়পর্য্যবসানাৎ পঞ্চষট্‌পদবতি বাক্যে একস্মিন্নানাত্বপ্রসঙ্গঃ। নানাত্বেঽপি বিশেষণানাং বিশেষ্যস্যৈকত্বাৎ, তস্য চ সকৃচ্ছ্রুতস্য প্রধানভূতস্য গুণভূতবিশেষণানুরোধেনাবর্ত্তনাযোগাৎ। প্রধানভেদে তু বাক্যভেদ এব। তস্মাদ্বিধিবাক্যাদর্থবাদবাক্যমন্যদিতি বাক্যয়োরেব স্বস্ববাক্যার্থপ্রত্যয়াবসিতব্যাপারয়োঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদপেক্ষায়াং পরস্পরান্বয় ইতি সিদ্ধম্। "অপি চ বিধিভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানী"তি। দেবতা-

জন্য তাহা অসত্য বা অপ্রমাণ। সে স্থলে সেই বিরুদ্ধ পদার্থের অবিরুদ্ধ গুণগুলিই গ্রাহ্য, আর সকল অগ্রাহ্য। যাহার অবান্তর বাক্যার্থ প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অন্যপ্রমাণের গোচরও নহে, সে অর্থবাদ অনুবাদ ও গুণবাদ এ দুএর অতিরিক্ত হওয়ায় বিদ্যমানবিষয়ক বলিয়া গণ্য। ইহারই অন্য নাম ভূতার্থবাদ। ভূত অর্থাৎ সিদ্ধ (যাহা আছে)। তাহা বুঝায় বলিয়াই ভূতার্থবাদ। (ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, ইত্যাদি ইত্যাদি অবান্তর বাক্যে যে বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতাবিশেষ প্রতীত হয়, সে প্রতীতি বা সে জ্ঞান প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অন্যপ্রমাণের গোচরও নহে, সুতরাং তৎপ্রতিপাদক অর্থবাদ ভূতার্থবাদ। অর্থাৎ তাহা তদ্রূপ দেবতাবিশেষের অস্তিত্বপ্রতিপাদনে সমর্থ।) ইহাই অর্থবাদের ব্যাখ্যা, ইহার দ্বারা মন্ত্রও ব্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ মন্ত্রবিষয়েও ঐরূপ তাৎপর্য্য বা ব্যাখ্যা জানিবে। [অপিচ···শক্যতে] অন্য কথা এই যে, বিধি যে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে বলেন, অবশ্যই তাহা সেই সেই দেবতার স্বরূপ সাপেক্ষ। কোনরূপ রূপ না থাকিলে কিরূপে তদুদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ হইতে পারে?

য়িতুং শক্যন্তে। ন চ চেতস্যনারূঢ়ায়ৈ তস্যৈ তস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে। শ্রাবয়তি চ, যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাত্তাং ধ্যায়েদ্বষট্করিষ্যন্নিতি। ন চ শব্দমাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ। তত্র যাদৃশং

মুদ্দিশ্য হবিরবমৃশ্য চ তদ্বিষয়স্বত্বত্যাগ ইতি যাগশরীরম্। ন চ চেতস্যহনালিখিতা দেবতোদ্দেষ্টুং শক্যা। ন চ স্বরূপরহিতা চেতসি শক্যত আলেখিতুং ইতি যাগবিধিনৈব তদ্রূপাপেক্ষিণা যাদৃশমন্যপরেভ্যোঽপি মন্ত্রার্থবাদেভ্যস্তদ্রূপমবগতং তদভ্যুপেয়তে। রূপান্তরকল্পনায়াং মানাভাবাৎ। মন্ত্রার্থবাদয়োরত্যন্তপরোক্ষবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ। যথা হি 'ব্রাত্যো ব্রাত্যস্তোমেন যজেত' ইতি ব্রাত্যস্বরূপাপেক্ষায়াং যস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবেৎ স ব্রাত্য ইতি সিদ্ধবদ্ব্রাত্যস্বরূপমবগতং ব্রাত্যস্তোমবিধ্যপেক্ষিতং সদ্বিধিপ্রমাণকং ভবতি। যথা বা স্বর্গস্য রূপমলৌকিকং স্বর্গকামো যজেতেতি বিধিনাপেক্ষিতং সদর্থবাদতোঽবগম্যমানং বিধিপ্রমাণকম্। তথা দেবতারূপমপি। নন্দ্দেশো রূপজ্ঞানমপেক্ষতে ন পুনারূপসত্তামপি, দেবতায়াঃ সমারোপেণাপি চ রূপজ্ঞানমুপপদ্যত ইতি সমারোপিতমেব রূপং দেবতায়া মন্ত্রার্থবাদৈরুচ্যতে। সত্যং রূপজ্ঞানমপেক্ষতে। তচ্চান্যতোঽসম্ভবান্মন্ত্রার্থবাদেভ্য এব তস্য তু রূপস্যাঽসতি বাধকেঽনুভবারূঢ়ং তথাভাবং পরিত্যজ্যাঽন্যথাত্বমননুভূয়মানমসাম্প্রতং কল্পয়িতুম্। তস্মাদ্বিধ্যপেক্ষিতমন্ত্রার্থবাদৈরন্যপরৈরপি দেবতারূপং বুদ্ধাবুপনিধীয়মানং বিধিপ্রমাণকমেবেতি যুক্তম্। স্যাদেতৎ। বিধ্যপেক্ষায়ামন্যপরাদপি বাক্যাদবগতোঽর্থঃ স্বীক্রিয়তে, তদপেক্ষৈব তু নাস্তি, শব্দরূপস্য দেবতাভাবাৎ, তস্য চ মানান্তরবেদ্যত্বাদিত্যত আহ।—"ন চ শব্দমাত্র"মিতি। ন কেবলং মন্ত্রার্থবাদতো বিগ্রহাদিসিদ্ধিরপি

যাহার কোন রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই, কিরূপে তাহাকে ধ্যান করিবেক? চিন্তা করিবেক? দেবতা যদি চিত্তে আরূঢ় না হয় তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ সম্ভবও হয় না, উদ্দেশ সম্ভব না হইলে দ্রব্যত্যাগ সম্ভবও হয় না। (উদ্দেশ কি?—না চিন্তা করা, মনে করা)। [শ্রাবয়তি...যুক্তম্] শ্রুতিও বলিয়াছেন, যখন যে-দেবতার উদ্দেশে আহুতি গ্রহণ করিবে তখন সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে, চিন্তা করিবে, পরে "বষট্" মন্ত্র উচ্চারণ করিবেক" (দেবতার রূপ না থাকিলে, মূর্ত্তি না থাকিলে, কিরূপে ধ্যান করিবে?

মন্ত্রার্থবাদয়োরিন্দ্রাদীনাং স্বরূপমবগতং ন তত্তাদৃশং শব্দ-প্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তম্। ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যা-তেন মার্গেণ সম্ভবনমন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্র-হাদি প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হ্যস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসা-দয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে। যস্তু ক্রয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যব-হর্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিব চ নান্যদাপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তীতি ব্রূয়াৎ। ততশ্চ রাজসূয়াদিচোদনা উপরুন্ধ্যাৎ। ইদানীমিব চ কালান্তরে-ঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত ততশ্চ ব্যবস্থা-

---

ত্মিতিহাসপুরাণলোকস্মরণেভ্যো মন্ত্রার্থবাদমূলেভ্যো বা প্রত্যক্ষাদিমূলেভ্যো বৈত্যাহ।—"ইতিহাসে"তি। "স্নিব্যতে"। যুজ্যতে। নিগদব্যাখ্যানমন্যৎ।

চিন্তা করিবে ?) "ইন্দ্র" এই শব্দটাই অর্থ, এ কথা অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ এক নহে, ভিন্ন, ইহা সর্ব্ববিদিত ও সকলেরই স্বীকার্য্য। যাহারা শব্দকে প্রমাণ বলেন, তাহারা উহা কিছুতেই না বলিতে পারিবেন না। [ইতিহাস...স্মর্য্যতে] ইতিহাসের ও পুরাণের মূল মন্ত্র ও অর্থবাদ, সেই কারণে ইতিহাসাদির দ্বারাও দেবতাবিগ্রহাদি প্রমাণিত হইতে পারে। দেবতার শরীর আছে, মূর্ত্তি আছে, এ সকল তথ্যকে প্রত্যক্ষমূলকও বলিতে পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ না হউক, পুরাতন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ। ব্যাসাদি ঋষি দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ ব্যবহার করিতেন, এ তথ্য স্মৃতিসংবাদের দ্বারাও জানা যায়। [যস্তু...স্নিব্যতে] কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখন যেমন আমরা দেবতা দেখিতে পাই না, পূর্ব্বেও এই-রূপ ছিল। অর্থাৎ এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও কেহ দেবতা দেখিতে পাইত না, আলাপ ব্যবহার করিতেও পারিত না। যিনি এরূপ বলিবেন, নিশ্চিত তাঁহাকে বলিতে হইবে, জগৎ বিচিত্র নহে, একরূপ (একই প্রকার)। আরও বলিতে হইবে, এখন যেমন সার্ব্বভৌম ক্ষত্রিয় রাজা নাই, এইরূপ তখনও ছিল না, কস্মিন্ কালেও ছিল না। "রাজা রাজসূয়েন যজেত"

বিধায়িশাস্ত্রমনর্থকং কুর্য্যাৎ। তস্মাদ্ধর্ম্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহ্রুরিতি শ্লিষ্যতে। অপি চ স্মরতি —স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগ ইত্যাদি। যোগোঽপ্যণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলকঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুম্। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি—

"পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্" ইতি ॥

তদেবং মন্ত্রার্থবাদাদিসিদ্ধে দেবতাবিগ্রহাদৌ গুর্ব্বাদিপূজাবদ্দেবতাপূজাত্মকো যাগো দেবতাপ্রসাদাদিদ্বারেণ সফলোঽবকল্পতে অচেতনস্য তু পূজামপ্রতিপদ্যমানস্য তদনুপপত্তিঃ। ন চৈকং যজ্ঞকর্ম্মণো দেবতাং প্রতি গুণভাবাদ্দেবতাতঃ ফলোৎপাদে যাগভাবনায়াঃ. শ্রুতং ফলবত্ত্বং যাগস্য চ তাং প্রতি তৎফলাংশং বা প্রতি শ্রুতং করণত্বং হাতব্যম্। যাগভাবনায়া এব হি ফলবত্ত্যা যাগলক্ষণস্বকরণাবান্তরব্যাপারত্বাদ্দেবতাভোজনপ্রসাদাদীনাং কৃষিকর্ম্মণ ইব তত্তদবান্তরব্যাপারস্য সস্যাধিগমসাধনত্বম্। আগ্নেয়াদীনামিবো-

---

এ শাস্ত্র বা এ বিধান অনর্থক প্রয়োগ। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম ছিল না, তন্নিয়ামক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিছুই ছিল না। (যে, কিছুই ছিল না বলে, কে তাহার কথায় আস্থা করিবে?) অতএব, বিশ্বাস করা উচিত, প্রাচীনেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি করিতে সমর্থ ছিলেন। [অপিচ···ইতি] যোগ-স্মৃতিতেও আছে, "মন্ত্রজপের দ্বারা ইষ্টদেবতা দর্শন হয়।" যাহার ফল প্রত্যক্ষ, যাহার দ্বারা অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়, কেবলমাত্র সাহস অবলম্বনে তাহার প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। শ্রুতিও যোগের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এ সকল উত্থিত হইলে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে [illegible] সিদ্ধি জন্মিলে তাহা হইতে যে পাঁচ প্রকার যোগগুণ (পাঁচ প্রকার সিদ্ধি) জন্মে, সেই গুণপঞ্চকের দ্বারা তাহার (সেই যোগীর) নূতন এক [illegible] যোগজ তেজোময় শরীর লব্ধ হয়। যে যোগী যোগজনিত [illegible]

যথা মনুষ্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যা-স্বধিকার উক্তস্তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্যা-প্যধিকারঃ স্যাদিত্যেতামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং ইদমধিকরণ-মারভ্যতে। তত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিতি তাবৎ প্রাপ্তং,

অবান্তরসঙ্গতিং কুর্ব্বন্নধিকরণতাৎপর্য্যমাহ।—"যথা মনুষ্যাধিকারে"তি। শঙ্কাবীজমাহ।—"তত্রে"তি। নিমৃষ্টনিখিলদুঃখানুষঙ্গে শাশ্বতিক আনন্দে কস্য নাম চেতনস্যার্থিতা নাস্তি, যেনার্থিতায়া অভাবাচ্ছূদ্রো নাধিক্রিয়েত। নাপ্যস্য ব্রহ্মজ্ঞানে সামর্থ্যাভাবঃ। দ্বিবিধং হি সামর্থ্যং নিজমাগন্তুকঞ্চ। তত্র দ্বিজাতীনামিব শূদ্রাণাং শ্রবণাদিসামর্থ্যং নিজমপ্রতিহতম্। অধ্যয়না-ধানাভাবাদাগন্তুকসামর্থ্যাভাবে সত্যনধিকার ইতি চেৎ, হন্তাধানাভাবে সত্যগ্যভাবাদগ্নিসাধ্যে কর্ম্মণি মা ভূদধিকারঃ। ন চ ব্রহ্মবিদ্যায়ামগ্নিঃ সাধন-মিতি কিমিত্যনাহিতাগ্নয়োনাধিক্রিয়ন্তে। ন চাধ্যয়নাভাবাৎ তৎসাধনায়া-মনধিকারো ব্রহ্মবিদ্যাযামিতি সাম্প্রতম্। যতো যুক্তং যদাহবনীয়ে জুহোতী-ত্যাহবনীয়স্য হোমাধিকরণতয়া বিধানাত্তদ্রূপস্যালৌকিকত্বয়ানারভ্যাধীত-বাক্যবিহিতাদাধানাদন্যতোহনধিগমাদাধানস্য চ দ্বিজাতিসম্বন্ধিতয়া বিধানাৎ, তৎসাধ্যোঽগ্নিরলৌকিকো ন শূদ্রস্যাস্তীতি নাহবনীয়াদিসাধ্যে কর্ম্মণি শূদ্র-স্যাধিকার ইতি। ন চ তথা ব্রহ্মবিদ্যায়ামলৌকিকমস্তি সাধনং যচ্ছূদ্রস্য ন স্যাৎ। অধ্যয়ননিয়ম ইতি চেৎ, ন, বিকল্পাসহত্বাৎ। তদধ্যয়নং পুরুষার্থে বা নিয়ম্যেত, যথা ধনার্জ্জনে প্রতিগ্রহাদি, ক্রত্বর্থে বা, যথা ব্রীহীনবহন্তীত্যব-ঘাতঃ। ন তাবৎ ক্রত্বর্থে। ন হি "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইতি কঞ্চিৎ ক্রতুং

মনুষ্যাধিকার-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দেবতাদির বিদ্যাধিকার (জ্ঞানা-ধিকার বা উপাসনাধিকার) স্থাপন করার ন্যায় দ্বিজাধিকার নিয়ম (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির অধিকার, অন্যের নহে, এই নিয়ম) ভঙ্গ করিয়া শূদ্রাধিকার স্থাপন করা যায় কি-না, এই আশঙ্কা বা এই অংশের নিরাকরণাঽর্থ বলা হইল। [তত্র...ভাবাৎ] পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। কেন-না, মোক্ষকামনা

শূদ্রজাতির বোধক নহে। জানশ্রুতি নামক ক্ষত্রিয় রাজার শোক হইয়াছিল, [illegible] তাহা ঐ শব্দে (শূদ্র) ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে)।

স্মর্য্যন্তে। তস্মাদধিক্রিয়তে শূদ্রো বিদ্যাস্বিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ। অধীতবেদো হি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে, ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি, উপনয়নপূর্ব্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ। যত্ত্বর্থিত্বং ন তদসতি সামর্থ্যেঽধিকারকারণং ভবতি। সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি। শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্যাধ্যয়ননিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ। যচ্চেদং শূদ্রো যজ্ঞেঽনবকৢপ্ত ইতি তৎ

ভারতাদি গ্রন্থেও শুনা যায়, শূদ্রযোনি প্রভব বিদুর প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কারণে বা যুক্তিতে পাওয়া যায়, শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে আমরা বলিব, শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই। হেতু এই যে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই। [অধীত ত্বাৎ] যে বেদ অধ্যয়ন করে সেই বেদার্থ জানে এবং যে বেদার্থ জানে সেই অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়। শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, নাই কেন ? তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে উপনয়ন, পরে বেদাধ্যয়ন। উপনয়ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিরই আছে, শূদ্রের নাই। [যত্ত্বর্থিত্বং... কৃতত্বাৎ] তাহাদের অর্থিত্ব অর্থাৎ মোক্ষ কামনা আছে সত্য ; কিন্তু সামর্থ্য না থাকায় তাহা অধিকারের কারণ নহে। লৌকিক সামর্থ্য (শক্তি বা ক্ষমতা) অলৌকিকতত্ত্বে অধিকার জন্মাইতে পারে না। কেন-না, শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের সাপেক্ষ। শাস্ত্রীয় সামর্থ্য না থাকিলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে অধিকার জন্মে না। অধ্যয়ন নিষেধ থাকায় শূদ্রের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিবারিত আছে। [যচ্চেদং সাধারণত্বাৎ]

জ্ঞান উপদেশ করুন। গুরু রৈক বিধুর (স্ত্রী বিহীন) ছিলেন, তাই তিনি সমাগত জানশ্রুতিকে শূদ্র-সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, আমি গৃহস্থ নহি এ সকল দ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি ? এক্ষণে বিবেচনা কর, রৈক যখন জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন তিনি অবশ্যই শূদ্র। জানশ্রুতি যদি শূদ্রই হয়, আর শূদ্রের যদি অধিকার না থাকে, তাহা হইলে কি জন্য জানশ্রুতি রৈক ঋষির নিকট জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিতে যাইবেন ? এই জন্যই বলি রৈকোক্ত শূদ্র শব্দ শূদ্রাধিকারের অনুমাপক।

ন্যায়পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যায়ামপ্যনবকৢপ্তত্বং দ্যোতয়তি ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ। যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়াং শূদ্রশব্দশ্রবণং লিঙ্গমন্যাসে ন তল্লিঙ্গং, ন্যাযাভাবাৎ। ন্যায়োক্তে হি লিঙ্গদর্শনং দ্যোতকং ভবতি। ন চাত্র ন্যায়োঽস্তি। কামঞ্চায়ং শূদ্রশব্দঃ সম্বর্গবিদ্যায়ামেবৈকস্যাং শূদ্রমধিকুর্য্যাৎ তদ্বিষয়ত্বাৎ সর্ব্বাসু বিদ্যাসু অর্থবাদস্থত্বাৎ ন তু ক্বচিদপ্যয়ং শূদ্রমধি

দ্বিতীয়ং পূর্ব্বপক্ষমনুভাষতে।—"যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়া"মিতি। দূষয়তি।—"ন তল্লিঙ্গম্"। কুতঃ। "ন্যায়াভাবাৎ"। ন তাবচ্ছূদ্রঃ সম্বর্গবিদ্যায়াং সাক্ষাচ্চোদ্যতে, যথৈতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি, নিষাদস্থপতিঃ, কিন্তু অর্থবাদগতোঽয়ং শূদ্রশব্দঃ। স চান্যতঃ সিদ্ধমর্থমনুদ্যোতয়তি ন তু প্রাপয়তীত্যধ্যবমীমাংসকাঃ। অস্মাকং ত্বন্যপরাদপি বাক্যাদসতি বাধকে প্রমাণান্তরেণার্থোঽবগম্যমানো বিধিনা চাপেক্ষিতঃ স্বীক্রিয়ত এব। ন্যায়স্ত্বস্মিন্নর্থে উক্তো বাধকঃ। ন চ বিধ্যপেক্ষাঽস্তি, দ্বিজাত্যধিকারপ্রতিলম্ভে বিধেঃ পর্য্যবসানাৎ। বিধ্যুদ্দেশগতত্বে স্বয়ং ন্যায়োঽপোদ্যতে বচনবলান্নিষাদস্থপতিবৎ ন ত্বেষ বিধ্যুদ্দেশগত ইত্যুক্তম্। তস্মান্নার্থবাদমাত্রাচ্ছূদ্রাধিকারসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। অপি চ কিমর্থবাদবলাদ্বিদ্যামাত্রেঽধিকারঃ শূদ্রস্য কল্প্যতাং সম্বর্গবিদ্যায়াং বা। ন তাবদ্বিদ্যামাত্র ইত্যাহ।—'কামং চায়'মিতি। ন হি সম্বর্গবিদ্যায়ামর্থবাদঃ শ্রুতো বিদ্যামাত্রেঽধিকারিণং সমর্পয়ত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। অস্তু তর্হি সম্বর্গবিদ্যায়ামেব শূদ্রস্যাধিকার ইত্যত আহ।—"অর্থবাদস্থত্বাদি"তি। তৎ কিমেতচ্ছূদ্রপদং প্রমত্তগীতং, ন চৈতদ্যুক্ত

শূদ্রের যজ্ঞাধিকার-নিষেধ যুক্তিপূর্ব্বক নিষেধ। সে যুক্তি বিদ্যাপক্ষে আছে। যে যুক্তিতে যজ্ঞাধিকার নিষেধ—সেই যুক্তিতেই বিদ্যাধিকার নিষেধ। [যৎ ..যোজয়িতুম] সম্বর্গ বিদ্যায় যে শূদ্র শব্দ আছে, তাহা শূদ্রাধিকারবোধক নহে। যুক্তিযুক্ত সূচক কথাই বোধক হয়, অযুক্ত কথা বোধক হয় না। সেখানে এমন কোন যুক্তি নাই যে, শূদ্র-শব্দের জাতিশূদ্র পর অর্থ করিয়া শূদ্রজাতির বিদ্যাধিকার স্থাপন করিবে। যদিও শূদ্র-শব্দ শূদ্রের সম্বর্গবিদ্যাধিকার বোধক হয়, হউক, কিন্তু তা বলিয়া সর্ব্ববিদ্যাধিকার বোধক হইবে না। ঐ শূদ্র শব্দ বিধি-সম্বন্ধ ব্যাহৃত নহে, কেবল অর্থবাদ মধ্যে পঠিত, সুতরাং উহা অধিকারসূচক

শূদ্রাবয়বার্থসম্ভবাৎ রূঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ। দৃশ্যতে চাহয়মর্থো-হস্যামাখ্যায়িকায়াম্ ॥ ৩৪ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥ *

ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ, যৎকারণং প্রকরণ-

যান্। তস্মাৎ তদাদ্রবণাদিতি তচ্ছব্দেন শুগ্বা জানশ্রুতির্বা রৈকো বা পরামৃশ্যত ইত্যুক্তম্।

"ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ। যৎকারণং" প্রকরণনিরূপণে ক্রিয়-

---

শ্রুতিকে জানাইয়াছিলেন, এ তথ্য শূদ্র-শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ-তাৎপর্য্যের দ্বারা জানা যায়। শুচ্+দ্রু+অ—শোক হেতু গমন, শোক প্রাপ্ত হওয়ায় অথবা শোক (খেদ)ই রাজাকে রৈক ঋষির সমীপগামী করিয়াছিল। যে স্থলে অবয়বার্থের সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে রূঢ়ি-অর্থ পরিত্যাজ্য। এ কথা বা এ তথ্য সেই আখ্যায়িকাতেই আছে। †

জানশ্রুতি শূদ্র-জাতি নহে। কারণ এই যে, প্রকরণ পর্য্যালোচন

---

* উত্তরত্র পরস্মিন্ বাক্যে অর্থবাদরূপে চৈত্ররথেন অভিপ্রতারিনামকেন ক্ষত্রিয়েন লিঙ্গাৎ সমভিব্যাহাররূপাৎ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগমাৎ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিরিতি যোজনা।—আখ্যায়িকার শেষভাগে ভোজনপ্রসঙ্গে চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারি নামক ক্ষত্রিয় ও জানশ্রুতি এক সঙ্গে কথিত হইয়াছেন। ইহাও জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্বের অনুজ্ঞাপক অর্থাৎ বোধক।

† আখ্যায়িকাটী এইরূপ।—জানশ্রুতি নামক রাজা গ্রীষ্মকালে একদা ছাদের উপর শয়ান ছিলেন। কতকগুলি ঋষি রাজার হিত কামনায় হংসরূপ ধারণ পূর্ব্বক আকাশ পথে সেই স্থানে আগমন করিলেন। পরে পশ্চাদবস্থিত হংস অগ্রগামী হংসকে বলিল, ভল্লাক্ষ! তুমি কি দেখিতেছ না? ইহার তেজ স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিতেছে? তুমি ইহাকে লঙ্ঘন করিও না, করিলে দগ্ধ হইবে। সে বলিল, এ কি রৈক? এর যখন বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, উপাসনা নাই, তখন এ তুচ্ছ। রাজা ঐ কথা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া তাঁহার চিত্তে খেদ জন্মিল। অনন্তর তিনি বিদ্যার্থী বা জ্ঞানার্থী হইয়া রৈকের অন্বেষণার্থ লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিলে রাজা তৎসন্নিধানে শিষ্য হইতে গমন করিলেন। গমন করিলে, রাজা যে খেদপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন রৈক তাহা জ্ঞানবলে জানিলেন এবং আপনার অভিজ্ঞতা দেখাইবার জন্য ঐ কথা (শূদ্র) বলিলেন। ইহার পরে অন্যান্য কথা আছে, তাহাতেও রাজার ক্ষত্রিয়ত্ব নিশ্চয় হয়।

নান্বয়া যাজকা ভবন্তি। তস্মাচ্চৈত্ররথির্নামৈকঃ ক্ষত্রপতিরজায়ত ইতি চ ক্ষত্রজাতিত্বাবগমাৎ ক্ষত্রিয়ত্বমস্যাবগন্তব্যম্‌। তেন ক্ষত্রিয়েণাভিপ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কীর্ত্তনং জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বং সূচয়তি। সমানানামেব হি প্রায়েণ সমভিব্যাহারা ভবন্তি। ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্যৈশ্বর্য্যযোগাচ্চ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতিঃ। অতো ন শূদ্রস্যাধিকারঃ ॥৩৫॥

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদ্বিদ্যাপ্রদেশেষূপনয়নাদয়ঃ

স্যাৎ, সমানান্বয়ানাং হি প্রায়েণ সমানান্বয়া যাজকা ভবন্তি। তস্মাচ্চৈত্ররথিত্বাদভিপ্রতারী কাক্ষসেনিঃ ক্ষত্রিয়ঃ। তৎসমভিব্যাহারাচ্চ জানশ্রুতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ সম্ভাব্যতে। ইতশ্চ ক্ষত্রিয়ো জানশ্রুতিরিত্যাহ—"ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্যৈশ্বর্য্যযোগাচ্চ"। ক্ষত্তৃপ্রেষণে চার্থসম্ভবে চ তাদৃশস্য বদান্যশ্রেষ্ঠস্যৈশ্বর্য্যাৎ প্রায়েণ ক্ষত্রিয়স্য দৃষ্টং যুধিষ্ঠিরাদিবদিতি।

ন কেবলমুপনীতাধ্যয়নবিধিপরামর্শেন ন শূদ্রস্যাধিকারঃ কিন্তু তেষু

যাজক অর্থাৎ পুরোহিত।" অতএব চৈত্ররথি নামক ক্ষত্রপতি, তৎসম্বন্ধাধীন অভিপ্রতারীও ক্ষত্রিয়। [তেন…অধিকারঃ] ক্ষত্রিয় অভিপ্রতারীর সহিত জানশ্রুতির এক সঙ্গে ভোজনের ও ব্রহ্মচারিভিক্ষার উল্লেখ থাকায় নিশ্চয় হয়, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। সমান না হইলে এক সঙ্গে উল্লেখ ও ভোজন হয় না। ব্রহ্মচারী শূদ্রান্ন ভিক্ষা করে না। অপিচ, জানশ্রুতি রৈক্ক ঋষির অন্বেষণার্থ সূত (সারথি) প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রচুরতর অন্নদান ও গোদান করিতেন, এ সকল বর্ণনাও ক্ষত্রিয়ের বোধক। অতএব, শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই, ইহা অবধারণ কর।

যেখানে যেখানে বিদ্যার বিধান বা উপদেশ, সেই সেই স্থানেই তাহা

* বিদ্যাগ্রহণাঙ্গোপনয়নসংস্কারস্য সর্ব্বত্র পরামর্শাৎ অভিসংহিতত্বাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ উপনয়নাদ্যভাবকথনাচ্চ নাস্তি শূদ্রস্য বিদ্যাধিকার ইতি সূত্রার্থঃ।—সর্ব্বত্রই বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনয়ন সংস্কারের কথন আছে এবং শূদ্রের তাহা (উপনয়ন) নাই, এরূপ অভিধানও আছে। এই দুই কারণেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই।

সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে। তং হোপনিন্যে অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎসর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্না ইতি চ তান্ হানুপনীয়ৈবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তির্ভবতি। শূদ্রস্য চ সংস্কারাভাবোঽভিলপ্যতে, শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতিরিত্যেকজাতিত্বস্মরণেন, ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতীত্যাদিভিশ্চ ॥ ৩৬ ॥

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥*

তেষু বিদ্যোপদেশপ্রদেশেষূপনয়নসংস্কারপরামর্শাৎ শূদ্রস্য তদভাবাভিধানাৎ ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকার ইতি। নন্বনুপনীতস্যাপি ব্রহ্মোপদেশঃ শ্রূয়তে, তান্ হানুপনীয়ৈবেতি, তথা শূদ্রস্যানুপনীতস্যৈবাধিকারো ভবিষ্যতীত্যত আহ— "তান্ হানুপনীয়ৈবেত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তিঃ" প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য যেষামুপনয়নং প্রাপ্তং তেষামেব তন্নিষিধ্যতে তচ্চ দ্বিজাতীনামিতি দ্বিজাতয় এব নিষিদ্ধোপনয়না অধিক্রিয়ন্তে ন শূদ্র ইতি।

উপনয়ন-সংস্কার অধ্যয়ন ও গুরুসুশ্রূষাপূর্ব্বক। যথা—"তাঁহাকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন।" "হে ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান্। এই বলিয়া বিদ্যার্থী নারদ সনৎকুমারের শিষ্য হইলেন।" "হে বেদপারগ সগুণ ব্রহ্মজ্ঞ ও নির্গুণ ব্রহ্মান্বেষী ঋষিগণ! এই পিপ্পলাদ তোমাদিগকে সে সমস্ত বলিবেন, উপদেশ করিবেন। অনন্তর তাঁহারা উপহার হস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষির নিকট বিধিবিধানক্রমে গমন করিলেন।" এই সকল শাস্ত্রে উপনয়ন সংস্কার পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সংস্কার শূদ্রের নাই; ইহাও কথিত আছে। যথা—"শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, ইহারা এক জাতি, দ্বিজাতি নহে। অর্থাৎ ইহাদের বৈদিক জন্ম (উপনয়ন সংস্কার) নাই। এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন। যথা—"শূদ্রের অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত পাপ হয় না এবং তাহাদের উপনয়ন সংস্কারও নাই।"

* উপসন্নস্য সত্যকামস্য শূদ্রত্বাভাবনিশ্চয়ে গৌতমস্য ভূয়ো তদুপনয়নপ্রবৃত্তেশ্চ।— গৌতম যখন বুঝিলেন, সমীপাগত সত্যকাম শূদ্র নহে, তখন তিনি সত্যকামকে উপনীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎপূর্ব্বে হন নাই।

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যৎ সত্যবচনেন শূদ্রত্বাভাবে নির্দ্ধারিতে জাবালং গৌতম উপনেতুমনুশাসিতুঞ্চ প্রববৃতে, নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি শ্রুতিলিঙ্গাৎ॥ ৩৭ ॥

সত্যকামো হ বৈ জাবালঃ প্রমীতপিতৃকঃ স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছৎ। অহমাচার্য্যকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামি, তদ্‌ব্রবীতু ভবতী কিং গোত্রোঽহমিতি, সা হব্রবীৎ। স্বজনকপরিচরণপরতয়া নাহমজ্ঞাসিষং যদ্গোত্রং তবেতি। স স্বাচার্য্যং গৌতমমুপসাস। উপসদ্যোবাচ, হে ভবগন্ ব্রহ্মচর্য্যমুপেয়াং ত্বয়ীতি। স হোবাচ. নাবিজ্ঞাতগোত্র উপনীয়ত ইতি কিং গোত্রোঽসীতি। অথোবাচ সত্যকামো নাহং বেদ স্বং গোত্রং, স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছং, সাপি ন বেদেতি। তদুপশ্রুত্যাভাধাদ্গৌতমঃ। নাদ্বিজন্মন আর্জ্জবং যুক্তমীদৃশং বচস্তেনাস্মিন্ শূদ্রত্বসম্ভাবনাস্তীতি স্বাং দ্বিজাতিজন্মানমুপনেষ্য ইত্যুপনেতুমনুশাসিতুঞ্চ জাবালং গৌতমঃ প্রবৃত্তঃ। তেনাপি শূদ্রস্য নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। "ন সত্যাদগা" ইতি। ন সত্যমতিক্রান্তবানসীতি।

শূদ্রের বেদাধিকার না থাকার অন্য কারণ এই যে, যখন সত্য বাক্যের দ্বারা অশূদ্র বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন গৌতম ঋষি জাবালকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা—"যে ব্রাহ্মণ নহে সে এরূপ নির্ম্মল সত্য বলিতে পারে না। হে সৌম্য! যেহেতু তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই, সেই হেতু আমি তোমাকে উপনীত করিব; কুশাদি আহরণ কর।" * এই শ্রুতি শূদ্রের অনধিকার-দ্যোতক।

---

* সত্যকাম নামক এক ঋষি-বালককে তাহার জবালা নাম্নী জননী বলিল, বৎস! গুরুসন্নিধানে গিয়া উপনীত হও। সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিল. মা! আমারা কোন্ গোত্র? মাতা বলিল, বৎস। আমি ভর্ত্তৃসেবায় ব্যগ্র ছিলাম, তোমার পিতৃগোত্র আমিও জ্ঞাত নহি। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, এই মাত্র জানি। অনন্তর সেই জবালা-পুত্র সত্যকাম গৌতমঋষির নিকট গমন করিলে গৌতম তাহাকে গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম নির্ম্মলচিত্তে বলিল, আমি আমার গোত্র জানি না, আমার মাতাও জানেন না। আমার মা বলিয়া দিয়াছেন. তুমি বলিও, আমি জাবাল (জবালার পুত্র), আমার নাম সত্যকাম। এতৎ শ্রবণে ঋষি তাহার সেই সারল্যের দ্বারা তাহাকে শূদ্র নহে বলিয়া স্থির করিলেন এবং বলিলেন, শূদ্র এরূপ নির্ম্মল সত্য বলিতে পারে না। তুমি শূদ্র নহ, ইহা আমি বুঝিলাম। হোম কাষ্ঠ আন, তোমাকে উপনীত করিব।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য ॥ ৩৮ ॥*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধো ভবতি। বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধ স্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে। শ্রবণ-প্রতিষেধস্তাবদথাঽস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতি-পূরণমিতি, পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্র-সমীপে নাধ্যেতব্যমিতি চ। অতএবাঽধ্যয়নপ্রতিষেধো যস্য হি সমীপেঽপি নাধ্যেতব্যং ভবতি স কথং শ্রুতিমধী-য়ীত। ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ ইতি। অতএব চাঽর্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো ভবতি। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানমিতি চ। যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুর-

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্। অতিরোহিতার্থমন্যৎ।

যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, সেই হেতু শূদ্রের বেদার্থ-জ্ঞান ও বেদপ্রতিপাদ্য অনুষ্ঠান উভয়ই নিষিদ্ধ। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। [শ্রবণ⋯মিতি চ] শ্রবণ নিষেধ যথা—"বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণ ত্রপু (রাঙ্ বা সীসে) ও জতুর দ্বারা পূর্ণ করিবেক।" "যেহেতু শূদ্র সঞ্চরিষ্ণু শ্মশান, সেই হেতু তৎসমীপে অধ্যয়ন করিবেক না।" যাহার সমীপেও অধ্যয়ন নিষেধ, কি প্রকারে সে শ্রুতি ও শ্রৌত জ্ঞান লাভ করিবেক? বেদ উচ্চারণে ইহাদের জিহ্বাচ্ছেদ ও ধারণে শরীর ভেদ (ছিদ্র) হইয়া থাকে (রাজা কর্ত্তৃক)। কাযেই ইহাদের বেদার্থ জ্ঞান ও বেদার্থানুষ্ঠান নিষিদ্ধ অর্থাৎ হয় না। "শূদ্রকে জ্ঞান-দান করিবেক না, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করাইবেক না।" এ কথাও আছে। [যেষাং⋯স্থিতম্] যাহারা জন্মা-ন্তরে দ্বিজ ছিল, বেদসংস্কারসম্পন্ন ছিল, বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি সেই

* বেদ শ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষেধ থাকায় সুতরাং বেদার্থের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। অস্য শূদ্রস্য বেদশ্রবণাধ্যয়নয়োর্নিষেধাৎ নিষেধস্মৃতেঃ নাস্ত্যধিকার ইতি যোজনা।—

ধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিস্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবদ্ধুং, জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্॥৩৮

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥ *

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোঽধিকারবিচারঃ, প্রকৃতামেবেদানীং বাক্যার্থবিচারণাং বর্ত্তয়িষ্যামঃ। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তীতি। এতদ্বাক্যং এজৃ কম্পন ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ

প্রাণবজ্রশ্রুতিবলাদ্বাক্যং প্রকরণঞ্চ ভঙ্‌ক্ত্বা বায়ুঃ পঞ্চবৃত্তিরাধ্যাত্মিকো বাহ্যশ্চাত্র প্রতিপাদ্যঃ। তথাহি, প্রাণশব্দো মুখ্যো বায়াবাধ্যাত্মিকে, বজ্রশব্দশ্চাশনৌ। অশনিশ্চ বায়ুপরিণামঃ। বায়ুরেব হি বাহ্যো ধূমজ্যোতিঃসলিলসম্বলিতঃ পর্জন্যভাবেন পরিণতো বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবৃষ্ট্যশনিভাবেন বিবর্ত্ততে। যদ্যপি চ সর্ব্বং জগদিতি সবায়ুকং প্রতীয়তে তথাপি সর্ব্বশব্দ আপেক্ষিকোঽপি ন স্বাভিধেয়ং জহাতি কিন্তু সঙ্কুচিতবৃত্তির্ভবতি। প্রাণবজ্রশব্দৌ

সকল ব্যক্তিদেরই জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞানফল অনিবার্য্য; কেহই তাহা রুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে। ইতিহাস ও পুরাণ সকল বর্ণেরই শ্রাব্য, শ্রোতব্য, তাহারই দ্বারা শূদ্র জ্ঞেয়তত্ত্ব বা জ্ঞান (উপাসনা) আয়ত্ত করিবেন, অধিকৃত করিবেন। ফলিতার্থ এই যে, শূদ্রের বেদপূর্ব্বক বিদ্যাধিকার নাই কিন্তু ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক আছে।

প্রসঙ্গাগত অধিকার বিচার সমাপ্ত; এক্ষণে পুনর্ব্বার বাক্যার্থ-বিচার আরম্ভ করা গেল। কঠশ্রুতিতে আছে "যে-কিছু জগৎ—এ সমস্তই প্রাণে এজিত (কম্পিত বা বেষ্টিত) হইতেছে। সেই প্রাণই মহৎ, ভয়স্থান, যেমন উদ্যত বজ্র অর্থাৎ বজ্রের ন্যায়। যাঁহারা ভয়ানক ইহাঁকে জানেন,

---

* কম্পনাৎ হেতোঃ কম্পনাশ্রয়ঃ পরমেশ্বর এবেতি সূত্রার্থ সংক্ষেপঃ।—যাহার আশ্রিত হইয়া এ সকল কম্পিত হয়, এরূপ এইরূপ বাক্য কঠ উপনিষদে আছে। সেই উপনিষদোক্ত কম্পনাশ্রয় পরমেশ্বর, ইহা কম্পনরূপ হেতুর দ্বারা জানা যায়।

লক্ষিতম্। অস্মিন্ বাক্যে সর্ব্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং স্পন্দতে। মহচ্চ কিঞ্চিদ্ভয়কারণং বজ্রশব্দিতং উদ্যতং, তদ্বিজ্ঞানাচ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিরিতি শ্রূয়তে। তত্র কোঽসৌ প্রাণঃ কিঞ্চ তদ্ভয়ানকং বজ্রমিত্যপ্রতিপত্তের্ব্বিচারে ক্রিয়মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তির্ব্বায়ুঃ প্রাণ ইতি। প্রসিদ্ধেরেব চাশনির্ব্বজ্রং স্যাদ্বায়োশ্চেদং মাহাত্ম্যং সঙ্কীর্ত্ত্যতে। কথং সর্ব্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশব্দিতে প্রতিষ্ঠায়ৈজতি বায়ুনিমিত্তমেব চ মহদ্ভয়ানকং বজ্রমুৎপদ্যতে। বায়ৌ হি পর্য্যন্যভাবেন বিবর্ত্তমানে বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবৃষ্ট্যশনয়ো বিবর্ত্তন্ত ইত্যাচক্ষতে। বায়ুবিজ্ঞানাদেব

তু ব্রহ্মবিষয়ত্বে স্বার্থমেব ত্যজতঃ। তস্মাৎ স্বার্থত্যাগাৎ বরং বৃত্তিসঙ্কোচঃ স্বার্থলেশাবস্থানাৎ। অমৃতশব্দোঽপি মরণাভাববচনো ন সার্ব্বকালিকং তদ্ভাবং ব্রূতে, জ্যোগ্জীবিতয়াপি তদুপপত্তেঃ। যথা অমৃতা দেবা ইতি। তস্মাৎ প্রাণবজ্রশ্রুত্যনুরোধাদ্বায়ুরেবাত্র বিবক্ষিতো ন ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে। 'কম্পনাৎ', সবায়ুকস্য জগতঃ কম্পনাৎ, পরমাত্মৈব শব্দাৎ প্রমিত ইতি মণ্ডূকপ্লুত্যানুষজ্যতে। ব্রহ্মণো হি বিভ্যদেতজ্জগৎ

তাহারা অমর হন।" এই বাক্যে যে "এজিত" শব্দ আছে, ধাতু অনুসারে তাহার অর্থ কম্পিত। সমুদয় বাক্যের অর্থ এই যে, এ সমস্ত জগৎ প্রাণাশ্রিত থাকিয়া চেষ্টমান হইতেছে, আর উদ্যত বজ্র যেমন ভয় কারণ, সেইরূপ ভয়কারণ কোন এক মহৎ (ব্রহ্ম)। তাঁহাকে জানিলে মোক্ষ হয়। [তত্র…কীর্ত্ত্যতে] এক্ষণে প্রশ্ন, প্রাণ কে? কোন্ প্রাণ? এবং ভয়প্রদ বজ্রই বা কি? বিচার করিতে গেলে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণবায়ুকেই পাওয়া যায়। বায়ুই প্রাণ এবং অশনিই বজ্র। বায়ুই প্রাণ-নামে ও অশনিই বজ্র নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রেও বায়ুর ঐরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। [কথং…লোচনাৎ] কি প্রকার? তাহা বলিতেছি। এ জগৎ প্রাণ-নামক বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চেষ্টমান এবং বায়ু হইতেই ভয়ানক বজ্র উৎপন্ন হয়। বায়ুই মেঘত্ব প্রাপ্ত হয়, হইলে বিদ্যুৎ, গর্জ্জন, বৃষ্টি ও বজ্র প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, বায়ু-বিজ্ঞানে মোক্ষও হয়।

চেদমমৃতত্বম্। তথা হি শ্রুত্যন্তরম্, বায়ুরেব ব্যষ্টির্ব্বায়ুঃ সমষ্টিরপ পুনর্ম্মৃত্যুঞ্জয়তি য এবং বেদেতি। তস্মাদ্বায়ুরয়মিহ প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। ব্রহ্মৈবেদমিহ প্রতিপত্তব্যং, কুতঃ পূর্ব্বোত্তরালোচনাৎ। পূর্ব্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োর্ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে, ইহৈব কথমকস্মাদন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্যমানং প্রতিপদ্যেমহি। পূর্ব্বত্র তাবৎ—

তদেব শুক্রন্তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥ ইতি ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতীতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। প্রাণশব্দোঽপ্যয়ং পরমাত্মন্যেব প্রযুক্তঃ, প্রাণস্য প্রাণমিতি

কৃৎস্নং স্বব্যাপারে নিয়মেন প্রবর্ত্ততে ন তু মর্য্যাদামতিবর্ত্ততে। এতদুক্তং ভবতি।—ন শ্রুতিসঙ্কোচমাত্রং শ্রুত্যর্থপরিত্যাগে হেতুরপি তু পূর্ব্বাপর বাক্যৈকবাক্যতাপ্রকরণাভ্যাং সম্বলিতঃ শ্রুতিসঙ্কোচঃ। তদিদমুক্তং "পূর্ব্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োর্ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে, ইহৈব কথমন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্যমানং প্রতিপদ্যেমহী"তি। তদনেন বাক্যৈকবাক্যতা দর্শিতা।

যথা—"বায়ুই ব্যষ্টি (পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ), বায়ুই সমষ্টি (সমুদয় পদার্থ), এতদ্রূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে অপমৃত্যু হয় না, সেই কারণে বায়ুকেই জানিবেক।" এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বক্তব্য, প্রোক্ত বাক্যে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবেক। কেন-না, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম-অর্থই লব্ধ হয়। [পূর্ব্বো...মহি] পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মেরই উপদেশ আছে, মধ্যে কেন বায়ুর উপদেশ হইবে? বায়ু উপদেশের কিছুমাত্র কারণ নাই। [পূর্ব্ব...উপাশ্রিতাবিতি] "তাহাই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্যমুক্ত, সমস্ত লোক তাঁহাতেই আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।" এই পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্মের উপদেশ হইয়াছে, সুতরাং ইহার সন্নিধানে পঠিত প্রোক্ত বাক্যেও ব্রহ্ম। পূর্ব্ববাক্যে জগৎকে ব্রহ্মাশ্রিত বলা হইয়াছে, এ বাক্যেও জগৎকে প্রাণাশ্রিত বলা হইয়াছে; সুতরাং এ বাক্যে ব্রহ্মকেই

দর্শনাৎ। এজয়িতৃত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপপদ্যতে ন বায়ু-মাত্রস্য, তথাচোক্তম্,—

"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥" ইতি।

উত্তরত্রাপি,—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইতি।

ব্রহ্মৈব নির্দ্দেক্ষ্যতে ন বায়ুঃ, সবায়ুকস্য জগতো ভয়-হেতুত্বাভিধানাৎ তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যত-মিতি চ ভয়হেতুত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। বজ্র-শব্দোঽপ্যয়ম্ভয়হেতুত্বসামান্যাৎ প্রযুক্তঃ। যথা হি বজ্রমুদ্যতং মমৈব শিরসি নিপতেৎ যদ্যহমস্য শাসনং ন কুর্য্যামিত্যনেন

প্রকরণাদপীতি ভাষ্যেণ প্রকরণমুক্তম্। যৎ খলু পৃষ্টং তদেব প্রধানং প্রতি-বক্তব্যমিতি তস্য প্রকরণম্। পৃষ্টাদন্যস্মিংস্তু চামানে শাস্ত্রমপ্রমাণং ভ: দ-সম্বদ্ধপ্রলাপিত্বাৎ। যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ কচিদমৃতত্বমভিহিতমাপেক্ষিকং

প্রাণ বলা হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। শাস্ত্রে পরমাত্মাকে প্রাণ বলিতেও দেখা যায়। যথা—"তিনি প্রাণের প্রাণ।" এজন অর্থাৎ জীব-চেষ্টা। তৎপ্রবর্ত্তকতা পরমাত্মাতেই সম্ভব, কেবল বায়ু জীবচেষ্টার কারণ নহে। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"জীব প্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না, অপানের দ্বারাও নহে, কিন্তু ঐ প্রাণ ও অপান যদাশ্রিত, যাহার অধীন, তাঁহারই দ্বারা জীবিত থাকে। তিনি জীবের ও জীবনের কারণ।" [উত্তর...ব্রহ্ম] শ্রুতি উদাহৃত বাক্যের পরেও "অগ্নি তাঁহার ভয়ে তাপ প্রদান করেন, সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে আতপ প্রদান করেন, ইন্দ্র ও বায়ু, ইঁহারাও আপন আপন কার্য্য করেন এবং মৃত্যুও জীবকে আক্রম করেন," এইরূপে ব্রহ্ম উপদেশ করিবেন। এই পরবাক্যে তিনি বায়ুর সহিত সর্ব্ব জগতের ভয়জনক, এরূপ উল্লেখ থাকায় অব্যবহিত পূর্ব্ববাক্যস্থ উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক, এ কথা ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মই ভয়ের নিমিত্ত কার

ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ত্ততে—এবমিদ-মগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিকং জগদস্মাদেব ব্রহ্মণো বিভ্যন্নিয়মেন স্ব-ব্যাপারে প্রবর্ত্তত ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম। তথা চ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্,—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইতি।

অমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রহ্মৈবেদমিতি গম্যতে। ব্রহ্ম-জ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ ক্বচিদমৃতত্বমভিহিতং তদাপেক্ষিকম্। তত্রৈব প্রকরণান্তর-করণেন পরমাত্মানমভিধায় অতোঽন্যদার্ত্তমিতি বায়্বাদেরার্ত্ত-ত্বাভিধানাৎ। প্রকরণাদপ্যত্র পরমাত্মনিশ্চয়ঃ।

তদিতি। অপপুনর্মৃত্যুং জয়তীতি শ্রুত্যা হ্যপমৃত্যোর্ব্বিজয় উক্তো ন তু পরমমৃত্যুবিজয় ইত্যাপেক্ষিকত্বম্। তচ্চ তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন হেতুনা।

তন্নিমিত্ত তিনি বজ্র। ভয়জনক বজ্র বা রাজদণ্ড মমোপরি পড়িবেক, যদি আমি রাজশাসন প্রতিপালন না করি, ইহা ভাবিয়া, লোক যেমন ভয়-প্রযুক্ত নিয়মপূর্ব্বক রাজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত থাকে, সেইরূপ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি সমুদয় জগৎ ব্রহ্মের ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। শ্রুতি এই ভাবেই ব্রহ্মে বজ্রের উপমা দিয়াছেন। [তথাচ…পঞ্চমঃ] ব্রহ্মবিষয়ে অন্য শ্রুতি আছে, তাহাও ঐরূপ। যথা—"বায়ু তাঁহার ভয়ে পবমান ও সূর্য্য উদিত হইতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু, ইহারাও আপন আপন কার্য্য করিতেছেন।" [অমৃতত্ব…বর্ণাৎ] মোক্ষফলের উপদেশ থাকাতেও প্রাণের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে মুক্তি হয় না, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে; তাঁহাকে পাইবার (জ্ঞান ব্যতীত) অন্য উপায় নাই।" [যত্তু… পৃষ্টত্বাৎ] কোন কোন স্থলে যে বায়ুজ্ঞানে মোক্ষ হয়, অভিহিত হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক। সেখানেও অন্য প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক পরমাত্মার কথা বলিয়া "পরমাত্মা ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ নশ্বর," এবংক্রমে বায়ুরও

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাচ্চ যৎ তৎপশ্যসি তদ্বদ॥"
ইতি পরমাত্মনঃ পৃষ্টত্বাৎ॥ ৩৯॥

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ॥ ৪০॥ *

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয্যতে কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্ব্বিষয়ং তমোঽপহং তেজঃ

ন কেবলমপশ্রুত্যা তদাপেক্ষিকমপি তু পরমাত্মানমভিধায়াতোঽন্যদার্ত্তমিতি বাক্যাদেরার্ত্তত্বাভিধানাৎ। ন হ্যার্ত্তাভ্যাসাদনার্ত্তো ভবতীতি ভাবঃ।

অত্র হি জ্যোতিঃশব্দস্য তেজসি মুখ্যত্বাদ্‌ব্রহ্মণি জঘন্যত্বাৎ প্রকরণাচ্চ শ্রুতের্ব্বলীয়স্ত্বাৎ পূর্ব্ববচ্ছ্রুতিসঙ্কোচস্য চাত্রাভাবাৎ, প্রত্যুত ব্রহ্মজ্যোতিঃপক্ষে ক্ত্বাশ্রুতেঃ পূর্ব্বকালার্থায়াঃ পীড়নপ্রসঙ্গাৎ সমুত্থানশ্রুতেশ্চ 'তেজ এব জ্যোতিঃ। তথাহি, সমুত্থানমুদ্গমনমুচ্যতে ন তু বিবেকবিজ্ঞানম্। উদ্গমনঞ্চ তেজঃপক্ষেঽর্চ্চিরাদিমার্গেণোপপদ্যতে। আদিত্যশ্চার্চ্চিরাদ্যপেক্ষয়া পরং জ্যোতির্ভবতীতি তদুপসম্পদ্য তস্য সমীপে ভূত্বা স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তৌ ক্রমেণ মুচ্যতে। ব্রহ্মজ্যোতিঃ-

---

নশ্বরত্ব কথন আছে। প্রকরণ বলে এখানে প্রাণশব্দের পরমাত্মা অর্থই লব্ধ হয়। এ প্রস্তাব যে পরমাত্মার প্রস্তাব এবং প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা "যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যকারণের অতীত, ভূতভবিষ্যতের অতীত, তাহাই আমাকে বলুন, উপদেশ করুন।" এই পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা নিশ্চিত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, "এই সুষুপ্ত পুরুষ এ শরীর হইতে উত্থিত হন, হইয়া পর-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত ও আপন স্বরূপে পরিনিষ্ঠিত হন।" এতদ্বাক্যস্থ পরজ্যোতিঃ কি? চক্ষুর্গ্রাহ্য তমোনাশক তেজ? না

---

* ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তোজ্যোতিঃ পরমাত্মৈব নান্যদিতি প্রতিজ্ঞা। অত্র হেতুঃ দর্শনাদিতি। পরমাত্মানুবৃত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রজাপতিবাক্যে যে জ্যোতিঃশব্দের উপদেশ আছে—সে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মপর। হেতু এই যে, সেখানে ব্রহ্মই অনুবৃত্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুবর্ত্তনে ঐ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

কিং বা পরং ব্রহ্মেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি। কুতঃ। তত্র জ্যোতিঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিত্যত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃশব্দঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে। তথা চ নাড়ীখণ্ডে, অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমত ইতি মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতা। তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ। পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্, কস্মাৎ, দর্শনাৎ। তস্য হীহ প্রকরণে বক্তব্যত্বেনানুবৃত্তির্দৃশ্যতে। য আত্মাপহতপাপ্মেত্য-

পক্ষে তু ব্রহ্ম ভূত্বা কাহংপরা স্বরূপনিষ্পত্তিঃ। ন চ দেহাদিবিবিক্তব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারো বৃত্তিরূপোঽভিনিষ্পত্তিঃ। সা হি ব্রহ্মভূয়াৎ প্রাচীনা ন তু পরাচীনা সেয়মুপসম্পদ্যেতি ক্ত্বাশ্রুতেঃ পীড়া। তস্মাৎ তিসৃভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রকরণবাধমাত্তেজ এবাত্র জ্যোতিরিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্। কস্মাৎ। দর্শনাৎ। "তস্য হীহ প্রকরণে" "অনুবৃত্তির্দৃশ্যতে"। যৎ খলু প্রতিজ্ঞায়তে যচ্চ মধ্যে পরামৃশ্যতে যচ্চোপসংহ্রিয়তে স এব প্রধানং প্রকরণার্থঃ। তদন্তঃপাতিনস্তু সর্ব্বে তদনুগুণতয়া

পরব্রহ্ম? তমোনাশক তেজ-বিশেষেই জ্যোতিঃশব্দ রূঢ়, প্রসিদ্ধ, সুতরাং প্রথমতঃ তেজ-বিশেষই পাওয়া যায়। [জ্যোতিঃ…দৃশ্যতে] "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" সূত্রে প্রকরণ বলে জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন কারণ নাই যে জ্যোতিঃশব্দের স্বার্থত্যাগ হইবে। নাড়ীখণ্ডেও (শ্রুতির অংশবিশেষ) "যখন মুমুক্ষু এ শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, এ শরীর ত্যাগ করে, তখন নাড়ীসংশ্লিষ্ট সেই সকল রশ্মিকর্ত্তৃক (সৌর তেজ) উন্নীত হয়, হইয়া ব্রহ্মলোকের দ্বার স্বরূপ আদিত্যমণ্ডলে গমন করে।" এইরূপে আদিত্যপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে। এই সকল কারণে বলি, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজবিশেষবাচী। এতদ্রূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তির পর বলা যায়, প্রোক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজ নহে, পরব্রহ্ম। কেন না, ঐ প্রস্তাবে ব্রহ্মেরই অনুবর্ত্তন দেখা যায়। [য…বিশেষণাৎ]

পহতপাপ্মত্বাদিগুণকস্যাত্মনঃ প্রকরণাদাবন্বেষ্টব্যত্বেন বি-
জিজ্ঞাসিতব্যত্বেন চ প্রতিজ্ঞানাদেতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনু-
ব্যাখ্যাস্যামীতি চানুসন্ধানাৎ, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া-

নেতব্যাঃ। ন তু শ্রুত্যনুরোধমাত্রেণ প্রকরণাদপক্রষ্টব্যা ইতি হি লোক-
স্থিতিঃ। অন্যথোপাংশুযাজবাক্যে জামিতাদোষোপক্রমে তৎপ্রতিসমাধানো-
পসংহারে চ তদন্তঃপাতিনো বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্য ইত্যাদয়ো বিধিশ্রুত্যনু-
রোধেন পৃথগ্বিধয়ঃ প্রসজ্যেরন্। তৎ কিমিদানীং তিস্রঃ সাহ্নস্যোপসদঃ
কার্য্যা দ্বাদশাহীনস্যেতি প্রকরণানুরোধাৎ সমুদায়প্রসিদ্ধিবললব্ধমহর্গণাভি-
ধানং পরিত্যজ্যাঽহীনশব্দঃ কথমপ্যবয়বব্যুৎপত্ত্যা সাহ্নং জ্যোতিষ্টোমমভিধায়
তত্রৈব দ্বাদশোপসত্তাং বিধত্তাম্। স হি কৃৎস্নবিধানায় কুতশ্চিদপি হীয়তে
ক্রতোরিত্যহীনঃ শক্যো বক্তুম্। মৈবম্। অবয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়-
প্রসিদ্ধির্ব্বলীয়সীতি শ্রুত্যা প্রকরণবাধনায় দ্বাদশোপসত্তামহীনগুণযুক্তে
জ্যোতিষ্টোমে শক্নোতি বিধাতুম্। নাপ্যতোঽপক্রষ্টঃ সন্নহর্গণস্য বিধত্তে।
পরপ্রকরণেঽন্যধর্ম্মবিধেরন্যায্যত্বাৎ। অসম্বদ্ধপদব্যবায়বিচ্ছিন্নস্য প্রকর-
ণস্য পুনরনুসন্ধানক্লেশাৎ। তেনানপক্রষ্টেনৈব দ্বাদশাহীনস্যেতি বাক্যেন
সাহ্নস্য তিস্র উপসদঃ কার্য্যা ইতি বিধিং স্তোতুং দ্বাদশাহবিহিতা দ্বাদশোপ-
সত্তা তৎপ্রকৃতিত্বেন চ সর্ব্বাহীনেষু প্রাপ্তা নিবীতাদিবদনূদ্যতে। তস্মাদ-
হীনশ্রুত্যা প্রকরণবাধেঽপি ন দ্বাদশাহীনস্যেতি বাক্যস্য প্রকরণাদপকর্ষো
জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণাম্নাতস্য। পূষাদ্যনুমন্ত্রণমন্ত্রস্য যল্লিঙ্গবলাৎ প্রকরণবাধে-
নাপকর্ষস্তদগত্যা। পৌষ্ণাদৌ চ কর্ম্মণি তস্যার্থবত্ত্বাদিহ ত্বপক্রষ্টস্যার্চ্চিরাদি-
মার্গোপদেশে ফলস্যোপায়মার্গপ্রতিপাদকেঽতিবিশদ এব সম্প্রসাদ ইতি
বাক্যস্যাবিশদৈকদেশমাত্রপ্রতিপাদকস্য নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ। ন চ দ্বাদশা-
হীনস্যেতিবৎ যথোক্তাত্মধ্যানসাধনানুষ্ঠানং স্তোতুমেব সম্প্রসাদ ইতি বচন-
মর্চ্চিরাদিমার্গমনুবদতীতি যুক্তম্। স্তুতিলক্ষণায়াং স্বাভিধেয়সংসর্গতাৎপর্য্য-
পরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ। দ্বাদশাহীনস্যেতি তু বাক্যে স্বার্থসংসর্গতাৎপর্য্যে প্রক-
রণবিচ্ছেদস্য প্রাপ্তানুবাদমাত্রস্য চাপ্রয়োজনত্বমিতি স্তুত্যর্থো লক্ষ্যতে।

"যিনি আত্মা তিনি নিষ্পাপ" ইত্যাদিক্রমে আত্মার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া
পরে আত্মাই অন্বেষ্টব্য, আত্মাই জিজ্ঞাস্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।
তৎপরে "এই আত্মার কথা বলিব, আত্মা বুঝাইব," এইরূপে আত্মার অনু-
কর্ষণ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে। অনন্তর "অশরীর সৎ'কে প্রিয় অপ্রিয়

প্রিয়ে স্পৃশত ইতি চ অশরীরতায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্তেরস্যা-ভিধানাৎ ব্রহ্মভাবাচ্চান্যত্রাশরীরতানুপপত্তেঃ, পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি চ বিশেষণাৎ। যত্তুক্তং মুমুক্ষো-রাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, ন চাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষো

ন চৈতদ্দোষভয়াৎ সমুদায়প্রসিদ্ধিমুল্লঙ্ঘ্যাবয়বপ্রসিদ্ধিমুপাশ্রিত্য সাহ্নস্যৈব দ্বাদশোপসত্তাং বিধাতুমর্হতি, ত্রিত্বদ্বাদশত্বয়োর্বিকল্পপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সত্যাং গতৌ বিকল্পো ন্যাষ্যঃ। সাহ্নাহীনপদয়োশ্চ প্রকৃতজ্যোতিষ্টোমাভিধায়িনো-রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ, প্রকরণাদেব তদবগতেঃ। ইহ তু স্বার্থসংসর্গতাৎপর্য্যে নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া প্রকরণানুরোধাদ্রূঢ়িমপি পূর্ব্বকালতামপি পরিত্যজ্য প্রকরণানুগুণ্যেন জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে। যত্তুক্তং মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, নাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষঃ। কিন্তু কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। ন চ ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়ং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি বচনম্। ন হ্যেতৎ প্রকরণোক্তং ব্রহ্ম তত্ত্ববিদুষোগত্যুৎক্রান্তী স্তঃ। তথা চ শ্রুতিঃ।—'ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে' ইতি। ন চ তদ্দ্বারেণ ক্রমমুক্তিঃ। অর্চ্চিরাদিমার্গস্য হি কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপকত্বং ন তু ব্রহ্মভূয়হেতুভাবো, জীবস্য তু নিরুপাধিনিত্যশুদ্ধবুদ্ধব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকার-হেতুকে মোক্ষে কৃতমর্চ্চিরাদিমার্গেণ কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যা। অত্রাপি ব্রহ্ম-বিদস্তদুপপত্তেঃ তস্মান্ন জ্যোতিরাদিত্যমুপসম্পদ্য সম্প্রসাদস্য জীবস্য স্বেন রূপেণ পারমার্থিকেন ব্রহ্মণাঽভিনিষ্পত্তিরাঞ্জসীতি শ্রুতেরত্রাপি ক্লেশঃ। অপি চ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমপুরুষ ইতীহৈবোপরিষ্টাদ্বিশেষণাত্তেজসো ব্যাবর্ত্ত্য পুরুষবিষয়ত্বেনাবস্থাপনাজ্জ্যোতিষ্পদস্য পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতির্ন তু তেজ ইতি সিদ্ধম্।

(পুণ্য ও পাপ) স্পর্শ করে না," এইরূপে আত্মার অশরীরত্ব নির্ণয়ের জন্যই জ্যোতিঃসম্পন্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোনরূপে অশরীর হওয়া সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না। "পর জ্যোতিঃই উত্তম পুরুষ" এতদ্রূপ বিশেষণও আছে। [যত্তুক্তং…বক্ষ্যামঃ] মুমুক্ষু আদিত্য প্রাপ্তি হয় সত্য; কিন্তু তাহা (আদিত্যপ্রাপ্তি) আত্যন্তিক মোক্ষ নহে। কারণ এই যে, সেরূপ মরণে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই আছে।

গত্যুৎক্রান্তিসম্বন্ধাৎ। ন হি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যুৎক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ৪০ ॥

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥*

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি শ্রূয়তে। তৎ কিমাকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম কিং বা প্রসিদ্ধমেব ভূতাকাশমিতি বিচারে ভূতপরিগ্রহো যুক্তম্। আকাশশব্দস্য তস্মিন্ রূঢত্বাৎ। নামরূপনির্ব্বহণস্য চাবকাশদানদ্বারেণ তস্মিন্ যোজয়িতুং শক্য-

যদ্যপ্যাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যত্র ব্রহ্মলিঙ্গদর্শনাদাকাশঃ পরমাত্মেতি ব্যুৎপাদিতং তথাপি তদ্বদত্র পরমাত্মলিঙ্গদর্শনাভাবান্নামরূপনির্ব্বহণস্য ভূতাকাশেঽপ্যবকাশদানেনোপপত্তেবকস্মাচ্চ রূঢিপরিত্যাগস্যাযোগাৎ। নামরূপে অন্তরা ব্রহ্মেতি চ' নাকাশস্য নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতুরন্তরালত্বমাহ অপি তু ব্রহ্মণঃ। তেন ভূতাকাশো নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা। ব্রহ্ম চৈতয়োরন্তরালং মধ্যং সারমিতি যাবৎ। ন তু নির্ব্বোঢৈব ব্রহ্ম অন্তরালং বা নির্ব্বোঢ়্। তস্মাৎ

আত্যন্তিক মুক্তিতে গতি ও উৎক্রান্তি নাই। এ কথা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

ছান্দোগ্যে অন্য এক বাক্য আছে। যথা—"আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক। যাহা ব্রহ্ম তাহা নাম ও রূপ ভিন্ন। যাহা ব্রহ্ম, তাহা অমৃত ও আত্মা।" এ আকাশ কে? শ্রুতি কোন্ বস্তুকে আকাশ বলিলেন? বিচার করিতে গেলে প্রথমে ভূতাকাশ গ্রহণ করাই ন্যায্য হয়। কারণ এই যে, আকাশ-শব্দ ভূতবিশেষেই রূঢ়। নামরূপনির্ব্বাহকত্ব ধর্ম্মটীকে অবকাশ ভাব লক্ষ্য করিয়া ভূতাকাশে যোজনা করিতেও পার। অর্থাৎ আকাশ অবকাশ প্রদান করে, তাই অন্যান্য পদার্থের নাম রূপাদি নিষ্পন্ন হয়। এখানে পূর্ব্বের ন্যায় (আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ সূত্রের ন্যায়) বিস্পষ্ট ব্রহ্ম-

* "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইত্যত্র য আকাশোঽভিহিতশ্ছান্দোগ্যে তৎ ব্রহ্ম। তত্র হেতুরর্থেতি। তস্য নামরূপয়োর্ভেদেনোক্তত্বাদিত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে যে আকাশ শব্দ আছে তাহা ব্রহ্মবোধক। কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাকে নামরূপের নির্ব্বাহক অথচ নামরূপাদি হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন।

ত্বাৎ। অস্পৃষ্টাদেশ্চ স্পষ্টস্য ব্রহ্মলিঙ্গস্যাশ্রবণাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্মেহাকাশশব্দং ভবিতুমর্হতি, কস্মাৎ, অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ। তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্মেতি হি নামরূপাভ্যামর্থান্তরভূতমাকাশং ব্যপদিশতি। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নামরূপাভ্যামর্থান্তরং সম্ভবতি, সর্ব্বস্য বিকারজাতস্য নামরূপাভ্যামেব ব্যাকৃতত্বাৎ। নামরূপয়োরপি নির্ব্বহণং নিরঙ্কুশং ন ব্রহ্মণোঽন্যত্র সম্ভবতি। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ব্রহ্মকর্তৃত্বশ্রবণাৎ। ননু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং নির্ব্বো-

---

প্রসিদ্ধেভূতাকাশমেবাকাশো ন তু ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরমেবাকাশং ব্রহ্ম, "কস্মাদর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ"। নামরূপমাত্রনির্ব্বাহকমিহাকাশমুচ্যতে। ভূতাকাশস্য বিকারত্বেন নামরূপান্তঃপাতি সৎ কথমাত্মানমুদ্বহেৎ। ন হি সুশিক্ষিতোঽপি বিজ্ঞানী স্বেন স্কন্ধেনাত্মানং বোঢ়ুমুৎসহতে। ন চ নামরূপশক্তিরবিশেষতঃ প্রবৃত্তা ভূতাকাশবর্জ্জং নামরূপান্তরে সঙ্কোচয়িতুং সতি সম্ভবে যুজ্যতে। ন চ নির্ব্বাহকত্বং নিরঙ্কুশমবগতম্। ব্রহ্মলিঙ্গং কথঞ্চিৎ ক্লেশেন পরত্রৈ নেতুমুচিতম। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি চ তৎস্রষ্টৃত্বমতিস্পষ্টং ব্রহ্মলিঙ্গমত্র প্রতীয়তে। ব্রহ্মরূপতয়া চ জীবস্য ব্যাকর্তৃত্বে ব্রহ্মণ এব ব্যাকর্তৃত্বমুক্তম্। এবঞ্চ নির্ব্বাহিত্বমেবাত্রবাগতোপপত্তেরন্যো নির্ব্বাহিতাঽন্যচ্চান্তরালমিত্যর্থভেদকল্প

লিঙ্গ নাই, সুতরাং পৌনরুক্ত্যশঙ্কাও নাই। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধে বলা যায়, এখানেও আকাশ পরব্রহ্ম। হেতু এই যে, ঐ স্থানে অর্থান্তরের ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে। শ্রুতি "নাম ও রূপ যাহার অন্তরে, যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা ব্রহ্ম" এইরূপে প্রোক্ত আকাশকে নামরূপাতিরিক্ত বলিয়াছেন। [ন চ শ্রবণাৎ] ব্রহ্মই নামরূপভিন্ন, অন্য কেহ নামরূপভিন্ন নহে। যে-কিছু বিকার, সমস্তই নামের ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ প্রোক্তবিধ নামরূপনির্ব্বাহক নহে। শ্রুতিতেও "জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বিস্পষ্ট করিব," এতদ্রূপ ক্রমে ব্রহ্মেরই নামরূপকর্তৃত্ব কথিত আছে। [ননু প্রপঞ্চঃ] বলিতে পার,

ঢ়ৃত্বমস্তি। বাঢ়মস্তি অভেদস্তত্র বিবক্ষিতঃ। নামরূপ-নির্ব্বহণাভিধানাদেব চ স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমভিহিতং ভবতি। তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি চ ব্রহ্মবাদস্য লিঙ্গানি। আকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যস্যায়ং প্রপঞ্চঃ ॥ ৪১ ॥

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥ *

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে। বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠে প্রপাঠকে, কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ

নাপি ন যুক্তা। তথা চ তে নামরূপে যদাকাশমন্তরেত্যয়মর্থান্তরব্যপদেশ উপপন্নো ভবত্যাকাশস্য। তস্মাদর্থান্তরব্যপদেশাত্তথা। তদ্ব্রহ্ম তদমৃত-মিতি ব্যপদেশাৎ ব্রহ্মৈবাকাশমিতি সিদ্ধম্।

আদিমধ্যাবসানেষু সংসারিপ্রতিপাদনাৎ।
তৎপরে গ্রন্থসন্দর্ভে সর্ব্বং তত্রৈব যোজ্যতে ॥

সংসার্য্যেব তাবদাত্মাহঙ্কারাস্পদং প্রাণাদিপরীতঃ সর্ব্বজনসিদ্ধঃ। তমেব

জীবেরও নামরূপনির্ব্বাহকত্ব আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ লৌকিক। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা সত্য কিন্তু অভেদ বিবক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব, এই ভাব লক্ষ্য করিয়া কথিত। আকাশ নামরূপের নির্ব্বাহক, এই কথায় সৃষ্টিকর্তৃত্ব বলা হইয়াছে এবং সৃষ্টিকর্তৃত্বই আকাশের ব্রহ্মত্ব অনুমান করায়। "তাহাই ব্রহ্ম, অমৃত ও আত্মা," এ কথাও ব্রহ্মবাদের (আকাশের ব্রহ্মত্বের) অনুমাপক। ইহা "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার মাত্র।

আরণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে (পরিচ্ছেদে) রাজর্ষি জনকের আত্মবিষয়ক প্রশ্ন আছে। জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে কিছু অহং-জ্ঞানগম্য, সে সকলের মধ্যে আত্মা কি?" যাজ্ঞবল্ক্য তাহার প্রত্যুত্তরে

---

* সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেনোক্তত্বাৎ। [illegible] পরমেশ্বরস্য তু [illegible] অতএব জীবাদ্ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি [illegible] যোজনা।— আরণ্যক শ্রুতিতে যে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তর আছে, সে সমস্তই আত্মার অসংসারি-স্বরূপ প্রতিপাদক

পুরুষ ইত্যুপক্রম্য ভূয়ানাত্মবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ। তৎ কিং সংসারিস্বরূপমাত্রান্বাখ্যানপরং বাক্যমুতাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমিতি বিষয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। সংসারিস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেতি। কুতঃ। উপক্রমোপসংহারাভ্যাম্। উপক্রমে, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি শারীরলিঙ্গাৎ। উপসংহারে চ, স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি তদপরিত্যাগান্মধ্যেঽপি বুদ্ধ্যান্তাদ্যবস্থোপন্যাসেন তস্যৈব প্রপঞ্চনাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ, পরমেশ্বরোপদেশপরমেবেদং বাক্যং ন শারীরমাত্রান্বাখ্যানপরম্। কস্মাৎ।

চ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিত্যাদিশ্রুতিসন্দর্ভ আদিমধ্যাবসানেষ্বাত্মশব্দীতি তদনুবাদপরো ভবিতুমর্হতি। এবঞ্চ সংসার্য্যাত্মৈব কঞ্চিদপেক্ষ্য মহান্ সংসারস্য চানাদিত্বেনানাদিত্বাদজ উচ্যতে ন তু তদতিরিক্তঃ কশ্চিদত্র নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ প্রতিপাদ্যঃ। যত্তু সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা পরিষক্ত ইতি ভেদং মন্যসে, নাসৌ ভেদঃ, কিন্ত্বয়মাত্মশব্দঃ স্বভাববচনঃ, তেন সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যবস্থায়াং বিশেষবিষয়াভাবাৎ সম্পিণ্ডিতপ্রজ্ঞেন প্রাজ্ঞেনাত্মনা স্বভাবেন পরিষক্তো ন কিঞ্চিদ্বেদেত্যভেদেঽপি ভেদবদুপচারেণ যোজনীয়ম্। যথাহুঃ 'প্রাজ্ঞঃ সম্পিণ্ডিতপ্রজ্ঞ' ইতি। পত্যাদয়শ্চ শব্দাঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মকস্য জগতো জীবকর্ম্মার্জ্জিততয়া তদ্ভোগ্যতয়া চ যোজ-

---

"ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময় (বুদ্ধিতন্ময়) অথচ ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির অতিরিক্ত, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ (সর্ব্ব প্রকাশক)," এইরূপ এইরূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সে সকল প্রশ্ন প্রতিবচন জীবাত্মবিষয়ক বা পরমাত্মবিষয়ক, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। বিচার করিতে গেলে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্টে প্রথমতঃ জীবাত্মবিষয়ক বলিয়াই প্রতীত হয়। [উপক্রমে...ব্যপদেশাৎ] উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে "বিজ্ঞানময়" কথা আছে, তাহা শারীরের বোধক। উপসংহারেও (সমাপ্তিতেও) "সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা—যিনি এই বিজ্ঞানময়।" এইরূপ কথা আছে। এ কথা পূর্ব্বোক্ত তথ্যের বিস্তার মাত্র। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পর এইরূপ বলা যায় যে ঐ বাক্যে কেবল জীবের

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো চ শারীরাৎ ভেদেন পরমেশ্বরস্য ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবৎ,অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি শারীরাদ্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্র পুরুষঃ শারীরঃ স্যাৎ তস্য বেদিতৃত্বাৎ বাহ্যাভ্যন্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎপ্রতিষেধসম্ভবাৎ প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া নিত্যমবিয়োগাৎ। তথা, উৎক্রান্তাবপ্যয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতীতি জীবাদ্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্রাপি শারীরো জীবঃ স্যাৎ শরীরস্বামিত্বাৎ। প্রাজ্ঞস্তু

নীয়াঃ। তস্মাৎ সংসার্য্যেবানূদ্যতে ন তু পরমাত্মা প্রতিপাদ্যত ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন' ব্যপদেশাদিত্যানুবর্ত্ততে। অয়মভিসন্ধিঃ —কিং সংসারিণোঽন্যঃ পরমাত্মা নাস্তি, তস্মাৎ সংসার্য্যাত্মপরং যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি বাক্যম্, আহোস্বিদিহ সংসারিব্যতিরেকেণ পরমাত্মনোঽসঙ্কীর্ত্তনাৎ সংসারিণশ্চাদিমধ্যাবসানেষবমর্শাৎ সংসার্য্যাত্মপরং, ন তাবৎ সংসার্য্যতিরিক্তস্য তস্যাভাবঃ। তৎপ্রতিপাদকা হি শতশ আগমা ঈক্ষতের্নাশব্দং গতিসামান্যাদিত্যাদিভিঃ সূত্রসন্দর্ভৈরুপপাদিতাঃ। ন চাত্রাপি সংসার্য্যতিরিক্তপরমাত্মসঙ্কীর্ত্তনাভাবঃ,

অনুবাদ এমত নহে, পরমেশ্বরের উপদেশ হইয়াছে। কারণ এই যে, জীব সুষুপ্তিবিষয়ে ও উৎক্রান্তিবিষয়ে (উৎক্রান্তি=মরণ) পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহা ঐ স্থানেই উপদিষ্ট আছে। [সুষুপ্তৌ...গম্যতে] শ্রুতি সুষুপ্তি বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মায় পরিষক্ত (একত্ব প্রাপ্ত) হওয়ায় বাহিরের ও অন্তরের বস্তু জানিতে পারে না।" এ বাক্যে পরমেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত বাক্যের পুরুষ-শব্দ জীববাচী। জীবই জ্ঞাতা; তাহারই বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞান আছে, এবং সেই জ্ঞানেরই নিষেধ সম্ভব। আবার প্রাজ্ঞশব্দ পরমেশ্বরের বোধক। সর্ব্বজ্ঞতারূপ প্রজ্ঞা পরমেশ্বরেই নিত্য অবস্থিত, জীবে তাহা নাই। (জীবে আগন্তুক বা কাদাচিৎক)। অপিচ, উৎক্রান্তিকালেও জীব প্রাজ্ঞ আত্মায় (পরমাত্মায়) অনুগত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে। এই উৎক্রান্তিবাক্যও পর-

স এব পরমেশ্বরঃ। তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাঽত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যদুক্তমাদ্যন্তমধ্যেষু শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বমস্য বাক্যস্যেতি, অত্র ক্রমঃ। উপক্রমে তাবৎ, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্। কিং তর্হি। অনূদ্য সংসারি-স্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাঽস্যৈকতাং বিবক্ষতি। যতো ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্ম্মনিরাকরণ-পরা লক্ষ্যতে। তথোপসংহারেঽপি যথোপক্রমমেবোপ-সংহরতি।—স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিতি। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সংসারী লক্ষ্যতে

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোস্তৎসঙ্কীর্ত্তনাৎ। ন চ প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনো জীবাদ্ভেদেন সঙ্কীর্ত্তনং সতি সম্ভবে রাহোঃ শির ইতিবদৌপচারিকং যুক্তম্। ন চ প্রাজ্ঞ-শব্দঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষশালিনি নিরূঢ়বৃত্তিঃ কথঞ্চিদজ্ঞবিষয়ো ব্যাখ্যাতুমুচিতঃ। ন চ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষোঽসঙ্কুচদ্বৃত্তির্বিদিতসমস্তবেদিতব্যাৎ সর্ব্ববিদোঽন্যত্র সম্ভ-বতি। ন চেত্থম্ভূতো জীবাত্মা। তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন জীবাৎ

মেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিতেছে। উৎক্রান্তিবাক্যের শারীর-শব্দ জীব-বাচী এবং প্রাজ্ঞশব্দও পরমেশ্বরের বোধক। অতএব, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি (মরণ) এই দুই বিষয়ে ঐ দুই বাক্যে জীব হইতে পরমেশ্বরের ভিন্নতা প্রতিপাদিত হওয়ায় পরমেশ্বরই বিচার্য্যবাক্যের বিবক্ষিত, ইহা প্রতীত হয়। [যদুক্ত···ক্রমঃ] বলিয়াছিলে, বাক্যের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে জীবসূচক কথা থাকায় প্রোক্ত বাক্য জীবপ্রতিপাদক, এ বিষয়ে কিছু বলিব। [উপক্রমে···লক্ষ্যতে] প্রথমে যে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ হইয়াছে, জীবের স্বরূপ সে-উল্লেখের বিবক্ষিত নহে। সর্ব্ববিদিত জৈব রূপ অনুবাদ পূর্ব্বক ব্রহ্মের সহিত তাহার অভেদ বলাই বিজ্ঞানময় বাক্যের উদ্দেশ্য। কারণ এই যে, তৎপরবর্ত্তী যাবন্ত বাক্য—সমস্তই ধর্ম্মনিষেধক অর্থাৎ জীবের ধ্যানাদি যে-কিছু ধর্ম্ম সমস্তই অবাস্তর। [তথা···ইত্যর্থঃ] উপসংহার বাক্যও আরম্ভ বাক্যের অনুরূপ। অর্থাৎ যে বিজ্ঞানময় অন্তঃ-

স বা এষ মহানজ আত্মা পরমেশ্বর এবাস্মাভিঃ প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ। যস্তু মধ্যে বুদ্ধ্যন্তাদ্যবস্থোপন্যাসাৎ সংসারিস্বরূপ-বিবক্ষাং মন্যতে স প্রাচীমপি দিশং প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত। যতো ন বুদ্ধ্যন্তাদ্যবস্থোপন্যাসেনাবস্থাবত্ত্বং সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতম্। কিং তর্হি। অবস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ বিবক্ষতি। কথমেতদবগম্যতে। যদত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি পদে পদে পৃচ্ছতি, যচ্চানন্বাগতস্তেন ভবতি, অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি পদে পদে প্রতিবক্তি। অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য

প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদিনা জীবাত্মানং লোকসিদ্ধমনূদ্য তস্য পরমাত্মভাবোঽনধিগতঃ প্রতিপাদ্যতে। ন চ জীবাত্মানুবাদমাত্রপরাণ্যেতানি বচাংসি। অনধিগতার্থাববোধপরং হি শাস্ত্রং প্রমাণং ন ত্বনুবাদমাত্রনিষ্ঠং ভবিতুমর্হতি। অতএব চ সংসারিণঃ পরমাত্মভাববিধানায়াদিমধ্যাবসানেষ্বনুবাদ্যতয়াঽবমর্শ উপপদ্যতে। এবঞ্চ মহত্ত্বঞ্চাজত্বঞ্চ সর্ব্বগতস্য নিত্যস্যাত্মনঃ সম্ভবাল্লাপেক্ষিকং কল্পয়িষ্যতে। যত্তু মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাদিতি নানেনাবস্থাবত্ত্বং বিবক্ষ্যতে, অপি ত্ববস্থানামুপজননাপায়ধর্ম্মকত্বেন তদতিরিক্তমবস্থারহিতং পরমাত্মানং বিবক্ষতি, উপরিতনবাক্যসন্দর্ভালোচনাদিতি।

বুদ্ধিগম্য—সেই বিজ্ঞানময়ই মহান্, জন্মমরণবর্জ্জিত, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর। [যস্ত...বক্তি] মধ্যের অবস্থা বর্ণন দেখিয়া জীববোধক মনে করিয়াছিলে, তাহা পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিলে পশ্চিমদিকে যাইবে। অর্থাৎ তাহা কোনও প্রকারে জীবচিহ্ন হইবেক না। কারণ এই যে, সে বর্ণনা অবস্থাবান্ জীব বুঝাইবার জন্য নহে। জীবের অবস্থারাহিত্য ও অসংসারিত্ব বুঝানই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য বা বিবক্ষিত। [কথ...গন্তব্যম্] যদি বল, কিসে জানিলে ? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি পদে পদে প্রশ্ন করিয়াছেন, "যাহা অতঃপর, যাহা মুক্তির কারণ, তাহাই বল।" পদে পদে প্রত্যুত্তরও দিয়াছেন, "এই পুরুষ অসঙ্গস্বভাব, পুণ্য-পাপের অধীন নহে, পুণ্য

ভবতীতি চ। তস্মাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥*

ইতশ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্। যদস্মিন্ বাক্যে পত্যাদিশব্দা অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতিষেধনাশ্চ ভবন্তি। স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিরিত্যেবঞ্জাতীয়কা অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাঽসাধুনা কনীয়ানিত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ সংসারি-

"সর্ব্বস্য বশী" বশঃ সামর্থ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবত্যয়ম্, ব্যূহাবস্থানসমর্থ ইতি। অত এব সর্ব্বস্যেশানঃ সামর্থ্যেন হ্যয়মুক্তেন সর্ব্বস্যেষ্টে তদিচ্ছানুবিধানাজ্জগতঃ। অত এব সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য নিয়ন্তাঽন্তর্যামীতি যাবৎ। কিঞ্চ স এবম্ভূতো হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষো বিজ্ঞানময়ো ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ানুৎকৃষ্টো ভবতীত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োঽসংসারিণং পরমাত্মানমেব প্রতি-

পাপ উত্তীর্ণ হওয়ায় ইনি সমুদয় শোক হইতে মুক্ত।" এই সকল উল্লেখ দেখিয়া জ্ঞাত হও, নিদর্শিত বাক্য অসংসারী পরমাত্মার প্রতিপাদক।

অন্য কারণ এই যে, ঐ স্থানে পতি, অধিপতি ও ঈশান প্রভৃতি শব্দ আছে অর্থাৎ প্রতিপাদ্য আত্মার ঐ সকল বিশেষণ আছে এবং সংসারি রূপেরও নিষেধ আছে। যথা—"তিনিই সকলের বশকর্ত্তা, সকলের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং সমুদয়ের অধিপতি।" এ সকল বিশেষণ অসংসারী আত্মার বোধক। "তিনি সৎকর্ম্মে বড় হন না, অসৎকর্ম্মেও হীন হন না" এরূপ বাক্যও আছে। এ সকল কথা জীব-স্বভাবের নিষেধক। অতএব,

* পতিপ্রভৃতিবিশেষণেভ্য ইতি যাবৎ। ঈশানো নিয়মনশক্তিমান্। শক্তেঃ কাষ্ঠামাধিপত্যমিতি ভেদঃ।—ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য অংশে পতি প্রভৃতি বিশেষণ থাকাতেও প্রোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর, জীব নহে। জীব কাহার নিয়ন্তা বা অধিপতি নহে।

স্বভাবপ্রতিষেধনপরাস্তস্মাদসংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি গম্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

পাদগ্রন্থি। তস্মাজ্জীবাত্মানং মানান্তরসিদ্ধমনূদ্য তস্য ব্রহ্মভাবপ্রতিপাদন-পরো যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদির্বাক্যসন্দর্ভ ইতি সিদ্ধম্।

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

উক্ত বাক্যে যে পরমেশ্বরই কথিত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত শব্দসমূহের (বিশেষণের) দ্বারা জানা যায়।

চতুর্থঃ পাদঃ ।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥ *

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। তল্লক্ষণং প্রধানস্যাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশব্দ-

---

ত্বাদেতৎ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। তচ্চেদং লক্ষণং ন প্রধানাদৌ গতং যেন ব্যভিচারাদলক্ষণং স্যাৎ, কিন্তু ব্রহ্মণ্যেবেতীক্ষতের্নাশব্দমিতি প্রতিপাদিতম্ । গতিসামান্যঞ্চ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতীতি প্রপঞ্চিতমধস্তনেন সূত্রসন্দর্ভেণ। তৎ কিমবশিষ্যতে যদর্থমুত্তরঃ সন্দর্ভ আরভ্যতে । ন চ মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাদীনাং প্রধানে সমন্বয়েঽপি ব্যভিচারঃ। ন হ্যেতে প্রধানকারণত্বং জগত আহুঃ অপি তু প্রধানসদ্ভাবমাত্রম্। ন চ তৎসদ্ভাবমাত্রেণ জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মলক্ষণস্য কিঞ্চিদ্ধীয়তে। তস্মাদনর্থক উত্তরঃ সন্দর্ভ ইত্যত আহ।—"ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায়"

ব্রহ্মবিচার-প্রতিজ্ঞার পরেই ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সে লক্ষণ প্রধানের (প্রকৃতির) সহিত সমান, এ আশঙ্কা "ঈক্ষতের্নাঽশব্দম্" সূত্রে

---

* আনুমানিকং অনুমাননিরূপিতং অপি প্রধানং একেষাং শাখিনাং কঠশাখিনামিতি যাবৎ শব্দবদুপলভ্যত ইতি শেষঃ। চেৎ যদি শঙ্ক্যতে তন্ন শঙ্কিষ্টেত্যর্থঃ। হেতুমাহ শরীরেতি। তত্র তৎ শরীররূপকবিন্যস্ততয়া গৃহ্যতে ন তু সাংখ্যপ্রসিদ্ধেন ত্রিগুণাদিত্বেন। সাংখ্যপ্রসিদ্ধং প্রধানং তত্র নোক্তং ততশ্চ তস্যাবৈদিকত্বমেব স্থিতমিতি ভাবঃ। দর্শয়তি রূপকং সাদৃশ্যং এব দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যোজ্যম্।—প্রধান অনুমানগম্য সত্য; কিন্তু কোন কোন শাখায় তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তদনুসারে তাহা শাব্দ অর্থাৎ বৈদিক, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সেখানে তাহা শরীরসম্বন্ধীয় রূপক বর্ণনার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং তাহা সাংখ্যের প্রধান নহে। শ্রুতিও রূপক বা সাদৃশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন।

ত্বেন নিরাকৃতমীক্ষতের্নাশব্দমিতি। গতিসামান্যঞ্চ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতীতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রন্থেন। ইদমিদানীমবশিষ্টমাশঙ্ক্যতে। যদুক্তং প্রধানস্যাশব্দত্বং তদসিদ্ধম্। কাসুচিচ্ছাখাসু প্রধানকারণসমর্পণাভাসানাং শব্দানাং শ্রূয়মাণত্বাৎ। অতঃ প্রধানস্য কারণত্বং বেদসিদ্ধমেব মহদ্ভিঃ পরমর্ষিভিঃ কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে। তদ্‌যাবৎ তেষাং শব্দানামন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে, তাবৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলীভবেৎ। অতস্তেষামন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ সন্দর্ভঃ প্রবর্ত্ততে। আনুমানিক-

ইতি। ন প্রধানসদ্ভাবমাত্রং প্রতিপাদয়ন্তি মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাদয়ঃ কিন্তু জগৎকারণং প্রধানমিতি মহতঃ পরমিত্যত্র হি পরশব্দোঽবিপ্রকৃষ্টপূর্ব্বকালত্বমাহ। তথা চ কারণত্বম্। অজামেকামিত্যাদীনান্তু কারণত্বাভিধানমতিস্ফুটম। এবঞ্চ লক্ষণব্যভিচারাৎ তদব্যভিচারায় সূক্ত উত্তরসূত্র-

---

নিরাকৃত হইয়াছে। সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, ইহাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান নহে, তাহাও বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। আর কি অবশিষ্ট আছে? কি আশঙ্কা আছে? যাহার জন্য এই চতুর্থপাদের আরম্ভ? বলিতেছি। আশঙ্কা এই যে, পূর্ব্বে যে প্রধানের (প্রকৃতির) অশব্দত্ব (বৈদিক শব্দের অবিষয়) নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। কেন-না, কোন কোন শাখায় প্রধানবোধক শব্দের শ্রবণ আছে। সুতরাং প্রধান অশাব্দ নহে, শাব্দ। অর্থাৎ বেদসিদ্ধ। কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই বেদসিদ্ধ প্রধানকেই বলিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের স্বোৎপ্রেক্ষিত নহে। অতএব, যাবৎ না সে সকল শব্দের অন্যপদার্থবোধকতা প্রদর্শন করা যায় তাবৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না বা স্থির হয় না। কাযেই সে সকল শব্দের অন্যার্থতা বা ভিন্নার্থতা দেখান আবশ্যক এবং আবশ্যক বলিয়াই এই চতুর্থপাদের আরম্ভ।

[আনু...নৈতদেবম] প্রধান অনুমান গম্য হইলেও কোন কোন শাখায়

মপি অনুমাননিরূপিতমপি প্রধানমেকেষাং শাখিনাং শব্দবদুপলভ্যতে। কাঠকে হি পঠ্যতে, মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি। তত্র য এব যন্নামানো যৎক্রমকাশ্চ মহদব্যক্তপুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাস্ত এবেহ প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানমভিধীয়তে। অতস্তস্য শব্দবত্ত্বাদশব্দত্বমনুপপন্নম্। তদেব চ জগতঃ কারণং, শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্য ইতি চেৎ

সন্দর্ভারম্ভ ইতি। পূর্ব্বপক্ষয়তি।—"তত্র য এব" ইতি। সাংখ্যপ্রবাদরূঢ়িমাহ।—"তত্রাব্যক্ত"মিতি। সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধ্যেন কেবলং রূঢ়িরবয়বপ্রসিদ্ধ্যাপ্যয়মেবার্থোঽবগম্যত ইত্যাহ। "ন ব্যক্ত"মিতি। শান্তঘোরমূঢ়শব্দাদিহীনত্বাচ্চেতি। শ্রুতিরুক্তা। স্মৃতিশ্চ সাংখ্যীয়া ন্যায়শ্চ,—

> *'ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।*
> *কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য॥*
> কারণমস্ত্যব্যক্তম্.—

ইতি। ন চ মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকরণপরিশেষাভ্যামব্যক্তপদং শরীরগোচরম্। শরীরস্য শান্তঘোরমূঢ়রূপশব্দাদ্যাত্মকত্বেনাব্যক্তত্বানুপ-

---

শব্দের ন্যায় (বেদসিদ্ধের ন্যায়) প্রতীত হয়। কঠশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পরম পুরুষ (পরমাত্মা)। সাংখ্যস্মৃতিতে যে-পদার্থ যে-নামে ও যে ক্রমে (মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ) অভিহিত হইয়াছে, কঠশ্রুতিতে ঠিক্ সেই পদার্থ, সেই নামে ও সেই ক্রমে কথিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। অব্যক্ত-শব্দ সাংখ্যের পরিচিত এবং তাহা শব্দাদিবর্জ্জিত বলিয়া ব্যক্ত নহে, অব্যক্ত, এরূপ ব্যুৎপত্তিও সম্ভব হয়। সাংখ্যের তাদৃশ অব্যক্তই নিদর্শিত শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত ও সাংখ্যের অব্যক্ত যদি একই হয়, অভিন্ন হয়, তাহা হইলে আর তাহার অবৈদিকত্ব থাকিল না। পূর্ব্বে যে অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলা হইয়াছে, তাহা বিঘটিত হইয়া গেল। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি, সর্ব্বত্রই তাহা জগৎকারণ বলিয়া খ্যাত আছে।—এরূপ আপত্তি হইলে আমরা বলিব, তাহা

নৈতদেবম্। ন হ্যত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং স্বতন্ত্রং কারণং ত্রিগুণং প্রধানং তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। শব্দমাত্রং হ্যত্রাব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে। স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি যৌগিকত্বাদন্যস্মিন্নপি সূক্ষ্মে দুর্লক্ষ্যে চ প্রযুজ্যতে। ন চায়ং কস্মিংশ্চিদ্রূঢ়ঃ। যা তু প্রধানবাদিনাং রূঢ়িঃ, সা তেষামেব পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূপণে কারণভাবং প্রতিপদ্যতে। ন চ ক্রমমাত্রসামান্যাৎ সমানার্থপ্রতি-

পত্তেঃ। তস্মাৎ প্রধানমেবাব্যক্তমুচ্যত ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে। "নৈতদেবম্।" ন হ্যেতৎ কাঠকং বাক্যমিতি। লৌকিকী হি প্রসিদ্ধিঃ রূঢ়ির্বেদার্থনির্ণয়ে নিমিত্তং তদুপায়ত্বাৎ। যথাহুঃ, য এব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্ত এব চৈষামর্থা ইতি। ন তু পরীক্ষকাণাং পারিভাষিকী পৌরুষেয়ী হি সা ন বেদার্থনির্ণয়নিবন্ধনসিদ্ধৌষধাদিপ্রসিদ্ধিবৎ। তস্মাদ্রূঢ়িতস্তাবন্ন প্রধানং প্রতীয়তে যোগস্ত্বন্যত্রাপি তুল্যঃ। তদেবমব্যক্তশ্রুতাবন্যথাসিদ্ধায়াং প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরগোচরোঽয়মব্যক্তশব্দঃ। যথা চাসৌ তদ্গোচরত্বমুপপদ্যতে তথাগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তেষু শরীরাদিষু মধ্যে বিষয়াংস্তদ্গোচরান্ বিদ্ধি। যথাঽশ্বোঽধ্বানমালম্ব্য চলত্যেবমিন্দ্রিয়হয়াঃ স্বগোচরমালম্ব্যেত্যাত্মা ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। কথমিন্দ্রিয়মনোযুক্তং যোগো যথা ভবতি। ইন্দ্রিয়ার্থ-

---

নহে। [ন···প্রতিপদ্যতে] কঠশ্রুতি সাংখ্যের মহৎকে ও অব্যক্তকে বলে নাই। সাংখ্য যে-স্বতন্ত্র ত্রিগুণ অব্যক্ত প্রতিপাদন করে, সেই অব্যক্তই যে কঠশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। কঠশ্রুতিতে কেবল সাংখ্যের "অব্যক্ত" শব্দটাই পঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে সত্য; কিন্তু তাহার অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। অর্থাৎ যে অব্যক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে ত্রিগুণ অচেতন পদার্থ বিশেষের বোধক, কঠশ্রুতির অব্যক্তও সেই অব্যক্ত, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান জন্মে না। যাহা ব্যক্ত নহে তাহাই অব্যক্ত, এ অর্থ বা এরূপ যোগার্থ লইয়া দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্মতত্ত্বেও অব্যক্ত শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। অব্যক্ত-নামে কোন রূঢ় (সর্ব্ববিদিত) পদার্থ নাই। যাহা কেবলমাত্র সাংখ্যের রূঢ়ি, সাংখ্যের পরিভাষা, তাহা লইয়া বেদার্থ নিরূপণ হয় না। [ন চ···গৃহীতেঃ] ক্রম সমান হইলেই যে অর্থ সমান হয়, তাহা

পত্তিৰ্ভবত্যসতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে। ন হ্যশ্বস্থানে গাং পশ্যন্নশ্বোঽয়মিত্যমূঢ়োঽধ্যবস্যতি। প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্র ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ। শরীরং হ্যত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে। কুতঃ, প্রকরণাৎ পরিশেষাচ্চ। তথা হ্যনন্তরাতীতো গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপককৢপ্তিং দর্শয়তি —

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥" ইতি

মনঃসন্নিকর্ষেণ হি আত্মা গন্ধাদীনাং ভোক্তা। প্রধানস্যাকাঙ্ক্ষাবতো বচনং প্রকরণমিতি গন্তব্যং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রধানমিতি তদাকাঙ্ক্ষামবতার-

য় না। (সাংখ্য মঃ ... রে অব্যক্ত, তৎপরে পুরুষ বলিয়াছেন, শ্রুতিও মহত্তের স্থানে মহৎ, অব্যক্তের স্থানে অব্যক্ত ও পুরুষের স্থানে পুরুষ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতির মহৎ ও অব্যক্ত সাংখ্যের মহত্তের ও অব্যক্তের সহিত সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই)। কোন্ মূঢ় অশ্ব স্থানে গো দেখিয়া গো'কে অশ্ব বলিয়া নিশ্চয় করে? প্রকরণ-পর্য্যালোচনা করিলেও সাংখ্যকল্পিত প্রধানের প্রতীতি হইবে না। কারণ এই যে, ঐ স্থলে শরীর-রূপ রূপক বর্ণনার জন্য সাংখ্যোক্ত প্রধান শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই অনুভূত হয়। [শরীরং···দর্শয়তি] সেখানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত রথের সাদৃশ্য কল্পনা হইয়াছে। এ অর্থ প্রকরণ ও বাক্য উভয়ের দ্বারাই জানা যায়। কঠশ্রুতি অব্যক্ত-শব্দ উল্লেখ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আত্মাকে রথীর সদৃশ, শরীর রথের সদৃশ, এইরূপ বলিয়াছেন। [আত্মানং···ইতি] যথা "আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মন'কে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়-সমূহকে তাহার গোচর (ভ্রমণ স্থান) বলিয়া জান" মনীষীগণ বলিয়াছেন,

তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি। সংযতৈস্ত্বধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা, কিন্তদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়াং তেভ্য এবং প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মানমধ্বনঃ পারং তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং দর্শয়তি।—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" ইতি

তত্র য এবেন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্ব্বস্যাং রথরূপককল্পনায়ামশ্বাদিভাবেন প্রকৃতাস্ত এবেহ পরিগৃহ্যন্তে, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপরিহারায়। তত্রেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়স্তাবৎ পূর্ব্বত্রেহ

য়তি।—"তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈ"রিতি। অসংযমাভিধানং ব্যতিরেকমুখেন সংযমাবদাতীকরণং, পরশব্দঃ শ্রেষ্ঠবচনঃ। নন্বান্তরত্বেন যদি শ্রেষ্ঠত্বং

আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন, মিলিত এতত্রিতয়ের নাম ভোক্তা।" [তৈ.. গতিরিতি] ঐ সকল যদি অসংযত থাকে, দমিত না হয়, তাহা হইলে জীব সংসারে নিপতিত হয়। সংযত হইলে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ কি? এরূপ আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হওয়ায় পর পর ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করতঃ সকলের পর ও পথের পার (ভ্রমিতব্য পথের সমাপ্তি) স্থলে বিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ করিয়াছেন যথা:—"ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ (বিষয়), অর্থের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির পরে মহান্ আত্মা, মহান্ আত্মার পরে (মহৎ=মূল বুদ্ধি বা সমষ্টি বুদ্ধি), অব্যক্ত (কর্ম্মবীজ=বা কার্য্যসংস্কার), অব্যক্তের পরে পরমপুরুষ (কেবল চিৎ)। পুরুষের পরে বা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই। পুরুষই চরম, পুরুষই গন্তব্য পথের সীমা—শেষ সীমা" [তত্র...পরম্] পূর্ব্বশ্লোকে রথ-সাদৃশ্য কল্পনার্থ যেগুলি (ইন্দ্রিয়াদি) কথিত হইয়াছিল—সেইগুলিই পরশ্লোকে কথিত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা, প্রকৃত পরিত্যাগ

চ সমানশব্দা এব। অর্থা যে শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়হয়-গোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টাস্তেষাং চেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বম্। ইন্দ্রিয়াণাং চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বমিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং, মনোমূলত্বাদ্বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিং হ্যারুহ্য ভোগ্যজাতং ভোক্তারমুপসর্পতি। বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরো যঃ স আত্মানং রথিনং বিদ্ধীতি রথিত্বেনোপক্ষিপ্তঃ। কুতঃ, আত্মশব্দাৎ। ভোক্তুশ্চ

তদেন্দ্রিয়াণামেব বাহেভ্যো গন্ধাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বং স্যাদিত্যত আহ।—"অর্থা যে শব্দাদয়" ইতি। নান্তরত্বেন শ্রেষ্ঠত্বমপি তু প্রধানতয়া তচ্চ বিবক্ষাধীনং গ্রহেভ্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যোঽতিগ্রহতয়াঽর্থানাং প্রাধান্যং শ্রুত্যা বিবক্ষিতমতীন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থানাং প্রাধান্যাৎ পরত্বং ভবতি। ঘ্রাণজিহ্বাবাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনোহস্তত্বচো হীন্দ্রিয়াণি শ্রুত্যাষ্টৌ গ্রহা উক্তাঃ। গৃহ্নন্তি বশীকুর্ব্বন্তি খল্বেতানি পুরুষপশুমিতি। ন চৈতানি স্বরূপতো বশীকর্ত্তুমীশতে যাবদস্মৈ পুরুষপশবে গন্ধরসনামরূপশব্দকামকর্ম্মস্পর্শান্নোপহরন্তি। অতএব গন্ধাদয়োঽষ্টাবতিগ্রহাস্তদুপহারেণ গ্রহাণাং গ্রহত্বোপপত্তেঃ। তদিদমুক্ত"মিন্দ্রিয়াণাঞ্চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বমি"তি। "শ্রুতিপ্রসিদ্ধেরি"তি। গ্রহত্বেনেন্দ্রিয়ৈঃ সাম্যেঽপি মনসঃ স্বগতেন বিশেষেণার্থেভ্যঃ পরত্বমাহ।—"বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্ব"মিতি। কস্মাৎ পুনারথিত্বেনোপক্ষিপ্তো গৃহ্যত ইত্যত আহ।—"আত্মশব্দা"দিতি। তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠত্বে হেতুমাহ।—"ভোক্তুশ্চ" ইতি। তদনেন জীবাত্মা স্বামিতয়া মহানুক্তঃ। অথবা

ও অপ্রকৃত গ্রহণ, এই দুই দোষ হইবেক। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এ তিনটী পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহিত সমান। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে-অর্থে ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, পরেও সেই অর্থে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিষয় ও অনন্তর শ্লোকোক্ত অর্থ সমান। ইন্দ্রিয় সকল গ্রহ, বিষয় সকল অতিগ্রহ, এই শ্রৌত উপদেশ অনুসারেই ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব। বিষয় অপেক্ষা মনের পরত্ব কোন্ রূপে? তাহাও বলিতেছি। বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারের মূল কারণ মন, সুতরাং মনঃ বিষয়াপেক্ষা পর। মনের পরে বুদ্ধি, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মন বুদ্ধ্যারূঢ় হইয়াই, বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াই, ভোগ্যসমূহকে ভোক্তার নিকট অর্পণ করে। সুতরাং বুদ্ধি

ভোগোপকরণাৎ পরত্বোপপত্তেঃ। মহত্ত্বং চাস্য স্বামিত্বা-
দুপপন্নম্। অথ বা,—

"মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা সম্বিচ্চিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে॥"

ইতি স্মৃতেঃ,

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।" ইতি চ শ্রুতেঃ,

যা প্রথমজস্য হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং পরমা প্রতিষ্ঠা সেহ মহানাত্মেত্যুচ্যতে। সা চ পূর্ব্বত্র বুদ্ধি-গ্রহণেনৈব গৃহীতা সতী স্পষ্টায় হিরুক্ ইহোপদিশ্যতে। তস্যা অপি অস্মদীয়াভ্যোবুদ্ধিভ্যঃ পরত্বোপপত্তেঃ। এত-

---

শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধিরাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যত আহ।—"অথ বে"ত। "পূরি"তি। ভোগ্যজাতস্য বুদ্ধিরধিকরণমিতি বুদ্ধিঃ পূঃ। তদেবং সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং প্রথমজহিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যেকনীড়তয়া হিরণ্যগর্ভবুদ্ধের্ম্মহত্ত্বং চাপনাদাত্মত্বঞ্চ। অত এব বুদ্ধিমাত্রাৎ পৃথক্করণমুপপন্নম্। নন্বেতস্মিন্ পক্ষে হিরণ্যগর্ভবুদ্ধেরাত্মত্বান্ন রথিন আত্মনো ভোক্তুরত্রোপাদানমিতি ন

মন অপেক্ষা পর। বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা পর, বড়, এ কথার অভি-প্রায়, মহান্ আত্মাই ভোগের দ্বারস্বরূপ, সুতরাং পর অর্থাৎ বড়। অথ বা..: কিংবা যাহার নাম মন, মহান্, মতি, ব্রহ্মা, পূর্, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, সংবিৎ, চিতি, স্মৃতি এবং যিনি শ্রুতিতে "যিনি ব্রহ্মার বিধান করিয়া, সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে বেদ প্রদান বা প্রেরণ (বেদজ্ঞান আবির্ভাবন) করিয়াছিলেন।" এবম্প্রকারে উক্ত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানী ও হিরণ্যগর্ভ নামে বিখ্যাত, তিনি বা তাঁহার বুদ্ধি অস্মাদির বুদ্ধির ও সকল বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বা মূল ভূমি। এই হিরণ্যগর্ভ বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই এখানে "মহান্ আত্মা" নামে উক্ত হইয়াছে। যদিও বুদ্ধিশব্দের উল্লেখে হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ সিদ্ধ হয়, হইলেও স্পষ্টতার নিমিত্ত পুনরুল্লেখ দোষাবহ নহে এবং অস্মাদির বুদ্ধি অপেক্ষা তদীয়বুদ্ধির পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) সহজেই উপপন্ন হয়।

স্মিংস্তু পক্ষে পরমাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন আত্মনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্। পরমার্থতস্তু পরমাত্মবিজ্ঞানাত্মনোর্ভেদাভাবাৎ। তদেবং শরীরমেবৈকং পরিশিষ্যতে। তেষু ইতরাণীন্দ্রিয়াদীনি প্রকৃতান্যেব পরমপদদিদর্শয়িষয়া সমনুক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যক্তশব্দেন পরিশিষ্যমাণং প্রকৃতং শরীরং দর্শয়তীতি গম্যতে। শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হ্যবিদ্যাবতো ভোক্তুঃ শরীরাদীনাং রথাদিরূপককল্পনয়া সংসারমোক্ষগতিনিরূপণেন প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা। তথা চ,—

রথমাত্রং পরিশিষ্যতেঽপি তু রথবানপীত্যত আহ।—"এতস্মিংস্তু পক্ষ"ইতি। যথা হি সমারোপিতং প্রতিবিম্বং বিম্বান্ন বস্তুতো ভিদ্যতে তথা ন পরমাত্মনো বিজ্ঞানাত্মা বস্তুতো ভিদ্যত ইতি পরমাত্মৈব রথবানিহোপাত্তস্তেন রথমাত্রং পরিশিষ্টমিতি। অথ রথাদিরূপককল্পনায়াঃ শরীরাদিষু কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ।—"শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হী"তি। বেদনা, সুখাদ্যনুভবঃ। প্রত্যর্থমঞ্চতীতি প্রত্যগাত্মেহ জীবো ঽভিন্নতস্তস্য ব্রহ্মভাবগতিঃ। ন চ জীবস্য ব্রহ্মত্বং মানান্তরসিদ্ধং যেনাত্র নাগমোঽপেক্ষ্যেতেত্যাহ।—"তথা" চেতি। বাগিতি তু ছান্দসো দ্বিতীয়ালোপঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুশয়বীজনিরাকরণপরং সূত্রম্।

[এতস্মিংস্তু…ভাবাৎ] এ পক্ষে বা এ অর্থে, পরমাত্মাই রথী আত্মা। পরন্তু জীব-পরমাত্মার বাস্তব ভেদ নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য। [তদেবং…বিবক্ষিতা] পূর্ব্ব শ্লোকের সমস্তই পর শ্লোকে আছে, কেবল শরীর নাই। ইহাতে বোধ হয়, নিশ্চিত হয়, শ্রুতি শরীর-শব্দ ত্যাগ করিয়া অব্যক্ত-শব্দ উচ্চারণ করতঃ প্রস্তাবিত শরীরকেই (যাহা আত্মার রথ তাহাকেই) বলিয়াছেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়, বেদনা (সুখাদ্যনুভব), এতৎসংযুক্ত অবিদ্যাবান্ জীবের শরীর প্রভৃতিকে রথাদিরূপকে বর্ণন করতঃ ভোক্তার সংসারগতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন করায় ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের বর্ণন করাই হইয়াছে এবং তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করাই তদ্বিধ রূপক কল্পনার উদ্দেশ্য। [তথাচ… দর্শয়তি] শ্রুতি "এই আত্মা সকল ভূতে গূঢ় ; গূঢ় বলিয়া বিস্পষ্ট

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে ।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥" ইতি ।

বৈষ্ণবস্য পরমপদস্য দুরবগমত্বমুক্ত্বা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি—

"যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥" ইতি ।

এতদুক্তং ভবতি । বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ—বাগাদিবাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠেৎ । মনোঽপি বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পদোষদর্শনেন জ্ঞানশব্দোদিতায়াং বুদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ । তামপি বুদ্ধিং মহত্যাত্মনি ভোক্তর্য্যগ্র্যায়াং বা বুদ্ধৌ সূক্ষ্মতাপাদনেন নিযচ্ছেৎ । মহান্তং ত্বাত্মানং শান্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে পরস্যাং কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদিতি । তদেবং পূর্ব্বাপরালোচনায়াং নাস্ত্যত্র পরপরিকল্পিতস্য প্রধানস্যাবকাশঃ ॥ ১॥

নাহেন ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী যোগীরা নির্ম্মল সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা (সূক্ষ্মবুদ্ধি = যোগ) তাহাকে দর্শন করেন।" এইরূপে শ্রুতি বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরমপদের দুর্ব্বোধ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্বোধের নিমিত্ত যোগও বলিয়াছেন। [যচ্ছেৎ...কাশঃ] বুদ্ধিমান্ যোগী প্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন (বহিরিন্দ্রিয়ব্যাপার ত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন)। পরে মন'কে জ্ঞানে ধারণ করিবেন অর্থাৎ বিকল্প দোষ দর্শন করতঃ বিষয়বিকল্পক মন'কে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পর্য্যবসান করিবেন। অনন্তর বুদ্ধিকে মহদাত্মায় নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া ভোক্তৃ-আত্মায় (জীবাত্মায়) প্রবিষ্ট করাইবেন। অবশেষে তাহাকে (জীবকে) শান্ত আত্মায় (পরমাত্মায়) প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। এই আত্মাই সর্ব্ব পর, এই আত্মাই প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরম পুরুষ ও প্রাপ্যতার শেষ। এবম্প্রকারে প্রোক্ত প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচন করিলে সাংখ্যের প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইবে না।

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥ *

উক্তমেতৎ প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যক্তশব্দং ন প্রধানমিতীদমিদানীমাশঙ্ক্যতে কথমব্যক্তশব্দার্হত্বং শরীরস্য যাবতা স্থূলত্বাৎ স্পষ্টতরমিদং শরীরং ব্যক্তশব্দার্হং অস্পষ্ট-বচনস্ত্বব্যক্তশব্দ ইতি। অত উত্তরমুচ্যতে। সূক্ষ্মন্ত্বিহ কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষ্যতে, সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ। যদ্যপি স্থূলমিদং শরীরং ন স্বয়মব্যক্তশব্দমর্হতি তথাপি তস্য ত্বারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মমব্যক্তশব্দমর্হতি। প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে দৃষ্টঃ, যথা গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরং ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ

প্রকৃতের্ব্বিকারাণামনন্যত্বাৎ প্রকৃতেরব্যক্তত্বং বিকার উপচর্য্যতে। যথা গোভিঃ শ্রীণীতেতি গোশব্দস্তদ্বিকারে পয়সি। অব্যক্তাৎ কারণাদ্ বিকা-রাণামনন্যত্বেনাব্যক্তশব্দার্হত্বে প্রমাণমাহ।—"তথা চ শ্রুতি"রিতি। অব্যা-

প্রকরণ ও বাক্য শেষ দেখিয়া ও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া অব্যক্ত-শব্দের শরীর-অর্থ স্থির করিতেছ কর; কিন্তু আশঙ্কা, শ্রুতি কি প্রকারে ব্যক্ত শব্দের যোগ্য শরীরকে অব্যক্ত বলিলেন? শরীর স্থূল, অতি স্থূল, স্পষ্টই দেখা যায়, সুতরাং ইহা ব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত, কি প্রকারে তাহা অস্পষ্টবাচী অব্যক্ত? এই কথার প্রত্যুত্তর সূত্র "সূক্ষ্মন্তু" ইতি। ঐ অব্যক্ত শব্দ স্থূলশরীর অভিপ্রায়ে উচ্চারিত হয় নাই, কারণ শরীরাভি-প্রায়েই কথিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও কারণ সমানার্থ। যাহা সূক্ষ্ম—তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। [যদ্যপি…দর্শয়তি] যদিও এই স্থূল শরীর স্বয়ং অব্যক্তশব্দযোগ্য নহে, না হইলেও ইহার আরম্ভক (প্রকৃতি বা উপা-দান) সূক্ষ্ম ভূতনিচয় অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। বিকার-পদার্থে প্রকৃতিবাচক

* তু-শব্দঃ শঙ্কানিষেধার্থঃ। যদুক্তং শরীরমব্যক্তশব্দং তৎ সূক্ষ্মং কারণং কারণশরীর-বিষয়মিত্যর্থঃ। ততশ্চ স্থূলত্বাৎ ব্যক্তশব্দার্হং শরীরং কথমব্যক্তশব্দেনোক্তমিতি শঙ্কা ন কার্য্যা। তদর্হত্বাৎ অব্যক্তস্যৈব সূক্ষ্মশব্দযোগ্যত্বাদিতি সূত্রার্থঃ।—শরীরই অব্যক্ত। যে শরীর রথ-রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, সে শরীর কারণশরীরাভিপ্রায়ে কথিত। কারণ শরীর সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং অব্যক্ত যাহা যাহা সূক্ষ্ম তাহা তাহাই অব্যক্তশব্দের যোগ্য বিস্তৃত বর্ণনা ভাষ্যানুবাদে আছে

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি, ইদমেব ব্যাকৃতং নাম-রূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃতনামরূপং বীজশক্ত্যবস্থমব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥ *

অত্রাহ, যদি জগদিদমনভিব্যক্তনামরূপং বীজাত্মকং প্রাগবস্থমব্যক্তশব্দার্হমভ্যুপগম্যেত, তদাত্মনা চ শরীরস্যাপ্য-ব্যক্তশব্দার্হত্বং প্রতিজ্ঞায়েত, স এব তর্হি প্রধানকারণবাদ

কৃতমব্যক্তমিত্যনর্থান্তরম্। নন্বেবং সতি প্রধানমেবাভ্যুপেতং ভবতি, সুখ-দুঃখমোহাত্মকং হি জগদেবম্ভূতাদেব কারণাদ্ভবিতুমর্হতি কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। যচ্চ তস্য সুখাত্মকত্বং তৎ সত্ত্বম্, যচ্চ তস্য দুঃখাত্মকত্বং তদ্রজঃ, যচ্চ তস্য মোহাত্মকত্বং তত্তমঃ। তথা চাব্যক্তং প্রধানমেবাভ্যুপেতমিতি শঙ্কানিরাকরণার্থং সূত্রম্।

প্রধানং হি সাংখ্যানাং সেশ্বরাণামনীশ্বরাণাং বেশ্বরাৎ ক্ষেত্রজ্ঞেভ্যো বা বস্তুতো ভিন্নং শক্যং নির্ব্বক্তুম্। ব্রহ্মণস্ত্বিয়মবিদ্যা শক্তির্মায়াদিশব্দবাচ্যা ন

শব্দের প্রয়োগ অনেক দেখা গিয়াছে। যথা—"সোম গাভির সহিত মিশ্রিত করিবেক।" দুগ্ধের প্রকৃতি গো, সেই গো ঐ শ্রুতিতে তদ্বিকার দুগ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এ সকল অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ছিল।" অব্যাকৃত=বীজ-শক্তি। এই বিভিন্ন নাম রূপাত্মক জগৎ পূর্ব্বে অব্যাকৃত অর্থাৎ নামরূপবর্জ্জিত ছিল। এ সকল নাম রূপাদি বীজরূপে বা শক্তিরূপে ছিল, এজন্য সে অবস্থা অব্যক্ত।

কেহ কেহ বলিবেন, যদি অনভিব্যক্ত নামরূপ বীজরূপে অবস্থিত পূর্ব্বা-বস্থাপন্ন জগৎকে অব্যক্তশব্দের যোগ্য বল, তদ্দৃষ্টান্তে বীজীভূত শরীরকেও অর্থাৎ (শরীরের কারণ বা মূলতত্ত্বকেও) অব্যক্ত শব্দের বোধ্য বল, তাহা হইলে প্রকারান্তরে প্রধানবাদ স্বীকার করা হইল। কারণ, সাংখ্য

---

* যথেন্দ্রিয়ব্যাপারস্যার্থাধীনত্বাৎ পরত্বমেবং সূক্ষ্মশরীরাধীনত্বাৎ, বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য। অথবা তস্যেশ্বরাধীনত্বাৎ ন কশ্চিদ্দোষ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—সূক্ষ্ম শরীর স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে, ঈশ্বরাধীন, সুতরাং সিদ্ধান্ত হানিদোষ হয় না। আমাদের মতে বন্ধমোক্ষব্যবহার সূক্ষ্ম শরীরের অধীন, সেই জন্য তাহা পর।

এবং সত্যাপদ্যেত, অস্যৈব জগতঃ প্রাগবস্থায়াঃ প্রধানত্বেনাভ্যুপগমাদিতি। অত্রোচ্যতে। যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদম্। পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। মুক্তানাঞ্চ পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দাহাৎ। অবিদ্যা-

শক্যা তত্ত্বেনান্যত্বেন বা নির্বক্তুম্। ইদমেবাস্যা অব্যক্তত্বং যদনির্বাচ্যত্বং নাম। সোঽয়মব্যাক্তবাদস্য প্রধানবাদাদ্ভেদঃ। অবিদ্যাশক্তেশ্চেশ্বরাধীনত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ। ন চ দ্রব্যমাত্রমশক্তং কার্য্যায়ালমিতি শক্তেরর্থবত্ত্বং, তদিদমুক্তমর্থবদিতি। স্যাদেতৎ। যদি ব্রহ্মণোঽবিদ্যাশক্ত্যা সংসারঃ প্রতীয়তে হন্ত মুক্তানামপি পুনরুৎপাদপ্রসঙ্গঃ, তস্যাঃ প্রধানবত্তাদবস্থ্যাৎ, তদ্বিনাশে বা সমস্তসংসারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ মূলাবিদ্যাশক্তেঃ সমুচ্ছেদাদিত্যত আহ।—"মুক্তানাঞ্চ পুন"র্বন্ধস্য "অনুৎপত্তিঃ"। কুতঃ "বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দাহাৎ"। অয়মভিসন্ধিঃ।—ন বয়ং প্রধানবদবিদ্যাং সর্ব্বজীবেম্বেকামাচক্ষ্মহে যেনৈবমুপালভেমহি, কিং ত্বিয়ং প্রতিজীবং ভিদ্যতে। তেন যস্যৈব জীবস্য বিদ্যোৎপন্না তস্যৈবাবিদ্যাঽপনীয়তে ন জীবান্তরস্য, ভিন্নাধিকর-

বাদীরা জগতের পূর্ব্বাবস্থাকেই প্রধান বলেন। বাদিগণের এ আপত্তির প্রত্যুত্তর এই যে, যদি আমরা স্বতন্ত্র বা পৃথক্ পূর্ব্বাবস্থাকে (জগতের) জগৎ কারণ বলিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের প্রধানবাদ অঙ্গীকৃত হইত। আমরা যে পূর্ব্বাবস্থা অঙ্গীকার করি, তাহা পরমেশ্বরের অধীন, সাংখ্যের ন্যায় স্বাধীন নহে। [সা···জীবাঃ] তাহাই অবশ্য স্বীকার্য্য; তাহাই প্রয়োজনীয়। সে অবস্থা বা সে পূর্ব্বাবস্থা ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম নিঃশক্তি, সুতরাং সেই শক্তির যোগে তিনি পরমেশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা। সে শক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। তাহা মায়া, জ্ঞান তাহাকে নষ্ট করে, তৎকারণে মুক্তজীবের পুনঃসংসার হয় না। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে শক্তি দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তাহা অবিদ্যা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেই অবিদ্যাত্মিকা বীজ-শক্তিই অব্যক্তশব্দের নির্দ্দেশ্য অর্থাৎ

ত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তির্যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ। তদেতদব্যক্তং কচিদাকাশশব্দনির্দ্দিষ্টং, এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতেঃ। কচিদক্ষরশব্দোদিতং, অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ।

ণয়োর্ব্বিদ্যাবিদ্যয়োরবিরোধাৎ, তৎ কুতঃ সমস্তসংসারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। প্রধানবাদিনাং ত্বেষ দোষঃ—প্রধানস্যৈকত্বেন তদুচ্ছেদে সর্ব্বোচ্ছেদোঽনুচ্ছেদে বা ন কস্য চিদিত্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। প্রধানভেদেঽপি চেতনদবিবেকখ্যাতিলক্ষণাবিদ্যাসদসত্ত্বনিবন্ধনৌ বন্ধমোক্ষৌ তর্হি কৃতং প্রধানেনাবিদ্যাসদসত্ত্বাভ্যামেব তদুপপত্তেঃ। ন চাবিদ্যোপাধিভেদাধীনো জীবভেদো জীবভেদাধীনশ্চাবিদ্যোপাধিভেদ ইতি পরস্পরাশ্রয়াদুভয়াসিদ্ধিরিতি সাম্প্রতম্। অনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবদুভয়সিদ্ধেঃ। অবিদ্যাত্বমাত্রেণ চৈকত্বোপচারোঽব্যক্তমিতি চাব্যাকৃতমিতি চেতি। নন্বেবমবিদ্যৈব জগদ্বীজমিতি কৃতমীশ্বরেণেত্যত আহ।—"পরমেশ্বরাশ্রয়ে"তি। ন হ্যচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং কার্য্যায় পর্য্যাপ্তমিতি স্বকার্য্যং কর্ত্তুং পরমেশ্বরং নিমিত্ততয়োপাদানতয়া চাশ্রয়তে, প্রপঞ্চবিভ্রমস্য হীশ্বরাধিষ্ঠানত্বমহিবিভ্রমস্যেব রজ্জ্বধিষ্ঠানত্বং, তেন যথাঽহিবিভ্রমো রজ্জূপাদান এবং প্রপঞ্চবিভ্রম ঈশ্বরোপাদানঃ। তস্মাজ্জীবাধিকরণাপ্যবিদ্যা নিমিত্ততয়া বিষয়তয়া চেশ্বরমাশ্রয়ত ইতীশ্বরাশ্রয়েত্যুচ্যতে, ন ত্বাধারতয়া, বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণি তদনুপপত্তেরিতি। অত এবাহ "যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবা" ইতি। যস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং শেরতে

তাহারই অন্য নাম অব্যক্ত। তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত, তাহা মায়াময়ী, তাহার অন্য নাম মহাসুষুপ্তি ও মহাপ্রলয়। প্রলয়কালে সংসারি জীব তাহাতেই স্বরূপপ্রতিবোধশূন্য হইয়া শয়ান থাকে। বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে, তেমনি, সেই অবিদ্যা বীজে জগৎ থাকে। [তদেত·· শরীরস্য] শ্রুতিতে এই অব্যক্ত আকাশ, অক্ষর ও মায়া নামে কথিত হয়। যথা—"হে গার্গি! আকাশ কিসে ওতপ্রোত ?" "পর অক্ষর হইতেও পর" "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।" ইত্যাদি। মায়া-শক্তি বস্তু সৎ, কি অসৎ, সত্য কি মিথ্যা, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে পৃথক্, কি অপৃথক্, তাহা নিরূপণ করা যায় না। সেই জন্য তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঈদৃশ অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে

কচিন্মায়েতি সূচিতং, মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহে-
শ্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ। অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্বনিরূ-
পণস্যাশক্যত্বাৎ। তদিদং মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্।
অব্যক্তপ্রভবত্বান্মহতঃ। যদা হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধির্মহান্, যদা তু
জীবো মহাংস্তদাপ্যব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য মহতঃ পরম-
ব্যক্তমিত্যুক্তম্। অবিদ্যা হ্যব্যক্তম্। অবিদ্যাবত্ত্বে চ জীবস্য
সর্ব্বঃ সংব্যবহারঃ সন্ততো বর্ত্ততে। তচ্চাব্যক্তগতং মহতঃ
পরত্বমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে।
সত্যপি শরীরবদিন্দ্রিয়াদীনাং স্বশব্দৈরেব গৃহীতত্বাৎ। পরি-
শিষ্টত্বাচ্চ শরীরস্য। অন্যে তু বর্ণয়ন্তি, দ্বিবিধং হি শরীরং

জীবাঃ। জীবানাং স্বরূপং বাস্তবং ব্রহ্ম তদ্বোধরহিতাঃ শেরত ইতি লয় উক্তঃ।
সংসারিণ ইতি বিক্ষেপ উক্তঃ। "অব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য" ইতি। যদ্যপি
জীবাব্যক্তয়োরনাদিত্বেনানিয়তং পৌর্ব্বাপর্য্যং তথাপ্যব্যক্তস্য পূর্ব্বত্বং বিব-
ক্ষিত্বৈতদুক্তং "সত্যপি শরীরবদিন্দ্রিয়াদীনা"মিতি। গোবলীবর্দ্দপদবদে-
তৎ দ্রষ্টব্যম্। আচার্য্যদেশীয়মতমাহ।—"অন্যেত্বি"তি। এতন্ন্ময়ন্তি —

বলিয়া শ্রুতি "মহতঃ পরমব্যক্তম্" বলিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির
নাম মহান্ (মহত্তত্ত্ব), এ পক্ষেও ঐ অর্থ সঙ্গত হইবে। যদি জীবকে
মহান্ বল, তাহা হইলে জীব অব্যক্তের অধীন; সুতরাং সে পক্ষেও
"মহতঃ পরমব্যক্তং" কথা সঙ্গত হয়। বিবেচনা কর, অবিদ্যাই অব্যক্ত,
জীবও তদ্বিশিষ্ট। তদ্বিশিষ্ট বলিয়াই জীবের জীবত্ব ও তাহার সমস্ত ব্যবহার
অলুপ্ত বা অচ্ছিন্ন থাকে। জৈবিক ব্যবহার অবিদ্যার অধীন বলিয়াই
শ্রুতি উপচারক্রমে অব্যক্তকে পর বলিতেও পারেন। শরীর ও ইন্দ্রিয়
উভয়ই অব্যক্তের বিকার সত্য; পরন্তু অভেদ (শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে;
এক।) অভিপ্রায়ে শরীরকে অব্যক্ত বলা অন্যায্য নহে। শ্রুতি "ইন্দ্রিয়
অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ" এতদ্রূপে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ করিয়া বলাতেও পরিশেষ
প্রযুক্ত অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের গ্রহণ হইতে পারে। [অন্যে···মিতি]
কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, শরীর দ্বিবিধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল

স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ। স্থূলং যদিদমুপলভ্যতে। সূক্ষ্মং যদুত্তরত্র বক্ষ্যতে, তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি। তচ্চোভয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূর্ব্বং রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতং, ইহ তু সূক্ষ্মমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ। তদধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য জীবাত্মস্য পরত্বম্। যথা অর্থাধীনত্বাদিন্দ্রিয়ব্যাপারস্যেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বমর্থানামিতি। তৈস্ত্বেতদ্বক্তব্যম্। অবিশেষেণ শরীরদ্বয়স্য পূর্ব্বত্র রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্টত্বয়োঃ কথং সূক্ষ্মমেব শরীরমিহ গৃহ্যতে ন পুনঃ স্থূলমপীতি। আম্নাতস্যাঽর্থং প্রতিপত্তুং প্রভবামো নাম্নাতং পর্য্যনুযোক্তুম্। আম্নাতঞ্চাব্যক্তপদং সূক্ষ্মমেব প্রতিপাদয়িতুং

"তৈস্ত্বি"তি। প্রকরণপারিশেষ্যয়োরুভয়ত্র তুল্যত্বান্নৈকগ্রহণনিয়মহেতুরস্তি।

শরীর এই—যাহা নিত্য উপলব্ধ হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীর পরে বর্ণিত হইবে। পূর্ব্ব শ্রুতি স্থূল শরীরকেই রথ বলিয়াছেন এবং এ শ্রুতি অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই যে, সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য এবং বন্ধ মোক্ষ ব্যবহারও সূক্ষ্ম শরীর ঘটিত। কাযেই তাহা জীব অপেক্ষা বড়। যেমন ইন্দ্রিয় ব্যাপার বিষয়ের অধীন (বিষয়ের অভাবে কোনও ইন্দ্রিয় সব্যাপার হয় না বা থাকে না) বলিয়া ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব, তেমনি, জৈবিক বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবহার সূক্ষ্ম শরীরের অধীন বলিয়া জীব অপেক্ষা অব্যক্ত-নামক সূক্ষ্ম শরীরের পরত্ব। [তৈ...প্রসঙ্গাৎ] ঐরূপ বলিলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে, প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, যখন পূর্ব্ব শ্লোকে স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভাগ না করিয়া সামান্যতঃ শরীরকে রথ বলা হইয়াছে এবং প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তির সাম্য আছে, তখন যে পরশ্লোকে সূক্ষ্ম শরীরেরই গ্রহণ, স্থূল শরীরের নহে, ইহা তুমি কিসে জানিলে? যদি বল, আমরা শ্রুত্যুক্ত কথার অর্থ করিতে পারি, কেন বলিলেন বলিয়া শ্রুতিকে অনুযোগ করিতে পারি না, সুতরাং শ্রুতিকথিত অব্যক্ত-শব্দের সারসিক অর্থ সূক্ষ্ম, তাহাই বলিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি,

র্শয়েতি নেতরদব্যক্তত্বাৎ তস্যেতি চেৎ, ন, একবাক্যতা-মনাপদ্য কঞ্চিদর্থং প্রতিপাদয়তঃ, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়া-প্রসঙ্গাৎ। ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈকবাক্যতাপ্রতিপত্তিরস্তি। তত্রাবিশিষ্টায়াং শরীরদ্বয়স্য গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াং যথাকাঙ্ক্ষং সম্বন্ধেঽনভ্যুপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি, কুত আম্নাতস্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ। ন চৈবং মন্তব্যং, দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্যেহ গ্রহণং, স্থূলস্য তু দৃষ্টবীভৎস-

---

শঙ্কতে।—"আম্নাতস্যার্থ"মিতি। অব্যক্তপদমেব স্থূলশরীরব্যাবৃত্তিহেতুর্ব্যক্তত্বাত্তস্যেতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি।—"নৈকবাক্যতাধীনত্বা"দিতি। প্রকৃতহান্যপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গেনৈকবাক্যত্বে সম্ভবতি ন বাক্যভেদো যুজ্যতে। ন চাকাঙ্ক্ষাং বিনৈকবাক্যত্বমুভয়ঞ্চ প্রকৃতমিত্যুভয়ং গ্রাহ্যত্বেনেহাকাঙ্ক্ষিতমিত্যেকাভিধায়কমপি পদং শরীরদ্বয়পরম্। ন চ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা হ্যতৎপরামত্যৌপচারিকং ন ভবতি। যথোপহন্তৃমাত্রনিরাকরণাকাঙ্ক্ষায়াং কাকপদং প্রযুজ্যমানং শ্বাদিসর্ব্বহন্তৃপরং বিজ্ঞায়তে। যথাহুঃ,—

কাকেভ্যো রক্ষ্যতামন্নমিতি বালোঽপি নোদিতঃ।
উপঘাতপ্রধানত্বান্ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি॥ ইতি।

নম্বু ন শরীরদ্বয়স্যাত্রাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্য ন তু ষাট্‌কৌশিকস্য স্থূলস্য, তদ্ধি দৃষ্টবীভৎসতয়া সুকরং বৈরাগ্যবিষয়ত্বেন শোধয়িতব্যমিত্যত আহ।—"ন চৈবং মন্তব্য"মিতি। বিষ্ণোঃ পরমং পদ-

অন্য কিছু বলিতে পারি না। এরূপ বলিলে তদুত্তরে বলিব, শ্রুতিবাক্যের অর্থ সংগ্রহ একবাক্যতা নিয়মের অধীন। পূর্ব্বাপর বাক্য এক না হইলে কোনও অর্থ প্রতিপাদিত হয় না। হয় বলিলে প্রকৃত হানি ও অপ্রকৃতাগমন দোষ হইবে। [ন চ…প্রতিপত্তিঃ] বিনা আকাঙ্ক্ষায় এক বাক্য (বহু বাক্য মিলিত হইয়া একার্থবোধক) হয় না। সমানরূপে উভয় শরীর গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও যদি আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সম্বন্ধ (অন্বয়) স্বীকার না কর, তাহা হইলে অর্থদোষ দূরে থাকুক, এক বাক্যই হইবে না। [ন চৈবং…বিবক্ষ্যতে] এমন মনে করিও না যে, শোধন (অর্থের দোষ পরিহার) করা যায় না বলিয়াই এখানে সূক্ষ্ম শরীরের

তয়া সুশোধত্বাদ্‌গ্রহণমিতি। যতো নৈবেহ শোধনং কস্যচিদ্বিবক্ষ্যতে। ন হ্যত্র শোধনবিধায়ি কিঞ্চিদাখ্যাতমস্তি। অনন্তরনির্দ্দিষ্টত্বাত্তু কিং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি, ইদমিহ বিবক্ষ্যতে। তথা হি ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিত্যুক্ত্বা পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিত্যাহ। সর্ব্বথাপি ত্বানুমানিকনিরাকরণোপপত্তেস্তথা নামাস্তু ন নঃ কিঞ্চিচ্ছিদ্যতে ॥ ৩ ॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥*

জ্ঞেয়ত্বেন চ সাংখ্যৈঃ প্রধানং স্মর্য্যতে গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাৎ কৈবল্যমিতি বদদ্ভিঃ। ন হি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ

মবগময়িতুং পরং পরমত্র প্রতিপাদ্যত্বেন প্রস্তুতং ন তু বৈরাগ্যায় শোধনমিত্যর্থঃ। অলং বা বিবাদেন, ভবতু সূক্ষ্মশরীরং পরিশোধ্যং, তথাপি ন সাংখ্যাভিমতমত্র প্রধানং পরমিত্যভ্যুপেত্যাহ।—"সর্ব্বথাপি ত্বি"তি।

ইতোঽপি নায়মব্যক্তশব্দঃ সাংখ্যাভিমতপ্রধানপরঃ। সাংখ্যৈঃ খলু প্রধানাদ্বিবেকেন পুরুষং নিঃশ্রেয়সায় জ্ঞাতুং বা বিভূত্যৈ বা প্রধানং জ্ঞেয়-

---

গ্রহণ হইবে। কেন-না, ঐ বাক্যে শোধন-বিবক্ষা নাই, শোধক কথাও নাই। ঐ বাক্যের পরেই বিষ্ণুর পরম পদ কথিত হইয়াছে। সে পরম পদ কি? এখানে কেবল তাহাই বিবক্ষিত। তৎক্রমে ইহা অমুক অপেক্ষা পর, অমুক অমুক অপেক্ষা পর, এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছু নাই, এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে। [তথাহি···ছিদ্যতে] যে পথেই যাও, যেরূপ ব্যাখ্যাই কর, অনুমানগম্য প্রধানের নিরাস হইলেই হইল, ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইলে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

সাংখ্যবাদীরা বলে, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ। প্রকৃতিজ্ঞান না হইলে কি প্রকারে তদ্ভেদপুরস্কারে পুরুষজ্ঞান হইবে? অতএব,

---

* ব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বাভিধানং নাস্তীতি নাত্রাব্যক্তশব্দঃ প্রধানবাচীতি সূত্রতাৎপর্য্যম্‌।— উদাহৃত শ্রুতি অব্যক্ত শব্দ বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাকে জানিতে বলেন নাই। কাজেই বলিতে হয়, এ অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) নহে। সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হয়।

পুরুষস্যান্তরং শক্যং জ্ঞাতুমিতি। কচিচ্চ বিভূতিবিশেষ-প্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি স্মরন্তি। ন চেদমিহাব্যক্তং জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে, পদমাত্রং হ্যব্যক্তশব্দো, নেহাব্যক্তং জ্ঞাতব্যমুপাসিতব্যঞ্চেতি বাক্যমস্তি। ন চানুপদিষ্টং পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থমিতি শক্যং প্রতিপত্তুম্। তস্মাদপি নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে। অস্মাকন্তু রথরূপক-কৢপ্তশরীরাদ্যনুসরণেন বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়-মুপন্যাস ইত্যনবদ্যম্॥ ৪॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ॥ ৫॥ *

অত্রাহ সাঙ্খ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্। কথং, শ্রূয়তে হ্যুত্তরত্রাব্যক্তশব্দোদিতস্য প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্ববচনম্।

ত্বেনোপক্ষিপ্যতে, ন চেহ জানীয়াদিতি চোপাসীতেতি বা বিধিবিভক্তি-শ্রুতিরস্তি, অপি ত্বব্যক্তপদমাত্রং, ন চৈতাবতা সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানং ভব-তীতি ভাবঃ। জ্ঞেয়ত্বাবচনস্যাসিদ্ধিমাশঙ্ক্য তৎসিদ্ধিপ্রদর্শনার্থং সূত্রম্।

সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ কৈবল্য লাভের নিমিত্ত তাহাকে জানিতে হয় এবং অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্তও তাহাকে জানিতে হয়। কিন্তু এখানে যে অব্যক্ত শব্দ আছে, এ অব্যক্ত জ্ঞেয় নহে, উপাসিতব্যও নহে। কেবল শব্দমাত্রে অব্যক্ত। এই জন্যই বলি, এখানে অব্যক্ত শব্দে প্রধানের অভিধান (কথন) হয় নাই। এখানে বিষ্ণুর পরম পদ প্রদর্শনের জন্যই কৢপ্ত রথরূপ শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক প্রোক্ত অব্যক্ত শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে, পদার্থ বিশেষ প্রতিপাদনের জন্য নহে।

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, শ্রুতিতে অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব কথন নাই, এ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ। কারণ এই যে, শ্রুতি উহারই পরে অব্যক্তশব্দ-কথিত

---

* অশব্দমিত্যাদি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্ববচনমস্তীতি চেৎ মন্যতে তন্ন মন্তব্যম্। হি যতঃ, প্রকরণাৎ প্রকরণবলেন; তত্র প্রাজ্ঞ এবাত্মা প্রতীয়তে ন তু প্রধানমিতি সূত্রার্থঃ।— শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে যে অব্যক্ত জানিবার কথা আছে, প্রকরণ অনুসারে জানা যায়, তাহার অর্থ আত্মা, প্রধান নহে।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" ইতি।

অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং স্মৃতৌ নিরূপিতং তাদৃশমেব নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্। তস্মাৎ প্রধানমেবেদং তদেবাব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টমিতি। অত্র ব্রূমঃ। নেহ প্রধানং নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্। প্রাজ্ঞো হীহ পরমাত্মা নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। কুতঃ। প্রকরণাৎ। প্রাজ্ঞস্য হি প্রকরণং বিততং বর্ত্ততে,—

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"।
ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ।
"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে"।
ইতি চ দুর্জ্ঞানত্ববচনেন তস্যৈব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ।

প্রধানকে জানিতে ও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যথা—"যাহা শব্দবর্জ্জিত, স্পর্শরহিত, রূপহীন, ক্ষয়রহিত, রসবর্জিত, গন্ধশূন্য, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব অর্থাৎ কূটবৎ নির্ব্বিকার, উপাসকগণ তাহাকে জানিয়া মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হন।" [অত্র...গম্যতে] সাংখ্যস্মৃতিতে যেরূপ মহতের পর শব্দাদিহীন প্রধান নিরূপিত হইয়াছে, এখানে (শ্রুতিতে) ঠিক্ সেইরূপ বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এখানেও অব্যক্ত শব্দে প্রধানই কীর্ত্তিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত শ্রুতিতে প্রধান উপদিষ্ট হয় নাই, জ্ঞেয় আত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। [কুতঃ...কলত্বাচ্চ] হেতু এই যে, ঐ বাক্য বা ঐ উপদেশ আত্মার প্রকরণে (প্রস্তাবে) কথিত। "পুরুষের পর অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, পুরুষই শেষ-সীমা এবং পুরুষই পরমপ্রাপ্য" ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা জানা যায়, উহা আত্মারই প্রকরণ। "ইনি সকল ভূতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান আছেন, তাই ইনি (আত্মা) স্পষ্ট প্রতিভাত হন

"যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ" ইতি চ তজ্জ্ঞানায়ৈব বাগাদি-সংযমস্য বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষণফলত্বাচ্চ। ন হি প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি সাঙ্খ্যৈ-রিষ্যতে। চেতনাত্মবিজ্ঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি তেষামভ্যুপগমঃ। সর্ব্বেষু চ বেদান্তেষু প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনো-ঽশব্দাদিধর্ম্মত্বমভিলপ্যতে। তস্মান্ন প্রধানস্যাঽত্র জ্ঞেয়ত্ব-মব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টত্বং বা ॥ ৫ ॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥ *

ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা যস্মাৎ

নিগদব্যাখ্যাতমস্য ভাষ্যম্।

বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসংবাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে কুপিতেন পিত্রা প্রহিতায় তুষ্টস্ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ। নচিকেতাস্তু প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে, দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাম্। বরাণামেষ বরস্তৃতীয় ইতি বচ-নাৎ। ন তু তত্র বরপ্রদানে প্রধানগোচরে স্তঃ প্রশ্নপ্রতিবচনে। তস্মাৎ কঠবল্লীষগ্নিজীবপরমাত্মপরৈব বাক্যপ্রবৃত্তির্ন স্বপ্রক্রান্তপ্রধানপরা ভবিতুমর্হ-তীত্যাহ।—"ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্ব"মিতি। হন্ত ত ইদং প্রব-

---

না।" ইত্যাদি শাস্ত্রে আত্মাকেই দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে সুতরাং আত্মাই জ্ঞেয়, ইহা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আত্মা দুর্জ্ঞেয়, তাই তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্‌সংযমাদির বিধান। মৃত্যু অতিক্রম-ফল ও আত্মবিজ্ঞা-নের ফল। [ন হি···বা] কেবলমাত্র প্রধান-জ্ঞানে মৃত্যু অতিক্রম হয়, ইহা সাংখ্যেরাও বলেন না। তাঁহারা বলেন, চিদাত্মবিজ্ঞানেই মৃত্যু অতি-ক্রম হয়। অপিচ, প্রত্যেক বেদান্তে প্রাজ্ঞ-আত্মাকে অশব্দ অস্পর্শ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখা যায়। এই সকল কারণে, প্রোক্ত অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে এবং জ্ঞেয়ও নহে।

শ্রুতিকথিত অব্যক্ত প্রধান নহে, জ্ঞেয়ও নহে। কঠবল্লীতে দেখা

---

* মৃত্যুনা নচিকেতসম্প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্বেত্যুক্তে ত্রয়াণামেব প্রশ্নো নচিকেতসা কৃতঃ। উপন্যাসঃ প্রত্যুত্তরোঽপি মৃত্যুনা ত্রয়াণামেব দত্তো নান্যস্যেতি নাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বং ন বা তস্য

ত্রয়াণামেব পদার্থানামগ্নিজীবপরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে কঠ-বল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাদ্বক্তব্যতয়োপন্যাসোদৃশ্যতে, তদ্বিষয় এব চ প্রশ্নঃ, নাতোঽন্যস্য প্রশ্ন উপন্যাসো বাঽস্তি। তত্র তাবৎ—

"স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো! প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং" ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
ঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

ইতি জীববিষয়ঃ।

ক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনমিত্যনেন ব্যবহিতং জীববিষয়ং, যথা তু মরণং প্রাপ্যাত্মা ভবতি গৌতমেত্যাদিপ্রতিবচনমিতি যোজনা। অত্রাহ চোদকঃ কিং জীবপরমাত্মনোরেক এব প্রশ্নঃ কিং বান্যো জীবস্য, যেয়ং প্রেতে মনুষ্য ইতি প্রশ্নোঽন্যশ্চ পরমাত্মনোঽন্যত্র ধর্মাদিত্যাদিঃ। একত্বে সূত্রবিরোধঃ। "ত্রয়াণামি"তি। ভেদে তু সৌমনস্যাবাপ্ত্যগ্ন্যাত্মজ্ঞানবিষয়বরত্রয়প্রদানানন্তর্ভাবো ঽন্যত্র ধর্মাদিত্যাদেঃ প্রশ্নস্য। তুরীয়বরান্তরকল্পনায়াং বা তৃতীয় ইতি শ্রুতিবাধপ্রসঙ্গঃ। বরপ্রদানানন্তর্ভাবে প্রশ্নস্য তদ্বৎ প্রধানাখ্যান-

যায়, বরপ্রদান প্রসঙ্গে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা এই তিন পদার্থের উপদেশ আছে। অন্য কিছুর উপদেশ নাই। নচিকেতাও ঐ তিন পদার্থ জানিতে চাহিয়াছিলেন। অন্য কিছু চাহেন নাই। [তত্র...তস্যেতি] যথা— "নচিকেতা বলিলেন, হে যম ! তুমি যদি স্বর্গসাধন অগ্নিতত্ত্ব জ্ঞাত থাক— তবে তুমি তাহা শ্রদ্ধান্বিত আমাকে বল।" ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন। পুনশ্চ বলিলেন, "মনুষ্য মরিলে লোকে যে সন্দেহ করে, থাকে ও থাকে না, সেই সন্দেহ আমার বিদূরিত হউক। তোমার উপদেশে আমি যেন উহার তথ্য

প্রধানার্থত্বমিতি সূত্রার্থো ঽনুসন্ধেয়ঃ।—অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিন পদার্থেরই প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর থাকায় প্রোক্ত অব্যক্ত জ্ঞেয়ও নহে, প্রধানও নহে।

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ" ॥

ইতি পরমাত্মবিষয়ঃ। প্রতিবচনমপি—

"লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা" ইত্যগ্নিবিষয়ম্।

"হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥"

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥" ইতি

ব্যবহিতং জীববিষয়ম্। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদি বহুপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়ম্। নৈবং প্রধানবিষয়ঃ প্রশ্নোঽস্তি অপৃষ্টত্বাদনুপন্যসনীয়ত্বং তস্যেতি। অত্রাহ, যোঽয়মাত্মবিষয়ঃ প্রশ্নো যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য ইতি, কিং স এবাঽয়মন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি পুনরনু-

জ্ঞাত হই। ইহাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।" এটী জীববিষয়ক প্রশ্ন। পরে আছে, যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, যাহা কার্য্য কারণের অতীত, যাহা ভূত ভবিষ্যতের অন্ত, তাহাই বল।" এটী পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন। যমের প্রত্যুত্তরও ঐ সকলেরই অনুরূপ। যথা—যম নচিকেতাকে লোক-কারণ অগ্নি ও যত ইষ্টকা সমস্তই বলিলেন। ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রত্যুত্তর। "আমি তোমাকে লোকগুহ্য সনাতন ব্রহ্ম বলিব। হে গৌতম! মরণপ্রাপ্ত আত্মা যাহা বা যে-প্রকার হয় তাহা বলিতেছি। যেমন কর্ম্ম ও যেমন জ্ঞান, মরণপ্রাপ্ত আত্মা তদনুরূপ গতিই প্রাপ্ত হয়। দেহিগণ পুনঃশরীর প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়।" এ প্রত্যুত্তর জীববিষয়ক। নচিকেতা প্রধানের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, মৃত্যুও তাহার স্বরূপ বলেন নাই। [অত্রাহ...সামর্থ্যাৎ] এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, জিজ্ঞাসা করেন, নচিকেতার "মনুষ্য মরণ প্রাপ্ত হইলে লোকে যে সন্দেহ করিয়া থাকে,—কেহ বলে থাকে, কেহ বলে থাকে না,—সুতরাং সন্দেহ হয়, সেই

কৃষ্যতে, কিং বা ততোঽন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত ইতি। কিঞ্চাতঃ। স এবায়ং প্রশ্নঃ পুনরনুকৃষ্যত ইতি যদ্যুচ্যেত তদা দ্বয়োরাত্মবিষয়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরগ্নিবিষয় আত্মবিষয়শ্চ দ্বাবেব প্রশ্নাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং প্রশ্নোপন্যাসাবিতি। অথান্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত ইতি যদ্যুচ্যেত ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নকল্পনায়ামদোষঃ, এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রধানোপন্যাসকল্পনায়ামদোষঃ স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে। নৈবং বয়মিহ বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নং কঞ্চিৎ কল্পয়ামঃ, বাক্যোপক্রম-

---

মপ্যনন্তর্ভূতং বরপ্রদানে ইত্ত মহতঃ পরমব্যাক্ষিতাক্ষেপঃ। পরিহরতি—"অত্রোচ্যতে নৈবং বয়মিহে"তি। বস্তুতো জীবপরমাত্মনোরভেদাৎ প্রষ্টব্যাভেদেনৈক এব প্রশ্নঃ। অত এব প্রতিবচনমপ্যেকং সূত্রং ত্ববাস্তবভেদাভিপ্রায়ম্। বাস্তবশ্চ জীবপরমাত্মনোরভেদস্তত্র তত্র শ্রুত্যুপন্যাসেন ভগবতা ভাষ্যকারেণ দর্শিতঃ। তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্যেত্যাদি। যেয়ং প্রেত ইতি হি নচিকেতসঃ প্রশ্নমুপশ্রুত্য তত্তৎকামবিষয়মলোভক্ষাস্য

কারণে আপনি উহার তথ্য বলুন," যে-আত্মা এই প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য, সেই আত্মাই কি "ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত," ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছেন? অথবা অন্য কোন অভিনব আত্মার স্বরূপ ঐ বাক্যে কথিত বা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে? পূর্ব্বোক্ত প্রষ্টব্য আত্মাই যদি পরবাক্যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মবিষয়ক প্রশ্নদ্বয় এক হইয়া পড়ে। সুতরাং এক আত্মবিষয়ক প্রশ্ন এবং এক অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন, এই দুইটী মাত্র প্রশ্নের বিন্যাস হওয়ায় তিন্ প্রশ্নের বিন্যাস, এ কথা সঙ্গত হয় না। আর যদি অভিনব প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বরপ্রদান ব্যতীরেকেও প্রশ্নের কল্পনা করিতে হয়। (অর্থাৎ যম বর দেন নাই, অথচ নচিকেতার প্রশ্ন ছিল, এইরূপ অনুমান করিতে হয়।) যদি বরপ্রদান ব্যতিরেকে প্রশ্নকল্পনা কর, তবে, প্রশ্নব্যতিরেকেও প্রধানের কল্পনা (বর্ণন) করিতে পার। এই ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত স্থলে আমরা বিনা বরপ্রদানে প্রশ্নের কল্পনা করি নাই। বাক্যের উপক্রমের অর্থাৎ প্রারম্ভের

সামর্থ্যাৎ। বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসম্বাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে পিত্রা প্রহিতায় ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ, নচিকেতাঃ কিল তেষাং প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে, দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং, তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাং, যেয়ং প্রেত ইতি, বরাণামেষ বরস্তৃতীয় ইতি লিঙ্গাৎ। তত্র যদ্যন্যত্র ধর্ম্মা-দিত্যন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যেত ততো বরপ্রদানব্যতি-রেকেণাপি প্রশ্নকল্পনাদ্বাক্যং বাধ্যেত। নন্বু প্রষ্টব্যভেদাদ-পূর্ব্বোঽয়ং প্রশ্নো ভবিতুমর্হতি, পূর্ব্বো হি প্রশ্নো জীববিষয়ঃ, যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তি নাস্তীতি বিচিকিৎসা-ভিধানাৎ, জীবশ্চ ধর্ম্মাদিগোচরত্বান্নান্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্ন-মর্হতি, প্রাজ্ঞস্তু ধর্ম্মাদ্যতীতত্বাদন্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতি,

সামর্থ্যেই আমরা ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। [বর…লক্ষ্যতে] ঐ যম-নচিকেতা-সংবাদটী বরপ্রদান উপলক্ষ্যে উপলক্ষিত দেখা যায় এবং উহার প্রারম্ভ অনুসারে উহাতে বরপ্রদানের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। [মৃত্যুঃ… বাধ্যেত] নচিকেতার পিতা নচিকেতাকে মৃত্যুর নিকট প্রেরণ করিলে মৃত্যু নচিকেতাকে তিন্ বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার সৌমনস্য অর্থাৎ প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন, দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা, তৃতীয় বরে আত্মবিদ্যা জানিবার প্রার্থনা করিলেন। আত্মবিদ্যা বিদিত হওয়াই যে তৃতীয় বর, তাহা "বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" এই কথাতেই ব্যক্ত আছে। এখন বিবেচনা কর, "যাহা ধর্ম্মাদির অতীত তাহা আমায় বল" এই বাক্যে যদি কোন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত তাহা হইলে অবশ্যই বিনা বরপ্রদানে (অর্থাৎ বরপ্রদান বাক্য না থাকিলেও) অভিনব প্রশ্ন কল্পিত হওয়ায় বাক্যভেদ (দুই বাক্য বা এক বাক্যের দুই অর্থ হওয়া) দোষ হইত। [নন্বু…গমাৎ] যদি বল, জিজ্ঞাস্য বস্তু ভিন্ন, তৎকারণে "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" প্রশ্নটীও ভিন্ন, অর্থাৎ উহা একটী নূতন বা পৃথক্ প্রশ্ন। নূতন বা পৃথক প্রশ্ন বলিবার কারণ এই যে, মরণের পর মনুষ্য থাকে কি-না, এ প্রশ্ন জীববিষয়ক। জীবের ধর্ম্মাদি আছে,

তীতি, প্রশ্নচ্ছায়া চ ন সমানা লক্ষ্যতে পূর্ব্বস্যাস্তিত্বনাস্তিত্ব-বিষয়ত্বাদুত্তরস্য ধর্ম্মাদ্যতীতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ, তস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ, ন পূর্ব্বস্যৈবোত্তরত্রাপ্যাকর্ষণমিতি চেৎ, ন, জীবপ্রাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমাৎ। ভবেৎ প্রষ্টব্য-ভেদাৎ প্রশ্নভেদো যদ্যন্যো জীবঃ প্রাজ্ঞাৎ স্যাৎ। ন ত্বন্যত্ব-মস্তি তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ। ইহ চান্যত্র ধর্ম্মাদি-ত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিতি জন্মমরণপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরপরমেশ্বরয়োর-ভেদং দর্শয়তি। সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিষেধো ভাগী ভবতি।

সুতরাং "যাহা ধর্ম্মাদির অতীত তাহা বলুন" এ প্রশ্ন ও ধর্ম্মাদিবিশিষ্ট জীবের প্রশ্ন এক নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা ধর্ম্মাদির অতীত, সুতরাং প্রাজ্ঞ আত্মাই "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" প্রশ্নের বিষয়। অপিচ, উক্ত উভয় বাক্যের সাদৃশ্যও নাই। পূর্ব্ববাক্যের বিষয় "থাকে কি না" এবং পর-বাক্যের বিষয় ধর্ম্মাদিবর্জ্জিত বস্তু। সুতরাং সাদৃশ্য নাই। এই সকল কারণে বলি, পূর্ব্ববাক্যে যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে পরবাক্যে তাহাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। প্রত্যভিজ্ঞার অভাবে উক্ত প্রশ্নদ্বয় পরস্পর বিভিন্ন এবং পূর্ব্ববাক্যের জিজ্ঞাস্য পরবাক্যে পুনরুক্ত বা পুন-র্জিজ্ঞাসিত হয় নাই, ইহা স্থির হয়। এই ব্যাখ্যার উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কারণ, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। [ভবেৎ…পরমেশ্বরস্য] প্রষ্টব্যভেদ ও প্রশ্নভেদ আছে, এরূপ বলিতে পার না। জীব যদি প্রাজ্ঞ আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইত তাহা হইলে অবশ্যই প্রষ্টব্যভেদ ও প্রশ্নভেদ হইত। প্রত্যুত্তর বাক্যে জন্ম মরণ নিষেধ করায় দেখান হইয়াছে, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। যাহা "ধর্ম্মাতীত তাহা বলুন" এ প্রশ্নের "বিপশ্চিৎ জন্মমরণবর্জ্জিত" এইরূপ প্রত্যু-ত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতেই বলা হইয়াছে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, ভিন্ন নহে। জীবের শরীরসম্পর্ক থাকায় জন্মমরণাদি আছে, কিন্তু পরমেশ্বরের তাহা নাই। (যাহার যাহা নাই তাহা তাহার সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইতে পারে না। থাকিলে নিষেধ হয়, না থাকিলে নিষেধ হয় না)।

প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য ভবতি ন পরমেশ্বরস্য। তথা—

"স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চ উভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥"

ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশো জীবস্যৈব মহত্ত্ববিভুত্ববিশেষণস্য মননেন শোকবিচ্ছেদং দর্শয়ন্ ন প্রাজ্ঞাদন্যো জীব ইতি দর্শয়তি। প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদ্ধি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্ত-সিদ্ধান্তঃ। তথা—

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥"ইতি

জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবদতি। তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্ব-নাস্তিত্বপ্রশ্নস্যানন্তরং অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্বেত্যারভ্য মৃত্যুনা তৈস্তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতা যদা ন চচাল তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সবিভাগপ্রদর্শনেন

নিষেধের দ্বারা শরীরসম্পর্ক রহিত হইলেই জীবের প্রাজ্ঞতা সিদ্ধ হয়। [তথা···সিদ্ধান্তঃ] শ্রুতি বলিতেছেন, "জীব যে-সাক্ষীর (চৈতন্যের) দ্বারা স্বপ্ন জাগ্রৎ উভয় অবস্থা দেখে, অনুভব করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ ও বিভু আত্মার মনন করিয়া, মননের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার করিয়া, শোকমুক্ত হন।" এই শ্রুতি স্বপ্নজাগ্রদ্দর্শী জীবকেই মহৎ ও বিভু শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন এবং মননের দ্বারা শোক-মুক্ত হওয়া উপদেশ করিয়া প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত জীবের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানেই শোকের উচ্ছেদ হয়, অন্যবিজ্ঞানে নহে। [তথা···গম্যতে] আরও কথা আছে। যথা—"যাহা ইহলোকে, তাহাই পরলোকে। যাহা পরলোকে, তাহাই ইহলোকে। ঈদৃশ আত্মায় যে নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ-বুদ্ধি-উৎপাদন করে, সে মৃত্যু হইতে মরণ প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি ভেদ দর্শনের নিন্দা করিয়াছেন। অপিচ, নচিকেতা জীববিষয়ক অস্তি-নাস্তি প্রশ্ন করিলে যম "তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর" এইরূপ বাক্যে নানা

বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেন চ বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্তেতি প্রশস্য প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্ যদুবাচ,—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥" ইতি।

তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবেহ বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যৎপ্রশ্ননিমিত্তাঞ্চ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্য-পদ্যত নচিকেতা যদি তং বিহায় প্রশংসানন্তরমন্যমেব প্রশ্ন-

প্রতীত্য মৃত্যুর্বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্য ইত্যাদিনা নচিকেতসং প্রশস্য প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্নস্মিন্ প্রশ্নে ব্রহ্মৈবোত্তরমুবাচ।—"তং দুর্দ্দর্শমি"তি। যদি পুনর্জীবাৎ প্রাজ্ঞো ভিদ্যেত জীবগোচরঃ প্রশ্নঃ প্রাজ্ঞগোচরঞ্চোত্তরমিতি কিং কেন সঙ্গচ্ছেৎ। অপি চ যদ্বিষয়ং প্রশ্নমুপশ্রুত্য মৃত্যুনৈব প্রশংসিতো নচিকেতা যদি তমেব ভূয়ঃ পৃচ্ছেত্তদুত্তরে চাবদধ্যাৎ ততঃ প্রশংসা দৃষ্টার্থা স্যাৎ প্রশ্নান্তরে ত্বসাবস্থানে প্রসারিতা সত্যদৃষ্টার্থা স্যাদিত্যাহ।—"যৎ প্রশ্নে"তি। যস্মিন্ প্রশ্নো যৎ প্রশ্নঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্।

প্রলোভনে প্রলোভিত করিলেও নচিকেতা যখন কিছুতেই চলচিত্ত না হইলেন, তখন তিনি অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ (স্বর্গ ও মোক্ষ) এই দুই বিভাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা উপদেশ করিলেন এবং নচিকেতাকে বিদ্যার্থী জানিয়া তদীয় প্রশ্নের প্রশংসা করিলেন। পরে বলিলেন, "ধীর গণ সেই দুর্দ্দর্শ গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাতন দেবকে মনন করতঃ অধ্যাত্ম যোগে জ্ঞাত হইয়া শোকহর্ষবর্জ্জিত হন।" * এই শ্রুতির বিবক্ষিত জীবেশ্বরের অভেদ। [যৎ...ধর্ম্মাদিতি] নচিকেতা যে-প্রশ্নের নিমিত্ত মৃত্যুর নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন সে প্রশ্ন পরিত্যাগ

* দুর্দ্দর্শ = দুঃখে অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা দৃশ্য হন, স্বাভাবিক জ্ঞানের দৃশ্য নহেন। সুতরাং গূঢ় = অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য। অনুপ্রবিষ্ট = দেহে জীবরূপে অবস্থিত। গুহাহিত = বুদ্ধিতে নিহিত। গহ্বরেষ্ঠ = বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত। পুরাতন = জন্মবর্জ্জিত।

মুপক্ষিপেৎ অস্থান এব সা সর্ব্বা প্রশংসা প্রসারিতা স্যাৎ। তস্মাৎ, যেয়ং প্রেত ইত্যস্যৈব প্রশ্নস্যৈতদনুকর্ষণমন্যত্র ধর্ম্মাদিতি। যত্তু প্রশ্নচ্ছায়াবৈলক্ষণ্যমুক্তং তদদূষণম্। তদীয়স্যৈব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ। পূর্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বং পৃষ্টং উত্তরত্র তু তস্যৈবাসংসারিত্বং পৃচ্ছ্যত ইতি। যাবদ্ধ্যবিদ্যা ন নিবর্ত্ততে তাবদ্ধর্ম্মাদিগোচরত্বং জীবস্য জীবত্বঞ্চ ন নিবর্ত্ততে। তন্নিবর্ত্তনেন তু প্রাজ্ঞ এব তত্ত্বমসীতি শ্রুত্যা প্রত্যায্যতে।·×· ন চাবিদ্যাবত্ত্বে তদপগমে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি। যথা কশ্চিৎ সন্তমসে পতিতাং কাঞ্চিদ্রজ্জুমহিং মন্যমানো ভীতো বেপমানঃ পলায়তে, তঞ্চাপরো ব্রূয়াৎ মাভৈষীঃ, নায়মহীরজ্জু-

---

করিয়া যদি প্রশ্নান্তর করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই মৃত্যুকৃত সমস্ত প্রশংসা ব্যর্থ হইবে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। অতএব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" এই প্রশ্নের প্রষ্টব্যই "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" এই বাক্যে অনুকৃষ্ট হইয়াছে। [যত্তু...প্রত্যায্যতে] বলিয়াছিলে, প্রশ্নবাক্যের বৈলক্ষণ্য আছে; আমরা বলি, তাহা নাই। ঐ স্থলে বাক্যের আকার গত সাদৃশ্য না থাকা দোষ নহে। কারণ এই যে, "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" এই বাক্যে নচিকেতা কর্তৃক পূর্ব্বজিজ্ঞাস্যের বিশেষ ভাবটী পুনর্জিজ্ঞাসিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব, পরে তাহার অসংসারিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। যত কাল না অবিদ্যাবিনাশ হয়, ততকাল জীবত্ব এবং ততকাল ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিকার। অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলেই "তত্ত্বমসি" বাক্য আত্মার প্রাজ্ঞতা (বিশুদ্ধচিদ্রূপতা) বোধ করায়। [ন চ...দ্রষ্টব্যম্] অবিদ্যাকালে ও তাহার অভাবকালে বস্তুর কোনরূপ বিশেষ (তারতম্য) ঘটনা হয় না। আত্মা অবিদ্যাকালে যদ্রূপ, অবিদ্যার অভাবকালেও তদ্রূপ। মন্দান্ধকার-মগ্ন রজ্জুতে সর্প ভ্রান্ত হইয়া ভীত ও পলায়নপর হইলে যদি কেহ বলে, ভয় নাই, উহা রজ্জু, সর্প নহে, তাহা হইলে তাহার সর্পভয় পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং অঙ্গকম্পাদিও নিবৃত্তি হয়। যৎকালে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ছিল তৎকালে ও সর্পবুদ্ধির অপগম কালে

রেবেতি, স চ তদুপশ্রুত্যাহিকৃতং ভয়মুৎসৃজেৎ বেপথুং পলায়নঞ্চ, ন চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ স্যাৎ, তথৈবৈতদপি দ্রষ্টব্যম্। ততশ্চ ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যেবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্য প্রতিবচনম্। সূত্রন্ত্ববিদ্যাকল্পিতজীবপ্রাজ্ঞভেদাপেক্ষয়া যোজয়িতব্যম্। একত্বেঽপি হ্যাত্মবিষয়স্য প্রশ্নস্য প্রায়ণাবস্থায়াং ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচিকিৎসনাৎ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবানপোহনাচ্চ পূর্ব্বস্য পর্য্যায়স্য জীববিষয়ত্বমুৎপ্রেক্ষ্যতে, উত্তরস্য তু ধর্ম্মাদ্যত্যয়সঙ্কীর্ত্তনাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বমিতি, ততশ্চ যুক্তাঽগ্নিজীবপরমাত্মকল্পনা। প্রধানকল্পনায়ান্তু ন বরপ্রদানং ন প্রশ্নো ন প্রতিবচনমিতি বৈষম্যং স্যাৎ ॥ ৬ ॥

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥ *

রজ্জুর স্বরূপে কোন ইতরবিশেষ ঘটনা হয় নাই। যাহা রজ্জুর স্বরূপ তাহা উভয়কালেই সমান। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি অবিদ্যাকালের ও তাহার অভাবকালের আত্মা ইতর বিশেষ বর্জ্জিত জানিবে। [ততশ্চ... স্যাৎ] "বিপশ্চিৎ জন্মেন না, মরেন না," এ সকল কথাও অস্তিনাস্তি প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। জীব ও প্রাজ্ঞ এক নহে, ভিন্ন, এ ভাব অবিদ্যাকল্পিত। সেই কল্পিত ভাব বা ভেদ লইয়াই সূত্রের অর্থ সঙ্গত করা হয়। মৃত্যুকালীন আত্মসম্বন্ধীয় সংশয় উত্থাপন করায় এবং কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মের নিষেধ করায় বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ববাক্যের বিষয় জীবরূপ এবং পর বাক্যের বিষয় স্বরূপ। অতএব, উদাহৃত শ্রুতিতে অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিনের কল্পনা করাই উচিত। যদি প্রধানের কল্পনা কর, তাহা হইলে বরপ্রদান ও প্রশ্ন সমান হইবে না। (সমান না হইলেই প্রলাপতুল্য হইবে পরন্তু তাহা কাহার ঈপ্সিত বা স্বীকার্য্য নহে)।

* মহদ্বৎ মহচ্ছব্দবৎ। শ্রৌতোঽব্যক্তশব্দো ন সাঙ্খ্যাসাধারণতত্ত্বগোচরো বৈদিকশব্দত্বাৎ মহচ্ছব্দবদিতি সূত্রার্থঃ।—যেমন শ্রুত্যুক্ত মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে, তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাভিপ্রেত তত্ত্বের (প্রকৃতির) বোধক নহে।

যথা মহচ্ছব্দঃ সাঙ্খ্যৈঃ সত্তামাত্রেঽপি প্রথমজে প্রযুক্তো ন তমেব বৈদিকেঽপি প্রয়োগেঽভিধত্তে। বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ, মহান্তং বিভুমাত্মানং, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যো হেতুভ্যঃ। তথাঽব্যক্তশব্দোঽপি ন বৈদিকে প্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি। অতশ্চ নাস্ত্যানুমানিকস্য স্মার্ত্তস্য শব্দবত্ত্বম্ ॥ ৭ ॥

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥ *

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দত্বং প্রধানস্যাসিদ্ধমিত্যাহ। কস্মাৎ। মন্ত্রবর্ণাৎ,—

অনেন সাংখ্যপ্রসিদ্ধের্বৈদিকপ্রসিদ্ধ্যা বিরোধান্ন সাংখ্যপ্রসিদ্ধির্বেদে আদর্ত্তব্যেত্যুক্তম্। সাংখ্যানাং মহত্তত্ত্বং সত্তামাত্রং পুরুষার্থক্রিয়াক্ষমম্। সত্ত্বস্য ভাবঃ সত্তা তন্মাত্রং মহত্তত্ত্বমিতি। যা যা পুরুষার্থক্রিয়া শব্দাদ্যুপভোগলক্ষণা চ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিলক্ষণা চ সা সর্ব্বা মহতি বুদ্ধৌ সমাপ্যত ইতি মহত্তত্ত্বং সত্তামাত্রমুচ্যত ইতি।

সাংখ্যকার যে-অর্থে মহৎ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, বৈদিক মহৎ-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত নহে। কারণ এই যে, "বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ" "আত্মা মহান্ ও বিভু" "আমি মহান্ পুরুষকে জানি" ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়োগে মহৎশব্দের বিশেষণে আত্মা ও পুরুষ শব্দ আছে। (আত্মাদি বিশেষণ থাকায় বৈদিক মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিমত দ্বিতীয় তত্ত্বের বোধক নহে)। যেমন বৈদিক মহৎশব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে, তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের (প্রকৃতির) বোধক নহে। কাযেই বলিতে হয়, সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত অব্যক্তাদি শব্দের বৈদিকত্ব নাই।

প্রধানবাদী পুনর্ব্বার বলিবেন, প্রধান অবৈদিক নহে। কারণ, বেদ-

---

* শ্রুতাবজাশব্দঃ প্রধানাভিপ্রায়েণোক্ত ইতি নিয়ন্তুং ন শক্যতে অবিশেষাৎ বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ যথা চমস-শব্দ ইত্যর্থঃ।—শ্রুত্যুক্ত অজা শব্দ প্রধানার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্য অর্থে নহে, ইহা নিয়ম পূর্ব্বক বলিতে পার না। কারণ, সেরূপ নিশ্চয়ার্থের পোষক প্রমাণ নাই।

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি।

অত্র হি মন্ত্রে লোহিতশুক্লকৃষ্ণশব্দৈরজঃসত্ত্বতমাংস্যভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ রঞ্জনাত্মকত্বাৎ। শুক্লং সত্ত্বং প্রকাশাত্মকত্বাৎ। কৃষ্ণং তমঃ আবরণাত্মকত্বাৎ। তেষাং সাম্যাবস্থাবয়বধর্ম্মৈর্ব্যপদিশ্যতে লোহিতশুক্লকৃষ্ণেতি। ন জায়ত ইতি চাজা স্যাৎ, মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভ্যুপগমাৎ।

অজাশব্দো যদ্যপি ছাগায়াং রূঢ়স্তথাপ্যধ্যাত্মবিদ্যাধিকারান্ন তত্র বর্ত্তিতুমর্হতি। তস্মাদ্রূঢ়েরসম্ভবাৎ যোগেন বর্ত্তয়িতব্যঃ। তত্র কিং স্বতন্ত্রং প্রধানমনেন মন্ত্রবর্ণেনানূদ্যতামুত পারমেশ্বরী মায়াশক্তিস্তেজোবন্নব্যাক্রিয়াকারণমুচ্যতাম্। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। প্রধানমেবেতি। তথাহি।—যাদৃশং প্রধানং সাংখ্যৈঃ স্মর্য্যতে তাদৃশমেবাস্মিন্মন্ত্রে নানতিরিক্তং প্রতীয়তে। সা হি প্রধানলক্ষণা প্রকৃতির্ন জায়ত ইত্যজা চ একা চ লোহিতশুক্লকৃষ্ণা চ। যদ্যপি লোহিতত্বাদয়ো বর্ণা ন রজঃপ্রভৃতিষু সন্তি, তথাপি লোহিতং কুসুম্ভাদি রঞ্জয়তি রজো২পি রঞ্জয়তীতি লোহিতম্। এবং প্রসন্নং পাথঃ শুক্লং সত্ত্বমপি প্রসন্নমিতি শুক্লম্। এবমাবরকং মেঘাদি কৃষ্ণং তমোঽপ্যাবরকমিতি কৃষ্ণম্। পরেণাপি নাব্যাকৃতস্য স্বরূপেণ লোহিতত্বাদিযোগ আস্থেয়ঃ কিন্তু

মন্ত্রে প্রধানার্থক অজা শব্দ আছে। যথা—"কোন কোন অজ (আত্মা) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণা ও স্বসদৃশ বহু সন্তান প্রসবিনী অজার প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তাহারই অনুরূপ হইয়া আছে। অন্য অজ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে।" এই মন্ত্রে যে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ শব্দ আছে, তাহার অর্থ রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ। রঞ্জন গুণ অনুসারে লোহিত-শব্দের অর্থ রজঃ, প্রকাশ গুণ সাম্যে শুক্লশব্দের অর্থ সত্ত্ব, আবরণস্বভাবহেতু কৃষ্ণশব্দের অর্থ তমঃ। যদিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অজা এক, তথাপি, অবয়ব ধর্ম্ম অনুসারে তিন্ (লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ)। [ন জায়ত...ইত্যর্থঃ] যেহেতু জন্মে নাই, সেই হেতু অজা। সাংখ্যও স্বীকার করেন, মূল-প্রকৃতি

নম্বজাশব্দঃ ছাগায়াং রূঢ়ঃ। বাঢ়ম্। সা তু রূঢ়িরিহ নাশ্র-য়িতুং শক্যা বিদ্যাপ্রকরণাৎ। সা চ বহ্বীঃ প্রজাস্ত্রৈগুণ্যা-ন্বিকা জনয়তি। তাং প্রকৃতিং অজো হ্যেকঃ পুরুষঃ জুষমাণঃ প্রীয়মাণঃ সেবমানো বাহনুশেতে—তামেবাবিদ্যয়া আত্মত্বে-নোপগম্য সুখী দুঃখী মূঢ়োহহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি।

তৎকাৰ্য্যস্য তেজোবন্নস্য রোহিতত্বাদিকারণ উপচরণীয়ম্। কার্য্যসারূপ্যেণ বা কারণে কল্পনীয়ং তদস্মাকমপি তুল্যম্। 'অজো হ্যেকো জুষমাণো হনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্য' ইতি চাত্মভেদশ্রবণাৎ সাংখ্যস্মৃতেরেবাত্র মন্ত্রবর্ণে প্রত্যভিজ্ঞানং ন ত্বব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়াঃ। তস্যাত্মৈকাত্ম্যাভ্যুপগমে-নাত্মভেদাভাবাৎ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রং প্রধানং নাশব্দমিতি প্রাপ্তম্। তেষাং সাম্যাবস্থা অবয়বধর্ম্মৈরিতি। অবয়বাঃ প্রধানস্যৈকস্য সত্ত্বরজস্তমাংসি তেষাং ধর্ম্মা লোহিতত্বাদয়স্তৈরিতি। "প্রজাস্ত্রৈগুণ্যান্বিতা" ইতি। সুখ-দুঃখমোহাত্মিকাঃ। তথাহি '—মৈত্রদারেষু নর্ম্মদায়াং মৈত্রস্য সুখং তৎ কস্য হেতোস্তং প্রতি সত্ত্বসমুদ্ভবাৎ। তথা চ তৎসপত্নীনাং দুঃখং তৎ কস্য হেতোস্তাঃ প্রতি রজঃসমুদ্ভবাৎ। তথা চৈত্রস্য তামবিন্দতো মোহো বিষাদঃ স কস্য হেতোস্তং প্রতি তমঃসমুদ্ভবাৎ। নর্ম্মদয়া চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তদিদং ত্রৈগুণ্যান্বিতত্বং প্রজানাম্। অনুশেত ইতি ব্যাচষ্টে।—"তামেবা-বিদ্যয়ে"তি। বিষয়া হি শব্দাদয়ঃ প্রকৃতিবিকারাস্ত্রৈগুণ্যেন সুখদুঃখমোহঃ-স্থান ইন্দ্রিয়মনোহঙ্কারপ্রণালিকয়া বুদ্ধিসত্ত্বমুপসংক্রামন্তি। যেন তদ্বুদ্ধি-সত্ত্বং প্রধানবিকারঃ সুখদুঃখমোহাত্মকং শব্দাদিরূপেণ পরিণমতে। চিতি-শক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমাপি বুদ্ধিসত্ত্বাদাত্মনো বিবেকমবুধ্যমানা বুদ্ধি-বৃত্ত্যৈব বিপর্য্যাসেনাবিদ্যয়া বুদ্ধিস্থান্ সুখাদীন্ আত্মন্যভিমন্যমানা সুখাদি-মতীব ভবতি। তদিদমুক্তং সুখী দুঃখী মূঢ়োহহমিত্যবিবেকিতয়া সংসর-ত্যেকঃ। স্বপুরুষাস্তু তাথ্যাতিসমুন্মূলিতনিখিলবাসনাবিদ্যানুবন্ধত্বন্যো জহা-

---

বিকার-বর্জ্জিত। অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই। জন্ম নাই বলিয়া অজা। স্বীকার করি, অজাশব্দ ছাগী অর্থে রূঢ়, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিদ্যা প্রকরণে সে অর্থের গ্রহণ নাই। ত্রিগুণা অজা ত্রিগুণা বহুপ্রজা প্রসব করিতেছে। অজ অর্থাৎ জন্মবর্জ্জিত পুরুষ সেই অজানাম্নী প্রকৃতির সেবা (ভোগ) করতঃ অনুশয়িত হইতেছে। অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ তাদৃশী অজাকে আপনার

অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানো বিরক্তো জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানামিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। নানেন মন্ত্রেণ শ্রুতিমূলত্বং সাঙ্খ্যবাদস্য শক্যমাশ্রয়িতুম্। ন হ্যয়ং মন্ত্রঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কঞ্চিদপি বাদং সমর্থয়িতুমুৎসহতে। সর্ব্বত্রাপি যয়া কয়াচিৎ কল্পনয়াঽজাত্বাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ সাঙ্খ্যবাদ এবেহাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ চমসবৎ। যথাহি, অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইত্যস্মিন্মন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যেণাঽয়ং নামাসৌ চমসোঽভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তুং সর্ব্বত্রাপি

ত্যেনাং প্রকৃতিম্। তদিদমুক্তং "অন্যঃ পুন"রিতি। ভুক্তভোগামিতি ব্যাচষ্টে।—কৃতভোগাপবর্গাম্। শব্দাদ্যুপলব্ধির্ভোগঃ। গুণপুরুষান্যতাখ্যাতিরপবর্গঃ। অপবৃজ্যতে হি তয়া পুরুষ ইতি।—এবং প্রাপ্তে ঽভিধীয়তে। ন তাবৎ অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ইত্যেতদাত্মভেদপ্রতিপাদনপরমপি তু সিদ্ধমাত্মভেদমনূদ্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতিপাদয়তীতি স চানূদিতো ভেদঃ—

ভাবিয়া সুখ দুঃখ মোহ অনুভব করতঃ সংসারী হইতেছে। আবার অন্য অজ অর্থাৎ জন্মরহিত পুরুষ বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে অর্থাৎ প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে পরিমুক্ত ও স্বস্থ হইতেছে। [তস্মাৎ... শ্রয়িতুম্] যেহেতু শ্রুতিতে ঐ সকল কথা আছে সেই হেতু স্বীকার করা উচিত, সাংখ্যের প্রধান শ্রুতিমূলক। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, উদাহৃত মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যমতের শ্রুতিমূলকতা নিশ্চয় হয় না। [ন হ্যয়ং...নিয়ন্তুম্] ঐ মন্ত্র স্বাধীনভাবে কোনও মত সমর্থন করে না। কারণ, অন্য অর্থের কল্পনা করিলেও অজাশব্দের ব্যুৎপত্তি বজায় থাকে। প্রদর্শিত মন্ত্রের অজা-শব্দ যে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি অর্থেই প্রযুক্ত, অন্য অর্থে নহে. এরূপ নিশ্চয় করিবার জন্য কোনরূপ বিশিষ্ট কারণ নাই। ঐ অজা-শব্দ চমস-শব্দের সদৃশ জানিবে। বেদ মন্ত্রে আছে, চমস অধো গভীর ও ঊর্দ্ধে উচ্চ। এতদ্দ্বারা নিশ্চয় হয় না যে অমুক বস্তুই চমস,

যথাকথঞ্চিদর্ব্বাগ্বিলত্বাদিকল্পনোপপত্তেঃ। এবমিহাপ্যবিশে-ষোঽজামেকামিত্যস্য মন্ত্রস্য। নাস্মিন্মন্ত্রে প্রধানমেবাজাভি-প্রেতেতি শক্যতে নিয়ন্তুম্। তত্র ত্বিদং তচ্ছির এষ হ্যর্ব্বা-গ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইতি বাক্যশেষাচ্চমসবিশেষপ্রতিপত্তি-র্ভবতি, ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতিপত্তব্যেতি অত্র ক্রমঃ ॥৮॥

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥*

পরমেশ্বরাদুৎপন্না জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোঽবন্নলক্ষণা

'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ইত্যাদিশ্রুতি-ভিরাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরাভির্ব্বিরোধাৎ কাল্পনিকোঽবতিষ্ঠতে। তথা চ ন সাংখ্যপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যজাবাক্যং চমসবাক্যবৎ পরিপ্লবমানং ন স্বতন্ত্রপ্রধাননিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তম্। তদিদমুক্তং সূত্রকৃতা চমসবদবিশেষাদিতি। উত্তরসূত্রমবতারয়িতুং শঙ্কতে—তত্র ত্বিদং তচ্ছির ইতি। সূত্রমবতারয়তি।—অত্র ক্রমঃ—

সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং ব্রহ্মেতি স্থিতে শাখান্তরোক্তরোহিতাদিগুণ-

অন্য কিছু চমস নহে। অধোগভীর যে কোন স্থান (গিরিগুহাদি) সমস্তই চমস হইতে পারে। অজা-শব্দকেও ঐরূপ অনির্দ্দিষ্টবাচী জানিবে। উহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে সাংখ্যাভিমত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না। [তত্র…ক্রমঃ] অতএব, যেমন চমস-মন্ত্রের শেষে "ইহা তাহারই মস্তক। যেহেতু ইহা অধঃখানিত ও উপরি উচ্চ, সেই হেতু ইহা চমস" এইরূপ বাক্য থাকায় তদ্দারা নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি ও নিশ্চয় হয়, তেমনি, বাক্যা-ন্তরের দ্বারা অজা-শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হইবে। যে বাক্যের দ্বারা অজা-শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হয় তাহা বলা যাইতেছে।

পরমেশ্বরোৎপন্ন জ্যোতিঃ প্রভৃতি অর্থাৎ তেজ, অপ্, অন্ন (পৃথিবী),

* জ্যোতিরুপক্রমা তু জ্যোতিরাদ্যা এব অজা প্রতিপত্তব্যা। হি যতঃ, একে শাখিনঃ, তথা অধীয়তে আমনন্তি।—পরমেশ্বরোৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতি (তেজঃ জল ও পৃথিবী)—যাহা স্থূল সৃষ্টির উপাদান—তাহাই অজা-মন্ত্রের অজা। কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখা (ছান্দোগ্য) তেজ অপ্ ও অন্নের উৎপত্তি বলিয়া সেই উৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতিকে যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

চতুর্ব্বিধভূতগ্রামস্য, প্রকৃতিভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা। তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ। ভূতত্রয়লক্ষণৈবেয়মজা বিজ্ঞেয়া ন গুণত্রয়লক্ষণা। কস্মাৎ। তথা হ্যেকে শাখিনস্তেজো-ঽবন্নানাং পরমেশ্বরাদুৎপত্তিমাম্নায় তেষামেব রোহিতাদি-রূপতামামনন্তি, যদগ্নেরোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য ইতি। তান্যেবেহ তেজোঽব-ন্নানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, রোহিতাদিশব্দসামান্যাৎ, রোহি-তাদীনাং শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ, ভাক্তত্বাচ্চ গুণ-

যোগিনী তেজোবন্নলক্ষণা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জচতুর্ব্বিধভূতগ্রামপ্রকৃতি-ভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা। রোহিতশুক্লকৃষ্ণামিতি রোহিতাদিরূপতয়া তস্যা এব প্রত্যভিজ্ঞানান্ন তু সাংখ্যপরিকল্পিতা প্রকৃতিঃ। তস্যা অপ্রামাণিকত্বা শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ রঞ্জনাদিনা চ রোহিতাদ্যুপচারস্য সতি মুখ্যার্থ-সম্ভবেঽযোগাৎ। তদিদমুক্তং "রোহিতাদীনাং শব্দানামি"তি। অজাপদস্য চ সমুদায়প্রসিদ্ধিপরিত্যাগেন ন জায়ত ইত্যবয়বপ্রসিদ্ধ্যাশ্রয়ণে দোষ-প্রসঙ্গাৎ। অত্র তু রূপককল্পনয়া সমুদায়প্রসিদ্ধেরেবানপেক্ষায়াঃ স্বীকারাৎ।

এতন্নামক ভূতসূক্ষ্ম—যাহা চতুঃপ্রকার জীবদেহের উপাদান, শ্রুতি তাহা-কেই অজা বলিয়াছেন। তু-শব্দে নিশ্চয়। নিশ্চিত সূক্ষ্মভূতত্রয়ই অজা। কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখায় (ছান্দোগ্য উপনিষদে), পরমেশ্বর হইতে তেজ, অপ ও অন্নের উৎপত্তি এবং সে গুলির যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—"অগ্নির যে রক্তরূপ—তাহা তেজের। অগ্নির যে শুক্লরূপ,—তাহা জলের। অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ—তাহা অন্নের অর্থাৎ পৃথিবীর।" [তান্যেবেহ...অবগমাৎ] ছান্দোগ্যে যেগুলির (তেজঃ প্রভৃতির) উপদেশ হইয়াছে, সেই গুলিই অজামন্ত্রে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ নামে বর্ণিত ও অজা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, এই শব্দত্রয়ের সমানতাই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের কারণ। (অজামন্ত্রে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণ বিশিষ্ট অজা, ছান্দোগ্যেও লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ভূতসূক্ষ্ম)। অপিচ, তেজঃ প্রভৃতি শব্দ রূপবিশেষই রূঢ়, তজ্জন্য রূপ অর্থই উহাদের মুখ্য অর্থ। গুণ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা গৌণ অর্থ

বিষয়ত্বস্য অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্য নিগমনং ন্যায্যং মন্যন্তে, তথেহাপি, ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিংকারণং ব্রহ্ম ইত্যুপক্রম্য তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি। পারমেশ্বর্য্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যা বাক্যোপক্রমেঽবগমাৎ। বাক্যশেষেঽপি—

'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'। ইতি।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক ইতি চ তস্যা এবাবগমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণাম্নায়ত ইতি শক্যতে বক্তুম্। প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থানেনাপি মন্ত্রে-

---

অপি চায়মপি শ্রুতিকলাপোঽস্মদ্দর্শনানুগুণো ন সাংখ্যস্মৃত্যনুগুণ ইত্যাহ।—"তথেহাপী"তি। "কিংকারণং ব্রহ্মেত্যুপক্রম্যে"তি। ব্রহ্মস্বরূপং তাবজ্জগৎকারণং ন ভবতি বিশুদ্ধত্বাত্তস্য। যথাহুঃ—

'পুরুষস্য চ শুদ্ধস্য নাশুদ্ধা বিকৃতির্ভবেৎ।'

ইত্যাশয়বতীয়ং শ্রুতিঃ। পৃচ্ছতি।—কিংকারণং যস্য ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিস্তৎ কিংকারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মবিদো ধ্যানযোগেনাত্মানং গতাঃ প্রাপ্তা অপশ্যন্নিতি যোজনা। "যো যোনিং যোনিমি"তি। অবিদ্যাশক্তি-

---

হয়। যে অর্থে সন্দেহ নাই সেই অর্থের দ্বারাই সন্দিগ্ধ অর্থের সন্দেহভঞ্জন করা উচিত। ছান্দোগ্যে "ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম কোন্ কারণ(শক্তি)-বিশিষ্ট?" এই বাক্যের পরে "তাঁহারা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন, আত্মদেবের শক্তি গুণের দ্বারা আবৃত।" এই বাক্য আছে। এই বাক্যে জগৎকর্ত্রী ঐশী শক্তির উপদেশ হইয়াছে। [বাক্য…বক্তুম্] ঐ প্রস্তাবের শেষ বাক্যেও অবিদ্যার উপদেশ আছে। যথা—"মায়াই প্রকৃতি এবং তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর, ইহা জ্ঞাত হইবে।" "যিনি প্রত্যেক যোনিতে (প্রত্যেক প্রকৃতিতে) অধিষ্ঠিত।" এ সকল প্রমাণ সত্ত্বে অজা-মন্ত্রে অজা শব্দে সাংখ্যসম্মত প্রধান-নামক স্বতন্ত্র পদার্থ অভিহিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পারিবে না। [প্রকরণাৎ…মুক্তম্] প্রকরণ অনুসারেও স্থির হয়, জানা যায়, যাহা অব্যাকৃতনামরূপিণী বীজশক্তি—যাহা ব্যক্ত জগতের

ণাম্নায়ত ইত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ স্ববিকারবিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপ্যমুক্তম্। কথং পুনস্তেজোঽবন্নানাস্ত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপাঽজা প্রতিপত্তুং শক্যতে। যাবতা ন তাবত্তেজোঽবন্নেষ্বজাকৃতিরস্তি। ন চ তেজোবন্নানাং জাতিশ্রবণাদজাতিনিমিত্তোঽপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীতি অত উত্তরং পঠতি॥ ৯॥

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ॥ ১০॥ *

নায়মজাকৃতিনিমিত্তোঽজাশব্দো নাপি যৌগিকঃ কিং তর্হি কল্পনোপদেশোঽয়ং অজারূপকক্লৃপ্তিস্তেজোঽবন্নলক্ষ-

র্যোনিঃ সা চ প্রতিজীবং নানেত্যুক্তং অতো বীপ্সোপপন্না। শেষমতিরোহিতার্থম্। সূত্রান্তরমবতারয়িতুং শঙ্কতে।—"কথং পুনরি"তি। অজাকৃতির্জ্জাতিস্তেজোবন্নেষু নাস্তি। ন চ তেজোবন্নানাং জন্মশ্রবণাদজন্মনিমিত্তোপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীত্যাহ।—"ন চ তেজোবন্নানামি"তি। সূত্রমবতারয়তি। "অত উত্তরং পঠতি"।

পূর্ব্বাবস্থা—যাহা আত্মদেবতার (পরমেশ্বরের) সৃষ্টিশক্তি—তাহাই অজামন্ত্রের অজা এবং তাহারই নিজবিকার ও অবয়ব অনুযায়ী ত্রৈরূপ্য। [কথং...পঠতি] বাদিগণ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, তেজ অপ্ অন্ন, এ তিনটী উৎপন্ন পদার্থ (পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন) সুতরাং উক্ত ত্রিতয়ের অজাত্ব নাই। যাহা জন্মবান্ তাহা অজ নহে, জ। জ-কে অজ বলা বিরুদ্ধ। এ আপত্তির প্রত্যাপত্তির নিমিত্ত সূত্র বলিতেছেন—

অজা-শব্দ নিত্যজাতি অথবা যোগ (ব্যুৎপত্তি) অনুসারে প্রযুক্ত হয় নাই। উহা এক প্রকার কল্পনা মাত্র। শ্রুতি চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির নিদানস্বরূপ তেজ, অপ্ ও অন্নের সমবায়কে ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়া-

---

* কল্পনয়া তেজোঽবন্নানামজাত্বকথনাৎ মধ্বাদিশব্দ ইব বিরোধাভাবো জ্ঞেয়ঃ। যথা অমধুন আদিত্যস্য কল্পনয়া মধুত্বং তথা জাতায়া অপি ভূতপ্রকৃতেঃ কল্পনয়া ঽজাত্বমিতি।— জন্মবান্ বস্তুকে কল্পনাক্রমে অজ বলা বিরুদ্ধ নহে। সূর্য্যদেব মধু নহে, তথাপি তাহাকে মধু বলিয়া কল্পনা করা হয়। তেমনি, জায়মান ভূত সূক্ষ্মকেও অজ বলিয়া কল্পনা করা হয়।

ণায়াশ্চরাচরযোনেরুপদিশ্যতে। যথা হি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিদজা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা স্যাৎ বহুবর্করা স্বরূপবর্করা চ তাঞ্চ কশ্চিদজো জুষমাণোঽনুশয়ীত কশ্চিচ্চৈনাং ভুক্তভোগাং জহ্যাদেবমিয়মপি তেজোঽবন্নলক্ষণা ভূতপ্রকৃতিস্ত্রিবর্ণা বহু স্বরূপং চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি, অবিদুষা চ ক্ষেত্রজ্ঞেনোপভুজ্যতে, বিদুষা চ পরিত্যজ্যতে ইতি। ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যমেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞোঽনুশেতেঽন্যো জহাতীতি। অতঃ ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিষ্টঃ প্রাপ্নোতীতি। ন হীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপিপাদয়িষা কিন্তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপিপাদয়িষৈবেষা। প্রসিদ্ধস্তু ভেদং অনূদ্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপাদ্যতে। ভেদস্তু উপাধিনিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ,—

নমু কিং ছাগা লোহিতশুক্লকৃষ্ণৈবাস্যাদৃশীনামপি ছাগানামুপলম্ভাদিত্যত আহ।—"যদৃচ্ছয়ে"তি। বহুবর্করা বহুশাবা। শেষং নিগদব্যাখ্যাতম্।

ছেন। [যথা…ইতি] যেমন লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা ছাগী বহু সন্তান প্রসবিনী, সে সকল সন্তান তাহারই অনুরূপ, কোন ছাগ যেমন তৎপ্রতি সমাসক্ত হইয়া তদীয় সুখ দুঃখে সুখ দুঃখভাগী হয়, আবার অন্য ছাগ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তেজ-অপ্-অন্ন-লক্ষণা ত্রিবর্ণা ভূতপ্রকৃতিরূপা অজাও নিজানুরূপ বহুসন্তান প্রসবিনী, অজ্ঞান জীব তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং জ্ঞানী তাহাকে ত্যাগ করিতেছে। [ন চ…শ্রুতিভ্যঃ] এমন আশঙ্কা করিও না যে, এক জীব ভোগ করিতেছে ও অন্য জীব ত্যাগ করিতেছে, এই বাক্যের দ্বারা উদাহৃত মন্ত্রে নানা জীব প্রতিপাদিত হইতেছে। সাংখ্যাদির ইষ্ট নানাজীববাদ ঐ মন্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ এই যে, নানা জীব অর্থাৎ জীবভেদ সমর্থন করা ঐ মন্ত্রের বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) নহে। জীবের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা প্রদর্শন করাই উক্ত মন্ত্রের অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত। (অভিপ্রায় এই যে, জীব এক; কিন্তু জীবত্বজনক অজ্ঞান নানা। অজ্ঞান নানা বলিয়াই যে জীব নানা; তাহা নহে। সুতরাং যে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তজ্জনিত জীবও অজ্ঞান

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। মধ্বাদিবৎ যথাদিত্যস্যামধুনো মধুত্বং বাচশ্চাধেনোর্ধেনুত্বং দ্যুলোকাদীনাং চানগ্নীনামগ্নিত্বং ইত্যেবং জাতীয়কং কল্প্যতে, এবমিদমনজায়া অজাত্বং কল্প্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদবিরোধস্তেজোঽবন্নেষ্বজাশব্দপ্রয়োগস্য ॥ ১০ ॥

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥ *

বিনাশে মুক্ত হয়, অন্য জীব সংসারী থাকে।) জীব নানা, ইহা প্রত্যেক সংসারী জীবের বিদিত আছে, শ্রুতি সেই সর্ব্ববিদিত জীবভেদ অনুবাদ করতঃ তাহাদের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার প্রকার বা প্রণালী বলিয়াছেন। জীবের ভেদভাব অর্থাৎ জীব নানা, এ ভাব তাত্ত্বিক নহে। কিন্তু ঔপাধিক। বিভিন্ন উপাধি বলিয়াই উপহিত জীব বিভিন্ন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "একই দেব (আত্মা) সমুদয় ভূতে গূঢ় (দুর্ব্বোধ্য) রূপে অবস্থিত এবং সেই একই দেব সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা।" [মধ্বাদি···প্রয়োগস্য] সূর্য্য মধু না হইলেও যেমন উপাসনার্থ মধুরূপে কল্পিত, বাক্য সকল ধেনু না হইলেও ধেনুরূপে কথিত, অনগ্নি স্বর্গও অগ্নিরূপকে কথিত, এইরূপ, তেজ-অপ-অন্নরূপিণী ভূতপ্রকৃতি বাস্তব পক্ষে অজা না হইলেও অজাসাদৃশ্যে অজা নামে কল্পিত এবং সে কল্পনা নির্দ্দোষ কল্পনা।

* পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে সংখ্যোপসংগ্রহাৎ সংখ্যয়া তত্ত্বানাং সঙ্কলনাৎ প্রধানাদীনাং বৈদিকত্বমিতি ন প্রতিপত্তব্যম্। কুতঃ? নানাভাবাৎ অতিরেকাচ্চ। নানাভাবঃ নানাত্বম্। অতিরেক আধিক্যম্। তেন সাংখ্যতত্ত্বসংকলনমসিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ।—পাঁচ পাঁচ জন এই মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের প্রয়োগ থাকায় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এতদ্রূপে সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সাংখ্যের তত্ত্ব বহু; সুতরাং পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এরূপ অন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধ হইলেও আকাশ একটী অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ২৫ সংখ্যা অতিক্রান্ত হইয়া ২৬ সংখ্যা লব্ধ হয়। ২৬ তত্ত্ব সাংখ্যের অনভিমত। কাজেই বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, উক্ত মন্ত্রে সাংখ্যাভিমত তত্ত্ব কথিত হয় নাই।

এবং পরিহৃতেঽপ্যজামন্ত্রে পুনরপ্যন্যস্মান্মন্ত্রাৎ সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে, যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতমিতি। অস্মিন্মন্ত্রে পঞ্চপঞ্চজনা ইতি পঞ্চসংখ্যাবিষয়াঽপরা পঞ্চসংখ্যা শ্রূয়তে। পঞ্চশব্দদ্বয়দর্শনাৎ। ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ পঞ্চবিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে। তয়া চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া যাবন্তঃ সংখ্যেয়া আকাঙ্ক্ষ্যন্তে তাবন্ত্যেব চ তত্ত্বানি সাংখ্যৈঃ সংখ্যায়ন্তে।

অবান্তরসঙ্গতিমাহ।—"এবং পরিহৃতেঽপী"তি। পঞ্চজনা ইতি হি সমাসার্থঃ পঞ্চসংখ্যয়া সম্বধ্যতে। ন চ দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সমাসবিধানান্মনুজেষু নিরূঢ়োঽয়ং পঞ্চজনশব্দ ইতি বাচ্যম্। তথাহি সতি পঞ্চমনুজা ইতি স্যাৎ। এবঞ্চাত্মনি পঞ্চমনুজানামাকাশস্য চ প্রতিষ্ঠানমিতি নিস্তাৎপর্য্যং সর্ব্বস্যৈব প্রতিষ্ঠানাৎ। তস্মাৎ রূঢ়েরসম্ভবাত্তত্যাগেনাঽত্র যোগ আস্থেয়ো জনশব্দশ্চ কথঞ্চিত্তত্ত্বেষু ব্যাখ্যেয়ঃ। তত্রাপি কিং পঞ্চ প্রাণাদয়ো বাক্যশেষগতা বিবক্ষ্যন্ত উত তদতিরিক্তা অন্য এব বা কেচিৎ। তত্র পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া কাণ্বমাধ্যন্দিনবাক্যয়োর্ব্বিরোধাৎ। একত্র হি জ্যোতিষা পঞ্চত্বমন্যে নেতরত্র। ন চ ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্পসম্ভবঃ। অনুষ্ঠানং হি বিকল্প্যতে ন বস্তু। বস্তুতত্ত্বকথা চেয়ং নানুষ্ঠানকথা বিধ্যভাবাৎ। তস্মাৎ কানিচিদেব তত্ত্বানীহ পঞ্চ প্রত্যেকং পঞ্চসংখ্যাযোগীনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি ভবন্তি। সাংখ্যৈশ্চ প্রকৃত্যাদীনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি স্মর্য্যন্ত ইতি তান্যেবানেন মন্ত্রেণোচ্যন্ত ইতি নাশব্দং প্রধানাদি। ন চাধারত্বেনাত্মনো ব্যবস্থানাৎ স্বাত্মনি চাধারাধেয়ভাবস্য বিরোধাৎ আকাশস্য চ

অজা-মন্ত্রে সাংখ্যের যে আপত্তি ছিল তাহা উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় খণ্ডিত হইলেও পুনর্ব্বার অন্য মন্ত্রে সাংখ্যের অন্যরূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। যথা—"যাঁহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত—সেই অমৃত ব্রহ্মাত্মাকে জানিয়া অমৃত (মুক্ত) হও।" [অস্মিন্···প্রধানাদীনাম্] এই মন্ত্রে পঞ্চ শব্দের পর অপর পঞ্চশব্দ আছে। পঞ্চসংখ্যার প্রতি অপর পঞ্চ সংখ্যা প্রযুক্ত হইলেই পঁচিশ সংখ্যা সম্পন্ন হয়। ঐ পঁচিশ সংখ্যা যতগুলি সংখ্যেয় আকাঙ্ক্ষা করে, সাংখ্যবক্তা ঠিক্ ততগুলি তত্ত্ব বলিয়াছেন। যথা—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ।
ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" ॥ ইতি।
তয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেষাং স্মৃতি-প্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ শ্রুতিমত্ত্বমেব প্রধানাদীনাং, ততো ব্রূমঃ। ন সংখ্যোপ-

ব্যতিরেচনাৎ ত্রয়োবিংশতির্জ্জনা ইতি স্যাৎ পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বাচ্যম্। সত্যপ্যাকাশাত্মনোর্ব্যতিরেচনে মূলপ্রকৃতিভাগৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ পঞ্চ-বিংশতিসংখ্যোপপত্তেঃ। তথা চ সত্যাকাশাত্মভ্যাং সপ্তবিংশতিসংখ্যায়াং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানীতি স্বসিদ্ধান্তব্যাকোপ ইতি চেৎ। ন। মূলপ্রকৃতিত্ব-মাত্রেণৈকীকৃত্য সত্ত্বরজস্তমাংসি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বোপপত্তেঃ। ত্রিগুণভাবেন তু তেষাং সপ্তবিংশতিত্বাবিরোধঃ। তস্মান্নাশঙ্কা সাংখ্যস্মৃতিরিতি প্রাপ্তে। মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানম্। নাসাবন্যস্য বিকৃতিরপি তু প্রকৃতিরেব। তদিদ-মুক্তং "মূলে"তি। মহদহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি প্রকৃতিশ্চ বিকৃতিশ্চ। তথাহি।—মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্য তত্ত্বান্তরস্য চ প্রকৃতির্মূলপ্রকৃতেস্তু বিকৃতিঃ। এবমহঙ্কারতত্ত্বং মহতো বিকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চ তদেব তামসং সৎ পঞ্চতন্মাত্রা-ণাম্। তদেব সাত্ত্বিকং সৎ প্রকৃতিরেকাদশেন্দ্রিয়াণাম্। পঞ্চতন্মাত্রাণি চাহঙ্কারস্য বিকৃতিরাকাশাদীনাং পঞ্চানাং প্রকৃতিঃ। তদিদমুক্তং মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারঃ ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্নো গণো বিকার এব। পঞ্চভূতানি তন্মাত্রাণ্যেকাদশেন্দ্রিয়াণীতি ষোড়শকো গণঃ। যদ্যপি পৃথিব্যাদয়ো গোঘটাদীনাং প্রকৃতিস্তথাপি ন তে পৃথিব্যাদিভ্যস্তত্ত্বান্তরমিতি ন প্রকৃতিঃ। তত্ত্বান্তরোপাদানত্বঞ্চেহ প্রকৃতিত্বমভিমতং গৌপাদানমাত্রত্ব-মিত্যবিরোধঃ। পুরুষস্তু কূটস্থনিত্যোঽপরিণামী ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্নাপি বিকৃতিরিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—"ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানা-

"অবিকৃত মূল প্রকৃতি ১, প্রকৃতি বিকৃতি ভাবাপন্ন মহৎ প্রভৃতি ৭, কেবল বিকৃতি ১৬, প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, এরূপ পুরুষ বা আত্মা ১।" শ্রুতি পঞ্চ পঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, করিয়া সাংখ্যের পাঁচিশ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতিতে সাংখ্যের পাঁচিশ তত্ত্ব কথিত হওয়াতে সাংখ্য স্মৃতির শ্রুতিমূলকতা আশঙ্কা হইতে পারে। [ততো...ভাবাৎ] সেই কারণে সূত্র বলা হইল, "ন সংখ্যোপসংগ্রহাৎ।"

সংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমত্ত্বাশঙ্কা কর্ত্তব্যা। কস্মাৎ। নানাভাবাৎ। নানা হ্যেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি। নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্ম্মোঽস্তি, যেন পঞ্চবিংশতে-রন্তরালেঽপরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যা নিবিশেরন্। ন হ্যেক নিবন্ধনমন্তরেণ নানাভূতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সংখ্যা নিবিশন্তে। অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যৈবেয়মবয়বদ্বারেণোপলক্ষ্যতে। যথা,—

"পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি নব বর্ষশতক্রতুঃ"। ইতি।

দীনাং শ্রুতিমত্ত্বাশঙ্কা কর্ত্তব্যা। কস্মাৎ। নানাভাবাৎ। নানা হ্যেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি। নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণোধর্ম্মো হস্তি"। ন খলু সত্ত্বরজস্তমোমহদহঙ্কারাণামেকঃ ক্রিয়া বা গুণো বা দ্রব্যং বা জাতির্ব্বা ধর্ম্মঃ পঞ্চতন্মাত্রাদিভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সত্ত্বাদিষু চানুগতঃ কশ্চিদস্তি। নাপি পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুঘ্রাণানাং নাপি রসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রবাচাং নাপি পাণিপাদপায়ূপস্থমনসাং যেনৈকেনাসাধারণেনোপগৃহীতাঃ পঞ্চ পঞ্চকা ভবিতুমর্হন্তি। পূর্ব্বপক্ষৈক দেশিনমুত্থাপয়তি।—"অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যৈবেয়মি"তি। যদ্যপি পরস্যাং সংখ্যায়ামবান্তরসংখ্যা দ্বিত্বাদিকা নাস্তি তথাপি তৎপূর্ব্বং তস্যাঃ সম্ভবাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যলক্ষণয়া প্রত্যাসত্ত্যা পরসংখ্যোপলক্ষণার্থং পূর্ব্বসংখ্যোপ-

---

উদাহৃত মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের দ্বারা পঁচিশ তত্ত্বের সংগ্রহ হয় না। কারণ এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানা ধর্ম্মাক্রান্ত। (অর্থাৎ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ বা পঞ্চগুণিত পঞ্চ এরূপ অর্থ সম্পন্ন হয় না)। দুইবার পঞ্চশব্দ উচ্চরিত হইয়াছে বলিয়াই যে তদ্দ্বারা সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব সংকলিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না এবং প্রধান প্রভৃতির বেদমূলকতাশঙ্কা করিতে পার না। [নানা...শন্তে] হেতু এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানাধর্ম্মবিশিষ্ট। সে সকলের মধ্যে এমন কোন পঞ্চক নাই, যাহা পরস্পরে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়। যে ধর্ম্ম থাকিলে পঞ্চবিংশতির মধ্যে "পাঁচ পাঁচ" এইরূপ সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইতে পারে—সে ধর্ম্ম তাহাদের নাই। এক সংখ্যা হইতেই দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যার সংকলন হইয়া থাকে। [অথো...নোপলক্ষ্যতে] যদি বল, অবয়ব গণনা করিলে বহুর মধ্যেও অল্প সংখ্যা গণিত হইতে পারে,

দ্বাদশবার্ষিকীমনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি তদ্বদিতি, তদপি নোপপদ্যতে। 'অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষো যৎ লক্ষণাশ্রয়ণীয়া স্যাৎ। পরশ্চাত্র পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তঃ পঞ্চজনা ইতি, ভাষিকেণ স্বরেণৈকপদত্বনিশ্চয়াৎ। প্রয়োগান্তরে চ পঞ্চানাং ত্বাপঞ্চজনানামিত্যেকপদ্যৈকস্বর্য্যৈকবিভক্তিকত্বাবগমাৎ। সমস্তত্বাচ্চ ন বীপ্সা পঞ্চ পঞ্চেতি। তেন ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চেতি। ন চ পঞ্চসংখ্যায়া একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যয়াঽপরয়া বিশেষণং পঞ্চপঞ্চকা ইতি, উপসর্জ্জনস্য

ন্যসাত ইতি। দূষয়তি।—"অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষ" ইতি। ন চ পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তোঽসমস্তঃ শক্যোবক্তুমিত্যাহ।—"পরশ্চাত্র পঞ্চশব্দ" ইতি। নন্বু ভবতু সমাসস্তথাপি কিমিত্যত আহ।—"সমস্তত্বাচ্চে"তি। অপি চ বীপ্সায়াং পঞ্চকদ্বয়গ্রহণে দশৈব তত্ত্বানীতি ন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানমিত্যসমাসমভ্যুপেত্যাহ।—"ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চে"তি। ন চৈকা পঞ্চসংখ্যা পঞ্চসংখ্যান্তরেণ শক্যা বিশেষ্টুম্। পঞ্চশব্দস্য সংখ্যোপসর্জ্জনদ্রব্যবচনত্বেন সংখ্যায়া উপসর্জ্জনতয়া বিশেষণেনাসংযোগাদিত্যাহ।—"একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যায়া" ইতি। তদেবং পূর্ব্বপক্ষৈকদেশিনি দূষিতে পরম-

"ইন্দ্র পাঁচ সাত বৎসর বর্ষণ করেন নাই" এই বাক্যে যেমন দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি কথিত হইয়াছে, সেইরূপ কথিত হইবে বলিলে তাহাও উপপন্ন হইবেনা। [অয়মেব · সংযোগাৎ] এ পক্ষে দোষ এই যে, মুখ্যার্থ ত্যাগ ও লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী পঞ্চশব্দ জন-শব্দের সহিত সমস্ত। অর্থাৎ পঞ্চ পঞ্চ এরূপ পদ নহে। পঞ্চশব্দ ও পঞ্চজন শব্দ এক পদ, এক স্বর ও এক বিভক্তিও নহে। পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের সমাস হওয়ায় পঞ্চ পঞ্চ এরূপ বীপ্সাপ্রয়োগ অসিদ্ধ। (বীপ্সা প্রয়োগ ব্যতীত পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হইবার সম্ভাবনা নাই)। যেহেতু বীপ্সা প্রয়োগ নহে—সেই হেতু পাঁচ পাঁচ (অর্থাৎ পঞ্চগুণিত পঞ্চক বা পঞ্চপঞ্চক) এরূপ অর্থও নহে। এক পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ অপর পঞ্চ সংখ্যা, এরূপ ব্যাখ্যাও সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, উপসর্জনের সহিত অর্থাৎ অপ্রধানের অপ্রধানের

বিশেষণেনাসংযোগাৎ। নম্বাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব পুনঃ পঞ্চসংখ্যয়া বিশেষ্যমাণা পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যেষ্যন্তে, যথা পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পূলা প্রতীয়ন্তে তদ্বৎ, নেতি ক্রমঃ। যুক্তং যৎপঞ্চপূলীশব্দস্য সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতীতি সত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং পঞ্চপঞ্চপূল্য ইতি বিশেষণং, ইহ তু পঞ্চজনা ইত্যাদিত এব ভেদোপাদানাৎ কতীতি অসত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বিশেষণং ভবেৎ। ভবদপীদং বিশেষণং পঞ্চসংখ্যায়া এব

পূর্ব্বপক্ষিণমুত্থাপয়তি।—"নম্বাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এবে"তি। অত্র তাবদ্রূঢৌ সত্যাং ন যোগঃ সম্ভবতীতি বক্ষ্যতে তথাপি যৌগিকং পঞ্চজনশব্দমভ্যুপেত্য দূষয়তি।—"যুক্তং যৎ পঞ্চপূলীশব্দস্যে"তি। পঞ্চপূলীত্যত্র যদ্যপি পৃথক্কার্য্যসমবায়িনী পঞ্চসংখ্যাবচ্ছেদিকাঽস্তি তথাপীয়ং সমুদায়িনমবচ্ছিনত্তি ন সমুদায়ং সমাসপদগম্যগতস্তস্মিন্ কতি তে সমুদায়া ইত্যপেক্ষায়াং পদান্তরাভিহিতা পঞ্চসংখ্যা সম্বধ্যতে পঞ্চেতি। পঞ্চজনা ইত্যত্র তু পঞ্চসংখ্যাযোৎপত্তিশষ্টয়া জনানামবচ্ছিন্নত্বাৎ সমুদায়স্য চ পঞ্চপূলীবদপ্রতীতেন পদান্তরাভিহিতা সংখ্যা সম্বধ্যতে। স্যাদেতৎ। সংখ্যেযানাং জনানাং মা ভূচ্ছব্দান্তরবাচ্যসংখ্যাবচ্ছেদঃ পঞ্চসংখ্যায়াস্তু তয়াবচ্ছেদো ভবিষ্যতি। ন হি সাপ্যবচ্ছিন্নেত্যত আহ।—"ভবদপীদং

সম্বন্ধ হয় না। (বিশেষ্যের সহিতই বিশেষণের সম্বন্ধ হইয়া থাকে।) [নম্বাপন্ন ক্রমঃ] পঞ্চ সংখ্যান্বিত (পাঁচ) ব্যক্তি পুনর্ব্বার পঞ্চ সংখ্যার দ্বারা বিশেষিত হইলে পঁচিশ সংখ্যার প্রতীতি হইতে পারে, যেমন পঞ্চ পঞ্চ পূল বলিলে পঁচিশ পূল (সমষ্টীকৃত তৃণরাশি) প্রতীত হয়, এরূপ বলিতেও পার না। [যুক্তং দোষঃ] পঞ্চ পঞ্চ পূল শব্দে পঁচিশ প্রতীত হওয়াই উচিত। কারণ, পঞ্চ পূল শব্দ সমাহার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, তৎকারণে সংখ্যা ভেদের আকাঙ্ক্ষা আছে, আকাঙ্ক্ষা থাকাতেই পঞ্চশব্দের বিশেষণতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু "পঞ্চ জন" এ প্রযোগে প্রথম হইতেই সংখ্যা ভেদের গ্রহণ আছে সুতরাং "কত?" এরূপ ভেদাকাঙ্ক্ষা হয় না। তাহা না হওয়ায় পঞ্চ শব্দ পঞ্চজন শব্দের বিশেষণ হয় না। (ভেদক ধর্ম্ম না থাকিলে তাহা বিশেষণ হয় না, যাহা ভেদক তাহাই বিশেষণ)। উহা নিয়মিত হইলেও

ভবেৎ, তত্র চোক্তো দোষঃ, তস্মাৎ পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ং অতিরেকাচ্চ ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ম্। অতিরেকো হি ভবত্যাত্মাকাশাভ্যাং পঞ্চবিংশতি-সংখ্যায়াঃ। আত্মা তাবদিহ প্রতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। যস্মিন্নিতি সপ্তমীসূচিতস্য "তমেবমন্য আত্মানং" ইত্যাত্মত্বেনানুকর্ষণাৎ। আত্মা চ চেতনঃ পুরুষঃ, স চ পঞ্চবিংশতাবন্তর্গত এবেতি ন তস্যৈবাধারত্বমাধেয়ত্বঞ্চ যুজ্যেত। অর্থান্তরপরিগ্রহে বা তত্ত্বসংখ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধঃ প্রসজ্যেত। তথা "আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যা-

---

বিশেষণমি"তি। উক্তোঽত্র দোষঃ। ন হ্যুপসর্জ্জনং বিশেষণেন যুজ্যতে পঞ্চশব্দ এব তাবৎ সংখ্যেয়োপসর্জ্জনসংখ্যামাহ বিশেষতস্তু পঞ্চজনা ইত্যত্র সমাসে। বিশেষণাপেক্ষায়ান্তু ন সমাসঃ স্যাদসামর্থ্যাৎ। ন হি ভবতি ঋদ্ধস্য রাজপুরুষ ইতি সমাসো হপি তু বৃত্তিরেব। ঋদ্ধস্য রাজ্ঞঃ পুরুষ ইতি সাপেক্ষত্বেনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। "অতিরেকাচ্চে"তি। অভ্যুচ্চয়-মাত্রম্। যদি সত্ত্বরজস্তমাংসি প্রধানেনৈকীকৃত্যাত্মাকাশৌ তত্ত্বেভ্যোব্যতি-

---

তাহা পঞ্চশব্দের হইবে, পঞ্চজন-শব্দের হইবে না। তাহা না হইলেই পূর্ব্বোক্ত দোষ হইবে। [তস্মাৎ দূষণম্] সেই জন্যই বলি, "পঞ্চ পঞ্চ জনা" এ প্রযোগ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। অপিচ, অতি-রেক হেতুতে ঐ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে।. অর্থাৎ আকাশ ও আত্মা এই দুইটী অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। (২৭ হয়)। ঐ শ্লোকে আত্মা প্রতিষ্ঠার আধাররূপে কথিত হইয়াছেন। কারণ এই যে, "যস্মিন্— যাহাতে" এতৎ প্রয়োগস্থ সপ্তমীবিভক্তি যাহাকে আধার বলিতেছে, শ্রুতি তাহাকেই "তাঁহাকে আত্মা বলিয়া মান" এইরূপে অনুকর্ষণ করি-য়াছেন। সুতরাং আত্মাই প্রতিষ্ঠার আধার। আত্মা চেতন এবং আত্মাই পুরুষ, তাহা পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত। পুরুষ যদি পঞ্চবিংশতির অন্তর্গতই হইল, তাহা হইলে আর তাহাকে আধার ও আধেয় উভয় প্রকার বলিতে পার না। (যে আধার, সেই আধেয়, ইহা অযুক্ত ও অসিদ্ধ)। আত্মাকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিলে পঁচিশের অধিক হইবে; কিন্তু তাহা

কাশস্যাপি পঞ্চবিংশতাবন্তর্গতস্য ন পৃথগুপাদানং ন্যায্যং, অর্থান্তরপরিগ্রহে চোক্তং দূষণম্। কথঞ্চ সংখ্যামাত্রশ্রবণে সত্যশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়েত, জনশব্দস্য তত্ত্বেষরূঢ়ত্বাৎ, অর্থান্তরোপসংগ্রহেঽপি সংখ্যোপপত্তেঃ। কথং তর্হি পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি, উচ্যতে, দিক্‌সংখ্যে

য়িচ্যেতে তদা সিদ্ধান্তব্যাকোপঃ। অথ তু সত্ত্বরজস্তমাংসি মিথো ভেদেন বিবক্ষ্যন্তে তথাপি বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনে আধারত্বেনাত্মা নিষ্কৃষ্যতামাধেয়ান্তরেভ্যস্ত্বাকাশস্যাধেয়স্য ব্যতিরেচমনর্থকমিতি গময়িতব্যম্। "কথঞ্চ সংখ্যামাত্রশ্রবণে সতী"তি। দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সংজ্ঞায়াং সমাসস্মরণাৎ পঞ্চজনশব্দস্তাবদয়ং কচিন্নিরূঢ়ঃ। ন চ রূঢৌ সত্যামবয়বপ্রসিদ্ধের্গ্রহণং সাপেক্ষত্বাৎ নিরপেক্ষত্বাচ্চ রূঢেঃ। তদ্‌যদি রূঢৌ মুখ্যোঽর্থঃ প্রাপ্যতে ততঃ স এব গ্রহীতব্যো ঽথ ত্বসৌ ন বাক্যে সম্বন্ধার্হঃ পূর্ব্বাপরবাক্যবিরোধী বা ততো রূঢ্যপরিত্যাগেনৈব বৃত্ত্যন্তরেণার্থান্তরং কল্পয়িত্বা বাক্যমুপপাদনীয়ম্। যথা শ্যেনেনাভিচরন্ যজেতেতি শ্যেনশব্দঃ শকুনিবিশেষে নিরূঢবৃত্তিস্তদপরিত্যাগেনৈব নিপত্যাদানসাদৃশ্যেনার্থবাদিকেন ক্রতুবিশেষে বর্ত্ততে তথা পঞ্চজনশব্দো হ্যবয়বার্থযোগানপেক্ষ একস্মিন্নপি বর্ত্ততে। যথা সপ্তর্ষিশব্দো বসিষ্ঠ একস্মিন্ সপ্তসু চ বর্ত্ততে। ন চৈষ তত্ত্বেষু রূঢ়ঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যানুরোধেন তত্ত্বেষু বর্ত্তয়িতব্যঃ। রূঢৌ সত্যাং পঞ্চবিংশতেরেব সংখ্যায়া অভাবাৎ কথং তত্ত্বেষু বর্ত্ততে। এবঞ্চ কে তে পঞ্চজনা ইত্যপেক্ষায়াং কিং বাক্যশেষগতাঃ প্রাণাদয়ো গৃহ্যন্তামুত পঞ্চবিংশতি-

---

সাংখ্যের সিদ্ধান্ত নহে। ২৫ তত্ত্বই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। আকাশও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাকে পৃথক্ রূপে বলা ন্যায্য নহে। পৃথক্ তত্ত্ব অভিপ্রায়ে আকাশকে পৃথক্ বলা হইয়াছে বলিলেও ঐ দোষ (আধিক্যদোষ বা সিদ্ধান্তহানিদোষ) হইবে। [কথঞ্চ ·ইতি] জন-শব্দ তত্ত্ববাচী নহে, সুতরাং কেবল সংখ্যা শব্দের দ্বারাই বা কিরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংগ্রহ হইতে পারে? প্রতীতি হইতে পারে? তত্ত্ব অর্থের গ্রহণ না করিলেও অন্যার্থের দ্বারা সংখ্যা শব্দের প্রয়োগসাধুতা সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, তবে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এরূপ প্রয়োগ কিরূপে সংগত হইবে? [উচ্যতে...ত্বদুচ্যতে] তাহা বলিতেছি। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম অর্থে দিক্

সংজ্ঞায়ামিতি বিশেষস্মরণাৎ সংজ্ঞায়ামেব পঞ্চশব্দস্য জন-শব্দেন সমাসঃ। ততশ্চ রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েণৈব কেচিৎ পঞ্চজনা নাম বিবক্ষ্যন্তে, ন সাংখ্যতত্ত্বাভিপ্রায়েণ। তে কতীত্যস্যা-মাকাঙ্ক্ষায়াং পুনঃ পঞ্চেতি প্রযুজ্যতে পঞ্চজনা নাম কেচিৎ, তে চ পঞ্চৈবেত্যর্থঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেতি যথা। কে পুনস্তে পঞ্চ-জনা নামেতি তদুচ্যতে॥ ১১॥

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ॥ ১২॥ *

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যত উত্তরস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ, প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষু-

ত্ত্বানীতি বিশয়ে তত্ত্বানামপ্রামাণিকত্বাৎ প্রাণাদীনাঞ্চ বাক্যশেষে শ্রবণাৎ তৎপরিত্যাগে শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ প্রাণাদয় এব পঞ্চজনাঃ। ন চ কাণ্বমাধ্যন্দিনয়োর্ব্বিরোধান্ন প্রাণাদীনাং বাক্যশেষগতানামপি গ্রহণমিতি সাম্প্রতম্। বিরোধেঽপি তুল্যবলতয়া ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্পোপপত্তেঃ। ন চেয়ং বস্তুস্বরূপকথা ঽপিতূপাসনানুষ্ঠানবিধির্ম্মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি বিধি-শ্রবণাৎ।

বোধক ও সংখ্যাবোধক শব্দের সমাস বিধান থাকায় পঞ্চশব্দের সহিত জন-শব্দের সমাস হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চজনশব্দ রূঢ় অর্থে প্রযুক্ত, সাংখ্যভাষিত তত্ত্ব অর্থে নহে। পঞ্চজননামক পদার্থ কি? কোন্ অর্থে রূঢ়? এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ পঞ্চ-শব্দের প্রয়োগ। পঞ্চজন নামে বিখ্যাত, এরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচ। যেমন সাত সপ্তর্ষি। কাহারা পঞ্চজন? তাহা সূত্রকার বলিয়া দিতেছেন।—

"যাহাতে পাঁচ পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত" এই মন্ত্রের পরে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূ-পণের উদ্দেশে প্রাণাদি পঞ্চকের উপদেশ আছে। যথা—"যে

* বাক্যশেষাৎ পঞ্চজন শব্দেন প্রাণাদয় এব বিবক্ষ্যন্তে।—পঞ্চজন-মন্ত্রের পরে যে প্রাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সন্নিধানপ্রযুক্ত সেই প্রাণ প্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চককেই পঞ্চজন শব্দে বলা হইয়াছে।

যশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ ইতি, তেঽত্র বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাৎ পঞ্চজনা বিবক্ষ্যন্তে। কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ, তত্ত্বেষু বা কথং জনশব্দপ্রয়োগঃ, সমানে তু প্রসিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয় এব গ্রহীতব্যা ভবন্তি জনসম্বন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ো জনশব্দভাজো ভবন্তি। জনবচনশ্চ পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ। তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ ইতি। অত্র, প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণম্। সমাসবলাচ্চ সমুদায়স্য রূঢ়ত্বমবিরুদ্ধম্। কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে

"কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগ" ইতি। জনবাচকঃ শব্দো জনশব্দঃ পঞ্চজনশব্দ ইতি যাবৎ। তস্য কথং প্রাণাদিষজনেষু প্রয়োগ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা তু প্রত্যস্তমিতাবয়বার্থে সমুদায়শব্দার্থে জনশব্দার্থো নাস্তীত্যপর্য্যনুযোগ এব। রূঢ্যপরিত্যাগেনৈব বৃত্ত্যন্তরং দর্শয়তি।—"জনসম্বন্ধাচ্চে"তি। জনশব্দভাজঃ পঞ্চজনশব্দভাজঃ। নন্ু সত্যামবয়বপ্রসিদ্ধৌ সমুদায়শক্তিকল্পনমনুপপন্নম্। সম্ভবতি চ পঞ্চবিংশত্যাং তত্ত্বেষবয়বপ্রসিদ্ধিঃ, ইত্যত আহ। "সমাসবলাচ্চে"তি। স্যাদেতৎ। সমাসবলাচ্চেদ্রূঢ়িরাশ্রীয়তে হন্ত ন দৃষ্টস্তর্হি তস্য প্রয়োগোঽশ্বকর্ণাদিবদ্বৃক্ষাদিষু। তথা চ লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবান্ন রূঢ়িরিত্যাক্ষিপতি।—"কথং পুনরসতী"তি। জনেষু তাবৎ

প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন'কে জানে—" ইত্যাদি। সন্নিধানপ্রযুক্ত এতন্মন্ত্রস্থ প্রাণপ্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বিবক্ষিত। [কথং...বিরুদ্ধম্] বলিতে পার, কিপ্রকারে প্রাণাদি পঞ্চকে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ ? তত্ত্বেই বা কি প্রকারে প্রয়োগ ? উভয় প্রয়োগেই প্রসিদ্ধি পরিত্যাগ হয় সত্য ; তথাপি, বাক্যশেষ বলে প্রাণাদির পরিগ্রহ হওয়াই ন্যায্য। জন-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রাণাদি জনশব্দ প্রয়োগের যোগ্য। জনবাচী পুরুষ-শব্দও প্রাণাদিতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা—"এই পাঁচ ব্রহ্মপুরুষ।" এ বিষয়ে "প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা," এই ব্রাহ্মণ বাক্য নিদর্শন। (ব্রাহ্মণ = বেদভাগবিশেষ)। সমাসের প্রভাবেও সমুদয় শব্দের রূঢ়ত্ব হয় এবং তাহা অবিরুদ্ধ। [কথং... বক্ষ্যতে] যদি বল, প্রথম প্রয়োগ ব্যতীত কিপ্রকারে রূঢ়ি-স্বীকার হইতে

রূঢিঃ শক্যাশ্রয়িতুম্ ? শক্য উদ্ভিদাদিবদিত্যাহ। প্রসিদ্ধার্থসন্নিধানেন হ্যপ্রসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুজ্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ তদ্বিষয়ো নিয়ম্যতে যথোদ্ভিদা যজেত, যূপং ছিনত্তি, বেদীং করোতীতি, তথাঽয়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসান্বাখ্যানাদবগতসংজ্ঞাভাবঃ সংজ্ঞ্যাকাঙ্ক্ষী বাক্যশেষসমভিব্যাহৃতেষু প্রাণাদিষু বর্ত্তিষ্যতে। কৈশ্চিত্তু দেবাঃ পিতরো গন্ধর্ব্বা অসুরা রক্ষাংসি চ পঞ্চজনা ব্যাখ্যাতাঃ। অন্যৈশ্চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ। কচিচ্চ যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশেতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্য দৃশ্যতে, তৎ পরিগ্রহেঽপীহ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। আচার্য্যস্তু ন পঞ্চবিংশতে-

পঞ্চজনশব্দস্য প্রথমঃ প্রয়োগো লোকেষু দৃষ্ট ইত্যসতি প্রথমপ্রয়োগ ইত্যানিষ্কমিতি স্ববীয়ন্তরানভিধায়াভ্যুপেত্য প্রথমপ্রয়োগাভাবং সমাধত্তে।—"শক্য উদ্ভিদাদিবৎ" ইতি। আচার্য্যদেশীয়ানাং মতভেদেঽপি ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি সিধ্যন্তি পরমার্থতস্তু পঞ্চজনা বাক্যশেষগতা এবেত্যাশয়বানাহ—"কৈশ্চিত্তু" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম।

পারে? এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, তাহা উদ্ভিদ্ প্রভৃতির ন্যায় হইতে পারে। প্রসিদ্ধ পদার্থের নিকটে অপ্রসিদ্ধ (অজ্ঞাতার্থ) শব্দের প্রয়োগ থাকিলে সমভিব্যাহার (এক সঙ্গে উচ্চারণ) বলে সেই বিষয়েই সে শব্দের অর্থ সংগ্রহ হয়। যেমন উদ্ভিদ্ যাগ করিবেক, যূপ ছেদন করিবেক, বেদী করিবেক, ইত্যাদি স্থলে সমভিব্যাহার বলে বেদীপ্রভৃতি শব্দের অর্থনির্ণয় হয়, সেইরূপ, পঞ্চজন শব্দও বাক্যশেষ বলে প্রাণাদি-অর্থে গৃহীত হয়। প্রথমে সমাসানুকথন দ্বারা বুঝা যায়, উহা একটী সংজ্ঞা, পশ্চাৎ সংজ্ঞী আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় সন্নিধিপ্রাপ্ত প্রাণাদিতে গিয়া তাহা পর্য্যবসন্ন হয়। [কৈশ্চিত্তু… বিরোধঃ] কেহ কেহ বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রক্ষ, ইহারাই পঞ্চজন। অন্যে ব্যাখ্যা করেন, ব্রাহ্মণাদি ৪ বর্ণ ও নিষাদ, ইহারা পঞ্চজন। অপরে বলেন, প্রজা-অর্থে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সে অর্থ গ্রহণ করিলেও দোষ হয় না। [আচার্য্যস্তু পঠতি] আচার্য্য ব্যাস বলেন, এখানে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি হয় না, সুতরাং বাক্যশেষ বলে স্থির

স্তত্ত্বানামিহ প্রতীতিরস্তীত্যেবম্পরতয়া প্রাণাদয়ো বাক্য-শেষাদিতি জগাদ। ভবেয়ুস্তাবৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা মাধ্যন্দিনানাং যেঽন্নং প্রাণাদিষ্বামনন্তি, কাণ্বানান্তু কথং প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা ভবেয়ুঃ, যেঽন্নং প্রাণাদিষু নামনন্তীতি অত উত্তরং পঠতি ॥ ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥ *

অসত্যপি কাণ্বানামন্নে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যতে। তেঽপি হি যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যতঃ পূর্ব্বস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায়ৈব জ্যোতিরধীয়তে, তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, ইতি। কথং পুনরুভয়েষামপি তুল্য

জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং জ্যোতিস্তদ্ব্রহ্ম দেবা উপাসত ইত্যর্থঃ। নন্বিদং ষষ্ঠ্যন্তজ্যোতিঃপদোক্তং সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ শাখাদ্বয়েঽপ্যস্তি তৎ কাণ্বানাং পঞ্চত্বপূরণায় গৃহ্যতে নান্যেষামিতি বিকল্পো ন যুক্ত ইতি শঙ্কতে।—কথং পুনরিতি। আকাঙ্ক্ষাবিশেষাৎ বিকল্পো যুক্ত ইত্যাহ সিদ্ধান্তী। অপেক্ষেতি।

হয়, প্রাণাদি অর্থেই ঐ পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ। যদি কেহ বলেন, মাধ্যন্দিন শাখ্যাধ্যায়ীদিগের মতে পঞ্চজন শব্দে প্রাণাদি পঞ্চক গৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু কাণ্বশাখীদিগের তাহা কিরূপে লাভ হইবে? কাণ্বগণ ত প্রাণাদির মধ্যে অন্নকে পাঠ করেন না? ইহার প্রত্যুত্তর সূত্র এই যে—

অন্ন-শব্দের পাঠ নাই সত্য; না থাকিলেও 'জ্যোতিঃ' শব্দ আছে। তদ্দ্বারা কাণ্ব-শাখীদিগের মতে পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হইবে। তাঁহারা "পাঁচ পাঁচজন" ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণার্থ জ্যোতিঃশব্দের পাঠ করেন। যথা—"দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন।" [কথং… দিত্যাহ] সমানরূপে উভয় শাখায় জ্যোতিঃশব্দ পঠিত হইয়াছে, অথচ

* একেষাং কাণ্বশাখিনাং অন্নে অসতি অন্নশব্দে অবিদ্যমানেঽপি জ্যোতিষা জ্যোতিঃশব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যত ইতি শেষঃ।—যদিও কাণ্বশাখায় অন্নশব্দের পাঠ নাই, না থাকিলেও তাহাদের পাঠে যে জ্যোতিঃশব্দ আছে, সেই জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা তাহাদের পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হয়।

যদিদং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখ্যয়া কেষাঞ্চিদ্‌গৃহ্যতে কেষাঞ্চিন্নেতি, অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ। মাধ্যন্দিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ নাস্মিন্মন্ত্রান্তরপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি তদলাভাত্তু কাণ্বানাং ভবত্যপেক্ষা। অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেঽপি মন্ত্রে জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে। যথা সমানেঽপ্যতিরাত্রে বচনভেদাৎ ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণে তদ্বৎ। তদেবং ন তাবৎ

যথা অতিরাত্রে ষোডশিনং গৃহ্ণাতি ন গৃহ্ণাতি ইতি বাক্যভেদাৎ বিকল্পঃ তদ্বৎ শাখাভেদেন অন্নপাঠাপাঠাভ্যাং জ্যোতিষো বিকল্প ইত্যর্থঃ। নন্বু ক্রিয়ায়াং বিকল্পো যুক্তো ন বস্তুনীতি চেৎ; সত্যম। অত্রাপি শাখাভেদেন নাম্না জ্যোতিঃসহিতা বা পঞ্চ প্রাণাদয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতা তন্মনসাঽনুদ্রষ্টব্যমিতি ধ্যানক্রিয়ায়াং বিকল্পোপপত্তিরিত্যনবদ্যম্। উক্তং প্রধানস্যাশব্দত্বমুপসংহরতি তদেবমিতি। তথাপি স্মৃতিযুক্তিভ্যাং প্রধানমেব জগৎকারণমিত্যত আহ—স্মৃতীতি। [রত্নপ্রভা।]

তাহা এক শাখায় পঞ্চ সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত গৃহীত হয়, অন্য শাখায় নহে, ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ কেহ কেহ বলেন, অপেক্ষার ভিন্নতা আছে। [মাধ্য — তদ্বৎ] মাধ্যন্দিনশাখীরা (মাধ্যন্দিন -যজুর্ব্বেদের শাখা বিশেষ) প্রোক্ত মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহারা পঞ্চজন স্থানীয় প্রাণাদি পঞ্চক প্রাপ্ত হন। সুতরাং অন্য মন্ত্রের জ্যোতিঃ শব্দ তাঁহাদের নিরাকাঙ্ক্ষ থাকে। কাণ্বশাখীদিগের পাঠে উহার উল্লেখ নাই, সুতরাং তাঁহাদের পাঠে উহার (জ্যোতিঃ শব্দের) অপেক্ষা আছে। মন্ত্র সমান হইলেও অপেক্ষার ভেদ থাকায় এক শাখায় জ্যোতিঃশব্দের গ্রহণ এবং অন্য শাখায় তাহার অগ্রহণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অতিরাত্র (যজ্ঞবিশেষ)। অতিরাত্র যাগ সকল শাখায় সমান; পরন্তু উপদেশ বাক্যের ভিন্নতা থাকায় ষোড়শি-পাত্রের গ্রহণ ও অগ্রহণ উভয়ই হইয়া থাকে। [তদেবং — হরিষ্যতে] প্রদর্শিত কারণে প্রধান (সাংখ্যের প্রকৃতি) শ্রুতি প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ শ্রুতিতে প্রধানের প্রতিপাদন নাই। স্মৃতিতে ও

শ্রুতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়াস্তি, স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধী তু পরিহরিষ্যেতে ॥ ১৩ ॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ-দিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ *

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং, প্রতিপাদিতং ব্রহ্মবিষয়ং গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাম্, প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানস্যা-

অথ সমন্বয়লক্ষণে কেয়মকাণ্ডে বিরোধাবিরোধচিন্তা ভবিতা হি তস্যাঃ স্থানমবিরোধলক্ষণমিত্যত আহ।—"প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণ" ইতি। অয়মর্থঃ—নানৈকশাখাগততত্তদ্বাক্যালোচনয়া বাক্যার্থাবগমে পর্য্যবসিতে সতি প্রমাণান্তরবিরোধেন বাক্যার্থাবগতেরপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্যাবিরোধব্যুৎপাদনেন প্রামাণ্যব্যবস্থাপনমবিরোধলক্ষণার্থঃ। প্রাসঙ্গিকন্তু তত্র সৃষ্টিবিষয়াণাং বাক্যানাং পরস্পরমবিরোধপ্রতিপাদনং ন তু লক্ষণার্থঃ। তৎপ্রয়োজনঞ্চ তত্রৈব প্রতিপাদয়িষ্যতে ইহ তু বাক্যানাং সৃষ্টিপ্রতিপাদকানাং পরস্পরবিরোধে ব্রহ্মণি জগদ্যোনৌ ন সমন্বয়ঃ সেদ্ধুমর্হতি। তথা চ ন জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণং ন চ তত্র গতিসামান্যং ন চ তৎসিদ্ধয়ে প্রধানস্যাশব্দত্ব-প্রতিপাদনং তস্মাদ্বাক্যানাং বিরোধাবিরোধাভ্যামুক্তার্থাক্ষেপসমাধানাভ্যাং সমন্বয় এবোপপাদ্যত ইতি সমন্বয়লক্ষণে সঙ্গতমিদমধিকরণম্।

বাক্যানাং কারণে কার্য্যে পরস্পরবিরোধতঃ।
সমন্বয়োজগদ্যোনৌ ন সিধ্যতি পরাত্মনি ॥

যে প্রধানের উল্লেখ আছে—সে উল্লেখের তাৎপর্য্য পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য, এ কথাও বলা হইয়াছে। প্রধান অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতি যে বৈদিক নহে, বেদপ্রতিপাদ্য নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার এই আশঙ্কা

---

* বিগীতেষ্বপি আকাশাদিষু সৃজ্যমানেষু স্রষ্টরি বিগানং নাস্তীতি পূরণীয়ম্। হেতুমাহ—কারণত্বেনেতি। বিস্তরস্তু ভাষ্যে।—সৃষ্টিবিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ থাকিলেও স্রষ্টা বিষয়ে বিরোধ বা বিভিন্ন মত নাই।

শব্দত্বম্। তত্রেদমপরমাশঙ্ক্যতে। ন জন্মাদিকারণত্বং ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাং প্রতিপাদয়িতুং শক্যম্। কস্মাৎ। বিগানদর্শনাৎ। প্রতিবেদান্তং হ্যন্যান্যা সৃষ্টিরুপলভ্যতে ক্রমাদিবৈচিত্র্যাৎ। তথা হি, কচিদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যাকাশাদিকা সৃষ্টিরাম্নায়তে, ক্বচিত্তেজ আদিকা—তত্তেজোঽসৃজতেতি, কচিৎ প্রাণাদিকা —স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধামিতি। কেচিৎ অক্রমেৈব লোকানামুৎপত্তিরাম্নায়তে—"স ইমাঁল্লোকানসৃজতাম্ভোমরীচির্ম্মরমাপ" ইতি। তথা ক্বচিদসৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—"অসদ্বা

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদীনাং কারণবিষয়াণামসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদিভির্ব্বাক্যৈঃ কারণবিষয়ৈর্ব্বিরোধঃ কার্য্যবিষয়াণামপি বিভিন্নক্রমাক্রমোৎপত্তিপ্রতিপাদকানাং বিরোধঃ। তথা কানিচিদন্যকর্তৃকাং জগদুৎপত্তিমাচক্ষতে বাক্যানি কানিচিৎ স্বয়ংকর্তৃকাম্। সৃষ্ট্যা চ তৎকার্য্যেণ তৎকারণতয়া ব্রহ্ম লক্ষিতম্। সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তৌ তৎকারণতায়াং ব্রহ্মলক্ষণে বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ভবতি তল্লক্ষ্যে ব্রহ্মণ্যপি বিপ্রতিপত্তিঃ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি সমন্বয়াভাবান্ন সমন্বয়গম্যং ব্রহ্ম। বেদান্তাস্তু কর্ম্মাদিপ্রতিপাদনেন কর্ম্মবিধিপরতয়োপচরিতার্থা অবিবক্ষিতার্থা বা জপোপযোগিন ইতি প্রাপ্তম্। ক্রমাদীত্যাদিগ্রহণেনাক্রমোগৃহ্যতে। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

সর্গক্রমবিবাদেঽপি ন স স্রষ্টরি বিদ্যতে।
সতত্বসত্বচোভক্ত্যা নিরাকার্য্যতয়া কচিৎ॥

উত্থাপিত হইতেছে যে, ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য ও তাৎপর্য্য, এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই নহে। কারণ এই যে, বিরুদ্ধবাদ দেখা যায়। [প্রতি···ক্রিয়ত ইতি] প্রত্যেক বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে। কোন কোন বেদান্তে "আত্মা হইতে আকাশ" এবম্প্রকারে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে। কোন কোন বেদান্তে "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি ক্রমে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। "তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, পরে প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণপূর্ব্বিকা সৃষ্টি অভিহিত হইয়াছে।

ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়তেতি," "অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসদাসীৎ তৎসর্ব্বমভবৎ" ইতি চ। ক্বচিদসদ্বাদ-নিরাকরণেন সৎপূর্ব্বিকা প্রক্রিয়া প্রতিজ্ঞায়তে—"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রম্য, "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিতি"। ক্বচিৎ স্বয়ংকর্ত্তৃকৈব

ন তাবদস্তি সৃষ্টিক্রমে বিগানং শ্রুতীনামবিরোধাৎ। তথাহি—অনেক-শিল্পপর্য্যবদাতো দেবদত্তঃ প্রথমং চক্রদণ্ডাদি কারণমুৎপাদ্যাথ তদুপকরণঃ কুম্ভং কুম্ভোপকরণস্বাহরত্যুদকং উদকোপকরণশ্চ সংযবনেন গোধূমকণি-কানাং করোতি পিণ্ডং পিণ্ডোপকরণস্তু পচাত ঘৃতপূর্ণং তদস্য দেবদত্তস্য সর্ব্বৈরেতস্মিন্ কর্ত্তৃত্বাৎ শক্যং বক্তুং দেবদত্তাচ্চক্রাদি সম্ভূতং তস্মাচ্চক্রাদেঃ কুম্ভাদীতি। শক্যঞ্চ দেবদত্তাৎ কুম্ভঃ সমুদ্ভূতস্তস্মাদুদকাহরণাদীত্যাদি। ন হ্যত্যসম্ভবঃ সর্ব্বত্রাস্মিন্ কার্য্যজাতে ক্রমবত্যপি দেবদত্তস্য সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বম-স্যাত্ত্বাৎ তথেহাপি যদ্যপ্যাকাশাদিক্রমেণৈব সৃষ্টিস্তথাপ্যাকাশানলানিলাদৌ তত্র তত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্য কর্ত্তৃত্বাৎ শক্যং বক্তুং পরমেশ্বরাদাকাশঃ সম্ভূত ইতি শক্যঞ্চ বক্তুং পরমেশ্বরাদনলঃ সম্ভূত ইত্যাদি। যদি ত্বাকাশাদ্বায়ু-র্বায়োস্তেজ ইত্যুক্তা তেজসো বায়ুর্বায়োরাকাশ ইতি ক্রমাৎ তবেদ্বিরোধো ন চৈতদস্তি। তস্মাদমুষামবিবাদঃ শ্রুতীনাম্। এবং 'স ইমান্ লোকান-সৃজত' ইত্যক্রমাভিধায়িন্যপি শ্রুতিরবিরুদ্ধা। এষা হি স্বব্যাপারমভিধান-

কোন কোন শ্রুতিতে যুগপৎ সর্ব্বসৃষ্টির কথাও আছে। যথা—"তিনি এই সমস্ত লোক সৃজন করিলেন।" আবার অন্যশ্রুতিতে অভাবপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। যথা—"এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ বা অভাবাত্মক ছিল, পশ্চাৎ ইহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান হইয়াছে।" কোন কোন শ্রুতি অভাববাদ নিষেধ করতঃ সদ্বাদের প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"কেহ কেহ বলেন, এ সকল অসৎ ছিল অর্থাৎ কিছুই ছিল না।" শ্রুতি এই কথা বলিয়াই বলিয়াছেন, "হে সৌম্য! তাহা কি প্রকারে হইবে? কি প্রকারে অসৎ (অভাব) হইতে সতের (ভাবের) জন্ম হইবে? অতএব হে সৌম্য! এ সকল সৎ-ই ছিল।" এতদ্ভিন্ন অন্য একটী শ্রুতি আছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহা এ সকল আপনা আপনি হইয়াছে অর্থাৎ ইহার কর্ত্তা

ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিযত" ইতি। এবমনেকধা বিপ্রতিপত্তের্ব্বস্তুনি চ বিকল্পস্যানুপপত্তের্ন বেদান্তবাক্যানাং জগৎকারণাবধারণপরতা ন্যায্যা। স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্যান্তু কারণান্তরপরিগ্রহো ন্যায্য ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। সত্যপি প্রতিবেদান্তং সৃজ্যমানেম্বাকাশাদিষু ক্রমাদিদ্বারকে বিগানে

মক্রমেণ কুর্ব্বতী নাভিধেয়ানাং ক্রমং নিরুণদ্ধি। তে তু যথাক্রমাবস্থিতা এবাক্রমেণোচ্যন্তে। যথা ক্রমবন্তি জ্ঞানানি জাতানীতি। তদেবমবিগানম্। অভ্যুপেত্য তু বিগানমুচ্যতে সৃষ্টৌ খবেঃ বিগানাৎ ন তু স্রষ্টরি। স্রষ্টা তু সর্ব্ববেদান্তবাক্যেষনুস্যূতঃ পরমেশ্বরঃ প্রতীয়তে নাত্র শ্রুতিবিগানং মাত্রয়াপ্যস্তি। ন চ সৃষ্টিবিগানং স্রষ্টরি তদধীননিরূপণে বিগানমাবহতীতি বাচ্যম্। ন হ্যেষ স্রষ্টৃত্বমাত্রেণোচ্যতেঽপি তু সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিনা রূপেণোচ্যতে স্রষ্টা। তচ্চাস্য রূপং সর্ব্ববেদান্তবাক্যানুগতম্। তজ্জ্ঞানঞ্চ ফলবৎ। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইতি শ্রুতেঃ। সৃষ্টিজ্ঞানস্য তু ন ফলং শ্রূয়তে তেন ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি সৃষ্টিবিজ্ঞানং স্রষ্টৃব্রহ্মবিজ্ঞানাঙ্গং তদনুগুণং সদব্রহ্মজ্ঞানাবতারোপায়তয়া ব্যাখ্যেয়ম্। তথা চ শ্রুতিঃ।—'অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছ' ইত্যাদিকা। শুঙ্গেনাগ্রেণ কার্য্যেণেতি যাবৎ। তস্মান্ন সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তিঃ স্রষ্টরি বিপ্রতিপত্তিমাবহতি। অপি তু গুণে ত্বন্যায্যকল্পনেতি তদনুগুণতয়া ব্যাখ্যেয়া। যচ্চ কারণে

নাই। যথা—"পূর্ব্বে এ জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে তাহা হইতে জগৎনামের ও জগদ্রূপের দ্বারা তাহা ব্যাকৃত (বিস্পষ্ট) হইয়াছে।" [এব দিষ্টোক্তেঃ] এইরূপ এইরূপ অনেক বিপ্রতিপত্তি (বিরুদ্ধ মত) আছে। যাহা বস্তু তাহা একরূপ বা একপ্রকার হওয়াই উচিত বিধায় সমস্ত বেদান্তকে জগৎকারণনিশ্চায়ক বলিতে পার না। অর্থাৎ বেদান্তের দ্বারা এককারণবাদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ও ন্যায়প্রসিদ্ধ অন্য কারণের গ্রহণ বা স্বীকার করাই উচিত। ব্যাস এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে সৃজ্যমান আকাশাদির উৎপত্তির ক্রমের ভিন্নতা দেখা যায়, তথাপি উৎপাদকের বা স্রষ্টার সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধবাদ নাই। কেন-না, এক বেদান্তে যে স্রষ্টার বা যে জগৎ-

ন স্রষ্টরি কিঞ্চিদ্বিগানমস্তি। কুতঃ। যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ। যথাভূতো হ্যেকস্মিন্ বেদান্তে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মকোঽদ্বিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যপদিষ্টঃ, তথাভূত এব বেদান্তান্তরেষ্বপি ব্যপদিশ্যতে। তদ্‌যথা, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে"তি। অত্র তাবজ্‌জ্ঞানশব্দেন পরেণ চ তদ্বিষয়েণ কাময়িতৃত্ববচনেন চেতনং ব্রহ্ম ন্যরূপয়দপরপ্রযোজ্যত্বেনেশ্বরং কারণমব্রবীৎ। তদ্বিষয়েণৈব পরেণাত্মশব্দেন শরীরাদিকোশপরম্পরয়া চান্তরনুপ্রবেশনেন সর্ব্বেসাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি চাত্মবিষয়েণ বহুভবনাশংসনেন সৃজ্য

বিগানমসদ্বা ইদমগ্রআসীদিতি তদপি, তদপ্যেষ শ্লোকোভবতীতি পূর্ব্বপ্রকৃতং সদ্‌ব্রহ্মাকৃষ্যাঽসদেবেদমগ্রআসীদিত্যুচ্যমানং ত্বসতোঽভিধানেঽসম্বদ্ধং স্যাৎ। শ্রুত্যন্তরেণ চ মানান্তরেণ চ বিরোধঃ। তস্মাদৌপচারিকং ব্যাখ্যেয়ম্। তদ্বৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদিতি তু নিরাকার্য্যতয়োপন্যস্তমিতি ন কারণে বিবাদ ইতি। সূত্রে চ-শব্দস্ত্বর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষং নিবর্ত্তয়তি।—আকাশাদিষু সৃজ্যমানেষু ক্রমবিগানেঽপি ন স্রষ্টরি বিগানম্। কুতঃ। যথৈকস্যাং শ্রুতৌ ব্যপদিষ্টঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বস্য কর্ত্তা তথৈব শ্রুত্যন্তরেষূক্তেঃ। কেন রূপেণ, কারণত্বেন। অপরঃ ক্রমো যথা ব্যপদিষ্টঃ ক্রম আকাশাদিষু, আত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি, তথৈব ক্রমস্যানপবাধনেন তত্তেজোঽসৃজতেত্যাদিকায়া অপি সৃষ্টেক্রক্তের্ন

কারণের উপদেশ, অন্য বেদান্তেও সেই স্রষ্টার বা সেই জগৎকারণের উপদেশ দেখা যায়। [যথাভূতো...দিশ্যতে] এক বেদান্তে যদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মক অদ্বিতীয় কারণ কথিত হইয়াছে, সমস্ত বেদান্তে তদ্রূপ কারণই কথিত হইয়াছে। [তদ্‌যথা · ইতি চ] যথা—"ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।" এ শ্রুতি জ্ঞানশব্দ বিশেষণ দিয়া এবং "তিনি কামনা (ইচ্ছা) করিলেন," এইরূপ বলিয়া বুঝাইয়াছেন, "ব্রহ্ম চেতন পদার্থ।" "তিনি পরপ্রযোজ্য নহেন," এ কথার দ্বারাও ঈশ্বরকারণবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারই পরে আত্মশব্দ আছে, সেই আত্মশব্দের দ্বারা দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মই আমাদের অন্তরাত্মা। তিনি শরীরাদি কোশ

মানানাং বিকারাণাং স্রষ্টুরভেদমভাসত। তথা "ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইতি সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দ্দেশেন প্রাক্ সৃষ্টেরদ্বিতীয়ং স্রষ্টারমাচষ্টে। তদত্র যল্লক্ষণং ব্রহ্ম কারণত্বেন বিজ্ঞাতং তল্লক্ষণমেবান্যত্রাপি বিজ্ঞায়তে। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজতেতি। তথা, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি চ। এবঞ্জাতীয়কস্য কারণস্বরূপনিরূপণপরস্য বাক্যজাতস্য প্রতিবেদান্তমবিগীতার্থত্বাৎ। কার্য্যবিষয়ন্তু বিগানং দৃশ্যতে। কচিদাকাশাদিকা সৃষ্টিঃ কচিত্তেজ

সৃষ্টাবপি বিগানম্। নস্বেকত্রাত্মন আকাশকারণত্বেনোক্তিরন্যত্র চ তেজঃকারণত্বেন তৎকথমবিগানমত আহ।—"কারণত্বেন" ইতি। হেতৌ তৃতীয়া। সর্ব্বত্রাকাশানলানিলাদৌ সাক্ষাৎকারণত্বেনাত্মনঃ। প্রপাঞ্চতঞ্চৈতদধস্তাৎ।

পরম্পরার দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্টের ন্যায় আছেন। "আমি বহু হইব" এ অংশের দ্বারা বলা হইয়াছে, বুঝান হইয়াছে, যে-কিছু সৃজ্যমান পদার্থ—সমস্তই সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টা হইতে অভিন্ন। অর্থাৎ তিনিই জগদাকারে ভাসমান হইতেছেন। অপিচ, "এ যে কিছু—এ সমস্তই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র স্রষ্টা ছিলেন। এই সকল শ্রুতিতে যে কারণরূপী ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইতেছেন অন্য শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্ম বা তল্লক্ষণ ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হইয়াছেন। যথা—"হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল একমাত্র সৎ-ই ছিল।" (অদ্বয় কারণই ছিল)। "এক অদ্বিতীয় পদার্থই ছিল।" "সেই সৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব।" "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।" "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল আত্মা ছিল, আত্মাতেই পর্য্যবসন্ন ছিল, আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না।" "সেই আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোকসমূহ সৃজন করিব।" [এবং প্রসঙ্গাৎ] প্রত্যেক বেদান্তে জগৎকারণের স্বরূপ নির্ণায়ক এইরূপ এইরূপ বাক্য আছে পরন্তু সে সকলের অর্থ অবিগীত অর্থাৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ। অপিচ, কারণ প্রতিপাদন পক্ষে সমস্ত

আদিকেত্যেবঞ্জাতীয়কম্। ন চ কার্য্যবিষয়েণ বিগানেন কারণমপি সর্ব্ববেদান্তেষবিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতীতি শক্যতে বক্তুং, অতিপ্রসঙ্গাৎ। সমাধাস্যতি চাচার্য্যঃ কার্য্যবিষয়ং বিগানং 'ন বিয়দশ্রুতে'রিত্যারভ্য। ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতত্বমপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। ন হ্যয়ং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপিপাদয়িষিতঃ। ন হি তৎপ্রতিবদ্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। ন চ কল্পয়িতুং শক্যতে। উপক্রমোপসংহারাভ্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ৈ-র্ব্বাক্যৈঃ সাকমেকবাক্যতায়া গম্যমানত্বাৎ। দর্শয়তি চ সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থতাম্ "অন্নেন সোম্য!

বেদান্তের ঐকমত্য দেখা যায়। তবে যে কার্য্যপ্রতিপাদন (দৃশ্যমান বস্তুর সৃষ্টি বিষয়ক ক্রমের উপদেশ) বিষয়ে বিগান (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ) দেখা যায়, যথা—কোন বেদান্তে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি, কোন বেদান্তে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি। এ সকল ব্রহ্মকারণবাদের ক্ষতিকারক নহে। কার্য্যের বিগান আছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সৃষ্টির উপদেশ আছে, তাই বলিয়া কারণ ব্রহ্মও বিগীত, এরূপ বলিতে পার না। কার্য্য বিভিন্ন প্রকার সুতরাং কারণও বিভিন্ন, এ অভিপ্রায় অযুক্ত। (অর্থাৎ তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে)। ঐরূপ বলিতে গেলে অতিপ্রসঙ্গ * দোষ হইবে। [সমা...গম্যমানত্বাৎ] আচার্য্য ব্যাস "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রে কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধ মতের সমাধান করিবেন। সৃষ্টিপ্রতিপাদন ইষ্ট নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ক বিরোধ বিরোধ বলিয়া গণ্য নহে। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উপদেশ করা শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কারণ, সৃষ্টিজ্ঞানে কোনরূপ পুরুষার্থ দৃষ্ট হয় না। শ্রুতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চ জ্ঞানের পুরুষার্থতা (ফল) বলেন নাই, কল্পনাতেও তাহা লব্ধ হয় না। উপক্রমের ও উপসংহারের দ্বারা জানা যায়, সৃষ্টিবাক্য সকল ব্রহ্মবাক্যের সহিত মিলিয়া ব্রহ্ম-অর্থই প্রকাশ করে। [দর্শয়তি...ইতি] ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টি বর্ণনা, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"হে সোম্য! পৃথিবীরূপ শুঙ্গের (কার্য্যের)

* অতিপ্রসঙ্গ—অতিব্যাপ্তি। অর্থাৎ যাহা ব্রহ্ম নহে তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণ যাওয়া।

শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য ! শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য ! শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছেতি।" মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যস্য কারণেনাভেদং বদিতুং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যত ইতি গম্যতে। তথা চ সম্প্রদায়বিদো বদন্তি,—

"মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥" ইতি।

ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বদ্ধন্তু ফলং শ্রূয়তে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি চ। প্রত্যক্ষাবগমঞ্চেদং ফলং "তত্ত্বমসি" ইত্যসংসার্য্যাত্মত্বপ্রতিপত্তৌ সত্যাং সংসার্য্যাত্মত্বব্যাবৃত্তেঃ। যৎ

ব্যাক্রিয়ত ইতি চ কর্ম্মকর্ত্তরি কর্ম্মণি বা রূপম্। ন চেতনমতিরিক্তং কর্ত্তারং প্রতিক্ষিপতি কিন্তূপস্থাপয়তি। ন হি লূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি বা লূয়তে কেদার ইতি বা লবিতারং দেবদত্তাদিং প্রতিক্ষিপতি। অপি তূপস্থাপয়ত্যেব। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্।

দ্বারা জলের অনুমান কর, জলের দ্বারা তেজের, তেজের দ্বারা তেজোমূল সতের অনুমান কর।" ইহাও প্রতীত হয় যে, শ্রুতি মৃত্তিকা-কুম্ভের দৃষ্টান্তে কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ দেখাইবার জন্য সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বলিয়াছেন। (কুম্ভের কারণ মৃত্তিকা, তাহা কুম্ভ হইতে ভিন্ন নহে। তাহা মৃত্তিকাই)। এ তত্ত্ব অধ্যাপক পরম্পরাতেও প্রখ্যাত। যথা—"শাস্ত্র যে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার উপায় মাত্র। ফলকথে কোনরূপ ভেদ নাই।" [ব্রহ্ম...বৃত্তেঃ] শাস্ত্রে যে ফলশ্রুতি আছে, সে সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞান সম্বলিত। অর্থাৎ মুক্তি প্রভৃতি ফল ব্রহ্মজ্ঞানঘটিত; অন্যজ্ঞানঘটিত নহে। যথা—"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।" "আত্মজ্ঞ পুরুষই শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।" "জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে।" ইত্যাদি। ঐ ফল (মোক্ষ) প্রত্যক্ষ-গম্য (প্রত্যক্ষ—শ্রুতিপ্রমাণ)। "তিনিই তুমি" এই মহাবাক্যের দ্বারা আত্মার (আপনার) অসংসারিত্ব নিশ্চয় হইলে তখন আর সংসারিত্ব থাকে না, বিনির্মুক্ত হয়।

পুনঃ কারণবিষয়ং বিগানং দর্শিতং "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥ *

অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি নাত্রাসন্নিরাত্মকং কারণত্বেন শ্রাব্যতে। যতঃ, অসন্নেব স ভবত্যসৎ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ, ইত্যসদ্বাদাপবাদেনাস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্মান্নময়াদিকোশপরম্পরয়া প্রত্যগাত্মানং নির্ধার্য্য "সোঽকাময়ত" ইতি তমেব প্রকৃতং সমাকৃষ্য সপ্রপঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা "তৎ সত্যমিত্যা-

সদাত্মসমাকর্ষাদতীন্দ্রিয়ার্থকাসৎপদেন ব্রহ্ম লক্ষ্যত ইত্যাহ— তস্মাদিতি। ন চ প্রধানমেব লক্ষ্যতামিতি বাচ্যম। চেতনার্থকব্রহ্মাদিশব্দানামনেকেষাং লক্ষণাগৌরবাদিতি ভাবঃ। তিত্তিরিশ্রুতৌ সূত্রং যোজয়িত্বা ছান্দোগ্যাদৌ যোজয়তি— এষৈবেতি। সদেকার্থকতৎপদেন পূর্ব্বোক্তাসতঃ সমাকর্ষান্ন শূন্যত্বমিত্যর্থঃ। নহ্যসৎপদলক্ষণা ন যুক্তা শ্রুতিভেদে চ স্বমতভেদেনোদিতা-

[যৎ...অত্রোচ্যতে] বাদী যে কারণবিষয়ক মতদ্বৈধ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও পরিহার্য্য। পরিহার্য্য বলিয়া সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এ জগৎ অসৎ ছিল, এ বাক্যে নিরাত্মক অভাব পদার্থকে কারণ বলা হয় নাই। কারণ, ঐ স্থানে "যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে তবে সে নিজেও অসৎ এবং যে অস্তি বলিয়া জানে লোকে তাহাকে সৎ বলিয়া জানিবে।" এইরূপ বাক্যে অসতের (অভাবের বা অব্রহ্মভাবের) নিন্দা অভিহিত হইয়াছে। অনন্তর অসদ্বিপরীত সৎ ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে নির্ণয় করিয়া, উপদেশ করিয়া, তাদৃশ সৎ ব্রহ্মকে "তিনি কামনা করিলেন" এই বাক্যের দ্বারা আকর্ষণ ও তাহা হইতে এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ

* সমাকর্ষাৎ তৎসদাসীদিত্যাদিনা সত্সমাকর্ষণাৎ নাস্তিকারণবিষয়কং বিগানমিতি শেষঃ।—যাহা জগৎকারণ—তাহাতেও শ্রোতমতভেদ নাই। কারণ, সেই সেই স্থলে সতের সমাকর্ষণ আছে। অর্থাৎ অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে অসৎ শব্দে নিরাত্মক অভাব পদার্থ কথিত হয় নাই। ঐ সকল স্থলে অসৎ শব্দের অর্থ অব্যক্ত।

চক্ষত” ইতি চোপসংহৃত্য “তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি” ইতি তস্মিন্নেব প্রকৃতেঽর্থে শ্লোকমিমমুদাহরতি “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইতি। যদি ত্বসন্নিরাত্মকমস্মিন্ শ্লোকেঽভিপ্রেয়েত ততোঽন্যসমাকর্ষণেঽন্যস্যোদাহরণাদসম্বদ্ধং বাক্যমাপদ্যেত। তস্মান্নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ সচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্মা ঽসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে। এষৈবাঽসদেবেদমগ্র আসীদিত্যত্রাপি যোজনা। “তৎ সদাসীদিতি” সমাকর্ষণাৎ। অত্যন্তাভাবাভ্যুপগমে হি তৎ

হুদিতহোমবদ্বিকল্পস্য দর্শিতত্বাদিত্যত আহ—তদ্ধৈক ইতি। একে শাখিন ইত্যর্থো ন ভবতি, কিন্তু অনাদিসংসারচক্রস্থা বেদবাহ্যা ইত্যর্থঃ। শূন্যনিরাসেন শ্রুতিভিঃ সদ্বাদস্যৈবেষ্টত্বাত্তাসাং বিরোধস্ফূর্তিনিরাসায় লক্ষণা যুক্তেতি ভাবঃ। যত্নুক্তং ক্বচিদকর্তৃকা সৃষ্টিঃ কথিতেতি তত্রৈত্যাহ—তদ্ধেদমিতি। অধ্যক্ষঃ কর্তা। ননু কর্ত্রীভাব এব পরামৃশ্যত ইত্যত আহ—চেতনস্য চায়মিতি। চক্ষুর্দ্রষ্টা শ্রোত্রং শ্রোতা মনো মন্তেত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। আদ্যকার্য্যং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাহ—অপি চেতি। অদ্যত্বে

উক্তি করিয়া “সেই জন্য তাঁহাকে সত্য আখ্যা (নাম) দেওয়া হয়” এবম্প্রকার কথায় প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়া “এ সম্বন্ধে শ্লোক এই” এই বলিয়া সেই প্রস্তাবিত সৎপদার্থ বিষয়ক শ্লোকটীকে উদাহরণ দেখান হইয়াছে। [যদি···দ্রষ্টব্যম্] নিঃস্বরূপ অভাবাত্মক অসৎ উক্ত শ্লোকের বিবক্ষিত হইলে, এক পদার্থ আকর্ষণ করিয়া অপর পদার্থ উদাহরণ দেওয়ায় বাক্যটী প্রলাপতুল্য হয়। বিশেষতঃ ব্যাকৃত (বিকাশপ্রাপ্ত) বস্তুই সৎ-শব্দে অভিহিত হয়। (যাহা বিস্পষ্ট হইয়াছে তাহাকেই সৎ বলে, আছে বলে)। সেই প্রসিদ্ধি অনুসারে, ব্যাকৃত বা বিকাশপ্রাপ্ত জগৎপদার্থের পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ অব্যাকৃত অবস্থা গ্রহণ করিলে অবশ্যই “পূর্ব্বে সৎ ব্রহ্ম ছিলেন” এ কথা সঙ্গত হইবে। “সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল” এ শ্রুতিকেও ঐ অর্থে সংযোজন করিতে হইবে। কারণ, “সেই সৎ ছিলেন” এইরূপে ঐ স্থানে সতেরই অনুবর্তন হইয়াছে। অসৎ-শব্দের অত্যন্তাভাব

সদাসীদিতি কিং সমাকৃষ্যেত। "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপি ন শ্রুত্যন্তরাভিপ্রায়েণায়মৈকীয়মতোপন্যাসঃ ক্রিয়ায়ামিব বস্তুনি বিকল্পস্যাসম্ভবাৎ। তস্মাচ্ছ্রুতিপরিগৃহীতসৎপক্ষদার্ঢ্যায়ৈবাঽয়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্যাঽসৎপক্ষস্যোপন্যস্য নিরাস ইতি দ্রষ্টব্যম্। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসী"দিত্যত্রাপি ন নিরধ্যক্ষস্য জগতো ব্যাকরণং কথ্যতে। "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" ইত্যধ্যক্ষস্য ব্যাকৃতকার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকর্ষাৎ। নিরধ্যক্ষে ব্যাকরণাভ্যুপগমে হ্যনন্তরেণ প্রকৃতাবলম্বিনা স ইত্যনেন সর্ব্বনাম্না কঃ কার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকৃষ্যেত। চেতনস্য চায়মাত্মনঃ শরীরেঽনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে, অনুপ্রবিষ্টস্য চেত-

---

ইদানীম্। নমু কর্ম্মকারকাদন্যস্য কর্ত্তুঃ সত্ত্বে কর্ম্মণ এব কর্ত্তৃবাচিলকারো বিরুদ্ধ ইত্যত আহ— ব্যাক্রিয়ত ইতি। অনায়াসেন সিদ্ধিমপেক্ষ্য কর্ম্মণঃ

অর্থ গ্রহণ করিলে "সেই সৎ" এ কথায় কাহার আকর্ষণ হইবে? (যাহার স্বরূপ নাই, যাহা নিঃস্বরূপ, তাহার আকর্ষণ অসম্ভব)। কেহ কেহ বলেন, "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এই বাক্যে মত-বিশেষ কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। যেমন জ্ঞানের বিকল্প অসম্ভব, তেমনি, বস্তুবিকল্পও অসম্ভব। (ঘট ঘটই, কাহার জ্ঞানে ঘট, কাহার জ্ঞানে পট, এমন হয় না)। এই কারণে বুঝিতে হইবে, মূঢ়কল্পিত অসদ্বাদ নিরাসের জন্য ও সদ্বাদের দৃঢ়তার জন্য শ্রুতি ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন। [তদ্ধেদং...কৃষ্যেত] তখন অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল, পশ্চাৎ ব্যাকৃত হইয়াছে, এ বাক্যে নিরধ্যক্ষ ব্যাক্রিয়া (জগতের বিকাশ) কথিত হয় নাই। কারণ, "তিনি স্বসৃষ্ট ভূতের নখাগ্রপর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট" এই শ্রুতি বলিতেছেন, যিনি এই জগতের স্রষ্টা, অধ্যক্ষ, তিনিই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। নিরধ্যক্ষ বিকাশ স্বীকার করিতে গেলে "স" "শব্দের দ্বারা অনুপ্রবেষ্টার আকর্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। (জগৎ কর্ত্তৃশূন্য হইলে কে ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবে?)" [চেতনস্য···প্রায় ইতি] দেখা যায়, শ্রুতিতেও শুনা যায়,

নত্বশ্রবণাৎ, "পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ" ইতি। অপি চ যাদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণং জগৎ সাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে, এবমাদিসর্গেঽপীতি গম্যতে, দৃষ্টবিপরীতকল্পনানুপপত্তেঃ। শ্রুত্যন্তরমপ্যনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি সাধ্যক্ষামেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি। ব্যাক্রিয়ত ইত্যপি কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ সত্যেব পরমেশ্বরে কর্ত্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ। যথালূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি। যদ্বা কর্ম্মণ্যেবৈষ লকারো অর্থাক্ষিপ্তং কর্ত্রন্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ। যথা গম্যতে গ্রাম ইতি ॥ ১৫ ॥

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ *

কর্তৃত্বমুপচর্য্যত ইত্যর্থঃ। ব্যাক্রিয়তে জগৎ স্বয়মেব নিষ্পন্নমিতি ব্যাখ্যায় কেনচিদ্ব্যাকৃতমিতি ব্যাচষ্টে— যদ্বেতি। অতঃ শ্রুতীনামবিরোধাৎ কারণদ্বারা সমন্বয় ইতি সিদ্ধম। (রত্নপ্রভা)।

যিনি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট তিনি চেতন। চেতন আত্মাই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"দর্শনের জন্য চক্ষু হইয়াছেন বা চক্ষুতে আছেন, শ্রবণের জন্য শ্রবণ বা শ্রবণে—" ইত্যাদি। অপিচ, এখন যেমন জগৎ নামের ও রূপের দ্বারা ও অধ্যক্ষের অধীন হইয়া বিকাশিত হইতেছে—তেমনি প্রথম সৃষ্টিতেও ইহা অধ্যক্ষের অধীনে বিকশিত (পর পর বিকাশ বা ক্রমসৃষ্টি) হইয়াছিল। দৃষ্টবিপরীত কল্পনা অযুক্ত বলিয়াই ঐ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"সেই সৎ আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপের বিকাশ করিব।" বিকাশকর্ত্তা পরমেশ্বর সত্ত্বেও আপনা আপনি ব্যাকৃত হইয়াছে, এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন ছেদনকর্ত্তা সত্ত্বেও লোকে বলে, কেদার (ক্ষেত্রের আ'ল্।) ছিন্ন হইয়াছে, ঐ শ্রৌত প্রয়োগও তদ্রূপ জানিবে।

* কৌষিতকি ব্রাহ্মণে য. পুরুষাণাং কর্ত্তা বেদিতব্যস্তস্যাহঃ স পরমেশ্বর এব। জগদ্বা

কৌষীতকিব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে শ্রূয়তে, যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্য ইতি (কৌং ব্রাং অং ৪। কং ১৯)। তত্র কিং জীবো বেদিতব্যত্বেনোপদিশ্যতে, উত মুখ্যঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মেতি বিষয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তং। প্রাণ ইতি। কুতঃ। যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি শ্রবণাৎ। পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ। বাক্যশেষে চ, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈ-

নমু ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি ব্রহ্মাভিধানপ্রকরণাদুপসংহারে চ সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতি য এবং বেদেতি নিরতিশয়ফলশ্রবণাদ্‌ব্রহ্মবেদনাদন্যস্য তদসম্ভবাৎ আদিত্যচন্দ্রাদিগতপুরুষ-কর্ত্তৃত্বস্য চ যস্য বৈতৎকর্ম্মেতি চাস্যাসত্যবচ্ছেদে সর্ব্বনাম্না প্রত্যক্ষসিদ্ধস্য জগতঃ পরামর্শেন জগৎকর্ত্তৃত্বস্য চ ব্রহ্মণোঽন্যত্রাসম্ভবাৎ কথং জীবমুখ্যপ্রাণাশঙ্কা। উচ্যতে। ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি বালাকিনা গার্গ্যেণ ব্রহ্মাভিধানং প্রতিজ্ঞায় তত্তদাদিত্যাদিগতাব্রহ্মপুরুষাভিধানেন ন তাবদ্‌ব্রহ্মোক্তম্। যস্য চাজাতশত্রোর্যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি বাক্যং ন তেন ব্রহ্মাভিধানং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চাস্যদীয়েনোপক্রমেণাস্যস্য

কৌষিতকি-ব্রাহ্মণের বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদ নামক সন্দর্ভে এইরূপ শুনা যায়—"হে বালাকে! † যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা এবং এ সকল যাহার কর্ম্ম (কর্ত্তৃত্বের ফল), তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ তাঁহাকে বিদিত হও।" এই কৌষিতকি-শ্রুতি যাঁহাকে জানিতে বলিতেছেন তিনি জীব? না প্রধান? না প্রাণ? না পরমাত্মা? "এ সকল যাহার কর্ম্ম" এ অংশের দ্বারা পাওয়া যায়, প্রাণই জ্ঞেয়। পরিস্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই কর্ম্ম বলে, সুতরাং তাহা প্রাণের আশ্রিত (অধীন)। ঐ প্রস্তাবের শেষ ভাগেও প্রাণের উল্লেখ আছে। যথা—"সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণে আসিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়,

চিত্বাৎ তাৎপর্য্যবশাৎ তত্র পুরুষশব্দস্য জগদর্থকত্বাদিত্যর্থঃ।—কৌষিতকি ব্রাহ্মণে কথিত আছে, "যিনি পুরুষসমূহের কর্ত্তা, তিনিই জ্ঞেয়।" এখানে যে পুরুষ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ জগৎ। যিনি জগতের কর্ত্তা, জগৎ যাঁহার কৃতি বা কর্ম্ম, তিনিই জ্ঞেয় ও উপাস্য। সুতরাং কৌষিতকি-ব্রাহ্মণোক্ত জ্ঞেয় পুরুষ পরমেশ্বর, অন্য নহে।

† বালাকি=তন্নামক ব্রাহ্মণ। বলাকার পুত্র।

কথা ভবতীতি প্রাণশব্দশ্রবণাৎ প্রাণশব্দস্য চ মুখ্যে প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাৎ। যে চৈতে পুরস্তাদ্বালাকিনাদিত্যে পুরুষশ্চন্দ্রমসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দ্দিষ্টাস্তেষামপি ভবতি প্রাণঃ কর্ত্তা প্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদিদেবতাত্মনাম্। কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে ইতি শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে তস্যাপি ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং কর্ম্ম শক্যতে শ্রাবয়িতুং

বাক্যং শক্যং নিয়ন্তুম্। তস্মাদজাতশত্রোর্ব্বাক্যসন্দর্ভপৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া যোঽস্যার্থঃ প্রতিভাতি স এব গ্রাহ্যঃ। অত্র চ কর্ম্মশব্দস্তাবদ্ব্যাপারে নিরূঢ়বৃত্তিঃ কার্য্যেষু ক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তেত। ন চ রূঢ়ৌ সত্যাং ব্যুৎপত্তির্যুক্তাশ্রয়িতুম্। ন চ ব্রহ্মণ উদাসীনস্যাপরিণামিনো ব্যাপারবত্তা। বাক্যশেষে চ, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি শ্রবণাৎ পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণো যত্রোপপত্তিঃ স এব বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। আদিত্যাদিগতপুরুষকর্তৃত্বঞ্চ প্রাণস্যোপপদ্যতে হিরণ্যগর্ভরূপপ্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদিদেবতানাং কতম একো দেবঃ প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। উপক্রমানুরোধেন চোপসংহারে সর্ব্বশব্দঃ সর্ব্বান্ পাপ্মন ইতি চ সর্ব্বেষাং ভূতানামিতি চাপেক্ষিকবৃত্তির্ব্বহূন্ পাপ্মনো বহূনাং ভূতানামিত্যেবম্পরো দ্রষ্টব্যঃ। একস্মিন্ বাক্যে উপক্রমানুরোধাদুপসংহারোবর্ণনীয়ঃ। যদি তু দৃপ্তবালাকিমব্রহ্মণি ব্রহ্মাভিধায়িনমপোদ্যাজাতশত্রোর্ব্বচনং ব্রহ্মবিষয়মেবান্যথা তু তদুক্তাদ্বিশেষং বিবক্ষোরব্রহ্মাভিধানমসম্বদ্ধং স্যাদিতি মন্যতে তথাপি নৈতদ্ব্রহ্মাভিধানং ভবিতুমর্হতি অপি তু জীবাভিধানমেব যৎকারণং বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য

নিশ্চিত হয়। [যে ··প্রসিদ্ধেঃ] বালাকী যে আদিত্য পুরুষের ও চন্দ্রপুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাণ সে সকল পুরুষেরও কর্ত্তা। কারণ, আদিত্যাদি দেবতা প্রাণেরই অবস্থা বিশেষ। এ কথা অন্য শ্রুতিতে আছে। যথা—"সে সকলের মধ্যে কোন্ দেব প্রধান? (উত্তর) প্রাণই প্রধান। (সমস্তই প্রাণের বিভূতি) প্রাণ ব্রহ্মনামে কথিত হন।" [জীবো... বোধয়তি] অথবা কৌষিতকি-শ্রুতি জীবকে জানিতে বলিয়াছেন; জীবেরও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বিদ্যমান আছে। "এ সকল যাহার কর্ম্ম" এ কথাও জীবপক্ষে সঙ্গত হয়। জীব ভোক্তা, ভোগ করেন, ঐ সকল

যস্য বৈ তৎ কর্ম্মেতি সোঽপি ভোক্তৃস্বান্তোগোপকরণভূতা-নামেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তোপপদ্যতে। বাক্যশেষে চ জীব-লিঙ্গমবগম্যতে। যৎকারণং, বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্থ পুরু-ষাণাং কর্ত্তুর্ব্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতিবুবোধয়িষুর-জাতশত্রুঃ সুপ্তং পুরুষমামন্ত্র্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদী-নামভোক্তৃত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনাৎ প্রাণাদিব্যতি-

পুরুষাণাং কর্ত্তুর্ব্বেদনাযোপেতং বালাকিং প্রতি বুবোধয়িষুরজাতশত্রুঃ সুপ্তং পুরুষমামন্ত্র্যামন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদীনামভোক্তৃত্বমস্বামিত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং স্বামিনং প্রতিবোধয়তি। পরস্তাদপি—তদযথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে এবমেতে আত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তীতি শ্রবণাৎ। যথা শ্রেষ্ঠী প্রধানঃ পুরুষঃ স্বৈর্ভৃত্যৈঃ করণভূতৈর্ব্বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বা ভৃত্যাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, তে হি শ্রেষ্ঠিনমশনাচ্ছাদনাদিগ্রহণেন ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা জীব এতৈরাদিত্যাদিগতৈরাত্মভির্ব্বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে। তে হ্যাদিত্যাদয় আলোকবৃষ্ট্যাদিনা সাচিব্যমাচরন্তো জীবাত্মানং ভোজয়ন্তি, জীবাত্মানমপি যজমানং তদ্বৎস্বষ্টহবিরাদানাদাদিত্যাদয়োভুঞ্জন্তি তস্মাজ্জীবাত্মৈব ব্রহ্মণোঽভেদাদ্‌ব্রহ্মেহ বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। যস্য বৈতৎকর্ম্মেতি জীবপ্রযুক্তানাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাং কর্ম্ম জীবস্য ভবতি। কর্ম্মজন্যত্বাদ্বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্ম্মশব্দবাচ্যত্বং রূঢ়ানুসারাৎ। তৌ চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ

পুরুষ তাঁহার ভোগের উপকরণ, সুতরাং সে ভাবে তাঁহাকে ঐ সকলের কর্ত্তা বলা অসঙ্গত নহে। প্রস্তাবের শেষেও জীববোধক বাক্য আছে। রাজা অজাতশত্রু "পুরুষের কর্ত্তাই জ্ঞেয়—তাঁহাকে জানিবেক" এইরূপ বলিলে বালাকি পুরুষকর্ত্তাকে বুঝিবার জন্য, জানিবার জন্য, ব্যগ্র হইলেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবার ইচ্ছায় প্রাণের অভোক্তৃত্ব দেখাইবার জন্য (সপ্রমাণ করিবার জন্য) এক সুপ্ত-পুরুষকে (নিদ্রিত পুরুষকে) আহ্বান করিলেন। সে তাহা শুনিল না। তখন তিনি তাহাকে প্রহার করিলেন। প্রহারের পর তাহার চেতনা আসিল, তখন সে আহ্বান-শব্দ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। রাজা ঐ কার্য্য করিয়া বুঝাইলেন, দেখাইলেন যে, প্রাণ ভোক্তা নহে। অন্য

রিক্তং জীবং ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি। তথা পরস্তাদপি জীবলিঙ্গমবগম্যতে। তদ্‌যথা—শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথাবা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে এবমেবৈতে আত্মান এতমাত্মনং ভুঞ্জন্তি ইতি [কৌ০ ব্রা০ অ০৪। ক০ ২০।] প্রাণভৃত্ত্বাচ্চ জীবস্যোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্। তস্মাজ্জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রহণীয়ো ন পরমেশ্বরঃ।

জীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাক্ষিপ্তত্বাচ্চাদিত্যাদীনাং ভোগোপকরণানাং তেষু জীবস্য কর্ত্তৃত্বমুপপন্নম্। উপপন্নঞ্চ প্রাণভৃত্ত্বাজ্জীবস্য প্রাণশব্দত্বম্। যে চ প্রশ্নপ্রতিবচনে কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতীতি অনয়োরপি ন স্পষ্টং ব্রহ্মাভিধানমুপলভ্যতে। জীবব্যতিরেকশ্চ প্রাণাত্মনো হিরণ্যগর্ভস্যাপ্যুপপদ্যতে তস্মাজ্জীবপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রাহ্যো ন পরমেশ্বর ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।—

মৃষাবাদিনমাপোদ্য বালাকিং ব্রহ্মবাদিনম্।
রাজা কথমসম্বদ্ধং মিথ্যা বা বক্তুমর্হতি॥

যথা হি কেনচিন্মণিলক্ষণজ্ঞমানিনা কাচে মণিরেব বেদিতব্য ইত্যুক্তে পরস্য কাচোঽয়ং মণির্ন তল্লক্ষণাযোগাদিত্যভিধায় আত্মনোবিশেষং জিজ্ঞাপয়িষোরতত্ত্বাভিধানমসম্বদ্ধম্। অমণৌ মণ্যভিধানং ন পূর্ব্ববাদিনো বিশেষমাপাদয়তি স্বয়মপি মৃষাভিধানাৎ। তস্মাদনেনোত্তরবাদিনা পূর্ব্ববাদিনোবিশেষমাপাদয়তা মণিতত্ত্বমেব বক্তব্যম্। এবমজাতশত্রুণা দৃপ্তবালাকেরব্রহ্মবাদিনো বিশেষমাত্মনো দর্শয়তা জীবপ্রাণাভিধানে অসম্বদ্ধমুক্তং স্যাৎ।

এক অতিরিক্ত পদার্থই ভোক্তা (উপলব্ধি কর্ত্তা)। [তথা...শব্দত্বম্] ইহারই পরে জীববোধক অন্য কথা আছে। যথা—"যেমন প্রধান পুরুষ ভৃত্যের বা জ্ঞাতিগণের আহৃত ধন ভোগ করে, জ্ঞাতিগণ বা ভৃত্যগণ যেমন তদাশ্রিত থাকিয়া উপজীবিত হন, সেইরূপ, প্রজ্ঞাত্মা (জীব) এই সকল আত্মার (ইন্দ্রিয়গণের) আহৃত (শব্দাদি গুণ) ভোগ করেন, অনুভব করেন, এ সকল আত্মাও সেই প্রজ্ঞাত্মার আশ্রিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোগ করেন।" অপিচ, জীব প্রাণভৃৎ বা প্রাণধারী সুতরাং তাঁহাকে প্রাণ বলা অযুক্ত নহে। [তস্মাৎ···ভ্রমঃ] এতদনুসারে বলি, ঐ স্থানে হয় জীবের না হয় মুখ্যপ্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত। পরমেশ্বর গ্রহণ অনুচিত।

তল্লিঙ্গানবগমাদিতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। পরমেশ্বর এবায়-মেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা স্যাৎ। কস্মাৎ। উপক্রমসামর্থ্যাৎ। ইহ হি বালাকিরজাতশত্রুণা সহ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি ইতি সম্বদিতুমুপচক্রমে। স চ কতিচিদাদিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরু-ষান্ মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব। তমজাতশত্রুর্ম্মৃষা বৈ খলু মা সম্বদিষ্ঠা, ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীত্যমুখ্যব্রহ্মবাদিতয়া-

তযোর্ব্বাঽব্রহ্মণোব্র্হ্মাভিধানে মিথ্যাভিহিতং স্যাৎ। তথা চ ন কশ্চিদ্বি-শেষো বালাকের্গার্গ্যাদজাতশত্রোর্ভবেৎ। তস্মাদনেন ব্রহ্মতত্ত্বমভিধাতব্যং তথা সত্যস্য ন মিথ্যাবদ্যম্। তস্মাৎ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীতি ব্রহ্মণৈব উপক্রমাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মনোপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতি য এবং বেদেতি চ সতি সম্ভবে সর্ব্বশ্রুতেরসঙ্কোচান্নিরতিশয়েন ফলেনোপসংহারাদ্-ব্রহ্মবেদনাদন্যতশ্চ তদনুপপত্তেরাদিত্যাদিপুরুষকর্ত্তৃত্বস্য চ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণস্য মুখ্যস্য ব্রহ্মণ্যেব সম্ভবাদন্যেষাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং তৎপারতন্ত্র্যাৎ ক্বৈষ এতদ্বালাকে ইত্যাদের্জীবাধিকরণভবনাপাদানপ্রশ্নস্য যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি ইত্যাদেরুত্তরস্য চ ব্রহ্মণ্যেবোপ-পত্তের্ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চীয়তে। অথ কস্মান্ন ভবতো হিরণ্যগর্ভগোচর এব প্রশ্নোত্তরে তথা চ নৈতাভ্যাং ব্রহ্মবিষয়ত্বসিদ্ধিরিত্যেতন্নিরাচিকীর্ষুঃ পঠতি। "এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্তে"* ইতি। এতদুক্তং ভবতি।— আত্মৈব জীবপ্রাণাদীনামধিকরণং নান্যদিতি। যদ্যপি চ জীবো নাত্মনো ভিদ্যতে তথাপ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নস্য পরমাত্মনো জীবত্বেনোপাধিভেদাদ্ভেদমারো-

কারণ, ঐ স্থানে কোনরূপ পরমেশ্বর-বোধক চিহ্ন বা বাক্য থাকা প্রতীত হয় না। [পরমেশ্বর মর্হতি] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি, উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভ বাক্যের দ্বারা জানা যায়, পরমেশ্বরই ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা। [ইহ...জগৎকর্ম্ম] বালাকি অজাতশত্রুর নিকট "ব্রহ্ম বলিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আদিত্যস্থ পুরুষের ও চন্দ্রাদিনিষ্ঠ পুরুষের উল্লেখ পূর্ব্বক মৌন হইলেন। তৎশ্রবণে রাজা অজাতশত্রু "মিথ্যা বলিও না, ব্রহ্ম বলিব বলিয়া অব্রহ্ম বলিও না" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ বিবেচনায় তদুক্ত বাক্যের

* অষ্টাদশ সূত্রের ভাষ্যে দেখ।

হ্যপোদ্য তৎকর্ত্তারমন্যং বেদিতব্যতয়োপচিক্ষেপ। যদি সোঽপ্যমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্ স্যাদুপক্রমো বাধ্যেত। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবায়ং ভবিতুমর্হতি। কর্ত্তৃত্বঞ্চৈতেষাং পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাদন্যস্য স্বাতন্ত্র্যেণাবকল্পতে। যস্য বৈ তৎ কর্ম্মেত্যপিনাঽয়ং পরিস্পন্দলক্ষণস্য ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য বা কর্ম্মণো নির্দ্দেশঃ, তয়োরন্যতরস্যাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশব্দিতত্বাচ্চ। নাপি পুরুষাণাং অয়ং নির্দ্দেশঃ, এতেষাং পুরুষাণাং

প্যাধারাধেয়ভাবোদ্রষ্টব্যঃ। এবঞ্চ জীবভবনাধারত্বমপাদানত্বঞ্চ পরমাত্মন উপপন্নম্। তদেবং বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদবাক্যসন্দর্ভস্য ব্রহ্মপরত্বে স্থিতে যস্য বৈতৎকর্ম্মেতি ব্যাপারাভিধানে ন সমঞ্জসমিতি কর্ম্মশব্দঃ কার্য্যাভিধায়ী ভবতি এতদিতি সর্ব্বনামপরামৃষ্টঞ্চ তৎকার্য্যং সর্ব্বনাম চেদং সন্নিহিতপরামর্শি ন চ কিঞ্চিদিহ শব্দোক্তমস্তি সন্নিহিতম্। ন চাদিত্যাদিপুরুষাঃ সন্নিহিতা অপি পরামর্শার্হা বহুত্বাৎ পুংলিঙ্গত্বাচ্চ। এতদিতি চৈকস্য নপুংসকস্যাভিধানাদেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তেত্যনেনৈব গতার্থত্বাচ্চ। তস্মাদশব্দোক্তমপি প্রত্যক্ষসিদ্ধং সম্বন্ধার্হং জগদেব পরামৃষ্টব্যম্। এতদুক্তং ভবতি।—অত্যল্পমিদমুচ্যতে এতেষামাদিত্যাদিগতানাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তেতি কিন্তু কৃৎস্নমেব জগদ্যস্য কার্য্যমিতি বা-শব্দেন সূচ্যতে। জীবপ্রাণশব্দৌ চ ব্রহ্মপরৌ জীবশব্দস্য ব্রহ্মোপলক্ষণপরত্বাৎ ন পুনর্ব্রহ্মশব্দো জীবোপলক্ষণপরঃ। তথা সতি হি বহ্বসমঞ্জসং স্যাদিত্যুক্তম্। ন চানধিগতার্থাববোধনস্বরসস্য শব্দস্যাধিগতবোধনং যুক্তম্। নাপ্যনধিগতেনাধিগতোপলক্ষণমুপপন্নম্। ন চ সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন্যায্যঃ। বাক্যশেষানুরোধেন চ জীবপ্রাণপরমাত্মোপাসনাত্রয়বিধানে বাক্যত্রয়ং ভবেৎ পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া তু ব্রহ্মোপাসনপরত্বে একবাক্যতৈব। তস্মান্ন জীবপ্রাণপরত্বমপি তু ব্রহ্ম-

---

নিন্দা করতঃ সে সকলের কর্ত্তা ও সে সকলের অতিরিক্ত তত্বকে জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এখন বিবেচনা কর, তিনি যদি মুখ্য ব্রহ্মজ্ঞ না হন, তাহা হইলে উপক্রম বাক্য বাধিত হইয়া যায়। তাহা অসঙ্গত। সুতরাং প্রোক্ত বাক্যস্থ কর্ত্তৃ-পুরুষকে পরমেশ্বর বলাই উচিত। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা হওয়া অসম্ভব। তাহা কল্পনা করিতেও পার না। "এ সকল যাহার কর্ম"

কর্ত্তেত্যেব তেষাং নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, লিঙ্গবচনবিগানাচ্চ। নাপি পুরুষবিষয়স্য করোত্যর্থস্য ক্রিয়াফলস্য বাঽয়ং নির্দ্দেশঃ। কর্তৃশব্দেনৈব তয়োরুপাত্তত্বাৎ। পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসন্নিহিতং জগৎ সর্ব্বনাম্নৈতচ্ছব্দেন নির্দ্দিশ্যতে। ক্রিয়ত ইতি চ তদেব জগৎকর্ম্ম। ননু জগদপ্যপ্রকৃতমসংশব্দিতঞ্চ। সত্যমেতৎ, তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধারণেনার্থেন, সন্নিধানেন সন্নিহিতবস্তুমাত্রস্যায়ং নির্দ্দেশ ইতি গম্যতে ন বিশিষ্টস্য কস্যচিৎ, বিশেষসন্নিধানাভাবাৎ। পূর্ব্বত্র চ জগদেকদেশ-ভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবে-

---

পরম্বমেবেতি সিদ্ধম্। স্যাদেতৎ। নির্দ্দিশ্যন্তাং পুরুষাঃ কার্য্যান্তর্বিষয়া তু কৃতিরনির্দ্দিষ্টা তৎফলং বা কার্য্যস্যোৎপত্তিস্তে যস্যেদং কর্ম্মেতি নির্দ্দেক্ষ্যতে ততঃ কুতঃ পৌনরুক্ত্যমিত্যত আহ—"নাপি পুরুষবিষয়স্য" ইতি। কর্তৃ-শব্দেনৈব কর্ত্তারমভিদধতা তয়োরুপাত্তত্বাদাক্ষিপ্তত্বান্নহি কৃতিং বিনা কর্ত্তা ভবতি নাপি কৃতির্ভাবনাপরাভিধানা ভূতিমুৎপত্তিং বিনেত্যর্থঃ। ননু যদীদমা

এ কথায় পরিস্পন্দনাত্মক কর্ম্ম অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্ম প্রকাশ পায় না। দুএর কোনটাই প্রকৃত নহে এবং শব্দোপাত্তও নহে। সুতরাং ঐ উল্লেখ পুরুষসম্বন্ধ বহন করিতেছে না। কারণ, সে অর্থে লিঙ্গ ও বচন উভয়ই বিরুদ্ধ হয়। উহা পুরুষবিষয়ক ক্রিয়াফলের নির্দ্দেশও নহে। কারণ, তাহা "কর্ত্তা" এই শব্দের দ্বারা লাভ হয়, সুতরাং পৃথক বলা বিফল। কাযেই বলিতে হয়, অবশেষক্রমে প্রত্যক্ষসন্নিহিত জগৎ-ই সর্ব্বনাম "এতৎ" শব্দের নির্দ্দেশ্য। বস্তুতঃ জগৎও তাঁহার কৃতির বিষয়; সুতরাং জগৎও তাঁহার কর্ম্ম। [ননু···গম্যতে] বলিতে পার, জগৎও অপ্রস্তাবিত এবং তদ্বোধক শব্দও ঐ স্থলে নাই, কি প্রকারে জগতের গ্রহণ হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা বলি, যে স্থলে বিশেষের উল্লেখ থাকে, সে স্থলে সন্নিধানবলে তৎসন্নিহিত অবিশেষ পদার্থও বুদ্ধিগম্য হয়। পূর্ব্বে জগদন্তঃপাতী পুরুষের উপদেশ হইয়াছে, পুরুষ একটী বিশিষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বস্তু, সুতরাং তদ্দ্বারা জগৎসাধারণের

হোপাদীয়ত ইতি গম্যতে। এতদুক্তং ভবতি, য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তা, কিমনেন বিশেষেণ, যস্য বা কৃৎস্নমেব জগদবিশেষিতং কর্ম্মেতি। বাশব্দ একদেশাবচ্ছিন্নকর্ত্তৃত্বব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিমতাঃ পুরুষাঃ কীর্ত্তিতাস্তেষামব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানম্॥ এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন সামান্যবিশেষাভ্যাং জগতঃ কর্ত্তা বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। পরমেশ্বরশ্চ সর্ব্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ব্ববেদান্তেষ্ববধারিতঃ॥ ১৬॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১৭॥*

অথ যদুক্তং বাক্যশেষগতাৎ জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলি-

জগৎ পরামৃষ্টং তত্তত্রান্তর্ভূতাঃ পুরুষা অপীতি য এতেষাম্পুরুষাণামিতি পুনরুক্তমত আহ।—"এতদুক্তং ভবতি। য এতেষাম্পুরুষাণা"মিতি।

গ্রহণ হইতে পারে। [এতদুক্তং· ধারিতঃ] প্রোক্ত শ্রুতিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যিনি এই জগতের একাংশভূত ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা, অধিক কি, নির্দ্দিষ্ট উল্লেখেরই বা প্রয়োজন কি? সমুদয় জগৎ যাঁহার সাধারণ কার্য্য, তিনিই জ্ঞেয় ও উপাসিতব্য। শ্রুতি বা-শব্দ দিয়া আংশিক কর্তৃত্ব নিবারণ করিয়াছেন। (সমুদয়ের কর্তৃত্বই বলিয়াছেন।) বালাকী যে-সকল পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন—সে সকল যে ব্রহ্ম নহে—তাহা বলিবার জন্যই, জানাইবার জন্যই, ঐরূপ বিশেষের (নির্দ্দিষ্ট নামের) গ্রহণ হইয়াছে। উদাহৃত শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকের দৃষ্টান্তে † সামান্য বিশেষের গ্রহণ দ্বারা জগৎকর্ত্তা জানিবার উপদেশ হইয়াছে। জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর, অন্য নহে, ইহা সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

বাদী যে বলিয়া ছিলেন, উদাহৃত বাক্যের শেষে জীববোধক ও প্রাণ-

---

* বাক্যশেষে জীবস্য মুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গাৎ বোধকশব্দস্যাস্তিত্বাৎ ন পরমেশ্বরগ্রহণমিতি চেৎ যদি মন্যসে তন্ন বক্তব্যম্। যতস্তৎ ব্যাখ্যাতং তদুভয়স্য নিরাকরণপ্রকারমুক্তং পূর্ব্বত্র।—বাক্যশেষে জীববোধক ও প্রাণবোধক কথা আছে বলিয়া পরমেশ্বর অর্থের গ্রহণ হইবে না, এ কথার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

† পরিব্রাজকে ব্রাহ্মণত্ব ও পরিব্রাজকত্ব উভয় ধর্ম্মই আছে।

ঙ্গাচ্চ তয়োরেবান্যতরস্যেহ গ্রহণং ন্যায্যং ন পরমেশ্বরস্যেতি তৎপরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। পরিহৃতং তস্মোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাদিত্যত্র। ত্রিবিধং হ্যত্রোপাসনমেবং সতি প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাসনঞ্চেতি। ন চৈতৎ ন্যায্যম্। উপক্রমোপসংহারাভ্যাং হি ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্য বাক্যস্যাবগম্যতে। তত্রোপক্রমস্য তাবৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দর্শিতম্। উপসংহারস্যাপি নিরতিশয়ফলশ্রবণাৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৃশ্যতে, সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ ইতি। নন্বেবং সতি প্রতর্দ্দনবাক্যনির্ণয়েনৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত। ন নির্ণীয়তে যস্য বৈতৎ

সিদ্ধান্তমুক্ত্বা পূর্ব্বপক্ষবীজমনূদ্য দূষয়তি—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাদিতি। উক্তমেব স্মারয়তি—ত্রিবিধমিতি। শ্রৈষ্ঠ্যং গুণাধিক্যম্। আধিপত্যং নিয়ন্তৃত্বম্। স্বারাজ্যনিয়ম্যত্বমিতি ভেদঃ। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যত ইত্যুক্তং চেৎ পুনরুক্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্বেবমিতি। কর্ম্ম-

বোধক কথা থাকায় হয় জীবের না হয় প্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত, পরমেশ্বরের গ্রহণ অনুচিত, ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক। পরন্তু প্রত্যুত্তর ইতিপূর্ব্বে "নোপাসাত্রৈবিধ্যাৎ" সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। বাদীর ব্যাখ্যায় উপাসনাত্রয়ের প্রসক্তি হয়। জীবের, প্রাণের ও পরমেশ্বরের। এক বাক্যে উপাসনাত্রয়ের বিধান অন্যাষ্য। অপিচ, উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্টে জানা যায়, ঐ বাক্য ব্রহ্মোপাসনার বিধায়ক। [তত্র…ইতি] উপক্রম বাক্যের ব্রহ্মপরতা বলা হইয়াছে। নিরতিশয় ফলের শ্রবণ থাকায় উপসংহার বাক্যও ব্রহ্মপর। উপসংহারে এইরূপ ফল শ্রুতি আছে। "যে উপাসক ইহা জানেন, তিনি সকল পাপ নষ্ট করিয়া সকল ভূতের শ্রেষ্ঠতা ও স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন।" [নন্বেবং…যোজয়িতব্যম্] বলিতে পার যে, তবে প্রতর্দ্দন-বাক্যের দ্বারাই এতদ্বাক্যের অর্থনির্ণয় হইবে, আমরা বলি, তাহা নহে। এখানে "এ সকল যাহার কর্ম্ম (কৃতি)" এইরূপ

কর্ম্ম ইত্যস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বেন তত্রানির্ধারিতত্বাৎ। তস্মাদত্র জীবমুখ্যপ্রাণাশঙ্কা পুনরুৎপদ্যমানা নিবর্ত্ত্যতে। প্রাণশব্দোঽপি ব্রহ্মবিষয়ো দৃষ্টঃ—প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইত্যত্র। জীবলিঙ্গমপ্যুপক্রমোপসংহারয়োর্ব্রহ্মবিষয়ত্বাদভেদাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮ ॥ *

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্যাৎ ব্রহ্মপ্রধানং বেতি। যতোঽন্যার্থং জীবপরামর্শং ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমস্মিন্ বাক্যে জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে।

শব্দস্য কৃত্যা পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তৌ তাৎপর্য্যাসাধকস্যারম্ভোপক্রম ইত্যাহ নেত্যাদিনা। প্রাণশব্দজীবমুখ্যযোর্গতিমাহ—প্রাণশব্দোঽপীতি। (রত্নপ্রভা।)

নন্বু প্রাণ এবৈকধা ভবতীত্যাদিকাদপি বাক্যাজ্জীবাতিরিক্তঃ কুতঃ

কথা আছে. এ কথা ব্রহ্মবিষয়ক কথা, এই কথাতেই এতদ্বাক্যের ব্রহ্মপরতা নিশ্চয় হয়। ঐ কথাতেই উৎপন্ন জীবাশঙ্কা ও মুখ্যপ্রাণের আশঙ্কা বিনিবৃত্ত হয়। অপিচ, ব্রহ্ম অর্থে প্রাণশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! মন প্রাণে (ব্রহ্মে) বাঁধা আছে।" বাক্যশেষে যে জীববোধক কথা আছে, উপক্রমের ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তা থাকায় সে সকল কথা অভেদাভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে, এইরূপে যোজনা করিবে।

কৌষিতকি-বাক্য জীবপ্রতিপাদক অথবা ব্রহ্মপ্রতিপাদক, এ সংশয় হইতেই পারে না। কারণ, প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর দেখিয়া জৈমিনি মুনি বলেন, ঐ জীববোধক কথা জীবাধিকরণ ব্রহ্মকে জানাইবার জন্যই প্রযুক্ত।

* জৈমিনি নামক আচার্য্যঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং প্রশ্নপূর্ব্বক দৃষ্ট্বা জীবপরামর্শং। অন্যার্থং জীবাধিকরণব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থং আহ। একে শাখিনো বাজসনেয়িনোঽপি এবং তথা কথয়ন্তীতি সূত্রপদানামর্থঃ।—জৈমিনি মুনি বলেন, প্রশ্ন প্রত্যুত্তর দেখিলে জানা যায়, স্থির হয়, শ্রুতি ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্যই, ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই, ঐ জীবভাব উপদেশ করিয়াছেন। অপিচ, বাজসনেয়ী শাখাও ঐরূপ বলিয়াছেন।

কস্মাৎ। প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্। প্রশ্নস্তাবৎ সুষুপ্তপুরুষবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবব্যতিরিক্ত-বিষয়ো দৃশ্যতে, "ক্বৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক্ব বা এতদভূৎ কুত এতদাগাৎ, ইতি। [কৌ০ ব্রা০ অ০ ৪। ক০ ১৯] প্রতিবচনমপি—যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্য-থাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি ইত্যাদি। এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি চ [কৌ০ ব্রা০ অ০ ৪ ক০ ১৯। ২০] সুষুপ্তি-কালে চ পরেণ ব্রহ্মণা জীব একতাং গচ্ছতি। পরস্মাচ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগজ্জায়ত ইতি বেদান্তমর্য্যাদা। তস্মাদ্ যত্রাস্য জীবস্য নিঃসম্বোধস্বচ্ছতারূপঃ স্বাপ উপাধিজনিত-

---

প্রতীয়ত ইত্যতো বাক্যান্তরং পঠতি—"এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা" ইতি। অপি চ সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধমেতদিত্যাহ।—"সুষুপ্তিকালে চ" ইতি। বেদান্তপ্রক্রিয়া-য়ামেবোপপত্তিমুপসংহারব্যাজেনাহ।—"তস্মাদ্যত্রাস্য" আত্মনো যতো নিঃ-সম্বোধোঽতঃ স্বচ্ছতারূপমিব রূপমস্যেতি স্বচ্ছতারূপো ন তু স্বচ্ছতৈব লয়-বিক্ষেপসংস্কারয়োস্তত্র ভাবাৎ। সমুদাচরদ্বৃত্তিবিশেষাভাবমাত্রেণোপমানম্। এতদেব বিভজতে।—"উপাধিভিঃ" অন্তঃকরণাদিভিঃ "জনিতং" যদ্বিশেষ-

---

[প্রশ্ন...দিতি] প্রশ্নবাক্যে দেখা যায়, রাজা সুপ্ত পুরুষকে প্রহার দ্বারা প্রতিবোধিত করতঃ জীবের প্রাণভিন্নতা বুঝাইয়া দিয়া পশ্চাৎ জীবাতি-রিক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। যথা—"ওহে বালাকি! এই পুরুষ কিসে অর্থাৎ কোন্ আশ্রয়ে সুপ্ত ছিল? এ কোথায় ছিল? কোথা হইতেই বা পুনর্ব্বার আসিল?" [প্রতি...লোকা ইতি] এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এইরূপ—"সুপ্ত পুরুষ যখন কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণে গিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাণ-প্রলয়ের আধার আত্মা, সেই আত্মা হইতে প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) যথাস্থানে পুনরাগমন করে। প্রাণ হইতে দেব, দেব হইতে লোক।" [সুষুপ্তি...গমাতে] জীব স্বাপকালে পরব্রহ্মে লীন হয়, এক হইয়া যায়, পুনর্ব্বার সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ প্রভৃতি জগৎ জন্মগ্রহণ করে। অতএব, যাহাতে জীবের সম্বোধশূন্য স্বচ্ছতাপ্রাপ্তিরূপ সুপ্তি হয়,

বিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং যতস্তদ্‌ভ্রংশরূপমাগমনং সোঽত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া শ্রাবিত ইতি গম্যতে। অপি চৈব-মেকে শাখিনো বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রু-সম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমাম্নায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনন্তি, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈষ তদভূৎ কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে প্রতিবচনেঽপি য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত ইতি। আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তোদহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি, অত্র সর্ব্ব এত আত্মানো

বিজ্ঞানং ঘটপটাদিজ্ঞানং তদ্রহিতং স্বরূপমাত্মনঃ। যদি বিজ্ঞানমিত্যেবো-চ্যেত ততস্তদবিশিষ্টমনবচ্ছিন্নং সদত্রৈবেব স্যাৎ তচ্চ নিত্যমিতি নোপাধি-জনিতং নাপি তদ্রহিতং স্বরূপং ব্রহ্মস্বভাবস্যাপ্রহাণাৎ অত উক্তং বিশে-ষেতি। যদা তু লয়লক্ষণাবিদ্যোপবৃংহিতোবিক্ষেপসংস্কারঃ সমুদাচরতি তদা বিশেষবিজ্ঞানোৎপাদাৎ স্বপ্নজাগরাবস্থাতঃ পরমাত্মনোরূপাদ্‌ভ্রংশরূপমাগমন-মিতি। ন কেবলং কৌষীতকিব্রাহ্মণে বাজসনেয়েঽপ্যেবমেব প্রশ্নোত্তরয়ো-র্জীবব্যতিরিক্তমামনন্তি পরমাত্মানমিত্যাহ।—"অপি চৈবমেক" ইতি। নম্বত্রাকাশং শয়নস্থানং তৎ কুতঃ পরমাত্মপ্রত্যয় ইত্যত আহ।—"আকাশ-শব্দশ্চ" ইতি। ন তাবন্মুখ্যস্যাকাশস্যাত্মাধারত্বসম্ভবঃ। যদপি চ ধামপ্রভৃতি-সহস্ররহিতাভিধাননাড়ীসঞ্চারেণ সুষুপ্ত্যবস্থায়াং পুরীতদবস্থানমুক্তং তদপ্যন্তঃ-করণস্য। তস্মাদ্দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি বদাকাশশব্দঃ পরমাত্মনি মন্তব্য ইতি। প্রথমং ভাষ্যকৃতা জীবনিরাকরণায় সূত্রমিদমবতারিতং তত্র মন্দ-

---

উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানবর্জ্জিত স্বরূপ প্রাপ্তি হয়, পুনর্ব্বার সে অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যদৃষ্কিরণে জীবরূপে আগমন করে, কৌষিতকি-শ্রুতি সেই পরমাত্মাকেই জানিতে বলিয়াছেন। [অপিচ···শেত ইতি] অপিচ, বাজসনেয়ি-শাখাও বিজ্ঞানময় শব্দে জীবের উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তদ্-ব্যতিরিক্ত পরমাত্মা উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"এই বিজ্ঞানময় পুরুষ। ইনি তখন (স্বাপকালে) কিসে বা কোথায় ছিলেন? কোথা হইতেই বা আসিলেন?" ইহার প্রত্যুত্তর—"এই যে হৃদয়ের অন্তরে আকাশ (ব্রহ্ম), ইহাতেই তিনি সুপ্ত ছিলেন।" [আকাশ...ভূচ্চয়ঃ] পরমাত্মা-অর্থেও আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"এই হৃদয়ের অন্তরে অল্প আকাশ।"

ব্যুচ্চরন্তীতি চোপাধিমতামাত্মনামন্যতো ব্যুচ্চরণমামনন্তঃ পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনন্তীতি গম্যতে। প্রাণনিরাকরণস্যাপি সুষুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপদেশোঽভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥ *

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেঽধীয়তে—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় ইত্যুপক্রম্য ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যোমৈত্রেয্যাত্মনো

বিষ্নাং নেদং প্রাণনিবাকরণায়েতি বুদ্ধিকর্ম্ম। ভূদিতাশয়বানাহ—"প্রাণনিরাকরণস্যাপি" ইতি। তৌ হ বালাক্যজাতশত্রূ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুস্তমজাতশত্রুর্নামভিরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে বৃহৎপাণ্ডুবাসঃ সোমরাজন্নিতি। স চ আমন্ত্র্যমাণো নোত্তস্থৌ। তং পাণিনাপেষং বোধয়াঞ্চকার। স হোত্তস্থৌ স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎসুপ্তোঽভূদিত্যাদি সোঽয়ং সুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপদেশ ইতি।

নম্বু মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণোপক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যেন গার্হস্থ্যাশ্রমাদুত্তমাশ্রমং যিযাসতা মৈত্রেয্যা ভার্য্যায়াঃ কাত্যায়ন্যা সহার্থসম্বিভাগকরণ উক্তে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যং পতিমমৃতত্বাপেক্ষয়া প্রচ্ছ। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথ্বী বিত্তেন পূর্ণা

"এ সকল আত্মা তাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়।" এ সকল শ্রুতি সোপাধিক আত্মার আবির্ভাব বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ পরমাত্মাকে সে সকলের মুখ্য কারণ বলিয়াছেন। সুপ্ত পুরুষের উত্থাপন বর্ণন করাতেও প্রাণ-অর্থের নিরাস ও প্রাণাতিরিক্ত ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে। ১৮

আরণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে "অহে মৈত্রেয়ি! স্ত্রী পতির ইচ্ছায়, পতির সুখার্থ, পতিপ্রিয়া হয় না (পতিকে ভাল বাসে না।)" এইরূপ উপক্রমের পর কথিত হইয়াছে "কেহ কাহার কামনায় প্রিয় হয় না,

---

* বাক্যান্বয়াৎ মহাবাক্যতাৎপর্য্যনিশ্চয়াৎ উদাহৃতবাক্যং ব্রহ্ম পরং ন তু জীবপরং ইতি সোক্তনা —মহাবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় কালে প্রোক্ত বাক্যের ব্রহ্মপরতাই সিদ্ধ হয়

বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং ইতি। তত্রৈতদ্বিচিকিৎস্যতে—কিং বিজ্ঞানাত্মৈবায়ং দ্রষ্টব্যত্বাদিরূপেণোপদিশ্যতে আহোস্বিৎ পরমাত্মেতি। কুতঃ পুনরেষা বিচিকিৎসা। প্রিয়সংসূচিতেনাত্মনা ভোক্ত্রোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি প্রতিভাতি তথাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশ ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্।

স্যাং কিমহং তেনামৃতা স্যামুত নেতি। তত্র নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন। এবং বিত্তেনামৃতত্বাশা ভবেদ্যদি বিত্তসাধ্যানি কর্ম্মাণ্যমৃতত্বায় যুজ্যেরন্। তদেব তু নাস্তি জ্ঞানসাধ্যত্বাদমৃতত্বস্য। কর্ম্মণাঞ্চ জ্ঞানবিরোধিনাং তৎসহভাবিত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি। অমৃতত্বসাধনমিতি শেষঃ। তত্রামৃতত্বসাধনজ্ঞানোপন্যাসায় বৈরাগ্যপূর্ব্বকত্বাত্তস্য রাগবিষয়েষু তেষু তেষু পতিজায়াদিষু বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতুং যাজ্ঞবল্ক্যো ন বা অরে পত্যুঃ কামায়েত্যাদিবাক্যসন্দর্ভমুবাচ। আত্মোপাধিকং হি প্রিয়ত্বমেষাং ন তু সাক্ষাৎ প্রিয়াণ্যেতানি। তস্মাদেতেভ্যঃ পতিজায়াদিভ্যো বিরম্য যত্র সাক্ষাৎপ্রেম স এব আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। বা-শব্দোঽবধারণে। আত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ। এতৎ-

সকলেই বা সমস্তই আত্মকামনায় বা আত্মসুখার্থ প্রিয় (ভালবাসার পাত্র) হয়। অতএব, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই কর্ত্তব্য। হে মৈত্রেয়ি! আত্মদর্শন হইলে, আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও আত্মবিজ্ঞান হইলে সমস্তই শ্রুত মত ও বিজ্ঞাত (জানা) হয়, কিছুই অবশেষ থাকে না।"
[তত্রৈ···সামর্থ্যাৎ] এই বাক্যে সন্দেহ হয়, শ্রুতি জীবাত্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন ? অথবা পরমাত্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন ? শ্রুতি প্রথমে প্রিয়-শব্দের দ্বারা ভোক্তৃ-আত্মার (জীবাত্মার) সূচনা করিয়াছেন, পরে পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া তাঁহার দর্শনাদি করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং তাহা সন্দেহের কারণ। সন্দেহের পর উপক্রম দৃষ্টে পাওয়া যায়,

বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি। কস্মাৎ। উপক্রমসামর্থ্যাৎ। পতিজায়াপুত্রবিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং সর্ব্বং জগদাত্মার্থ-তয়া প্রিয়ং ভবতীতি প্রিয়সংসূচিতং ভোক্তারমাত্মানমুপ-ক্রম্যানন্তরমিদমাত্মনো দর্শনাদ্যুপদিশ্যমানং কস্যান্যস্যাত্মনঃ স্যাৎ। মধ্যেঽপীদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈ-তেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ

সাধনানি চ শ্রবণাদীনি বিহিতানি শ্রোতব্য ইত্যাদিনা। "কস্মাৎ"। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণাদিসাধনেনেদং জগৎ সর্ব্বং বিদিতং ভবতীতি বাক্য-শেষঃ। যতো নামরূপাত্মকস্য জগতস্তত্ত্বং পারমার্থিকং রূপমাত্মৈব ভুজঙ্গ-স্যেব সমারোপিতস্য তত্ত্বং রজ্জুস্তস্মাদাত্মনি বিদিতে সর্ব্বমিদং জগত্তত্ত্বং বিদিতং ভবতি রজ্জ্বামিব বিদিতায়াং সমারোপিতভুজঙ্গস্য তত্ত্বং বিদিতং ভবতি যতস্তস্মাদাত্মৈব দ্রষ্টব্যো ন তু তদতিরিক্তং জগৎস্বরূপেণ দ্রষ্টব্যম্। কুতঃ। যতো, ব্রহ্ম তং পরাদাৎ ব্রাহ্মণজাতির্ব্রাহ্মণোঽহমিত্যভিমান ইতি যাবৎ। পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ অমৃতত্বপদাৎ। কং যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ-জাতিং বেদ। এবং ক্ষত্রাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্। আত্মৈব জগতত্ত্বং ন তু তদতি-রিক্তং তদিত্যত্রৈব ভগবতী শ্রুতিরুপপত্তিং দৃষ্টান্তপ্রবন্ধেনাহ। যৎ খলু যদগ্রহং বিনা ন শক্যতে গ্রহীতুং তত্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে। যথা রজতং শুক্তিকায়া ভুজঙ্গো বা রজ্জোঃ দুন্দুভ্যাদিশব্দসামান্যাদ্বা তত্তচ্ছব্দভেদাঃ, ন

জীবাত্মাই ঐ বাক্যের উপদেশ্য। [পতি...মিতি] পতি, পত্নী, পুত্র ও ধন প্রভৃতি জগৎ সমস্তই আত্মভোগ্য—আত্মার ভোগোপকরণ—সুতরাং আত্মার্থ—আত্মপ্রয়োজনীয়—তৎ প্রযুক্ত সে সকল প্রিয়। শ্রুতি এবম্প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া ভোক্তৃ-আত্মার সূচনা করিয়াছেন, তদ্বিধ সূচনার পর আত্মদর্শনাদির উপদেশ করাতে তাহা জীববিষয়ক বলিয়া প্রতীত হয়। প্রস্তাবমধ্যেও "এই মহদ্ভূত অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানঘন, ইনি প্রস্তাবিত ভূত-সমূহ হইতে উত্থিত (উৎপন্ন) হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন। বিনাশের পর আর সংজ্ঞা থাকে না।" এইরূপ কথা আছে। এ কথাও জীবাত্মার কথা (কেন-না জীবই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়) এবং ঐ কথাতে বুঝা যায়, শ্রুতি জীবাত্মার দর্শনাদি বিধান করিয়াছেন। অপিচ, শ্রুতি

সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন ব্রুবন্ বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি। তথা বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইতি কর্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্মানমেবেহোপদিষ্টং দর্শয়তি। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবচনং ভোক্তৃর্থত্বাৎ ভোগ্যজাতস্যৌপচারিকং দ্রষ্টব্যমিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ—পরমাত্মোপদেশ এবায়ম্। কস্মাৎ। বাক্যান্বয়াৎ। বাক্যং হীদং পৌর্ব্বাপর্য্যেণাবেক্ষ্যমাণং পরমাত্মানং প্রত্যন্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে। কথমিতি তদুপপাদ্যতে। অমৃতত্বস্য

গৃহ্যন্তে চ চিদ্রূপগ্রহণং বিনা স্থিতিকালে নামরূপাণি, তস্মান্ন চিদাত্মনো ভিদ্যন্তে। তদিদমুক্তং "স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য" ইতি। দুন্দুভিগ্রহণেন তদ্গতং শব্দসামান্যমুপলক্ষয়তি। ন কেবলং স্থিতিকালে নামরূপপ্রপঞ্চশ্চিদাত্মাতিরেকেণাগ্রহণাচ্চিদাত্মনো ন ব্যতিরিচ্যতেঽপি তু নামরূপোৎপত্তেঃ প্রাগপি চিদ্রূপাবস্থানাৎ তদুপাদানত্বাচ্চ নামরূপপ্রপঞ্চস্য তদনতিরেকো রজ্জূপাদানস্যেব ভুজঙ্গস্য রজ্জোরনতিরেক ইত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন সাধয়তি ভগবতী শ্রুতিঃ—স যথার্দ্রৈধোঽগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরে ইস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদ ইত্যাদিনা চতুর্ব্বিধো মন্ত্র উক্ত ইতিহাস ইত্যাদিনাঽষ্টবিধং ব্রাহ্মণমুক্তম্। এতদুক্তং ভবতি।- যথাগ্নিমাত্রং প্রথমমবগম্যতে ক্ষুদ্রাণাং বিস্ফুলিঙ্গানামুপাদানম্। অথ ততো বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি ন চৈতেঽগ্নেস্তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং শক্যন্তে নির্ব্বক্তুম্। এবমৃগ্বেদাদয়োঽপ্যল্পপ্রযত্নাদ্ব্রহ্মণো ব্যুচ্চরন্তো ন তত্তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং নিরুচ্যন্তে ঋগাদিভির্নামোপলক্ষ্যতে যদা চ নামধেয়স্যেয়ং গতিস্তদা তৎপূর্ব্বকস্য রূপধেয়স্য কৈব কথেতি ভাবঃ। ন কেবলং তদুপাদানত্বাত্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে

প্রস্তাব শেষে "যিনি বিজ্ঞাতা—তাহাকে কি দিয়া জানিবে?" এরূপ কথাও বলিয়াছেন। ঐ কথার দ্বারাও জীবাত্মার প্রতীতি হয়। (কেন-না জীবাত্মাই কর্ত্তা, পরমাত্মা অকর্ত্তা)। অতএব, শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়ার কথা বলিয়াছেন তাহা ঔপচারিক বা আরোপিত সুতরাং তাহা জীবাত্মাতেই পর্য্যবসন্ন। [এবং…বদন্তি] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া আমরা বলিতেছি, সিদ্ধান্ত কথা বলিতেছি, ঐ উপদেশ পরমাত্মবিষয়ক। কারণ এই যে, মহাবাক্যের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে পরমাত্মাতেই

তু নাশাস্তি বিত্তেন ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাদুপশ্রুত্য, যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহন্তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীত্যমৃতত্বমাশংসমানায়ৈ মৈত্রেয্যৈ যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম-বিজ্ঞানমুপদিশতি। ন চান্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাদমৃতত্বমস্তীতি শ্রুতিস্মৃতিবাদা বদন্তি। তথা আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-মুচ্যমানং নান্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানান্মুখ্যমবকল্পতে। ন চৈতদৌপচারিকমাশ্রয়িতুং শক্যম্। যৎকারণমাত্মবিজ্ঞানেন

নামরূপপ্রপঞ্চঃ প্রলয়সময়ে চ তদনুপ্রবেশাত্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে। যথা সামুদ্রমেবাম্ভঃ পৃথিবীতেজঃসম্পর্কাৎ কাঠিন্যমুপগতং সৈন্ধবং খিল্যঃ স হি স্বাকরে সমুদ্রে ক্ষিপ্তোঽম্ভ এব ভবত্যেবং চিদম্ভোধৌ লীনং জগচ্চিদেব ভবতি ন তু ততোঽতিরিচ্যত ইতি। এতদ্দৃষ্টান্তপ্রবন্ধেনাহ।—"স যথা সর্ব্বা-সামপামি"ত্যাদি। দৃষ্টান্তপ্রবন্ধমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি।—"এবং বা অরে ইদং মহদি"তি। বৃহত্ত্বেন বর্ষোক্তম। ইদং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ভূতং সত্যম্। অনন্তং নিত্যম। অপারং সর্ব্বগতম। বিজ্ঞানঘনো বিজ্ঞানৈকরস ইতি যাবৎ। এতেভ্যঃ কার্য্যকারণভাবেন ব্যবস্থিতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় সাম্যেনোত্থায় কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য হ্যবচ্ছেদত্বঃখিত্বশোকিত্বাদয়স্তদবচ্ছিন্নে চিদাত্মনি তদ্বি-পরীতেঽপি প্রতীয়ন্তে যথোদকপ্রতিবিম্বিতে চন্দ্রমসি তোয়গতাঃ কম্পাদয়ঃ। তদিদং সাম্যেনোত্থানং যদা ত্বাগমাচার্য্যোপদেশপূর্ব্বকমননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষ পর্য্যন্তজোঽসা ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকার উপাবর্ত্ততে তদা নিমৃষ্টনিখিলসবাসনা বিদ্যামলস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতভূতস্য বিনাশে তান্যেব ভূতানি নশ্যন্ত্যনু

তাহার তাৎপর্য্যনিশ্চয় হয়। যে-প্রকারে তাহা প্রতিপাদিত হয় তাহা দেখাইতেছি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট "ধনের দ্বারা মুক্তির আশা নাই" এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, "ভগবন্! তবে আমি ধন লইয়া কি করিব? যাহাতে মুক্ত হইতে পারি তাহাই আমাকে বলুন।" যাজ্ঞবল্ক্যও মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা অনুসারে ঐ আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করেন। বস্তুতঃ আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। আত্মজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই আছে। [তথা ··দ্রষ্টব্যমিতি] শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহাও পরমকারণজ্ঞানসাপেক্ষ। আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ কথা

সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রন্থেন তদেবোপপাদয়তি, ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ইত্যাদিনা। যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতি ইতি ভেদদৃষ্টিমপোদ্য, ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্যাত্মাব্যতিরেকমবতারযতি। দুন্দু-

তদুপাধিশ্চিদাত্মনঃ খিল্যভাবো বিনশ্যতি। ততো ন প্রেত্যকার্য্যকরণভূত-নিবৃত্তৌ রূপগন্ধাদিসংজ্ঞাস্তীতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি সংজ্ঞামাত্রনিষেধাদাত্মা নাস্তীতি মন্যমানা সা মৈত্রেয়ী প্রোবাচ, অত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্মোহিতবান্ ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বাভিপ্রায়ং দ্বৈতে হি রূপাদি-বিশেষসংজ্ঞানিবন্ধনো দুঃখিত্বাদ্যভিমানঃ। আনন্দজ্ঞানৈকরসব্রহ্মাদ্বয়ানুভবে তু তৎ কেন কং পশ্যেৎ ব্রহ্ম বা কেন বিজানীয়াৎ ন হি তদাস্য কর্ম্মভাবো-ঽস্তি স্বপ্রকাশত্বাৎ। এতদুক্তং ভবতি।—ন সংজ্ঞামাত্রং ময়া ব্যাসেধি কিন্তু বিশেষসংজ্ঞেতি। তদেবমমৃতত্বফলেনোপক্রমাদাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তদুপপাদনাৎ উপসংহারে চ মহদ্ভূতমনন্তমিত্যাদিনা চ ব্রহ্মরূপাভিধানাৎ দ্বৈতনিন্দয়া চাদ্বৈতগুণকীর্ত্তনাৎ ব্রহ্মৈব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে প্রতিপাদ্যং ন জীবাত্মেতি নাস্তি পূর্ব্বপক্ষ ইত্যনারভ্যমেবেদমধিকরণম্। অত্রোচ্যতে। ভোক্তৃত্বজ্ঞাতৃত্বজীবরূপোত্থানসমাধয়ে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে পূর্ব্ব-পক্ষেণোপক্রমঃ কৃতঃ। পতিজায়াদিভোগ্যসম্বন্ধো নাভোক্তুর্ব্রহ্মণো যুজ্যতে

আরোপিত নহে। কারণ, শ্রুতি আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। (আরোপিত হইলে তাহা প্রতিজ্ঞাত হইবে কেন?) আরও বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম তাঁহা হইতে দূরগত হন—যিনি আপনাকে ব্রহ্ম ভিন্ন দেখেন।" "যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি জগতে আত্মদর্শন করেন না—সে সকলকে আত্মাতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র সৎ বিবেচনা করেন—মিথ্যা ব্রাহ্মণাদি জগৎ তাঁহাকে গ্রাস করিয়া রাখে।" শ্রুতি এবম্প্রকারে ভেদজ্ঞানের নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ "এ সমস্তই আত্মা (আমি)" এইরূপ বাক্যে জগতের আত্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে আবার দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া সে কথাকে দৃঢ় (অবিচাল্য)

ভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ তমেবাব্যতিরেকং প্রচয়তি। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদ ইত্যাদিনা চ প্রকৃৎস্যাত্মনো নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি। তথৈবৈকায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্য সেন্দ্রিয়স্য সান্তঃকরণস্য প্রপঞ্চস্যৈকায়নমনন্তরমবাহ্যং কৃৎস্নং প্রজ্ঞানঘনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি। তস্মাৎ পরমাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইতি গম্যতে। যৎপুনরুক্তং প্রিয়সংসূচনোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ॥ ১৯॥

নাপি জ্ঞানকর্ত্তৃত্বমকর্ত্তুঃ সাক্ষাচ্চ মহতো ভূতস্য বিজ্ঞানাত্মভাবেন সমুত্থানাভিধানং বিজ্ঞানাত্মন এব দ্রষ্টব্যত্বমাহ। অন্যথা ব্রহ্মণো দ্রষ্টব্যত্বপরেঽস্মিন্ ব্রাহ্মণে তস্য বিজ্ঞানাত্মত্বেন সমুত্থানাভিধানমনুপযুক্তং স্যাৎ তস্য তু দ্রষ্টব্যত্বমুপযুজ্যতে ইত্যুপক্রমমাত্রং পূর্ব্বপক্ষঃ কৃতঃ। ভোক্তৃর্থত্বাচ্চ ভোগ্যজাতস্যেতি তদুপোদ্বলনমাত্রম্। সিদ্ধান্তস্তু নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণোক্তঃ। তদেবং পৌর্ব্বাপৌর্য্যপর্য্যালোচনয়া মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মদর্শনপরত্বে স্থিতে ভোক্তৃ জীবাত্মনোপক্রমমাচার্য্যদেশীয়মতেন তাবৎ সমাধত্তে সূত্রকারঃ।

করিয়াছেন। [অস্য গম্যতে] অপিচ, "ঋগ্বেদ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ এই মহদ্ভূতের নিশ্বাস" এ শ্রুতিও প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে নামরূপ কর্ম্মাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। একায়নপ্রক্রিয়ায় * পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম বিষয়েন্দ্রিয়ান্তঃকরণের একমাত্র আশ্রয় ও গতি, এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়ায় উদাহৃত বাক্যে পরমাত্মারই প্রতীতি হয়। এই সকল কারণে বলিয়াছি, নিদর্শিত শ্রুতিতে পরমাত্মার দর্শনাদি উপদিষ্ট হইয়াছে। [যৎ...ক্রমঃ] বলিয়াছিলে, উপক্রমে (আরম্ভ বাক্যে) প্রিয়শব্দ থাকায় ঐ উপদেশ জীবাত্মার, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

---

* একায়ন প্রক্রিয়া—উপনিষদের অংশবিশেষ। তাহাতে দেখান হইয়াছে, সমুদ্র যেমন নিখিল জলের পরমগতি, আশ্রয়, সম্যাস্থান বা লয়স্থান, তেমনি, ব্রহ্মও এই নিখিল প্রপঞ্চের একায়ন অর্থাৎ আশ্রয় বা লয়স্থান।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২০ ॥ *

অন্যত্র প্রতিজ্ঞা—আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ইতি চ। তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যৎপ্রিয়সংসূচিতস্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদিসঙ্কীর্ত্তনম্। যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোঽন্যঃ স্যাৎ ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং যৎপ্রতিজ্ঞাতং তদ্ধীয়েত। তস্মাৎ প্রতিজ্ঞা-

যথা হি বহ্নের্ব্বিকারা ব্যুচ্চরন্তো বিস্ফুলিঙ্গা ন বহ্নেরত্যন্তং ভিদ্যন্তে তদ্রূপনিরূপণত্বাৎ নাপি ততোঽত্যন্তমভিন্না বহ্নেরিব পরস্পরব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ তথা জীবাত্মানোঽপি ব্রহ্মবিকারা ন ব্রহ্মণোঽত্যন্তং ভিদ্যন্তে চিদ্রূপত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ নাপ্যত্যন্তং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরং ব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং প্রত্যুপদেশবৈয়র্থ্যাচ্চ। তস্মাৎ কথঞ্চিদ্ভেদো জীবাত্মনামভেদশ্চ। তত্র তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধয়ে বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদমুপা-

শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আত্মা বিজ্ঞাত হইলে—আত্মা জানিলে—এ সমস্তই জানা হয়।" "আত্মাই এ সকল (দৃশ্য জগৎ)" ইহাও একটী প্রতিজ্ঞা †। উপক্রমে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মার সূচনা (ইঙ্গিত) পূর্ব্বক দর্শনাদি বিধান করায় ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ বা সাধিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানাত্মা (জীব) যদি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন, তাহা হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার জ্ঞান অসম্ভব হয়। সুতরাং শ্রুতির এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব

* যৎ প্রিয়শব্দসূচিতস্য জীবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদি কীর্ত্তনং তৎপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গং সমক-বিজ্ঞাশ্মরথ্যস্তন্নামক আচার্য্য আহ। জীব ব্রহ্মণোর্ভেদাভেদসত্ত্বাৎ অভেদাংশেনৈবং জীবো-পক্রমণমিতি নির্গলিতার্থঃ। অয়মেব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইতি দ্রষ্টব্যম্।—আশ্মরথ্য মুনি বলিয়াছেন, শ্রুতি যে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মার সূচনা করিয়াছেন, তাহাই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির বোধক। আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সমুদয় বিজ্ঞাত হয়, জানা হয়, এ প্রতিজ্ঞা জীবভাবে উপদেশের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, জীব ও ব্রহ্ম এক, সুতরাং জীবতত্ত্ব জানিলে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলে জগত্তত্ত্ব জানা হয়।

† প্রতিজ্ঞা—সাধ্যনির্দ্দেশ। যাহা হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, এরূপ বাক্যোদ্দেশের নাম প্রতিজ্ঞা।

সিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ॥ ২০ ॥

উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥*

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতোপাধিসম্পর্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহাদিসঙ্ঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদ-

---

দায় পরমাত্মনি দর্শয়িতব্যো বিজ্ঞানাত্মনোপক্রম ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মেনে। আচার্য্যদেশীয়ান্তরমতেন সমাধত্তে।

জীবো হি পরমাত্মনোঽত্যন্তং ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপধানসম্পর্কাৎ সর্ব্বদা কলুষস্তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণম্। এতদুক্তং ভবতি।—ভবিষ্যন্তমভেদমুপাদায় ভেদকালেঽপ্যভেদ উক্তঃ। যথাহুঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ—

আমুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥ ইতি।

শ্রৌতপ্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জীব পরমাত্মার অভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য এবং তাহারই জন্য শ্রুতি ঐরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন। ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত।

ব্রহ্মই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন। জীব যখন ধ্যান জ্ঞানাদি সাধন অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুষশূন্য হন, তখন তিনি উপাধি সমূহ হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ উত্থিত (মুক্ত) হন। অর্থাৎ তখন আর জীবভাব থাকে না। জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভাব হয়; সুতরাং তখন জীব-পরমাত্মার ঐক্যসিদ্ধি হয়। সেই ঐক্য বা অভেদ লক্ষ্য করিয়াই

---

* উৎক্রমিষ্যতঃ দেহাদিসংঘাতাৎ সমুত্থাস্যতঃ এবম্ভাবাৎ অভেদভাবাৎ অভেদোপক্রমণমিতি পূরণীয়ম্। সংসার দশায়াং ভেদ এব মুক্তৌ অভেদ ইত্যৌড়ুলোমিমতমিতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, জীব মুক্তিকালে ব্রহ্ম হয় সুতরাং সে কালে জীব ও ব্রহ্ম এক, সেই একত্ব বা অভেদ উপদেশ করিবার জন্যই শ্রুতি ঐরূপ অভেদোক্তি করিয়াছেন।

মভেদেনোপক্রমণমিত্যৌডুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। শ্রুতিশ্চৈবং ভবতি, এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি। ক্বচিচ্চ জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞায়তে,—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ইতি॥

যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় সমুদ্রমুপযন্তি এবং জীবোঽপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় পরং পুরুষমুপৈতি ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োস্তুল্যতায়ৈ॥ ২১॥

অত্রৈব শ্রুতিমুপন্যস্যতি। "শ্রুতিশ্চৈব"মিতি। পূর্ব্বং দেহোত্রয়াদ্যুপাধিকৃতং কলুষত্বমাত্মন উক্তং, সম্প্রতি স্বাভাবিকমেব জীবস্য নামরূপপ্রপঞ্চাশ্রয়ত্বলক্ষণং কালুষ্যং পার্থিবানামণূনামিব শ্যামত্বং কেবলং পাকেনেব জ্ঞানধ্যানাদিনা তদপনীয় জীবঃ পরাৎপরতরং পুরুষমুপৈতীত্যাহ। "ক্বচিচ্চ জীবাশ্রয়মপী"তি। নদী নিদর্শনং, যথা সোম্যেমা নদ্য ইতি। তদেবমাচার্য্যদেশীয়মতত্রয়মুক্ত্বাত্রাঽপরিতুষ্যন্নাচার্য্যমতমাহ সূত্রকারঃ।

শ্রুতি ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা ঔডুলোমি মুনির অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায়ের বা এই ব্যাখ্যার অনুকূলে শ্রুতি প্রমাণ আছে। যথা—"এই সম্প্রসাদ (স্বচ্ছতা প্রাপ্ত জীব) শরীর হইতে উত্থিত (শরীরাভিমান বর্জ্জিত) হইয়া পরজ্যোতিঃ সম্পন্ন (ব্রহ্মত্ব সম্পন্ন) হওয়ায় স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন।" নাম ও রূপ জীবের, ব্রহ্মের নহে, শ্রুতি ইহা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝাইয়াছেন। যথা—"যেমন বহমানা নদী নামরূপ ত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে লীন হয়, তদ্রূপ, জীবও নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরাৎপর পুরুষ প্রাপ্ত হন।" সমুদ্র প্রাপ্ত নদী যেমন স্বাশ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতা প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রই হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও স্বাশ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ।

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥ *

অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানা-দুপপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। তথা চ ব্রাহ্মণম্, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যেবঞ্জাতীয়কং পরস্যৈবাত্মনো জীব-ভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি। মন্ত্রবর্ণশ্চ, সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্ত ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ। ন চ তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্য পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুতা যেন

এতদ্ব্যাচষ্টে—"অস্যৈব পরমাত্মন" ইতি। ন জীব আত্মনোঽন্যো নাপি তদ্বিকারঃ কিং ত্বাত্মৈবাবিদ্যোপাধানকল্পিতাবচ্ছেদ আকাশ ইব ঘটমণিকা-দিকল্পিতাবচ্ছেদোঘটাকাশো মণিকাকাশো ন তু পরমাকাশাদন্যস্তদ্বিকারো-বা। ততশ্চ জীবাত্মনোপক্রমঃ পরমাত্মনৈবোপক্রমস্তস্য ততোঽভেদাৎ স্থূলদর্শিলোকপ্রতীতিসৌকর্য্যায়ৌপাধিকেনাত্মরূপেণোপক্রমঃ কৃতঃ। অত্রৈব শ্রুতিং প্রমাণয়তি।—"তথা চ" ইতি। অথ বিকারঃ পরমাত্মনো জীবঃ কস্মান্ন ভবত্যাকাশাদিবদিত্যাহ—"ন চ তেজঃপ্রভৃতীনামি"তি। ন হি যথা

কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত সুতরাং ঐ অভেদোক্তি অযুক্ত নহে। ব্রাহ্মণাত্মক বেদভাগও "ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।" এবম্প্রকারে পরমাত্মারই জীবরূপতা ব্যক্ত করিয়াছেন। মন্ত্রাত্মক বেদেও ঐ কথা আছে। যথা—"ধীর সর্ব্বপ্রকার রূপের (কার্য্যের বা বস্তুপদা-র্থের) সৃষ্টি করিয়া সে সকলের নাম প্রদান পূর্ব্বক সে সকলে আবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিয়াছেন।" [নচ · শ্রুতিভ্যঃ] তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টির পরে অথবা সময়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি কথিত হয় নাই যে জীব পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু হইবেন। কাশকৃৎস্নের মতে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। আশ্মরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিলেও প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির

---

* অবস্থিতেঃ জীবভাবেনাবস্থানাদেবাঽভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্নীয়ং মতম্। অত্যন্তাভেদপ্রাপণার্থমেব জীবমুপক্রম্য দ্রষ্টব্যত্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা উক্তা ইতি সিদ্ধান্তঃ।—কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি ঐ অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন।

পরস্মাদাত্মনো হস্তত্ত্বিকারো জীবঃ স্যাৎ। কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতম্। আশ্মরথ্যস্য তু যদ্যপি জীবস্য পরস্মাদনন্যত্বমভিপ্রেতং তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিতি সাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্য্যকারণভাবঃ কিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে। ঔড়ুলোমিপক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যতে। তত্র কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবঞ্চ সতি তজ্-

তেজঃপ্রভৃতীনামাত্মবিকারত্বং শ্রূয়তে এবং জীবস্যেতি। আচার্য্যত্রয়মতং বিভজতে—"কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্য" ইতি। আত্যন্তিকে সত্যভেদে কার্য্যকারণভাবাভাবাৎ অনাত্যন্তিকোহভেদ আস্থেয়স্তথা চ কথঞ্চিদ্ভেদোহপীতি তমাস্থায় কার্য্যকারণভাব ইতি। মতত্রয়মুক্ত্বা কাশকৃৎস্নীয়মতং সাধুত্বেন নির্দ্ধারয়তি—"তত্র" তেষু মধ্যে "কাশকৃৎস্নীয়ং মত"মিতি। আত্যন্তিকে হি জীবপরমাত্মনোরভেদে তাত্ত্বিকে হনাদ্যবিদ্যোপাধিকল্পিতো ভেদস্তত্ত্বমসীতি জীবাত্মনো ব্রহ্মভাবতত্ত্বোপদেশশ্রবণমননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষপর্য্যন্তজন্মনা সাক্ষাৎকারেণ বিদ্যয়া শক্যঃ সমূলকাষং কষিতুং রজ্জ্বামহিবিভ্রম ইব রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ রাজপুত্রস্যেব চ ম্লেচ্ছকুলে বর্দ্ধমানস্যাত্মনি সমারোপিতো ম্লেচ্ছভাবো রাজপুত্রোহসীত্যাপ্তোপদেশেন। ন তু মৃদ্বিকারঃ শরাবাদিঃ শতশোহপি মৃন্মৃদিতি চিন্ত্যমানস্তজ্জন্মনা মৃদ্ভাবসাক্ষাৎকারেণ শক্যো নিবর্ত্তয়িতুম্। তৎকস্য হেতোঃ। তস্যাপি মৃদো ভিন্নাভিন্নস্য তাত্ত্বিকত্বাৎ। বস্তুনস্তু জ্ঞানেনোচ্ছেত্তুমশক্যত্বাৎ। সোহয়ং প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারঃ। অপি চ জীবস্যাত্মবিকারত্বে তস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ স্বপ্রকৃতাবপ্যয়ে সতি নামৃতত্বস্যাশাস্তীত্যপুরুষার্থত্বমমৃতত্বপ্রাপ্তিশ্রুতিবিরোধশ্চ কাশকৃৎস্নমতে ত্বেতদুভয়ং নাস্তীত্যাহ।—"এবঞ্চ সতী"তি। নন্বু যদি জীবো ন বিকারঃ

অপেক্ষা প্রদর্শন করায় তন্মতে জীবপরমেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্য্য-কারণভাব থাকা প্রতীত হয়। ঔড়ুলোমি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, জীব-পরমেশ্বরের ভিন্নতা অবস্থাঘটিত। অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরেরই অন্যবিধ অবস্থা। এই মতত্রয়ের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতই শ্রুতির অনুগামী। [এবঞ্চ… তত্ত্বা] ব্রহ্মই জীব, এই পক্ষেই আত্মজ্ঞানে মুক্তি

জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে। বিকারাত্মকত্বে হি জীবস্যাভ্যুপগম্যমানে বিকারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গান্ন তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পেত, অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য নামরূপস্যাসম্ভবাৎ উপাধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচর্য্যতে, অত এবোৎপত্তিরপি জীবস্য ক্বচিদগ্নিবিস্ফুলিঙ্গোদাহরণেন শ্রাব্যমাণোপাধ্যাশ্রয়ৈব বেদিতব্যা। যদপ্যুক্তং প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তীতি, তত্রাপীয়মেব ত্রিসূত্রী যোজয়িতব্যা। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ। ইদমত্র প্রতি-

কিন্তু ব্রহ্মৈব কথং তর্হি তস্মিন্নামরূপাশ্রয়ত্বশ্রুতিঃ কথঞ্চ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ইতি ব্রহ্মবিকারশ্রুতিরিত্যাশঙ্কামুপসংহারব্যাজেন নিরাকরোতি। "অতশ্চ স্বাশ্রয়স্যে"তি। যতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারশ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিশ্চ বিকারপক্ষে ন সম্ভবতঃ, অতশ্চেতি যোজনা। দ্বিতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজমনয়ৈব ত্রিসূত্র্যাপাকরোতি। "যদপ্যুক্ত"মিতি। শেষমতিবোহিতার্থং ব্যাখ্যাতার্থঞ্চ তৃতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজনিরাসে কাশকৃৎস্নীয়েনৈবেত্যবধারণং তন্মতাশ্রয়ণেনৈব তস্য শক্যনিরাসত্বাৎ। ঐকান্তিকে হ্যদ্বৈতে আত্মনোহন্যকর্ম্মকরণে কেন কং পশ্যেদিতি আত্মনশ্চ কর্ম্মত্বং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি শক্যো নিষেদ্ধুম্। ভেদাভেদপক্ষে বৈকান্তিকে বা ভেদে সর্ব্বমেতদদ্বৈতাশ্রয়মশক্যমিত্যবধারণস্যার্থঃ। ন কেবলং কাশকৃৎস্নীয়দর্শনাশ্রয়ণেন ভূতপূর্ব্বগত্যা

হওয়া সুসম্ভব। জীব ব্রহ্মের বিকারবিশেষ, এ মতে বিকার পদার্থের বিনাশ নিশ্চিত থাকায় মুক্তি কথাটী ও নামরূপের জীবাশ্রিততা অসম্ভব বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং উপাধির আশ্রিত নামরূপ উপচারক্রমে জীবে কথিত হইয়াছে, এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। ঐ কথায় দ্বারা বুঝা যায়, শ্রুতি যে স্ফুলিঙ্গাদিব দৃষ্টান্তে জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন— তাহাও ঔপচারিক। [যদপ্যুক্তং যোজয়িতব্যা] জীবরূপে অবস্থিত দ্রষ্টব্য মহদ্ভূতের নামরূপ উত্থান (পরিত্যাগ) বর্ণিত হওয়ায় জীবাত্মার দর্শনাদিই বিধেয়, ইহা প্রতীত হয়। তাহা হইলে উক্ত সূত্রত্রয় অগ্রিমোক্ত প্রকারে যোজিত হইবে। [প্রতিজ্ঞা· মন্যতে] যথা—২০ সূত্রে প্রতিজ্ঞা

জ্ঞাতম্, আত্মনি বিদিতে সর্ব্বমিদং বিদিতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ইতি চ। উপপাদিতঞ্চ সর্ব্বস্য নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চ-স্যৈকপ্রসবত্বাদেকপ্রলয়ত্বাচ্চ। দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্য-কারণয়োরব্যতিরেকপ্রতিপাদনাৎ তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং যম্মহতো ভূতস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে। অভেদে হি সত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমব-কল্পত ইতি। উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ। উৎক্রমিষ্যতো বিজ্ঞানাত্মনো জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাৎ সম্প্র-সন্নস্য পরেণাত্মনৈক্যসম্ভবাদিদমভেদাভিধানমিত্যৌড়ুলোমি-রাচার্য্যো মন্যতে। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ। অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদ-মভেদাভিধানমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। ননূ-চ্ছেদাভিধানমেতৎ—এতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু-

---

* এই—"আত্মা বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়।" এবং "এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত।" এ আত্মাই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-প্রলয়-স্থান এবং দুন্দুভির দৃষ্টান্তে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, এক, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহদ্ভূতের উত্থান বর্ণনার দ্বারা সূচিত হয়, ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত। জীব-পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই পক্ষেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়। পরে ২১ সূত্র। ২১ সূত্রের যোজনা এইরূপ—জীব উৎক্রান্তি কালে (মোক্ষকালে) ধ্যানজ্ঞানাদির দ্বারা স্বচ্ছ হয়, নিরুপাধি হয়, সে ভাবে ও সে কালে অভেদ। এই অভেদই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, ইহা ঔড়ুলোমি মুনির মত। ২২ সূত্রের যোজনা এই যে, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদোক্তি যুক্তিযুক্ত। এ অর্থ কাশ-কৃৎস্ন মুনির অভিপ্রেত। [ননূ…ইতি] যদি বল, মহদ্ভূত ভূতসমূহ হইতে উত্থিত হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন, বিনষ্ট হন বলিয়া

বিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি কথমেতদভেদাভিধানম্। নৈষ দোষঃ। বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মেতদ্বিনাশাভিধানং নাত্মোচ্ছেদাভিপ্রায়ম্। অত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি পর্য্যনুযুজ্য স্বয়মেব শ্রুত্যার্থান্তরস্য দর্শিতত্বাৎ। ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতীতি। এতদুক্তং ভবতি—কূটস্থনিত্য এবাঽয়ং বিজ্ঞানঘন আত্মা, নাস্যোচ্ছেদপ্রসঙ্গোঽস্তি, মাত্রাভিস্তস্য ভূতেন্দ্রিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতাভিরসংসর্গো বিদ্যয়া ভবতি, সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবান্ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যুক্তমিতি। যদপ্যুক্তং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনো-

---

সংজ্ঞা (জ্ঞান) থাকে না, এ কথায় জীবপরমাত্মার অভেদ বলা হয় নাই, প্রত্যুত জীবের উচ্ছেদ বলাই হইয়াছে। ইহাতে আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ প্রকার বলায় দোষ হয় নাই। কেন-না, ঐ বিনাশোক্তি আত্মবিনাশ অভিপ্রায়ে উচ্চারিত নহে, বিশেষবিজ্ঞানের (ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞানের) অভাব অভিপ্রায়েই উচ্চারিত। কারণ, উহারই পরে "ভগবন্! এই স্থানেই আমার মোহ জন্মিল। বিনাশ হয় ও সংজ্ঞা থাকে না, এই কথাটিই মোহ-কথা।" এইরূপ কথা আছে। শ্রুতি ঐ কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, "আমি মোহ বলি নাই, না বুঝিবার কথা বলি নাই। আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মার উচ্ছেদ হয় না, তাঁহার সহিত ভূতেন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয়।" [এতদুক্তং···মিতি] এ বাক্যে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মা কূটস্থ নিত্য, বিজ্ঞানঘন, (কেবল বা ঘনচৈতন্য) সুতরাং তাঁহার বিনাশ সম্ভাবনা নাই, তবে অবিদ্যার দ্বারা তাঁহার সহিত আবিদ্যক ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয়, তাই তৎকালে ভ্রান্ত বিশেষবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, আবার সম্পর্কের অভাবে সে সকল বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হয়। শ্রুতি ঈদৃশ বিশেষবিজ্ঞনাভাব "সংজ্ঞা থাকে না" এই কথার দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। [যদপ্যুক্তম্···গম্যতে] উপসংহারে "যিনি সকলের জ্ঞাতা—উঁহাকে কি দিয়া জানিবে?" এইরূপ কর্ত্তৃবোধক বাক্য থাকায় জীবাত্মারই

পসংহারান্বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বমিতি, তদপি কাশ-কৃৎস্নীয়েনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্। অপি চ, যত্র হি দ্বৈত-মিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রপঞ্চ্য, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদিনাবিদ্যা বিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবমভি-দধাতি। পুনশ্চ বিষয়াভাবেঽপ্যাত্মানং বিজানীয়াদিত্যা-শঙ্ক্য বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইত্যাহ। ততশ্চ বিশেষবিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাদ্বাক্যস্য বিজ্ঞানধাতুরেব কেবলঃ সন্ ভূতপূর্ব্বগত্যা কর্ত্তৃবচনেন তৃচা নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। দর্শিতস্তু পুরস্তাৎ কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতি-

---

বিজ্ঞাতৃত্বমপি তু শ্রুতিপৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়াপোঢ়মেবেত্যাহ—"অপি চ যত্র হি" ইতি। কস্মাৎ পুনঃ কাশকৃৎস্নস্য মতমাস্থীয়তে নেতরেষামাচার্য্যা-ণামিত্যত আহ—"দর্শিতস্তু পুরস্তাদি"তি। কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতি-

---

দর্শনাদি বিধান হইয়াছে, এ মত বা এ আপত্তি কাশকৃৎস্নীয় মতের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। আরও দেখ, শ্রুতি "যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, দ্বৈতবিভ্রম থাকে, তখনই ভেদদৃষ্টি হয় বা থাকে" এইরূপ এইরূপ বাক্যে অবিদ্যা-কালে যাহার দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞান থাকা বর্ণন করিয়াছেন— বিদ্যাকালে তাহারই "যখন এ সমস্ত তাহার আত্মভূত হয়—তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" এবম্প্রকার বাক্যে সেই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞা-নের অভাব উপদেশ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার "বিষয় না থাকুক, আপনাকেই দেখিবেক?" এইরূপ প্রশ্ন বা আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক বলিয়াছেন— সর্ব্ববিজ্ঞাতাকে আবার কে কি দিয়া বিজ্ঞাত হইবেক!" এই সকল বাক্যের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ঐ বিনাশ-বাক্য-বিশেষবিজ্ঞানের অভাববোধক। বিজ্ঞান-ধাতু অর্থাৎ কেবল ঘনচৈতন্য আত্মা বস্তুতঃ অকর্ত্তা হইলেও শ্রুতি তাহার পূর্ব্বাবস্থা (অবিদ্যাবস্থা) লক্ষ্য করতঃ কর্ত্তৃবাচী তৃচ্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ (বি+জ্ঞা+কর্ত্তৃবাচ্যে তৃচ্= বিজ্ঞাতা এই প্রয়োগ) করিয়াছেন। [দর্শিতস্তু…রূপাভ্যাঃ] কাশকৃৎস্ন

মত্বম্। অতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক ইত্যেষোঽর্থঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগন্তব্যঃ। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টৃ ইত্যেবং রূপাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ। স্মৃতিভ্যশ্চ—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত! সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্, ইত্যেবং রূপাভ্যঃ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ। অন্যো-

---

প্রবন্ধোপন্যাসেন পুনঃশ্রুতিমন্বং স্মৃতিমপ্যুপসংহারোপক্রমমাহ—"অতশ্চ" ইতি। ক্বচিৎপাঠ অতশ্চেতি। তস্যাবশ্যক্বেত্যর্থঃ। জননজরামরণভীতয়ো-র্বিক্রিয়ান্তরাণাং সর্ব্বাসাং মহানজ ইত্যাদিনা প্রতিষেধঃ পরিণামপক্ষেঽন্যস্য চান্যভাবপক্ষ ঐকাত্ম্যকারৈকপ্রতিপাদনপরা একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদয়ো দ্বৈতদর্শনানিন্দাপরাশ্চান্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীত্যাদয়ো জন্মজরাদিবিক্রিয়া-প্রতিষেধপরাশ্চৈব মহানজ ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয় উপরুধ্যেরন্। অপি চ যদি জীব-পরমাত্মনোর্ভেদাভেদাবাস্থীয়েয়াতাং ততস্তয়োর্মিথোবিরোধাৎ সমুচ্চয়াভাবা-দেকস্য বলীয়স্ত্বে নাত্মান নিরাপবাদং বিজ্ঞানং জায়েত বলীয়সৈকেন দুর্ব্বল-পক্ষাবলম্বিনোজ্ঞানস্য বাধনাৎ। অথ অগৃহ্যমাণবিশেষতয়া ন বলাবলাব-

---

মুনির মত শ্রুতিমূলক—তাহা দেখান হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে, জীব-পরমাত্মার ভেদ ঔপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত দেহাদি উপাধি নিমিত্তক। এ অর্থ সমস্ত বেদান্তবাদীর অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণ বিদ্যমান আছে। শ্রুতি যথা—"এ সমস্তই আত্মা।" "এ সমুদায়ই ব্রহ্ম।" "এই যে আত্মা—ইনিই এ সকল।" "ইঁহা হইতে পৃথক্ দ্রষ্টা নাই।" ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"এ সমস্তই বাসুদেব" "হে ভারত! আমাকেই তুমি সমুদয় ক্ষেত্রের (দেহের) ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) বলিয়া জান। আমিই পরমেশ্বর, আমিই যুগপৎ সমুদয় ভূতে বাস করিতেছি।" ইত্যাদি। [ভেদ...স্মৃতেশ্চ] "যে ব্যক্তি ব্রহ্ম এক বস্তু, আমি অন্য বস্তু, এইরূপ জানে,—সে ব্রহ্ম জানে না।

হ্সাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ইত্যেবঞ্জাতীয়কাৎ। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মেতি চাত্মনি সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ। অন্যথা চ মুমুক্ষূণাং নিরপবাদবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ সুনিশ্চিতার্থানুপপত্তেশ্চ। নিরপবাদং হি বিজ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তকমাত্মবিষয়ং ইষ্যতে, বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা ইতি চ শ্রুতেঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্মৃতেশ্চ। স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্মৈকত্ববিষয়ে সম্যগ্দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ

ধারণং ততঃ সংশয়ে সতি ন সুনিশ্চিতার্থমাত্মনি জ্ঞানং ভবেৎ সুনিশ্চিতার্থঞ্চ জ্ঞানং মোক্ষোপায়ঃ শ্রূয়তে 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা' ইতি। তদেতদাহ—"অন্যথা মুমুক্ষূণা"মিতি। একত্বমনুপশ্যত ইতি শ্রুতির্ন পুনরেকত্বানেকত্বে অনুপশ্যত ইতি। ননু যদি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মনোরভেদোভাবিকঃ কথং তর্হি ব্যপদেশবুদ্ধিভেদৌ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি কথঞ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য ভগবতঃ সংসারিতা। অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিবশাদিতি চেৎ, কস্যেয়মবিদ্যা, ন তাবজ্জীবস্য, তস্য পরমাত্মনোব্যতিরেকাভাবাৎ, নাপি পরমাত্মনস্তস্য বিদ্যৈকরসস্যাবিদ্যাশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ, তদত্র সংসারিত্বাসংসারিত্ববিদ্যাবিদ্যাবত্ত্বরূপবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাদবুদ্ধিব্যপদেশভেদাচ্চাস্তি জীবেশ্বরয়োর্ভেদোঽপি ভাবিক ইত্যত আহ—"স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্মৈকত্ব"

যে পুরুষ আপনাতে মিথ্যা ভেদ-দর্শন করে—সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি এইরূপে ভেদ-জ্ঞানের নিন্দা করিয়াছেন এবং "এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, জরামরণবর্জ্জিত, নিত্যমুক্ত, অভয় ও ব্রহ্ম" এইরূপে তাঁহাতে ক্রিয়া প্রতিষেধও করিয়াছেন। উহা অনঙ্গীকার করিলে মুমুক্ষু পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান ও সুনিশ্চিতার্থ-শ্রুতি অনুপপন্ন হইবে। কারণ, আত্মবিষয়ক নিরপবাদ (অবাধিত) জ্ঞানই সকল আকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক। "বেদান্তজনিত জ্ঞান-বিশেষের দ্বারা সুনিশ্চিতার্থ অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞ যতিগণ" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে ও "তখন সেই অদ্বয়দর্শীর শোকই বা কি। মোহই বা কি!" ইত্যাদি ইত্যাদি স্মৃতিতে আত্মাদ্বৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে। [স্থিতে...সঙ্গচ্ছত ইতি] যদি জীবাত্মা পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই জ্ঞানই

পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং পরমাত্মনো ভিন্নঃ পরমাত্মাঽয়ং ক্ষেত্রজ্ঞাদ্ভিন্ন ইত্যেবঞ্জাতীয়ক আত্ম-ভেদবিষয়োঽয়ং নির্ব্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হ্যয়মাত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি। ন হি সত্যং জ্ঞান-

---

ইতি। ন তাবদ্ভেদাভেদাবেকত্র ভাবিকৌ ভবিতুমর্হত ইতি বিপক্ষিতং প্রথমে পাদে। দ্বৈতদর্শননিন্দয়া চৈকান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাঃ পৌর্ব্বাপর্য্যা-লোচনয়া সর্ব্বে বেদান্তাঃ প্রতীয়ন্তে। তত্র যথা বিম্বাদবদাতাত্তাত্ত্বিকে প্রতিবিম্বানামভেদেঽপি নীলমণিকৃপাণকাচাদ্যুপধানভেদাৎ কাল্পনিকো-জীবানাং ভেদো বুদ্ধিব্যপদেশভেদৌ বর্ত্তয়তি ইদং বিম্বমবদাতমিমানি চ প্রতিবিম্বানি নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্তদীর্ঘাদিভেদভাঞ্জি বহূনীত্যেবং পরমাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবাজ্জীবানামভেদ ঐকান্তিকেঽপ্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যো-পধানভেদাৎ কাল্পনিকোজীবানাং ভেদোবুদ্ধিব্যপদেশভেদাবয়ঞ্চ পরমাত্মা শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাব ইমে চ জীবা অবিদ্যাশোকদুঃখাদ্যুপদ্রবভাজ ইতি বর্ত্তয়তি। অবিদ্যোপধানঞ্চ যদ্যপি বিদ্যাস্বভাবে পরমাত্মনি ন সাক্ষাদস্তি তথাপি তৎপ্রতিবিম্বকল্পজীবদ্বারেণ পরস্মিন্নুচ্যতে। ন চৈবমন্যোন্যাশ্রয়ো-জীববিভাগাশ্রয়াবিদ্যা, অবিদ্যাশ্রয়শ্চ জীববিভাগ ইতি বীজাঙ্কুরবদনাদি-ত্বাৎ। অতএব কামুদ্দিশ্যৈষ ঈশ্বরোমায়ামায়চয়ত্যনর্থিকামুদ্দেশ্যানাং সর্গাদৌ জীবানামভাবাৎ কথঞ্চাত্মানং সংসারিণং বিবিধবেদনাভাজং কুর্য্যাদিত্যাদ্যনু-যোগোনিরবকাশঃ। ন খল্বাদিমান্ সংসারোনাপ্যাদিমানবিদ্যাজীববিভাগো-যেনানুযুজ্যেতেতি। অত্র চ নামগ্রহণেনাবিদ্যামুপলক্ষয়তি। স্যাদেতৎ। যদি ন জীবাদ্ব্রহ্ম ভিদ্যতে হন্ত জীবঃ স্ফুট ইতি ব্রহ্মাপি তথা স্যাৎ। তথা চ নিহিতং গুহায়ামিতি নোপপদ্যত ইত্যত আহ—"ন হি সত্যমি"তি। যথা হি বিম্বস্য মণিকৃপাণাদয়োগুহা এবং ব্রহ্মণোঽপি প্রতিজীবং ভিন্না অবিদ্যা গুহা ইতি। যথা প্রতিবিম্বেষু ভাসমানেষু বিম্বং তদভিন্নমপি শুদ্ধ-মেবং জীবেষু ভাসমানেষু তদভিন্নমপি ব্রহ্ম শুদ্ধম্। অস্তু তর্হি ব্রহ্মণোঽন্যদ্-

---

সম্যক্ জ্ঞান হইল, তাহা হইলে মাত্র জীব ও পরম এই দুইটী নামেরই প্রভেদ, বস্তুর প্রভেদ হইল না। অতএব, পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, এই পক্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা বা আগ্রহ নিরর্থক। ঐ আগ্রহে কোনও সুফল ফলিবে না। এক আত্মাই নামভেদে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই

মনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়ামিতি কাঞ্চিদেবৈকাং গুহামধিকৃত্যৈতদুক্তম্। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যো গুহায়াং নিহিতোঽস্তি, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেব প্রবেশশ্রবণাৎ। যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে কৃতকমনিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

গুহামিত্যত আহ—"ন চ ব্রহ্মণোঽন্য" ইতি। যে ত্বাশ্মরথ্যপ্রভৃতয়ঃ, "নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থমি"তি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনা ভাগশো বা পরিণামাভ্যুপগমে তস্য কার্য্যত্বাদনিত্যত্বাচ্চ তদাশ্রিতো মোক্ষোঽপি তথা স্যাৎ। যদি ত্বেবমপি মোক্ষং নিত্যমকৃতকং ব্রূয়ুস্তত্রাহ—"ন্যায়েন" ইতি। এবং যে নদীসমুদ্রনিদর্শনেনামুক্তের্ভেদং মুক্তস্য চাভেদং জীবস্যাস্থিষত তেষামপি ন্যায়েনাসঙ্গতিঃ। নো জাতু ঘটঃ পটোভবতি। ননূক্তং যথা নদী সমুদ্রোভবতীতি। কা পুনর্নদাভিমতাঽঽহুয়তঃ। কিং পাথঃপরমাণব উতৈষাং সংস্থানভেদ আহোস্বিত্তদারব্ধোঽবয়বী। তত্র সংস্থানভেদস্য বাঽবয়বিনো বা সমুদ্রনিবেশে বিনাশাৎ কস্য সমুদ্রেণৈকতা নদীপাথঃপরমাণূনান্তু সমুদ্রপাথঃপরমাণুভ্যঃ পূর্ব্বাবস্থিতেভ্যোভেদ এব নাভেদঃ। এবং সমুদ্রাদপি তেষাং ভেদ এব। যে তু কাশকৃৎস্নীয়মেব মতমাস্থায় জীবং পরমাত্মনোঽংশমাচখ্যুস্তেষাং কথং 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্ত'মিতি ন শ্রুতিবিরোধঃ। নিষ্কল-

স্বীকার্য্য। অপিচ, "যে উপাসক গুহানিহিত সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মকে জানেন" এ শ্রুতি জীবস্থানাতিরিক্ত অন্য কোন স্থান (ব্রহ্মের স্থান) বলেন নাই। ব্রহ্মই গুহানিহিত, অন্য কেহ গুহানিহিত নহে। (গুহা—বুদ্ধি। অথবা বেদান্তসংস্কৃত জ্ঞান)। হেতু এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম এ সকল সৃষ্টি করিয়া এ সকলে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। যিনি করিয়াছেন, তিনিই জীবরূপে দেহপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই ফলিতার্থ। ঐ অর্থের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মই জীব। যাঁহারা জীবকে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা বেদান্তার্থের বাধা প্রদান করেন, করিয়া মুক্তির দ্বার স্বরূপ সম্যক্ জ্ঞানকে নষ্ট করেন। ঐ সকল লোক মোক্ষকে জন্য অর্থাৎ উৎপাদ্য বিবেচনা করেন সুতরাং অনিত্য বলেন। তাহাদের মত ন্যায়-বাধিত অর্থাৎ যুক্তিসহ নহে।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥ *

যথাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্য এবং নিঃশ্রেয়সহেতু-
মিতি সাবয়বত্বং ব্যাসেধি ন তু সাংশত্বম। অংশশ্চ জীবঃ পরমাত্মনো
নভস ইব কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নং নভঃ শব্দশ্রবণযোগ্যং বায়োরিব চ শরীরা-
বচ্ছিন্নঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণ ইতি চেৎ। ন ভাবরূপো নভসোঽংশস্তস্য তত্ত্বাৎ।
কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নমংশ ইতি চেৎ, হন্ত তর্হি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন কর্ণ-
নেমিমণ্ডলং বা তৎসংযোগো বেত্যুক্তং ভবতি। ন চ কর্ণনেমিমণ্ডলং
তস্যাংশস্তস্য ততোভেদাৎ। তৎসংযোগোনভোধর্ম্মত্বাত্তস্যাংশ ইতি চেৎ।
ন। অনুপপত্তেঃ। নভোধর্ম্মত্বে হি তদনবয়বং সর্ব্বত্রাভিন্নমিতি তৎসংযোগঃ
সর্ব্বত্র প্রথেত। ন হ্যস্তি সম্ভবোঽনবয়বমব্যাপ্য বর্ত্তত ইতি। তস্মাত্তত্রাস্তি
চেদ্ব্যাপ্যৈব। ন চেদ্ব্যাপ্নোতি তত্র নাস্ত্যেব। ব্যাপ্যোবাস্তি কেবলং প্রতি-
সম্বন্ধাধীননিরূপণতয়া ন সর্ব্বত্র নিরূপ্যত ইতি চেৎ, ন নাম নিরূপ্যতাম।
তৎসংযুক্তন্তু নভঃ শ্রবণযোগ্যং সর্ব্বত্রাস্তীতি সর্ব্বত্র শ্রবণপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভেদা-
ভেদয়োরন্যতরেণাংশঃ শক্যো নির্ব্বক্তুম। ন চোভাভ্যাম। বিরুদ্ধয়োরেক-
ত্রাসমবায়াদিত্যুক্তম। তস্মাদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাপরিকল্পিত এবাংশো
নভসো ন ভাবিক ইতি যুক্তম। ন চ কাল্পনিকো জ্ঞানমাত্রায়ত্তজীবিতঃ
কথমবিজ্ঞায়মানোঽস্তি। অসংশ্চাংশঃ কথং শব্দশ্রবণলক্ষণায় কার্য্যায়
কল্পতে। ন জাতু রজ্জ্বামজ্ঞায়মান উরগো ভয়কম্পাদকার্য্যায় পর্য্যাপ্ত ইতি
বাচ্যম। অজ্ঞাতত্বাসিদ্ধেঃ। কার্য্যব্যঙ্গ্যত্বাদস্য। কার্য্যোৎপাদাৎ পূর্ব্ব-
মজ্ঞাতং কথং কার্য্যোৎপাদাঙ্গমিতি চেৎ। ন। পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যোৎপাদ-
ব্যঙ্গ্যত্বাদসত্যপি জ্ঞানে তৎসংস্কারানুবৃত্তেরনাদিত্বাচ্চ কল্পনা তৎসংস্কার-
প্রবাহস্য। অস্তু বানুপপত্তিরেব কার্য্যকারণয়োর্ম্মায়াত্মকত্বাৎ। অনুপপত্তির্হি
মায়ামুপোদ্বলয়তি। অনুপপদ্যমানার্থত্বান্মায়ায়াঃ। অপি চ ভাবিকাংশ-
বাদিনাং মতে ভাবিকাংশস্য জ্ঞানেনোচ্ছেত্তুমশক্যত্বান্ন জ্ঞানধ্যানসাধনো
মোক্ষঃ স্যাৎ। তদেবমাকাশাংশ ইব শ্রোত্রমনির্ব্বচনীয়ম্। এবং জীবো
ব্রহ্মণোঽংশ ইতি কাশকৃৎস্নীয়ং মতমিতি সিদ্ধম।

---

* চ শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। প্রকৃতিরুপাদানম। শ্রৌতপ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তয়োরনুপরোধাৎ হেতোঃ নিমিত্তমুপাদানমপি ব্রহ্মেত্যক্ষরার্থঃ।—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ, ইহা প্রতিজ্ঞার ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধিত হয়। ইহা অস্বীকার করিলে প্রতিজ্ঞার বাধ ও দৃষ্টান্তের হানি হইবেক।

ত্বাদ্ব্রহ্মাপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। ব্রহ্ম চ জন্মাদ্যস্য যত ইতি লক্ষিতম্। তচ্চ লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিত্বে কুলালসুবর্ণকারাদিবন্নিমিত্তত্বে চ সমানমিত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুনর্ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাদিতি। তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাদিতি প্রতিভাতি। কস্মাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বমবগম্যতে, স ঈক্ষাঞ্চক্রে, স প্রাণমসৃজত ইত্যাদি

স্যাদেতৎ। বেদান্তানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ে দর্শিতে সমাপ্তং সমন্বয়লক্ষণমিতি কিমপরমবশিষ্যতে যদর্থমিদমারভ্যত ইতি শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুং সঙ্গতিং দর্শয়ন্ অবশেষমাহ—"যথাভ্যুদয়ে"তি। অত্র চ লক্ষণস্য সঙ্গতিরুক্তা লক্ষণেনাস্যাধিকরণস্য সঙ্গতিরুক্তা। এতদুক্তং ভবতি। সত্যং জগৎকারণে ব্রহ্মণি বেদান্তানামুক্তঃ সমন্বয়স্তত্র কারণভাবস্যোভয়থা দর্শনাৎ জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ কিং নিমিত্তত্বেনৈব, উতোপাদানত্বেনাপি। তত্র যদি প্রথমঃ পক্ষস্তত উপাদানকারণানুসরণে সাংখ্যস্মৃতিসিদ্ধং প্রধানমভ্যুপেয়ম্। তথা চ জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মলক্ষণমসাধু, অতিব্যাপ্তেঃ, প্রধানেঽপি গতত্বাৎ। অসম্ভবাদ্বা। যদি তূত্তরঃ পক্ষস্ততো নাতিব্যাপ্তির্নাপ্যব্যাপ্তিরিতি সাধু লক্ষণম্। সোঽয়মবশেষঃ। তত্র—

ঈক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বং প্রভুত্বমসরূপতা।
নিমিত্তকারণেষ্বেব নোপাদানেষু কর্হিচিৎ॥

তদিদমাহ—"তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ" ইতি। আগমস্য কারণ-

অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) মূল ধর্ম্ম যেমন বিচারণীয়, তেমনি, মোক্ষের উপায় ব্রহ্মও বিচারণীয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের লক্ষণ প্রথমের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগৎকারণ। কিন্তু কিরূপ কারণ? তাহা তাহাতে বলা হয় নাই। নিমিত্ত কারণও কারণ, উপাদান কারণও কারণ, সুতরাং সংশয় হয়, ব্রহ্ম কিরূপ কারণ। ব্রহ্ম কি ঘটাদি কার্য্যের প্রতি মৃত্তিকাদি কারণের ন্যায় উপাদান কারণ? না কুলালাদি কারণের ন্যায় নিমিত্ত কারণ? [তত্র...মেব] শ্রুতি দেখিলে আপাততঃ প্রতীতি হয়, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা—"তিনি আলোচনা"

শ্রুতিভ্যঃ। ঈক্ষাপূর্ব্বকঞ্চ কর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টম্। অনেককারকপূর্ব্বিকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধির্লোকে দৃষ্টা। স চ ন্যায় আদিকর্ত্তর্য্যপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্। ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ। ঈশ্বরাণাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্তকারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে। তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুম্। কার্য্যঞ্চেদং জগৎ-সাবয়বমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে। কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যম্। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ। ব্রহ্ম চ নৈবং লক্ষণমবগম্যতে। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। পারিশেষ্যাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্য-

মাত্রে পর্য্যবসানাদনুমানস্য তদ্বিশেষনিয়মমাগমো ন প্রতিক্ষিপত্যপি ত্বনুমনুত এবেত্যাহ—"পারিশেষ্যাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যৎ" ইতি। ব্রহ্মোপাদানত্বস্য প্রসক্তস্য প্রতিষেধে হন্যাপ্রসঙ্গাৎ সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধমানুমানিকং প্রধানং শিষ্যত ইতি। একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞান'মুত তমাদেশ'মিত্যাদিনা, যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেতি চ দৃষ্টান্তঃ, পরমাত্মনঃ প্রাধান্যং সূচয়তঃ। যথা সোমশর্ম্মণৈকেন জ্ঞাতেন সর্ব্বে কঠা জ্ঞাতা ভবন্তি। এবং প্রাপ্ত

করিলেন। পরে প্রাণ-সৃষ্টি করিলেন।" যে কর্তৃত্ব আলোচনাপূর্ব্বক—সে কর্তৃত্ব নিমিত্ত কারণের অন্তর্গত, ইহা ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারাদিতে দৃষ্ট হইতেছে। অপিচ, প্রত্যেক কর্ত্তাকেই বহুকারক ব্যাপারের অনন্তর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়। এই যুক্তি (নিয়ম) আদিকর্ত্তাতেও গ্রাহ্য। (তাৎপর্য্য এই যে, যাহা উপাদান—তাহা কার্য্য হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন)। তিনি ঈশ্বর, সুতরাং তিনি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। মনুষ্যের রাজা ও দেবতার রাজা, ইহারা ক্ষুদ্র ঈশ্বর, ইহাঁরা যেমন লৌকিক কার্য্যের প্রতি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন, তেমনি, পরমেশ্বরও জগৎকার্য্যের নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। আরও দেখ, এই জগৎকার্য্য সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ (বিকারী)। দেখা যায়, প্রত্যেক কার্য্য উপাদানের অনুরূপ, সুতরাং ইহার উপাদানও ইহার অনুরূপ (সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ), ইহা যুক্তি সিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা

ন্তুপাদানকারণমশুদ্ধ্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগন্তব্যম্। ব্রহ্মকারণত্বশ্রুতের্নিমিত্তত্বমাত্রে পর্য্যবসানাদিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব। কস্মাৎ। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। এবং হি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রৌতৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ, উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ইতি। তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যদবিজ্ঞাত-

---

উচ্যতে। প্রকৃতিশ্চ। ন কেবলং ব্রহ্ম নিমিত্তকারণং কুতঃ। প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তয়োরনুপরোধাৎ। নিমিত্তকারণত্বমাত্রে তু তাবুপরুধ্যেযাতাম্। তথাহি—

ন মুখ্যে সম্ভবত্যর্থে জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে।
ন চানুমানিকং যুক্তমাগমেনাপবাধিতম্॥
সর্ব্বে হি তাবদ্বেদান্তাঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বীক্ষিতাঃ।
ঐকান্তিকাদ্বৈতপরা দ্বৈতমাত্রনিষেধতঃ॥

যায়, ব্রহ্ম ইহার অনুরূপ নহেন। অর্থাৎ সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ নহেন। (সুতরাং ব্রহ্ম ইহার উপাদানও নহেন)। যথা—"ব্রহ্ম নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, (পূর্ণ), অনিন্দিত ও নিরঞ্জন (শুদ্ধ)।" অতএব, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে, যাহা অশুদ্ধ, অচেতন ও সাবয়ব,—যাহা সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ,—তাহাকেই ইহার উপাদান বলা উচিত। শ্রুতি যে, ব্রহ্মকে কারণ বলিয়াছেন তাহা নিমিত্তকারণে পর্য্যবসান করা উচিত। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উপর আমরা বলিতেছি—ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্ত উভয়বিধ কারণ বলাই উচিত। তিনি যে কেবল নিমিত্তকারণ, তাহা নহে। [কস্মাৎ...রুধ্যেতে] ঐরূপ বলিবার হেতু এই যে, প্রতিজ্ঞার ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ। অর্থাৎ ঐরূপ হইলেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষিত হয়, বজায় থাকে, উপরুদ্ধ বা বাধিত হয় না। [প্রতিজ্ঞা···দর্শনাৎ] প্রতিজ্ঞা যথা—"তুমি সে উপদেশ পাইয়াছ? জিজ্ঞাসা করিয়াছ? যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়?" * এই

* অশ্রুত—যাহা কর্ণগোচর হয় নাই। শ্রুত—কর্ণগোচর বা কর্ণগোচর হওয়ার সহিত সমান। অমত—যাহা মনন-বহির্ভূত। মত—মননের সহিত সমান বা সমকক্ষ। ইত্যাদি।

মপি বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতীয়তে। তচ্চোপাদানকারণ-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য, নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি, লোকে তক্ষ্ণঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোঽপি, যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্, ইত্যুপাদানকারণ-গোচর এবাম্নায়তে। তথা, একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহ-ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদেকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি চ। তথান্যত্রাপি, কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে

তদিহাপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ মুখ্যার্থাবেব যুক্তৌ ন তু যজমানঃ প্রস্তর ইতিবৎ গুণকল্পনয়া নেতব্যৌ তস্যার্থবাদস্যাতৎপরত্বাৎ। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্ত-বাক্যয়োস্ত্বদ্বৈতপরত্বাদুপাদানকারণাত্মকত্বাচ্চোপাদেয়স্য কার্য্যজাতসোপা-দানজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানোপপত্তেঃ। নিমিত্তকারণন্তু কার্য্যাদত্যন্তভিন্নমিতি ন

বাক্যেই প্রতীত হইতেছে, এমন এক বস্তু আছে যাহা জানিলে সমস্তই জানা হয় এবং সেই বস্তুই শ্রুতির উপদেশ্য বা প্রতিজ্ঞার বিষয়। এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়া উপাদানকারণজ্ঞানেই হইয়া থাকে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, কার্য্যমাত্রেই উপাদানে অন্বিত (অর্থাৎ উপাদান হইতে অপৃথক) সুতরাং উপাদান জানিলে তদন্বিত সমস্তই জানা হয়। নিমিত্ত কারণ সকল জন্যদ্রব্য হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বা ভিন্ন, সুতরাং নিমিত্তের জ্ঞানে নিমিত্তাতিরিক্তের জ্ঞান হয় না। অট্টালিকার নিমিত্তকারণ শিল্পী, তাহাকে জানিলে অট্টালিকা ও অট্টালিকার উপকরণাদি জানা হয় না। [দৃষ্টান্তো…দিতি চ] আরও দেখ, শ্রুতি "হে সোম্য! যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় (মৃদ্বিকার বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত দ্রব্য) জানা হয়, বিকার সকল মাত্র নাম, নাম সকল কেবল বাক্যসৃষ্ট, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, নাম সকল (ঘটাদি) মিথ্যা।" উপাদানভাব উদ্দেশ করিয়াই এই সকল দৃষ্টান্ত কথা বলিয়াছেন। অন্য শ্রুতিতেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখান আছে। যথা—"লৌহ জানা হইলে সমুদায় লৌহজ দ্রব্য জানা হয়, একটী নখনিকৃন্তন (নরুন) জানিলে সমস্ত কার্ষ্ণায়স (কার্ষ্ণায়স—ইস্পাত) জানা হয়" ইত্যাদি। [তথা… ভবো] অন্যান্য বেদান্তেও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা

সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, ইতি প্রতিজ্ঞা। যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তীতি দৃষ্টান্তঃ। তথা, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্, ইতি প্রতিজ্ঞা। স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত ইতি দৃষ্টান্তঃ। এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিত্বসাধনৌ প্রত্যেতব্যৌ। 'যতঃ' ইতীয়মপি পঞ্চমী। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যত্র জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্রষ্টব্যা। নিমিত্তত্বন্ত্বধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে

তজ্জ্ঞানে কার্য্যজ্ঞানং ভবতি। অতোব্রহ্মোপাদানকারণং জগতঃ। ন চ ব্রহ্মণোহন্যন্নিমিত্তকারণং জগত ইত্যপি যুক্তম৷ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধাদেব।

ও দৃষ্টান্ত আছে। যথা—"ভগবন্! কি জানিলে সমস্ত জানা হয়?" এই একটী প্রতিজ্ঞা। ইহার সাধক দৃষ্টান্ত এই—"যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি সকল উদ্ভূত হয়, সেইরূপ, অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয়।" "হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই জানা হয়।" ইহাও একটী প্রতিজ্ঞা। ইহার দৃষ্টান্ত এই—"শ্রোতা যেমন দুন্দুভিবাদ্যকালে তদন্তর্গত ও তদ্বহির্গত অন্যান্য শব্দবিশেষ বুঝিতে অক্ষম হন, কেবল দুন্দুভিধ্বনি শুনিয়াই তদন্তর্গত আঘাতোত্থ ধ্বনিবিশেষ গ্রহণ করেন, বুঝিয়া লয়েন, আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সেইরূপ জানিবে।" অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ জ্ঞান সামান্যজ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট; তজ্জন্য সামান্যের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদান্তে উপাদান কারণ বোধক ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে। [যতঃ… ধারণাৎ] "যতোবা ইমানি ভূতানি" শ্রুতিস্থ 'যতঃ' শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। তাহার অর্থ উৎপত্তিকর্ত্রী প্রকৃতি। যাহা অপাদান বা উপাদান তাহাই প্রকৃতি। এতদনুসারে ঐ শ্রুতির অর্থ—যিনি জগৎ কার্য্যের উপাদান তিনিই ব্রহ্ম। অতএব, ব্যাকরণপ্রমাণেও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা নিশ্চয় হইতেছে। যদি বল, তবে ইহার নিমিত্তকারণ কি? সে পক্ষে আমরা

মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালসুবর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৄন-পেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে, নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য স্বতোঽন্যো-ঽধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যোঽস্তি, প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যব-ধারণাৎ। অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবোঽপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরো-ধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হ্যুপাদানাদন্য-স্মিন্নভ্যুপগম্যমানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যা-সম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধ এব স্যাৎ। তস্মাদধিষ্ঠাত্র-ন্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমুপাদানান্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্। কুতশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে— ॥ ২৩ ॥

ন হি তদানীং ব্রহ্মণি জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি। জগন্নিমিত্তকারণস্য ব্রহ্মণোঽন্যস্য সর্ব্বমধ্যপাতিনস্তজ্জ্ঞানেনাবিজ্ঞানাৎ। যত ইতি চ পঞ্চমী ন কারণমাত্রে স্মর্য্যতে ঽপি তু প্রকৃতৌ জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি। ততোঽপি প্রকৃতিত্বমবগচ্ছামঃ। তুন্দভিগ্রহণং তুন্দুভ্যাঘাতগ্রহণঞ্চ তদ্গতশব্দত্বসামান্যো-পলক্ষণার্থম।

বলি, যখন অন্য অধিষ্ঠাতা (কর্ত্তা) নাই, তখন তিনিই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্ত বা কর্ত্তা। ঘটকুণ্ডলাদির উপাদান মৃৎসুবর্ণাদি, সে সকলের অধি-ষ্ঠাতা কুলাল ও সুবর্ণকার, তাহাদেরই কর্তৃত্বে ঐ সকল উপাদান হইতে ঘটাদি কার্য্য জন্মে, ইহা দৃষ্ট হইলেও জগদুপাদান ব্রহ্মে সে নিয়মের অভাব আছে। তিনি উপাদান হইলেও তাহার পৃথক্ অধিষ্ঠাতা নাই। এ কথা এই জন্য স্বীকার্য্য যে, শ্রুতি সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে এক পদার্থই ছিল, দ্বিতীয় ছিল না। (সুতরাং তিনিই নিমিত্ত ও তিনিই উপাদান)। [অধি…স্যাৎ] অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব (না থাকা) প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের অব্যাঘাত দৃষ্টে নির্ণীত হয়। উপাদানাতিরিক্ত অধিষ্ঠাতা (পৃথক্ নিমিত্ত কারণ) স্বীকার করিতে গেলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইবে এবং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ই বাধিত হইবে। [তস্মাৎ…প্রকৃতিত্বে] প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হই-তেছে যে, পৃথক্ অধিষ্ঠাতা না থাকায় আত্মাই ইহার অধিষ্ঠাতা (নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা) এবং অন্য উপাদান না থাকায় তিনিই ইহার উপাদান। আত্মাই কর্ত্তা, আত্মাই উপাদান, এতৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥ *

অভিধ্যোপদেশশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি। সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি চ। তত্রাভিধ্যানপূর্ব্বিকায়াঃ স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি গম্যতে। বহু স্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহুভবনাভিধ্যানস্য, প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥ †

প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়ঃ। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎকারণং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়প্রভবাবাম্নায়েতে

অনাগতেচ্ছাসঙ্কল্পোঽভিধ্যা। এতয়া খলু স্বাতন্ত্র্যলক্ষণেন কর্ত্তৃত্বেন নিমিত্তত্বং দর্শিতম্। বহু স্যামিতি চ স্ববিষয়তয়োপাদানত্বমুক্তম্।

আকাশাদেব ব্রহ্মণ এবেত্যর্থঃ। সাক্ষাদিতি চেতি সূত্রাবয়বমনূদ্য

শ্রুতিতে যে সৃষ্টি সংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশও ব্রহ্মের উপাদানকারণতার বোধক। "ব্রহ্ম কামনা করিলেন, সংকল্প করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।" "তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।" এই দুই শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্ত্তৃভাব ও প্রকৃতিভাব উভয়ই কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মই জগৎপ্রকৃতি, জগতের উপাদান, এতৎপ্রতি অন্য হেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্মকেই উৎপত্তি প্রলয়ের সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন। যথা—"এই সমুদয় ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই লয়-

---

* অভিধ্যা সৃষ্টিসংকল্পস্তস্যোপদেশাৎ অপি ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিত্বে ইতি শেষঃ।—শ্রুতিতে সৃষ্টিসংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশের বলে আত্মার অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা সিদ্ধ হয়।

† চ শব্দোঽহেত্বন্তরমুচ্চিনোতি। অয়মপি ব্রহ্মণ উপাদানত্বে হেতুর্যৎ সাক্ষাৎ উপাদানান্তরমনুপাদায় উভয়োঃ প্রলয়প্রভবয়োঃ আম্নানং কথনং দৃশ্যতে শ্রুতাবিতি শেষঃ।—শ্রুতি যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ অন্য উপাদানের উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মকে কারণ রূপে গ্রহণ করতঃ জগদুৎপত্তির ও প্রলয়ের উপদেশ করিয়াছেন তাহাও ব্রহ্মের উপাদানকারণতার প্রতি পুষ্কল হেতু।

সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি ইতি। যদ্ধি যস্মাৎ প্রভবতি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং, যথা ব্রীহিযবাদীনাং পৃথিবী। সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরানুপাদানং সূচয়ত্যাকাশাদেবেতি। প্রত্যস্তময়শ্চ নোপাদানাদন্যত্র কার্য্যস্য দৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥ *

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইত্যাত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি।

তস্যার্থং ব্যাচষ্টে 'আকাশাদেব"ইতি শ্রুতিরত্র শ্রুণে। জগদুপাদানত্বমবধারয়ন্তী উপাদানান্তরাভাবং সাক্ষাদেব দর্শয়তীতি সাক্ষাদিতি সূত্রাবয়বেন দর্শিতমিতি যোজনা।

প্রকৃতিগ্রহণমুপলক্ষণং নিমিত্তমিত্যপি দ্রষ্টব্যং কর্ম্মত্বেনোপাদানত্বাৎ

প্রাপ্ত হয়।" যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অন্তগত হয়, সে তাহার উপাদান। এ তত্ত্ব বা এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত। যেমন ধান্যাদি উদ্ভিজ্জের উপাদান পৃথিবী। ব্রহ্ম যে জগৎসৃষ্টির জন্য অন্য উপাদান গ্রহণ করেন নাই—শ্রুতি তাহা "আকাশাৎ এব—কেবলমাত্র আকাশ হইতে" এইরূপ সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন। অপিচ, জন্যদ্রব্যের বিনাশ উপাদান দ্রব্যেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে।

ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, উপাদান, এতৎপ্রতি অন্যহেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণে "ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন।" এবম্প্রকার বাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্ব উভয়রূপতা উপদেশ করিয়াছেন। 'আপনাকে' এতদ্দ্বারা কর্ম্মত্ব (ক্রিয়মাণত্ব বা কৃতির বিষয়) এবং 'আপনিই করিলেন' এতদ্দ্বারা কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। [কথং… প্রতী-

* পরিণামাৎ পরিণামঘটকাৎ আত্মকৃতেঃ আত্মবিষয়িণী কৃতিঃ সম্বন্ধোঽপাদানঃ কৃতিং প্রতি বিষয়ত্বমাত্রত্বক তস্মাৎ অপি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বমিতি যোজনা।— ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি পরিণামিত করিয়াছেন, এই শ্রৌত অর্থও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা ব্যক্ত করিয়াছে।

আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং, পরিণামাদিতি ব্রূমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণাময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষূপলব্ধম্। স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে। পরিণামাদিতি চেৎ পৃথক্‌সূত্রম্—তস্যায়মর্থঃ। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনাঽয়ং পরিণামঃ

কর্ত্তৃত্বেন চ তৎপ্রতি নিমিত্তত্বাৎ। "কথং পুনরি"তি। সিদ্ধসাধ্যয়োরেকত্রা- সমবায়োবিরোধাদিতি। "পরিণামাদিতি ব্রূম" ইতি। পূর্ব্বসিদ্ধস্যাপ্য- নির্ব্বচনীয়বিকারাত্মনা পরিণামোঽনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ ভেদেনাস্তিত্ব ইবেতি সিদ্ধ- স্যাপি সাধ্যত্বমিত্যর্থঃ। একবাক্যত্বেন ব্যাখ্যায় পরিণামাদিত্যবচ্ছিদ্য ব্যাচষ্টে "পরিণামাদিতি চেৎ" ইতি। সচ্চ ত্যচ্চেতি দ্বে ব্রহ্মণোরূপে। সচ্চ সামান্য- বিশেষেণাপরোক্ষতয়া নির্ব্বাচ্যং পৃথিব্যপ্তেজোলক্ষণম্। ত্যচ্চ পরোক্ষমত এবানির্ব্বাচ্যমিদন্তয়া বায়্বাকাশলক্ষণম্। কথঞ্চ তদ্‌ব্রহ্মণো রূপং যদি তস্য ব্রহ্মোপাদানম্। তস্মাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্ম ভূতানাং প্রকৃতিরিতি।

য়তে] যদি বল, যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ—যাহা আছে—কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত আছে—কিরূপে তাহার ক্রিয়মানতা ঘটনা হয়? সম্ভব হয়? (যাহা থাকে না তাহাই কৃতির বিষয় হয় অর্থাৎ করা হয়, এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত)। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে হইবে, করিলেন অর্থাৎ পরিণত করিলেন। সেই পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ (ব্রহ্ম) আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকার- রূপ পরিণাম মৃত্তিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। বিশ্বসৃষ্টির জন্য পৃথক্ নিমিত্ত দ্রব্যের অপেক্ষা ছিল না, তিনি নিজেই নিমিত্ত। এ সিদ্ধান্ত 'স্বয়ং' শব্দের দ্বারাও লব্ধ হইতেছে। [পরি...দিনেতি] অথবা 'পরিণামাৎ' এই একটী পৃথক্ সূত্র। ইহার অর্থ—যেহেতু শ্রুতি "ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, বাক্য- গোচর ও বাক্যের অগোচর সমস্তই হইয়াছেন।" এবম্প্রকারে ব্রহ্মাধি-

সামানাধিকরণ্যেনাম্নায়তে, সচ্চ ত্যচ্চাভবন্নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, ইত্যাদিনেতি ॥ ২৬ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥ *

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তেষু,—কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ইতি, যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ প্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে। পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনামিতি। স্ত্রীযোনেরপ্যস্ত্যেবাবয়বদ্বারেণ গর্ভং প্রত্যুপাদানকারণত্বম্। ক্বচিৎ স্থানবচনোঽপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ, যোনিস্তে ইন্দ্রনিষদে অকারি ইতি। বাক্যশেষাৎ তত্র প্রকৃতিবচনতা পরিগৃহ্যতে, যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ ইত্যেবঞ্জাতীয়কাৎ। তদেবং প্রকৃতিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্।

করণে বিকার (পরিণাম) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন—সে হেতুতেও তিনি বিশ্বোপাদান।

যে হেতু বহুবেদান্তে 'ব্রহ্মই প্রকৃতি' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে সেই হেতু তিনি প্রকৃতি-কারণ। যথা—"তিনি কর্ত্তা, নিয়ন্তা, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ, যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি।" "ধীরগণ সেই ভূতপ্রকৃতি ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন।" [যোনি…প্রসিদ্ধম্] যোনি-শব্দের অর্থ প্রকৃতি, ইহা সর্ব্ববিদিত। "পৃথিবী ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান" এ কথা লোকপ্রখ্যাত। স্ত্রীযোনিও অবয়ব দ্বারা গর্ভের উপাদান কারণ। কোন কোন বেদে যোনি শব্দের স্থান-অর্থ দৃষ্ট হয় সত্য; যথা—"হে ইন্দ্র! আমি তোমার উপবেশনের স্থান প্রস্তুত করিয়াছি।" তথাপি প্রদর্শিত স্থলে বাক্যশেষ ও তাহার তাৎপর্য্য অনুসারে প্রকৃতি অর্থই গৃহীত হইবে। এইরূপে লোক ও বেদ উভয়ত্রই ব্রহ্মের

---

* হি যস্মাৎ ব্রহ্মৈব যোনিঃ প্রকৃতিরিতি শ্রুতিষু পঠ্যতে তস্মাদপি কারণাৎ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বমিতি যোজনা।—যে হেতু শ্রুতি ব্রহ্মকে বিশ্বযোনি (বিশ্বের উৎপত্তি স্থান) বলিয়াছেন সে হেতুতেও তাঁহার উপাদানকারণতা নির্দ্ধারিত হয়।

যৎপুনরিদমুক্তমীক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু লোকে দৃষ্টং নোপাদানেষ্বিত্যাদি, তৎপ্রত্যুচ্যতে। ন লোকবদিহ ভবিতব্যম্। ন হ্যয়মনুমানগম্যোঽর্থঃ শব্দগম্যত্বাত্তস্যার্থস্য যথাশব্দমিহ ভবিতব্যম্। শব্দশ্চেক্ষিতুরীশ্বরস্য প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যবোচাম। পুনশ্চৈতৎসর্ব্বং বিস্তরেণ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ॥ ২৭॥

পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুমানমনুভাষ্যাগমবিরোধেন দূষয়তি "যৎপুনরি"তি। এতদুক্তং ভবতি। ঈশ্বরোজগতোনিমিত্তকারণমেবেক্ষাপূর্ব্বকজগৎকর্ত্তৃত্বাৎ কুম্ভকর্ত্তৃকুলালবৎ। অত্রেশ্বরস্যাসিদ্ধেরাশ্রয়াসিদ্ধোহেতুঃ পক্ষশ্চাপ্রসিদ্ধবিশেষ্যঃ। যথাহুঃ—নানুপলব্ধে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্তত ইতি। আগমাত্তৎসিদ্ধিরিতি চেদ্, হন্ত তর্হি যাদৃশমীশ্বরমাগমোগময়তি তাদৃশো হভ্যুপগন্তব্যঃ। স চ নিমিত্তকারণং চোপাদানকারণঞ্চেশ্বরমবগময়তীতি। বিশেষ্যাশ্রয়গ্রাহ্যাগমবিরোধান্নানুমানমুদেতুমর্হতীতি, ইতি কৃতমত্তেন নিমিত্তত্বাবধারণেত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চোপাদানপরিণামাদিভাষা ন বিকারাভিপ্রায়েণাপি তু যথা সর্পস্যোপাদানং রজ্জুরেবং ব্রহ্ম জগদুপাদানং দ্রষ্টব্যম্। ন খলুনিত্যস্য নিষ্কলস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনৈকদেশেন বা পরিণামঃ সম্ভবতি নিত্যত্বাদনেকদেশত্বাদিত্যুক্তম্। ন চ মৃদঃ শরাবাদয়োভিদ্যন্তে ন চাভিন্না ন বা ভিন্নাভিন্নাঃ কিন্ত্বনির্ব্বচনীয়া এব। যথাহ শ্রুতি'র্মৃত্তিকেত্যেব সত্যমি'তি। তস্মাদদ্বৈতোপক্রমাত্তদুপসংহারাচ্চ সর্ব্ব এব বেদান্তা ঐকান্তিকাদ্বৈতপরাঃ সন্তঃ সাক্ষাদেব কচিদদ্বৈতমাহুঃ, কচিদ্দ্বৈতনিষেধেন, কচিদ্ব্রহ্মোপাদানত্বেন জগতঃ। এতাবতাপি তাবদ্ভেদোনিষিদ্ধোভবতি ন তূপাদানত্বাভিধানমাত্রেণ বিকারগ্রহ আস্থেয়ঃ। ন হি বাক্যৈকদেশস্যার্থোঽস্তীতি।

প্রকৃতিত্ব দেখা যায়। [যৎ···পাদয়িষ্যামঃ] বলিয়াছিলে, সংকল্পপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব নিমিত্তকারণেই দৃষ্ট হয়, উপাদানে নহে, একণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি। শাস্ত্রীয় অর্থ দৃষ্টানুসারী নহে। অনুমানগম্যও নহে। তাহা কেবল শাস্ত্রগম্য; সুতরাং শাস্ত্রের শাস্ত্রানুরূপ অর্থই গ্রাহ্য। শাস্ত্র সেই ঈক্ষিতা পুরুষকে প্রকৃতিকারণ বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি প্রকৃতি কারণ। এ কথা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে এবং পরেও বিস্তৃতরূপে বলা হইবে।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥ *

ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যারভ্য প্রধানকারণবাদঃ সূত্রৈরেব পুনঃ পুনরাশঙ্ক্য নিরাকৃতঃ, তস্য হি পক্ষস্যোপোদ্বলকানি কানিচিল্লিঙ্গাভাসানি বেদান্তেষ্বাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভান্তীতি। স চ কার্য্যকারণানন্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসন্নো বেদান্তবাদস্য দেবলপ্রভৃতিভিশ্চ কৈশ্চিদ্ধর্ম্মসূত্রকারৈঃ স্বগ্রন্থেষ্বাশ্রিতঃ। তেন তৎপ্রতিষেধ এব যত্নোঽতীব কৃতো নাণ্বাদিকারণবাদপ্রতিষেধে। তেঽপি তু ব্রহ্মকারণবাদপক্ষস্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাঃ, তেষামপ্যুপোদ্বলকং বৈদিকং কিঞ্চিল্লিঙ্গমাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়াদিতি।

স্যাদেতৎ। মাভূৎ প্রধানং জগদুপাদানং তথাপি ন ব্রাহ্মোপাদানত্বং সিধ্যতি, পরমাণ্বাদীনামপি তদুপাদানানামুপপ্লবমানত্বাত্তেষামপি হি কিঞ্চিদুপোদ্বলকমস্তি বৈদিকং লিঙ্গমিত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ সূত্রকারঃ।

সূত্রকার ব্যাস প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রের পর হইতে এ পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিষেধ করিয়াছেন। প্রতিষেধ (খণ্ডন) করিবার কারণ এই যে, বেদান্ত মধ্যে এমন অনেক ভ্রামক কথা আছে—যাহা দেখিলে অসংস্কৃতবুদ্ধি লোকের আপাত-জ্ঞানে (বিচার বর্জ্জিত জ্ঞানে) সে সকল কথা সাংখ্যীয় প্রধানবাদের পোষক বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। সাংখ্যবাদেও কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকৃত হয়, তজ্জন্য তাহা বেদান্তবাদের অতি সন্নিহিত। অতি সন্নিহিত বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, দেবলাদিকৃত ধর্ম্মগ্রন্থে অবৈদিক সাংখ্যবাদ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। সেই কারণে সূত্রকার ব্যাস সাংখ্যীয় প্রধানবাদ নিষেধার্থ অত্যন্ত যত্ন করিয়াছেন। প্রধানবাদ

---

* এতেন প্রধানকারণবাদনিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বে অণ্বাদিকারণবাদা প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ বীপ্সাঽধ্যায়সমাপ্তিদ্যোতনার্থা।—এ পর্য্যন্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত করা হইল—সেই সকল যুক্তিতে পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও নিরাকৃত করা হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে

অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি, এতেন প্রধান-কারণবাদপ্রতিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বেঽণ্বাদিকারণবাদা অপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ। তেষামপি প্রধান-বদশব্দত্বাচ্ছব্দবিরোধিত্বাচ্চেতি। ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ
প্রথমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতং সূত্রম্।
প্রতিজ্ঞালক্ষণং লক্ষ্যমাণে পদসমন্বয়ঃ।
বৈদিকঃ স চ তত্রৈব নাস্তত্রেত্যত্র সাধিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং
প্রথমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।
সম্পূর্ণশ্চ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নিষেধার্থ যত যত্ন করিয়াছেন, পরমাণুবাদ প্রভৃতির নিষেধার্থ তত যত্ন করেন নাই। কিন্তু তাহাও নিরাকার্য্য। সে সকল পক্ষও ব্রহ্মকারণবাদের (বেদান্তবাদের) শত্রু সুতরাং নিরাকার্য্য অর্থাৎ খণ্ডনীয়। সে সকল মত মন্দমতি পুরুষের ভ্রম গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকায় সে সকল মত অবশ্য খণ্ডনীয়। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার ব্যাস প্রধান মল্ল-নিপাত দৃষ্টান্তে অতিদেশ বাক্যে বলিতেছেন—যে সকল যুক্তিসমূহের দ্বারা প্রধানবাদ নিরাকৃত হইল—সেই সকলের দ্বারাই অন্যান্য সমুদায় বাদ (পরমাণুবাদ প্রভৃতি) নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরমাণু প্রভৃতিও প্রধানের ন্যায় অবৈদিক ও বেদবিরুদ্ধ। 'ব্যাখ্যাতা' শব্দের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির বোধক।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

PRINTED BY R. N. GHOSE, AT THE POST DISPATCH MACHINE PRESS
22 OLD BOYTOKHANA 2ND LANE, CALCUTTA.

বেদান্তদর্শনম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥ *

প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃ-

---

বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণয়োঃ সমন্বয়বিরোধপরিহারলক্ষণয়োঃ সঙ্গতিপ্রদর্শনায় সুখগ্রহণায় চৈতয়োঃ সংক্ষেপতস্তাৎপর্য্যার্থমাহ—"প্রথমেঽধ্যায়" ইতি।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, প্রতিপাদিত হইয়াছে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্ম জগৎকারণ। মৃত্তিকাদি, ঘটাদি উৎপত্তির যেরূপ কারণ, ব্রহ্ম জগদুৎ-

---

* ব্রহ্মৈব জগতঃ কারণমিতি পূর্ব্বত্র প্রতিপাদিতম্। তত্র স্মৃত্যনবকাশদোষঃ স্মৃতীনাং কপিলাদিকৃতানাং অনবকাশঃ নির্ব্বিষয়তয়া আনর্থক্যং তস্য প্রসঙ্গঃ প্রাপ্তির্ভবতীতি নাশঙ্কিতব্যম্। হেতুমাহ—অন্যেতি। অন্যস্মৃতীনাং মন্বাদিপ্রণীতানাং অনবকাশদোষঃ স্যাৎ। ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—সাংখ্যস্মৃতিষু প্রধানং প্রতিপাদ্যতে ন ধর্ম্মঃ, মন্বাদিস্মৃতিষু তু ধর্ম্মঃ প্রতিপাদ্যতে ন প্রধানম্। তত্রাঽন্যতরপ্রাধান্যাঙ্গীকারেঽন্যতরাঽপ্রাধান্যং স্যাদিতি। যথা সাংখ্যস্মৃতিবিরোধাৎ ব্রহ্মবাদস্ত্যাজ্য ইতি ত্বয়োচ্যতে তথা স্মৃত্যন্তরবিরোধাৎ প্রধানবাদস্ত্যাজ্য ইতি ময়োচ্যতে। অতএব 'যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে।' ইতি ন্যায়াৎ ন পূর্ব্বপক্ষাবসরঃ। বস্তুতস্তু শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতেরেব গরীয়স্ত্বানুশাসনাৎ শ্রৌতে বিরোধে স্মৃত্যপ্রামাণ্যোপোদ্বলাৎ প্রোক্তপূর্ব্বপক্ষো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ।

ত্বেন স্থিতিকারণং মায়াবীব মায়ায়াঃ প্রসারিতস্য জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণমবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য, স এব চ সর্ব্বেষাং ন আত্মেত্যেতদ্বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্, প্রাধানাদিবাদাশ্চাশব্দত্বেন নিরাকৃতাঃ, ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাঞ্চ ন্যায়াভাসোপবৃংহিতত্বং প্রতিবেদান্তঞ্চ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বমিত্যস্যার্থজাতস্য প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমং তাবৎ স্মৃতিবিরোধমুপন্যস্য পরিহরতি। যদুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিতি তদযুক্তম্। কুতঃ, স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।

অনপেক্ষবেদান্তবাক্যস্বরসসিদ্ধসমন্বয়লক্ষণস্য বিরোধতৎপরিহারাভ্যামাক্ষেপসমাধানকরণাদনেন লক্ষণেনাঽস্তি বিষয়বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বলক্ষণার্থো হি বিষয়স্তদ্গোচরত্বাদাক্ষেপসমাধানয়োরেব চ বিষয়ীতি। তদেবমধ্যায়মবতার্য্য তদবয়বমধিকরণমবতারয়তি—"তত্র প্রথমং তাবদি"তি। তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতে মোক্ষসাধনমনেনেতি তন্ত্রং তদেবাখ্যা যস্যাঃ সা স্মৃতিঃ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিণা কপিলেনাদিবিদুষা প্রণীতা। অন্যাশ্চাসুরিপঞ্চশিখাদিপ্রণীতাঃ স্মৃতয়স্তদনুসারিণ্যঃ। ন খল্বমূষাং স্মৃতীনাং মন্বাদিস্মৃতিবদন্যোঽবকাশঃ শক্যো বদিতুমৃতে মোক্ষসাধনপ্রকাশনাৎ। তদপি চেন্নাভিদধ্যুর-

---

পত্তির সেইরূপ কারণ। অপিচ, তিনি চতুর্ব্বিধ জীবের নিয়ন্তৃরূপে স্থিতিকারণ এবং তাঁহাতেই এ সকল লয় হয় বলিয়া তিনি লয়েরও কারণ। (আধার বা আশ্রয়)। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ। ব্রহ্মই আমাদের আত্মা এবং সাংখ্যোক্ত প্রধান অবৈদিক, ইহাও ঐ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি এই দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'ব্রহ্ম-কারণবাদ স্মৃতি-যুক্তি বিরুদ্ধ নহে' 'প্রধানবাদীর যুক্তি প্রকৃত যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাস' 'বেদান্তোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া পরস্পর অবিরোধী অর্থাৎ একরূপ' এই সকল কথা বলা হইবে। [তত্র…প্রসঙ্গাৎ] তন্মধ্যে প্রথমে স্মৃতিবিরোধ উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার পরিহার বলা যাইতেছে। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ কথা অযুক্ত। কারণ, ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিতে গেলে স্মৃত্যনবকাশ (স্মৃতির অপ্রামাণ্য) দোষ

স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্টপরিগৃহীতা, অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ, এবং সত্যনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্। তাসু হ্যচেতনং প্রধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণমুপনিবধ্যতে, মন্বাদিস্মৃতয়স্তাবচ্চোদনালক্ষণেনাগ্নিহোত্রাদিনা ধর্ম্মজাতে-নাপেক্ষিতমর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশা ভবন্তি। অস্য বর্ণস্যা-স্মিন্ কালেঽনেন বিধানেনোপনয়নমীদৃশশ্চাচার ইত্থং বেদাধ্যয়নমিত্থং সমাবর্ত্তনমিত্থং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগ ইতি। তথা পুরুষার্থাংশ্চতুর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ নানাবিধান্ বিদধতি। নৈবং কাপিলাদিস্মৃতীনামনুষ্ঠেয়ে বিষয়েঽবকাশোঽস্তি।

উপস্থিত হয়। [স্মৃতিশ্চ···ব্যাখ্যাতব্যা] কপিলের তন্ত্রনাম্নী * স্মৃতি শিষ্টগণের মান্য সুতরাং তাহা প্রমাণ। পঞ্চশিখ প্রভৃতি কতিপয় ঋষির স্মৃতিও কপিলস্মৃতির অনুগতি। ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে ঐ সকল স্মৃতির স্থল থাকে না, সুতরাং সে সকলের অনবকাশ বা আনর্থক্য হয়। মনু প্রভৃতির স্মৃতির প্রতিপাদ্য ভিন্ন; সুতরাং সে সকল স্মৃতির অনবকাশ নাই। অর্থাৎ সে সকলের আনর্থক্য হয় না। সাংখ্যস্মৃতি স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ বলেন, অচেতন প্রধানই সাংখ্যস্মৃতির প্রতিপাদ্য, কিন্তু মন্বাদিস্মৃতির প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম। মনু প্রভৃতি ঋষি প্রবর্ত্তকবাক্যানুমেয় (বিধিবাক্যবোধিত বা বেদবাক্যানুমেয়) ধর্ম্মসমূহের, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগের এবং তদপেক্ষিত অন্যান্য অনুষ্ঠেয়ের উপদেশ করিয়াছেন। অমুক বর্ণ অমুক সময়ে অমুক প্রকারে উপনীত হইবেন, অমুক বর্ণের অমুক আচার, অমুক প্রকারে বেদাধ্যয়ন ও অমুক প্রকারে সমাবর্ত্তন (অধ্যয়ন কালের ব্রহ্মচর্য্যব্রতের উদ্‌যাপন পদ্ধতি) করিবেন ও অমুক বিধানে দারা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ এইরূপ বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন। চতুর্ব্বিধ আশ্রম, সে সকল আশ্রমের বিবিধ ধর্ম্ম ও পুরুষার্থ, সমস্তই উপদেশ করিয়াছেন। কপিলাদির স্মৃতিতে ঐ সকল কথা নাই। কপিলাদি ঋষি মোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞান উদ্দেশে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতাদৃশী

* তন্ত্র = ষষ্টিতন্ত্র। সাংখ্যশাস্ত্রের অপর নাম ষষ্টিতন্ত্র। শিষ্ট = ঋষি। অনেক ঋষি কপিলমতাবলম্বী ছিলেন বা কপিলের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মোক্ষসাধনমেব হি সম্যগ্দর্শনমধিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ। যদি তত্রাপ্যনবকাশাঃ স্যুরানর্থক্যমেবাসাং প্রসজ্যেত। তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ। কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যো হেতুভ্যো ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণমিত্যবধারিতঃ শ্রুত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনরাক্ষিপ্যতে। ভবেদয়মনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাং পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতুমশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিষবলম্বেরন্, তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতি-

নবকাশাঃ সত্যোঽপ্রমাণং প্রসজ্যেরন্। তস্মাত্তদবিরোধেন কথঞ্চিদ্বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ। পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি "কথং পুনরীক্ষত্যাদিভ্য" ইতি। প্রসাধিতং খলু ধর্ম্মমীমাংসায়াং, 'বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমান'মিত্যত্র। যথা শ্রুতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং দুর্ব্বলতয়াঽনপেক্ষণীয়ত্বং তস্মান্ন দুর্ব্বলানুরোধেন বলীয়সীনাং শ্রুতীনাং যুক্তমুপবর্ণনমপি তু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবাঃ শ্রুতয়ো দুর্ব্বলাঃ স্মৃতীর্ব্বাধন্ত এবেতি যুক্তম্। পূর্ব্বপক্ষী সমাধত্তে "ভবেদয়"মিতি। প্রসাধিতোপ্যর্থঃ শ্রদ্ধাজড়ান্ প্রতি পুনঃ প্রসাধ্যত ইত্যর্থঃ।

স্মৃতি যদি বিষয়শূন্য বা স্থলশূন্য হয়—তাহা হইলে অবশ্যই সে সকল স্মৃতি নিরর্থক ও অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। (অভ্রান্ত কপিল ঋষির স্মৃতি অর্থশূন্য, অপ্রমাণ, এ কথা কাহার স্বীকার্য্য নহে)। অতএব, স্মৃতি-প্রামাণ্য রক্ষার্থ স্মৃতি-অনুসারে বেদান্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত। [কথং…প্রণেতৃষু] স্মৃতির স্থল থাকে না, এতৎপ্রসঙ্গে অন্য পূর্ব্বপক্ষও করিতে পারি। "তিনি ঈক্ষণ করিলেন—আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি কথায় তুমি কি প্রকারে জানিলে যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ? ঐ কথার ঐ অর্থ, ইহা তুমি কিসে নিশ্চয় করিবে? যাহাঁরা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ অর্থাৎ যাহাঁদের জ্ঞান অনাবৃত বা অব্যাহত—যাঁহারা স্বয়ং শ্রুত্যর্থ জানেন,—তাঁহাদের নিকট কোনও পূর্ব্বপক্ষ স্থান প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাহাঁরা পরতন্ত্র—যাহারা নিজজ্ঞানে শ্রুত্যর্থ জানিতে অক্ষম—যাহাঁদের জ্ঞান গুরু-শাস্ত্র-সাপেক্ষ—তাহাঁরা বিখ্যাত বিখ্যাত ঋষির গ্রন্থ অবলম্বন করেন, করিয়া শ্রুত্যর্থ নির্ণয় করেন। স্মৃতিকার কপিল প্রভৃতির সম্মান অধিক,

পিৎসেরন্। অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্ব্বহুমানা স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। কপিলপ্রভৃতীনাঞ্চার্ষং জ্ঞানমপ্রতিহতং স্মর্য্যতে, শ্রুতিশ্চ ভবতি, ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ইতি। তস্মান্নৈষাং মতমযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুং, তর্কাবষ্টম্ভেন চ তেঽর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি, তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি পুনরাক্ষেপঃ। তস্য সমাধির্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি। যদি স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেনেশ্বরকারণবাদ

আপাততঃ সমাধানমুক্ত্বা পরমসমাধানমাহ পূর্ব্বপক্ষী "কপিলপ্রভৃতীনাং চার্ষ"মিতি। অয়মস্যাভিসন্ধিঃ।—ব্রহ্ম হি শাস্ত্রস্য কারণমুক্তং 'শাস্ত্রযোনিত্বা'দিতি তেনৈষ বেদরাশির্ব্রহ্মপ্রভবঃ সম্যাজ্ঞানসিদ্ধানাবরণভূতার্থমাত্রগোচরতদ্বুদ্ধিপূর্ব্বকো যথা তথা কপিলাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিপ্রথিতাজানসিদ্ধভাবানাং স্বতয়োঽনাবরণসর্ব্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা ইতি ন শ্রুতিভ্যোঽমুষামস্তি কশ্চিদ্বিশেষঃ। ন চৈতাঃ স্ফুটতরং প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরাঃ শক্যন্তেঽন্যথয়িতুম্। তস্মাত্তদনুরোধেন কথঞ্চিচ্ছ্রুতয় এব নেতব্যাঃ। অপি চ তর্কোঽপি কপিলাদিস্মৃতীরনুমন্যতে। তস্মাদপ্যেতদেব প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত আহ।—"তস্য সমাধি"রিতি। যথা হি শ্রুতীনামবিগানং ব্রহ্মণি গতিসামান্যাৎ, নৈবং স্মৃতীনামবিগানমস্তি, প্রধানে তাসাং ভূয়সীনাং ব্রহ্মোপা-

---

সুতরাং স্মৃতিকারগণের কথা বিশ্বাসযোগ্য। আমাদের কথায় বিশ্বাস কি? কে আমাদের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে? [কপিল··· দিতি] কপিলাদি ঋষি অপ্রতিহত জ্ঞানী ছিলেন, এ কথা স্মৃতিকারগণ বলিয়াছেন, শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যে দেব প্রথম প্রসূত কপিল'কে জন্মিবামাত্র ঋষি (মন্ত্রার্থ দ্রষ্টা) ও জ্ঞানী করিয়াছেন সেই পরমদেব ঈশ্বরকে জ্ঞানগোচর করিবে।" অতএব, তাদৃশ ঋষির মত যে অযথার্থ, ইহা সম্ভাব্যই নহে। অপিচ, তাঁহাদের বাক্য আজ্ঞা বাক্য নহে। তাঁহাদের সমস্ত মত তর্কপরিষ্কৃত। এই সকল হেতুতে, স্মৃতি-অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করা উচিত, পুনর্ব্বার এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত দেখিয়া তৎসমাধানার্থ বলিতেছেন—স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ। [যদি···ইতি] অর্থাৎ এক স্মৃতির

আক্ষিপ্যেতৈবমপ্যন্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যঃ স্মৃতয়োঽনব-কাশাঃ প্রসজ্যেরন্‌। তা উদাহরিষ্যামঃ। যৎ তৎ সূক্ষ্ম-মবিজ্ঞেয়ম্‌ ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যত ইতি চোক্ত্বা তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ইত্যাহ। তথান্যত্রাপি অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্‌ নির্গুণে সম্প্রলীয়ত ইত্যাহ।—

অতশ্চ সঙ্ক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং
নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥ ইতি

পুরাণে। ভগবদ্গীতাসু চ, অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ইতি। পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্যাপস্তম্বঃ পঠতি,

ত্মানত্বপ্রতিপাদনপরাণাং তত্র তত্র দর্শনাৎ। তস্মাদবিগানাচ্ছ্রৌত এবার্থ আশ্রেয়ো ন তু স্মার্ত্তো বিগানাদিতি। তৎ কিমিদানীং পরস্পরবিগানাৎ

অনবকাশ (স্থলাভাব বা বিষয়াভাব) দেখিয়া ঈশ্বরকারণবাদ অনঙ্গীকার করিতে গেলে ঈশ্বরকারণবাদিনী অন্য স্মৃতির অনবকাশ (বিষয়াভাবপ্রযুক্ত অপ্রামাণ্য) হইবেক। যে সকল স্মৃতি ঈশ্বরকারণবাদিনী— সে সকল স্মৃতি প্রদর্শিত হইতেছে। "সেই যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম বস্তু" স্মৃতি এইরূপে পরব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া পশ্চাৎ "তিনি প্রাণিনিচয়ের অন্তরাত্মা সুতরাং তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব," এইরূপ উক্তি বা উপদেশ করতঃ বলিয়াছেন "দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাঁহা হইতে ত্রিগুণ অব্যক্ত (প্রধান) উৎপন্ন হইয়াছে।" অন্যত্রও ঐরূপ কথা আছে। যথা— "হে ব্রহ্মন্‌! সেই অব্যক্ত গুণাতীত পুরুষে (পরমেশ্বরে) লয় প্রাপ্ত হয়।" "ঋষিগণ! এই সংক্ষিপ্ত উপদেশটী শুন—পুরাতন নারায়ণই এ সমুদয় এবং তিনিই সৃষ্টিকালে সৃষ্টি করেন, সংহারকালে এ সকল আত্মসাৎ করেন।" পুরাণ এইরূপে ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলিয়াছেন। এ কথা ভগবদ্গীতাতেও আছে। যথা—"আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির ও

তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্য ইতি। এবমনেকশঃ স্মৃতিম্বপীশ্বরঃ কারণত্বেনোপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে। স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য স্মৃতিবলেনৈবোত্তরং প্রবক্ষ্যামি, ইত্যতোঽয়মন্যস্মৃত্যনবকাশদোষোপন্যাসঃ। দর্শিতন্তু শ্রুতীনামীশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্য্যম্। বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনামবশ্যকর্ত্তব্যেঽন্যতরপরিগ্রহেঽন্যতরস্যাপরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণমনপেক্ষ্যা ইতরাঃ। তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে, বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্ ইতি। ন চাতীন্দ্রিয়ানর্থান্ শ্রুতিমন্তরেণ কশ্চিদুপলভত ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং

সর্ব্বা এব স্মৃতয়োঽবহেয়া ইত্যত আহ—"বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনা"মিতি। 'ন চাতীন্দ্রিয়ার্থা"নিতি। অর্ব্বাগ্দৃশভিপ্রায়ম। শঙ্কতে—"শক্যং কপিলা-

---

প্রলয়ের কারণ।" আপস্তম্ব মুনি পরমাত্মার প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, "তাহা হইতে চতুর্ব্বিধ জীবদেহ জন্মে, তিনি এ সমস্তের মূল, তিনিই শাশ্বত ও নিত্য।" [এবং · ভাবাৎ] ঈশ্বরই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—তাহা ঐরূপ ঐরূপ বহু স্মৃতিতে প্রকাশিত আছে। যাহারা কেবল স্মৃতিবল অবলম্বন করিয়া প্রত্যবস্থান করেন—পূর্ব্বপক্ষ করেন—তাঁহাদিগকে স্মৃতিবল দেখাইয়া প্রত্যুত্তর দেওয়াই উচিত,—এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার স্মৃত্যন্তরের অনবকাশ দোষ দেখাইয়াছেন।· ফল, ঈশ্বরকারণতা পক্ষেই-যে শ্রুতির তাৎপর্য্য—তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে স্থলে স্মৃতির মধ্যে বিরোধ—সে স্থলে অবশ্যই একতর ত্যাজ্য ও অন্যতর গ্রাহ্য। কোনটী ত্যাজ্য, কোনটী গ্রাহ্য, ইহার মীমাংসা এই যে, যাহা শ্রুতির অনুগামিনী তাহাই গ্রাহ্য, অন্য সকল অগ্রাহ্য। এ কথা জৈমিনি মুনিও মীমাংসাদর্শনের প্রমাণবিচারে বলিয়াছেন। যথা—"যে স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ—সে স্থলে স্মৃতিপ্রামাণ্য অনপেক্ষ অর্থাৎ অগ্রাহ্য। হেতু এই যে, বিরোধের অভাব স্থলেই অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ না হইলেই, অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি পরিগৃহীত হইতে পারে।" শ্রুতি পরিত্যাগ করিয়া কস্মিন্ কালেও কেহ অতীন্দ্রিয়ার্থ (যাহা চক্ষুরাদির

নিমিত্তাভাবাৎ। শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধানামপ্রতিহতজ্ঞান-ত্বাদিতি চেৎ, ন, সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ। ধর্ম্মানুষ্ঠানা-পেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্ম্মশ্চোদনালক্ষণঃ, ততশ্চ পূর্ব্ব-সিদ্ধায়াশ্চোদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেনাতি-শঙ্কিতুং শক্যতে। সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ন শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যৎ নির্ণয়কারণমস্তি। পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ-স্যাপি নাকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ।

দীনা"মিতি। নিরাকরোতি "ন, সিদ্ধেরপী"তি। ন তাবৎ কপিলাদয় ঈশ্বরবদাজানসিদ্ধাঃ কিন্তু বিনিশ্চিতবেদপ্রামাণ্যানাং তেষাং তদর্থানুষ্ঠান-বত্তাৎ প্রাচি ভবেঽস্মিন্ জন্মনি সিদ্ধিরত এবাজানসিদ্ধা উচ্যন্তে। যদ-মুষ্মিন্ জন্মনি ন তৈঃ সিদ্ধ্যুপায়ো ঽনুষ্ঠিতঃ প্রাগ্‌ভবীয়বেদার্থানুষ্ঠান-লব্ধজন্মত্বাৎ তৎসিদ্ধীনাম্। তথা চাঽধৃতবেদপ্রামাণ্যানাং তদ্বিরুদ্ধার্থা-ভিধানং তদপবাধিতমপ্রমাণমেব। অপ্রমাণেন চ ন বেদার্থোঽ'ত-শঙ্কিতুং যুক্তঃ প্রমাণসিদ্ধত্বাত্তস্য। তদেবং বেদবিরোধে সিদ্ধবচনমপ্রমাণ-মুক্ত্বা সিদ্ধানামপি পরস্পরবিরোধে তদ্বচনাদনাশ্বাস ইতি পূর্ব্বোক্তং স্মার-য়তি—"সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপী"তি। শ্রদ্ধাজড়ান্ বোধয়তি—"পরতন্ত্র-প্রজ্ঞস্যাপী"তি। নমু শ্রুতিশ্চেৎ কপিলাদীনামনাবরণভূতার্থগোচরজ্ঞানা-

---

অগোচর তাহা) জানিতে পারেন নাই। একমাত্র শ্রুতিই অতীন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞানের কারণ। তদভাবে অতীন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান হইতেই পারে না। [শক্যং··· মস্তি] কপিলাদি ঋষি সিদ্ধ, তাঁহাদের জ্ঞান অনাবৃত অর্থাৎ অপ্রতিহত, তদ্বলে তাঁহারা বেদনিরপেক্ষ হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব জানেন, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, সিদ্ধিও ধর্ম্মসাপেক্ষ। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ধর্ম্ম বেদমূলক। প্রথমে বেদজ্ঞান, পরে তদর্থের অনুষ্ঠান, তৎপরে সিদ্ধি, সুতরাং পরভবিক সিদ্ধপুরুষের কথায় পূর্ব্বসিদ্ধ বেদার্থের অন্যথা করা অন্যায্য। সিদ্ধপুরুষ অনেক, তাঁহাদের স্মৃতিও অনেক, সুতরাং সিদ্ধপুরুষগণের ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধবাদিনী হইলে শ্রুতির আশ্রয় ব্যতীত সে সকলের বিরোধভঞ্জন বা অর্থনির্ণয় হইবে-না। [পর··· গ্রহণীয়া] যাঁহাদের জ্ঞান পরায়ত্ত অর্থাৎ গুরুর ও শাস্ত্রের অধীন—তাঁহারা

কস্যচিৎ কচিৎ পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাত্তস্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যুপ-ন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানুসারবিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া। যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং, কপিলমিতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ। অন্যার্থদর্শনস্য চ প্রাপ্তিরহিতস্যাসাধকত্বাৎ। ভবতি চান্যা মনোর্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ, যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজমিতি। মনুনা চ—

[তিশয়ং বোধয়তি, কথং তেষাং বচনমপ্রমাণং, তদপ্রামাণ্যে শ্রুতেরপ্যপ্রা-মাণ্যপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ—"যা তু শ্রুতি"রিতি। ন তাবৎ সিদ্ধানাং পর-স্পরবিরুদ্ধানি বচাংসি প্রমাণং ভবিতুমর্হন্তি। ন চ বিকল্পো বস্তুনি, সিদ্ধে তদনুপপত্তেঃ। অনুষ্ঠানমনাগতোৎপাদ্যং বিকল্প্যতে, ন সিদ্ধম। তস্য ব্যবস্থানাৎ। তস্মাৎ শ্রুতিসামান্যমাত্রেণ ভ্রমঃ সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ শ্রৌত ইতি। স্যাদেতৎ। কপিল এব শ্রৌতো নান্যে মন্বাদয়ঃ। ততশ্চ তেষাং স্মৃতিঃ কপিলস্মৃতিবিরুদ্ধা হেয়েত্যত আহ—"ভবতি চান্যা মনো"রিতি।

... সহসা (বলপূর্ব্বক) স্মৃতি-বিশেষের লিখিত পদার্থে পক্ষপাতী হন—ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কোনও বিষয়ে পক্ষপাতী হওয়া ভাল নহে। পক্ষপাতী হইলে তত্ত্বব্যবস্থা হয় না। যেহেতু মানব-বুদ্ধি বিচিত্র, সকলে সমান বুঝে না, সেই হেতু স্মৃতিবিরোধস্থলে কোন্ স্মৃতি শ্রুত্যনুসারিণী কোন্ স্মৃতি শ্রুতিবিরোধিনী—তাহা পরিদর্শন (আলোচনা) পূর্ব্বক বুদ্ধিকে সৎপথগামিনী করা উচিত। [যাতু · গম্যতে] যে শ্রুতি কপিলমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন—মাত্র সেই শ্রুতিটী দেখিয়া কাপিল-মতে শ্রদ্ধাস্থাপন করা অনুচিত। কারণ, কপিল শব্দটী সামান্যবাচী। (কপিল অনেক, তন্মধ্যে কোন্ কপিল সাংখ্য বলিয়াছেন এবং কোন্ কপিল শ্রুতিকর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন তাহার স্থিরতা কি?) শ্রুতি কপিলের অপ্রতিহত জ্ঞান বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্মৃতি সগরসন্তাননাশক বাসুদেব-নামক অন্য কপিলের

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥ ইতি

সর্ব্বাত্মত্বদর্শনং প্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্দ্যত ইতি গম্যতে। কপিলো হি ন সর্ব্বাত্মত্বদর্শনমনুমন্যতে, আত্মভেদাভ্যুপগমাৎ। মহাভারতেঽপি চ. বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্নুতাহো এক এব তু, ইতি বিচার্য্য, বহবঃ পুরুষা রাজন্! সাঙ্খ্যযোগবিচারিণাম্ ইতি পরপক্ষমুপন্যস্য তদ্ব্যুদাসেন—

বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্॥

ইত্যুপক্রম্য—

মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ॥

ভগবান্‌বাদরায়ণঃ—"মহাভারতেঽপি চ" ইতি। ন কেবলং মনোঃ

স্মরণ করিয়াছেন। সাংখ্যবক্তা কপিল ভেদজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন পরন্তু তাহা অবৈধ। অর্থাৎ বেদানুমোদিত নহে। সে জন্য তাহা অপ্রমাণ বা অগ্রাহ্য। এক শ্রুতি যেমন কপিলকে অতিশয়জ্ঞানী বলিয়াছেন, তেমনি, অন্য শ্রুতি মনু-মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। যথা—"মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাই ভেষজ অর্থাৎ সংসারব্যাধির মহৌষধ।" এই মনু সার্ব্বাত্ম্য-জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, মনু সার্ব্বাত্মজ্ঞানের প্রশংসা উপলক্ষ্যে কপিল মতের নিন্দা করিয়াছেন। যথা—"যে উপাসক সমানরূপে আপনাকে সমস্ত ভূতে ও সমস্ত ভূত আপনাতে সন্দর্শন করে সেই আত্মজ্ঞানী উপাসক স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হন।" [কপিলো··· নির্দ্ধারিতা] কপিল আত্মভেদ অর্থাৎ নানা আত্মা স্বীকার করেন। কিন্তু একাত্মবাদ মহাভারতে নির্ণীত হইয়াছে। মহাভারতে "হে ব্রাহ্মণ! পুরুষ (আত্মা) এক কি বহু?" এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক "সাংখ্যের ও যোগের মতে পুরুষ বহু" এইরূপে পরকীয় পক্ষের উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডনার্থ "বহু পুরুষের (পুরুষাকার শরীরের) উৎপত্তি স্থান যদ্রূপ, তদ্রূপ, আমি সেই গুণাতীত বিরাটপুরুষের কথা

বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্॥ ইতি

সর্ব্বাত্মতৈব নির্দ্ধারিতা। শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্মতায়াং ভবতি—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

ইত্যেবম্বিধা। অতশ্চাত্মভেদকল্পনয়াপি কাপিলস্য তন্ত্রস্য বেদবিরুদ্ধত্বং বেদানুসারিমনুবচনবিরুদ্ধত্বঞ্চ ন কেবলং স্বতন্ত্রপ্রকৃতিপরিকল্পনয়ৈবেতি সিদ্ধম্। বেদস্য হি নিরপেক্ষং

স্মৃতিঃ স্মৃত্যন্তরসম্বাদিনী শ্রুতিসম্বাদিন্যপীত্যাহ—"শ্রুতিশ্চ" ইতি। উপসংহরতি "অত" ইতি। স্যাদেতৎ। ভবতু বেদবিরুদ্ধং কাপিলং বচস্তথাপি দ্বয়োরপি পুরুষবুদ্ধিপ্রভবত্বয়া কো বিনিগমনায়াং হেতুর্যতো বেদবিরোধে কাপিলং বচো নাদরণীয়মিত্যত আহ "বেদস্য হি নিরপেক্ষ"মিতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—সত্যং শাস্ত্রযোনরীশ্বরস্তথাপ্যস্য ন শাস্ত্রক্রিয়ায়ামস্তি স্বাতন্ত্র্যং কপিলাদীনামিব। স হি ভগবান্ যাদৃশং পূর্ব্বাস্মিন্ সর্গে চকার শাস্ত্রং তদনুসারেণাস্মিন্নপি সর্গে প্রণীতবান্। এবং পূর্ব্বতরানুসারেণ পূর্ব্বস্মিন্, পূর্ব্বতমানুসারেণ চ পূর্ব্বতর ইত্যনাদিরয়ং শাস্ত্রেশ্বরয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ।

তোমাকে বলিতেছি।" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করতঃ বলিয়াছেন—"ইনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্যের আত্মা। ইনি সমস্ত আত্মার (সমস্ত দেহের অথবা সমস্ত জীবের) সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। ইনি কুত্রাপি কাহার আপাতজ্ঞানের গোচর হন না। ইনিই বিশ্বমস্তক, বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক।* ইনি এক (অদ্বিতীয়), স্বাধীনপ্রকাশ, স্বেচ্ছাবিহারী ও সকল ভূতে বিরাজমান।" এই ভারতীয় বাক্যে একাত্মবাদই নির্ণীত ও নানাত্মবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। [শ্রুতিশ্চ ..বিধা] শ্রুতিতেও স্পষ্ট একাত্মবাদ কথিত আছে। যথা—"যে-কালে সমস্ত ভূত জ্ঞানীর আত্মা হইয়া যায় সে কালে সেই একত্বদর্শীর শোকই বা কি। মোহই বা কি।" ইত্যাদি। [অতঃ দোষঃ] কেবল প্রধান বলিয়াছেন বলিয়া নহে, নানা জীব বলাতেও কপিলের

* বিশ্বমস্তক = সকলের মস্তক তাঁহারই মস্তক। অর্থাৎ বা...
সই দেহ। এইরূপে বিশ্ববাহু প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা করিবেন।

স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে পুরুষবচসান্তু মূলান্তরাপেক্ষং। বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতঞ্চেতি বিপ্রকর্ষঃ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ। কুতশ্চ স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ? ॥ ১ ॥

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥ *

প্রধানাদিতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতেনেশ্বরস্য ন শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্ব্বা শাস্ত্রক্রিয়া যেনাস্য কপিলাদিবৎ স্বাতন্ত্র্যং ভবেৎ। শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চাস্য স্বয়মাবির্ভবদপি ন শাস্ত্রকারণতামুপৈতি, দ্বয়োরপ্যপর্য্যায়েণাবির্ভাবাৎ। শাস্ত্রঞ্চ স্বতো বোধকতয়া পুরুষস্বাতন্ত্র্যাভাবেন নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কং সদনপেক্ষং সাক্ষাদেব স্বার্থে প্রমাণম। কপিলাদিবচাংসি তু স্বতন্ত্রকপিলাদিপ্রণেতৃকাণি তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বকাণি তদর্থস্মৃতয়শ্চ তদর্থানুভবপূর্ব্বাঃ তস্মাত্তাসামর্থপ্রত্যয়াঙ্গপ্রামাণ্যবিনিশ্চয়ায় যাবৎ স্মৃত্যনুভবৌ কল্প্যেতে তাবৎ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবয়াঽনপেক্ষয়ৈব শ্রুত্যা স্বার্থো বিনিশ্চায়িত ইতি শীঘ্রতরপ্রবৃত্তয়া শ্রুত্যা স্মৃত্যর্থো বাধ্যত ইতি যুক্তম।

প্রধানস্য তাবৎ ক্বচিদ্বেদপ্রদেশে বাক্যাভাসানি দৃশ্যন্তে, তদ্বিকারাণান্তু

স্মৃতি বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুযায়ী স্মৃতি বিরুদ্ধ। অপিচ, বেদের প্রামাণ্য নিরপেক্ষ, অর্থাৎ বেদ স্বতঃপ্রমাণ, কিন্তু পুরুষবাক্য মূলসাপেক্ষ অর্থাৎ পরতঃপ্রমাণ। পরতঃ প্রমাণ বলিয়া তাহার (স্মৃতি) স্বার্থবোধ বা প্রামাণ্য বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরাবস্থিত। দূরাবস্থিত কথার অভিসন্ধি এই যে, (স্মৃতি প্রথমে শ্রুতির অনুমান করায়, পরে অর্থ ও প্রামাণ্যবোধ জন্মায়)। যেহেতু স্মৃতি দূরাবস্থিত—শ্রুতির দ্বারা জ্ঞানের ও প্রামাণ্যের জনক—সেই হেতু বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গ দোষ নাহে। বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশ প্রসঙ্গ (স্মৃতির আনর্থক্য) যে দোষ নহে তৎপ্রতি অন্যহেতুও আছে।—

* ইতরেষাং মহদাদীনামপি অনুপলব্ধেঃ লোকে বেদে চাদর্শনাৎ সাংখ্যস্মৃত্যনবকাশ-প্রসঙ্গো ন দোষায়েতি পূরণীয়ম্। মহদাদিবৎ প্রধানেঽপি প্রামাণ্যং নাস্তীতি ভাবঃ।— সাংখ্য যে পরিণামী মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার তত্ত্বের স্মরণ করিয়াছেন, তাহা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহা লোক ও বেদ সর্ব্বত্রই অপ্রসিদ্ধ। প্রধান যখন অপ্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্বের সঙ্গে পরিপঠিত—তখন অবশ্যই তাহার অপ্রামাণ্য, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

তানি মহদাদীনি, ন তানি বেদে লোকে চোপলভ্যন্তে। ভূতেন্দ্রিয়াণি তাবৎ লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মর্ত্তুম্। অলোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাত্তু মহদাদীনাং ষষ্ঠস্যেবেন্দ্রিয়ার্থস্য ন স্মৃতিরবকল্পতে। যদপি কচিৎ তৎপরমিব শ্রবণমবভাসতে তদপ্যতৎপরং ব্যাখ্যাতং 'আনুমানিকমপ্যেকেষাম্' ইত্যত্র। কার্য্যস্মৃতেরপ্রামাণ্যাৎ কারণস্মৃতেরপ্যপ্রামাণ্যং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদপি ন স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ। তর্কাবষ্টম্ভস্তু, 'ন বিলক্ষণত্বাৎ' ইত্যারভ্যোন্মথিষ্যতি ॥ ২ ॥

মহদাদীনাং তান্যপি ন সন্তি। ন চ ভূতেন্দ্রিয়াদিবন্মহদাদয়োলোকসিদ্ধাঃ। তস্মাদাত্যন্তিকাৎ প্রমাণাভাবাসম্বাদাৎ প্রমাণমূলত্বাচ্চ স্মৃতেমূলাভাবাদভাবো বন্ধ্যায়া ইব দৌহিত্রস্মৃতেঃ। ন চার্থজ্ঞানমত্র মূলমুপপদ্যত ইতি যুক্তম্। তস্মান্ন কাপিলস্মৃতেঃ প্রধানোপাদানত্বং জগত ইতি সিদ্ধম্।

সাংখ্যস্মৃতিতে যে প্রধানের পর পরিণামী মহত্তত্ত্বের ও অহংতত্ত্বের উল্লেখ আছে, সেগুলি কি লোক কি বেদ কুত্রাপি উপলব্ধ হয় না। ভূত ও ইন্দ্রিয় লোক ও বেদ উভয়প্রসিদ্ধ; সুতরাং সেগুলির স্মরণ অযোগ্য নহে। কিন্তু পরিণামী মহৎ অহঙ্কার—যাহা সাংখ্যস্মৃতির কল্পিত—তাহা লোক ও বেদ উভয়ই অপ্রসিদ্ধ। যেহেতু অপ্রসিদ্ধ—সেই হেতু তাহা স্মরণের অযোগ্য। যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ অর্থ অপ্রসিদ্ধ তেমনি সাংখ্য পরিভাবিত মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্বও অপ্রসিদ্ধ। (অভিপ্রায় এই যে, মহদাদির ন্যায় প্রধানের অপ্রামাণ্য সর্ব্ববিদিত)। [যদপি…ব্যতি] যদিও কোন কোন শ্রুতিতে মহৎ-শব্দের শ্রবণ আছে, থাকিলেও তাহা সাংখ্যোক্ত মহত্তের বোধক নহে। সে সকলের তাৎপর্য্য ও অর্থ "আনুমানিকং" সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন কার্য্যস্মৃতি (কার্য্য—মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব) অপ্রমাণ তখন কারণস্মৃতিও (কারণ—প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি) অপ্রমাণ—ইহাই এতৎসূত্রের অভিপ্রেত অর্থ। সাংখ্যস্মৃতির কূট তর্ক (প্রধানব্যবস্থাপিকা যুক্তি) "ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে আলোচিত হইবেক।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ॥ ৩॥ *

এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যেত্যতিদিশতি। তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন

নানেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্ব্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদানস্বতন্ত্রপ্রধানতদ্বিকারমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রগোচরং প্রামাণ্যং নাস্তীত্যুচ্যতে। ন চৈতাবতৈষামপ্রামাণ্যং ভবিতুমর্হতি। যৎপরাণি হি তানি তত্রাপ্রামাণ্যেঽপ্রামাণ্যমশ্নুবীরন্। ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধনতদবান্তরফলবিভূতিতৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি। তচ্চ কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্য ব্যুৎপাদ্যমিতি প্রধানং সবিকারং নিমিত্তীকৃতং পুরাণেম্বিব সর্গপ্রতিসর্গবংশমন্বন্তরবংশানুচরিতং তৎপ্রতিপাদনপরেষু ন তু তাদ্বিবক্ষিতম্। অন্যপরাদপি চান্যনিমিত্তত্বং প্রতীয়মানমভ্যপেয়েত, যদি ন মানান্তরেণ বিরুধ্যেত। অস্তি তু বেদান্তশ্রুতিভিরস্য বিরোধ ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রমাণভূতাদপি যোগশাস্ত্রান্ন প্রধানাদিসিদ্ধিঃ। অতএব যোগশাস্ত্রং ব্যুৎপাদয়িতাহ স্ম ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ—

'গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥' ইতি।

যোগং ব্যুৎপিপাদয়িষতা নিমিত্তমাত্রেণেহ গুণা উক্তা ন তু ভাবতস্তেষামতাত্ত্বিকত্বাদিত্যর্থঃ। অলোকসিদ্ধানামপি প্রধানাদীনামনাদিপূর্ব্বপক্ষন্যায়াভ্যাসোৎপ্রেক্ষিতানামনুবাদ্যত্বমুপপন্নম্। তদনেনাভিসন্ধিনাহ— "এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি" প্রধানাদিবিষয়তয়া "প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা" ইতি। অধিকরণান্তরাবতারমাক্ষিপতি "নন্বেবং সতি

সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যানে যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছে। যোগস্মৃতি-প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন এই যে, যোগস্মৃতিতেও লোক বেদ উভয়

* এতেন সন্নিহিতোক্তেন সাংখ্যস্মৃতিনিরাসন্যায়কলাপেন যোগঃ যোগস্মৃতিঃ প্রত্যুক্তঃ প্রতিষিদ্ধো ভবতীতি যোজনা। বস্তুতস্তু পাতঞ্জলাদের্ন সর্ব্বথাঽপ্রামাণ্যং কিন্তু জগদুপাদান স্বতন্ত্রপ্রধান তদ্বিকারমহদাদীনাম্। তত্র যোগস্বরূপতৎসাধনতদবান্তরফলাদি ব্যুৎপাদ্যং তচ্চ কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্যেতি প্রধানাদি নিমিত্তীকৃতং পুরাণেম্বিব বংশমন্বন্তরাদীতি তাৎপর্য্যমুন্নেয়ম্।—যে সকল যুক্তিতে সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইল—সেই সকল যুক্তিতেই যোগ স্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইবেক। যোগ যে জগৎকারণ প্রধান ও প্রধানোৎপন্ন মহত্তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা কেবল উপলক্ষ মাত্র, সে অংশে তাহার তাৎপর্য্য নাই।

প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কার্য্যাণি অলোক-বেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে। নন্বেবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ পূর্ব্বেণৈবৈতদ্গতং কিমর্থং পুনরতিদিশ্যতে। অস্ত্যত্রাভ্যধিকা শঙ্কা। সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্ ইত্যাদিনা চাসনাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে। লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়াণি সহস্রশ উপলভ্যন্তে। তাং যোগ-

---

সমানন্যায়ত্বা"দিতি। সমাধত্তে "অস্ত্যত্রাভ্যধিকা শঙ্কা"। মা নাম সাংখ্য শাস্ত্রাৎ প্রধানসত্তা বিজ্ঞায়ি। যোগশাস্ত্রাত্তু প্রধানাদিসত্তা বিজ্ঞাস্যতে। বহুলং হি যোগশাস্ত্রাণাং বেদেন সহ সম্বাদো দৃশ্যতে। উপনিষদুপায়স্য চ তত্ত্বজ্ঞানস্য যোগাপেক্ষাস্তি। ন জাতু যোগশাস্ত্রবিহিতং যমনিয়মাদিবহিরঙ্গ-মুপায়মপহায়ান্তরঙ্গঞ্চ ধারণাদিকমন্তরেণৌপনিষদাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার উদেতু-মর্হতি। তস্মাদৌপনিষদেন তত্ত্বজ্ঞানেনাপেক্ষণাৎ সম্বাদবাহুল্যাচ্চ বেদে-নাষ্টকাদিস্মৃতিবদ্যোগস্মৃতিঃ প্রমাণম্। ততশ্চ প্রমাণাৎ প্রধানাদিপ্রতীতে-র্নাশক্যম্। ন চ তদপ্রমাণং প্রধানাদৌ প্রমাণঞ্চ যমাদাবিতি যুক্তম্। তদপ্রামাণ্যেঽন্যত্রাপ্যনাশ্বাসাৎ। যথাহুঃ—

'প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ কচন মর্কটাঃ।
নাভিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে॥' ইতি।

বিরুদ্ধ প্রধানের ও প্রধানোৎপন্ন মহত্তত্ত্বপ্রভৃতির উপদেশ আছে। [নন্বেবং · মাদীনি] যদি বল, যুক্তিসাম্যপ্রযুক্ত যোগস্মৃতি স্বতঃই নিরস্ত হইবে, তজ্জন্য অতিদেশ সূত্র কেন? (অতিদেশ—অমুক'কে অমুকের মত করিবে এরূপ বলা)। আমরা বলি, অতিদেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন এই যে, বেদ যোগ'কে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায় বলিয়াছেন। যথা—"সাধক আত্মদর্শনার্থ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিবেন।" (নিদি-ধ্যাসন—যোগ)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও "শরীরকে ত্র্যুন্নত অর্থাৎ বক্ষঃ, গ্রীবা, মস্তক, এই ত্রিস্থান উচ্চ ও সমান রাখিয়া—" ইত্যাদি অনেক যোগাসনের ও অন্যান্য যোগাঙ্গের উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, বেদ-

মিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ইতি, বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্ ইতি চৈবমাদীনি। যোগশাস্ত্রেঽপি, অথ তত্ত্বদর্শনাভ্যুপায়ো যোগ ইতি সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগোঽঙ্গীক্রিয়তে। অতঃ সম্প্রতিপন্নার্থৈকদেশত্বাদষ্টকাদিস্মৃতিবদ্‌যোগস্মৃতিরপ্যনপবদনীয়া ভবিষ্যতীতীয়মভ্যধিকাশঙ্কাঽতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে। অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপ্যর্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়া দর্শনাৎ। সতীষ্বপ্য-

সেয়ং লব্ধপ্রসরা প্রধানাদৌ যোগাপ্রমাণতাপিশাচী সর্ব্বত্রৈব দুর্ব্বারা ভবেদিত্যস্যাঃ প্রসরং নিষেধতা প্রধানাদ্যভ্যুপেয়মিতি নাশক্যং প্রধানমিতি শব্দার্থঃ। সা "ইয়মভ্যধিকাশঙ্কাতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে"। নিবৃত্তিহেতুমাহ "অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপী"তি। যদি প্রধানাদিসত্তাপরং যোগশাস্ত্রং ভবেৎ ভবেৎ প্রত্যক্ষবেদান্তশ্রুতিবিরোধেনাপ্রমাণম্। তথা চ তদ্বিহিতেষু যমাদিষ্বপ্যনাশ্বাসঃ স্যাৎ। তস্মান্ন প্রধানাদিপরং তৎ কিন্তু তন্নিমিত্তীকৃত্য যোগব্যুৎপাদনপরমিত্যুক্তম্। ন চাবিষয়েঽপ্রামাণ্যং বিষয়েঽপি প্রামাণ্যমুপহন্তি। ন হি চক্ষূরসাদাবপ্রমাণং রূপেঽপ্যপ্রমাণং ভবিতুমর্হতি। তস্মাদ্বেদান্তশ্রুতিবিরোধাৎ প্রধানাদিরস্যাবিষয়ো ন স্বপ্রামাণ্যমিতি পরমার্থঃ। স্যাদেতৎ। অধ্যাত্মবিষয়াঃ সন্তি সহস্রং স্মৃতয়ো বৌদ্ধার্হতকাপালিকাদীনাং, তা অপি কস্মান্ন নিরাক্রিয়ন্ত ইত্যত আহ।—"সতীষ্বপী"তি। তাসু খলু বহুলং বেদার্থবিসম্বাদিনীষু শিষ্টানাদৃতাসু কৈশ্চি-

মধ্যে "মুনিরা নিশ্চলা ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলেন।" "এই বিদ্যা ও সমুদয় যোগবিধান" এইরূপ এইরূপ অনেক যোগবোধক কথা আছে। [যোগ…গমাত ইতি] যোগ তত্ত্বজ্ঞানের উপায়, এ কথা যোগশাস্ত্রেও আছে। যেহেতু যোগ স্মৃতির একাংশ প্রামাণিক, বাদিপ্রতিবাদী উভয়ের সম্মত, সেই হেতু অষ্টকাদি-স্মৃতির * ন্যায় যোগস্মৃতিও অত্যাজ্য অর্থাৎ অনিন্দনীয়। সাংখ্য অপেক্ষা যোগস্মৃতিতে এই অধিক আশঙ্কা — এ আশঙ্কা উক্ত অতিদেশ বাক্যের দ্বারা নিবৃত্ত হইবে। কারণ, উহার

* অষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ। অষ্টকাস্মৃতি—তদ্বোধিকা স্মৃতি। অষ্টকাবাক্য বেদে দৃষ্ট হয় না। না হইলেও বেদে উহার বিরুদ্ধ কথা নাই। বিরুদ্ধ কথা নাই বলিয়া ঐ অষ্টকাস্মৃতির মূল (শ্রুতি) অনুমিত হয়। সুতরাং তাহা প্রামাণিক বলিয়া গণ্যও হয়।

ধ্যাত্মবিষয়াসু বহ্বীষু স্মৃতিষু সাংখ্যযোগস্মৃত্যোরেব নিরাকরণায় যত্নঃ কৃতঃ। সাংখ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ। লিঙ্গেন চ শ্রৌতেনোপবৃংহিতৌ—তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈরিতি। নিরাকরণন্তু ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সমধিগম্যত ইতি। শ্রুতির্হি বৈদিকাদাত্মৈকবিজ্ঞানাদন্যন্নিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি—তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ইতি। দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ নাত্মৈকত্বদর্শিনঃ। যত্তু

দেব তু পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈর্ম্লেচ্ছাদিভিঃ পরিগৃহীতাসু বেদমূলত্বাশঙ্কৈব নাস্তীতি ন নিরাকৃতাঃ। তদ্বিপরীতাস্তু সাংখ্যযোগস্মৃতয় ইতি তাঃ প্রধানাদিপরতয়া বুদস্যন্ত ইত্যর্থঃ। "ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ" ইতি। প্রধানাদিবিষয়েণেত্যর্থঃ। "দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা

একাংশে বেদের সম্মতি থাকিলেও অপরাংশ বেদবিরুদ্ধ। (ফলিতার্থ এই যে, প্রধান বেদবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রামাণিক)। বহু অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়িণী স্মৃতি থাকিলেও সূত্রকার যে কেবল সাংখ্যস্মৃতির ও যোগস্মৃতির নিরাসার্থ যত্ন করিয়াছেন তাহার কারণ এই:—সাংখ্য ও যোগ এই দুই স্মৃতি পরমপুরুষার্থ সাধক বলিয়া বিখ্যাত, শিষ্টগৃহীত ও বেদবাক্যের দ্বারা পরিপুষ্ট। (পরিপুষ্ট—বেদমধ্যে উক্ত উভয়ের প্রতিপাদ্য বস্তুর পোষক কথা থাকা)। অভিপ্রেতার্থ এই যে, ঐ দুই স্মৃতি শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তন্নিরাকরণে অন্যান্য স্মৃতি নিরস্ত হইতে পারে। নিরাকরণের প্রয়োজন এই যে, বেদনিরপেক্ষ (অবৈদিক) সাংখ্যজ্ঞানে ও অবৈদিক যোগে মোক্ষলাভ হয় না। [শ্রুতির্হি ...দর্শিনঃ] শ্রুতি বলিয়াছেন, বৈদিক একাত্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানে ও অন্য কোন পথে মোক্ষ হয় না। যথা—"লোক তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে, মুক্ত হয়, মোক্ষের অন্য পথ নাই।" সাংখ্যেরা ও যোগীরা দ্বৈতদর্শী, একাত্মদর্শী নহে। দ্বৈতদর্শীর মোক্ষ হয় না; সুতরাং সাংখ্যজ্ঞানে মোক্ষ হয় না। [যত্তু... ...]। বাস্ত

দর্শনমুক্তং—তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নমিতি, বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যামভিলপ্যেতে প্রত্যা-সত্তেরিত্যবগন্তব্যম্। যেন ত্বংশেন ন বিরুধ্যতে তেনেষ্টমেব সাংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বম্। তদ্‌যথা—অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নির্গুণপুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈরভ্যুপগম্যতে। তথা চ যোগৈরপি, অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহ ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপ-দেশেনানুগম্যতে। এতেন সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানি প্রতিবক্ত-ব্যানি। তান্যপি তর্কোপপত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায়োপকুর্ব্ব-

---

যোগাশ্চ" যে প্রধানাদিপরতয়া তচ্ছাস্ত্রং ব্যাচক্ষত ইত্যর্থঃ। সংখ্যা সম্যগ্‌বুদ্ধির্বৈদিকী তয়া বর্ত্তন্ত ইতি সাংখ্যাঃ। এবং যোগোধ্যানম্। উপায়োপেয়য়োরভেদবিবক্ষয়া। চিত্তবৃত্তিনিরোধো হি যোগঃ তস্যোপায়ো ধ্যানং প্রত্যয়ৈকতানতা। এতচ্চোপলক্ষণম্। অন্তেঽপি যমনিয়মাদয়ো বাহ্যা আন্তরাশ্চ ধারণাদয়ো যোগোপায়া দ্রষ্টব্যাঃ। এতেনাভ্যুপগত

যে দর্শনের কথা বলেন—"জীব সাংখ্য ও যোগ এতদুভয়ের দ্বারা জগৎ-কারণ দেবকে জানিলে পাশবিমুক্ত হয়।" তাহা বেদান্তের অনভিমত নহে। কেন-না, সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান ও যোগ-শব্দের অর্থ ধ্যান। (ব্রহ্ম জ্ঞান-ধ্যান-লভ্য এ দর্শন বেদান্তবহির্ভূত নহে)। অতএব, যে যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে, সাংখ্যের ও যোগের সেই সেই অংশ অস্মদ্দর্শনের ইষ্ট সুতরাং সাবকাশ অর্থাৎ প্রামাণিক। এ স্থলে দুই একটী অবিরুদ্ধ অংশ দেখান যাইতেছে।—সাংখ্যের নিরূপণে পুরুষ নির্গুণ। এ নিরূপণ "এই পুরুষ অসঙ্গ" ইত্যাদি শ্রুতির অনুরূপ। যোগস্মৃতি শমদমাদি প্রসঙ্গে নিবৃত্তিনিষ্ঠতার উপদেশ করিয়াছেন, সে উপদেশ "অনন্তর কাষায় পরিধায়ী মুণ্ডিতমুণ্ড পরিগ্রহত্যাগী পরিব্রাট্ (সন্ন্যাসী) হইবেক।" ইত্যাদি শ্রুতির অনুগামী। [এতেন...শ্রুতিভ্যঃ] প্রদর্শিত প্রণালীতে অন্যান্য তর্কস্মৃতির প্রতিবাদ (খণ্ডন) করিবে। যদি বল, তর্ক ও উপপত্তি *

---

* তর্ক—অনুমান। উপপত্তি—অনুমানের অনুকূল যুক্তি।

স্তীতি চেৎ, উপকুর্ব্বন্তু নাম, তত্ত্বজ্ঞানন্তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি। নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং, তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি, ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥*

ব্রহ্মাঽস্য জগতো নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ' ইত্যস্য পক্ষস্যাক্ষেপঃ স্মৃতিনিমিত্তঃ পরিহৃতঃ, তর্কনিমিত্ত ইদানীমাক্ষেপঃ পরিহ্রিয়তে। কুতঃ পুনরস্মিন্নবধারিতে আগমার্থে

বেদপ্রামাণ্যানাং কণভক্ষাক্ষচরণাদীনাং সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানীতি যোজনা। সুগমমন্যৎ।

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"ব্রহ্মাঽস্য জগতোনিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্য পক্ষস্য" ইতি। চোদয়তি—"কুতঃ পুন"রিতি। সমানবিষয়ত্বে হি বিরোধোভবেৎ। ন চেহাস্তি সমানবিষয়তা। ধর্ম্মবদ্ব্রহ্মণোঽপি মানা-

---

তত্ত্বজ্ঞানের সহায়, সুতরাং তর্কের প্রত্যাখ্যান অন্যায্য; সে সম্বন্ধে আমরা বলি, তর্ক তত্ত্বজ্ঞানের সহায় হয় হউক, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বেদান্তবাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে, অন্য কিছুতে নহে। শ্রুতিও ঐ কথা বলিয়াছেন। যথা—"যে বেদজ্ঞ নহে সে সেই বৃহৎ বস্তুকে (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে না।" "আমি সেই কেবল উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছুক।" ইত্যাদি।

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ, এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে স্মৃতিঘটিত আপত্তি হইয়াছিল তাহা পরিহৃত হইয়াছে। এক্ষণে তর্কঘটিত আপত্তি পরিহৃত হইবে। যথা—যদি বল, শাস্ত্রার্থ নিশ্চিত হইলে তাহাতে তর্কের প্রসর (গতি বা প্রয়োজন) থাকে না, না থাকিবার কারণ

---

* প্রকৃত্যা সহ সারূপ্যং বিকারাণামবস্থিতম্। জগদ্ব্রহ্মসরূপঞ্চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া ॥ বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিমৎ। তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া ইতি সাংখ্যপক্ষমবলম্ব্য পূর্ব্বপক্ষয়তি। অস্য কার্য্যভূতস্য জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ ব্রহ্মবৈরূপ্যাৎ ন প্রকৃতির্ব্রহ্মেতি শেষঃ। তথাত্বং ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যং শব্দাৎ শাস্ত্রাৎ সিধ্যতীতি বা, হেত্বসিদ্ধিঃ।—ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ, কিন্তু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ। সুতরাং সমুদ্রফেন ন্যায়ে স্থাপন করিয়াছ, ব্রহ্মই জগৎকার্য্যের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ, কিন্তু তাহা অসঙ্গত।

তর্কনিমিত্তস্যাক্ষেপস্যাবকাশঃ। নম্বু ধর্ম্মইব ব্রহ্মণ্যপ্যন-পেক্ষ আগমো ভবিতুমর্হতি, ভবেদয়মবষ্টম্ভো যদি প্রমাণা-স্তরানবগাহ্য আগমমাত্রপ্রমেয়োঽয়মর্থঃ স্যাদনুষ্ঠেয়রূপ ইব ধর্ম্মঃ পরিনিষ্পন্নরূপস্তু ব্রহ্মাবগম্যতে। পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণামস্ত্যবকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু। যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে সত্যেকবশেনেতরা নীয়ন্তে,

---

স্বর্গাবিষয়ত্বয়াঽতর্ক্যত্বেনানপেক্ষাম্নায়ৈকগোচরত্বাদিত্যর্থঃ। সমাধত্তে—"ভবেদয়"মিতি।

মানান্তরস্যাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্ত্ববগাহিনঃ।
ধর্ম্মোঽস্তু কার্য্যরূপত্বাদ্‌ব্রহ্ম সিদ্ধন্তু গোচরঃ॥

তস্মাৎ সমানবিষয়ত্বাদস্ত্যত্র তর্কস্যাবকাশঃ। নম্বস্তু বিরোধস্তথাপি তর্কাদরে কো হেতুরিত্যত আহ—"যথা চ শ্রুতীনা"মিতি। সাবকাশা বহ্ব্যোঽপি শ্রুতয়োঽনবকাশৈকশ্রুতিবিরোধে তদনুগুণতয়া যথা নীয়ন্তে এবমনবকাশৈকতর্কবিরোধে তদনুগুণতয়া বহ্ব্যোপি শ্রুতয়ো গুণকল্পনা-দিভির্ব্ব্যাখ্যানমর্হন্তীত্যর্থঃ। অপি চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো বিরোধিতয়া ঽনাদিমবিদ্যাং নিবর্ত্তয়ন্ দৃষ্টেনৈব রূপেণ মোক্ষসাধনমিষ্যতে। তত্র ব্রহ্ম-

---

এই যে, ব্রহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় অনন্যসাপেক্ষ অর্থাৎ কেবলমাত্র শাস্ত্রসাপেক্ষ। যাহা যাহা শাস্ত্রমাত্রসাপেক্ষ তাহা তাহাই শাস্ত্রের দ্বারা নির্ণীত হয়, অনু-মানাদির দ্বারা নহে, সুতরাং শাস্ত্রনিশ্চিত পদার্থ অনুমানের অবিষয়। ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্ম যদি ধর্ম্মের ন্যায় কেবলমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণের বিষয় হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই ঐ অবষ্টম্ভ (পূর্ব্বপক্ষ) হইতে পারিত। ধর্ম্ম পদার্থ অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ অনুষ্ঠান-সাধ্য কিন্তু ব্রহ্ম অনুষ্ঠানসাধ্য নহেন। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু। যাহা সিদ্ধ—যাহা পরিনিষ্পন্ন—অবশ্যই তাহাতে অন্য প্রমাণের প্রসর আছে। পৃথিবী পদার্থ পরিনিষ্পন্ন—তাহা যেমন বহুপ্রমাণের বিষয়—সেইরূপ পরিনিষ্পন্ন ব্রহ্মও অনেক প্রমাণের বিষয়। অর্থাৎ তর্ক তাহাতে অবশ্যই স্থান প্রাপ্ত হইবেক। [যথা চ· ·প্রকৃত্যাঃ]

নিয়ম এই যে, যে যাহার প্রকৃতি, উপাদান, সে তাহার সমলক্ষণ। জগৎ যখন ব্রহ্ম লক্ষণাক্রান্ত নহে, প্রত্যুত ব্রহ্মবিলক্ষণ, তখন ব্রহ্ম ইহার প্রকৃতি, ইহা কদাচ নহে। জগৎ যে ব্রহ্ম বিলক্ষণ তাহা শাস্ত্রের দ্বারাও জানা যায়।

এবং প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তদ্বশেনৈব শ্রুতির্নীয়তে। দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চাদৃষ্টমর্থং সমর্পয়ন্তী যুক্তিরনুভবস্য সন্নিকৃষ্যতে, বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিরৈতিহ্যমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাৎ। অনুভবাবসানঞ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনঞ্চ দৃষ্টফলতয়েষ্যতে। শ্রুতিরপি, শ্রোতব্যো মন্তব্য ইতি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপ্যত্রাদর্ত্তব্যং দর্শয়তি। অতস্তর্কনিমিত্তঃ পুনরাক্ষেপঃ ক্রিয়তে, ন বিলক্ষণত্বাদস্যেতি। যত্তুক্তং চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ প্রকৃতি-

---

সাক্ষাৎকারস্য মোক্ষসাধনতয়া প্রধানস্যানুমানং দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণাদৃষ্টবিষয়ং বিষয়তোঽন্তরঙ্গং বহিরঙ্গং ত্বত্যন্তপরোক্ষগোচরং শাব্দং জ্ঞানম্। তেন প্রধানপ্রত্যাসত্ত্যাপ্যনুমানমেব বলীয় ইত্যাহ—"দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চ" ইতি। অপি চ শ্রুত্যাপি ব্রহ্মণি তর্ক আদৃত ইত্যাহ—"শ্রুতিরপী"তি। সোঽয়ং ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাক্ষেপঃ পুনস্তর্কেণ প্রস্তূয়তে।—

প্রকৃত্যা সহ সারূপ্যং বিকারাণামবস্থিতম্।
জগদ্ব্রহ্মসরূপঞ্চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া॥
বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্।
তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া॥

তথাহি—এক এব স্ত্রীকায়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া পত্যুশ্চ সপত্নীনাঞ্চ চৈত্রস্য চ স্ত্রৈণস্য ভাবমবিন্দতোঽপর্য্যায়ং সুখদুঃখবিষাদানাধত্তে। স্ত্রিয়া চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া চ স্বর্গনরকো-

---

যেমন শ্রুতির সহিত শ্রুতির বিরোধ দেখিলে বিরোধভঞ্জনার্থ সমস্তশ্রুতিকে এক শ্রুতির অনুরূপ করিয়া লওয়া হয়, তেমনি, প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ হইলেও শ্রুতিসমূহকে প্রমাণান্তরের অনুগামী করিতে পার। দৃষ্টানুসারিণী যুক্তি দৃষ্টসাধর্ম্ম্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অদৃষ্ট বস্তু সমর্পণ করে, অদৃষ্ট পদার্থের বোধ জন্মায়, সুতরাং তাহা অনুভবের যত সন্নিকট, শ্রুতি তত সন্নিকট নহে। শ্রুতি ঐতিহ্য (ইতিহাস) অবলম্বনে স্বার্থ সমর্পণ করে বলিয়া যুক্তি অপেক্ষা দূর উপায়। ব্রহ্মবিজ্ঞানের চরম প্রান্ত ব্রহ্মানুভব এবং তাহা অজ্ঞানবিনাশরূপ মুক্তির কারণ। ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল ব্রহ্মানুভব সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকাররূপী। সেই জন্যই ; শ্রবণের

রিতি তন্নোপপদ্যতে। কস্মাদ্বিলক্ষণত্বাদস্য বিকারস্য প্রকৃত্যা। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেনাভিপ্রেয়মাণং জগদ্ব্রহ্ম-বিলক্ষণমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ্চ শ্রূয়তে। ন চ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতিবিকার-ভাবো দৃষ্টঃ। ন হি রুচকাদয়োবিকারা মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি, শরাবাদয়ো বা সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ। মৃদৈব তু মৃদন্বিতা বিকারাঃ প্রক্রিয়ন্তে, সুবর্ণেন সুবর্ণান্বিতাঃ, তথেদমপি জগ-দচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সদচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহা-ত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ। ব্রহ্মবিলক্ষণত্বঞ্চাস্য জগতোঽশুদ্ধ্যচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যম্।

চ্চাবচপ্রপঞ্চতয়া চ জগদশুদ্ধমচেতনঞ্চ। ব্রহ্ম তু চেতনং বিশুদ্ধঞ্চ নিরতি-শয়ত্বাৎ। তস্মাৎ প্রধানস্যাশুদ্ধস্যাচেতনস্য বিকারো জগৎ ন তু ব্রহ্মণ ইতি যুক্তম্। যে তু চেতনব্রহ্মবিকারতয়া জগচ্চৈতন্যমাহুস্তান্ প্রত্যাহ—

পর মননের বিধান করিয়া তর্কের আদর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন। (মনন --তর্ক সহকৃত অনুমান)। তর্কের প্রতি শ্রুতির আদর দেখিয়া সূত্রকার ব্যাস তর্কঘটিত অবষ্টম্ভ (পূর্ব্বপক্ষ) দেখাইতেছেন।—স্থির করিয়াছ বা বলিয়াছ, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি (উপাদান কারণ)—কিন্তু তাহা অনুপপন্ন (যুক্তিসহ নহে)। কারণ, জগৎকার্য্যের প্রকৃতি-কারণ ব্রহ্ম ইহার অননুরূপ অর্থাৎ ইহার সদৃশ নহে, প্রত্যুত বিসদৃশ। [ইদং...গন্তব্যম্] বেদান্ত জগৎকে ব্রহ্মজন্য মনে করেন, বলেন, কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ। সালক্ষণ্য ব্যতীত (সমানে অসমানে) প্রকৃতিবিকৃতিভাব হয় না। যেমন বলয় ও মৃত্তিকা, শরাব ও সুবর্ণ, এ সকলের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই, তেমনি, অচেতন ও অশুদ্ধ জগতের সহিত চেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রকৃতিবিকৃতিভাব নাই। অতএব সুখ দুঃখ মোহান্বিত অচেতন জগৎ জগল্লক্ষণবর্জ্জিত চেতন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে, এইরূপ অবধারণ করাই উচিত। জগৎ যে ব্রহ্মলক্ষণবর্জ্জিত তাহা জাড্য ও অবিশুদ্ধি দৃষ্টে জানা

অশুদ্ধং হীদং জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতিপরিতাপ-বিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাচ্চ। অচেতনং চেদং জগৎ চেতনং প্রতি কার্য্যকরণভাবেনোপকরণভাবো-পগমাৎ। ন হি সাম্যে সত্যুপকার্য্যোপকারকভাবো ভবতি। ন হি [illegible] পী পরস্পরস্যোপকুরুতঃ। ননু চেতনমপি [illegible]মিভৃত্যন্যায়েন ভোক্তুরুপকরিষ্যতি, ন, স্বামি-[illegible]তনাংশস্যৈব চেতনং প্রত্যুপকারকত্বাৎ। [illegible] চেতনস্য পরিগ্রহে বুদ্ধ্যাদিরচেতনভাগঃ স [illegible] নস্যোপকরোতি ন তু স্বয়মেব চেতনশ্চেত-[illegible] রোত্যপকরোতি বা। নিরতিশয়া হ্যকর্ত্তার-[illegible] সাংখ্যা মন্যন্তে। তস্মাদচেতনং কার্য্যকরণম্।

[illegible]এবং জগদি"তি। ব্যভিচারং চোদয়তি—"ননু চেতনমপী"তি। —"ন স্বামিভৃত্যয়োরপী"তি। ননু স্বা নাম সাক্ষাচ্চেতনশ্চেতনা-[illegible]পকার্ষীৎ, তৎকার্য্যকরণবুদ্ধ্যাদিনিয়োগদ্বারেণ তূপকরিষ্যতীত্যত —"নিরতিশয়া হ্যকর্ত্তারশ্চেতনাঃ" ইতি। উপজনাপায়বদ্ধর্ম্মযোগো-[illegible]তিশয়ঃ তদভাবো নিরতিশয়ত্বম্। অতএব নির্ব্যাপারত্বাদকর্ত্তারঃ।

যায়। [অশুদ্ধং...কুরুতঃ] জগৎ সুখ দুঃখ মোহের ও প্রীতিপরিতাপ প্রভৃতির নিদান এবং স্বর্গ নরকাদি উচ্চ নীচ গতির আশ্রয় সুতরাং ইহা অশুদ্ধ। দেখা যায়, চেতনে অচেতনে পরস্পর উপকার্য্য-উপকারক হয়, কিন্তু চেতনে চেতনে ও অচেতনে অচেতনে নহে। সমান অথচ পরস্পর উপকার্য্য-উপকারক, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। [ননু···করণম্] যদি বল, প্রভুর ও ভৃত্যের দৃষ্টান্তে চেতনে চেতনে উপকার্য্য-উপকারকভাব থাকা স্বীকার করিব, (প্রভুও চেতন, ভৃত্যও চেতন, অথচ পরস্পর পর-স্পরের উপকার্য্য ও উপকারক), বলিলে আমরা বলিব, ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে। উক্ত স্থলেও অচেতনাংশ উপকারক। প্রভু ও ভৃত্য এ দুয়ের বুদ্ধি প্রভৃতি অচেতনাংশই অন্যতর চেতনের উপকার করে। স্বয়ং চেতন উপকার অপকার কিছুই করে না। সাংখ্যও মানিয়া থাকেন, চেতনের (পুরুষের) অতিশয় (তারতম্য) নাই। অতএব, কার্য্য ও করণ সমস্তই

ন চ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎপ্রমাণমস্তি। প্রসিদ্ধ-শ্চায়ং চেতনাচেতনবিভাগো লোকে। তস্মাদ্‌ব্রহ্মবিলক্ষণ-ত্বান্নেদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্। যোঽপি কশ্চিদাচক্ষীত শ্রুত্বা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগচ্চে-তনমবগময়িষ্যামি প্রকৃতিরূপস্য বিকারেঽন্বয়দর্শনাৎ অবি-ভাবনন্তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাদ্ভবিষ্যতি, যথা স্পষ্ট-চৈতন্যানামপ্যাত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভা-ব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে। এতস্মাদেব চ বিভাবিতত্বাবিভাবিতত্বকৃতাৎ বিশেষাদ্রূপাদি-ভাবাভাবাভ্যাঞ্চ কার্য্যকরণানামাত্মনাঞ্চ চেতনত্বাবিশেষে-

---

তস্মাত্তেষাং বুদ্ধ্যাদিপ্রয়োক্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। চোদকো হ্যুশয়বীজ-মুদ্ঘাটয়তি "যোঽপী"তি। অভ্যুপেত্যাপাততঃ সমাধানমাহ—"তেনাপি

অচেতন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। [নচ ··প্রকৃতিকম্] অপিচ, কাষ্ঠলোষ্ট্রা-দিতে চৈতন্য থাকার প্রমাণ নাই এবং চেতন অচেতন এই দুই বিভাগ সর্ব্ববিদিত। সমস্ত চেতন হইলে সর্ব্ববিদিত বিভাগের উচ্ছেদ হইবে। প্রদ-র্শিত কারণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মলক্ষণ না থাকাতে জগৎ ব্রহ্ম-প্রকৃতিক (ব্রহ্মপ্রভব) নহে। [যোঽপি ভবিষ্যতি] এ স্থলে কেহ কেহ শ্রুতিতে জগতের চেতনপ্রকৃতিকতা শ্রবণ করিয়া সমস্ত জগৎকে চেতন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতির রূপ বিকৃতিতে অনুগত থাকা নিয়ম। আমরা যে কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতিকে অচেতন বলি, চৈতন্যের অব্যক্ততাই তাহার কারণ। 'অভিব্যঞ্জক বিকারের বা পরিণামের তারতম্য থাকাতেই চৈতন্যস্ফূর্ত্তির অল্লাধিক্য হয়, সেই অল্লাধিক্য লইয়াই চেতন অচেতন ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ চৈতন্যের অভিব্যক্তি বা বিকাশ দেখিলে আমরা চেতন বলি, তাহা না দেখিলে অচেতন বলি। আত্মা বিস্পষ্টচেতন হইলেও মূর্চ্ছাদি কালে তাহার চৈতন্যাভিভব হয়, সেই কারণে লোকে বলে 'অচেতন হইয়াছে।' অতএব, চেতন অচেতন ব্যবস্থা অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি ঘটিত।' (অভিব্যক্তচৈতন্যকে চেতন বলা হয় এবং অব্যক্তচৈতন্যকে অচেতন বলা হয়। কাষ্ঠাদি পদার্থ চেতন হইলেও

ঽপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরোৎস্যতে। যথা চ
ত্বাবিশেষেঽপি মাংসসূপোদনাদীনাং প্রত্যাত্মবর্ত্তিনো বিশে-
ষাৎ পরস্পরোপকারিত্বং ভবতি, এবমিহাপি ভবিষ্যতি।
প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপ্যত এব ন বিরোৎস্যত ইতি তেনাপি
কথঞ্চিচ্চেতনত্বাচেতনত্বলক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিহ্রিয়েত।
শুদ্ধ্যশুদ্ধিত্বলক্ষণন্তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রিয়তে। ন চৈত-
দপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ—তথাত্বঞ্চ
শব্দাদিতি। অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমস্তস্য বস্তুন-
শ্চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাচ্ছব্দশরণতয়া কেবলমুৎ-
প্রেক্ষতে, তচ্চ শব্দেনৈব বিরুধ্যতে, যতঃ শব্দাদপি তথাত্ব-
মবগম্যতে। তথাত্বমিতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি শব্দ
এব, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানং চেতি কস্যচিদ্বিভাগস্যাচেতনতাং

কথঞ্চি"দিতি। পরমসমাধানন্তু সূত্রাবয়বেন বক্তুং স্বমেবাবতারয়তি—
"ন চৈতদপি বিলক্ষণত্ব"মিতি। সূত্রাবয়বব্যাপ্তিসদ্ধিয়াহ—"অনবগম্যমান-
মেব হীদ"মিতি। শব্দার্থাৎ খলু চেতনপ্রকৃতিত্বাচ্চৈতন্যং পৃথিব্যাদী-
নামবগম্যমানমুৎপাদ্বলিতং মানান্তরেণ সাক্ষাচ্ছ্রূয়মাণমপ্যচৈতন্যমঙ্গীকরেৎ।

তাহা অব্যক্ত, সুতরাং তাহা লোকব্যবহারে অচেতন))সমস্ত বিকার চেতন
হইলেও ব্যক্তাব্যক্ততারূপ প্রভেদ থাকায় উপকার্য্য উপকারক ভাবের
বাধা হয় না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। যেমন মাংস, সূপ ও অন্ন প্রভৃতি
দ্রব্য মৃৎপ্রকৃতিক হইলেও প্রত্যেকনিষ্ঠ বিশেষ বা ভেদক ধর্ম্ম থাকাতে
পরস্পর পরস্পরের উপকার্য্য ও উপকারক হইতে দেখা যায়, প্রদর্শিত
স্থলেও সেইরূপে উপকার্য্য-উপকারক-ভাব গৃহীত হইবেক। [প্রবিভাগ...
বয়তি] চেতনাচেতন বিভাগও ঐ প্রণালীতে অবিরুদ্ধ সুতরাং ঐরূপ
ব্যবস্থায় চেতনাচেতনঘটিত বৈলক্ষণ্যের পরিহার হইতে পারে। কিন্তু
জগৎ অশুদ্ধ, ব্রহ্ম শুদ্ধ, এ বৈলক্ষণ্য ঐ ব্যবস্থায় নিবারিত হয় না,
কাজেই তন্নিবারণার্থ 'তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ' অংশ বলা হইয়াছে। তাহার
অর্থ এই যে, সমস্ত বস্তুই চেতন, এ তত্ত্ব শ্রুতিবাধিত। কারণ কোন

শ্রাবয়ন্ চেতনাদ্‌ব্রহ্মণো বিলক্ষণমচেতনং জগচ্ছ্রাবয়তি। ননু চেতনত্বমপি ক্বচিদচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে, যথা, মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিতি, তত্তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত ইতি চৈবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ, ইন্দ্রিয়বিষয়াপি, তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ ইতি, তে হ বাচমূচুস্ত্বম্ন উদ্গায় ইতি চৈবমাদ্যেতি, অত উত্তরং পঠতি ॥ ৪ ॥

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥৫॥ *

মানান্তরাভাবে স্বার্থেঽর্থঃ শ্রুত্যর্থেনাপবাদনীয়ো, ন তু তদ্বলেন শ্রুত্যর্থো-ঽন্যথয়িতব্য ইত্যর্থঃ। সূত্রান্তরমবতারয়িতুং চোদয়তি—"ননু চেতনত্ব-মপি ক্বচি"দিতি। ন পৃথিব্যাদীনাং চৈতন্যমার্থমেব, কিন্তু ভূয়সীনাং শ্রুতীনাং সাক্ষাদেবার্থ ইত্যর্থঃ। সূত্রমবতারয়তি। "অত উত্তরং পঠতি"।

কোন বিভাগের অচেতনতা উপদেশ করিয়া জগৎকে ব্রহ্মবিলক্ষণ ও অচেতন বলিয়াছেন। [ননু পঠতি] যদি বল, শ্রুতি কোন কোন স্থলে অচেতন অর্থাৎ জড় বলিয়া বিখ্যাত এরূপ ভূতনিচয়কে ও ইন্দ্রিয়-সমূহকে চেতন বলিয়াছেন, যথা—সেই "মৃত্তিকা বলিয়াছিল।" "জল বলিয়াছিল" "তেজ আলোচনা করিল" সেই সকল "জল আলোচনা করিল" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি ভূতসমূহকে চেতন বলিয়াছেন, এইরূপ, ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনী শ্রুতিও আছে। যথা—"সেই সকল্ প্রাণ (ইন্দ্রিয়) আপন আপন শ্রেষ্ঠতারক্ষার্থ বিবাদ করিল, পরে ব্রহ্মার নিকট গমন করিল।" "তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমাদের নিমিত্ত সামগান কর।" ইত্যাদি। (ইহাতে সালক্ষণ্যই সিদ্ধ হয়, বৈলক্ষণ্য হয় না,) সূত্রকার সাংখ্যবাদীর পক্ষ হইয়া এতদ্বিধের সমাধানার্থ বলিতেছেন।—

---

* তু শব্দঃ শঙ্কানিবারণার্থঃ। মৃদব্রবীৎ ইত্যাদৌ তদভিমানিনী দেবতা এব ব্যপদিশ্যতে ন ভূতমাত্রমিন্দ্রিয়মাত্রং বা। যতঃ শ্রুতয় এব তত্র তত্র দেবতাদিশব্দেন তান্ বিশিংষন্তি। অপি তু চ তাঃ সর্বত্র মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদৌ।—মৃত্তিকা বলিল, জল বলিল, এই সকল

তু-শব্দ আশঙ্কামপনুদতি। ন খলু মৃদব্রবীদিত্যেবং-জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বমাশঙ্কনীয়ং যতো-ঽভিমানিব্যপদেশ এষঃ। মৃদাদ্যভিমানিন্যো বাগাদ্য-ভিমানিন্যশ্চ চেতনা দেবতা বদনসম্বদনাদিষু চেতনো-চিতেষু ব্যবহারেষু ব্যপদিশ্যন্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্। কস্মাৎ। বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো হি ভোক্তৃণাং ভূতেন্দ্রিয়া-ণাঞ্চ চেতনাচেতনপ্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাগভিহিতঃ। সর্ব্বচেতন-

বিভজতে "তু-শব্দ" ইতি। নৈতাঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষান্মৃদাদীনাং বাগা-দীনাঞ্চ চৈতন্যমাহুরপি তু তদধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং চিদাত্মনাম্। তেনৈ-তচ্ছ্রুতিবলেন ন মৃদাদীনাং বাগাদীনাঞ্চ চৈতন্যমাশঙ্কনীয়মিতি। কস্মাৎ পুনরেতদেবমিত্যত আহ—"বিশেষানুগতিভ্যাম্"। তত্র বিশেষং ব্যাচষ্টে "বিশেষো হী"তি। ভোক্তৃণামুপকার্য্যত্বাৎ ভূতেন্দ্রিয়াণাঞ্চোপকারকত্বাৎ সাম্যে চ তদনুপপত্তেঃ সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধেশ্চ 'বিজ্ঞানঞ্চাভব'দিতি শ্রুতেশ্চ বিশেষশ্চেতনাচেতনলক্ষণঃ প্রাগুক্তঃ স নোপপদ্যতে। দেবতাশব্দকৃতো

সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিবর্ত্তক। অর্থাৎ 'মৃত্তিকা বলিয়া-ছিল।' ইত্যাদিবিধ শ্রুতি দেখিয়া ভূতের ও ইন্দ্রিয়ের চেতনত্ব শঙ্কা করিও না। কারণ, ঐ ব্যপদেশ (উল্লেখ) দেবতাপর। মৃত্তিকাদির ও বাক্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চেতন; সেই জন্ত তাঁহারাই সেই সেই শ্রুতিতে 'বলিয়াছিল' 'বিবাদ করিল' ইত্যাদিবিধ চেতনযোগ্য ব্যবহার বিষয়ে কথিত হইয়াছেন। কেবল ভূত ও কেবল ইন্দ্রিয় ঐ সকল ব্যবহার করে নাই, তত্তদভিমানিনী দেবতারাই ঐ সকল করিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্ত বিশেষ ও অনুগতি এতদুভয়ের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। [বিশেষোহি... ইতি চ] ভোক্তা (জীব) চেতন-বিভাগ-ভুক্ত, ভূত ও ইন্দ্রিয় অচেতন-বিভাগ-ভুক্ত, এ বিশেষ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এ বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা) সর্ব্বচেতনতাপক্ষে অনুপপন্ন হয়। অপিচ, কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোক্ত

দেখিয়া ভূতাদির চেতনত্ব নিশ্চয় করিতে পার না। কারণ, ঐ সকল বাক্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথন হইয়াছে। কৌষিতকি-ব্রাহ্মণ (বেদভাগ বিশেষ) দেবতা শব্দের দ্বারা ঐ সকল ভূতকে বিশেষিত করিয়াছেন এবং ঐ সকল দেবতা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ।

তায়াং চাসৌ নোপপদ্যতে। অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসম্বাদে করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়েঽধিষ্ঠাতৃচেতনপরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংষন্তি—এতা হ বৈ দেবতা অহং-শ্রেয়সে বিবদমানা ইতি (কৌ০ ২।১৪), তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা ইতি চ। অনুগতাশ্চ সর্ব্বত্রাভিমানিন্যশ্চেতনা দেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-পুরাণাদিভ্যোঽবগম্যন্তে। অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, ইত্যেবমাদিকা চ শ্রুতিঃ করণেষ্বনুগ্রাহিকাং দেবতা-মনুগতাং দর্শয়তি। প্রাণসম্বাদবাক্যশেষে চ, তে হ প্রাণাঃ

বাঽত্র বিশেষো বিশেষশব্দেনোচ্যত ইত্যাহ। "অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসম্বাদ" ইতি। অনুগতিং ব্যাচষ্টে—"অনুগতাশ্চ" ইতি। সর্ব্বত্র ভূতেন্দ্রিয়াদিষনুগতা দেবতা অভিমানিনীরূপদিশন্তি মন্ত্রাদয়ঃ। অপি চ ভূয়স্যঃ শ্রুতয়ঃ—অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ' ইত্যাদয় ইন্দ্রিয়বিশেষগতা দেবতা দর্শয়ন্তি। দেবতাশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞভেদাশ্চেতনাঃ। তস্মান্নোন্দ্রিয়াদীনাং চৈতন্যং রূপত ইতি। অপি চ প্রাণসম্বাদবাক্যশেষে প্রাণানামস্মদাদিশরীরাণামিব ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতানাং ব্যবহারং দর্শয়ন্ প্রাণানাং ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানেন চৈতন্যং প্রত্যয়তীত্যাহ—"প্রাণসম্বাদবাক্যশেষে চ" ইতি। "তত্রৈব ঐক-

---

দেবতা বিশেষণও সর্ব্বচেতনতাপক্ষের নিবারক। বিবদমান প্রাণসমূহ যে কেবল ইন্দ্রিয় নহে; সে বিবাদ যে চেতন-ঘটিত, তাহাই দেখাইবার জন্য কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ দেবতা বিশেষণ দিয়াছেন। (দেবতাবিশেষণে বিশেষিত করাতেই বুঝা গিয়াছে, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতারাই ঐরূপ বিবাদ করিয়াছিল)। বিবাদ যথা—'আপন আপন শ্রেষ্ঠতা সমর্থনের জন্য বিবদমান এই সকল দেবতা—" "পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকল প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জানিয়া" ইত্যাদি। [অনুগতাশ্চ · প্রত্যয়তি] মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণ, ইতিহাস, সর্ব্বত্রই অভিমানিনী চেতন-দেবতার অনুগতি দেখা যায়। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই চেতন-ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সে সকল কথা জড়ের কথা নহে, সমস্তই চেতনের কথা। যথা—"অগ্নিই বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবিষ্ট

প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ, ইতি শ্রেষ্ঠত্বনির্দ্ধারণায় প্রজাপতিগমনং তদ্বচনাচ্চৈকৈকোৎক্রমণেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ, তস্মৈ বলিহরণ ইতি চৈবঞ্জাতীয়কোঽস্মদাদিম্বিব ব্যবহারোঽনুগম্যমানোঽভিমানিব্যপদেশং দ্রঢ়য়তি। তত্তেজ ঐক্ষত ইত্যপি পরস্যা এব দেবতায়া অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষনুগতায়া ইয়মীক্ষা ব্যপদিশ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। তস্মাদ্বিলক্ষণমেবেদং ব্রহ্মণো জগৎ, বিলক্ষণত্বাচ্চ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিত্যাক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥ ৫ ॥

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥ *

তেতাপীতি। যদ্যপি প্রথমে হধ্যায়ে ভাক্তত্বেন বর্ণিতং তথাপি মুখ্যতয়াপি কথঞ্চিন্নেতুং শক্যমিতি দ্রষ্টব্যম্। পূর্ব্বপক্ষমুপসংহরতি—"তস্মা"দিতি। সিদ্ধান্তসূত্রম্।

আছেন।" ইত্যাদি। প্রদর্শিত শ্রুতিসমূহ ঐরূপ ঐরূপ বাক্যে ইহাই দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটী অনুগত (অনুগ্রাহিকা) দেবতা আছে। প্রাণসম্বাদের শেষেও দেখা যায়, প্রাণ সকলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার জন্য সমুদায় প্রাণ প্রজাপতির নিকট গমন করিয়াছিল, প্রজাপতির উপদেশে একে একে উৎক্রান্ত হইয়াছিল, পরে মুখ্য-প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জানিয়া অন্যান্য প্রাণ তাহার (জীবন নির্ব্বাহক প্রাণের) পূজা করিয়াছিল। যেমন আমাদের ব্যবহার, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার বর্ণিত হওয়ায় স্থির হইতেছে, ঐ ব্যপদেশ (উল্লেখ) অভিমানিনী দেবতার, কেবল ইন্দ্রিয়ের নহে। [তত্তেজ...বিধত্তে] "সেই তেজ ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিল" ইত্যাদি স্থলেও তেজঃপ্রভৃতিতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান এবং সে ঈক্ষণ পরমাত্মারই ঈক্ষণ, এইরূপ বুঝিতে হইবেক। প্রদর্শিত যুক্তিতে পাওয়া যায়, জানা যায়, জগতে ব্রহ্মলক্ষণ নাই এবং তাহা না থাকাতেই ইহা ব্রহ্মপ্রভব নহে। বাদীর এবংবিধ আক্ষেপের (পূর্ব্বপক্ষের) সমাধান এইরূপ—

* তু শব্দেন চোদ্যং ব্যাবর্ত্ত্যতে। বিলক্ষণত্বাদেবং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি চোদ্য

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদুক্তং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি নায়মেকান্তঃ। দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশ-নখাদীনামুৎপত্তিরচেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনাম্। নম্বচেতনান্যেব পুরুষাদিশরীরাণ্যচেত-নানাং কেশনখাদীনাং কারণানি, অচেতনান্যেব বৃশ্চিকাদি-শরীরাণ্যচেতনানাং গোময়াদীনাং কার্য্যাণীত্যুচ্যতে, এব-মপি কিঞ্চিদচেতনং চেতনস্যায়তনভাবমুপগচ্ছতি কিঞ্চি-ন্নেত্যস্ত্যেব বৈলক্ষণ্যম্। মহাংশ্চায়ং পারিণামিকঃ স্বভাব-বিপ্রকর্ষঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাঞ্চ রূপাদিভেদাৎ,

---

সূত্রকর্ত্তা উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ তু-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, এ কথা বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বলিতে পার না। যে যাহা হইতে জন্মে অবশ্যই সে তাহার সলক্ষণ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। আমরা উহার ব্যভিচার (ব্যতিক্রম) দেখাইতে পারি। [দৃশ্যতে··· দীনাম্] মনুষ্য চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তৎপ্রভব কেশ নখাদি অচেতন। গোময় সর্ব্ববিদিত অচেতন কিন্তু তৎপ্রভব বৃশ্চিকাদি চেতন। [নম্বচেতনান্যেব···প্রলীয়েত] অচেতন দেহই অচেতন কেশ নখাদির ও অচেতন গোময়ই অচেতন বৃশ্চিকাদিশরীরের উৎপত্তির কারণ, এরূপ বলিলেও স্বীকার করিতে হইতেছে, কিঞ্চিৎ অচেতন চেতনের আশ্রয় হয় এবং কিঞ্চিৎ অচেতন তাহা হয় না। সুতরাং প্রদর্শিত প্রকারেও বৈলক্ষণ্য থাকে; বৈলক্ষণ্যের নিবারণ হয় না। যদি প্রকৃতির সহিত বিকৃতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিত তাহা হইলে নিশ্চিত প্রকৃতিবিকৃতিভাবের উচ্ছেদ হইত। মনুষ্যোৎপন্ন কেশাদির ও গোময়োৎপন্ন বৃশ্চিকাদির পারিণামিক

ন কার্য্যম্। যতো দৃশ্যতে চেতনাৎ পুরুষাৎ কেশনখাদীনাং অচেতনাদপি গোময়াৎ বৃশ্চিকাদীনামুৎপত্তিরিতি শেষঃ। বিলক্ষণত্বাদিত্যস্য হেতোরনৈকান্তিকত্বেতি যাবৎ।—ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন, এই বৈলক্ষণ্য অনুসারে জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, এ আপত্তি হইতেই পারে না। কেন-না চেতন চেতনেরই উৎপাদক, অচেতন অচেতনেরই জনক, ইহা ঐকান্তিক অর্থাৎ নিয়মিত নহে। (ভাষ্য দেখুন)।

তথা গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদীনাঞ্চ। অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলীয়েত। অথোচ্যেত, অস্তি কশ্চিৎপার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষ্বনুবর্ত্তমানো গোময়াদীনাঞ্চ বৃশ্চিকাদিষ্বিতি, ব্রহ্মণোঽপি তর্হি সত্তালক্ষণঃ স্বভাব আকাশাদিষ্বনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দূষয়তা কিমশেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্যাননুবর্ত্তনং বিলক্ষণত্বমভিপ্রেয়তে, উত যস্য কস্যচিৎ, অথ চৈতন্যস্যেতি বক্তব্যম্। প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। ন হ্যসত্যতিশয়ে প্রকৃতিবিকারভাব ইতি ভবতি। দ্বিতীয়ে চাপ্রসিদ্ধত্বম্। দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণো ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিষ্বনুবর্ত্তমান ইত্যুক্তম্।

প্রকৃতিবিকারভাবহেতুং সারূপ্যং বিকল্প্য দূষয়তি।—"অত্যন্তসারূপ্যে চ" ইতি। প্রকৃতিবিকারভাবাভাবহেতুং বৈলক্ষণ্যং বিকল্প্য দূষয়তি—"বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন" ইতি। সর্ব্বস্বভাবাননুবর্ত্তনং প্রকৃতিবিকারভাবাবিরোধি। তদনুবর্ত্তনে তাদাত্ম্যেন প্রকৃতিবিকারভাবাভাবাৎ। মধ্যমস্বসিদ্ধঃ। তৃতীয়স্তু নিদর্শনাভাবাদসাধারণ ইত্যর্থঃ।

স্বভাব এতদূর বিলক্ষণ যে কেশাদি মনুষ্যোৎপন্ন ও বৃশ্চিকাদি গোময়োৎপন্ন হইলেও মনুষ্যের সহিত ও গোময়ের সহিত উহাদের অল্পমাত্রও সারূপ্য সংঘটন হয় না। [অথো দৃশ্যতে] যদি বল, পুরুষের ও গোময়ের যে পার্থিবত্বস্বভাব আছে সেই স্বভাব কেশনখাদিতে ও বৃশ্চিক প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় (সুতরাং তদনুসারে প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অভাব হয় না), ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি,—ব্রহ্মে যে সত্তা নামক স্বভাব আছে সেই স্বভাব তদুৎপন্ন আকাশাদি পদার্থেও আছে। তদনুসারে ব্রহ্মের সহিত আকাশাদির প্রকৃতিবিকৃতিভাব সংরক্ষিত হইবেক। [বিলক্ষণ স্বাৎ] যাঁহারা বৈলক্ষণ্য দেখিয়া জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা বলুন, তাঁহাদের অভিপ্রায় কি? জগতে সমস্ত ব্রহ্মস্বভাবের অনুবর্ত্তন নাই বলিয়াই কি জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণ? যে হেতু ব্রহ্মবিলক্ষণ—সেই হেতু জগৎ

তৃতীয়ে চ দৃষ্টান্তাভাবঃ। কিং হি যচ্চৈতন্যেনানন্বিতং তদ-ব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনং প্রত্যুদাহ্রিয়েত। সমস্তস্যাস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ। আগম-বিরোধস্তু প্রসিদ্ধ এব। চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতি-শ্চেত্যাগমতাৎপর্য্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ। যত্তূক্তং পরিনিষ্পন্ন-ত্বাৎ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সম্ভবেয়ুরিতি তদপি মনো-রথমাত্রম্। রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামাগমমাত্রসমধিগম্য এব ত্বয়-মর্থো ধর্ম্মবৎ। তথা চ শ্রুতিঃ,—

অথ জগদ্যোনিত্বয়াগমাদ্ব্রহ্মণোঽবগমাদাগমবাধিতবিষয়ত্বমনুমানস্য কস্মা-ন্নোদ্ভাব্যত ইত্যত আহ—"আগমবিরোধস্ত" ইতি। ন চাস্মিন্নাগমৈক-সমধিগমনীয়ে ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরস্যাবকাশোঽস্তি যেন তদ্রূপাদায়াগম আক্ষিপ্যেতেত্যাশয়বানাহ—"যত্তূক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাদ্ব্রহ্মণী"তি। যথা হি কার্য্যত্বাবিশেষেঽপ্যারোগ্যকামঃ পথ্যমশ্নীয়াৎ স্বর্গকামঃ সিকতাং ভক্ষয়ে-

ব্রহ্মপ্রভব নহে? ইহাই কি তাঁহাদের অভিপ্রায়? না কোন এক স্বভাবের অননুবর্ত্তনরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে? অথবা চৈতন্য নাই বলিয়া ইহা ব্রহ্মপ্রভব নহে? প্রথম কল্পে প্রকৃতিবিকৃতি-ভাবের উচ্ছেদ আপত্তি, দ্বিতীয় কল্পে আপাদ্যের অসিদ্ধতা। কারণ, ব্রহ্মের-সত্তালক্ষণ স্বভাব (অস্তিত্ব) আকাশ প্রভৃতি যাবত্ত পদার্থে আছে। তৃতীয় কল্পে দৃষ্টান্তের অভাব। যাহা চৈতন্যযুক্ত নহে, তাহা ব্রহ্মপ্রভব নহে,—ইহার নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত ব্রহ্মবাদীকে দেখাইতে পারিবে না। কেন না, ব্রহ্মবাদী সমুদায় জগৎকে ব্রহ্মপ্রভব বলেন। (দৃষ্টান্তমাত্রেই উভয়সম্মত হওয়া আবশ্যক। সেরূপ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত উভয়সম্মত না হইলে তাহা দৃষ্টান্তই হয় না)। যে কল্পই হউক, সকল কল্পই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্রবিরুদ্ধতা দোষ যে পক্ষত্রয়েই আছে—তাহা "প্রকৃতিশ্চ" সূত্রে সাধিত হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। [যত্তূক্তং জাতীয়কাঃ] বলিয়াছিলে যে, ব্রহ্ম যখন নিষ্পাদ্য বস্তু নাহেন, কিন্তু নিত্যনিষ্পন্ন, তখন অবশ্যই তাঁহাতে অন্যান্য প্রমাণ (প্রত্যক্ষাদি) থাকিবেক। সে কথা মনোরথ মাত্র, কথামাত্র। ফলতঃ

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইতি।
"কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব"।

ইতি চৈতৌ মন্ত্রৌ সিদ্ধানামপীশ্বরাণাং দুর্ব্বোধতাং জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ। স্মৃতিরপি ভবতি—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" ইতি,
"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।" ইতি চ,
"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ইতি

দিত্যাদীনাং মানান্তরাপেক্ষতা, ন তু দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজে-তেত্যাদীনাং, তৎ কস্য হেতোঃ, অস্য কার্য্যভেদস্য প্রামাণান্তরাগোচর-ত্বাৎ। এবং ভূতত্বাবিশেষেঽপি পৃথিব্যাদীনাং মানান্তরগোচরত্বং ন তু

তাহা অসম্ভব। কারণ, রূপাদি না থাকায় তিনি প্রত্যক্ষবহির্ভূত। অপিচ, লিঙ্গাদি (প্রত্যক্ষদৃষ্ট—অনুমাপক চিহ্ন) না থাকায় অনুমানাদির অবিষয়। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মও কেবলমাত্র শাস্ত্র-গম্য। জগৎকারণ ব্রহ্ম যে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য—ঈশ্বরগণেরও দুর্ব্বোধ্য—শ্রুতি তাহা দুইটী মন্ত্রে বলিয়াছেন। যথা—"হে প্রিয় নচিকেতা! এই মতি, এই ব্রহ্মজ্ঞান, কেবলমাত্র নিজ বুদ্ধিতে উৎপাদিত করিতে নাই এবং কুতর্কবাধিত করিতেও নাই।" "ইহা অন্যকর্ত্তৃক অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেই ফলবতী হয়, অন্যথা নিষ্ফল হয়।" "যাঁহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি হইয়াছে কে তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে? জানা দূরে থাকুক, তাঁহাকে বলে, বুঝাইয়া দেয়, এমন ব্যক্তিই বা কে আছে?" এ সকল কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"যাহা চিন্তার অতীত, তাহা তর্কে আরোপিত হইবার নহে। অর্থাৎ তাহা তর্কের অপ্রাপ্য। যেহেতু প্রকৃতির পর—সেই হেতু তাহা অচিন্ত্য। অচিন্ত্যতাই সে বস্তুর লক্ষণ।" "এই জগৎকারণ (ব্রহ্ম) অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকার-রহিত।" "কি দেব-

চৈবঞ্জাতীয়কা। যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধচ্ছব্দ এব তর্কমপ্যাদর্ত্তব্যং দর্শয়তীত্যুক্তং, নাঽনেন মিষেণ শুষ্কতর্কস্যাত্রাত্মলাভঃ সম্ভবতি। শ্রুত্যনুগৃহীত এব হ্যত্র তর্কোঽনুভবাঙ্গত্বেনাশ্রীয়তে—স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োরুভয়োরিতরেতরব্যভিচারাদাত্মনোঽনন্বাগতত্বং, সম্প্রসাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদাত্মনা সম্পত্তের্নিষ্প্রপঞ্চসদাত্মত্বং, প্রপঞ্চস্য চ ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকারণানন্যত্বন্যায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেক ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি চ কেবলস্য তর্কস্য

ভূতস্যাপি ব্রহ্মণঃ। তস্যাম্নায়ৈকগোচরস্যাতিপতিতসমস্তমানান্তরসীমতয়া শ্রুত্যাগমসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। যদি শ্রুত্যাগমসিদ্ধং ব্রহ্মণস্তর্কাবিষয়ত্বং, কথং তর্হি শ্রবণাতিরিক্তমননবিধানমিত্যত আহ—"যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ" ইতি। তর্কো হি প্রমাণবিষয়বিবেচকতয়া তদিতিকর্ত্তব্যতাভূতস্তদাশ্রয়ো ঽসতি প্রমাণেঽনুগ্রাহ্যস্যাশ্রয়স্যাভাবাৎ শুষ্কতয়া নাদ্রিয়তে। যস্ত্বাগমপ্রমাণাশ্রয়স্তদ্বিষয়বিবেচকস্তদবিরোধী স মন্তব্য ইতি বিধীয়তে। "শ্রুত্যনুগৃহীত" ইতি। শ্রুত্যা শ্রবণস্য পশ্চাদিতিকর্ত্তব্যতাত্বেন গৃহীতঃ "অনুভবাঙ্গত্বেন" ইতি। মতো হি ভাব্যমানো ভাবনায়া বিষয়তয়াঽনুভূতো ভবতীতি মননমনুভবাঙ্গম্। "আত্মনো ঽনন্বাগতত্ব"মিতি। স্বপ্নাদ্যব-

---

গণ, কি মহর্ষিগণ, কেহই আমার আদি (উৎপত্তি) জানেন না। (নাই বলিয়াই জানেন না)। আমিই সমুদয় দেবতার ও ঋষির আদি অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ।" [যদপি···দর্শয়িষ্যতি] বলিয়াছিলে, শ্রুতি শ্রবণের পর মননের বিধান করায় তর্কের আদর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা বলি, তাই বলিয়া শুষ্ক তর্ক আদর্ত্তব্য (গ্রাহ্য) নহে। যে তর্ক শ্রুতির অনুগামী, অনুভবের সহায় বলিয়া সেই তর্কই গ্রাহ্য। শ্রুতি-সমর্পিত অর্থের অসম্ভাবনাদিপরিহারার্থ অনুকূল তর্কের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু স্বতন্ত্র তর্ক অবলম্বনে তত্ত্বনির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য নহে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই দুই অবস্থা পরস্পরব্যভিচারিণী, আত্মা ঐ সকল অবস্থায় অনন্বিত (অস্পৃষ্ট), সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চত্যাগ হয়, প্রপঞ্চাভাব হেতু তৎকালে, আত্মা সৎসম্পন্ন, (স্বরূপ প্রাপ্ত বা সত্তামাত্রে প্রতিষ্ঠিত) হন, কারণ ও

বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি। যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেনৈব সমস্তস্য জগতশ্চেতনতামুৎপ্রেক্ষেত তস্যাপি বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চেতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনাবিভাবনাভ্যাং চৈতন্যস্য শক্যত এব যোজয়িতুম্। পরস্যৈব ত্বিদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে। কথং, পরমকারণস্য হ্যত্র সমস্তজগদাত্মনো সমবস্থানং শ্রাব্যতে, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবদিতি। তত্র যথা চেতনস্যাচেতনভাবো নোপপদ্যতে বিলক্ষণত্বাৎ, এবমচেতনস্যাপি চেতনভাবো নোপপদ্যতে।

স্বাভিরসম্পৃক্তত্বমুদাসীনত্বমিত্যর্থঃ। অপি চ চেতনকারণবাদিভিঃ কারণসালক্ষণ্যেঽপি কার্য্যস্য কথঞ্চিচ্চৈতন্যাবিভাবনাবিভাবনাভ্যাং বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবদিতি জগৎকারণে যোজয়িতুং শক্যম্। অচেতনপ্রধানকারণবাদিনাস্তু দুর্যোজমেতৎ। ন হ্যচেতনস্য জগৎকারণস্য বিজ্ঞানরূপতা সম্ভবিনী। চেতনস্য জগৎকারণস্য সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাস্বিব সতোঽপি চৈতন্যস্যানাবিভাবনয়া শক্যমেব কথঞ্চিদবিজ্ঞানাত্মত্বং যোজয়িতুমিত্যাহ—"যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেন" ইতি। পরস্যৈব ত্বচেতনপ্রধানকারণবাদিনঃ

কার্য্য ভিন্ন নহে, এক, সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রভব প্রপঞ্চ ভিন্ন নহে, এক, এইরূপ একরূপ অনুগত তর্ক (যুক্তি) গৃহীতব্য। শুষ্ক তর্ক (স্বাধীন বা শ্রুতিনিরপেক্ষ) প্রতারক, তদ্দ্বারা বস্তুনিশ্চয় হয় না, ইহা 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' সূত্রে প্রদর্শিত হইবেক। [যোঽপি...ভবতি] কোন কোন বৈদান্তিক চেতনকারণবাদিনী শ্রুতির বলে সমস্ত জগৎকে চেতন বলেন এবং "তিনি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন) উভয়রূপী হইয়াছেন" এই শ্রুত্যুক্ত বিভাগকে অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তি ঘটিত করিয়া সমঞ্জস করেন। (অর্থাৎ যাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি তাহা চেতন, অপরাপর অচেতন, এইরূপে সমাধান করেন)। এ বিভাগ প্রধানবাদীর পক্ষে কোনও প্রকারে সমঞ্জস হয় না। ফলতঃ পরপক্ষে ঐরূপ বিভাগ অসঙ্গত। বাদী কিপ্রকারে পরম কারণ ব্রহ্মের জগদ্রূপে অবস্থিতি "তিনি চেতন ও অচেতন হইলেন" এবম্প্রকার উপদেশ সঙ্গত করিবে? চেতনের অচেতন হওয়া ও অচেতনের চেতন হওয়া উভয়ই অযুক্ত। এতাবতা ইহাই বলা হইল যে, বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিকতা

প্রত্যুক্তত্বাত্তু বিলক্ষণত্বস্য যথা শ্রুত্যৈব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি ॥ ৬ ॥

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥*

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনঞ্চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতস্যাচেতনস্যাশুদ্ধস্য শব্দাদিমতশ্চ কার্য্যস্য কারণমিষ্যেত, অসৎ তর্হি কার্য্যং প্রাগুৎপত্তেরিতি প্রসজ্যেত, অনিষ্টঞ্চেতৎ সৎকার্য্যবাদিনস্তবেতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ। প্রতিষেধমাত্রং হীদং নাস্য প্রতিষেধ্যমস্তি। ন

সাঙ্খ্যস্য ন যুজ্যেত। "প্রত্যুক্তত্বাত্তু বৈলক্ষণ্যস্য" ইতি। বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তীত্যভ্যুপেত্যেদমুক্তম্। পরমার্থতস্তু নাস্মাভিরেতদভ্যুপেয়ত ইত্যর্থঃ।

ন কারণাৎ কার্য্যমভিন্নমভেদে কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ। কারণবৎ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাচ্চ। অথ চিদাত্মনঃ কারণস্য জগতঃ কার্য্যাদ্ভেদঃ, তথা চেদং জগৎ কার্য্যং সত্ত্বেঽপি চিদাত্মনঃ কারণস্য প্রাগুৎপত্তের্নাস্তি, নাস্তি চেদসদুৎপদ্যেত ইতি সৎকার্য্যবাদব্যাকোপ ইত্যাহ—"যদি চেতনং শুদ্ধ"মিতি। পরিহরতি—"নৈষ দোষ" ইতি। কুতঃ, "প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"। বিভজতে "প্রতিষেধমাত্রং হীদ"মিতি।

নিবারণ করা অসম্ভব। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণের বলেই চেতন-কারণ গৃহীত হইবেক, তাহাতে তর্কের প্রসর (স্থান) হইবে না।

যদি শুদ্ধ, চেতন ও শব্দাদিবিহীন ব্রহ্মকে অশুদ্ধ, অচেতন ও শব্দাদিযুক্ত কার্য্যের (জগতের) কারণ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না। সম্পূর্ণ অভিনব উৎপত্তি হয়। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তির জন্য বলা হইল, ঐ দোষ দোষ নহে। অর্থাৎ চেতনকারণবাদ স্বীকার করিলেও আমাদের কার্য্যাসত্ত্ব

* চেতনকারণবাদাঙ্গীকারে অসৎ উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যস্যাসত্ত্বং চেৎ যদি মন্যসে তন্ন মন্তব্যম্। হেতুমাহ প্রতীতি। প্রতিষেধমাত্রং হি তৎ। তত্র অসদিতি সত্ত্বপ্রতিষেধো নিরর্থক ইতি তথাকাঙ্ক্ষা বৈকল্যম্। মিথ্যাত্বাৎ কার্য্যস্য কালত্রয়েঽপি কারণাত্মনা সত্ত্ব

হ্যয়ং প্রতিষেধঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রতিষেদ্ধুং শক্নোতি। কথম্। যথৈব হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ এবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে। ন হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মানমন্তরেণ স্বতন্ত্রমেবাস্তি "সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কারণাত্মনা তু সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেরবিশিষ্টম্। ননু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং, বাঢ়ং, ন তু শব্দাদিমৎকার্য্যং কারণাত্মনা হীনং প্রাগুৎপত্তেরিদানীঞ্চাস্তীতি। তেন ন

প্রতিপাদয়িষ্যতি হি তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যত্র। যথা কার্য্যং স্বরূপেণ সদসত্ত্বাভ্যাং ন নির্ব্বচনীয়ং অপি তু কারণরূপেণ শক্যং সত্ত্বেন নির্ব্বক্তুমিতি। এবঞ্চ কারণসত্ত্বৈব কার্য্যস্য সত্তা ন ততোঽন্যেতি কথং তদুৎপত্তেঃ প্রাক্ সতি কারণে ভবত্যসৎ? স্বরূপেণ তূৎপত্তেঃ

স্বীকার করিতে হয় না। 'অসৎ=সৎ নহে' এ নিষেধ কেবল বাক্যতঃ নিষেধ। নিষেধ্য না থাকায় উহা বাস্তব নিষেধ নহে। স্থিতিকালে এই সকল কার্য্য যেমন কারণরূপে সৎ (বিদ্যমান), তেমনি, উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইহা কারণরূপে সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বভাগী। অতএব, কার্য্যের কারণরূপে থাকা কোনও কালে নিষিদ্ধ হইবার নহে। এখনও এই কার্য্য (জগৎ) কারণরূপ ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ রূপে নাই। বস্তুতঃ শ্রুতিও জগৎকে কারণরূপে না জানাকে নিন্দা করিয়াছেন। যথা—"যে ব্যক্তি এ সমুদয়কে আত্মাতিরিক্ত দেখে, এ সমুদয় তাহাকে আক্রম (আচ্ছন্ন) করে।" এখন ও উৎপত্তির পূর্ব্বে, উভয় কালেই ইহার কারণরূপিণী সত্তা সমান। সে পক্ষে কোনরূপ ইতরবিশেষ নাই। অতএব, শব্দাদিবিহীন চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে শব্দাদিবিশিষ্ট কার্য্য (জগৎ) কারণরূপের দ্বারা পরিত্যক্ত

নবিলক্ষণত্বাভিসন্ধিঃ।—রূপাদিবিহীন চেতন ব্রহ্মকে রূপাদিবিশিষ্ট অচেতন (জড়) জগতের কারণ বলিলে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা (জগৎ) ছিল না, এরূপ বলা হয় না। কেন না, নিষেধের নিষেধ্য না থাকায় 'অসৎ—ছিল না', এ নিষেধ নিরর্থক। অভিপ্রায় এই যে, জন্মমাত্রেই মিথ্যা সুতরাং তাহার কারণরূপের অস্তিত্ব ত্রৈকালিক অর্থাৎ সকল কালেই সেরূপ অস্তিত্ব আছে।

শক্যতে বক্তুং প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যমিতি, বিস্তরেণ চৈতৎ-কার্য্যকারণানন্যত্ববাদে বক্ষ্যামঃ ॥ ৭ ॥

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

অত্রাহ, যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদিধর্ম্মকং কার্য্যং ব্রহ্মকারণকমভ্যুপগম্যেত, তদাপীতৌ প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যং কারণেঽবিভাগমাপদ্যমানং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিত্যপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্যেবাশুদ্ধ্যাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিত্যসমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্। অপি চ সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণা-

প্রাগুৎপন্নস্য ধ্বস্তস্য বা সদসত্ত্বাভ্যামনবাচ্যস্য ন সতো হসতো বোৎপত্তিরিত নির্ব্বিষয়ঃ সৎকার্য্যবাদপ্রাভবেন ইত্যর্থঃ।

অসামঞ্জস্যং বিভজতে "অত্রাহ" চোদকে', "যদি স্থৌল্যে"তি। যথা হি যবাদিষু হিঙ্গুসৈন্ধবাদীনামবিভাগলক্ষণো লয়ঃ স্বগতরসাদিভির্যবং দূষয়ত্যেবং ব্রহ্মণি বিশুদ্ধ্যাদিধর্ম্মণি জগল্লীয়মানমবিভাগং গচ্ছৎ ব্রহ্ম স্বধর্ম্মেণ দূষয়েন্ন চান্যথা লয়ো লোকাদৃষ্ট ইতি ভাবঃ। কল্পান্তরেণা-সামঞ্জস্যমাহ "অপি চ সমস্তস্যে"তি। ন হি সমুদ্রস্য ফেনোর্ম্মিবুদ্বু-

নহে। (যেহেতু কার্য্য মিথ্যা, সেই হেতু কারণ সকল কালেই সত্য)। সেই জন্যই বাদীর 'উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ' এ আপত্তি অসঙ্গত আপত্তি। এ কথা আমরা কার্য্যকারণের অভেদপ্রতিপাদন স্থলে বিস্তৃত রূপে বলিব।

এ স্থলে কেহ কেহ বলিবেন—এই স্থূল, সাবয়ব, অচেতন, পরিচ্ছিন্ন ও অশুদ্ধ কার্য্য (জগৎ) যদি ব্রহ্মপ্রভবই হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই ইহা

* অপীতৌ প্রলয়ে তদ্বৎ কার্য্যবৎ কারণস্যাপি অসমঞ্জসং অসামঞ্জস্যং ভবতীতি শেষঃ। শঙ্কাসূত্রমেতৎ। বিস্তরস্তু ভাষ্যে।—ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিতে গেলে অন্য এক আশঙ্কা উপস্থিত হয়। যথা—কার্য্যমাত্রেই প্রলয়কালে কারণে লয়প্রাপ্ত হয় (অবিভক্ত বা এক হইয়া যায়), সুতরাং কারণে বহু অসামঞ্জস্য (কার্য্যের দোষ কারণে ঘটনা) হইতে পারে।

ভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগেনোৎপত্তির্ন প্রাপ্নোতীত্য-সমঞ্জসম্। অপি চ ... ... ব্রহ্মণাঽবিভাগং গতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েঽপি পুনরুৎপত্তাবভ্যুপগম্য-মানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্। অথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতৈবমপ্য-পীতিরেব ন সম্ভবতি, কারণাব্যতিরিক্তঞ্চ কার্য্যং ন সম্ভবতী-ত্যসমঞ্জসমেবেতি। অত্রোচ্যতে ॥ ৮ ॥

দাদিপরিণামে বা রজ্জ্বাং সর্পধারাদিবিভ্রমে বা নিয়মো দৃষ্টঃ। সমুদ্রো হি কদাচিৎ ফেনোর্ম্মিরূপেণ পরিণমতে কদাচিদ্ বুদ্বুদাদিনা। রজ্জ্বাং হি কশ্চিৎ সর্প ইতি বিপর্য্যস্যতি কশ্চিদ্ধারেতি। ন চ ক্রমনিয়মঃ। সোঽয়মত্র ভোগ্যাদিবিভাগ নিয়মঃ ক্রমনিয়মশ্চাসমঞ্জস ইতি। কল্পান্তরেণাসামঞ্জস্য-মাহ—"অপি চ ভোক্তৃণা"মিতি। কল্পান্তরং শঙ্কাপূর্ব্বমাহ "অথেদ"মিতি। সিদ্ধান্তসূত্রম্।

প্রলয়কালে কারণব্রহ্মে অভিভাগ প্রাপ্ত হইবেক। লীন বা এক হইয়া যাইবেক। তাহা হইলে নিশ্চিত হয় সেই কারণকে স্বীয় অশুদ্ধ্যাদি দোষে দূষিত করিবেক। লবণ যেমন জলকে দূষিত করে সেইরূপ। ফলিতার্থ এই যে, কার্য্য যেমন অশুদ্ধ তেমনি প্রলয়কালে কারণও অশুদ্ধ হন। ইহা স্বীকার করিলে। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎকারণ, এই ঔপনিষদ দর্শন (জ্ঞান) অসমঞ্জ হইবে। অন্য অসামঞ্জস্য এই যে, এই সমস্ত বিভাগ প্রলয়ে অবিভক্ত হইলে বিভাগনিয়ামক (কারণ বিশেষ) কোন কিছু থাকিবেক না, তাহা না থাকিলে বিভাগক্রমে পুনরুৎপত্তিও হইতে পারিবে না। তৃতীয় অসামঞ্জস্য এই যে, ভোক্তৃগণ (জীবসমূহ) পরমাত্মায় অবিভক্ত হইবেক এবং পুনরুৎপত্তিকালে মুক্তাত্মারও পুনরুদ্ভব প্রসক্তি হইবেক। যদি বল, জগৎ পরমাত্মার সহিত বিভক্তভাবে অবস্থান করিবেক, অদ্বৈতবাদী তাহাও বলিতে পারিবেন না। বিভক্ত থাকিলে আবার প্রলয় কি? প্রলয় অসম্ভব এবং ঔপনিষদ দর্শন যে, কার্য্যকারণের অব্যতিরেক বলেন, তাহাও অসম্ভব হয়। এই জন্যই বলিতেছি, ঔপনিষদ দর্শন সমস্তই অসমঞ্জস। সূত্রকার এই সকল অসামঞ্জস্যের [illegible] বলিতেছেন—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥ *

নৈবাস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমস্তি। যত্তাবদভিহিতং কারণমপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিতি তদদূষণম্। কস্মাৎ। দৃষ্টান্তভাবাৎ। সন্তি হি দৃষ্টান্তা যথা কারণমপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দূষয়তি। তদ্যথা শরাবাদয়োমৃৎপ্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থায়ামুচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিমপিগচ্ছন্তো ন তামাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণবিকারা অপীতৌ ন সুবর্ণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। পৃথিবীবিকারশ্চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি। তৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিৎ

নাবিভাগমাত্রং লয়োঽপি তু কারণে কার্য্যস্যাবিভাগস্তত্র চ তদ্ধর্ম্মাক্ষরণে সন্তি সহস্রং দৃষ্টান্তাঃ। তব তু কারণে কার্য্যস্য লয়ে কার্য্যধর্ম্মকরণে ন দৃষ্টান্তলবোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। যদি কার্য্যস্যাবিভাগঃ

বেদান্তদর্শনে অল্পমাত্রও অসামঞ্জস্য নাই। দৃষ্টান্ত থাকায় "লয়প্রাপ্ত জগৎকারণকে স্বীয় দোষে দূষিত করে" এ দোষ দোষ নহে। লয়প্রাপ্ত কার্য্য কারণকে স্বীয় ধর্ম্মে দূষিত করে না, এ বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মৃত্তিকাদিপ্রভব ঘটাদি বিভাগাবস্থায় (কার্য্যাবস্থায়) নানাপ্রভেদযুক্ত থাকিলেও অবিভাগাবস্থায় অর্থাৎ লয়াবস্থায় কারণকে (মৃত্তিকাকে) স্বীয় ধর্ম্মে সংসৃষ্ট করে না যেমন সুবর্ণপ্রভব রুচকাদি (অলঙ্কার) লয়কালে সুবর্ণকে স্বধর্ম্মবিশিষ্ট করে না, যেমন পৃথিবীবিকার চতুর্ব্বিধ দেহ পৃথিবী প্রাপ্তিকালে স্বধর্ম্মপ্রক্ষিপ্ত করে না, সেইরূপ, জগৎও লয়কালে কারণকে (ব্রহ্মকে) জগদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট করে না। [তৎ বক্ষ্যামঃ] অস্মৎপক্ষে এইরূপ

---

* যদুক্তং দূষণং অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ [illegible] ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ সন্তি দৃষ্টান্তা—লীয়মানং কার্য্যং ন কারণং স্বধর্ম্মসংসৃষ্টং করোতীত্যর্থঃ।—বাদী যে সকল দোষের কথা বলেন সে সকল দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। লয়প্রাপ্ত কার্য্য যে কারণকে স্বধর্ম্মবিশিষ্ট করে না, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

দৃষ্টান্তোঽস্তি। অপীতিরেব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং স্বধর্ম্মেণৈবাবতিষ্ঠেত। অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ কার্য্যস্ত কারণাত্মত্বং ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বং, আরম্ভণশব্দাদিভ্য ইতি বক্ষ্যামঃ। অত্যল্পঞ্চেদমুচ্যতে কার্য্যমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃজেদিতি স্থিতাবপি হি সমানোঽয়ং প্রসঙ্গঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বাভ্যুপগমাৎ। ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যেবমাদ্যাভির্হি শ্রুতিভিরবিশেষেণ ত্রিষ্বপি কালেষু

কারণে, কথং কার্য্যধর্ম্মাকরণং কারণস্যেত্যত আহ "অনন্যত্বেঽপী"তি। যথা রজতস্যারোপিতস্য পারমার্থিকং রূপং শুক্তির্ন চ শুক্তে রজত-মেবমিদমপীত্যর্থঃ। অপি চ স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়কালেষু ত্রিষ্বপি কার্য্যস্য কারণাদভেদমভিদধতী শ্রুতিরসমতিশঙ্কনীয়া। সর্ব্বৈরেব বেদবাদিভিস্তত্র স্থিত্যুৎপত্ত্যোর্যঃ পরিহারঃ স প্রলয়েঽপি সমানঃ কার্য্যস্যাবিদ্যাসমারোপিতত্বং নাম। তস্মান্নাপীতিমাত্রমনুযোজ্যমিত্যাহ "অত্যল্পঞ্চেদমুচ্যতে"

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু ৎপক্ষে দৃষ্টান্ত নাই। (মধুর জল লবণের কারণ নহে, সুতরাং তাহা অদৃষ্টান্ত)। আরও দেখ, কারণে যে কার্য্য থাকে তাহা স্বধর্ম্ম(জলাহরণাদি ধর্ম্ম)বিশিষ্ট নহে। কার্য্য যদি কারণে স্বধর্ম্মসমেত প্রবেশ করিত, তাহা হইলে আর তাহার লয় হইত না। (কার্য্য কারণে শক্তিরূপে লুক্কায়িত থাকে, কার্য্যরূপে থাকে না, তাই তাহার 'লয়' আখ্যা হয়। কার্য্যরূপে থাকিলে 'লয়' শব্দার্থ অসম্ভব হইয়া পড়ে।) যদিও কার্য্য-কারণ এক বা অভিন্ন, তথাপি, কার্য্যই কারণাত্মক, কারণ কার্য্যাত্মক নহে। এ কথা "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" সূত্রে বলা হইবেক। [অত্যল্প সমানঃ] "কার্য্য লয়াবস্থায় কারণকে স্বধর্ম্মসংসৃষ্ট করে না কেন ?" এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ তুচ্ছ। (অভিপ্রায় এই যে, ঐ আপত্তি তোমার ও আমার উভয় পক্ষেই সমান। আমরাও স্থিতিকালের জন্য ঐ দোষ উল্লেখ করিতে পারি।) কার্য্য ও কারণ ভিন্ন নহে, এক, ইহা স্বীকৃত থাকায় কারণে কার্য্যধর্ম্মের প্রবেশাশঙ্কা লয় ও স্থিতি উভয় অবস্থাতেই আছে। "এ সমস্তই আত্মা" "আত্মাই এ সমুদয়" "এ সমস্তই ব্রহ্ম" এই সকল শ্রুতি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিন্ কালেই কার্য্যকারণের অভেদ

কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বং শ্রাব্যতে। তত্র যঃ পরিহারঃ কার্য্যস্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাবিদ্যাধ্যারোপিতত্বান্ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যত ইতি অপীতাবপি স সমানঃ। অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ, যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি-কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে অবস্তুত্বাৎ এবং পরমাত্মাপি সংসার-মায়য়া ন সংস্পৃশ্যত ইতি। যথা চ স্বপ্নদৃগেকঃ স্বপ্নদর্শন-মায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে প্রবোধসম্প্রসাদয়োরনন্বাগতত্বাৎ, এবমবস্থাত্রয়সাক্ষ্যেকোঽব্যভিচার্য্যবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণা ন সংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হ্যেতৎ পরমাত্মনোঽবস্থাত্রয়া-ত্মনাবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবনেতি। অত্রোক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিদ্ভিরাচার্য্যৈঃ—

ইতি। "অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তো" "যথা স্বপ্নদৃগেক" ইতি। লৌকিকঃ পুরুষঃ। "এবমবস্থাত্রয়সাক্ষ্যেক" ইতি। অবস্থাত্রয়মুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ।

থাকা উপদেশ করিয়াছেন। তুমি স্থিতিকালের আশঙ্কা যেরূপে পরিহার করিবে আমি লয়কালের আশঙ্কা সেইরূপে নিবারণ করিব। স্থিতিকালের আশঙ্কা এইরূপে পরিহৃত হইয়া থাকে। যথা—যেহেতু কার্য্য ও কার্য্যের ধর্ম্ম অবিদ্যাকল্পিত—সেই হেতু কারণ কার্য্যে বা কার্য্যধর্ম্মে সংসৃষ্ট (কলু-ষিত) হয় না। (যাহা মিথ্যা; কিরূপে তাহা সত্যকে স্পর্শ করিবে?) ইহার দ্বারা যদি স্থিতিকালের আশঙ্কা পরিহৃত হয়, তাহা হইলে লয়কালের আশঙ্কাও উহার দ্বারা পরিহৃত হইবেক। দোষ সমান হইলে তাহার পরিহারও সমান হয়। [অস্তি···ভাবনেতি] এতদ্ভিন্ন, অন্য দৃষ্টান্তও আছে। যেমন মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) কোনও কালে স্বপ্রসারিত মায়ায় স্পৃষ্ট হয় না, তেমনি, পরমাত্মাও সংসারমায়ায় স্পৃষ্ট হন না। না হইবার কারণ এই যে, মায়ামাত্রেই অবস্তু (মিথ্যা)। যেমন স্বপ্নদর্শী স্বাপ্নিক মায়ায় লিপ্ত হয় না, না হওয়ার নিদর্শন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, তেমনি, অবস্থা-ত্রয়দর্শী এক অব্যভিচারী চিদাত্মা আবস্থিক ধর্ম্মে লিপ্ত হন না। আত্মাতে যে জাগ্রৎ-আদি অবস্থা প্রতীত হয়, তাহা মায়িক। অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-প্রতীতির ন্যায় মিথ্যা। [অত্রোক্তং...ভবিষ্যতি] বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ সম্প্রদায়-

"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা" ॥ ইতি।

তত্র যদুক্তমপীতৌ কারণস্যাপি কার্য্যস্যেব স্থৌল্যাদি-দোষপ্রসঙ্গ ইতি, তদযুক্তম্। যৎ পুনরেতদুক্তং সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্ব্বিভাগেনোৎপত্তৌ নিয়ম-কারণং নোপপদ্যত ইত্যয়মপ্যদোষো দৃষ্টান্তভাবাদেব। যথা হি সুষুপ্তিসমাধ্যাদাবপি সত্যাং স্বাভাবিক্যামবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্যানপোদিতত্বাৎ পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবত্যেবমিহাপি ভবিষ্যতি। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি—ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি, ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তত্তদা ভবন্তীতি। যথা হি অসত্যবিভাগেঽপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞান-

কল্পান্তরেণাসামঞ্জস্যে কল্পান্তরেণ দৃষ্টান্তভাবং পরিহারমাহ "যৎ পুনরে-

বিং প্রাচীন আচার্য্যগণও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"অনাদি মায়ায় নিদ্রিত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, মায়ানিদ্রা ত্যাগ করে, তখন, জন্মাদি-অবস্থা রহিত আত্মাদ্বৈত বুঝিতে পারে বা অনুভব করে।" অতএব, তুমি যে বলিয়াছিলে, কার্য্য স্বীয়কারণে প্রবেশ করিলে কারণকে স্থূল না করে কেন? তাহা নিতান্ত অযুক্ত। (কার্য্য সকল মিথ্যা বলিয়াই তাহার লয়োদয়ে কারণের বৃদ্ধি হ্রাস হয় না।) আর এক দোষ দেখাইয়াছিলে যে, এই সকল বিভাগ অবিভক্ত বা এক হইলে পুনরুৎপত্তিকালে বিভাগ-নিয়ামকের অভাব হইবেক, কিন্তু আমরা বলি, তাহাও দোষ নহে। কেন-না, অবিভাগপ্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বিভাগ হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। সুপ্তি-সমাধি-কালে এ সকল অবিভক্ত হয়, এক হইয়া যায়, আবার প্রবোধ কালে ও ব্যুত্থানকালে পুনর্ব্বিভক্ত হয়। [শ্রুতিশ্চাত্র · মানসাতে] এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"সুপ্তিকালে এই সকল প্রজা (জন্তু) সৎসম্পন্ন হয়। অথচ জানে না, আমরা সৎসম্পন্ন হইয়াছি।* জাগ্রৎকাল আসিলে

* সৎসম্পন্ন—অব্যয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত।

প্রতিবন্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ স্থিতৌ দৃশ্যতে, এবমপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবন্ধৈব বিভাগশক্তিরনুমাস্যতে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্যাপোদিতত্বাৎ। যঃ পুনরয়মন্তেঽপরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতোঽথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতেতি সোঽপ্যনভ্যুপগমাদেব প্রতিষিদ্ধঃ। তস্মাৎ সমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥ *

তদুক্ত”মিতি। অবিদ্যাশক্তের্নিয়তত্বাদুৎপত্তিনিয়ম ইত্যর্থঃ। “এতেন” ইতি। মিথ্যাজ্ঞানবিভাগশক্তিপ্রতিনিয়মেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ কারণাভাবে কার্য্যাভাবস্য প্রতিনিয়মাৎ তত্ত্বজ্ঞানেন চ সশক্তেনো মিথ্যাজ্ঞানস্য সমূলঘাতং নিহতত্বাদিতি।

পুনর্ব্বার ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ ও দংশ প্রভৃতি যথাবিভাগে পুনরুদ্ভূত হয়।” সুপ্তিকালে সমস্ত কার্য্য পরমাত্মায় অবিভাগপ্রাপ্ত হয় অথচ অজ্ঞান-সহায় বিভাগশক্তি বিদ্যমান থাকে। এতদ্দৃষ্টান্তে লয়কালেও বিভাগকারণ অজ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমান করিবে। (সেই সেই অজ্ঞানসংস্কারই পুনরুৎপত্তিকালে বিভাগের নিয়মন করে)। [এতেন… দর্শনম্] পুনঃ সৃষ্টিতে মুক্তাত্মারও পুনরুৎপত্তি হইতে পারে, এ আপত্তিও প্রদর্শিত যুক্তিতে নিরস্ত হইতেছে। সম্যক্ জ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানের বাধ হয়, এ কথা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। (অজ্ঞানের বাধ হয় বলিয়াই মুক্তাত্মার পুনরুৎপত্তি হয় না) সর্ব্বশেষে আর একটী কথা বলিয়াছিলে যে, প্রলয়কালেও জগৎ বিভক্তরূপে পরমাত্মায় অবস্থান করে, সে কথা অগ্রাহ্য। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিতপ্রকারে ঔপনিষদ দর্শন (উপনিষদের জ্ঞান) সমঞ্জস। অসমঞ্জস নহে।

* সাংখ্যপক্ষেঽপি তদ্দোষাণাং সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। যে দোষাঃ সাংখ্যৈঃ প্রদর্শিতাস্তে দোষাঃ সাংখ্যপক্ষেঽপি সন্তীতি তন্নিরাসপ্রয়াসোঽস্মাভিঃ কার্য্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।—ঐ সকল দোষ সাংখ্য মতেও আছে। সাংখ্য যে রীতিতে ঐ সকল দোষের উদ্ধার করিবেন আমরাও সেই রীতিতে করিব। তজ্জন্য পৃথক্ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

স্বপক্ষে চৈতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষা প্রাদুঃষ্যুঃ। কথমিতি, উচ্যতে। যত্তাবদভিহিতং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগদ্-ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি, প্রধানপ্রকৃতিকতায়ামপি সমানমেতচ্ছব্দাদিহীনাৎ প্রধানাচ্ছব্দাদিমতো জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ। অতএব চ বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ সমানঃ প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ। তথাঽপীতৌ কার্য্যস্য কারণাবিভাগাভ্যুপগমাৎ তদ্বৎ প্রসঙ্গোঽপি সমানঃ। তথা মৃদিতসর্ব্ববিশেষেষু বিকারেষ্বপীতাববিভাগাত্মতাং গতেম্বিদমস্য পুরুষস্যোপাদানমিদমস্যেতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতি পুরুষং যে নিয়িতা ভেদা ন তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিয়ন্তুং

কার্য্যকারণয়োর্বৈলক্ষণ্যং তাবৎ সমানমেবোভয়োঃ পক্ষয়োঃ প্রাগুৎপত্তেরসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গোঽপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গশ্চ প্রধানোপাদানপক্ষ এব নাস্মৎ পক্ষ ইতি যদ্যপ্যুপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যামস্তথাপি গুড়-

সাংখ্য যে-সকল দোষ দেখান্ সে সকল দোষ উভয়পক্ষে সমান অর্থাৎ সে সকল দোষ তাঁহার নিজপক্ষেও আছে। সাংখ্য যে বলেন, জগৎ ব্রহ্ম-বিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মপ্রভব নহে, সাংখ্য তাহা বলিতে পারেন না। কারণ, ঐ বৈলক্ষণ্য প্রধানবাদেও আছে। প্রধানবাদী সাংখ্যও শব্দাদিবিহীন প্রধান হইতে শব্দাদিমান জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। কার্য্যে কারণের বৈলক্ষণ্য থাকা স্বীকার করাতেই সাংখ্যের নিজপক্ষ পরপক্ষের সহিত সমান হইতেছে। অর্থাৎ যে দোষ পরপক্ষে—সেই দোষই তাঁহার নিজপক্ষে আছে। অধিকন্তু সাংখ্যপক্ষে অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্যের সিদ্ধান্তে কার্য্যমাত্রেই সৎ কিন্তু কার্য্যে কারণের বৈলক্ষণ্য স্বীকার করায় সে সিদ্ধান্ত থাকিতেছে না। সাংখ্যও প্রলয়কালে কারণে (প্রকৃতিতে) কার্য্যের (জগতের) অবিভাগ (এক হইয়া যাওয়া) স্বীকার করেন সুতরাং তাঁহার নিজপক্ষেও পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহ (কার্য্যের রূপাদি কারণে প্রবেশ করা প্রভৃতি) অবশ্য আক্রমণ করিবে। প্রলয়ের পূর্ব্বে যে প্রত্যেক আত্মার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট

শক্যন্তে কারণাভাবাৎ। বিনৈব চ কারণেন নিয়মেঽভ্যুপগম্যমানে কারণাভাবসামান্যাৎ মুক্তানামপি পুনর্ব্বন্ধপ্রসঙ্গঃ। অথ কেচিদ্ভেদা অপীতাববিভাগমাপদ্যন্তে কেচিন্নেতি চেৎ, যে নাপদ্যন্তে তেষাং প্রধানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতীত্যেবমেতে দোষাঃ সাধারণত্বান্নান্যতরস্মিন্ পক্ষে চোদয়িতব্যা ভবন্তীত্যদোষতামেবৈষাং দ্রঢ়য়তি অবশ্যাশ্রয়িতব্যত্বাৎ॥ ১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ॥ ১১॥ *

জিহ্বিকয়া সমানত্বাপাদনমিদানীমিতি মন্তব্যমিদমস্য পুরুষস্য সুখদুঃখোপাদানং ক্লেশকর্ম্মাশয়াদীদমস্যেতি। সুগমমন্যৎ।

বিভাগ থাকে। অর্থাৎ ভোগ নিয়ামক বিভিন্ন ভোগ্য থাকে। অমুক আত্মার অমুক কর্ম্ম, অমুক ফল, অমুক অমুক-আত্মার অভোগ্য, ইত্যাদি প্রকার নিয়মিত বিভাগ থাকে। প্রলয়কালে সে সমস্ত বিভাগ বিনষ্ট ও এক হয় সুতরাং কারণাভাবপ্রযুক্ত পুনরুৎপত্তি কালে আর সে সকল বা সেরূপ নিয়মিত বিভাগ ঘটিতে বা হইতে পারে না। নিয়ামক কারণের অভাব কালেও যদি নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে, মুক্তপুরুষের পুনর্ব্বন্ধন স্বীকার করিতে হইবেক। কারণ, মুক্তপুরুষেও পূর্ব্বোক্ত সংসারনিয়ামক কারণের অভাব আছে। [অথ…তব্যত্বাৎ] কোন কোন ভেদ (সংঘাত বিশেষ) প্রকৃতি লীন হয়, কোন কোন ভেদ সেরূপ হয় না, এরূপ বলিলেও দোষ হইবেক। দোষ এই যে, যেগুলি প্রকৃতিলীন হইবে না সেগুলিকে আর প্রাকৃতিক বলিতে পারিবে না। (সে পক্ষে, পুরুষ ব্যতীত সমস্তই প্রাকৃতিক, এ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত আছে)। এইরূপে, প্রদর্শিত দোষনিচয় উভয়পক্ষেই সমান জানিবে। যেহেতু সমান, সেই হেতু কোনও পক্ষ উক্ত দোষের অবতারণ করিতে পারেন না এবং পারেন না বলিয়াই তাহা অদোষ অর্থাৎ দোষ নহে। (যে দোষ উভয়-স্বীকার্য্য সে দোষ দোষ নহে)।

* তর্কস্য ঊহস্য অপ্রতিষ্ঠানাৎ অনবস্থিতত্বাৎ অপি শাস্ত্রগম্যে বস্তুনি নাবর্ত্তব্যস্তর্ক ইতি পূরণীয়ম্। হেত্বসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ অন্যথেতি। চেৎ যদ্যপি তর্কস্য অন্যথা প্রকারান্তরেণ

ইতশ্চ নাগমগম্যেঽর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যং, যস্মান্নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্ত্যুৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথা হি—কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে, তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাস্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি

কেবলাগমগম্যেঽর্থে স্বতন্ত্রতর্কাবিষয়ে। ন সাংখ্যাদিবৎ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যমাত্রেণ তর্কঃ প্রবর্ত্তনীয়ো যেন প্রধানাদিসিদ্ধির্ভবেৎ। শুষ্কতর্কো হি স ভবত্যপ্রতিষ্ঠানাৎ। তদুক্তম্—

যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥ ইতি।

ন চ মহাপুরুষপরিগৃহীতত্বেন কস্যচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠা মহাপুরুষাণা-

---

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য, তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উদ্যম করিতে নাই। কারণ এই যে, পুরুষ শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে সকল তর্কের কল্পনা করে, উদ্ভাবন করে, সে সকল তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার (স্থির না থাকার) সম্ভাবনা নাই। কেন-না, কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে যে-পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা করে। [তথাহি...বৈষম্যপাৎ] অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, এক পণ্ডিত অতি যত্নে একটী তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) দেখান। আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা করেন। বা ভুল দেখান্। মানববুদ্ধি বিচিত্র, নানাপ্রকার, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। যে হেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত অর্থাৎ একপ্রকার

প্রতিষ্ঠিতত্বমিতি যাবৎ অনুমেয়ঃ অনুমানার্হং, এবমপি তথাপি অবিমোক্ষঃ মুক্ত্যভাবঃ তস্য প্রসক্তো প্রসক্তির্ভবেদিতি শেষঃ। তর্কোত্থ জ্ঞানাৎ মুক্ত্যযোগাৎ তর্কেণ বেদান্তসমন্বয়বাধো ন যুক্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা তত্রাপি প্রদর্শিত তর্কদোষস্য অনিবারণঃ স্যাদিতি তাৎপর্য্যম্।—তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না অর্থাৎ স্থির থাকে না, সুতরাং তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ আছে। যেহেতু অপ্রতিষ্ঠা দোষ আছে সেই হেতু শাস্ত্রগম্য বস্তুতে তর্কের আদর করা অন্যায্য। যদি বল, অনুমানের বলে এমন তর্ক গ্রহণ করিব—যাহা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থির—বিচলিত হইবার নহে—বলিলেও তর্কের মোচন নাই (তর্কের দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ নিবারিত হয় না) অথবা তর্কপ্রভব জ্ঞানে মুক্তি হয় না, এ আপত্তি পূর্ব্ববৎ হইবেক।

ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুম্। পুরুষমতি-বৈরূপ্যাৎ। অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্যা-ন্যস্য বা সম্মতস্তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রীয়েত, এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব। প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিলকণভুক্প্রভৃতীনাং পরস্পরং বিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ। অথোচ্যেত অন্যথা বয়মনুমাস্যামহে যথা নাপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি, ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যতে বক্তুং,

মেব তার্কিকাণাং মিথো বিপ্রতিপত্তেরিতি সূত্রেণ শঙ্কিত "অন্যথানুমেয়-মিতি চেৎ"। তদ্বিভজতে—"অন্যথা বয়মনুমাস্যামহে" ইতি। নানুমানা-ভাসব্যভিচারেণানুমানব্যভিচারঃ শঙ্কনীয়ঃ প্রত্যক্ষাদিষ্বপি তদাভাসব্যভি-চারেণ তৎপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবল্লিঙ্গানুসরণে নিপুণ-মানুমাত্রা ভবিতব্যং ততশ্চাপ্রত্যূহং প্রধানং সেৎস্যতীতি ভাবঃ। অপি চ যেন তর্কেণ তর্কাণামপ্রতিষ্ঠামাহ স এব তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতোঽভ্যুপেয়-স্তদপ্রতিষ্ঠায়ামিতরাপ্রতিষ্ঠানাভাবাদিত্যাহ—"ন হি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব"

নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ হয় না। যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষদূষিত অর্থাৎ স্থিরতর (অব্যভিচারী) তর্ক হয় না, সেই হেতু তর্ক অবিশ্বাস্য। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থনির্ণয় করা অন্যায্য। [অথ দর্শনাৎ] খ্যাতনামা কপিল সর্ব্বজ্ঞ, তৎকারণে কপিলের তর্ক প্রতিষ্ঠিত (অকাট্য), একপ বলিলে বলিব, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটীও তর্কে অন্যরূপ হইয়া যায়। (কপিল সর্ব্বজ্ঞ, গৌতম অসর্ব্বজ্ঞ, এ বিষয়ে প্রমাণ কি?)। কপিল, কণাদ, গৌতম, ইঁহারা সকলেই খ্যাতনামা—সকলেরই মাহাত্ম্য সর্ব্ব-বিদিত—অথচ তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মতবৈপরীত্য দেখা যায়। (কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ-গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়)। [অথো প্রতিষ্ঠাপ্যতে] যদি বল, আমরা এমন একটী তর্কের অনুমান করিব * (অনুমান খাটাইয়া

* আমরা এরূপ তর্ক করিব বা অনুমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠা দোষ না ঘটে। এরূপ অনুবাদও হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সকল তর্ক সত্য না হউক, ব্যাপ্তিপক্ষ ধর্ম্মতাসম্পন্ন তর্ক (অনুমানরূপ তর্ক) সত্য হইবেক।

এতদপি হি তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠাপ্যতে কেষাঞ্চিৎ, তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেনাঽন্যেষামপি তজ্জাতীয়কাণাং তর্কাণামপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্ব্বলোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হ্যনাগতেঽপ্যধ্বনি সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারায় প্রবর্ত্তমানো লোকো দৃশ্যতে। শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চার্থা-

---

ইতি। অপি চ তর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং সকললোকযাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। ন চ শ্রুত্যর্থাভাসনিরাকরণেন তদর্থতত্ত্ববিনিশ্চয় ইত্যাহ "সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াঞ্চ" ইতি। অপি চ বিচারাত্মকস্তর্কস্তর্কিতপূর্ব্বপক্ষপরিত্যাগেন তর্কিতং

এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইব, যাহার অপ্রতিষ্ঠা দোষ নাই। তোমরা কিছু এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, একটীও প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। একটা না একটী প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে। * (সেই তর্কের দ্বারা আমরা প্রধানসিদ্ধি করিব, তথাপি ব্রহ্মকারণবাদ মানিব না)। এ কথার প্রত্যুত্তর (প্রতিবাদ) এই যে, তাহা হইলে তোমরাও তর্কের দ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব (স্থিরতা) স্থাপিত করিলে। † [কেষাঞ্চিৎ ··ক্রিয়তে] তবে এরূপ বলিতে পার যে, কোন কোন তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠিত্ব কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে। সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে লোকের প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-ব্যবহার কি প্রকারে নির্বাহ হয়? উচ্ছিন্ন হয় না কেন? আমরা দেখিতেছি, প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ সুখদুঃখের প্রাপ্তি-পরিহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টমান। সে চেষ্টা তর্কমূলক। ‡ (তর্কের অন্য নাম কল্পনা)। তর্কের সত্যতা না থাকিলে সে সকল ব্যবহার থাকিত না, এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। অপিচ, শ্রুত্যর্থের

---

* একটী তর্কের সত্যতা দৃষ্ট হইলে তদ্দ্বারা অন্য তর্কের সত্যতা অনুমিত হইতে পারে।

† যেমন নিজে নিজস্কন্ধে আরোহণ করা অসম্ভব, তেমনি, তর্কের দ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় করাও অসম্ভব।

‡ যেমন অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ক প্রবৃত্তি—তেমনি অনাগতবিষয়ক প্রবৃত্তি। লোক সকল অতীত ও বর্ত্তমান ভোজনে ক্ষুধার শান্তি হইতে দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভোজনেও ক্ষুধা শান্তির কল্পনা করে করিয়া আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন করে, ইত্যাদি।

ভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তি নিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে। মনুরপি চৈবমেব মন্যতে—
"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥" ইতি
"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ ইতি চ
ব্রুবন্। অয়মেব চ তর্কস্যালঙ্কারো যদপ্রতিষ্ঠিতত্বং নাম। এবং হি সাবদ্যতর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যস্তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি। ন হি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীদিত্যাত্মনাপি মূঢ়েন ভবিতব্যমিতি কিঞ্চিদস্তি প্রমাণম্। তস্মান্ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষ ইতি চেৎ, এবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ। যদ্যপি

রাদ্ধান্তমনুমানাদি। সতি চৈব পূর্ব্বপক্ষবিষয়ে তর্কে প্রতিষ্ঠারহিতে প্রবর্ত্ততে, তদভাবে বিচারাপ্রবৃত্তেঃ। তদিদমাহ "অয়মেব চ তর্কস্যালঙ্কার" ইতি। তামিমামাশঙ্কাং সূত্রেণ পরিহরতি—"এবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ"। ন বয়মন্যত্র তর্কমপ্রমাণয়ামঃ কিন্তু জগৎকারণসত্ত্বে স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবল্লিঙ্গমস্তি। যত্তু সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যমাত্রং, তদপ্রতিষ্ঠাদো-

---

সন্দেহ হইলে পণ্ডিতেরা বাক্যবৃত্তিনিরূপণ রূপ তর্কের দ্বারা তাহার তাৎপর্য্যার্থনির্ণয় করেন। [মনু· ·নাম] এ কথা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন (তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন)। যথা—"যাঁহারা ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান (তর্ক) ও বিবিধ শাস্ত্র উত্তমরূপে বিদিত হইবেন।" "যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বনপূর্ব্বক ঋষিদৃষ্ট ধর্ম্মবিধি অনুসন্ধান করেন, সেই পুরুষই ধর্ম্মরহস্য জ্ঞাত হন।" অপ্রতিষ্ঠতা তর্কের শোভা, দোষ নহে। [এবং···প্রসঙ্গঃ] যে তর্কে দোষ আছে সে তর্ক ত্যাগ কর, করিয়া নির্দ্দোষ তর্ক গ্রহণ কর। পূর্ব্বপুরুষ মূঢ় ছিলেন বলিয়া আমাকেও মূঢ় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। (অর্থাৎ এক তর্কের দোষ দেখিয়া সকল তর্কের দোষোদ্ঘোষণ অন্যায্য) এরূপ বলিলেও মোচন নাই। [যদ্যপি···মোচায] বিষয়বিশেষে প্রতিষ্ঠিত তর্ক থাকে

কচিদ্বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বমুপলক্ষ্যতে তথাপি প্রকৃতে তাবদ্বিষয়ে প্রসজ্যত এবাপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাদনির্মোক্ষস্তর্কস্য। ন হীদমতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তিনিবন্ধনমাগমমন্তরেণোৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যম্। রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরো লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামিত্যবোচাম। অপি চ সম্যগ্‌জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনামভ্যুপগমঃ। তচ্চ সম্যক্‌জ্ঞানমেকরূপং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ। লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যক্‌জ্ঞানমিত্যুচ্যতে যথাঽগ্নিরুষ্ণ ইতি। তত্রৈবং সতি সম্যগ্‌জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিরনুপপন্না। তর্কজ্ঞানানান্ত্বন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যদ্ধি কেনচিত্তা-

---

যায় মুচ্যত ইতি। কল্পান্তরেণানির্মোক্ষপদার্থমাহ "অপি চ সম্যগ্‌-জ্ঞানান্মোক্ষ" ইতি। ভূতার্থগোচরস্য হি সম্যগ্‌জ্ঞানস্য ব্যবস্থিতবস্তু-গোচরতয়া ব্যবস্থানং লোকে দৃষ্টং যথা প্রত্যক্ষস্য। বৈদিকঞ্চেদং চেতনজগদুপাদানবিষয়ং বিজ্ঞানং বেদোত্থতর্কেতিকর্ত্তব্যতাকং বেদজনিতং

থাকুক, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে (জগৎকারণে) প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। প্রস্তাবিত বিষয়ে তর্কের অস্থিরতা অবশ্য ঘটিবেক। (তর্ক তর্কাতীত বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয় না সুতরাং তর্কের মোচন বা সমাপ্তি হয় না)। শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত অত্যন্ত গম্ভীর, দুরবগাহ, ভাবযাথাত্ম্য অর্থাৎ অবস্থ [illegible] এবং মুক্তির কারণ জগৎকারণের কল্পনা করিতেও পারিবে না। রূপ না থাকায় সে বস্তু প্রত্যক্ষের অবিষয়, লিঙ্গ না থাকায় অনুমানের অতীত, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—হইয়াছে। [অপি চ... ভবেৎ] আরও দেখ, * সম্যক্‌ জ্ঞানে মুক্তি হয়, এ কথা মোক্ষবাদিমাত্রেই স্বীকার করেন। সম্যক্‌ জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে। (আমার এক প্রকার, তোমার এক প্রকার, এরূপ নহে)। কারণ, সম্যক্‌-জ্ঞান

---

* সূত্রের অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ অংশের পৃথক্‌ ব্যাখ্যা দেখাইবার জন্য এ অংশ [illegible] হইয়াছে।

র্কিকেণদমেব সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতিষ্ঠাপিতং তদপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততোঽপরেণ ব্যুত্থাপ্যত ইতি চ প্রসিদ্ধং লোকে। কথমেকরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যক্ জ্ঞানং ভবেৎ। ন চ প্রধানবাদী তর্কবিদামুত্তম ইতি সর্ব্বৈস্তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ, যেন তদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানমিতি প্রতিপদ্যেমহি। ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং, যেন 'তন্মতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যঙ্মতিরিতি স্যাৎ। বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যব-

ব্যবস্থিতং বেদানপেক্ষেণ তু তর্কেণ জগৎকারণভেদমবস্থাপয়তাং তার্কিকাণামন্যোন্যং বিপ্রতিপত্তেস্তত্ত্বনির্দ্ধারণকারণাভাবাচ্চ ন তত্তত্ত্বব্যবস্থেতি ন ততঃ সম্যগ্‌জ্ঞানম্। অসম্যগ্‌জ্ঞানাচ্চ ন সংসারাদ্বিমোক্ষ ইত্যর্থঃ।

(যথার্থজ্ঞান) বস্তুর অধীন, মনুষ্যের অধীন নহে। একরূপাবস্থিত বস্তুই সত্য, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি উষ্ণ, এ জ্ঞান একরূপ অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান। অতএব, সম্যক্ জ্ঞানে মতামত থাকা যুক্তিবিরুদ্ধ। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব; তজ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার ও বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয় কিন্তু সম্যক্ একই প্রকার। সম্যক্ জ্ঞান কস্মিন্ কালেও বিভিন্ন হয় না। এক তার্কিক তর্কের বলে বলিলেন, ইহাই সম্যক্ জ্ঞান, আবার অন্য তার্কিক তাহার খণ্ডন করিয়া বলিলেন, না—তাহা সম্যক্ জ্ঞান নহে, ইহাই সম্যক্ জ্ঞান। অতএব যাহা একরূপ নহে, যাহা অস্থির, তর্কপ্রভব তাদৃশ জ্ঞান কিরূপে সম্যক্ হইতে পারে? [নচ...পদ্যেমহি] কোথাও এমন দেখা যায় না যে, প্রধানবাদী সর্ব্বোত্তম তার্কিক বলিয়া প্রধানবাদীর তর্ক তার্কিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং প্রধানবাদীর জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। [ন চ···স্থিতম্] কতক তার্কিক গত, কতক বর্ত্তমান, কতক পরে হইবেক। সুতরাং সকল তার্কিক এক সময়ে ও একস্থানে মিলিত হয় না। সেই কারণে তাঁহাদের জ্ঞানও এক বিষয়ে একরূপ হয় না। (তাঁহাদের জ্ঞানও ভিন্ন, জ্ঞেয়বস্তুও ভিন্ন সুতরাং সেরূপ ব্যভিচরিত জ্ঞান অসম্যক্ অর্থাৎ অযথার্থ)। যদি

স্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ, তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্-ত্বমতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্যম্। অতঃ সিদ্ধমস্যৈবৌপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্-জ্ঞানত্বং, অতোঽন্যত্র সম্যগ্জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারাবিমোক্ষ এব প্রসজ্যেত। অত আগমবশেনাগমানুসারিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেতি স্থিতম্ ॥ ১১ ॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১২॥ *

বৈদিকস্য দর্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতর্কবলোপেত-ত্বাৎ বেদানুসারিভিশ্চ কৈশ্চিচ্ছিষ্টৈঃ কেনচিদংশেন পরি-

---

ন কার্য্যং কারণাদভিন্নমভেদে কারণরূপবৎ কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ কল্পোত্যর্থানুপপত্তেশ্চ। অভূতপ্রাদুর্ভাবনং হি তদর্থঃ। ন চাস্য কারণাত্মত্বে

সকলের জ্ঞান সকল সময়ে সমানরূপে একবস্তু গ্রহণ করে তাহা হইলে সেই জ্ঞানই সম্যক্‌জ্ঞান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বেদ নিত্য, তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই সমবিদ্যমান ও জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়া তৎপ্রভব একবস্তুবিষয়ক জ্ঞান সকল কালে ও সকল দেশে সমান বা একরূপ হয়। সুতরাং কোনও কালের কোনও তার্কিক সেই বেদজনিত জ্ঞানের সম্যক্‌তা অপহ্নব (লোপ) করিতে সমর্থ নহেন। এই কারণেই উপনিষদ্‌প্রভব জ্ঞানের সম্যক্‌তা ও তর্কপ্রভব জ্ঞানের সম্যক্তা সিদ্ধ হয় এবং তর্কপ্রভব জ্ঞানের অসম্যক্‌তা থাকায় তদ্দ্বারা সংসারমোচন হওয়া অসম্ভাবিত হয়। বিচারের উপসংহার এই যে, শাস্ত্রের ও শাস্ত্রানুসারী তর্কের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও প্রকৃতি (উপাদান)।

সাংখ্যের প্রধানবাদ বৈদিক মতের অতি সন্নিহিত (প্রায় সমান)।

---

* এতেন সন্নিহিতোক্তেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টাপরিগ্রহাঃ শিষ্টৈর্মনুপ্রভৃতিভিরগৃহীতাঃ পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপি বাদা ব্যাখ্যাতা নিরাকৃতা ইতি বেদিতব্যাঃ।—যে সকল কারণে প্রধানবাদ নিরাকৃত হইল সেই সকল কারণে মনু প্রভৃতি শিষ্টগণের অনভিপ্রেত অন্যান্য বাদও নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইবে। অর্থাৎ উহ্য করিয়া লইবে।

গৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবদ্ব্যপাশ্রিত্য যস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপো বেদান্তবাক্যেষূদ্ভাবিতঃ স পরিহৃতঃ, ইদানীমণ্বাদি-বাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিন্মন্দমতিভির্ব্বেদান্তবাক্যেষু পুন-স্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ আশঙ্ক্যতে, ইত্যতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণ-ন্যায়েনাতিদিশতি। পরিগৃহ্যন্ত ইতি পরিগ্রহাঃ। ন পরিগ্রহা

কিঞ্চিদদ্ভূতমস্তি যদর্থময়ং পুরুষো যত্নেত। অভিব্যক্ত্যর্থমিতি চেৎ, ন। তস্যা অপি কারণাত্মত্বেন সত্ত্বাৎ, অসত্ত্বে বাঽভিব্যঙ্গ্যস্যাপি তদ্বৎপ্রসঙ্গেন কারণাত্মত্বব্যাঘাতাৎ। ন হি তদেব তদানীমেবাস্তি নাস্তি চেতি যুজ্যতে। কিঞ্চেদং মণিমন্ত্রৌষধমিন্দ্রজালং কার্য্যেণ শিক্ষিতং যদিদমজাতানিকদ্ধাতি-শয়মব্যবধানমবিদূরস্থানঞ্চ তস্যৈব তদবস্থেন্দ্রিয়স্য পুংসঃ কদাচিৎ প্রত্যক্ষং পরোক্ষঞ্চ যেনাঽস্য কদাচিৎ প্রত্যক্ষমুপলম্ভনং কদাচিদনুমানং কদা-চিদাগমঃ। কার্য্যান্তরব্যবধিকস্য পারোক্ষ্যহেতুরিতি চেৎ, ন। কার্য্য-জাতস্য সদাতনত্বাৎ। অথাপি স্যাৎ কার্য্যান্তরাণি পিণ্ডকপালশর্করাচূর্ণ-কণপ্রভৃতীনি কুম্ভং ব্যবদধতে, ততঃ কুম্ভস্য পারোক্ষ্যং কদাচিদিতি, তন্ন। তস্য কার্য্যজাতস্য কারণাত্মনঃ সদাতনত্বেন সর্ব্বদা ব্যবধানেন কুম্ভস্যাত্যন্তানুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ। কাদাচিৎকত্বে বা কার্য্যজাতস্য ন কারণা ত্মত্বং. নিত্যত্বানিত্যত্বলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গস্য ভেদকত্বাৎ। ভেদাভেদয়োশ্চ পরস্পরবিরোধেনৈকত্র সহাসম্ভব ইত্যুক্তম। তস্মাৎ কারণাৎ কার্য্য-মেকান্তত এব ভিন্নম। ন চ ভেদে গবাশ্ববৎ কার্য্যকারণভাবানুপ-পত্তিরিতি সাম্প্রতম্। অভেদেঽপি কারণরূপবত্তদনুপপত্তেরুক্তত্বাৎ। অত্যন্ত-ভেদে চ কুম্ভকুম্ভকারয়োর্নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবস্য দর্শনাৎ। *তস্মাদন্যত্বা-বিশেষেঽপি সমবায়ভেদ এবোপাদানোপাদেয়ভাবনিয়মহেতুঃ। যস্যাভূত্বা ভবতঃ সমবায়স্তদুপাদেয়ং যত্র চ সমবায়স্তদুপাদানম। উপাদানত্বঞ্চ কারণস্য কার্য্যাদল্পপরিমাণস্য দৃষ্টং যথা তন্ত্বাদীনাং পটাদ্যুপাদানানাং পটাদিভ্যো ন্যূনপরিমাণত্বম্। চিদাত্মনস্তু পরমমহত উপাদানাত্যন্তা-

---

সাংখ্যপক্ষে গুরুতর তর্কবল আছে। বেদমতানুসারী কোন কোন ঋষি তন্মতের কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া বেদ-বাদের বিরুদ্ধে যে প্রধানবাদসমর্থক পূর্ব্বপক্ষসমূহ উদ্ভাবিত হইয়াছিল সে সকল পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অল্পমতি লোক

অপরিগ্রহাঃ। শিষ্টানামপরিগ্রহাঃ শিষ্টাপরিগ্রহাঃ। এতেন প্রকৃতেন, প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টৈর্ম্মনু-ব্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিদংশেনাপরিগৃহীতা যেঽণ্বাদিকারণ-বাদাস্তেঽপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা নিরাকৃতা বেদিতব্যাঃ। তুল্যত্বাৎ নিবাকরণকারণস্য নাত্র পুনরাশঙ্কিতব্যং কিঞ্চি-

রূপরিমাণমুপাদেয়ং ভবিতুমর্হতি। তস্মাদ্যত্রেদমল্পতারতম্যং বিশ্রাম্যতি যতো ন ক্ষোদীয়ঃ সম্ভবতি তজ্জগতোমূলকারণং পরমাণুঃ। ক্ষোদীয়ো-ঽল্পয়ানন্তো তু মেরুরাজসর্ষপয়োস্তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গোঽনন্তাবয়বত্বাভুভয়োঃ। তস্মাৎ পরমমহতো ব্রহ্মণ উপাদানাদভিন্নমুপাদেয়ং জগৎকার্য্যমভিদধতী শ্রুতিঃ প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধাৎ সহস্রসম্বৎসরসত্রপ্রতসম্বৎসরশ্রুতিবৎ কথঞ্চিজ্জঘন্যত্ববৃত্ত্যা ব্যাখ্যেয়েত্যধিকং শঙ্কমানং প্রতি সাংখ্যদূষণমতিদি-শতি "এতেনে"তি সূত্রেণ। অস্যার্থঃ।—কারণাৎ কার্য্যস্য ভেদং তদ-নন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যত্র নিষেৎস্যামঃ। অবিদ্যাসমারোপণেন চ কার্য্যস্য ন্যূনাধিকভাবমপ্যপ্রয়োজকত্বাদুপেক্ষিষ্যামহে। তেন বৈশেষিকা-দ্যভিমতস্য তর্কস্য শুষ্কত্বেনাব্যবস্থিতেঃ সূত্রমিদং সাংখ্যদূষণমতিদিশতি। যত্র কথঞ্চিদ্বেদানুসারিণো মন্বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতস্য সাংখ্যতর্কস্যৈষা গতিস্তত্র পরমাণ্বাদিবাদস্যাত্যন্তবেদবাহ্যস্য মন্বাদ্যপেক্ষিতস্য চ কৈব কথেতি। "কেনচিদংশেনে"তি। সৃষ্ট্যাদয়ো হি ব্যুৎপাদ্যাস্তে চ কিঞ্চিৎ-

পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া বেদান্তবাদের বিরুদ্ধে পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতে পারেন। ইহা ভাবিয়া সূত্রকার ব্যাস প্রধানমল্ল-নিপাতনন্যায়ে এই অতিদেশ-সূত্র বলিয়াছেন। "প্রদর্শিত * যুক্তিতেই শিষ্টগণের অস্বীকৃত পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও নিরস্ত হইয়াছে, ইহা বিদিত হইবে।" যে সকল যুক্তিতে সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ নিরস্ত হইল সেই সকল যুক্তিতেই মনু প্রভৃতি ঋষিগণের অগৃহীত পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি নিরস্ত (খণ্ডিত) হইবেক। নিরাসের কারণ বা যুক্তি সমান। সুতরাং সে পক্ষে কোনরূপ শঙ্কার কারণ নাই। জগৎকারণ সিদ্ধান্ত

* যে প্রধান যোদ্ধা—যে অধিক বলবান্—দেখা যায় যোদ্ধৃগণ অগ্রে তাহাকেই নিপাতিত করে। সে নিপাতিত হইলে, দীনবল অন্য সকল সহজেই নিপাতিত হয়, অথবা ভয়ভীত হইয়া পলায়ন করে। ইহাকেই প্রধানমল্লনিপাতন ন্যায় বলে।

দস্তি। তুল্যমত্রাপি পরমগম্ভীরস্য জগৎকারণস্য তর্কানবগাহ্যত্বং তর্কস্য চাপ্রতিষ্ঠিতত্বমন্যথানুমানেঽপ্যবিমোক্ষ আগমবিরোধশ্চেত্যেবঞ্জাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥ ১২ ॥

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥১৩॥*

অন্যথা পুনর্ব্রহ্মকারণবাদস্তর্কবলেনৈবাক্ষিপ্যতে। যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি, তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়াপহারেঽন্যপরা ভবিতুমর্হতি। যথা মন্ত্রার্থবাদৌ।

সদসত্ত্বাদপূর্ব্বপক্ষন্যায়োৎপ্রেক্ষিতমপ্যাদায় ব্যুৎপাদ্যস্ত ইতি কেনচিদংশেনেত্যুক্তম্। সুগমমন্যৎ।

স্যাদেতৎ। অতিগম্ভীরজগৎকারণবিষয়ত্বং তর্কস্য নাস্তি, কেবলাগমগম্যমেতদিত্যুক্তং, তৎ কথং পুনস্তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ ইত্যত আহ— "যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমাণ"মিতি। প্রবৃত্তা হি শ্রুতিরনপেক্ষতয়া স্বতঃ-

---

দুর্বোধ্য, তর্কের অতীত, তদ্বিষয়ক তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষদুষ্ট, প্রতিষ্ঠিত তর্কের অনুমান করিলেও তর্কের বা সংসারের মোচন নাই এবং আগম বিরোধ দোষও হয়, এই সকল কারণে প্রধানবাদ অগ্রাহ্য এবং ঐ সকল কারণে পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও অগ্রাহ্য।

তর্কবল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকারণবাদের বিরুদ্ধে অন্য প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা হইতেছে। শ্রুতি স্বকীয় অর্থে প্রমাণ সত্য; কিন্তু যে স্থলে স্বকীয় অর্থ অন্যপ্রমাণবিরুদ্ধ হয়—সে স্থলে সে অর্থের ত্যাগ ও অন্য অর্থের (গৌণ অর্থের) গ্রহণ হইয়া থাকে। যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ। (মন্ত্রের ও অর্থবাদের যথাশ্রুত অর্থ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরুদ্ধ হয় বলিয়া অন্য অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে)। এ দিকে তর্ককেও স্বকীয় বিষয় ব্যতীত অন্য

---

* ব্রহ্মকারণবাদাঙ্গীকারে ভোগ্যস্য ভোক্ত্রাপত্তির্ভোক্তুর্বা ভোগ্যভাবাপত্তিরনন্যত্বাদস্য ভবতীতি যাবৎ, ততশ্চাবিভাগঃ প্রসিদ্ধস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবো লোপঃ স্যাদিতি চেৎ যদি কশ্চিৎ চোদয়েৎ তং প্রতি ব্রূয়াৎ লোকবদিতি। অনন্যত্বেঽপি বিভাগব্যবহারোপপত্তেঃ দৃষ্টান্তসম্ভবাদিত্যর্থঃ।—যিনি বলিবেন, ব্রহ্মকারণবাদে অমুক ভোক্তা অমুক ভোগ্য এ ব্যবস্থার অভাব হইতে পারে; কারণ, তন্মতে যে ভোক্তা সে-ই ভোগ্য, এইরূপ নিশ্চয় আছে; বলিলে, তাহাকে বলিবে, দেখাইবে, লোকমধ্যেও অভিন্ন পদার্থের ভেদ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখুন)।

তর্কোঽপি হি স্ববিষয়াদন্যত্রাপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ যথা ধর্ম্মা ধর্ম্ময়োঃ। কিমতো যদ্যেবং অত ইদমযুক্তং যৎপ্রমাণান্তর প্রসিদ্ধার্থবাধনং শ্রুতেঃ। কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধোঽর্থ শ্রুত্যা বাধ্যত ইতি, অত্রোচ্যতে। প্রসিদ্ধো হ্যয়ং ভোক্তৃ ভোগ্যবিভাগঃ। লোকে ভোক্তা চ চেতনঃ শারীরঃ, ভোগ্যা শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি। যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ ভোগ ওদন ইতি। তস্য চ বিভাগস্যাভাবঃ প্রসজ্যেত। যদি ভোক্ত ভোগ্যভাবমাপদ্যেত ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবং আপদ্যেত তয়োশ্চেতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত। ন চাস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্। যথ ত্বদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্ব্বিভাগো দৃষ্টঃ, তথাতীতানাগ

প্রমাণত্বেন ন প্রমাণান্তরমপেক্ষতে। প্রবর্ত্তমানা পুনঃ স্ফুটতরপ্রতি ষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধেন মুখ্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য জঘন্যবৃত্তিতাং নীয়তে যথা মন্ত্রার্থবাদাবিত্যর্থঃ। অতিরোহিতার্থং ভাষ্যম্। "যথা ত্বদ্যত্ব" ইতি

বিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম। (ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না সত্য; কিন্তু জগদ্ভেদবিষয়ক তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়)। এই দুই কারণে বলিতে পারি, শ্রুতির দ্বারা প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ পদার্থের বাধ অন্যান যুক্তিবিরুদ্ধ। কোন্ পদার্থের বাধা? বলিতেছি। [প্রসিদ্ধো… প্রসজ্যেত] ভোক্তা ও ভোগ্য, এই দুই বিভাগ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। চেতন জীব ভোক্তা এবং শব্দাদি বিষয় ভোগ্য। যেমন দেবদত্ত ভোক্তা এবং অন্নাদি ভোগ্য। এই দুই বিভাগের লোপ প্রসক্ত হইতেছে। অন আপত্তি এই যে, হয় ভোক্তা ভোগ্যভাব প্রাপ্ত হইবেক, না হয় ভোগ্য ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হইবেক। কারণ এই যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত বলিয়া পর স্পরের পরস্পরত্ব অর্থাৎ অভেদ আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, বিভাগ বা ভেদ থাকে না। [ন চাস্য…দিতি] যে বিভাগ প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিদিত, সে বিভাগের লোপ অযুক্ত। অনুমান কর, এখন যেমন ভোক্তৃ-ভোগ্য

তয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্যাস্য ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতি চেৎ কশ্চিচ্চোদয়েৎ তং প্রতি ব্রূয়াৎ স্যাল্লোকবদিতি। উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেঽপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথা হি—সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণবীচীতরঙ্গবুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে। ন চ সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণতরঙ্গাদীনামিতরেতরভাবাপত্তির্ভবতি। ন চৈতেষামিতরেতরভাবানুপপত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোঽনন্যত্বং ভবতি। এবমিহাপি। ন চ ভোক্তৃ-

যদ্যতীতানাগতয়োঃ স্বর্গয়োরেব বিভাগো ন ভবেৎ ততস্তদেবাদ্যতনস্য বিভাগস্য বাধকং স্যাৎ, স্বপ্নদর্শনস্যেব জাগ্রদ্দর্শনং, ন ত্বেতদস্তি। অবাধিতাদ্যতনদর্শনেন তয়োরপি তথাত্বানুমানাদিত্যর্থঃ। ইমাং শঙ্কামাপাততোঽবিচারিতলোকসিদ্ধদৃষ্টান্তোপদর্শনমাত্রেণ নিরাকরোতি সূত্রকারঃ "স্যাল্লোকবৎ" ইতি।

বিভাগ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বেও এইরূপ বিভাগ ছিল এবং পরেও থাকিবেক। অতএব, সুপ্রসিদ্ধ ভোক্তৃ ভোগ্য বিভাগের অভাবাপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মকারণবাদ অযুক্ত। যদি কেহ উপরোক্ত প্রকার আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবেক, ঐ বিভাগ লোকানুসারী। অর্থাৎ লোকমধ্যেও একের বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। [উপ...ভবিষ্যতি] আমরা অদ্বয়বাদী, লৌকিক দৃষ্টান্ত থাকায় আমাদের মতেও ঐ বিভাগ উপপন্ন হয়। সমুদ্র জলাত্মক, জলবিকার সকল জলভিন্ন নহে, ভিন্ন না হইলেও, অভিন্ন বা এক হইলেও, ফেণ, বুদ্বুদ, লহরী, তরঙ্গ প্রভৃতি বিভাগ দেখা যায়। যেমন ফেণতরঙ্গলহরী প্রভৃতি জল সকল জলাত্মক সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, ভিন্ন নহে বলিয়া তরঙ্গাদির ভেদপ্রসক্তি হয় না, যুক্তির দ্বারা উক্ত বিকারনিচয়ের ভেদ সিদ্ধ না হইলেও সে সকল যেমন সমুদ্রভিন্ন নহে, প্রস্তাবিত স্থলে ঠিক্ সেইরূপ জানিবে।

ভোগ্যয়োরিতরেতরভাবাপত্তিঃ, ন চ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যত্ব-মিতি ভবিষ্যতি। যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ তথাপি কার্য্যমনুপ্রবিষ্টস্যাস্তি কার্য্যোপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশস্যেব ঘটাদ্যুপাধি-নিমিত্তঃ, ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বেঽপ্যুপপন্নো ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েনেত্যু-ক্তম্ ॥ ১৩ ॥

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥*

অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং

পরিহাররহস্যমাহ—

পূর্ব্বস্মাদবিরোধাদস্য বিশেষাভিধানোপক্রমস্য বিভাগমাহ "অভ্যুপ-

---

দৃষ্টান্তের ন্যায় দার্ষ্টান্তিক ভোক্তৃভোগ্যও ভেদভাবাপন্ন নহে এবং ব্রহ্ম হইতেও ভিন্ন নহে। [যদ্যপি…ত্যুক্তম্] ভোক্তা (জীব) যদিও ব্রহ্মের বিকার নহে, কেন-না, শ্রুতিতে অবিকৃত ব্রহ্মেরই সৃষ্টপদার্থানুপ্রবেশ শুনা যায়, তথাপি, আকাশের দৃষ্টান্তে অনুপ্রবিষ্ট পদার্থের ঔপাধিক বিভাগ স্বীকৃত আছে। (যেমন ঘটাকাশ ও মঠাকাশ প্রভৃতি)। অতএব, পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইলেও প্রদর্শিতপ্রকারে ভোক্তৃভোগ্য বিভাগ-ব্যবস্থার লোপ হয় না, প্রত্যুত তাহা স্থির থাকে।

ব্যবহারিক ভোক্তৃভোগ্যবিভাগ স্বীকার করিয়া বাদিকৃত পূর্ব্বপক্ষের

---

* বস্তুতস্তু, তদনন্যত্বং তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরচ্ছেদঃ—কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যস্যাভাব ইতি যাবৎ আরম্ভণশব্দাদিভ্যোঽবগম্যতে। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যারম্ভণশব্দঃ। আদিপদাৎ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিবিষয়েক্যপ্রতিপাদক বাক্যজাতং গ্রাহ্যম্।—অমুক ভোক্তা, অমুক ভোগ্য, এ বিভাগ ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে। পারমার্থিক না হইলেও ব্যবহারিক বিভাগ মানিয়া লইয়া প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থ পক্ষে ঐ বিভাগ—ঐ বিভাগ কেন, কোনও বিভাগ নাই। [illegible] একাত্মপ্রতিপাদক বাক্যে জানা যায়, কার্য্য ও কারণ এক, ভিন্ন নহে। [illegible] কারণের অনতিরেক। ফলিতার্থ, কার্য্যমাত্রেই কারণাতিরিক্ত নহে।

বিভাগঃ স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতো ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি। যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ। কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে। কুতঃ। আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। আরম্ভণশব্দস্তাবদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে—যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেবসত্যমিতি। এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎ-

---

গম্য চেম"মিতি। স্যাদেতৎ। যদি কারণাৎ পরমার্থভূতাদনন্যত্বমস্যাকাশাদেঃ প্রপঞ্চস্য কার্য্যস্য কুতস্তর্হি ন বৈশেষিকাদ্যুক্তদোষপ্রপঞ্চাবতার ইত্যত আহ—"ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যত" ইতি। ন খল্বনন্যত্বমিত্যভেদং ব্রূমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ। ততশ্চ নাভেদাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ কিন্তুভেদং ব্যাসেধদ্ভির্বৈশেষিকাদিভিরস্মাকং সাহায়কমেবাচরিতং ভবতি। ভেদনিষেধহেতুং ব্যাচষ্টে "আরম্ভণশব্দস্তাব"দিতি। এবং হি ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্বং জগত্তত্ত্বতো জ্ঞায়েত যদি ব্রহ্মৈব তত্ত্বং জগতো ভবেৎ। যথা রজ্জ্বাং জ্ঞাতায়াং ভুজঙ্গতত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি। সা হি তস্য তত্ত্বম্। তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ জ্ঞানমতোঽন্যন্মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমেব। অত্রৈব বৈদিকো দৃষ্টান্তঃ "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" ইতি। স্যাদেতৎ। মৃদি জ্ঞাতায়াং কথং মৃণ্ময়ং ঘটাদি জ্ঞাতং ভবতি। ন হি

প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল কিন্তু পরমার্থদর্শনে ঐ বিভাগ নাই। কেন-না, শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কার্য্যকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু পদার্থান্বিত জগৎ কার্য্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎকার্য্য যে ব্রহ্ম-কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তাহা উপনিষদোক্ত আরম্ভণ বাক্যে ও একাত্মপ্রতিপাদক বাক্যে জানা গিয়াছে। [আরম্ভণ···ইতি] আরম্ভণবাক্য কি তাহা বলিতেছি। ছান্দোগ্য শ্রুতি একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়া দৃষ্টান্তপ্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন—"হে সৌম্য!—শ্বেতকেতো! যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় জানা হয়। মৃত্তিকাই সত্য; বাক্যসৃষ্ট

পিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ। তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে। পুনশ্চ তেজোঽবন্নানাং ব্রহ্মকার্য্যতামুক্ত্বা তেজোঽবন্নকার্য্যাণাং তেজোঽবন্নব্যতিরেকেণাভাবং ব্রবীতি—অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচা-

তন্মৃদাত্মকমিত্যুপপাদিতমধস্তাৎ। তস্মাত্তত্ত্বতোঽভিন্নম্। ন চান্যস্মিন্ বিজ্ঞাতেঽন্যদ্বিজ্ঞাতং ভবতীত্যত আহ শ্রুতিঃ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" বাচয়া কেবলমারভ্যতে বিকারজাতং ন তু তত্ত্বতোঽস্তি। যতো নামধেয়মাত্রমেতৎ। যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি রাহোঃ শির ইতি চ বিকল্পমাত্রম্। যথাহুর্ব্বিকল্পবিদঃ 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প' ইতি। তথা চাবস্তুতয়া ঽনৃতং বিকারজাতং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

বিকার সকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে।" এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই ঘটশরাবাদির পারমার্থিক রূপ। 'ঘট' 'শরাব', এ সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘটশরাবাদি সমস্ত মৃণ্ময় জানা হয়। ঘট, শরাব, উদঞ্চন (জালা), এ সকল মৃত্তিকা ছাড়া নহে, মৃত্তিকাই উহাদের রূপ। সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য; তদ্বিকার সকল মিথ্যা বা নামমাত্র। (মৃত্তিকাই ঘটাদির পারমার্থিক রূপ। মৃত্তিকার অঙ্গসংস্থান কাল্পনিক)। [এষ...দিনা] ব্রহ্মেও এই দৃষ্টান্ত দর্শিত হইয়াছে। এই শ্রৌত 'আরম্ভণ' বাক্যে জানা যাইতেছে, মৃত্তিকায় ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যভূত জগৎ নাই। অন্য শ্রুতিও তেজ, জল ও পৃথিবীকে ব্রহ্মোৎপন্ন বলিয়া অবশেষে সে সকল ব্যতিরিক্ত সে সকলের কার্য্যের (তৈজস প্রভৃতি পদার্থের) অভাব বলিয়াছেন। যথা—"অগ্নির

রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং, ইত্যাদিনা। আরম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যাদিশব্দাৎ, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি, ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, ইত্যেবমাদ্যপ্যাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহর্ত্তব্যম্। ন চান্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে। তস্মাদ্‌যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বং, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামূষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ

তস্মাদ্ঘটশরাবোদঞ্চনাদীনাং তত্ত্বং মৃদেব। তেন মৃদি জ্ঞাতায়াং তেষাং সর্ব্বেষামেব তত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি। তদিদমুক্তং "ন চান্যথৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পাদ্যত" ইতি। নিদর্শনান্তরমপ্যদ্বং দর্শয়ন্নুপসংহরতি "তস্মাদ্‌যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানা"মিতি। যে হি দৃষ্টনষ্টস্বরূপা ন তে বস্তুসন্তো যথা মৃগতৃষ্ণিকোদকাদয়ঃ। তথা চ সর্ব্বং বিকারজাতং তস্মাদবস্তুসৎ। তথাহি—যদস্তি তদস্ত্যেব, যথা চিদাত্মা। ন হ্যসৌ কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিন্নাস্তি কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথাস্ত্যেব, ন নাস্তি। ন চৈবং বিকারজাতং তস্য কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুত্রচিদবস্থানাৎ। তথাহি সৎস্বভাবং চেদ্বিকারজাতং, কথং কদাচিদসৎ অসৎস্বভাবঞ্চেৎ কথং কদাচিৎ সৎ। সদসতোরৈকত্ববিরোধাৎ। ন হি রূপং কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিদ্বা গন্ধো-ভবতি। অথ তস্য সদসত্ত্বে ধর্ম্মৌ, তে চ স্বকারণাধীনজন্মতয়া কদাচিদেব ভবতঃ, তত্রাহ বিকারজাতং দৃশ্যমানং সদাতনমিতি ন বিকারঃ

অস্তিত্ব চলিয়া যায়। বিকার সকল কেবল নাম, নাম সকল বাক্যসৃষ্ট। রূপত্রয় বা তন্মাত্ররূপতাই তাহাদের সত্য।" | আরম্ভণ··· দ্রষ্টব্যম্ | সূত্রে 'আদি' শব্দ থাকায় "এ সকল ব্রহ্মাত্মক" "তিনিই সত্য,—তিনিই আত্মা" "তিনিই তুমি" "আত্মাই এ সমুদয়" "এ সমুদয় ব্রহ্ম" "আত্মাই এ সমস্ত" "এই আত্মায় কোনরূপ নানাত্ব (ভেদ) নাই" এইরূপ এইরূপ আত্মাদ্বৈতবোধক বচনসমূহ উদাহরণার্থ গৃহীত হইবেক। ব্রহ্মই এ সমুদয়, ইহা অস্বীকার করিলে. একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। অতএব, যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা

স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ এবমস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চ-জাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্। নম্বনেকা-ত্মকং ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোঽনেকশাখ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম, অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব, যথা বৃক্ষ ইত্যেকত্বং শাখা ইতি চ নানাত্বং, যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং

কস্যাচিৎ। অথাসত্ত্বসময়ে তন্নাস্তি, কস্য তর্হি ধর্ম্মোঽসত্ত্বম্। ন হি ধর্ম্মিণাপ্রত্যুৎপন্নে তদ্ধর্ম্মোঽসত্ত্বং প্রত্যুৎপন্নমুপপদ্যতে। অথাস্য ন ধর্ম্মঃ কিন্বর্থান্তরমসত্ত্বং, কিমায়াতং ভাবস্য। ন হি ঘটে জাতে পটস্য কিঞ্চি-ন্ভবতি। অসত্ত্বং ভাববিরোধীতি চেৎ, ন। অকিঞ্চিৎকরস্য তত্ত্বানুপ-পত্তেঃ কিঞ্চিৎকরত্বে বা তত্রাপ্যসত্ত্বেন তদনুযোগসম্ভবাৎ। অথাস্যাসত্ত্বং নাম কিঞ্চিন্ন জায়তে কিন্তু স এব ন ভবতি। যথাহুঃ—

'ন তস্য কিঞ্চিদ্ভবতি ন ভবত্যেব কেবলম্'। ইতি।

অথৈষ প্রসজ্যপ্রতিষেধো নিরুপাখ্যঃ। কিং তৎস্বভাবো ভাব উত ভাবস্বভাবঃ স ইতি। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে ভাবানাং তৎস্বভাবতয়া তুচ্ছতয়া জগৎ শূন্যং প্রসজ্যেত। তথা চ ভাবানুভবাভাবঃ। উত্তরস্মিংস্তু সর্ব্বভাবনিত্যতয়া নাভাবব্যবহারঃ স্যাৎ। কল্পনামাত্রনিমিত্তত্বেঽপি নিষে-ধস্য ভাবনিত্যতাপত্তিস্তদবস্থৈব। তস্মাত্তিমিরমস্তি কারণাদ্বিকারজাতং ন বস্তুসৎ। অতো বিকারজাতমনির্ব্বচনীয়মনৃতম্। তদনেন প্রমাণেন সিদ্ধমনৃতত্বং বিকারজাতস্য কারণস্য নিস্বাচ্যতয়া সত্বং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদিনা প্রবন্ধেন দৃষ্টান্ততয়াঽনুবদতি শ্রুতিঃ। 'যত্র লৌকিক-পরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত' ইতি চাক্ষপাদসূত্রং প্রমাণসিদ্ধো দৃষ্টান্ত ইত্যেতৎপরং ন পুনর্লোকসিদ্ধত্বমত্র বিবক্ষিতম্। অন্যথা তেষাং পর-মাণ্বাদির্ন দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ। ন হি পরমাণ্বাদির্নৈসর্গিকবৈনয়িক (বৈশেষি-কেতি পাঠান্তরম্) বুদ্ধ্যতিশয়রহিতানাং লৌকিকাণাং সিদ্ধ ইতি। সম্প্রত্যনেকাত্মবাদিনমুত্থাপয়তি "নম্বনেকাত্মক"মিতি। অনেকাভিঃ শক্তি-

---

যেমন উষরভূমির অনতিরিক্ত, তেমনি, ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত। অর্থাৎ পরমার্থদর্শনে অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই। [নম্বনেকাত্মকং...ব্যস্তীতি] যদি বল, ব্রহ্ম বহুরূপ—বৃক্ষ যেমন বহুশাখা বিত, ব্রহ্মও তেমনি বহুশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত, সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব নানাত্ব

ফেণতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বং, যথা চ মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরা-বাদ্যাত্মনা নানাত্বং, তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানান্মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিক-বৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যত ইতি, এবঞ্চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তীতি। নৈবং স্যাৎ। মৃত্তিকেত্যেব সত্য-

ত্বির্থাঃ প্রবৃত্তয়ো নানাকার্য্যসৃষ্টৈরস্তদ্যুক্তঃ ব্রহ্মৈকং নানা চেতি। কিমতো যদ্যেবমিত্যত আহ—"তত্রৈকত্বাংশেন" ইতি। যদি পুনরেকত্বমেব বস্তু সম্ভবেৎ ততো নানাত্বাভাবাদ্বৈদিকঃ কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সমস্ত এবোচ্ছিদ্যেত। ব্রহ্মগোচরাশ্চ শ্রবণমননাদয়ঃ সর্ব্বে দত্তজলাঞ্জলয়ঃ প্রসজ্যেরন্। এবঞ্চানেকাত্মকত্বে ব্রহ্মণো মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্য-ন্তীতি। তমিমমনেকান্তবাদং দূষয়তি "নৈবং স্যাদি"তি। ইদং তাবদত্র বক্তব্যং। মৃদাত্মনৈকত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বমিতি বদতঃ কার্য্য-কারণয়োঃ পরস্পরং কিমভেদোঽভিমত আহো ভেদ উত ভেদাভেদা-বিতি। তত্রাভেদ ঐকান্তিকে মৃদাত্মনেতি চ ঘটশরাবাদ্যাত্মনেতি চোল্লেখদ্বয়ং নিয়মশ্চ নোপপদ্যতে। ভেদে চোল্লেখদ্বয়নিয়মাবুপপন্না বাত্মনেতি ত্বসমঞ্জসম্। ন হ্যন্যস্যান্য আত্মা ভবতি। ন চানেকান্তবাদঃ। ভেদাভেদাকল্পে তুল্লেখদ্বয়ং ভবেদপি। নিয়মস্ত্বযুক্তঃ। ন হি ধর্ম্মিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ সঙ্করে তদ্ধর্ম্মাবেকত্বনানাত্বে ন সঙ্কীর্য্যেত ইতি সম্ভবতি। ততশ্চ মৃদাত্মনৈকত্বং যাবদ্ভবতি তাবদ্ঘটশরাবাদ্যাত্মনাপি স্যাৎ এবং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং যাবদ্ভবতি তাবন্মৃদাত্মনা নানাত্বং ভবেৎ। সোঽয়ং নিয়মঃ কার্য্যকারণয়োরৈকান্তিকং ভেদমুপকল্পয়ত্যনির্ব্বচনীয়তাং বা কার্য্যস্য। পরাক্রান্তঞ্চাস্মাভিঃ প্রথমাধ্যায়ে তদাস্তাং তাবৎ। তদে-তদযুক্তিনিরাকৃতমনুবদন্তীং শ্রুতিমুদাহরতি।—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যমি"তি।

উভয়ই সত্য, বৃক্ষ যেমন বৃক্ষরূপে এক কিন্তু শাখাপল্লবাদিরূপে নানা, সমুদ্রও সমুদ্ররূপে এক, কিন্তু ফেণতরঙ্গাদিরূপে নানা, মৃত্তিকাও মৃত্তিকা-রূপে এক, আবার ঘটাদিরূপে নানা, এইরূপ, ব্রহ্মও ব্রহ্মভাবে এক কিন্তু জীবাদিভাবে নানা। এতন্মধ্যে একত্বাংশে মোক্ষব্যবহার ও নানাত্বাংশে লৌকিক বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। এ ব্যবস্থাতেও মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ অর্থাৎ সঙ্গত হয়। [নৈবং...ভাবম্] এ বিষয়ে আমরা

মিতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ। বাচারম্ভণ-শব্দেন চ বিকারজাতস্যানৃতত্বাভিধানাৎ। দার্ষ্টান্তিকেঽপি, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যমিতি চ পরমকারণস্যৈবৈকস্য সত্যত্বাবধারণাৎ। স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি চ শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ। স্বয়ংপ্রসিদ্ধং হ্যেতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যতে ন যত্নান্তরপ্রসাধ্যম্। অতশ্চেদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বমভ্যুপগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশোঽপরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ

স্যাদেতৎ। ন ব্রহ্মণো জীবভাবঃ কাল্পনিকঃ কিন্তু ভাবিকঃ, অংশো হি সঃ, তস্য কর্ম্মসহিতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মভাব আধীয়ত ইত্যত আহ। "স্বয়ং প্রসিদ্ধং হী"তি। স্বাভাবিকস্যানাদেরিতি যদুক্তং নানাত্বাংশেন তু কর্ম্ম-কাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতীতি তত্রাহ।—"বাধিতে চ" ইতি। যাবদবাধং হি সর্ব্বোঽয়ং ব্যবহারঃ স্বপ্নদশায়ামিব ভূতোপদর্শিত-

বলি, তাহা হয় না। অর্থাৎ উক্ত ব্যবস্থাও অসঙ্গত। শ্রুতি দৃষ্টান্তবাক্যে মৃত্তিকাকে সত্য বলিয়া জানাইয়াছেন—প্রকৃতি কারণই সত্য, তদাশ্রিত কার্য্য সকল মিথ্যা। কার্য্যের মিথ্যাত্ব বাচারম্ভণ শব্দে ব্যক্ত আছে। দার্ষ্টান্তিক বাক্যেও (যাহার বোধার্থ দৃষ্টান্ত দেখান হয় তাহা দার্ষ্টান্তিক। এখানে দার্ষ্টান্তিক জগৎকারণ ব্রহ্ম।) অদ্বয় পরম কারণের সত্যতাব-ধারণ ও জীবের ব্রহ্মতা উপদিষ্ট আছে। জীবের ব্রহ্মভাব জন্য নহে, অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মতা অনাদি জীবভাবের বাধা (লোপ) জন্মায়। সর্পবুদ্ধি রজ্জুবুদ্ধির যেরূপ বাধক, শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানও জীবভাব জ্ঞানের সেইরূপ বাধক। জীবভাব বিনষ্ট হইলেই তদাশ্রিত সমুদয় অনাদি ব্যবহার—যে সকল ব্যবহার স্থাপনার্থ ব্রহ্মের নানাত্ব কল্পনা করিতেছ সেই সকল ব্যবহার—বিলুপ্ত হইবে। কিছুই থাকিবে না। শ্রুতিও "যখন এ সমুদয় আত্মভূত হইবে

তৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্যাভাবম্। ন চায়ং ব্যবহারাভাবোঽবস্থাবিশেষনিবন্ধোঽভিধীয়ত ইতি যুক্তং বক্তুম্। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্যানবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ। তস্করদৃষ্টান্তেন চানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষং দর্শয়ন্নেকত্বমেবৈকং পারমার্থিকং দর্শয়তি, মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম্। উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোঽপি জন্তুরনৃতাভিসন্ধ ইত্যুচ্যতে। মৃত্যোঃ স মৃত্যু-

পদার্থজাতব্যবহারঃ। স চ যথা জাগ্রদবস্থায়াং বাধকান্নিবর্ত্ততে এবং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যপরিভাবনাভ্যাসপরিপাকভুবা শারীরস্য ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারেণ বাধকেন নিবর্ত্ততে। স্যাদেতৎ। 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যে'দিত্যাদিনা মিথ্যাজ্ঞানাধীনো ব্যবহারঃ ক্রিয়াকারকাদিলক্ষণঃ সম্যগ্‌জ্ঞানেনাপনীয়ত ইতি ন ব্রূতে কিন্ত্ববস্থাভেদাশ্রয়ো ব্যবহারোঽবস্থান্তরপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে যথা বালকস্য কামচারবাদভক্ষতোপনয়নপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে। ন চ তাবতাঽসৌ মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনো ভবত্যেবমত্রাপীত্যত আহ—"ন চায়ং ব্যবহারাভাব" ইতি। কুতঃ, "তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য" ইতি। ন খল্বেতদ্বাক্যমবস্থাবিশেষবিনিয়তং ব্রহ্মাত্মভাবমাহ জীবস্য অপি তু ন ভুজঙ্গো রজ্জুরিয়মিতিবৎ সনাতনং তমভিবদতি। অপি চ সত্যানৃতাভিধানেনাপ্যেতদেব যুক্তমিত্যাহ—"তস্কর-

তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" এইরূপ এইরূপ বাক্যে ব্রহ্মাত্মদর্শীর লৌকিক ও বৈদিক নিখিল ব্যবহারের অভাব হওয়ার কথা বলিয়াছেন। [ন চায়ং···নানাত্বম্] এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ ব্যবহারাভাব অবস্থাবিশেষজনিত। কেন-না, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে দেখা যায়, ঐরূপ ব্যবহারাভাব পারমার্থিক, অবস্থানিবন্ধন নহে। শ্রুতি তস্করের দৃষ্টান্ত দিয়া সত্যবাদীর মুক্তি ও মিথ্যাবাদীর বন্ধন উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, একত্বই পারমার্থিক ও নানাত্ব মিথ্যাবিজৃম্ভিত। [উভয়···দর্শয়তি] একত্ব নানাত্ব উভয় সত্য হইলে শ্রুতি ভেদদর্শীকে মিথ্যাভিসন্ধ বলিবেন কেন? শ্রুতি "যে পরমাত্মায় নানাত্বদর্শন করে সে

মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ইতি চ ভেদদৃষ্টিমপবদন্নে-
তদেব দর্শয়তি। ন চাস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যুপ-
পদ্যতে। সম্যগ্‌জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিন্মিথ্যাজ্ঞানস্য
সংসারকারণত্বেনানভ্যুপগমাৎ। উভয়স্য সত্যতায়াং হি
কথমেকত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানমপনুদ্যত ইত্যুচ্যতে। নন্বে-
কত্বৈকান্তাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকি-
কানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্ নির্ব্বিষয়ত্বাৎ স্থাণ্বাদিষ্বিব

দৃষ্টান্তেন চ" ইতি। "ন চাস্মিন্ দর্শন" ইতি। ন হি জাতু কঠস্য দণ্ড-
কমণ্ডলুকুণ্ডলশালিনঃ কুণ্ডলিজ্ঞানং দণ্ডবত্ত্বং কমণ্ডলুমত্ত্বং বাধতে। তৎ
কস্য হেতোঃ। তেষাং কুণ্ডলাদীনাং তস্মিন্ ভাবিকত্বাৎ। তদ্বদিহাপি
ভাবিকগোচরেণৈকাত্মজ্ঞানেন ন নানাত্বং ভাবিকমপবদনীয়ম্। ন হি
জ্ঞানেন বস্তুপনীয়তেঽপি তু মিথ্যাজ্ঞানেনারোপিতমিত্যর্থঃ। চোদয়তি।—
"নন্বেকত্বৈকান্তাভ্যুপগম" ইতি। অনাদিনিধনাধিগতাসন্দিগ্ধবিজ্ঞানসাধনং
প্রমাণমিতি প্রমাণসামান্যলক্ষণমুপপন্না প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণতামশ্নু-
বতে। একত্বৈকান্তাভ্যুপগমে তু তেষাং সর্ব্বেষাং ভেদবিষয়াণাং বাধি-
তত্বাদপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত। তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভাবনা-
ভাব্যভাবককরণেতিকর্ত্তব্যতাভেদাপেক্ষত্বাদ্ব্যাহন্যেত। তথা চ নাস্তিক্য-
মেকদেশাক্ষেপেণ চ সর্ব্ববেদাক্ষেপাদ্বেদান্তানামপ্যপ্রামাণ্যমিত্যভেদৈকাত্ম-

মৃত্যু প্রাপ্ত হয়" এতদ্বাক্যে ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়াছেন, করিয়া একেরই
সত্যতা দেখাইয়াছেন। [ন চাস্মিন্...ইত্যুচ্যতে] ভেদাভেদ মতে জ্ঞানের
মুক্তিকারণতা অনুপপন্ন হয়। হেতু এই যে, সম্যক্‌জ্ঞাননাশ্য কোন এক
মিথ্যাজ্ঞান সংসারের (বন্ধনের) কারণ, ইহা তাঁহাদের অস্বীকার্য্য
হয়। উভয়সত্যবাদী বলিতে পারিবেন না যে, একত্বজ্ঞান নানাত্ব-
জ্ঞানের নাশক। কেন-না, তাঁহাদের মতে নানাত্বও সত্য। [নন্বেক...
প্রবোধাৎ] বলিতে পার, আত্যন্তিক একত্ব স্বীকার করিতে গেলে নানাত্ব
থাকে না, নানাত্ব মিথ্যা হইয়া যায়, নানাত্ব মিথ্যা হইলে প্রত্যক্ষাদি
প্রমাণও মিথ্যাবিষয়ক বলিয়া মিথ্যা হয়। স্থাণুতে (স্থাণু—মুড়োগাছ)
মনুষ্যজ্ঞান যদ্রূপ, অসত্যে সত্যজ্ঞানও তদ্রূপ (মিথ্যা বা ভ্রম)। অপিচ,

পুরুষাদিজ্ঞানানি, তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাহপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহন্যেত, মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। কথং চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্যাত্মৈকত্বস্য সত্যত্বমুপপদ্যেত ইতি, অত্রোচ্যতে। নৈষ দোষঃ। সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিস্তাবৎ প্রমাণপ্রমেয়ফললক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন

ভ্যুপগমহানিঃ। ন কেবলং বিধিনিষেধাক্ষেপেণাহস্য মোক্ষশাস্ত্রস্যাক্ষেপঃ স্বরূপেণাস্যাপি ভেদাপেক্ষত্বাদিত্যাহ—"মোক্ষশাস্ত্রস্যাপী"তি। অপি চাস্মিন্ দর্শনে বর্ণপদবাক্যপ্রকরণাদীনামলীকত্বাৎ তৎপ্রভবমদ্বৈতজ্ঞানমসমীচীনং ভবেৎ। ন খলু লীকাদ্ধূমাদ্ধূমকেতনজ্ঞানং সমীচীনমিত্যাহ—"কথঞ্চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ" ইতি। পরিহরতি—"অত্রোচ্যত" ইতি। যদ্যপি প্রত্যক্ষাদীনাং তাত্ত্বিকমবাধিতত্বং নাস্তি, যুক্ত্যাগমাভ্যাং বাধনাৎ, তথাপি ব্যবহারে বাধনাভাবাৎ সাংব্যবহারিকমবাধনম্। ন হি প্রত্যক্ষাদিভিরর্থং পরিচ্ছিদ্য প্রবর্ত্তমানো ব্যবহারে বিসম্বাদ্যতে সাংসারিকঃ কশ্চিৎ। তস্মাদবাধনাৎ প্রমাণলক্ষণমতিপতন্তি প্রত্যক্ষাদয় ইতি। "সত্যত্বোপপত্তে"রিতি সত্যত্বাভিমানোপপত্তেরিতি। গ্রহণকবাক্যমেতদ্বিভজতে। "যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তি"রিতি। বিকারানেব তু শরী-

বিধি-নিষেধ-শাস্ত্র ভেদসাপেক্ষ, ভেদ না থাকিলে তাহারও ব্যাঘাত। মোক্ষশাস্ত্রও ভেদসাপেক্ষ—গুরু শিষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ অবলম্বনে প্রবৃত্ত। ভেদ মিথ্যা হইলে সুতরাং মোক্ষশাস্ত্রও মিথ্যা হইবেক। যদি মোক্ষ শাস্ত্রকে মিথ্যা বল, তাহা হইলে তৎপ্রতিপাদিত একাত্মবাদের সত্যতা অবশ্য অনুপপন্ন হইবে। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, একত্বের সত্যতা পক্ষে ঐ সকল দোষ বা আপত্তি হইতেই পারে না। কারণ, ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানের পূর্ব্বে সমস্ত ব্যবহারের সত্যতা (ব্যবহারিক সত্যতা) উপপন্ন হইতে পারে। প্রবোধের পূর্ব্বে স্বপ্ন ব্যবহারের সত্যতা যদ্রূপ, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বেও লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সত্যতা তদ্রূপ। যাবদ্ধি ইত্যাদি। যতকাল না একত্ব প্রতিপত্তি (অদ্বিতীয়াত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-

কস্যাচিদুৎপদ্যতে। বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতাপ্রবোধাদুপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্ন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ। ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি তদ্বৎ। কথং ত্বসত্যেন বেদান্তবাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মত্বস্য প্রতিপত্তিরুপপদ্যেত,

রাদীনহমিত্যাত্মভাবেন পুত্রপশ্বাদীন্মমেত্যাত্মীয়ভাবেনেতি যোজনা। "বৈদিকশ্চ" ইতি। কর্ম্মকাণ্ডমোক্ষশাস্ত্রব্যবহারসমর্থনা। "স্বপ্নব্যবহারস্যেব" ইতি বিভজতে। "যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য" ইতি। কথঞ্চানৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণেতি যদুক্তং তদনুভাষ্য দূষয়তি—"কথং ত্বসত্যেন" ইতি। শক্যমত্র বক্তুং শ্রবণাদ্যুপায় আত্মসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তো বেদান্তসমুত্থোঽপি জ্ঞাননিচয়োঽসত্যঃ সোঽপি হি বৃত্তিরূপঃ কার্য্যতয়া নিরোধধর্ম্মা যস্তু ব্রহ্মস্বভাবসাক্ষাৎকারোঽসৌ ন কার্য্যস্তৎস্বভাবত্বাৎ তস্মাদচোদ্যমেতৎ 'কথমসত্যাৎ সত্যোৎপাদ' ইতি। যৎ খলু সত্যং ন তদুৎপদ্যত ইতি কুতস্তস্যাসত্যাদুৎপাদো যচ্চোৎপদ্যতে তৎসর্ব্বমসত্যমেব। সাংব্যবহারিকস্তু সত্যত্বং বৃত্তিরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্যেব শ্রবণাদীনামপ্যভিন্নং তস্মাদভ্যুপেত্য বৃত্তিস্বরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য পরমার্থসত্যতাং ব্যভিচারোদ্ভাবনমিতি মন্তব্যম্। যদ্যপি সাংব্যবহারিকস্য সত্যাদেব ভয়াৎ সত্যং মরণমুৎ-

কার) হয়, তত কাল কোনও প্রাণীর প্রমাণ, প্রমেয়, ফল, এই সকল ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধি জন্মে না। (ঐ সকলকে মিথ্যা বলিয়া জানে না)। সমস্ত জীব তাবৎপর্য্যন্ত আপনার ব্রহ্মভাব ভুলিয়া থাকিয়া অবিদ্যাকল্পিত বিকার সমূহকে 'আমি' 'আমার' বলিয়া জানে। অতএব, ব্রহ্মাত্মতাবোধের পূর্ব্বে লৌকিক বৈদিক ব্যবহারের অলোপ যুক্তিসিদ্ধ। যেমন প্রাকৃত জীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয় ততক্ষণ সে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাত্ব জানে না, সে-সকলকে সত্য বলিয়াই জানে, আত্মপ্রবোধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত লৌকিক বৈদিক ব্যবহার সকল তদ্রূপ জানিবে। [কথং...দর্শনাৎ] যদি বল (মিথ্যা বেদান্তবাক্যে সত্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান

ন হি রজ্জুসর্পেণ দষ্টো ম্রিয়তে, নাপি মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসা পানাবগাহনাদিপ্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি। নৈষ দোষঃ। শঙ্কাবিষাদিনিমিত্তমরণাদিকার্য্যোপলব্ধেঃ। স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যদর্শনাৎ। তৎকার্য্যমপ্যনৃত-

পদ্যতে তথাপি ভয়হেতুরহিতজ্ঞানং বাহসত্যং হতো স্বয়ং সত্যং জায়ত ইত্যসত্যাৎসত্যস্যোৎপত্তিরুক্তা। যদ্যপি চাহিজ্ঞানমপি স্বরূপেণ সৎ তথাপি ন তজ্জ্ঞানত্বেন ভয়হেতুরপি তু নির্ব্বাচ্যাহিরূপিতত্বেন। অন্যথা রজ্জুজ্ঞানা-দপি ভয়প্রসঙ্গাজ্জ্ঞানত্বেনাবিশেষাৎ। তস্মাদনির্ব্বাচ্যাহিরূপিতং জ্ঞান-মপ্যনির্ব্বাচ্যমিতি সিদ্ধমসত্যাদপি সত্যস্যোপজন ইতি। ন ভ্রমঃ সর্ব্বস্মাদসত্যাৎ সত্যস্যোপজনো যতঃ সমারোপিতধূমভাবায়া ধূমমহিষ্যা বহ্নিজ্ঞানং সত্যং স্যাৎ। ন হি চক্ষুষো রূপজ্ঞানং সত্যমুপজায়ত ইতি রসাদিজ্ঞানেনাপি ততঃ সত্যেন ভাবতব্যম্। যতো নিয়মো হি স তাদৃশঃ সত্যানাং যতঃ কুতশ্চিৎ কিঞ্চিদেব জায়ত ইত্যেবমসত্যানামপি নিয়মো যতঃ কুতশ্চিদসত্যাৎ সত্যং কুতশ্চিদসত্যং যথা দীর্ঘত্বাদের্বর্ণেষু সমারোপিতস্যাবিশেষেঽপ্যর্জীনমিত্যতো জ্যানিরহমবগচ্ছন্তি সত্যমজিন-মিত্যতস্তু সমারোপিতদীর্ঘভাবাজ্জ্যানিবিরহমবগচ্ছন্তো ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চোভয়ত্র দীর্ঘসমারোপং প্রতি কশ্চিদস্তি ভেদঃ। তস্মাদুপপন্ন-মসত্যাদপি সত্যস্যোদয় ইতি। নিদর্শনান্তরমাহ—“স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য” ইতি। যথা সাংসারিকো জাগ্রদ্ভুজঙ্গং দৃষ্ট্বা পলায়তে ততশ্চ ন দংশ-বেদনামাপ্নোতি, পিপাসুঃ সলিলমালোক্য পাতুং প্রবর্ত্ততে ততস্তদাস্বাদ্য পায়ম্পায়মাপ্যায়িতঃ সুখমনুভবতি, এবং স্বপ্নান্তিকেঽপি তদবস্থং সর্ব্ব-মিত্যসত্যাৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ। শঙ্কতে। “তৎকার্য্যমপ্যনৃতমেব” ইতি।

হওয়া কি প্রকারে উপপন্ন হয়? জীব রজ্জুসর্পের দংশনে মরে না এবং মৃগতৃষ্ণিকা জলে পানাবগাহনাদি প্রয়োজনও নিষ্পন্ন হয় না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, বেদান্তবাক্য মিথ্যা হইলেও ঐ দোষ প্রদত্ত হইতে পারে না। রজ্জুসর্পদংশনেও ত্রাস শঙ্কা বিষাদাদি মারক ক্রিয়া হইতে দেখা যায় এবং সুপ্তপুরুষও স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট জলে ও মৃগতৃষ্ণিকাজলে স্নানাদি কার্য্য করিয়া থাকে। [তৎকার্য্য…কশ্চিৎ] সে সকল ক্রিয়াও মিথ্যা, এ কথা বলিলে বলিব, যদিও স্বপ্নদর্শনাবস্থার সর্পদংশন ও জলাবগাহন

মেবেতি চেৎ ব্রূয়াৎ তত্র ব্রূমঃ। যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যমনৃতং তথাপি তদবগতিঃ সত্য-মেব ফলং প্রতিবুদ্ধস্যাপ্যবাধ্যমানত্বাৎ। ন হি স্বপ্নাদুত্থিতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যং মিথ্যেতি মন্যমান-স্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্যতে কশ্চিৎ। এতেন স্বপ্ন-দৃশোঽবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদো দূষিতো বেদিতব্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

এবমপি নাসত্যাৎ সত্যস্য সিদ্ধিরুক্তেত্যর্থঃ। পরিহরতি। "তত্র ব্রূমো, যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য" ইতি। লৌকিকো হি সুপ্তোত্থিতোঽবগত্যং বাধিতং মন্যতে ন তদবগতিঃ। তেন যদ্যপি পরীক্ষকা অনির্ব্বাচ্য-ত্বমিতামবগতিমনির্ব্বাচ্যাং নিশ্চিন্বন্তি তথাপি লৌকিকাভিপ্রায়েণৈতদুক্তম। অত্রান্তরে লৌকায়তিকানাং মতমপাকরোতি—"এতেন স্বপ্নদৃশো-ঽবগত্যবাধনেন" ইতি। যদা খল্বয়ং চৈত্রস্তামরক্ষবীং ব্যাত্তবিকটদংষ্ট্রা-করালবদনামুত্তব্ধবস্ত্রমস্তকাবচুম্বিলাঙ্গুলামতিরোষারুণবৃত্তবিশালবৃত্তলোচ-নাং রোমাঞ্চসঙ্কয়োৎফুল্লভীষণাং স্ফটিকাচলভিত্তিপ্রতিবিম্বিতামভ্যমিত্রীণাং তন্নুমাস্থায় স্বপ্নে প্রতিবুদ্ধো মানুষীমাত্মনস্তনুং পশ্যতি তদোভয়দেহানু-গতমাত্মানং প্রতিসন্দধানো দেহাতিরিক্তমাত্মানং নিশ্চিনোতি। ন তু দেহমাত্রম্। তস্মাত্রত্বে দেহবৎ প্রতিসন্ধানাভাবপ্রসঙ্গাৎ। কথঞ্চৈতদুপ-পদ্যেত যদি স্বপ্নদৃশোঽবগতিরবাধিতা স্যাৎ তদ্বাধে তু প্রতিসন্ধানা-ভাব ইতি। অসত্যাচ্চ সত্যপ্রতীতিঃ শ্রুতিসিদ্ধাঽন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা

প্রভৃতি মিথ্যা, তথাপি, সে সকলের জ্ঞান মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইলে জাগ্রৎকালে তাহা থাকিত না। স্বপ্নদর্শক পুরুষ স্বপ্নত্যাগের পর সর্পদংশ-নাদি কার্য্যকলাপকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও তদবগাহী জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া জানে না। (স্বপ্নে যে 'আমাকে সাপে কামড়াইয়াছে' ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, সে জ্ঞানকে সে সত্য বলিয়াই জানে)। [এতেন ... বেদিতব্যঃ] স্বপ্নদ্রষ্টার স্বাপ্নজ্ঞানের বাধ হয় না অর্থাৎ তাহা জাগ্রৎকালেও অনুবৃত্ত থাকে, এতদ্দ্বারা দেহাত্মবাদেও দোষ দেওয়া হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবেক। [তথাচ ... দর্শয়তি] শ্রুতিও বলিয়াছেন, স্বপ্নদর্শন

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" ইতি

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমৃদ্ধেঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি। তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিদরিষ্টেষু জাতেষু ন চিরমিব জীবিষ্যতীতি বিদ্যাদিত্যুক্ত্বা অথ যঃ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তীত্যাদিনা তেনাসত্যে-নৈব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যত ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং লোকেঽন্বয়ব্যতিরেককুশলানাং ঈদৃশেন স্বপ্ন-দর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যত ঈদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি। তথা-ঽকারাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা রেখানৃতাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ।

চেত্যাহ—"তথা চ শ্রুতি"রিতি। "তথাকারাদী"তি। যদ্যপি রেখা-স্বরূপং সত্যং তথাপি তদ্‌যথাসঙ্কেতমসত্যম্। ন হি সঙ্কেতয়িতারঃ সঙ্কে-

অসত্য হইলেও তাহার সমৃদ্ধি-ফল সত্য। যথা—"কাম্যকর্ম্মকালে স্বপ্নে স্ত্রী-সন্দর্শন হইলে জানিতে হইবেক, তাদৃশ স্বপ্নের ফল সমৃদ্ধি।" অর্থাৎ স্বপ্নে স্ত্রীসন্দর্শন হইলে তাৎকালিক কাম্যকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে ও উত্তমরূপে নির্বাহ হইয়া থাকে। [তথা...দর্শয়তি] শ্রুতি 'কোন এক অরিষ্ট (মরণের পূর্ব্ব-লক্ষণ) প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবেক যে, অরিষ্টদর্শক শীঘ্রই মরিবে।' এইরূপ বলিয়া অবশেষে 'যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ বিকট পুরুষ দেখে, স্বপ্নদৃষ্ট সেই পুরুষ শীঘ্রই তাহাকে বিনাশ করে।' এইরূপ এইরূপ উক্তি করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসত্য স্বপ্নও সত্যমরণের সূচক (অনু-মাপক)। [প্রসিদ্ধং...প্রতিপত্তেঃ] অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে মঙ্গল হয়, অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল হয়, এ সকল তথ্য অন্বয়-ব্যতি-রেক-কুশল * লৌকিক পুরুষের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ, মিথ্যা বা কল্পিত রেখাকার জ্ঞানের দ্বারা অকল্পিত অ-কারাদি অক্ষরের জ্ঞান হইতে দেখা যাইতেছে। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, বেদান্ত শাস্ত্র কল্পিত হইলেও তাহার অকল্পিত সত্যব্রহ্ম বুঝাইবার ক্ষমতা

* অমুক হইলে বা থাকিলে অমুক ফল হয়, না হইলে বা না থাকিলে হয় না, ইত্যাদি প্রকার পরীক্ষায় নিপুণ। পরীক্ষানিপুণেরা স্বপ্নের ফলাফল বিদিত আছেন।

অপি চান্ত্যমিদং প্রমাণমাত্মৈকত্বস্য প্রতিপাদকং নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি। যথা হি লোকে যজেতেত্যুক্তে কিং কেন কথং ইত্যাকাঙ্ক্ষ্যতে ন চৈবং তত্ত্বমসীত্যুক্তে কিঞ্চিদন্যদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বাদবগতেঃ। সতি হ্যন্যস্মিন্নবশিষ্যমাণেঽর্থ আকাঙ্ক্ষা স্যাৎ ন ত্বাত্মৈকত্বব্যতিরেকেণাবশিষ্যমাণোঽন্যোঽর্থোঽস্তি য আকাঙ্ক্ষ্যেত। ন

তয়ৈবেদৃশেন রেখাভেদেনাঽয়ং বর্ণঃ প্রত্যেতব্যো ঽপি তাদৃশো রেখাভেদোঽকার ঈদৃশশ্চ ককার ইতি। তথা চাসমীচীনাৎ সঙ্কেতাৎ সমীচীনবর্ণাবগতিরিতি সিদ্ধম্। যচ্চোক্তমেকত্বাংশেন জ্ঞানমোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতীতি তত্রাহ—"অপি চান্ত্যমিদং প্রমাণ"মিতি। যদি খল্বেকত্বানেকত্বনিবন্ধনৌ ব্যবহারাবেকস্য পুংসোঽপর্য্যায়েণ সম্ভবতস্ততস্তদর্থমুভয়সদ্ভাবঃ কল্পেত, ন ত্বেতদস্তি। ন হ্যেকত্বাবগতিনিবন্ধনঃ কশ্চিদস্তি ব্যবহারস্তদবগতেঃ সর্ব্বোত্তরত্বাৎ। তথাহি, তত্ত্বমসীত্যাখ্যানগতিঃ সমস্তপ্রমাণতৎফলতদ্ব্যবহারানপবাধমানৈবোদীয়তে নৈতস্যাঃ পরস্তাৎ কিঞ্চিদনুকূলং প্রতিকূলং চাস্ত যদপেক্ষেত যেন চেয়ং প্রতিক্ষিপ্যেত তত্রানুকূলপ্রতিকূলনিবারণান্নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমিতি। ন চেয়মবগতির্ন্নি-

আছে। [অপি...আকাঙ্ক্ষ্যেত] অন্য হেতু এই যে, এই একাত্মপ্রতিপাদক প্রমাণ (অর্থাৎ তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যরূপ শাব্দপ্রমাণ) চরম প্রমাণ। ইহার পর কিঞ্চিন্মাত্রও আকাঙ্ক্ষিতব্য থাকে না; সুতরাং আশঙ্কাও থাকে না। 'যজ্ঞ করিবেক' ইত্যাদি ইত্যাদি বিধিবাক্যে যেমন কোন্ যজ্ঞ, কি দিয়া ? কি প্রকারে, এই সকলের অপেক্ষা থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, তত্ত্বমসি—সেই অদ্বয় ব্রহ্ম তুমি—এ বাক্যে সেরূপ কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আকাঙ্ক্ষিতব্য থাকে না বলিয়াই আকাঙ্ক্ষার অভাব হয়। আকাঙ্ক্ষিতব্য না থাকিবার কারণ এই যে, সর্ব্বাত্মভাব ঐ জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ সমুদায়ই আত্মা (আমি) এইরূপে উক্ত জ্ঞানের উদয় হয়। আত্মাতিরিক্ত কিছু থাকিত ত আকাঙ্ক্ষাও থাকিত তাহা থাকে না, সমস্তই আত্মরূপে প্রতীত হয়, সুতরাং সে জ্ঞান নিষ্প্রতীক, নিরাকাঙ্ক্ষ ও কেবল

চেয়মবগতির্নোৎপদ্যত ইতি শক্যং বক্তুং, তত্ত্বমস্য বিজজ্ঞৌ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অবগতিসাধনানাঞ্চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাঞ্চ বিধীয়মানত্বাৎ। ন চেয়মবগতিরনর্থিকা ভ্রান্তির্বেতি শক্যং বক্তুং, অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ। প্রাক্ চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্ব্বঃ সত্যানৃতব্যবহারো লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচাম। তস্মা-

ক্ষীরপ্রায়েত্যাহ "ন চেয়"মিতি। স্যাদেতৎ। অস্ত্যা চেদিয়মবগতির্নিষ্প্রয়োজনা তর্হি তথা চ ন প্রেক্ষাবত্তিরুপাদীয়েত প্রয়োজনবত্ত্বে বা নাস্ত্যা স্যাদিত্যত আহ—"ন চেয়মবগতিরনর্থিকা" কুতঃ, "অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ"। ন হীয়মুৎপন্না সতী পশ্চাদবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি যেন নাস্ত্যা স্যাৎ, কিন্ত্ববিদ্যাবিরোধিস্বভাবতয়া তন্নিবৃত্ত্যাত্মৈবোদয়তে। অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চ ন তৎকার্য্যতয়া ফলমপি ত্বিষ্টতয়া, ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলস্যেতি প্রতিকূলং পরাচীনং নিরাকর্ত্তুমাহ।—"ভ্রান্তির্বা" ইতি। কুতো, "বাধকে"তি। স্যাদেতৎ। যা ভূদেকত্বানবচ্ছেদো ব্যবহারোঽনেকত্বানবচ্ছেদবত্তি। তদেব হি সকলামুহ্বতি লোকযাত্রাম্। অতস্তৎসিদ্ধ্যর্থমনেকত্বস্য কল্পনীয়ং তাত্ত্বিকত্বমিত্যত আহ। "প্রাক্ চ" ইতি। ব্যবহারো হি বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণাং বুদ্ধ্যোপপদ্যতে, ন স্বস্যাতাত্ত্বিকত্বেন, ভ্রান্ত্যাপি তদুপপত্তেরিত্যাবেদিতম্। সত্যঞ্চ তদবিসম্বাদাদনৃতঞ্চ বিচারাসহতয়াঽনির্ব্বাচ্যত্বাৎ। অভ্যাসস্যৈকাত্ম্যজ্ঞানস্যানপেক্ষতয়া বাধকত্বমনেকত্বজ্ঞানস্য চ প্রতিযোগিগ্রহাপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বেন বাধ্যত্বং বদন্ প্রকৃতমুপসংহরতি।

৭(এক)। [ন চেয়...মানত্বাৎ] অদ্বয়াত্মজ্ঞান হয় না বলিতে পার না। কেন-না, পিতার উপদেশে শ্বেতকেতুর হইয়াছিল এবং অদ্বয়াত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বেদানুবচন প্রভৃতির বিধান দৃষ্ট হয়। [ন চেয়মবগতি···বোচাম] অদ্বয়াত্মজ্ঞান নিরর্থক, তাহার কোন ফল নাই, অথবা তাহা ভ্রমজ্ঞান, ইহার কোনও প্রকার বলিতে পারিবে না। কেন-না, ঐ জ্ঞানে জীবের অবিদ্যানিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং ঐ জ্ঞানকে বিনাশ করে এমন জ্ঞানান্তরও নাই। যাবৎ না তাদৃশ অদ্বয়াত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাবৎ সত্য মিথ্যা লৌকিক বৈদিক সমুদায় ব্যবহারই থাকে, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [তস্মাদন্ত্যেন···কাশোঽস্তি] অতএব, সর্ব্বশেষে

দন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিত আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীন-ভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ নানেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাবকাশোঽস্তি। ননু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্যাভিমতমিতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মৃদাদয়োঽর্থা লোকে সমধিগতা ইতি। নেত্যুচ্যতে। স বা এষ মহানজঃ, আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম, স এষ নেতি নেত্যাত্মা অস্থূলমনণু ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধ-শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্। স্থিতি-

---

"তস্মাদন্ত্যেন প্রমাণেন" ইতি। স্যাদেতৎ। ন বয়মনেকত্বব্যবহারসিদ্ধার্থমনেকত্বস্য তাত্ত্বিকত্বং কল্পয়ামঃ, কিন্তু শ্রৌতমেবাস্য তাত্ত্বিকত্বমিতি। চোদয়তি—"ননু মৃদাদী"তি। পরিহরতি "নেত্যুচ্যত" ইতি। মৃদাদি-দৃষ্টান্তেন হি কথঞ্চিৎ পরিণাম উন্নেয়ো ন চ শক্য উন্নেতুমপি মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি কারণমাত্রসত্যত্বাবধারণেন কার্য্যস্যানৃতত্বপ্রতিপাদনাৎ। সাক্ষাৎকূটস্থনিত্যত্বপ্রতিপাদিকাস্তু সন্তি সহস্রশঃ শ্রুতয় ইতি ন পরিণামধর্ম্মতা ব্রহ্মণঃ। অথ কূটস্থস্যাপি পরিণামঃ কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ।—"ন হ্যেকস্য" ইতি। শঙ্কতে—"স্থিতিগতিব"দিতি। যথৈকবাপ্য-

সমুৎপন্ন তত্ত্বমস্যাদি প্রমাণ যখন সার্ব্বাত্ম্যবিজ্ঞান উৎপাদন করে, তখন, পূর্ব্বের সমস্ত ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন আর 'অনেকাত্মক ব্রহ্ম' এ কল্পনার স্থান থাকে না। [ননু…গমাৎ] যদি বল, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত থাকায় পরিণামবাদ উক্ত শাস্ত্রের অভিমত; কেন না, দেখা যায়, দৃষ্টান্তগত মৃত্তিকা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই পরিণামী (দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মও পরিণামী অর্থাৎ এই বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম); এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহাও নহে। কেন-না, "সেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মাদিবিকারবর্জ্জিত।" "আত্মা অজর, অমর, নিত্যমুক্ত, ভয়রহিত ও ব্রহ্ম।" "তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন। অর্থাৎ সর্ব্বনিষেধের সীমা।" "আত্মা স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন—" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কূটস্থ নিত্যতা (নির্বিকারিতা) দর্শিত হইয়াছে। [ন হ্যেকস্য… বোচাম] এক ব্রহ্মের পরিণামিত্ব

গতিবৎ স্যাদিতি চেৎ, ন, কূটস্থস্যেতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যঞ্চ ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাদিত্যবোচাম। ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনং এবং জগদাকারপরিণামিত্বদর্শনমপি স্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ ফলায়াভিপ্রেয়েত প্রমাণাভাবাৎ। কূটস্থব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাদেব হি

শ্রয়ে গতিনিবৃত্তী এবমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি পরিণামশ্চ তদভাবশ্চ কৌটস্থ্যং ভবিষ্যত' ইতি। নিরাকরোতি—"ন, কূটস্থস্যেতি বিশেষণা"দিতি। কূটস্থনিত্যতা হি সনাতনী স্বভাবাদপ্রচ্যুতিঃ সা কথং প্রচ্যুত্যা ন বিরুধ্যতে। ন চ ধর্ম্মিণো ব্যতিরিচ্যতে ধর্ম্মো যেন তদুপজননাপায়েঽপি ধর্ম্মী কূটস্থঃ স্যাৎ। ভেদে ঐকান্তিকে গবাশ্ববদ্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাভাবাৎ। বাণাদয়স্তু* পরিণামিনঃ স্থিত্যা গত্যা চ পরিণমন্ত ইতি। অপি চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যাপাদিতার্থবত্ত্বস্য বেদরাশেরেকেনাপি বর্ণেনানর্থকেন ন ভবিতব্যং কিং পুনরিয়তা জগতো ব্রহ্মযোনিত্বপ্রতিপাদকেন বাক্যসন্দর্ভেণ। তত্র ফলবদ্‌ব্রহ্মদর্শনসমাম্নানসন্নিধাবফলং জগদ্‌যোনিত্বং সমাম্নায়মানং তদর্থং সৎ তদুপায়তয়াঽবতিষ্ঠতে নার্থান্তরার্থমিত্যাহ—"ন চ যথা ব্রহ্মণ" ইতি। অতো ন পরিণামপরত্বমস্তেত্যর্থঃ। তদনন্যত্বমিত্যস্য

ও অপরিণামিত্ব উভয়ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে পারিবে না। (বুঝাইতে পারিবে না। হেতু এই যে, পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। একে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় থাকিতে পারে না)। যদি বল, স্থিতি-গতির দৃষ্টান্তে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইবে (গতিনিবৃত্তির নাম স্থিতি। এক ব্যক্তিতে কালভেদে গতি ও গতিনিবৃত্তি বিরুদ্ধ উভয় ধর্ম্ম থাকিতে দেখিয়াছ, তদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেও অবচ্ছেদকভেদে উক্ত উভয় ধর্ম্ম থাকিবে), বস্তুতঃ তাহাও থাকিবে না, বলিতেও পারিবে না। কারণ এই যে, ব্রহ্ম কূটস্থ। যেহেতু ব্রহ্ম কূটস্থস্বভাব সেই হেতু তাহাতে অনেক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে না। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [ন চ... জাতীয়কম্] যেহেতু প্রমাণ নাই সেই হেতু এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, যেমন ব্রহ্মসম্বন্ধে একাত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ, তেমনি, জগদাকারপরিণতির জ্ঞানও অন্য ফলের কারণ। শাস্ত্র কেবল কূটস্থ

ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রং, স এষ নেতি নেত্যাত্মা ইত্যুপক্রম্য অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি, ইত্যেবঞ্জাতীয়কম্। তত্রৈ-তৎ সিদ্ধং ভবতি। ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিতব্রহ্ম-দর্শনাদেব ফলসিদ্ধৌ সত্যাং যত্তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনি-যুজ্যতে। ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতিবৎ। ন তু স্বতন্ত্র-ফলায় কল্প্যত ইতি। ন হি পরিণামবত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পরি-ণামবত্ত্বমাত্মনঃ ফলং স্যাদিতি বক্তুং যুক্তম্। কূটস্থনিত্যত্বা-ন্মোক্ষস্য। ননু কূটস্থব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্তাৎ ঈশি-ত্রীশিতব্যাভাব ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধ ইতি চেৎ,

---

সূত্রস্য প্রতিজ্ঞাবিরোধং শ্রুতিবিরোধঞ্চ চোদয়তি। "কূটস্থব্রহ্মবাদিন"

ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেরই ফল দেখাইয়াছেন। শ্রুতি—"সেই আত্মা এরূপ নহে, সেরূপও নহে অর্থাৎ সর্ব্ববিকারাতীত" এইরূপ উপক্রমের পর বলিয়াছেন, "হে জনক! তুমি অভয়পদ (মোক্ষ) পাইয়াছ।" এই শাস্ত্রে কূটস্থাত্মবিজ্ঞানে মোক্ষ হওয়া কথিত হইয়াছে। [তত্রৈতৎ... কল্প্যত ইতি] প্রদর্শিত শাস্ত্রের দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত লব্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞানের মোক্ষফল ও তৎ-প্রকরণে ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণত হওয়ার বর্ণনা নিষ্ফল। অর্থাৎ পরিণাম-জ্ঞানের স্বতন্ত্র ফল নাই, তাহা কেবল তাদৃশ ব্রহ্মদর্শনের অঙ্গ বা উপায়। ফলবৎ কর্ম্মের সন্নিধানে ফলবিবর্জ্জিত কর্ম্ম দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, সে সকল ফলবৎকর্ম্মের অঙ্গ বা সহায়। অর্থাৎ তাহাদের পৃথক্ ফল-জনকতা নাই। কর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্মশাস্ত্রেও গৃহীত হইবেক। [ন হি...মোক্ষস্য] মোক্ষ যখন কূটস্থ নিত্য; তখন আর বলিতে পারিবে না যে, পরিণামিত্ববিজ্ঞানে আত্মার পরিণামিত্ব ফল হইতে পারে। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, এইরূপ জ্ঞানে আত্মাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়, এরূপ নিশ্চয় অযুক্ত। [নমু...শ্রুতিভ্যশ্চ] যদি বল, কূটস্থব্রহ্মবাদীদিগের মতে একত্বই ঐকান্তিক, তাঁহাদের মতে এক বৈ দুই নাই সুতরাং নিরূপ্য ও

ন, অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিবাক্যেভ্যো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাজ্জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়াঃ, নাচেতনাৎ প্রধানাদন্যস্মাদ্বেত্যেষোঽর্থঃ প্রতিজ্ঞাতো জন্মাদ্যস্য যত ইতি। সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থৈব ন তদ্বিরুদ্ধোঽর্থঃ পুনরিহোচ্যতে। কথং নোচ্যেত অত্যন্তমাত্মন একত্বমদ্বিতীয়ত্বঞ্চ ব্রুবতা। শৃণু যথা নোচ্যতে। সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ, আকাশো বৈ নাম

ইতি। পরিহরতি "নাবিদ্যাত্মকে"তি। নাম চ রূপঞ্চ তে এব বীজং তস্য ব্যাকরণং কার্য্যপ্রপঞ্চস্তদপেক্ষত্বাদৈশ্বর্য্যস্য। এতদুক্তং ভবতি।

নিয়ন্তা এ দুএর কিছুই নাই, নিয়ম্য-নিয়ন্তা না থাকায় "ঈশ্বরই জগৎকারণ" এ প্রতিজ্ঞা থাকে না, বিভগ্ন হয়। আমরা বলি, ঐ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পার না। কারণ, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্বধর্ম্ম আবিদ্যক নামরূপাত্মক বীজের বিকাশ সাপেক্ষ অর্থাৎ কল্পিতদ্বৈতঘটিত। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশের সম্ভূতি অর্থাৎ বিকাশ হইয়াছে।" এইরূপ এইরূপ সৃষ্টিবাক্যের দ্বারা জানা যায়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়। অচেতন প্রধান অথবা কেবল পরমাণু প্রভৃতি হইতে এ সকল হয় না। এ কথা বা এ তত্ত্ব "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। যে প্রতিজ্ঞা ঐ ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাসূত্রে কৃত হইয়াছে সে প্রতিজ্ঞা এখানে ঠিক্ আছে, কিছুমাত্র বিভগ্ন হয় নাই। একটীও তদ্বিরুদ্ধ কথা বলা হয় নাই। কেন হয় নাই? যখন আত্যন্তিক একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব বলা হইতেছে তখন কিপ্রকারে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর শুন। অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ—যাহা সত্যের অথবা মিথ্যার দ্বারা নির্ব্বচনীয় নহে—যাহাকে অস্তিনাস্তি কোনও প্রকারে নির্দ্দেশ করা যায় না—তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মভূত। সেই কল্পিত অথচ ঈশ্বরা-

নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ। নামরূপে ব্যাকরবাণি, সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে, একং বীজং বহুধা যঃ করোতি ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। এবমবিদ্যাকৃতনামরূপো-পাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি, ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনু-রোধি। স চ স্বাত্মভূতা:নব ঘটাকাশস্থানীয়ানবিদ্যাপ্রত্যুপ-স্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবমবিদ্যাত্মকো-পাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তি-ত্বঞ্চ ন পরমার্থতো বিদ্যয়াপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনী-

ন তাত্ত্বিকমৈশ্বর্য্যং সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ কিং ত্ববিদ্যোপাধিকমিতি তদাশ্রয়ং প্রতিজ্ঞাসূত্রং তত্ত্বাশ্রয়ন্তু তদনন্যত্বসূত্রং তেনাবিরোধঃ। সুগমমন্যৎ।

শ্রিত অনির্ব্বাচ্য মিলিত পদার্থদ্বয় শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে মায়া-শক্তি ও প্রকৃতি নামে কথিত হইয়াছে। ঈশ্বর সেই দুই পদার্থ হইতে ভিন্ন। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—"আকাশ(ব্রহ্ম)ই নামরূপের নির্ব্বাহক। যিনি নামরূপ ভিন্ন অথচ নামরূপের নির্ব্বাহক তিনিই ব্রহ্ম।" "ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি নামরূপের বিকাশ করিব।" "সেই ধীর (ব্রহ্ম) সমুদায় রূপের কল্পনা ও সে সকলের নামপ্রদান পূর্ব্বক সে সকল নাম ধারণ ,করতঃ বিদ্যমান আছেন।" "যিনি একমাত্র বীজকে বহুপ্রকার করিয়াছেন।" ইত্যাদি। [এব...পদ্যতে] ঈশ্বর সেই আবিদ্যক নামরূপ উপাধির উপহিত। আকাশ যেমন ঘটাদি উপাধির উপহিত, সেইরূপ। ঈশ্বর আপনার আত্মভূত ঘটাকাশাদি স্থানীয় অবিদ্যা কর্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপের দ্বারা নির্ম্মিত কার্য্যকরণ সংঘাত (কার্য্য—দেহ। করণ—ইন্দ্রিয়। সংঘাত সমুদায়ের মেলন বা সমষ্টি) রূপ উপাধিতে অনুরক্ত জীবনামক বিজ্ঞানাত্মাদিগকে নিয়মিত ব্যবহারে পরিচালিত করিতেছেন। কথিত প্রকার আবিদ্যক উপাধির পরিচ্ছেদ (ভেদ) অনুসারেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব কিন্তু পরমার্থদর্শনে এক, অদ্বয়। তত্ত্বজ্ঞানে উপাধির বিলয় হয়,

শিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে। তথা চোক্তম্—
যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা
ইতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ, ইত্যাদি
চ। এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি
বেদান্তাঃ, তথেশ্বরগীতাস্বপি—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ॥ ইতি

পরমার্থাবস্থায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদ-
র্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়ান্তুক্তঃ শ্রুতাবপীশ্বরাদিব্যবহারঃ।

সুতরাং পরমার্থদর্শনে পরমাত্মার নিয়ম্য নিয়ামকতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোনরূপ ভেদ বা ব্যবহার থাকে না। তাহা উপপন্নও হয় না। * [তথাচোক্তং... বেদান্তাঃ] শ্রুতি বলিয়াছেন, 'জীব যখন অন্য কিছু দেখে না, শুনে না, জানে না, তখনই সে ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়।" "যখন এ সকল তাহার (জ্ঞানীর) আত্মা হয়, আত্মাতিরিক্ত দর্শন হয় না, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম-বিনিবৃত্তির ন্যায় আত্মাতে জগৎ ভ্রম হওয়া তিরোহিত হয়, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে?" বেদান্তশাস্ত্র এইরূপে পরমার্থাবস্থায়-ব্যবহারবিলোপ হয় বলিয়াছেন। [তথে প্রদর্শ্যতে] ঈশ্বর-গীতাতেও পরমার্থাবস্থায় নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়ম্যত্ব (নিয়ন্তা ঈশ্বর, জীব নিয়ম্য) নাই, এরূপ কথন আছে। যথা—"প্রভু জীবের সম্বন্ধে কর্তৃত্ব কর্ম্ম কিছুই সৃজন করেন না। কর্ম্মের ফলভোগও প্রয়োগ করেন না। স্বভাব (প্রকৃতি)ই প্রবর্ত্তমান অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত করে। বিভু পরমাত্মা কাহার সুকৃত দুষ্কৃত গ্রহণ করেন না। জ্ঞান অর্থাৎ চিদ্বপুঃ আত্মা অজ্ঞানে আবৃত, তাই তিনি জীব ও মুগ্ধ।" [বাব - মিত্যাহ] যত দিন ব্যবহারাবস্থা থাকে

* তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা উপাধির দ্বারা পরিকল্পিত ভেদ থাকাতেই বিম্বস্থানীয় ঈশ্বর এবং প্রতিবিম্ব স্থানীয় জীবসমূহের নিয়ম্য ঘটনা হয়। বিম্বস্থানীয় ঈশ্বর স্বকীয় উপাধির অন্তর্গত সমুদায় মায়োপাধি জীবকে পালনাদি করেন।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বি-ধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় ইতি। তথেশ্বরগীতাস্বপি—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ॥ ইতি

সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ। ব্যব-হারাভিপ্রায়েণ তু স্যাল্লোকবদিতি মহাসমুদ্রাদিস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রি-যাঞ্চাশ্রয়তি সগুণোপাসনেষূপযুজ্যত ইতি ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥ *

ইতশ্চ কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎ কারণং ভাব এব

পারমার্থিক অবস্থা না আইসে ততদিন জীবের ব্যবহার থাকে। শ্রুতিও ব্যবহারকালে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"ইনিই সমুদায়ের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগ্রামের অধিপতি (অধিষ্ঠাতা), ইনিই ভূতসংঘের পালক, এবং ইনিই এই লোকের সেতুর ন্যায় বিধারক-নিয়ম-পরিপাটীর মর্য্যাদা-স্বরূপ (সীমাস্বরূপ)।" ঈশ্বরগীতাতেও এইরূপ আছে। যথা—"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সমুদায় ভূতের হৃদয়দেশে (বুদ্ধিবৃত্তিতে) আছেন এবং মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় (যন্ত্র = দেহ) ভূতদিগকে ঘুরাইতেছেন (ভ্রমযুক্ত করিতেছেন)।" সূত্রকার ব্যাসও পরমার্থ অভিপ্রায়ে অভেদ বলিয়াছেন, ব্যবহার অভিপ্রায়ে বলেন নাই। [ব্যব...যুজ্যত ইতি] ব্যবহার অভিপ্রায়ে লোকবৎ অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ পরব্রহ্মকে মহাসমুদ্রতুল্য বলিয়াছেন এবং সগুণ উপাসনার উপযোগী বলিয়া কার্য্যপ্রপঞ্চের (জগতের) প্রত্যাখ্যান (নিষেধ) না করিয়া তাহার পরিণামপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন।

কার্য্য যে কারণ হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্ন, তৎপ্রতি অন্যতর হেতু এই যে, কারণ থাকিলে কার্য্যের উপলব্ধি হয়—না থাকিলে হয় না। যেমন মৃত্তিকা

---

* কারণস্য ভাবে সত্ত্বে উপলব্ধৌ চ কার্য্যস্য সত্ত্বাৎ উপলব্ধেশ্চ অনন্যত্বমিতি সূত্রার্থঃ।— কারণের বিদ্যমানতা থাকিলেই কার্য্যের জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, এ হেতুতেও কার্য্য ও কারণ ভিন্ন নহে, পরন্তু অভিন্ন।

কারণস্য কার্য্যমুপলভ্যতে। তদ্‌যথা সত্যাং মৃদি ঘট উপ-লভ্যতে সৎসু চ তন্তুষু পটঃ। ন চ নিয়মেনাঽন্যভাবে-ঽন্যস্যোপলব্ধির্দৃষ্টা। ন হ্যশ্বো গোরন্যঃ সন্ গোর্ভাব এবোপলভ্যতে। ন চ কুলালভাব এব ঘট উপলভ্যতে সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেঽন্যত্বাৎ। নন্বন্যভাবেঽপ্যন্য-স্যোপলব্ধির্নিয়তা দৃশ্যতে, যথাঽগ্নিভাব এব ধূমস্যেতি। নেত্যুচ্যতে। উদ্বাপিতেঽপ্যগ্নৌ গোপালঘটিকাদিধারিতস্য

কারণস্য ভাবঃ সত্তা চোপলম্ভশ্চ তস্মিন্ কার্য্যস্যোপলব্ধের্ভাবাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি। বিষয়পদং বিষয়বিষয়িপরং বিষয়িপদমপি বিষয়ি-বিষয়পরম্। তেন কারণোপলম্ভভাবয়োরুপাদেয়োপলম্ভভাবাদিতি সূত্রার্থঃ সম্পদ্যতে। তথা চ প্রভারূপাহুবিদ্ধবুদ্ধিবোধ্যেন চাক্ষুষেণ ন ব্যভিচারো নাপি বহ্নিভাবাভাবানুবিধায়িভাবাভাবেন ধূমভেদেনেতি সিদ্ধং ভবতি। তত্র যথোক্তহেতোরেকদেশাভিধানেনোপক্রমতে ভাষ্যকারঃ। "ইতশ্চ কারণাদনন্যত্বং'' ভেদাভাবঃ ''কার্য্যস্য, যৎ কারণং'' যস্মাৎ কারণাৎ, ''ভাব এব কারণস্য'' ইতি। অস্য ব্যতিরেকমুখেন গমকত্বমাহ—''ন চ নিয়মেন" ইতি। কাকতালীয়ন্যায়েনান্যভাবেঽন্যদুপলভ্যতে, ন তু নিয়মে-নেত্যর্থঃ। হেতুবিশেষণায় ব্যভিচারং চোদয়তি--"নন্বন্যভাবেঽপী"তি। একদেশিমতেন পরিহরতি "নেত্যুচ্যত" ইতি। শঙ্কৈয়েকদেশিপরিহারং দূষ-

থাকিলে ঘটের ও তন্তু থাকিলে পটের উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না। [নচ...মানত্বাৎ] এক পদার্থের বিদ্যমানতায় অন্য পদার্থের উপলব্ধি হইতে দেখা যায় না। যেমন অশ্ব থাকিলে বা অশ্বের দর্শনে গাভীর উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ। কুলালের সহিত ঘটের নিমিত্তনৈমিত্তিক সম্বন্ধ থাকিলেও কুলালের বিদ্যমানতায় নিয়মিতরূপে ঘটের উপলব্ধি হয় না। (অভিপ্রায় এই যে, মৃত্তিকা ও ঘট গবাশ্বের ন্যায় অত্যন্ত বিভিন্ন হইলে মৃত্তিকার কারণতা উচ্ছিন্ন হইত)। যদি বল, ভিন্নপদার্থের সদ্ভাবে ভিন্নপদার্থের উপলব্ধি হইতে দেখা যায়, যেমন অগ্নির সদ্ভাবে ধূমের, আমরা বলি, তাহা নিয়ত নহে। অগ্নি না থাকিলেও, অগ্নি নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেও, গোপঘটিকাদিতে ধূমের দর্শন হয়। (গোপঘটিকা—গোষ্ঠস্থ

ধূমস্য দৃশ্যমানত্বাৎ । অথ ধূমং কয়াচিদবস্থয়া বিশিংষ্যাৎ ঈদৃশো ধূমো নাসত্যগ্নৌ ভবতীতি, নৈবমপি কশ্চদ্দোষঃ। তদ্ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ। ন চাসাবগ্নিধূময়োর্বিদ্যতে। ভাবাচ্চোপলব্ধেরিতি বা সূত্রম্। ন কেবলং শব্দাদেব কার্য্যকারণযোরনন্যত্বং, প্রত্যক্ষোপলব্ধের্ভাবাচ্চ তয়োরনন্যত্বমিত্যর্থঃ। ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলব্ধিঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বে। তদযথা তন্তুসংস্থানে তন্তুব্যতিরেকেণ পটো নাম কার্য্যং নৈবোপলভ্যতে,

---

।য়ন্ত্বা পরমার্থপরিহারমাহ—'অথ" ইতি। তদনেন হেত্বাবশেষণমুক্তম্। পাঠান্তরেণেদমেব সূত্রং ব্যাচষ্টে—"ন কেবলং শব্দাদেব" ইতি। পট ইতি হি প্রত্যক্ষবুদ্ধ্যা তন্তব এবাতানবিতানাবস্থা আলম্ব্যন্তে ন তু তদতিরিক্তঃ পটঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে। একস্তন্তু তন্তুনামেকপ্রাবরণলক্ষণাহর্থক্রিয়াবচ্ছেদাদ্বহূনামপি। যথৈকদেশকালাবচ্ছিন্না ধবখদিরপলাশাদয়ো বহবোঽপি বনমিতি। অর্থক্রিয়ায়াঞ্চ প্রত্যেকমসমর্থা অপ্যনাবৈত্যোবার্থান্তরং কিঞ্চিন্মিলিতাঃ কুর্ব্বন্তো দৃশ্যন্তে যথা গ্রাবাণ উখাধারণমেকম্। এবমনারভ্যৈবার্থান্তরং তন্তবো মিলিতাঃ প্রাবরণমেকং করিষ্যন্তি। ন চ সমবায়াত্তন্ময়োরপি ভেদানবসায় ইতি সাম্প্রতম্। অন্যোন্যাশ্রয়ত্বাৎ। ভেদে হি সিদ্ধে সমবায়ঃ সমবায়াচ্চ ভেদঃ। ন চ ভেদে সাধনা-

ভাণ্ডবিশেষ)। [অথ বিদ্যতে] যদি বল, ধূম অবস্থাবিশেষে বিশেষিত হইবেক, অগ্নি না থাকিলে তাদৃশ অর্থাৎ আবচ্ছিন্নমূল ধূম থাকে না, সুতরাং অগ্নি থাকিলে নিশ্চিত তাদৃশ ধূম থাকিবে। আমরাও বলি, ঐরূপ বলিতে পার, বলিলে দোষ হইবেক না। আমরাও তদ্ভাবানুরক্তা বুদ্ধিকে (জ্ঞানকে) কার্য্যকারণের প্রভেদ না থাকার কারণ বলিতে বাধ্য আছি। কিন্তু তাদৃশ বুদ্ধি অগ্নিধূমে বিদ্যমান থাকে না। [ভাবাচ্চো .. বয়বাঃ] অথবা "অভাবোপলব্ধেঃ" এরূপ সূত্র এবং তাহার অর্থ এইরূপ— কার্য্যকারণের অভেদ কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষানুভবও আছে। তন্তুর সন্নিবেশবিশেষ (সাজান) ব্যতীত বস্ত্র নামক পৃথক্ কার্য্য

কেবলাস্তু তন্তব আতানবিতানবন্তঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যন্তে। তথা তন্তুষংশবোহংশুষু তদবয়বাঃ। অনয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধ্যা লোহিতশুক্লকৃষ্ণানি ত্রীণি রূপাণি ততো বায়ুমাত্রমাকাশমাত্রঞ্চেত্যনুমেয়ম্। ততঃ পরং ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্। তত্র সর্ব্বপ্রমাণানাং নিষ্ঠামবোচাম ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥ *

ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বং যৎকারণং প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্ত্বমবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে, সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,

---

স্বরমস্তি অর্থক্রিয়াব্যপদেশভেদয়োরভেদেপ্যুপপত্তেরিত্যুপপাদিতম্। তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতৎ। অনয়া চ দিশা মূলকারণং ব্রহ্মৈব পরমার্থসদবান্তর-কারণানি চ তন্ত্বাদয়ঃ সর্ব্বেঽনির্ব্বাচ্যা এবেত্যাহ "তথা চ তন্তুষ্বি"তি।

বিভজতে—"ইতশ্চ" ইতি। ন কেবলং শ্রুতিঃ, উপপত্তিশ্চাত্র ভবতি।

প্রতীত হয় না। কেবল কতকগুলি সূত্রই আতান-বিতান (তানা ও পড়েন) ভাবে থাকিতে দেখা যায়। সেইরূপ, তন্তুতে অংশু (আঁশ) ও অংশুতে অংশুর অবয়ব প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। [অনয়া… বোচাম] এইরূপ, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির (সাক্ষাৎ জ্ঞানের) দ্বারা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণরূপের এবং তাহার দ্বারা বায়ুমাত্রার ও আকাশমাত্রার অনুমান করিবে। তাহারই পরে এক অদ্বয়ব্রহ্ম অনুভূত হইবেক। এই অদ্বয়ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রপঞ্চের নিষ্ঠা (সমাপ্তি স্থান ও আশ্রয়). ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

শ্রুতিতে, উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎকার্য্যের কারণে কারণাকারে থাকার কথা আছে, সে হেতুতেও কার্য্য কারণ ভিন্ন নহে। "হে সোম্য! এ সকল অগ্রে সৎ-ই ছিল।" "অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল এক আত্মা ছিল।"

---

* অবরস্য পরভবিকস্য কার্য্যস্য সত্ত্বাৎ কারণাত্মনাবস্থানাৎ অপি কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্যেতি যোজনা। ইদং জগৎ সদাত্মৈবাসীদিতি সামানাধিকরণ্যশ্রুত্যা সৃষ্টেঃ প্রাক্ কার্য্যস্য কারণাত্মনা সত্ত্বং শ্রুতং তদন্যথানুপপত্ত্যা উৎপন্নস্যাপি জগতঃ কারণাদনন্যত্বমস্তোব ইতি

ইত্যাদাবিদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যস্তৈলম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরনন্যত্বাদুৎপন্নমপ্যনন্যদেব কারণাৎ কার্য্যমিত্যবগম্যতে। যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বং, অতোঽপ্যনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য ॥ ১৬ ॥

"যচ্চ যদাত্মনা" ইতি। ন হি তৈলং সিকতাত্মনা সিকতাস্বস্তি, যথা ঘটোঽস্তি মৃদি মৃদাত্মনা। প্রত্যুৎপন্নো হি ঘটো। মৃদাত্মনোপলভ্যতে, নৈবং প্রত্যুৎপন্নং তৈলং সিকতাত্মনা। তেন যথা সিকতাভ্যস্তৈলং ন জায়ত এবমাত্মনোপি জগন্ন জায়েত। জায়তে চ তস্মাদাত্মাত্মনাসীদিতি গম্যতে। উপপত্ত্যন্তরমাহ "যথা চ কারণং ব্রহ্ম" ইতি। যথা হি ঘটঃ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘট এব, ন জাতুচিদসৌ কচিৎ পটোভবতি, এবং সদপি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সদেব ন তু কচিৎ কদাচিদসত্তবিতুমর্হতীত্যুপপাদিতমধস্তাৎ। তস্মাৎ কার্য্যং ত্রিষপি কালেষু সদেব। সত্ত্বং চেৎ কিমতো যদ্যেবমিত্যত আহ "একঞ্চ পুন"রিতি। সত্ত্বং চৈকং কার্য্যকারণয়োঃ। ন হি প্রতিব্যক্তি সত্ত্বং ভিদ্যতে। ততশ্চাভিন্নসত্তানন্যত্বাদেতে অপি মিথো ন ভিদ্যেত ইতি। ন চ তাভ্যামনন্যত্বাৎ সত্ত্বস্যৈব ভেদ ইতি যুক্তম্। তথা সতি হি সত্ত্বস্য সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গঃ। তত্র ভেদাভেদয়োরন্যতরসমারোপকল্পনায়াং কিং তাত্ত্বিকাভেদোপাদানাদভেদকল্পনাস্বাহো তাত্ত্বিকভেদোপা-

ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্-শব্দ-বাচ্য জগতের সামানাধিকরণ্য (অভেদ) কথিত হওয়াতেও কার্য্যকারণ ভিন্ন নহে (পৃথক্ বস্তু নহে)। [যচ্চ...কার্য্যস্য] যাহা যাহাতে তদ্রূপে থাকে না তাহা তাহা হইতে জন্মে না। যেমন বালুকা হইতে তৈল জন্মে না। অতএব, কার্য্য যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত অভেদ, তেমনি, উৎপন্ন হইলেও অভেদ। যেমন কোনও কালে কারণ ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার নাই, তেমনি, কার্য্য-

সূত্রার্থ।—উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কার্য্য কারণরূপে থাকে। শ্রুতিতেও জগৎকার্য্যের সদাত্মরূপে থাকা কথিত হইয়াছে। এই দুই হেতুতেও কার্য্যকারণভিন্ন নহে।

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥ *

নন্নু কচিদসত্ত্বমপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইতি, অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ইতি চ। তস্মাদসদ্ব্যপদেশান্ন প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমিতি চেৎ, নেতি ক্রমঃ। ন হ্যয়মত্যন্তাসত্ত্বাভিপ্রায়েণ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্যস্যাসদ্ব্যপদেশঃ। কিং তর্হি। ব্যাকৃতনামরূপত্বাদ্ধর্ম্মাদব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরম্। তেন ধর্ম্মান্তরে-

---

দানা ভেদকল্পনেতি। বয়ন্তু পশ্যামো ভেদগ্রহস্য প্রতিযোগিগ্রহাপেক্ষত্বাদ্ভেদগ্রহমন্তরেণ চ প্রতিযোগিগ্রহাসম্ভবাদন্যোন্যসংশ্রয়াপত্তেরভেদগ্রহস্য চ নিরপেক্ষতয়া তদনুপপত্তেরৈকৈকাশ্রয়ত্বাচ্চ ভেদস্যৈকাভাবে তদনুপপত্তেরভেদগ্রহোপাদানৈব ভেদকল্পনেতি সর্ব্বমবদাতম্।

ভূত জগতেরও ত্রৈকালিক সত্তার ব্যভিচার নাই। সত্তা একই, সে হেতুতেও কার্য্য কারণ হইতে অপৃথক্।

শ্রুতি কোন কোন স্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্তা (অভাব বা না থাকা) বর্ণন করিয়াছেন, যথা—"এ সকল অগ্রে অসৎ ছিল" "এ সকল অগ্রে অসৎ ছিল" ইত্যাদি। সেই সেই শ্রুতির বর্ণনা দেখিয়া যদি বল, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ অর্থাৎ থাকে না, আমরা বলি, তাহা বলিতে পার না। কেন-না, ঐ ব্যপদেশ (উল্লেখ) অত্যন্তাভাব (এককালে না থাকা) অভিপ্রায়ে নহে। ব্যক্ততাপ্রাপ্ত নামরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত নামরূপের ব্যবহারিকভিন্নতা বা ভেদ আছে, তদনুসারে ঐ উল্লেখ হইয়াছে। উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কার্য্যসকল উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে থাকায় সুতরাং কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উৎপন্ন হইলে তাহাতে

---

* অসদ্বা আসীদিত্যাদিশ্রুতয়ঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বং ব্রুবন্তি তেন সত্ত্বাদিতাস্য হেতোরসিদ্ধতা স্যাৎ যদি তদ্ব্যপদিশ্যেত্ তন্ন তদ্যতাম্। কুতঃ। ধর্ম্মান্তরেণ ধর্ম্মান্তরবিষয়ঃ স ব্যপদেশঃ। ধর্ম্মান্তরব্যপদেশশ্চ বাক্যশেষাৎ নিশ্চীয়ত ইতি সূত্রার্থঃ।—অস্ত শ্রুতির, সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল অসৎ ছিল, এইরূপ উক্তিতে কার্য্যকারণের ভেদ প্রমাণীকৃত হয় না। কারণ, ঐ উক্তি ধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তিমূলক। অর্থাৎ জগৎ এরূপ ব্যক্তধর্ম্মবান্ ছিল না, অব্যক্তধর্ম্মবান্ ছিল, এতন্মূলক।

ণায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত এব কার্য্যস্য কারণ-রূপেণানন্যস্য। কথমেতদবগম্যতে। বাক্যশেষাৎ। যদুপক্রমে সন্দিগ্ধার্থং বাক্যং তচ্ছেষাদেব নিশ্চীয়তে। ইহ চ তাবৎ অসদেবেদমগ্র আসীৎ ইত্যসচ্ছব্দেনোপক্রমে নির্দ্দিষ্টং যৎ তদেব পুনস্তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য সদিতি বিশিনষ্টি তৎ সদাসীৎ ইতি। অসতশ্চ পূর্ব্বাপরকালাসম্বন্ধাদাসীচ্ছব্দানুপপত্তেশ্চ। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ইত্যত্রাপি তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি বাক্যশেষে বিশেষণান্নাত্যন্তাসত্ত্বম্। তস্মাৎ ধর্ম্মান্তরেণৈবায়মসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য। নাম-

ব্যাকৃতত্বাব্যাকৃতত্বে ধর্ম্মাবনির্ব্বচনীয়ৌ। সূত্রমেতন্নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্।

ব্যক্তত্বধর্ম্মের আগমন হয়, সুতরাং তাহার ব্যবহারও অন্যরূপ হয় [কথ...সত্ত্বম্] জগৎ এরূপ ব্যক্তধর্ম্মবান্ ছিল না, এই অভিপ্রায়ে ঐ অসৎ ব্যপদেশ (ছিল না বলা), ইহা ঐ প্রস্তাবের শেষবাক্যের দ্বারা জানা গিয়াছে। উপক্রমে (আরম্ভকালে) সন্দিগ্ধবাক্য থাকিলে শেষ বাক্যের দ্বারা তাহার অর্থনিশ্চয় হয়। অতএব "অগ্রে এ সকল অসৎ-ই ছিল' এই উপক্রম বাক্যে যাহাকে অসৎ-শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন বাক্যশেষে তাহাকেই লক্ষ্য বা আকর্ষণ করিয়া সৎ বলিয়াছেন। যথা—"সেই সৎ ছিল।" ইত্যাদি। যাহা অত্যন্ত অসৎ, অভাবাত্মক বা নিরুপাখ্য (শশশৃঙ্গতুল্য মিথ্যা), তাহাতে পূর্ব্বাপরকালসম্বন্ধ অনুপপন্ন। (সুতরাং বুঝা উচিত, অসৎ ছিল, এ অসৎ আত্যন্তিক অসৎ নহে)। "অসদ্বা আসীৎ" এ অসৎ যে আত্যন্তিক অসৎ নহে, তাহা "তিনি আপনি আপনাকে করিলেন, সৃজন করিলেন" এই শেষ বাক্যের দ্বারা নির্ণীত হয়। [তস্মাৎ... চর্য্যতে] এতক্ষণে সিদ্ধ হইতেছে যে, শ্রুতির ঐ অসদ্বাদ ধর্ম্মান্তরঘটিত। যে বস্তু বিস্পষ্ট নামরূপ—সেই বস্তুকেই লোকে সৎ (আছে) বলে। পূর্ব্বে ইহা বিস্পষ্টনামরূপ ছিল না, কাজেই শ্রুতি লোকপ্রসিদ্ধি অনুবাদ করিয়া "এ সকল সৎ ছিল না বা অসৎ ছিল" এতদ্রূপ সোপচার বাক্য বলিয়াছেন।

রূপব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছব্দার্হং লোকে প্রসিদ্ধং, অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাদসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥*

যুক্তেশ্চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে। শব্দান্তরাচ্চ। যুক্তিস্তাবদ্বর্ণ্যতে। দধিঘটরুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকাসুবর্ণাদীন্যুপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যর্থিভির্মৃত্তিকোপাদীয়তে, ন ঘটাদ্যর্থিভিঃ ক্ষীরম্। তদসৎকার্য্যবাদে নোপপদ্যতে। অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বস্যাসত্ত্বে কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধ্যুৎপদ্যতে ন মৃত্তিকায়াঃ, মৃত্তিকায়া এব চ ঘট উৎপদ্যতে ন ক্ষীরাৎ। অথা-

'অসদেব' এই এব শব্দের ইব অর্থ গ্রহণ করিতে হইবেক। অর্থাৎ অসৎপ্রায় ছিল, এইরূপ অর্থ হইবেক।

কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে ও কারণ-ভিন্ন নহে, ইহা যুক্তির দ্বারাও জানা যায়, শব্দান্তরের দ্বারাও জানা যায়। কিরূপ যুক্তির দ্বারা জানা যায় তাহা বলিতেছি। যাহারা দধি, ঘট ও রুচক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করে তাহারা দুগ্ধ, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কারণ (উপাদান) গ্রহণ করে। যে সে দ্রব্য গ্রহণ করে না। দধিলিপ্সু মৃত্তিকা গ্রহণ করে না, ঘটলিপ্সুও দুগ্ধাদি আহরণ করে না। এরূপ নিয়মিত প্রবৃত্তি অসৎকার্য্যবাদে অনুপপন্ন। যদি কোনরূপ বিশেষ না থাকে, কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কোথাও না থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ হইতেই বা দধি উৎপন্ন হয় কেন? মৃত্তিকা হইতেই বা না হয় কেন? মৃত্তিকা হইতেই বা ঘট হয় কেন? দুগ্ধ হইতেই বা না হয় কেন? [অথা...কার্য্যম্] যদি বল, কার্য্য থাকা না-থাকা

* দধ্যাদ্যর্থিনাং ক্ষীরাদ্যাদেব প্রবৃত্তিদৃশ্যতে তদন্যথানুপপত্তিযুক্তিতস্মাৎ। শব্দান্তরাদিতি সদ্যাপদেশিশব্দাৎ। কার্য্যস্য প্রাক্ কারণানন্যত্বেন সত্ত্বমিতি শেষঃ।—যুক্তির [illegible] ও সদ্ব্যপদেশী শব্দের দ্বারা কার্য্যের কারণরূপে অবস্থান বা থাকা সিদ্ধ বা নির্ণীত হয়।

বিশিষ্টেঽপি প্রাগসত্ত্বে ক্ষীর এব দধ্নঃ কশ্চিদতিশয়ো ন মৃত্তিকায়াং, মৃত্তিকায়ামেব চ ঘটস্য কশ্চিদতিশয়ো ন ক্ষীর ইত্যুচ্যেত, তর্হি, অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়া অসৎকার্য্য-বাদহানিঃ সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিশ্চ। শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্য-নিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্। অপি চ কার্য্যকারণয়ো-র্দ্রব্যগুণাদীনাঞ্চাশ্বমহিষবদ্ভেদবুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যমভ্যুপ-

---

"অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়া" ইতি। অতিশয়ো হি ধর্ম্মো নাসত্যতি-শয়বতি কার্য্যে ভবিতুমর্হতীতি। নম্বু ন কার্য্যস্যাতিশয়োনিয়মহেতুরপি তু কারণস্য শক্তিভেদঃ, স চাসত্যপি কার্য্যে কারণস্য সত্ত্বাৎ সম্ভবেত্যত আহ—"শক্তিশ্চ" ইতি। নান্যা কার্য্যকারণাভ্যাম্, নাপ্যসতী কার্য্যা-ত্মনেতি যোজনা। "অপি চ কার্য্যকারণয়ো"রিতি। যদ্যপি ভাবাচ্চোপ-লব্ধেরিত্যত্রায়মর্থ উক্তস্তথাপি সমবায়দূষণায় পুনরবতারিতঃ। অনভ্যুপ-

---

নিয়মিত নহে, কারণসম্বন্ধেও কোনরূপ বিশেষ নিয়ম নাই, কিন্তু দধিসম্বন্ধীয় অতিশয় (এক প্রকার ধর্ম্ম বা শক্তি) দুগ্ধেই থাকে, মৃত্তিকায় থাকে না, এবং ঘটসম্বন্ধীয় অতিশয় মৃত্তিকাতেই থাকে, দুগ্ধে থাকে না, তাই ব্যুৎক্রম ঘটনা হয় না। এরূপ বলিলে অবশ্যই অসৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হইয়া সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইবে। কেন-না, পূর্ব্বাবস্থার অতিশয় থাকা স্বীকার করা হইতেছে। অতিশয় শব্দের অর্থ শক্তি, তাহা কারণে থাকিয়াই কার্য্যের নিয়মন করে। যাহাতে তাহা (কার্য্যশক্তি) থাকে না তাহা কারণও নহে সুতরাং কার্য্যও জন্মায় না। শক্তি কার্য্যকারণ ভিন্ন ও কার্য্যের ন্যায় অসৎ (না থাকা বা অভাবরূপিণী) হইলে তাহা কার্য্যের নিয়ামক হইত না। 'অমুক হইতে অমুক হইবে, অমুক হইবে না, এরূপ নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকিত না) অসত্ত্বের (না থাকার) ও অন্যত্বের অবিশেষপ্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য্য হইত, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিত না। অতএব, শক্তি কারণেরই স্বরূপ ও কার্য্য শক্তিরই স্বরূপ, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। [আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গঃ] অশ্ব ও মহিষ যেমন অত্যন্ত ভিন্ন, সেরূপ ভিন্নতা কার্য্যে ও কারণে,

গন্তব্যম্। সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ সম্বন্ধেঽভ্যুপগম্যমানে তস্য তস্যাঽন্যোঽন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থাপ্রসঙ্গঃ। অনভ্যুপগম্যমানে বা বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অথ সমবায়ঃ স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যৈবাপরং সম্বন্ধং সম্বধ্যতে, সংযোগোঽপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যৈব

গম্যমানে চ সমবায়স্য সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধে বিচ্ছেদপ্রসঙ্গোঽবয়বাবয়বিদ্রব্যগুণাদীনাং মিথঃ। ন হ্যসম্বদ্ধঃ সমবায়িভ্যাং সমবায়ঃ সমবায়িনৌ সম্বন্ধয়েদিতি। শঙ্কতে—"অথ সমবায়ঃ স্বয়"মিতি। যথা হি সদ্যোগাদদ্রব্যগুণকর্ম্মাণি সন্তি সন্ত্যস্তু স্বভাবত এব সদিতি ন সত্তান্তরযোগমপেক্ষন্তে, তথা সমবায়ঃ সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধং ন সম্বন্ধান্তরমপেক্ষতে, স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদিতি, তদেতৎ সিদ্ধান্তান্তরবিরোধাপাদনেন নিরাকরোতি—"সংযোগোঽপি তর্হী"তি। ন চ সংযোগস্য কার্য্যত্বাৎ কার্য্যস্য চ সমবায়িকারণাধীনজন্মত্বাৎ অসমবায়ে চ তদনুপপত্তেঃ সমবায়কল্পনা সংযোগ ইতি বাচ্যম্। অজসংযোগে তদভাবপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ সম্বন্ধ্যাধীননিরূপণঃ সমবায়ো যথা সম্বন্ধিদ্বয়ভেদে ন ভিদ্যতে তন্নাশে চ ন নশ্যত্যপি তু নিত্য একঃ, এবং সংযোগোঽপি ভবেৎ, ততঃ কো দোষঃ? অথৈতৎপ্রসঙ্গভিয়া সংযোগবৎ সমবায়োঽপি প্রতিসম্বন্ধিমিথুনং ভিদ্যতে চানিত্যশ্চেত্যভ্যুপেয়তে, তথা সতি যথৈকস্মান্নিমিত্তকারণাদেব জায়ত এবং সংযোগোঽপি নিমিত্তকারণাদেব জনিষ্যত ইতি সমানম্। "তাদা-

তত্তদদ্রব্যে ও তত্তদ্‌গুণে প্রতীত হয় না। যেহেতু ভেদবুদ্ধি হয় না—সেইহেতু কার্য্যকারণের তাদাত্ম্য অঙ্গীকার্য্য। যাঁহারা অভেদপ্রত্যায়ক সমবায়ের (সমবায়=একপ্রকার সম্বন্ধ। যে সম্বন্ধ বিভিন্ন বস্তুকে অভিন্ন বোধ করায়) কল্পনা করেন তাহাদের সমবায়িদ্রব্যের সহিত তৎসম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সম্বন্ধান্তর থাকা ও তৎসম্বন্ধসিদ্ধির জন্য অন্য সম্বন্ধের স্বীকার করিতে হয়, করিলে অনবস্থা দোষ হয়। না করিলে বিশিষ্টবুদ্ধির অভাব প্রসক্তি হয়। [অথ...নর্থক্যম্] সমবায় স্বয়ং সম্বন্ধরূপ, তৎকারণে সে সম্বন্ধান্তর অপেক্ষা করে না, এরূপ বলিলে আমরাও বলিব, সংযোগও সম্বন্ধরূপ, তাহাও সমবায়-সম্বন্ধের অপেক্ষা করিবে না। বস্তুতঃ দ্রব্য-গুণাদিতে ও উপাদান উপাদেয়ে তাদাত্ম্যপ্রতীতি ব্যতীত সমবায় নামক পদার্থের

সমবায়ং সম্বধ্যেত। তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ দ্রব্যগুণাদীনাং সমবায়কল্পনানর্থক্যম্। কথঞ্চ কার্য্যমবয়বি দ্রব্যং কারণেষ্ববয়বদ্রব্যেষু বর্ত্তমানং বর্ত্তেত কিং সমস্তেষবয়বেষু বর্ত্তেতোত প্রত্যবয়বম্। যদি তাবৎ সমস্তেষু বর্ত্তেত ততোঽবয়ব্যনুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত, সমস্তাবয়বসন্নিকর্ষস্যাশক্যত্বাৎ। ন হি বহুত্বং সমস্তেষ্বাশ্রয়েষু বর্ত্তমানং ব্যস্তাশ্রয়গ্রহণেন গৃহ্যতে। অথাবয়বশঃ সমস্তেষু বর্ত্তেত, তদাপ্যারম্ভকাবয়বব্যতিরেকে-

---

ত্ম্যপ্রতীতেশ্চ" ইতি। সম্বন্ধাবগমো হি সম্বন্ধকল্পনাবীজং ন তাদাত্ম্যাবগমঃ। তস্য নানাত্বৈকাশ্রয়সম্বন্ধবিরোধাদিতি। বৃত্তিবিকল্পেনাবয়ব্যতিরিক্তমবয়বিনং দূষয়তি "কথঞ্চ কার্য্য"মিতি। "সমস্তে"তি। মধ্যপরভাগয়োরর্ব্বাগ্‌ভাগব্যবহিতত্বাৎ। অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গ্যাপি কতিপয়াবয়বস্থানো গ্রহীষ্যত ইত্যত আহ—"ন হি বহুত্ব"মিতি। "অথাবয়বশ" ইতি। বহুত্বসংখ্যা হি স্বরূপেণৈব ব্যাসজ্য সংখ্যেয়েষু বর্ত্তত ইত্যেকতমসংখ্যেয়াগ্রহণেঽপি ন গৃহ্যতে, সমস্তব্যাসঙ্গিত্বাত্তদ্রূপস্য। অবয়বী তু ন স্বরূপেণাবয়বান্ ব্যাপ্নোতি, অপি ত্ববয়বশঃ। তেন যথা সূত্রমবয়বৈঃ কুসুমানি ব্যাপ্নুবৎ সমস্তকুসুমগ্রহণমপেক্ষতে কতিপয়কুসুমস্থানস্যাপি তস্যোপলব্ধেঃ, এবমবয়ব্যপীতি ভাবঃ। নিরাকরোতি—"তদা"পী"তি।

প্রতীতি হয় না। তাদাত্ম্যপ্রতীতির দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি (অভেদবুদ্ধি) হইলে সমবায় কল্পনার প্রয়োজন কি? [কথঞ্চ . গৃহ্যতে] বল দেখি, কারণরূপ অবয়ব-দ্রব্যে যে কার্য্যরূপী অবয়বী * বৃত্তিমান্ হয় (থাকে) তাহা কি, স্বরূপতঃ সমুদায় অবয়বে? না অংশক্রমে প্রতি অবয়বে? স্বরূপতঃ সমুদায় অবয়বে থাকিলে অবয়বীর অনুভব হইতে পারে না। কারণ এই যে, সমস্ত অবয়বের সন্নিকর্ষ হয় না। (সন্নিকর্ষ=চক্ষুরাদির সহিত সংযোগ। বস্তুর কতক অংশ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হয়, কতক অংশ ব্যবহিত থাকে)। বহুত্ব যেমন সমস্ত আশ্রয়ে থাকে বলিয়া একটী আশ্রয়ের জ্ঞানে বহুর জ্ঞান হয় না, তেমনি, একাবয়বদর্শনে সমস্তাবয়ববৃত্তি অবয়বীর জ্ঞান হইবে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। [অথা...কল্পনীয়ত্বাৎ] স্বরূপতঃ অর্থাৎ সর্ব্বাংশে না থাকুক,

---

* সূত্র,=অবয়ব। বস্ত্র=অবয়বী।

শাবয়বিনোঽবয়বাঃ কল্প্যেরন্ যৈরবয়বৈরারম্ভকেষ্ববয়বেষ্ববয়বশোঽবয়বী বর্ত্তেত। কোশাবয়বব্যতিরিক্তৈর্হ্যবয়বৈরসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি, অনবস্থা চৈবং প্রসজ্যেত, তেষু তেষ্ববয়বেষু বর্ত্তয়িতুমন্যেষামন্যেষামবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ। অথ প্রত্যবয়বং বর্ত্তেত তদৈকত্র ব্যাপারেঽন্যত্রাব্যাপারঃ স্যাৎ। ন হি দেবদত্তঃ শ্রুঘ্নে সন্নিধীয়মানস্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে, যুগপদনেকত্র বৃত্তাবনেকত্বপ্রসঙ্গাদ্দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরিব শ্রুঘ্নপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ। গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেরদোষ ইতি চেৎ, ন, তথাপ্রতীত্যভাবাৎ। যদি

শঙ্কতে।—"গোত্বাদিব"দিতি। নিরাকরোতি—"নে"তি। যদ্যপি গোত্বস্য সামান্যস্য বিশেষা অনির্ব্বাচ্যা ন পরমার্থসন্তস্তথা চ কাঽস্য প্রত্যেকপরিসমাপ্তিরিতি, তথাপ্যভ্যুপেত্যেদমুদিতমিতি মন্তব্যম্। অকর্ত্তৃকা যতোঽতোনিরাত্মিকা স্যাৎ। কারণাভাবে হি কার্য্যমনুৎপন্নং কিন্নাম

অংশে অংশে সমস্ত অবয়বে বৃত্তিমান হয় বলিলেও আরম্ভক (জনক) অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বের কল্পনা করিতে হইবে কিন্তু সে কল্পনাতেও অনবস্থাদোষ আছে। কেন না, সেই সেই অবয়বে বৃত্তিমান্ (থাকিবার) হইবার জন্য তদ্ভিন্ন তদ্ভিন্ন অবয়বের কল্পনা করিতে হয়। যেমন খড়্গের বৃত্তিতার জন্য হস্তাবয়বের, সেইরূপ। (হস্ত কোষ নহে। হস্ত কোষ হইতে অতিরিক্ত)। [অথ...বাসিনোঃ] কার্য্যনামক অবয়বী ও অংশক্রমে কারণনামক অবয়বসমূহে বৃত্তিমান্ হয় (থাকে) বলিলে একাবয়বের (একাংশের) ব্যাপার কালে অন্যাবয়বের ব্যাপার হয় না কেন তাহা বলিতে হইবে। যেমন, একই দেবদত্ত শ্রুঘ্নদেশে উপস্থিত ও সেই দিবসেই পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইতে ও থাকিতে পারেন না, উহাও সেইরূপ। এক সময়ে উভয়দেশে উপস্থিত থাকা দুই ব্যক্তি ব্যতীত হয় না। (অর্থাৎ বিভিন্ন অবয়বী স্বীকার করিতে হইবে। এ অবয়বী (বস্তু) ও সে অবয়বী (বস্তু) এক নহে; ভিন্ন, এইরূপ বলিতে হইবে। যেমন শ্রুঘ্ননিবাসী দেবদত্ত ও পাটলিপুত্রনিবাসী যজ্ঞদত্ত, সেইরূপ)। [গোত্বাদি... দৃষ্টত্বে] গোত্ব জাতি যেমন প্রত্যেক গো-ব্যক্তিতে থাকে অথচ বহুত্ব

গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তোঽবয়বী স্যাৎ। যথা গোত্বং প্রতি ব্যক্তিপ্রত্যক্ষং গৃহ্যতে এবমবয়ব্যপি প্রত্যবয়বং প্রত্যক্ষং গৃহ্যেত, ন চৈবং নিয়তং গৃহ্যতে। প্রত্যেকপরিসমাপ্তৌ চাবয়বিনঃ কার্য্যেণাধিকারাৎ তস্য চৈকত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যং কুর্য্যাৎ উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্। ন চৈবং দৃশ্যতে। প্রাগুৎপত্তেশ্চ কার্য্যস্যাসত্ত্ব উৎপত্তিরকর্তৃকা নিরাত্মকা চ স্যাৎ। উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া সা সকর্তৃকৈব ভবিতুমর্হতি গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ অকর্তৃকা চেতি বিপ্রতিষিধ্যেত। ঘটস্য চোৎপত্তিরুচ্যমানা ন ঘটকর্তৃকা কিং

ভবেৎ, অতো নিরাত্মকত্বমিত্যর্থঃ। যদ্যুচ্যেত ঘটশব্দস্তদবয়বেষু ব্যাপারাবিষ্টতয়া পূর্ব্বাপরীভাবমাপন্নেষু ঘটোপজনাভিমুখ্যেষু তাদর্থ্যনিমিত্তাদুপচারাৎ প্রযুজ্যতে তেষাঞ্চ সিদ্ধত্বেন কর্তৃত্বমস্তীত্যুপপদ্যতে ঘটো ভবতীতি প্রয়োগ ইত্যত আহ—"ঘটস্য চোৎপত্তিরুচ্যমানে"তি। উৎপাদনা হি

দোষ হয় না, এখানেও সেইরূপ হইবেক, বহুত্ব-দোষ হইবেক না, এরূপও বলিতে পার না। কারণ, প্রস্তাবিত স্থলে সেরূপ প্রতীতি হয় না। গোত্ব যেমন প্রত্যেক গোব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ হয়; অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে সেরূপ, প্রত্যক্ষগোচর হয় না। (একটী সুতায় বস্ত্রের প্রতীতি হয় না, কিন্তু একটী গাভীতে গোত্বের প্রতীতি হয়।) ইহাতেই বুঝিতে হইবেক, অবয়বী (বস্ত্র) গোত্বজাতির ন্যায় প্রতি অবয়বে (সুতায়) পরিসমাপ্ত নহে। অর্থাৎ থাকে না। একই অবয়বী যদি জাতির ন্যায় সমস্ত অবয়বে অবস্থান করিত, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বস্থানে সমান কার্য্যাধিকার থাকিত। শৃঙ্গের দ্বারা স্তনের কার্য্য ও বক্ষের দ্বারা পৃষ্ঠের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। (দেবদত্তের কার্য্য অধ্যয়ন, দেবদত্ত তাহা গ্রামে ও অরণ্যে যথা ইচ্ছা তথা সম্পন্ন করিতে পারে। অবয়বী গাভী, তাহার কার্য্য দুগ্ধ দান, সেও তাহা শৃঙ্গের ও পুচ্ছের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারে, উক্ত দৃষ্টান্তে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।) কিন্তু অদ্যাপি সেরূপ হইতে দেখা যায় নাই। [প্রাগুৎপত্তে...প্রতীতেশ্চ] কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না, কোনও রূপ থাকে না, একরূপ হইলে উৎপত্তির কর্তাও থাকে না, এবং উৎপত্তি

তর্হি অন্যকর্তৃকেতি কল্প্যা স্যাৎ। তথা কপালাদীনামপ্যুৎপত্তিরুচ্যমানাঽন্যকর্তৃকৈব কল্প্যেত। তথা চ সতি 'ঘট উৎপদ্যত ইত্যুক্তে কুলালাদীনি কারণান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যুক্তং স্যাৎ। ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিরিত্যুক্তে কুলালাদীনামপ্যুৎপদ্যমানতা প্রতীয়তে, উৎপন্নতাপ্রতীতেশ্চ। অথ স্বকারণ-

---

সিদ্ধানাং কপালকুলালাদীনাং ব্যাপারো নোৎপত্তিঃ। ন চোৎপাদনৈবোৎপত্তিঃ, প্রযোজ্যপ্রযোজকব্যাপারয়োর্ভেদাদভেদে বা ঘটমুৎপাদয়তীতিবদ্ঘটমুৎপদ্যত ইত্যপি প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ করোতিকারয়ত্যোরিব ঘটগোচরয়োর্ভূত্যাখ্যিসমবেতয়োরুৎপত্ত্যুৎপাদনয়োরধিষ্ঠানভেদোঽভ্যুপেতব্যঃ। তত্র কপালকুলালাদীনাং সিদ্ধানামুৎপাদনাধিষ্ঠানানাং নোৎপত্ত্যধিষ্ঠানত্বমস্তীতি পারিশেষ্যাৎ ঘট এব সাধ্য উৎপত্তেরধিষ্ঠানমেষিতব্যঃ। ন চাঽসাবসন্নধিষ্ঠানং ভবিতুমর্হতীতি সত্ত্বমস্যাভ্যুপেয়ম্। এবঞ্চ ঘটো ভবতীতি ঘটব্যাপারস্য ধাতুপাত্তত্বাৎ তত্রাস্য কর্তৃত্বমুপপদ্যতে তণ্ডুলানামিব সতাং বিক্লিত্তৌ বিক্লিদ্যন্তি তণ্ডুলা ইতি। শঙ্কতে—"অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এবোৎপত্তি"রিতি। এতদুক্তং ভবতি।—নোৎপত্তির্নাম কশ্চিদ্ব্যাপারো যেনাসিদ্ধস্য কথমত্র কর্তৃত্বমিত্যনুযুজ্যেত কিন্তু স্বকারণসমবায়ঃ স্বসত্তাসমবায়ো বা। স চাসতোপ্যবিরুদ্ধ ইতি। সোপ্যসতোঽনুপপন্ন ইত্যাহ—

পদার্থটী নিস্বরূপ হইয়া পড়ে। বিবেচনা কর, উৎপত্তি কি? উৎপত্তি এক প্রকার ক্রিয়া। যখন ক্রিয়া—তখন অবশ্যই তাহার কর্তা আছে। ক্রিয়া অথচ কর্তা নাই, এরূপ হয় না। ঘটের উৎপত্তি বলিলে ঘটকর্তৃক উৎপত্তি এরূপ অর্থ হয় না কিন্তু অন্যকর্তৃক, এইরূপ অর্থই হয়। কপালাদির উৎপত্তি বলিলেও অন্যকর্তৃকতার কল্পনা করিতে হইবে। ঘট উৎপন্ন হইতেছে বলিলে কুম্ভকার প্রভৃতি কারণ উৎপন্ন হইতেছে, এরূপ বলা যায় না। কেন-না, ঘটোৎপত্তি শব্দে কুলালাদির উৎপত্তি প্রতীত হয় না, কেবল উৎপন্নতাই প্রতীত হয়। [অথ...ভবিষ্যতীতি] কারণ দ্রব্যে কার্য্যের সত্তাসম্বন্ধ হইলেই কার্য্যের উৎপত্তি ও আত্মলাভ (স্বরূপনিষ্পত্তি) হয়, এ কথা বলিলে আমরা জিজ্ঞাসা করিব, যাহার কোন স্বরূপ নাই কি প্রকারে তাহার সম্বন্ধ ঘটনা হইবে? বিদ্যমান পদার্থদ্বয়েরই সম্বন্ধ সম্ভব

সত্তাসম্বন্ধ এবোৎপত্তিরাত্মলাভশ্চ কার্য্যস্যেতি চেৎ, কথমলব্ধাত্মকং সম্বধ্যেতেতি বক্তব্যম্। সতোর্হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতোরসতোর্ব্বা, অভাবস্য চ নিরুপাখ্যত্বাৎ প্রাগুৎপত্তেরিতি মর্য্যাদাকরণমনুপপন্নম্। সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদা দৃষ্টা নাভাবস্য। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণোঽভিষেকাদিত্যেবঞ্জাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরুপাখ্যো বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যতে। যদি চ বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধমভবিষ্যৎ তত ইদমপি উপাপৎস্যত কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ভবিষ্যতীতি। বয়ন্তু পশ্যামো বন্ধ্যাপুত্রস্য কার্য্যাভাবস্য চাভাবত্বাবিশেষাৎ। যথা বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্যা-

"কথমলব্ধাত্মক"মিতি। অপি চ প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যমিতি কার্য্যাভাবস্য ভাবেন মর্য্যাদাকরণমনুপপন্নমিত্যাহ—"অভাবস্য চ" ইতি। স্যাদেতৎ। অত্যন্তাভাবস্য বন্ধ্যাসুতস্য মাভূন্মর্য্যাদাঽনুপাখ্যো হি সঃ, ঘটপ্রাগভাবস্য তু ভবিষ্যতা ঘটেনোপাখ্যেয়স্যাঽস্তি মর্য্যাদেত্যত আহ।— "যদি চ বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারা"দিতি। উক্তমেতদধস্তাৎ যথা ন জাতু ঘটঃ পটো ভবত্যেবমসদপি সন্ন ভবতীতি। তস্মান্মৃৎপিণ্ডে ঘটস্যাসত্বে-

---

হয়, বিদ্যমান অবিদ্যমানের ও দুই অবিদ্যমানের সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। অভাব পদার্থ মিথ্যা বা তুচ্ছ, সুতরাং তাহা "উৎপত্তির পূর্ব্বে" এরূপ মর্য্যাদা স্থান (সীমা স্থান) হইতে পারে না। অপিচ, যাহা সৎ—যাহা আছে—তাহাকেই সীমা করা যাইতে পারে। গৃহাদি সৎ, সে জন্য, গৃহাদিই সীমা হয় অসৎ বা অভাব সীমা হয় না। রাজা পূর্ণবর্ম্মের অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইয়াছিল, এ বাক্য যেমন, উক্ত বাক্যও সেইরূপ। কারক-ব্যাপারের পরে যদি বন্ধ্যাপুত্র হয় বা থাকে, তাহা হইলে কার্য্যাভাবও কারকব্যাপারের পরে হইতে বা থাকিতে পারে। আমরা দেখিতেছি, কারক-ব্যাপারের উর্দ্ধে বন্ধ্যাপুত্রও অসৎ, কার্য্যাভাবও

ত্তাবোঽপি কারকব্যাপারাদূর্দ্ধং ন ভবিষ্যতীতি। নম্বেবং সতি কারকব্যাপারোঽনর্থকঃ প্রসজ্যেত, যথৈব হি প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ কারণস্য স্বরূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিদ্ব্যাপ্রিয়তে এবং প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ কার্য্যস্বরূপপ্রসিদ্ধয়েঽপি ন কশ্চিদ্ব্যাপ্রিয়েত ব্যাপ্রিয়তে চ। অতঃ কারকব্যাপারার্থবত্ত্বায় মন্যামহে প্রাগুৎপত্তেরভাবঃ কার্য্যস্যেতি। নৈষ দোষঃ। যতঃ কার্য্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্যার্থবত্ত্বমুপপদ্যতে। কার্য্যাকারোঽপি কারণস্যাত্মভূত এব,

---

হন্ত্যাত্মাসত্ত্বমেবেতি। অত্রাসৎকার্য্যবাদী চোদয়তি "নম্বেবং সতী"তি। প্রাক্ প্রসিদ্ধমপি কার্য্যং কদাচিৎ কারণেন যোজয়িতুং ব্যাপারো-ঽর্থবান্ ভবেদিত্যত আহ--"তদনন্যত্বাচ্চ" ইতি। পরিহরতি।—"নৈষ দোষ" ইতি। উক্তমেতৎ যথা ভুজঙ্গতত্ত্বং ন রজ্জোর্ভিদ্যতে, রজ্জু-রেব হি তৎ, কাল্পনিকস্তু ভেদঃ, এবং বস্তুতঃ কার্য্যতত্ত্বং ন কারণাদ্‌-ভিদ্যতে, কারণস্বরূপমেব হি তৎ, অনির্ব্বাচ্যন্তু কার্য্যরূপং, ভিন্নমিবা-

---

অসৎ। [নম্বেবং...ভাণি] যদি বল, সৎকার্য্য পক্ষে কারক-ব্যাপারের আনর্থক্য হয় অর্থাৎ যাহা থাকে, কর্ত্তা তাহার আর কি করিবে ? যেমন পূর্ব্বসিদ্ধ কারণের স্বরূপনিষ্পত্তির জন্য কোনও ব্যক্তি যত্নবান্ হয় না, (যাহা আছে, সুতরাং তাহা করিতে হয় না), তেমনি, কার্য্যের জন্যও যত্নবান্ না হওয়া উচিত। কার্য্য যদি থাকে ত কিসের জন্য যত্ন ? কারকের (দণ্ডচক্রাদির) আয়োজনই বা কেন ? তাহাতে ব্যাপার প্রয়োগই বা কেন ? অতএব, কারক-ব্যাপারের সার্থক্যসিদ্ধির জন্য মানা উচিত যে, কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না, পরে উৎপন্ন হয়। (যেহেতু থাকে না, সেই হেতু তাহা করিতে হয়)। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, কার্য্য দ্রব্য থাকিলেও কারকের আয়োজন ও সে সকলে ক্রিয়াপ্রয়োগ বৃথা বা নিষ্ফল নহে। কার্য্য থাকে বটে; কিন্তু কার্য্যাকারে থাকে না। কার্য্যা-কারে থাকে না বলিয়াই তাহার কার্য্যাকারতা-সম্পাদনার্থ কারকব্যাপা-রের প্রয়োজন হয়। কারক-ব্যাপার কার্য্যাকার প্রাপ্ত করায়, সুতরাং তাহা সার্থক। অনর্থক নহে। সেই কার্য্যাকারও কারণের স্বরূপসন্নিবিষ্ট। যাহা যাহার স্বরূপ সন্নিবিষ্ট নহে—তাহা তাহার আরভ্য(জন্য)ও নহে।

অনাত্মভূতস্থানারভ্যত্বাদিত্যভাণি। ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথা প্রতিদিনমনেকসংস্থানানামপি পিত্রাদীনাং ন বস্ত্বন্যত্বং ভবতি, মম পিতা মম মাতা মম ভ্রাতা ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। জন্মোচ্ছেদানন্তরিতত্বাৎ তত্র তত্র যুক্তং নান্যত্রেতি চেৎ, ন, ক্ষীরাদীনামপি দধ্যাদ্যাকারসংস্থানস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ। অদৃশ্যমানানামপি বটধানাদীনাং সমানজাতীয়াবয়বান্তরোপচিতানামঙ্কুরাদিভাবেন

ভিন্নমিব চাবভাসত ইতি। তদিদমুক্তং "বস্ত্বন্যত্ব"মিতি। বস্তুতঃ পরমার্থতোঽন্যত্বং ন বিশেষদর্শনমাত্রাদ্ভবতি। সাংব্যবহারিকে তু কথঞ্চিত্তত্বা-

---

এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [ন চ . জ্ঞানাৎ] আকারের বিশেষ থাকিলেই যে ভিন্ন বস্তু হয়--তাহা হয় না। মনুষ্য এক সময়ে সঙ্কুচিত হস্তপাদ ও অন্য সময়ে প্রসারিত হস্তপাদ এই দ্বিবিধ আকারে পরিদৃষ্ট হইলেও মনুষ্য এক। পূর্ব্বের সঙ্কুচিত হস্তপাদ মনুষ্যই ইদানীং প্রসারিত হস্তপাদ হইয়া যাইতেছে ইহা প্রত্যভিজ্ঞাপ্রমাণসিদ্ধ। প্রতিদিনই পিতা প্রভৃতি বিভিন্নাকারে দৃষ্ট হন, তাই বলিয়া তাঁহারা কি নিত্য নূতন হন ? ভিন্নাকারদর্শন কালেও আমার পিতা আমার মাতা আমার ভ্রাতা এবম্বিধ জ্ঞান হইয়া থাকে। [জন্ম সংজ্ঞা] দিন দিন পিত্রাদিদেহের পরিবর্ত্তন হয় সত্য ; কিন্তু জন্ম ও উচ্ছেদ হয় না। যেহেতু জন্ম ও উচ্ছেদ হয় না, সেই হেতু পিত্রাদিশরীর অভিন্ন। দুগ্ধ প্রভৃতিতে উচ্ছেদ ও দধি প্রভৃতিতে জন্ম দৃষ্ট হয়, সুতরাং উক্ত উভয় ভিন্ন, (জন্ম ও বিনাশ এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আগমন থাকায় কার্য্যকারণের ভিন্নতাই সিদ্ধ, অভেদ অসিদ্ধ). এ কথাও বলিবার যোগ্য নহে। কেন-না, দুগ্ধই দধির আকারে এবং মৃত্তিকাই ঘটের আকারে প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং তাহাতে উচ্ছেদ ও জন্ম উভয়ই অসিদ্ধ। বট বটবীজে সূক্ষ্মতানিবন্ধন অদৃশ্য থাকে, পরে সজাতীয় অবয়বের (পরমাণুর) প্রবেশ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহা অঙ্কুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্রূপে দৃষ্টিগোচর হওয়ার নাম জন্ম এবং অবয়বের

দর্শনগোচরতাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা তেষামেবাবয়বানাং অপচয়-বশাদদর্শনতাপত্তাবুচ্ছেদসংজ্ঞা। তত্রেদৃক্‌জন্মোচ্ছেদান্তরিত-ত্বেন চেদসতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ সতশ্চাসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা সতি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ। তথা বাল্যযৌবন-স্থাবিরেষ্বপি ভেদপ্রসঙ্গঃ, পিত্রাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ। এতেন ক্ষণভঙ্গবাদঃ প্রতিবদিতব্যঃ। যস্য পুনঃ প্রাগুৎ-পত্তেরসৎ কার্য্যং তস্য নির্ব্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাৎ, অভা-বস্য বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। আকাশস্য হননপ্রয়োজনখড়্গাদ্য-নেকায়ুধপ্রসক্তিবৎ। সমবায়িকারণবিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ, ন, অন্যবিষয়েণ কারকব্যাপারেণান্যনিষ্পত্তে-

---

ন্যত্বে ভবত এবেত্যর্থঃ। অনয়ৈব হি দিশা এষ সন্দর্ভো যোজ্যঃ। অসৎ-কার্য্যবাদিনং প্রতি দূষণান্তরমাহ—"যস্য পুন"রিতি। কার্য্যস্য কারণাদ-

---

ক্ষয় বশতঃ যখন তাহা দৃষ্টিপথাতীত হয় তখন তাহা উচ্ছেদ ও বিনাশ আখ্যা ধারণ করে। [তত্রেদৃক্...প্রসঙ্গশ্চ] যদি তদ্রূপ জন্মের ও বিনা-শের আবরণ দৃষ্টে (অবয়বের বৃদ্ধি হ্রাস দেখিয়া) বস্তুর ভিন্নতা অবধারণ কর, অনুমান কর, এবং তদনুসারে অসতের উৎপত্তি ও সতের বিনাশ স্বীকার কর, তাহা হইলে গর্ভবাসীর ও উত্তানশায়ীর ভিন্নতা স্বীকার করা উচিত। (যে গর্ভবাস করিয়াছিল সে ইদানীং উত্তানশায়ী, ইহা বলিতে পার না।) অপিচ, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, এ সকল অবস্থাতেও ব্যক্তির ভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়, করিলে পিত্রাদি-ব্যবহার লোপ প্রাপ্ত হয়। (যৌবনে যাহাকে পিতা বলিয়াছ, বার্দ্ধক্যে তাহাকে পিতা বলিতে পার না।) [এতেন...তব্যঃ] এই বিচারের দ্বারা বা এই সকল অসৎকার্য্যবাদনিরাসক যুক্তির দ্বারা ক্ষণিক-বাদেরও প্রতিবাদ করা হইল। [যস্য...কল্পয়িতুম্] উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না, কোনও আকারে থাকে না, এতন্মতে কারক-ব্যাপারের নৈষ্ফল্য জানিবে। কারণ, অভাব (যাহা নাই তাহা) কাহার বিষয় হয় না। অযোগ্য বিষয়ে কোনও কারক কৃতকার্য্য হয় না। শত শত খড়্গাদি অস্ত্র প্রয়োগ করিলেও আকাশের ছেদ ভেদ সংঘটন হয় না। কারক সকল সমবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই ব্যাপৃত হয়, এ কথাও বলিবার অযোগ্য। কারণ, একের ব্যাপারে অন্যের

রতিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়িকারণস্যৈবাত্মাতিশয়ঃ কার্য্যমিতি চেৎ, ন, অতস্তর্হি সৎকার্য্যতাপত্তিঃ। তস্মাৎ ক্ষীরাদীন্যেব দ্রব্যাণি দধ্যাদিভাবেনাবতিষ্ঠমানানি কার্য্যাখ্যাং লভন্ত ইতি ন কারণাদন্যৎ কার্য্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং কল্পয়িতুম্। তথা চ মূলকারণমেবান্ত্যাৎ কার্য্যাৎ তেন তেন কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। এবংযুক্তেঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বমনন্যত্বঞ্চ কারণাদবগম্যতে, শব্দান্তরাচ্চৈতদবগম্যতে। পূর্ব্বসূত্রেঽসদ্ব্যপদেশিনঃ শব্দস্যোদাহৃতত্বাৎ, ততোঽন্যঃ সদ্ব্যপদেশী শব্দঃ শব্দান্তরম্। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি "তদ্ধৈক আহুঃ"

ভেদে সাবধারত্বং কারকব্যাপারস্য স্যাদিত্যর্থঃ। "মূলকারণং" ব্রহ্ম। শব্দান্তরাচ্চেতি সূত্রাবয়বমবতার্য্য ব্যাচষ্টে।—"এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য" ইতি। অতিরোহিতার্থম্।

উৎপত্তি অসম্ভব। সম্ভব বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। দণ্ডচক্রাদি কারক মৃত্তিকায় ব্যাপৃত (ব্যাপার = কার্য্যজনক ক্রিয়া বিশেষ) হইলে কি স্বর্ণ উৎপত্তি হয়? তাহা হয় না। কার্য্যকে সমবায়ী কারণের আতিশয্যবিশেষ (অতিশয় = রূপান্তর-শক্তি) বলিতেও পারিবে না। বলিলে সৎকার্য্যবাদ স্বীকৃত হইবেক। সেই জন্যই বলি, দুগ্ধাদি দ্রব্য দধ্যাদিভাবে অবস্থিত হইলে তাহা কার্য্যনাম প্রাপ্ত হয় এবং শতবর্ষ ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও কার্য্যের কারণাতিরিক্ততা প্রতিপাদন করিতে পারিবে না। [তথা চ... গম্যতে] প্রবর্ত্তিত বিচারে এই ফল ফলিতেছে যে, এক মূলকারণই চরম কার্য্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যের আকারে নটের ন্যায় সমুদয় ব্যবহারের আস্পদ হইতেছে। প্রদর্শিত যুক্তিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব ও কারণাভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জানা যায়। যেমন যুক্তির দ্বারা জানা যায়, তেমনি, শব্দান্তরের দ্বারাও জানা যায়। [পূর্ব্ব ..দ্যায়তি] পূর্ব্ব সূত্রে যে অসৎ-উল্লেখী শব্দের উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে তদ্বিপরীত সৎ শব্দই শব্দান্তর। শ্রুতিতে সৎ শব্দের উল্লেখ থাকাতেও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব ও কারণাভিন্নত্ব জানা যায়। যথা—"হে সৌম্য! এ সকল আগে সৎ ই ছিল। তাহা এক ও দ্বিতীয়রহিত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারভেদশূন্য।"

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি চাসৎপক্ষমুপক্ষিপ্য কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাক্ষিপ্য "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যবধারয়তি। তত্রেদংশব্দবাচ্যস্য কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সচ্ছব্দবাচ্যেন কারণেন সামানাধিকরণ্যস্য শ্রূয়মানত্বাৎ সত্ত্বানন্যত্বে প্রসিধ্যতঃ। যদি তু প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যং স্যাৎ পশ্চাচ্চোৎপদ্যমানং কারণে সমবেয়াৎ তদাঽন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ। তত্র 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা' পীড্যেত। সত্ত্বানন্যত্বাবগতেস্ত্বিয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥ *

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তং গৃহ্যতে কিময়ং পটঃ

ইত্যাদি। শ্রুতি "কেহ কেহ বলেন, এ সকল আগে অসৎ ছিল" এইরূপে অসদ্বাদকে পূর্ব্বপক্ষভুক্ত করিয়া পশ্চাৎ "কি প্রকারে অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব হইতে পারে?" এবম্প্রকারে তাহার প্রতিবাদ করতঃ পরে "সৎ-ই ছিল" এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন। [তত্রেদং… সমর্থ্যতে] প্রোক্ত শ্রুতিতে ইদং-শব্দ-বোধ্য জগৎকার্য্যের সহিত সৎশব্দ বোধ্য ব্রহ্ম কারণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ অভিহিত হওয়ায় কার্য্যের সত্ত্ব ও কারণাভিন্নত্ব প্রতীত হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না, কারকব্যাপারে অভিনব উৎপন্ন হয়, কারণে সমবেত হয়, (অভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়), এরূপ বলিতে গেলে কার্য্যকারণের ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে কারণ-জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা থাকে না, ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্য থাকে, কারণাকারে থাকে, সুতরাং তাহা কারণাতিরিক্ত নহে, এরূপ হইলে ঐ প্রতিজ্ঞা সংরক্ষিত হয়, কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না।

সংবেষ্টিত (গুটান) বস্ত্র স্পষ্টরূপে জ্ঞানগোচর হয় না, বস্ত্র কি অন্য

---

* সংবেষ্টিতপট-প্রসারিতপট-দৃষ্টান্তেন কার্য্যং কারণাদভিন্নমিতি সূত্রার্থঃ।—সংবেষ্টিত ও প্রসারিত বস্ত্রের দৃষ্টান্তে কার্য্যসকল কারণাতিরিক্ত নহে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ।

কিঞ্চান্যৎ দ্রব্যমিতি, স এব প্রসারিতো যৎ সংবেষ্টিতং দ্রব্যং স পট এবেতি প্রসারণেনাভিব্যক্তো গৃহ্যতে, যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহ্যমাণোঽপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে স এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাদয়ং ভিন্নঃ পট ইতি, এবং তন্ত্বাদিকারণাবস্থং পটাদিকার্য্যমস্পষ্টং সৎ তুরীবেমকুবিন্দাদিকারকব্যাপারাভিব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে। অতঃ সংবেষ্টিতপ্রসারিতপটন্যায়েনৈবানন্যৎ কারণাৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥ *

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন

কার্য্যমুপাদানাদ্ভিন্নং তদুপলব্ধাবপ্যনুপলভ্যমানত্বাৎ ততোঽধিকপরিমাণত্বাচ্চ মশকাদিব শশক ইত্যত্র ব্যভিচারার্থং সূত্রম্—পটবচ্চেতি। দ্বিতীয়হেতোর্ব্যভিচারং স্ফুটয়তি—যথা চ সম্বেষ্টনেতি। আয়ামো দৈর্ঘ্যম্। (ইতি রত্নপ্রভা)।

দ্রব্য তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা প্রসারিত হইলে স্পষ্ট বুঝা যায়, বস্ত্র বলিয়া প্রতীত হয়। অপিচ সম্বেষ্টিত বস্তুকে বস্ত্র বলিয়া জানিলেও তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি অজ্ঞাত থাকে, প্রসারিত হইলে আর তাহা অজ্ঞাত থাকে না। এ স্থলে সম্বেষ্টিত পট ও প্রসারিত পট ভিন্ন নহে, একই। এইরূপ, সূত্রাবস্থ বা কারণাবস্থ বস্ত্রাদিও বিস্পষ্ট বুঝা যায় না, বস্ত্রাদিরূপে জ্ঞানগোচর হয় না। কিন্তু যখন তাহা তুরী, বেমা, ও তন্তুবায় প্রভৃতির ব্যাপারে বিস্পষ্ট হয় তখন বিস্পষ্ট বুঝা যায়। অর্থাৎ তখন বস্ত্রজ্ঞান জন্মে। এতদ্দৃষ্টান্তে নিশ্চয় হয় যে, কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ নহে। সূতা ও কাপড় একই জিনিশ।

লোকমধ্যেও দেখা যায়, প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ

---

* প্রাণাদিবচ্চেত্যর্থঃ।—প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান নামক বৃত্তিপঞ্চক রুদ্ধ হইলে ঐ সকল কেবলমাত্র কারণভাবে বিদ্যমান থাকে। এতদ্দৃষ্টে যেমন মূল প্রাণের সহিত কার্য্যভূত প্রাণাদির অভেদ অঙ্গীকৃত হয়, অন্যান্য কার্য্যেও সেইরূপ জানিবে। (বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্য ব্যাখ্যায় দেখ)।

নিরুদ্ধেষু কারণমাত্ররূপেণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্ব্বর্ত্ত্যতে নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরং, তেষ্বেব প্রাণভেদেষু পুনঃ প্রবৃত্তেষু জীবনাদধিকমাকুঞ্চনপ্রসরণাদিকমপি কার্য্যান্তরং নির্ব্বর্ত্ত্যতে। ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাদন্যত্বং সমীরণস্বভাবাবিশেষাৎ। এবং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বম্। অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥ ২০ ॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥ *

অন্যথা পুনশ্চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে। চেতনাদ্ধি

ইতি চ সূত্রে নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতে।

প্রাণায়ামের দ্বারা রুদ্ধ হইলে তাহা মাত্র কারণরূপে অবস্থান করে ও কেবল জীবন-কার্য্য (বেঁচে থাকা) নির্ব্বাহ করে। দেহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ কিছুই করে না। সময়ান্তরে আবার ঐ সকল প্রাণ বৃত্তিমান হয়, হইয়া জীবনাতিরিক্ত আকুঞ্চনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। উক্ত প্রাণপঞ্চক যে-প্রাণের প্রভেদ, সেই মূল প্রাণ হইতে উক্ত প্রাণপঞ্চকের ভিন্নতা নাই। সকল গুলিই বায়ুস্বভাব, সুতরাং সকলগুলিই বস্তুতঃ এক অর্থাৎ অভিন্ন। কার্য্য যে কারণ-ভিন্ন নহে তাহা এই প্রাণদৃষ্টান্তেও নিশ্চয় হয়। যে হেতু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য্য ও ব্রহ্মাভিন্ন—সেই হেতু শ্রুত্যুক্ত একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ।

চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, এই মতের বিরুদ্ধে অন্য আপত্তি উত্থা-

* পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ। চেতনকারণবাদে হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তির্ভবতি। কস্মাৎ? ইতরব্যপদেশাৎ ইতরস্য জীবস্য ব্রহ্মত্বকথনাৎ অথবা ইতরস্য ব্রহ্মণো জীবত্বাভিধানাৎ। হিতাকরণঃ অহিতকরণম্। ব্রহ্ম যদি জীবো ভবেৎ তদা স্বানিষ্টং নরকাদিকং কস্মাৎ কথং বা জনয়েৎ? ন জনয়েদিতি ভাবঃ।—ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মের জীব ভাব হওনের শ্রুতি থাকায় নিজেই নিজের বন্ধন সৃষ্টি করার যে দোষ সেই দোষ হইবে।

জগৎপ্রক্রিয়ায়ামাশ্রীয়মাণায়াং হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। কুতঃ, ইতরব্যপদেশাৎ। ইতরস্য শারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি প্রতিবোধনাৎ। যদ্বা ইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্বদর্শনাৎ। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি চ পরা দেবতা জীবমাত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি দর্শয়তি। তস্মাদ্ যদ্ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং তচ্ছারীরস্যৈবেতি। অতশ্চ স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ

যদ্যপি শারীরাৎ পরমাত্মনো ভেদমাহুঃ শ্রুতয়স্তথাপ্যভেদমপি দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ো বহ্ব্যঃ। ন চ ভেদাভেদাবেকত্র সমবেতৌ বিরোধাৎ। ন চ ভেদস্তাত্ত্বিক ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞান্ন শারীরস্তত্ত্বতোঽভিদ্যতে। স এব ত্ববিদ্যোপধানভেদাদ্ঘটকরকাদ্যাকাশবদ্ভেদেন প্রথতে। উপহিতঞ্চাস্য রূপং শারীরম্। তেন যা নাম জীবাঃ পরমাত্মতামাত্মনোঽনুভূবন্। পরমাত্মা তু তানাত্মনোঽভিন্নাননুভবত্যনুভবে সার্ব্বজ্ঞ্যব্যাঘাতঃ। তথা চাহয়ং জীবান্ বধ্নন্নাত্মানমেব বধ্নীয়াৎ। তত্রেদমুক্তং

পিত হইতেছে। চেতন ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হওয়ার প্রণালীতে হিতাকরণাদি দোষ আশ্রয় করে। কেন-না, শ্রুতি ইতরের অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন (ব্রহ্মকেই জীব বলিয়াছেন)। যথা—"হে শ্বেতকেতো! তাহাই আত্মা এবং তাহাই তুমি।" অথবা ইতর-শব্দে জীব-ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম। শ্রুতি তাঁহার জীব হওয়া বলিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট আছেন।" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্ত্তা অবিকৃত ব্রহ্মই সৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট আছেন সুতরাং ব্রহ্মই জীব। [অনেন...দর্শয়তি] "সেই দেবতা আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপের বিকাশ করিব।" এতৎ শ্রুত্যুক্ত পরা দেবতা জীবকে আত্ম-শব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে। [তস্মাদ্...কৃতমিতি] অতএব ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব

মাহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্। ন হি কশ্চিদপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বানুপ্রবিশতি। ন চ স্বয়মত্যন্তনির্ম্মলঃ সন্নত্যন্তমলিনং দেহমাত্মত্বেনোপেয়াৎ। কৃতমপি কথঞ্চিদ্যৎ দুঃখকরং তদিচ্ছয়া জহ্যাৎ সুখকরঞ্চোপাদদীত। স্মরেচ্চ, ময়েদং জগদ্বিবিধং বিচিত্রং বিরচিতমিতি, সর্ব্বো হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি ময়েদং কৃতমিতি। যথা চ মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়ামিচ্ছয়াঽনায়াসেনৈবোপসংহরতি, এবং শারীরোঽপি ইমাং সৃষ্টিং উপসংহরেৎ, স্বকীয়-

---

"ন হি কশ্চিদপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বানুপ্রবিশতী"ত্যাদি। তস্মান্ন চেতনকারণং জগদিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

ভুলা কথা। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও হইবে যে, যে স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয় সে অবশ্যই আপনার হিতকর কার্য্য করে। যাহাতে আপনার অহিত হয় তাহা করে না। অহিতকর কার্য্য করে না। ব্রহ্মই যদি জীব হইয়া থাকেন ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাতে জন্ম, মরণ, জরা, রোগ, শোক, প্রভৃতি বহুল অনর্থ আছে তাহা করিবেন কেন? (জীব হইয়া, সৃষ্টি করিয়া, নরকাদি যন্ত্রণা ভোগ করিবেন কেন?) যে পরতন্ত্র নহে, স্বাধীন, সে-কি কখন কারাগার প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়? অত্যন্ত নির্ম্মল ব্রহ্ম কি-কারণে মলিন দেহকে আত্মভাবে গ্রহণ করিবেন? যদিও করিয়াছেন, তথাপি, যাহা দুঃখময় তাহা ইচ্ছা-পূর্ব্বক ত্যাগ করিতে এবং যাহা সুখকর তাহা গ্রহণ করিতে না পারেন কেন? অপিচ, যখন যে যাহা করে সে তাহা স্মরণ করিতেও পারে। প্রত্যেক লোককেই কার্য্য করিবার পর স্বকৃত কার্য্যকে "আমি ইহা করিয়াছি" এইরূপে স্মরণ করিতে দেখা যায়। অতএব জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মেরও ইহা স্মরণ করা উচিত অর্থাৎ মনে পড়া উচিত যে, আমিই এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি! [যথা চ...মজ্জতে] যেমন মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক বা বাজিকর) স্বপ্রসারিত (নিজের উদ্ভাবিত) মায়াকে স্বেচ্ছাক্রমে ও বিনা ক্লেশে উপসংহার করে, জীবভাবাপন্ন ব্রহ্ম স্বকৃত সৃষ্টিকে ও শরীরকে সেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে ও অক্লেশে উপ-সংহার করিতে না পারেন কেন? অতএব, অহিতকার্য্য দেখা যায়

যপি তাবৎ শরীরং শারীরো ন শক্নোত্যনায়াসেনোপসংহর্তুম্। এবং হিতক্রিয়াদ্যদর্শনাদস্বাধ্যা চেতনাৎ প্রক্রিয়েতি মন্যতে ॥ ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২২ ॥ *

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকমন্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্ত্যহিতং বা পরিহর্ত্তব্যং নিত্যমুক্তত্বাৎ। ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো

সত্যময়ং পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ যথা জীবান্ বস্তুত আত্মনোঽভিন্নান্ পশ্যতি পশ্যত্যেবং ন ভাবত এষাং সুখদুঃখাদিবেদনাসঙ্গোঽস্তি। অবিদ্যা-বশাত্তেষাং তদদভিমান ইতি। তথা চ তেষাং সুখদুঃখাদিবেদনায়ামপাহ;

বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে যে, চেতন ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা নহে। (স্বতন্ত্র চেতন ব্রহ্ম এ সকল উৎপাদন করিলে অবশ্যই ইহাকে আত্মবিভোগ-যোগী করিতেন। তাহা যখন করেন নাই তখন ব্রহ্ম কারণক জগৎপ্রক্রিয়া অঙ্গীকার অবশ্যই অন্যায্য।)

তু-শব্দের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের অর্থাৎ হিতাকরণাদি দোষ হওয়ার আপত্তি নিরস্ত করা হইতেছে। ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, তিনি জীব হইতে অধিক সুতরাং ভিন্ন। তাঁহাকেই আমরা জগতের স্রষ্টা বলি, জীবকে স্রষ্টা বলি না। ব্রহ্মে হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তিই নাই। ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত; সুতরাং তাঁহার হিত অহিত কোনও প্রকার কর্ত্তব্য নাই

---

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। ভেদনির্দ্দেশাৎ ভিন্নতয়া ব্রহ্মণোঽভিধানাৎ জীবাদধিকং ব্রহ্ম। ততো ন পূর্ব্বোক্তপূর্ব্বপক্ষাবসর ইত্যর্থঃ।—শ্রুতি ব্রহ্মকে জীবভিন্ন বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি জীব হইতে অধিক। যে হেতু ব্রহ্ম জীবাধিক—সেই হেতু ঐ সকল দোষ (হিতা-করণাদি দোষ) হয় না। আমরা যদি জীবকে স্রষ্টা বলিতাম তাহা হইলে অবশ্যই ঐ সকল দোষ হইত। কিন্তু আমরা ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলি। ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। জীবে কামাদি ধর্ম্ম আছে, ব্রহ্মে তাহা নাই। সেই জন্যই ব্রহ্মবাদে হিতাকরণ দোষ হয় না।"

বা কচিদপ্যস্তি, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ। শারীরস্ত্বনেবম্বিধঃ। তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। ন তু তং বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ। কুত এতৎ। ভেদনির্দ্দেশাৎ। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সতা সোম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি, শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাম্বারূঢ়ঃ, ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশো জীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। নম্বভেদনির্দ্দেশোঽপি দর্শিতঃ, তত্ত্বমসি ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ, কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্। নৈষ দোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েনোভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অপি চ যদা তত্ত্বমসীত্যেবঞ্জাতীয়কেনাঽভেদ-

---

মুদাসীন ইতি ন তেষাং বন্ধনাগারনিবেশেঽপ্যস্তি ক্ষতিঃ কাচিন্মমেতি ন হিতাকরণাদিদোষাৎপত্তিরিতি রাদ্ধান্তঃ। তদিদমুক্তম্।—"অপি চ যদা

তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, সে-কারণে তাঁহার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক ও শক্তিপ্রতিবন্ধক নাই। জীব অনেবম্বিধ অর্থাৎ সেরূপ নহে। (জীবেরই হিতাহিত, কর্ত্তব্য জ্ঞান, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক ও শক্তিপ্রতিবন্ধক আছে) জীবের স্রষ্টৃত্বপক্ষে ঐ সকল দোষ আছে সত্য; কিন্তু আমরা জীবকে স্রষ্টা বলি না। শ্রুতিতে ভেদনির্দ্দেশ থাকাতেই বলি না। [আত্মা...দর্শয়তি] "হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য, আত্মাই নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শ্রবণাদির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই কর্ত্তব্য।" "তিনিই অন্বেষণীয় এবং তিনিই বিচারণীয়।" "হে সোম্য! সেই কালে আত্মা সৎসম্পন্ন হন।" "জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার অধ্যারূঢ়—" ইত্যাদিবিধ শ্রুতিতে যে কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি-ভিন্নতার উল্লেখ আছে—সেই উল্লেখের দ্বারাই ব্রহ্মের জীবাধিকতা দর্শিত হইয়াছে। [নম্বভেদ...তত্ত্বাৎ] বলিতে পার, ভেদ উপদেশের ন্যায় অভেদ উপদেশও আছে, যথা—"তিনিই তুমি" ইত্যাদি, অতএব ভেদাভেদ উভয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? এ বিষয়ে আমরা বলি, ভেদাভেদ উভয়বিধ নির্দ্দেশে দোষ হয় না। আকাশের ও ঘটাকাশের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয় অসম্ভব নহে, প্রত্যুত সম্ভব, ইহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (আকাশের বাস্তব ভেদ নাই কিন্তু ঘটাদি-উপাধিকৃত কাল্পনিক ভেদ আছে)। [অপি চ...দোষাঃ]

নির্দ্দেশেনাঽভেদঃ প্রতিবোধিতো ভবত্যপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বম্। সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য ভেদব্যবহারস্য সম্যক্জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ। তত্র কুত এব সৃষ্টিঃ কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসঙ্ঘাতোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ, হিতাহিতকরণাদিলক্ষণঃ সংসারো ন তু পরমার্থতোঽস্তীত্যসকৃদবোচাম জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ। অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ,

---

তত্ত্বমসী"তি। অপি চেতি চঃ পূর্ব্বোপপত্তিসাহিত্যং দ্যোতয়তি, নোপপত্ত্যন্তরতাম্।

স্যাদেতৎ। যদি ব্রহ্মবিবর্ত্তো জগৎ, হন্ত সর্ব্বস্যৈব জীববচ্চৈতন্যপ্রসঙ্গ ইত্যত আহ—

আরও দেখ, যখন "তত্ত্বমসি—তিনিই তুমি" এইরূপ এইরূপ উপদেশের দ্বারা অভেদ বা একত্ব জ্ঞানগোচর হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব উভয়ই পরিত্যক্ত হয়। অর্থাৎ থাকে না। কারণ এই যে, যে-কিছু ভেদব্যবহার—সমস্তই মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত (ভ্রম)। সেই কারণে সম্যক্ জ্ঞান তাহাকে নষ্ট করে। অতএব, পরমার্থদর্শনে সৃষ্টিই বা কোথায়? অহিতকরণাদি দোষই বা কোথায়? অর্থাৎ পারমার্থিক সৃষ্টিও নাই, দোষও নাই। [অবিদ্যা...মানবৎ] অবিদ্যাজনিত অব্যক্ত নামরূপ, তজ্জনিত কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাত (দেহেন্দ্রিয়ের মেলন) সেই সংঘাতই উপাধি, এই উপাধি থাকাতেই হিত, অহিত, করা, না করা, এতদ্রূপ সংসারভ্রম জন্মিতেছে বা জন্মিয়াছে। সংসার যে ভ্রমরচিত তাহা অনেকবার বলিয়াছি, বুঝাইয়াও দিয়াছি। জন্ম, মরণ, ছেদন, ভেদন, এ সকল অভিমান যদ্রূপ—সংসার তদ্রূপ অর্থাৎ পরমার্থ-সৎ নহে। [অবা...নিরুণদ্ধি] জ্ঞানের পরে স্রষ্টৃ আদি ধর্ম্মের বাধ হয় সত্য, কিন্তু তাহা জ্ঞানের পূর্ব্বে অবাধিত থাকে। জ্ঞানের পূর্ব্বে যে ভেদব্যবহার অবাধিত থাকে, শ্রুতি সেই অবাধিত ব্যবহারের অনুবাদ করিয়া "তিনিই জীবের অন্বেষণীয়, তিনিই বিচারণীয়" (বিচার দ্বারা সাক্ষাৎকরণীয়)" ইত্যাদি প্রকার ভেদ (জীব-ব্রহ্মের ভিন্নতা) উপদেশ করিয়াছেন। সেই উপদেশের দ্বারাই ব্রহ্মের অধিকত্ব (জীব

ইত্যেবঞ্জাতীয়কেন ভেদনির্দ্দেশেনাবগম্যমানং ব্রহ্মণোঽধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং নিরুণদ্ধি ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥ *

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যান্বিতানামপ্যশ্মনাং কেচিন্মহার্হা মণয়ো বজ্রবৈদূর্য্যাদয়োঽন্যে মধ্যমবীর্য্যাঃ সূর্য্যকান্তাদয়োঽন্যে প্রহীণাঃ শ্ববায়সপ্রক্ষেপণার্হাঃ পাষাণা ইত্যনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে। যথা চৈকপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণামপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যং চন্দনকিম্পাকাদিষূপলভ্যতে। যথা চৈকস্যাপ্যন্নরসস্য লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি, এবমেকস্যাপি ব্রহ্মণো জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যঞ্চোপপদ্যত ইত্যত

অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্।

ভিন্নতা) অনুভূত হয়, হইয়া অহিতকরণাদি দোষপ্রসক্তির অবরোধ করে। অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা হইতে দেয় না অথবা নিবৃত্তি করায়।

পৃথিবীর বিকার প্রস্তর। সকল প্রস্তরেই পৃথিবীত্ব আছে, অথচ কোন প্রস্তর মহামূল্য ও মহাগুণ, কোন প্রস্তর মধ্যগুণ, কোন প্রস্তর কেবল লোষ্ট্রকার্য্যকারী। একই বীজ পৃথিবীতে উপ্ত হয় অথচ তাহার পত্র পুষ্প ফল গন্ধ ও রসাদি নানাপ্রকার হইতে দেখা যায়। আরও দেখ, একই অন্নরসের রক্তাদি ও লোমাদি পরিণাম হইতে দেখা যায়। এতদ্দৃষ্টান্তে একই ব্রহ্মের জীব-প্রাজ্ঞ-ভেদ ও অন্যান্য বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, তাঁহাতে পরকল্পিত দোষের অনুপপত্তি আছেই। অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্তে পরকল্পিত দোষ আদৌ স্থানপ্রাপ্ত হয় না। শ্রুতি স্বতঃ-

* প্রস্তরাদিদৃষ্টান্তেনৈকস্য বৈচিত্র্যোপপত্তেঃ প্রাগুক্তদোষানুপপত্তিরেব স্যাদিতি সূত্রার্থঃ।— প্রস্তরাদির দৃষ্টান্তে একের বৈচিত্র্য অর্থাৎ বহুপ্রকারতা সিদ্ধ হয় সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না।

স্তদনুপপত্তিঃ। পরপরিকল্পিতদোষাঽনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। শ্রুতেশ্চ প্রামাণ্যাদ্বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাব বৈচিত্র্যবচ্চেত্যভ্যুচ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥২৪॥ *

চেতনং ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণমিতি যদুক্তং তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। উপসংহারদর্শনাৎ। ইহ হি লোকে কুলালাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্ত্তারো মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যনেক-কারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তস্তত্তৎ কার্য্যং কুর্ব্বাণা

ব্রহ্ম খল্বেকমদ্বিতীয়ন্তয়া পরানপেক্ষং ক্রমেণোৎপদ্যমানস্য জগতো-বিবিধবিচিত্ররূপস্যোপাদানমুপেয়তে, তদনুপপন্নম্। ন হ্যেকরূপাৎ কার্য্য-ভেদোভবিতুমর্হতি তস্যাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। কারণভেদো হি কার্য্যভেদ-হেতুঃ। ক্ষীরবীজাদিভেদাদ্দধ্যঙ্কুরাদিকার্য্যভেদদর্শনাৎ। ন চাক্রমাৎ কারণাৎ কার্য্যক্রমোযুজ্যতে। সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। দ্বিতীয়ত্তয়া চ ক্রমবত্তৎসহকারিসমবধানানুপপত্তেঃ। তদিদমুক্তং "ইহ হি লোক" ইতি।

প্রমাণ, তাহাতে কথিত আছে, বিকার সকল কথামাত্র, সুতরাং সে সকলের স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের ন্যায় বিচিত্রতা সুসম্ভব।

[আপত্তি]—এক অদ্বয় চেতন ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা, এ কথা অনুপপন্ন। অর্থাৎ দৃষ্টান্তবিরুদ্ধ। লোক মধ্যে, উপসংহার অর্থাৎ কারণকূট সংগ্রহ পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখা যায়, একের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। কুলাল প্রভৃতি ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা, তাহারা মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সূত্র প্রভৃতি অনেক উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই সেই কার্য্য করে, বিনা উপকরণে কিছুই করিতে পারে না। তোমার মতে ব্রহ্ম একক, অসহায়, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। যদি অন্য কিছু না থাকিল, তবে উপকরণ থাকিল না সুতরাং একক ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বও মিথ্যা হইল। এই জন্যই বলি, ব্রহ্ম জগতের

---

* উপসংহারদর্শনাৎ কার্য্যনিষ্পাদকসামগ্রীসংগ্রহদর্শনান্নাঽসহায়ং ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি ন বক্তব্যম্। হি যস্মাৎ ক্ষীরবৎ ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন অসহায়স্যাপি দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যত এব।—দুগ্ধ অথবা জল যেমন বাহ্য সাধন অপেক্ষা করে না, অথচ দধি ও হিমানী-রূপে পরিণত হয়, তেমনি অদ্বয় ব্রহ্মও সাধনান্তর সংগ্রহ ব্যতীত জগৎ সৃষ্টি করেন।

দৃশ্যন্তে। ব্রহ্ম চাসহায়ং তবাভিপ্রেতম্। তস্য সাধনান্তরানুপসংগ্রহে সতি কথং স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যেত। তস্মান্ন ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে। যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতেঽনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। নন্থ ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং, কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি। নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবতীঞ্চ পরিণামমাত্রামনুভবত্যেব ত্বার্য্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়। যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ নৈবৌষ্ণ্যাদিনাঽপি বলাদ্ দধিভাবমাপদ্যেত। ন হি বায়ুরাকাশো

এককং মৃদাদি কারকং, তেষান্তু সামগ্র্যং সাধনম্, ততোহি কার্য্যং ভবত্যেব, তস্মান্নাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম জগদুপাদানমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—"ক্ষীরবদ্ধি"। ইদং তাবত্তবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং কিং তাত্ত্বিকমস্য রূপমপেক্ষ্যেদমুচ্যত উতানাদিনামরূপবীজসহিতং কাল্পনিকং সার্ব্বজ্ঞ্যং সর্ব্বশক্তিত্বম্। তত্র পূর্ব্বাস্মিন্ কল্পে কিং নাম ততোঽদ্বিতীয়াদসহায়াদুপজায়েত। ন হি তস্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-

---

কর্ত্তা নহেন। এ বিষয়ে (এ আপত্তিতে) আমরা বলি, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহাতে উক্ত দোষ আশ্রয় করে না। কেন-না, দুগ্ধাদির দৃষ্টান্তে এককের বহুভাবিত্ব উপপন্ন হয়। [যথা হি...ভবিষ্যতি] দুগ্ধ ও জল দধিরূপে ও হিমানীরূপে পরিণত হয়, তাহাতে দ্রব্যান্তরের সাহায্যের অপেক্ষা নাই। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ব্রহ্ম হইতেও বিবিধ সৃষ্টি হয়, অথচ তাহাতে সাধনান্তর সদ্ভাবের অপেক্ষা নাই। [নন্থ...পদ্যতে] যদি বল, দুগ্ধ যে দধি হয় তাহা বাহ্যসাধনের সাহায্যেই হয়। তাহাতে উষ্মার ও আতঞ্চনের (দম্বল—দধিবীজ) সাহায্য আছে। অতএব দুগ্ধের দৃষ্টান্ত ত্বৎপক্ষের সমর্থক নহে। এ কথার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, দধি-ভাবের প্রতি উষ্মাদির সাহায্য দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষ নহে। দুগ্ধ নিজেই দধি হয়, উষ্মাদি তাহার শীঘ্রতামাত্র জন্মায়। দুগ্ধ নিজে দধিস্বভাব না হইলে উষ্মাদি কি তাহাকে বলপূর্ব্বক দধি করিতে পারে? উষ্মা ও আতঞ্চন কি

বৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপদ্যতে। সাধনসম্পত্ত্যা চ তস্য পূর্ণতা সম্পদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ইতি।

তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্-বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

স্বভাবস্য বস্তুসৎ কার্য্যমস্তি। তথা চ শ্রুতিঃ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইতি। উত্তরস্মিংস্তু কল্পে যদি কুলালাদিবদভ্যন্তব্যতিরিক্তসহকারিকারণাভাবাদনুপাদানত্বং সাধ্যতে, ততঃ ক্ষীরাদিভির্ব্যভিচারঃ। তেঽপি হি বাহ্যাতঞ্চনাদিকারণানপেক্ষা এব কালপরিবাসবশেন স্বত এব পরিণামান্তরমাসাদয়ন্তি। অথান্তরকারণানপেক্ষত্বং হেতুঃ ক্রিয়তে, তদসিদ্ধমনির্ব্বাচ্যনামরূপবীজসহায়ত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। ইতি। কার্য্যক্রমেণ তৎপরিপাকোঽপি ক্রমবানুন্নেয়ঃ। একস্মাদপি চ বিচিত্রশক্তেঃ কারণাদনেককার্য্যোৎপাদো দৃশ্যতে। যথৈকস্মাদ্বহ্নের্দাহপাকাবেকস্মাৎ কর্ম্মণঃ সংযোগবিভাগসংস্কারাঃ। যদি তু চেতনত্বে সতীতি বিশেষণান্ন ক্ষীরাদিভির্ব্যভিচারো, দৃষ্টা হি কুলালাদয়ো বাহ্যমৃদাদ্যপেক্ষাশ্চেতনঞ্চ ব্রহ্মেতি, তত্রেদমুপতিষ্ঠতে— '

বায়ুকে ও আকাশকে দধি করিতে পারে? তাহা পারে না। সাধন বা উপকরণ সহায়ীব পূর্ণতা সম্পাদন ভিন্ন অন্য কিছু করে না। [সাধন... উপপদ্যতে] ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিক, সে কারণ তাঁহার শক্তিপূরণের জন্য অন্য কিছুর কল্পনা করিতে হয় না। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা— "তাঁহার কার্য্য (শরীর) নাই, করণও (ইন্দ্রিয়ও) নাই। তাঁহার সমান ও অধিক দেখা যায় না। শ্রুতিতে তাঁহার পূর্ণবিচিত্রশক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি থাকা কথিত আছে।" যেহেতু তিনি পূর্ণশক্তিক, সেই হেতু এক হইলেও তাঁহাতে বিচিত্রশক্তি থাকা (দুগ্ধাদির দৃষ্টান্তে বিচিত্র পরিণাম) উপপন্ন হইয়া থাকে।

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥*

স্যাদেতৎ,। উপপদ্যতে ক্ষীরাদীনামচেতনানামনপেক্ষ্যাপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদিভাবো দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষ্যৈব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে। কথং ব্রহ্ম চেতনং সদসহায়ং প্রবর্ত্তেতেতি, দেবাদিবদিতি ব্রূমঃ। যথা হি লোকে দেবাঃ পিতর ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো,মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপি সন্তোঽনপেক্ষ্যৈব কিঞ্চিদ্বাহ্যং সাধনমৈশ্বর্য্যবিশেষযোগাদভিধ্যানমাত্রেণ স্বত এব বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ,

---

* লোক্যতেঽনেনেতি লোকঃ শব্দ এব তস্মিন্।

[আপত্তি] দুগ্ধ ও ব্রহ্ম সমস্বভাব নহে। দুগ্ধ অচেতন, তাহাকে তুমি বিনা বাহ্যসাধনসাহায্যে দধি হইতে দেখিয়াছ। কুম্ভকার চেতন, তাহাকে তুমি বিনা সাধনে কার্য্য করিতে দেখ নাই। প্রত্যুত তাহাকে উপকরণ লইয়াই ঘটাদিকার্য্য করিতে দেখিয়াছ। তবে তুমি কি দেখিয়া বা কি প্রকারে বলিলে, চেতন ব্রহ্ম একক জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন? কোনও একক চেতনকে ত বিনা উপকরণে কার্য্য করিতে দেখ নাই? [উত্তর] এ বিষয়ে আমরা বলি, আমরা দেবতাদির দৃষ্টান্তে ঐ সিদ্ধান্ত করিতেছি। [যথা হি···প্রামাণ্যাৎ] দেবতা, পিতৃ, ঋষি, ইহাঁরা যেমন মহাপ্রভাব ও চেতন, অথচ বিনা উপকরণে কেবলমাত্র স্বমহিমাবলে অভিধ্যান (সংকল্প) মাত্রে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা ও রথাদি নির্ম্মাণ করেন, এ তত্ত্ব মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্যে নিশ্চিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও বিনা সাধনে কেবল স্বমহিমাবলে জগৎসৃষ্টি

---

* চেতনমপি ব্রহ্ম অনপেক্ষ্যৈব বাহ্যং সাধনং দেবাদিদৃষ্টান্তেন স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতীত্যেব ইতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—চেতন ব্রহ্ম একক বা অসহায় হইলেও দেবতাদের দৃষ্টান্তে বিনা সাধনে সৃষ্টি করিতে পারেন, সে বিষয়ে অজ্ঞান দোষও উদ্ভাবিত করিতে পারে না।

তন্তুনাভশ্চ স্বত এব তন্তূন্ সৃজতি, বলাকা চান্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চানপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোহন্তরাৎ সরোহন্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি ব্রহ্মানপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতি । স যদি ব্রূয়াদ্ য এতে দেবাদয়ো ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা উপাত্তাস্তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা সমানস্বভাবা ন ভবন্তি । শরীরমেব হ্যচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরাদিবিভূত্যুৎপাদেনোপাদানং ন তু চেতন আত্মা । তন্তুনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাল্লালা কঠিনতামাপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি । বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাদ্গর্ভং ধত্তে । পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সত্যচেতনেনৈব শরীরেণ সরোহন্তরাৎ সরোহন্তরমুপসর্পতি বল্লীব বৃক্ষং ন তু স্বয়মেবাচেতনা সরোহন্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে । তস্মান্নৈতে ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা ইতি । তং প্রতি ব্রূয়ান্নায়ং দোষঃ । কুলালাদিদৃষ্টান্তবৈল-

---

করিয়া থাকেন । [তন্তু ··স্রক্ষ্যতি] তন্তুনাভ (মাকড়শা) একাকীই সূত্র সৃষ্টি করে, বক সকল বিনা শুক্রে (সঙ্গমে) গর্ভধারণ করে, পদ্মিনী এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে গমন করে, অথচ গমনের উপকরণ গ্রহণ করে না । এতদ্দৃষ্টান্তে জানা যায়, চেতন ব্রহ্ম বিনা বহিঃসাধনে জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন । [স যদি···দিতি] বাদী যদি বলেন, প্রদর্শিত দেবাদি-দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মের সহিত সমান নহে, অসমান, কেন-না, দেবাদির শরীর আছে—তাঁহারা অচেতন—অচেতন দেহই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতাবিশেষ)" উৎপাদনের সহায় । তন্তুনাভ সকল ক্ষুদ্র জীব ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের লালস্রাব হয়, সেই লাল কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া সূত্রাকার ধারণ করে । মেঘগর্জ্জন শ্রবণে বকীর গর্ভ হয় । পদ্মিনীও বৃক্ষে লতার ন্যায় চেতন জীব-কর্ত্তৃক সরোবর হইতে সরোবরে প্রাপিত হয় । চেতনসম্বন্ধ ব্যতীত অচেতন পদ্মিনী সরোবর হইতে সরোবরে প্রস্থান করিতে অসমর্থা । অতএব, ঐ সকল ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । বাদীর এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, ঐ সকল দৃষ্টান্ত দর্শিত হইলেও বিষমদৃষ্টান্ত হইবে না । কেন-না, কেবলমাত্র কুলালের সহিত দেবতার বৈলক্ষণ্য দেখানই উক্ত দৃষ্টান্তের

ক্ষণ্যমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাদিতি। যথা হি কুলালাদীনাং দেবাদীনাঞ্চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যং সাধনমপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিষ্যত ইত্যেতাবৎ বয়ং দেবাদ্যুদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ। তস্মাৎ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথা সর্ব্বেষামেব ভবিতুমর্হতীতি নাস্ত্যেকান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৫ ॥

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥২৬॥ *

চেতনমেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবদ্দেবাদিবচ্চানপেক্ষিতবাহ্যসাধনং স্বয়ং পরিণমমাণং জগতঃ কারণমিতি স্থিতং শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনরাক্ষিপতি—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্ন-

---

নম্বু ন লক্ষণন্তরতঃ পরিণামো যেন কাৎস্ন্যভাগবিকল্পেনাক্ষিপ্যেত।

আক্ষেপে। (দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে সমান হয় না, হইবার প্রয়োজনও নাই। একাংশে সমান হইলেই তাহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে। পদ্মের ন্যায় মুখ, বলিলে কি মুখ ও পদ্ম সর্ব্বাংশে সমান বুঝিবে?)। যথাহি প্রায়ঃ। কুলালও চেতন, দেবতাও চেতন, সে অংশে সমান হইলেও কুলাল বাহ্য সাধন সংগ্রহ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু দেবতা বিনা বাহ্যসাধনে কার্য্য করিতে পারেন। এক অংশেই দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম চেতন হইলেও তাঁহার কার্য্যে বাহ্যসাধনের অপেক্ষা নাই, এইমাত্র দেবতাদি দৃষ্টান্তের বিবক্ষিত। তাৎপর্য্য এই যে, একের যে সামর্থ্য দেখা যায়, সেই সামর্থ্য যে সকলেরই হইবেক বা থাকিবেক, এমন কোন নিয়ম নাই। (অধিকও হয়, অল্পও হয়)।

চেতন ও দ্বিতীয়রহিত এক ব্রহ্মই দুগ্ধাদির ও দেবতা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে বিনা বাহ্যসাধনে জগদাকারে ভাসমান বা পরিণত হন। এই সিদ্ধান্ত

---

* পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্। চেতনং ব্রহ্ম জগৎকারণমিত্যস্মিন্ পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ—নিরবয়বত্বাৎ ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নস্য সমুদায়স্য জগদ্রূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি তেন চ ব্রহ্মাভাবপ্রসঙ্গশ্চ স্যাৎ। পক্ষান্তরে নিরবয়বত্বজ্ঞাপকশব্দস্য কোপো ভবেদিতি সূত্রার্থঃ।—ব্রহ্ম জগৎকারণ, জগতের উপাদান, এ সিদ্ধান্তে কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষ অর্থাৎ নিরবয়বত্বহেতু ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে জগৎ হওয়ারূপ যে দোষ সেই দোষ হয়। সে দোষ খণ্ডনার্থ সাবয়ব বলিলে নিরবয়বত্ববোধক শব্দের আনর্থক্য ও ব্রহ্মের অনিত্যতা এই দুই দোষ হইবে।

স্যাস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাৎ। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভবিষ্যত্ততোঽস্যৈকদেশঃ পর্য্যণংস্যত, একদেশশ্চাবাস্থাস্যত। নিরবয়বন্তু ব্রহ্ম শ্রুতিভ্যোঽবগম্যতে—

'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ' ॥

ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং, বিজ্ঞানঘন এব, স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽস্থূলমনণু, ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধয়িত্রীভ্যঃ। ততশ্চৈকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎস্নপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যাং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। দ্রষ্টব্যত্বোপদেশানর্থক্যঞ্চা-

---

অবিদ্যাকল্পিতেন তু নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মনা তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়েন পরিণামাদিব্যবহারাস্পদত্বং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে। ন চ কল্পিতং রূপং বস্তু স্পৃশতি। ন হি চন্দ্রমসি তৈমিরিকস্য দ্বিত্বকল্পনা

অকাট্য হইলেও পুনর্ব্বার শাস্ত্রার্থ সংশোধনের নিমিত্ত পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবিত হইতেছে। যেহেতু ব্রহ্ম নিরবয়ব, সেই হেতু পাওয়া যায়, সমদয় ব্রহ্মই কার্য্যরূপে অর্থাৎ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। [যদি...ত্রীভ্যঃ ; ব্রহ্ম যদি পৃথিব্যাদির ন্যায় সাবয়ব হইতেন তাহা হইলে বুঝা যাইত, ব্রহ্মের একাংশে জগৎ হইয়াছে ; অবশিষ্টাংশ অবিকৃত আছে। ব্রহ্ম যে সাবয়ব নহেন, নিরবয়ব, তাহা শ্রুতির দ্বারা অবগত আছ। শ্রুতি যথা—"ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিন্দনীয়, নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্লেপ।" "সেই দিব্য পুরুষ (পূর্ণ আত্মা) অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিরহিত বা নিরবয়ব), জন্মাদিবর্জ্জিত এবং তিনিই বাহিরে ও অন্তরে পরিপূর্ণ বা বিদ্যমান।" "এই মহদ্ভূত অনন্ত, অপার, কেবল বিজ্ঞান।" "সেই ইনি ইহা নহেন, তাহা নহেন। তিনি অস্তি এতদ্রূপে জ্ঞেয়।" "আত্মা স্থূল নহে, সূক্ষ্মও নহে," ইত্যাদি। ততশ্চ... [ক্ষপতি] যেহেতু ব্রহ্মের অংশ নাই, সেই-হেতু আংশিক পরিণাম অসম্ভব। কাজেই মানিতে হইবে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে মূল থাকে না। (মূল = ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইয়া জগৎ হইয়াছে, ইহাই পাওয়া যায়।) যদি মূল না থাকিল অর্থাৎ

পাদনযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য। তদ্ব্যতিরিক্তস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ। অজত্বাদিশব্দব্যাকোপশ্চ। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্মাভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতাস্তে প্রকুপ্যেয়ুঃ। সাবয়বত্বে চানিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি সর্ব্বথাঽয়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যাক্ষিপতি ॥ ২৬ ॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥*

তু-শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। ন খল্বস্মৎপক্ষে কশ্চিদপি

চন্দ্রমসো দ্বিত্বমাবহতি। তদনুপপত্ত্যা বা চন্দ্রমসোঽনুপপত্তিঃ। তস্মাদবাস্তবো পরিণামকল্পনানুপপদ্যমানাপি ন পরমার্থসতো ব্রহ্মণোঽনুপপত্তিমাবহতি। তস্মাৎ পূর্ব্বপক্ষাভাবাদনারভ্যমিদমধিকরণমিত্যত আহ "চেতনমেক" মিতি।

যদ্যপি শ্রুতিশতাদৈকান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাৎ পরিণামো বস্তুতো

ব্রহ্মস্থা থাকিল, "তাঁহাকে দেখিবেক, জানিবেক" এ উপদেশ ব্যর্থ। কেন না, কার্য্যমাত্রেই অযত্নদৃশ্য। অর্থাৎ জগৎ দর্শনের জন্য যত্নের প্রয়োজন হয় না। আবার ইহাও প্রতীত হয়, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। (জগৎ-ই ব্রহ্ম)। ব্রহ্মের ঐরূপ পারিণামিক জন্মবিনাশ স্বীকারপক্ষে 'অজর' 'অমর' এ সকল শব্দের ব্যাকোপ (অর্থের ব্যাঘাত) হইবেক। যদি এই সকল দোষের পরিহারার্থ ব্রহ্মকে সাবয়ব বল, তাহা হইলে নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হইবেক। অপিচ. সাবয়ব-পক্ষে ব্রহ্মের নশ্বরতা আপত্তি হইবেক। কোনও প্রকারে সাবয়বপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের জন্য সূত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, আমাদের (বেদান্তবাদীর) পক্ষে উল্লিখিত দোষের কোনও দোষ

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষপরিহারার্থঃ। কৃৎস্নপ্রসক্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষো ন ভবেদিত্যর্থঃ। কুতঃ? শ্রুতেঃ। বিকারব্যতিরেকেণ হি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়ত ইতি যাবৎ। শব্দমূলত্বাৎ শব্দপ্রমাণকত্বাচ্চ ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষাভাবঃ। শব্দো হ্যভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি অকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চেতি সূত্রার্থঃ।—ঐ পূর্ব্বপক্ষ হইতেই পারে না। কেন-না, শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি ও জগদ্ব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থান বলিয়াছেন। আরও দেখ, ব্রহ্ম শব্দ-প্রমাণের গ্রাহ্য। তদনুসারে শব্দানুরূপ প্রতিপত্তিই হইবে। শব্দ বলিয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন, ব্রহ্মের একাংশে জগৎ অথচ ব্রহ্ম নিরবয়ব।

দোষোঽস্তি। ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি। কুতঃ। শ্রুতেঃ। যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতি-রেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে। প্রকৃতিবিকারয়োর্ভেদেন ব্যপদেশাৎ। 'সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি 'তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি, ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাৎ। তথা হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ। সৎসম্পত্তিবচনাচ্চ। যদি চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্যভাবেনোপযুক্তং স্যাৎ 'সতা সৌম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি সুষুপ্তিগতং বিশেষণমনুপপন্নং স্যাৎ। বিকৃতেন

নিষিদ্ধস্তথাপি ক্ষীরাদিদেবতাদিদৃষ্টান্তেন পুনস্তদ্বাস্তবত্বপ্রসঙ্গঃ পূর্ব্বপক্ষোপ-পত্ত্যা সর্ব্বথাঽয়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যপবাধ্য শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাৎ, আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হী'তি সূত্রাভ্যাং বিবর্ত্তদৃঢ়ীকরণেনৈকা-

---

হয় না। কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ ত না-ই। (অবয়ব না থাকায় সমুদয় ব্রহ্মই জগদাকারে পারণত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে জগৎ-ই আছে, ব্রহ্ম নাই, এ দোষ বা এ আপত্তি অস্মৎপক্ষে স্থানপ্রাপ্ত হয় না)। কেন-না শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি ও জগদ্ব্যতিরেকে তাঁহার অবস্থান উভয়ই বলিয়া-ছেন। শ্রুতি প্রকৃতিকে ও বিকৃতিকে পৃথক্‌রূপে উল্লেখ ও ব্রহ্মের একাংশে জগতের অবস্থান উপদেশ করাতেই উক্ত উত্তর বলা হইয়াছে। যথা—"সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, এই তিন দেবতাত্মক আমি জীবাত্মরূপে এতদনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।" "যাহা বলা হইল—সমস্তই ব্রহ্মপুরুষের মহিমা পরন্তু ব্রহ্মপুরুষ এ সমুদয় হইতে জ্যেষ্ঠ বা অধিক। এই সমস্ত ভূত তাঁহার এক পাদ, অপর তিন পাদ মুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত।" "তাঁহার স্থান হৃদয় (বুদ্ধি) এবং তিনি সৎসম্পন্ন হন", এ কথাতেও অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্বসিদ্ধি হয়। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে সুপ্তিকালের "হে সৌম্য! জীব যখন সৎসম্পন্ন (ব্রহ্ম প্রাপ্ত) হয়" এ বিশেষণ নিরর্থক। কারণ, বিকৃত ব্রহ্মের প্রাপ্তি নিত্য, আগন্তুক বা নৈমিত্তিক নহে। অর্থাৎ সুষুপ্তিরূপ নিমিত্তের দ্বারা নহে। অবিকৃত ব্রহ্ম

ব্রহ্মণা নিত্যং সম্পন্নত্বাৎ, অবিকৃতস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ, তথেন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মণো বিকারস্য চেন্দ্রিয়গোচরত্বোপপত্তেঃ। তস্মাদস্ত্যবিকৃতং ব্রহ্ম। ন চ নিরবয়বত্বশব্দব্যাকোপোঽস্তি শ্রূয়মাণত্বাদেব নিরবয়বত্বস্যাপ্যভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং তদ্যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যম্। শব্দশ্চোভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়ত্যকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ। লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধীপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে—অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, কি-

স্ত্বিকাবয়লক্ষণঃ শ্রুত্যর্থঃ পরিশোধ্যত ইত্যর্থঃ। "তস্মাদস্ত্যবিকৃতং ব্রহ্ম"

না থাকাতেই উহা স্বীকার্য্য। আরও দেখ, বিকার বা জগৎ ইন্দ্রিয়গম্য কিন্তু শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এ সকল কারণে স্বীকার করিতে হইবেক, অবিকৃত ব্রহ্ম আছেন। [ন চ...তাঞ্চ] শ্রুতিবোধ্য নিরবয়বত্বের স্বীকার থাকাতে নিরবয়বত্ব-প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হয় না। ব্রহ্ম শব্দমূলক অর্থাৎ শব্দপ্রমাণক। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণক নহেন। (প্রত্যক্ষের, অনুমানের ও উপমানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র শব্দের দ্বারা হয়)। সেই কারণে ব্রহ্মের স্বরূপ যথাশব্দ অর্থাৎ শব্দানুরূপ। (শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি) শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে জগতের অবস্থান প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [লৌকিকানা...নিরূপ্যেত] লোকমধ্যেও দেখা যায়, মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদিনিমিত্তবশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরুদ্ধকার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সে সকল শক্তি উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কে জানা যায় না। অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন, এ সকল যখন বিনা উপদেশে কেবল তর্কে জানা যায় না, তখন যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ বিনা শব্দে জানা যাইবে না, ইহা বলা বাহুল্য। (যখন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থের শক্তি অচিন্ত্য, তখন যে শব্দ বা শাস্ত্র গম্য অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মের স্বরূপ অচিন্ত্য, তর্কের অবিষয়, তাহা

শ্রুতাঽচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত।
তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ইতি।

তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ। ননু শব্দে-
নাপি ন শক্যতে বিরুদ্ধোঽর্থঃ প্রত্যায়য়িতুং, নিরবয়বঞ্চ ব্রহ্ম
পরিণমতে ন চ কৃৎস্নমিতি, যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যান্নৈব পরি-
ণমেত, কৃৎস্নমেব বা পরিণমেত। অথ কেনচিৎ রূপেণ পরি-
ণমেত কেনচিৎ রূপেণাবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়ব-
মেব প্রসজ্যেত। ক্রিয়াবিষয়ে হি 'অতিরাত্রে ষোড়শিনং
গৃহ্নাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্নাতি' ইত্যেবঞ্জাতীয়কায়াং

তবতঃ। "ননু শব্দেনাপী"তি চোদ্যমনিদ্যাকল্পিতস্থোদ্ঘাটনায়। ন হি

বলা বাহুল্য। ফলিতার্থ এই যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণলভ্য নিরবয়বত্ব ও
দ্বিধাভাব তর্কের দ্বারা বাধনীয় নহে।) [তথাহুঃ ..গমঃ] এ কথা পৌরা-
ণিকগণও বলিয়াছেন। যথা—"যে বস্তু অচিন্ত্য, চিন্তার অগোচর, সে বস্তুকে
তর্কারূঢ় করিবে না। যাহা প্রকৃতির পরে—তাহাই অচিন্ত্য।" (প্রকৃতি =
প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের স্বভাব। পর = তদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ কেবল উপদেশের
গোচর। লক্ষণ = স্বরূপ।) এইজনাই বলিতেছি, অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাব-
বোধ শব্দমূলক। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক নহে। [ননু...ত্যুপগমাৎ] যদি
বল, শব্দও (শাস্ত্রও) বিরুদ্ধ অর্থ বুঝাইতে পারে না,—ব্রহ্ম নিরবয়ব অথচ
তাঁহার একাংশ পরিণাম হয়—এ অর্থ বিরুদ্ধ অর্থ,—ব্রহ্ম যদি নিরবয়বই হন,
তাহা হইলে বলিতেই হইবে, তাহার পরিণাম হয় না। যদি হয় ত সমস্তই
হয়। এক আকারে পরিণত হন, আর অন্য আকারে স্বরূপাবস্থান
করেন, এরূপ বলিলে স্বরূপের ভেদ ও সাবয়বত্ব অঙ্গীকার করিতে
হইবে। বিকল্প আশ্রয় করিলে ক্রিয়াবিষয়ক বিরোধের পরিহার হইতে
পারে; কিন্তু বস্তুবিরোধের পরিহার হইতে পারে না। "অতিরাত্র যাগে
ষোড়শি-পাত্র লইবেক, অতিরাত্র যাগে ষোড়শি-পাত্র লইবেক না" এই
বিরুদ্ধ বাক্যের বিরোধ পরিহারার্থ বিকল্প গৃহীত হয়। কারণ, বিকল্প-

বিরোধপ্রতীতাবপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি পুরুষতন্ত্রত্বাদনুষ্ঠানস্য। ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি, অপুরুষতন্ত্রত্বাদ্বস্তুনঃ। তস্মাদ্দুর্ঘটমেতদিতি। নৈষ দোষঃ। অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ। ন হ্যবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। ন হি তিমিরোপহতনয়নেনানেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানোঽনেক এব ভবতি। অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদিসর্ব্ববব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, পারমার্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে। বাচারম্ভণমাত্রত্বাচ্চাবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ন নিরবয়বত্বং

নিরবয়বত্বসাবয়বত্বাভ্যাং বিধান্তরমস্তোকনিষেধস্তেতরবিধাননান্তরীয়কত্বাৎ।

ব্যবস্থাই তদ্বিধ স্থলে বিরোধ পরিহারের উপায়। গ্রহণ করা ও না করা উভয়ই কর্ত্তৃপুরুষের অধীন। কর্ত্তা ষোড়শি-পাত্র গ্রহণ করিতে পারেন, ত্যাগ করিতেও পারেন, সুতরাং তদনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থাও হইতে পারে। কিন্তু বস্তুবিজ্ঞানস্থলে বিকল্পব্যবস্থা হইতে পারে না। (জ্ঞানকর্ত্তা কি ইচ্ছা পূর্ব্বক অশ্বকে মহিষ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে? তাহা পারে না)। সেইজন্যই বলিতেছি, বিরুদ্ধপ্রতীতি স্থলে শব্দের প্রামাণ্য অত্যন্ত দুর্ঘট। এ বিষয়ে আমরা বলি, দুর্ঘটত্ব দোষ হয় না। কারণ, আমরা কল্পিত ভেদের স্বীকার করিয়া থাকি। পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করি না। (কল্পিত ভেদ দোষাবহ নহে)। [ন হি...কুপ্যতি] অনেক লোকে যে নেত্রের তিমিরদোষে দ্বিচন্দ্র ত্রিচন্দ্র দেখে, তাই বলিয়া চন্দ্র কি দ্বিতীয় তৃতীয় হন? নামরূপমূলক রূপভেদ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত। তাহা ব্যাকৃত অব্যাকৃত উভয়াত্মক। সত্য মিথ্যা কোনও এক নির্দ্দিষ্টরূপে নিরূপণীয় নহে। তদ্রূপ তুচ্ছ ও অনির্বাচ্য কল্পিত ভেদের দ্বারা ব্রহ্ম পরিণামী ও সর্ব্বব্যবহারের আস্পদ হইতেছে সত্য; কিন্তু পারমার্থিকরূপে তিনি সর্ব্বব্যবহারের অতীত ও অপরিণতই আছেন। কল্পিত নামরূপাদি যখন মিথ্যা, কেবলমাত্র কথা, তখন কি জন্য তাঁহার নিরবয়বত্ব বোধক শব্দের ব্যাকোপ

ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি। ন চেয়ং পরিণামশ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ। সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা ত্বেষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ। 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' ইত্যুপক্রম্যাহ 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি' ইতি। তস্মাদস্মৎপক্ষে ন কশ্চিদপি দোষপ্রসঙ্গোঽস্তি॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২৮॥ *

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং কথমেকস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টিঃ স্যাদিতি, যতঃ আত্মন্যপি একস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—

তেন প্রকারান্তরাভাবান্নিরবয়বত্বসাবয়বত্বয়োশ্চ প্রকারয়োরনুপপত্তেঃ শ্রুতিপ্লবণাদ্যর্থবাদবদপ্রমাণং শব্দঃ স্যাদিতি চোদ্যার্থঃ। পরিহারঃ সুগমঃ।

(ব্যাঘাত) হইবে? [ন চেয়ং···প্রসঙ্গোঽস্তি] যেহেতু পরিণামজ্ঞান নিষ্ফল, পরিণামজ্ঞানের ফল নাই, সেই-হেতু পরিণামশ্রুতি পরিণাম-তাৎপর্য্যে অভিহিত নহে। সর্ব্বব্যবহার-পরিহীন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপন্ন করাই সে সকল শ্রুতির অভিপ্রেত। কেন-না, তাদৃশ ব্রহ্মাত্মতা জ্ঞানের অভয়-ফল (মোক্ষ) শ্রুত আছে। শ্রুতি "আত্মা ইহা নহে, তাহা নহে, ইত্যাদি প্রকার নিষেধের পর নিষেধ্য সীমা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন" "হে জনক! তুমি এখন অভয়পদ পাইলে।" অতএব, আমাদের পক্ষে (বেদান্তবাদীর পক্ষে) কোনও দোষ হয় না।

ব্রহ্ম এক, অসহায়, তাঁহাতে অনেকাকার সৃষ্ট হয় অথচ তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না, ইহা কেন হয়? কি প্রকারে হয়? ইহা লইয়া বিবাদ করিও না। স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মা এক, স্বপ্নকালে তাঁহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয় অথচ আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুত থাকে। বিচিত্র স্বাপ্নিক সৃষ্টি শ্রুতিতেও পঠিত হইয়াছে। যথা—"সেখানে (আত্মার) রথ নাই, রথবাহী অশ্বও নাই, পথও নাই। স্বপ্নদ্রষ্টা

---

* আত্মনি চ আত্মন্যপি একস্মিন্ বিচিত্রা অনেকাকারা সৃষ্টিদৃষ্টত্বে পঠ্যতে হি শ্রুতৌ।—স্বরূপের হান হয় না অথচ ব্রহ্মে অনেকাকার সৃষ্টি হয়, এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত আছে। আত্মা এক, স্বপ্নকালে তাহার স্বরূপ যথাযথ থাকে অথচ তাহাতে বিচিত্র সৃষ্টি (স্বাপ্নিক সৃষ্টি) হইতে দেখা যায় এবং তাহা শ্রুতিতেও কথিত আছে।

'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদিনা। লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদিসৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথৈকস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি ॥ ২৮ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥ *

পরেষামপ্যেষ সমানঃ স্বপক্ষদোষঃ। প্রধানবাদিনোঽপি হি নিরবয়বমপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বস্য পরিচ্ছিন্নস্য শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য কারণমিতি স্বপক্ষস্তত্রাপি কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্য প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপো বা। নন্বু নৈব তৈর্নিরবয়বং প্রধানমভ্যুপগম্যতে, সত্ত্বরজ-

অনেন স্ফুটিতো মায়াবাদঃ। স্বপ্নদৃগাত্মা হি মনসৈব স্বরূপানুপমর্দ্দেন রথাদীন্ সৃজতি।

রথ, অশ্ব ও পথ সৃজন করেন।" ইত্যাদি। লোক মধ্যেও দেবতা ও ঐন্দ্রজালিক (বাজীকর) প্রভৃতিতে দেখা যায়, তাঁহাদের স্বরূপের উপমর্দ্দন (বিনাশ) হয় না অথচ হস্তীপ্রভৃতির সৃষ্ট হইয়া থাকে। (মায়াবীরা মায়ার দ্বারা আপনাতে হস্ত্যাদির সৃষ্টি করেন অথচ তাঁহারা যেমন তেমনিই থাকেন)। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অদ্বয় ব্রহ্মেও বিবিধাকার সৃষ্টি হয় অথচ ব্রহ্মস্বরূপ যেমন তেমনই থাকে।

প্রোক্ত স্বপক্ষ-দোষ সাংখ্যবাদীর সহিত সমান। প্রধানবাদীরাও নিরবয়ব, অপরিচ্ছিন্ন (সর্ব্বব্যাপী) ও শব্দাদিহীন প্রধানকে সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিযুক্ত জগৎকার্য্যের কারণ বলেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষ, সে পক্ষেও নিরবয়বত্ব-নিবন্ধন কৃৎস্নপ্রসক্তি, পক্ষান্তরে প্রধানের সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শব্দের ব্যর্থতা প্রাপ্তি হয়। [নন্বু...প্রসঙ্গস্য] যদি বল, সাংখ্য প্রধানকে

* সাংখ্যপক্ষেঽপি কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি দোষোঽস্তি, তস্মাৎ সাংখ্যৈ স্তে দোষা নোদ্ভাবনীয়া ইতি সূত্রার্থঃ।—বাদী যে সকল দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন সে সকল দোষ তাঁহার নিজ পক্ষেও আছে। যাহা নিজ পক্ষে থাকে তাহা পরপক্ষে প্রসঞ্জিত করা অন্যায়।

স্তমাংসি হি ত্রয়ো গুণাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং তৈরেবাবয়বৈ-স্তৎসাবয়বমিতি, নৈবঞ্জাতীয়কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতো দোষঃ পরিহর্ত্তুং পার্য্যতে, যতঃ সত্ত্বরজস্তমসামপ্যেকৈকস্য সমানং নিরবয়বত্বং একৈকমেব চেতরদ্বয়ানুগৃহীতং সজাতীয়স্য প্রপঞ্চস্যোপাদানমিতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গস্য। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ সাবয়বত্বমেবেতি চেৎ, এবমপ্যনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ। অথ শক্তয় এব কার্য্যবৈচিত্র্যসূচিতা অবয়বা ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্তু ব্রহ্মবাদিনোঽপ্যবিশিষ্টাঃ। তথা, অণুবাদিনোঽপ্যণুরণ্বন্তরেণ সংযুজ্যমানো নিরবয়বত্বাদ্যদি কাৎস্নেন সংযুজ্যেত

চোদয়তি।—"নন্বু নৈব" ইতি। পরিহরতি।—"নৈবঞ্জাতীয়কেন" ইতি। যদ্যপি সমুদায়ঃ সাবয়বস্তথাপি প্রত্যেকং সত্ত্বাদয়ো নিরবয়বাঃ। ন হ্যস্তি সম্ভবঃ সত্ত্বমাত্রং পরিণমতে ন রজস্তমসী ইতি। সর্ব্বেষাং সম্ভূয়-পরিণামাভ্যুপগমাৎ। প্রত্যেকং চানবয়বানাং কৃৎস্নপরিণামে মূলোচ্ছেদ-প্রসঙ্গঃ। একদেশপরিণামে বা সাবয়বত্বমনিষ্টং প্রসজ্যেত। "তথাণুবাদিনোঽপী"তি। বৈশেষিকাণাং হ্যণুভ্যাং সংযুজ্য দ্ব্যণুকমেকমারভ্যতে, তৈস্ত্রিভি-র্দ্ব্যণুকৈস্ত্র্যণুকমেকমারভ্যত ইতি প্রক্রিয়া। তত্র দ্বয়োরণ্বোরনবয়বয়োঃ সংযোগ-স্তাবৎ ব্যাপ্নুয়াৎ ব্যাপ্নুবন্ বা তত্র ন বর্ত্তেত। ন হ্যস্তি সম্ভবঃ স এব তদানীং

নিরবয়ব বলেন না, সাংখ্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিন গুণের সমান অবস্থাকে প্রধান বলেন, সেই সকল গুণই অবয়ব সুতরাং প্রধান সাবয়ব। এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐরূপ সাবয়বত্বের দ্বারা প্রদর্শিত দোষের পরিহার হয় না। যেহেতু, তাঁহাদের মতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ, ইহারা প্রত্যেকে সমান নিরবয়ব এবং অন্য গুণদ্বয়ের সাহিত্যে সজাতীয় প্রপঞ্চের (বিস্তারের) উপাদান (জনক) হয়। [তর্কা…দোষঃ] তর্ক প্রতিষ্ঠিত নহে, তর্কের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয় না, ইহা ভাবিয়া তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সাবয়বত্ব গ্রহণ করিলেও অনিত্য-দোষাদি দোষ হইবেক। যদি কার্য্যের বিচিত্রতা (অনেকাকারতা) দেখিয়া সত্ত্বাদিনিষ্ঠ শক্তিপুঞ্জের অনুমান কর, করিয়া তদনুরূপ সাবয়বত্ব অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে সেরূপ সাবয়বত্ব ব্রহ্মবাদীর পক্ষে ইষ্টও সঙ্গত। ব্রহ্মবাদীরাও মায়াশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের সাবয়বত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। অপিচ, পরমাণু-

ভতঃ প্রথিমানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। অথৈকদেশেন সংযুজ্যেত তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপ ইতি স্বপক্ষেঽপি সমান এষ দোষঃ। সমানত্বাচ্চ নান্যতরস্মিন্নেব পক্ষ উপক্ষেপ্তব্যো ভবতি। পরিহৃতস্তু ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষদোষঃ ॥২৯॥

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ *

একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চ ইত্যুক্তং, তৎ পুনঃ কথমুপগম্যতে বিচিত্রশক্তি-

---

তত্র বর্ত্ততে ন বর্ত্ততে চেতি। তথা চোপর্য্যধঃপার্শ্বস্থাঃ যড়পি পরমাণবঃ সমানদেশা ইতি প্রথিমানুপপত্তেরণুমাত্রঃ পিণ্ডঃ প্রসজ্যেত। অব্যাপনে বা যড়বয়বঃ পরমাণুঃ স্যাদিত্যনবয়বত্বব্যাকোপঃ। অশক্যঞ্চ সাবয়বত্বমুপেতুং তথা সত্যনন্তাবয়বত্বেন সুমেরুরাজসর্ষপয়োঃ সমানপরিণামত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সমানো দোষঃ। আপাতমাত্রেণ সাম্যমুক্তং পরমার্থতস্তু ভাবিকং পরিণামং বা কার্য্যকারণভাবং বেচ্ছতামেষ দুর্ব্বারো দোষো ন পুনরস্মাকং মায়াবাদিনামিত্যাহ—"পরিহৃতস্তি"তি।

বিচিত্রশক্তিত্বমুক্তং ব্রহ্মণস্তত্র শ্রুত্যুপন্যাসপরং সূত্রম্।

বাদেও স্বপক্ষ দোষ আছে। পরমাণুও নিরবয়ব, সুতরাং এক পরমাণু অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইতে গেলে নিরবয়বত্ব-নিবন্ধন কৃৎস্ন সংযোগই হইবেক। কৃৎস্ন সংযোগ হইলে প্রথিমা (স্থূল) হইবে না। একদেশ সংযোগ (পাশাপাশি সংযোগ) হয় বলিতে গেলে পরমাণু নিরবয়ব এ কথা ব্যর্থ হইবেক। অতএব অণুবাদীর পক্ষেও প্রদত্ত দোষ সমান। যেহেতু সমান দোষ—সেই হেতু কেহ কাহার পক্ষে উক্ত দোষ প্রসঞ্জিত করিতে পারেন না। ব্রহ্মবাদী স্বপক্ষদোষের পরিহার করিয়াছেন। ২৯

বলা হইল, বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বিকারপ্রপঞ্চ (জগৎ) উৎপন্ন হওয়া অযুক্ত নহে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন তাহা কিসে জানিলে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলা হইল, "সর্ব্বোপেতাচ তদ্দর্শনাৎ"। অর্থাৎ যে, সেই

---

* সর্ব্বোপেতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না সা পরদেবতা ইত্যুক্তম্। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্তত্বদর্শনাৎ। পরদেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং শ্রুত্যা দর্শিতমিত্যর্থঃ।—শ্রুতি পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তির সদ্ভাব দেখাইয়াছেন। বিচিত্রশক্তি থাকাতেই তাঁহাতে এই বিচিত্র সৃষ্টি উপপন্ন হয়।

যুক্তং পরং ব্রহ্মেতি, তদুচ্যতে, সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।
সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতেত্যবগন্তব্যং, কুতঃ, তদ্দর্শনাৎ।
তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্ব্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়াঃ
'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তো-
ঽবাক্যনাদরঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদেতস্য
বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ,'
ইত্যেবং জাতীয়কা ॥ ৩০ ॥

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥ *

স্যাদেতৎ, বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং 'অচক্ষু-
ষ্কমশ্রোত্রমবাগমনাঃ' ইত্যেবং জাতীয়কং, কথং সা সর্ব্বশক্তি-

এতদাক্ষেপসমাধানপরং সূত্রম।

কুলালাদিভ্যস্তাবদ্বাহ্যকরণাপেক্ষেভ্যো দেবাদীনাং বাহ্যানপেক্ষাণামান্তরকরণা-
পেক্ষস্রষ্টৃণাং প্রমাণেন দৃষ্টো যথা বিশেষো নাপহ্নোতু' শক্যঃ। যথা তু
জাগ্রৎস্রষ্টৃভির্বাহ্যকরণাপেক্ষায়াস্তদনপেক্ষান্তরকরণমাত্রসাধ্যা দৃষ্টা স্বপ্নে রথাদি-

---

পরদেবতা সর্ব্বশক্তি যুক্ত, ইহা অবগত হও। কেন না, প্রমাণভূত শ্রুতি
তাহাই দেখাইয়াছেন। পরদেবতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, ইহা "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা,
সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাগিন্দ্রিয়বর্জ্জিত, নিষ্কাম, আপ্তকাম,
সত্যসঙ্কল্প" "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" "হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসন হেতু
চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত আছে" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে।

শাস্ত্র বলেন, পরদেবতা নিরিন্দ্রিয়। যথা—"তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্
ও অমনাঃ।" অতএব, সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও তিনি কি প্রকারে সৃষ্টি করিতে
সমর্থ হন? দেবতা সকল চেতন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক কার্য্যকরণসম্পন্ন
(তাঁহাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় আছে), তৎ কারণে তাঁহারা সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইয়া
সেই সেই কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু পরদেবতা ব্রহ্মের দেহ নাই, ইন্দ্রিয়ও

---

* করণমিন্দ্রিয়ম্। বিকরণত্বাৎ নিরিন্দ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্তাপি সা পরা দেবতা ন কার্য্যা
প্রভবেদিতি চেৎ যদি পূর্ব্বপক্ষয়সি, তত্র বক্তব্যং তৎ উক্তং পূর্ব্বত্রেতি সূত্রার্থঃ।—পরদেবতা
নিরিন্দ্রিয়, সুতরাং তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকা অসম্ভব। সম্ভব হইলেও তিনি দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে
সৃষ্টি করিতে পারেন না। এই পূর্ব্ব পক্ষের বা আপত্তির প্রত্যাপত্তি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যুক্তাপি সতী কার্য্যায় প্রভবেৎ, দেবাদয়ো হি চেতনাঃ সর্ব্ব-শক্তিযুক্তা অপি সন্ত আধ্যাত্মিককার্য্যকরণসম্পন্না এব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তো বিজ্ঞায়ন্তে, কথঞ্চ 'নেতি' 'নেতি' ইতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষায়া দেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবে-দিতি চেৎ, যদত্র বক্তব্যং তৎপুরস্তাদেবোক্তম্। শ্রুত্যবগা-হ্যমেবেদমতিগম্ভীরং পরং ব্রহ্ম ন তর্কাবগাহ্যম্। ন চ যথৈকস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথান্যস্যাপি সামর্থ্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মো-ঽস্তীতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভ-বতীত্যেতদপ্যবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসেনোক্তমেব। তথা চ শাস্ত্রং—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

ইত্যকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

সৃষ্টিবশক্যাপহ্নোতুমেবং সর্ব্বশক্তেঃ পরস্যা দেবতায়া আন্তরকরণানপেক্ষায়া জগৎসর্জ্জনং শ্রূয়মাণং ন সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণাপহ্নবমর্হতীতি।

নাই, অধিক কি—তাঁহার কোনও ধর্ম্ম নাই প্রত্যুত সর্ব্বপ্রকার বিশেষ তাঁহাতে প্রতিষিদ্ধ আছে। তবে কি প্রকারে তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকা সম্ভব হয়? এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি করিতে যে কিছু বলা আবশ্যক সে সমস্তই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবলমাত্র শ্রুতিগম্য, তর্কগম্য নহেন। অপিচ, এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দেখা যায়, অন্য ব্যক্তিতেও অবিকল সেই শক্তি অবস্থান করিবেক, থাকিবেক, এমন কোন নিয়ম নাই। (একের শক্তি দেখিয়া অপরের শক্তি অনুমান করিলে তাহা ব্যভিচারী হইতেও পারে)। অতএব, কোনও প্রকার বিশেষ অর্থাৎ বাস্তব ভেদ (দ্বৈত) না থাকিলেও পরব্রহ্মে সর্ব্বশক্তিযোগ অসম্ভব হয় না, এ কথা আমরা অবিদ্যাকল্পিত রূপ ভেদ স্বীকার প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণও আছে। যথা— "হস্তপদ রহিত অথচ গমন ও গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণও নাই, অথচ তিনি দেখেন ও শুনেন।" শ্রুতি এইরূপ ইন্দ্রিয়শূন্য পরব্রহ্মের সর্ব্বসামর্থ্য যোগ (থাকা) দেখাইয়াছেন।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ *

অন্যথা পুনশ্চেতনকর্ত্তৃকত্বং জগত আক্ষিপতি। ন খলু চেতনঃ পরমাত্মেদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুমর্হতি। কুতঃ। প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাম্। চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানো ন মন্দোপক্রমামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাত্মপ্রয়োজনানুপযোগিনীমারভমাণো দৃষ্টঃ কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্। ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধ্যনুবাদিনী শ্রুতিঃ 'ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' ইতি। গুরুতরসংরম্ভা চেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিম্বং বির-

---

ন তাবদুন্মত্তবদস্য মতিবিভ্রমাজ্জগৎপ্রক্রিয়া ভ্রান্তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রেক্ষাবতাঽনেন জগৎ কর্ত্তব্যম্। প্রেক্ষাবতশ্চ প্রবৃত্তিঃ স্বপরহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারপ্রয়োজনা সতী নাপ্রয়োজনাল্পায়াসাপি সম্ভবতি, কিং পুনরপরিমেয়ানেকবিধোচ্চাবচপ্রপঞ্চজগদ্বিভ্রমবিরচনা মহাপ্রয়াসা। অতএব লীলাপি পরাস্তা। অল্পায়াসসাধ্যা হি সা। ন চেয়মপ্যপ্রয়োজনা তস্যা অপি

চেতন ব্রহ্ম জগৎ কর্ত্তা, এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অন্য প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। চেতন পরমাত্মা এ জগৎ রচনা করেন নাই। কারণ এই যে, প্রবৃত্তিমাত্রেই সপ্রয়োজন। (বিনা প্রয়োজনে কেহ কিছু করে না)। লোক মধ্যে দেখা যায়, বুদ্ধিপূর্ব্বকারী চেতন পুরুষই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যে চেষ্টা নিতান্ত স্বল্প, প্রয়োজনের অনুপযোগী হইলে সে চেষ্টাতেও প্রবৃত্তি হয় না, গুরুতর বা বহুব্যাপার কার্য্যের ত কথাই নাই। এ বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি অনুবাদিনী শ্রুতিও আছে। যথা—"হে মৈত্রেয়ি! সকলের কামনায় (সুখের জন্য) এ সকল প্রিয় নহে; আত্ম কামনাতেই (আত্ম সুখের জন্যই) এ সকল প্রিয় (ভালবাসার আশ্রয়) হয়।" উচ্চাবচ অর্থাৎ ছোট বড় ও নানাবিধ জগৎপ্রপঞ্চের রচনা করা অল্পপ্রবৃত্তির বা অল্পচেষ্টার (অথবা ইচ্ছার) কার্য্য

---

* ন জগদ্বিরচিতবৎ ব্রহ্ম। কুতঃ? প্রয়োজনবত্ত্বাৎ। প্রবৃত্তির্হি প্রয়োজনবুদ্ধিপূর্ব্বিকা। ব্রহ্ম তু পরিতৃপ্তম্। অত এতৎ কেনচিৎ প্রয়োজনবতা পুরুষেণ সৃষ্টং ন তু ব্রহ্মণা। অস্য নিত্যতৃপ্তত্বেন প্রয়োজনবুদ্ধেরভাবাদিতি যোজনা।—ব্রহ্ম আপ্তকাম, সৃষ্টিতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এতদনুসারে অনুমান করা যায়, ব্রহ্ম ইহা সৃজন করেন নাই। (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

চয়িতব্যম্। যদীয়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্য পরমাত্মন আত্ম-প্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ। অথ চেতনোঽপি সন্ উন্মত্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈবাত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানো দৃষ্টস্তথা পরমাত্মাপি প্রবর্ত্তিষ্যত ইত্যুচ্যেত, তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। তস্মাদশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিরিতি ॥ ৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥*

তুশব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈ-

স্বপ্রয়োজনবত্ত্বাত্তাদর্থ্যেন বা প্রবৃত্তৌ তদভাবে কৃতার্থত্বানুপপত্তেঃ পরেষাং চোপকার্য্যাণামভাবেন তদুপকারায়া অপি প্রবৃত্তেরযোগাৎ। তস্মাৎ প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা তদভাবেঽনুপপন্না ব্রহ্মোপাদানতাং জগতঃ প্রতিক্ষিপতীতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ভবেদেতদেবং যদি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা ভবেত্ত-

নহে। [যদীয়…রিতি] যদি এই সৃষ্টিপ্রবৃত্তিতে চেতন পরমাত্মার প্রয়োজন থাকা অনুমান কর, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে শুনা যায় পরমাত্মা নিত্যতৃপ্ত, সে শ্রবণ বাধিত (মিথ্যা) হইবে। এদিকে আবার প্রয়োজন ব্যতীত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাও দেখিতে ও মানিতে হইবেক। যদিও উন্মত্ত চেতনকে বুদ্ধিদোষ-বশতঃ বিনা প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে বা কার্য্য করিতে দেখিয়াছ, দেখিয়া পরমাত্মার প্রবৃত্তিকে তত্তুল্য বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাঁহার ণ (শ্রুত্যুক্ত) সর্ব্বজ্ঞতা থাকিবেক না। স্থান প্রাপ্ত হইবেক। এই কারণেই বলিতেছি, চেতন পরমাত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত । ৩২

সূত্রস্থ তু-শব্দ আপত্তি পরিহারের দ্যোতক। অর্থাৎ ঐ সকল আপত্তি

* আক্ষেপপরিহারায় তু-শব্দঃ। লোকবৎ লৌকিকদৃষ্টান্তেন লীলাকৈবল্যং লীলাকেবলত্বং জগদ্রচনায়া ইতি জগদ্রচনায়া লীলারূপত্বে প্রোক্তাক্ষেপো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ।—এই জগদ্রচনা ঈশ্বরের লীলাস্বরূপ। বিনা প্রয়োজনে লীলাপ্রবৃত্তি দেখা যায় সুতরাং ঐ সকল পূর্ব্বপক্ষ (ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পূর্ব্বপক্ষ) স্থান প্রাপ্ত হয় না।

যথাত্র রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি। যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি, এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তি-

---

তত্তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তেত শিংশপাত্বমিব বৃক্ষতানিবৃত্তৌ ন চেতনতি। প্রেক্ষাবতামনমুসংহিতপ্রয়োজনানামপি যাদৃচ্ছিকীষু ক্রিয়াসু প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অন্যথা 'ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টা'মিতি ধর্ম্মসূত্রকৃতাং প্রতিষেধো নির্ব্বিষয়ঃ প্রসজ্যেত। ন চোন্মত্তান্ প্রত্যেতৎ সূত্রমর্থবৎ। তেষাং তদর্থবোধতদনুষ্ঠানানুপপত্তেঃ। অপি চাদৃষ্টহেতুকোৎপত্তিকী শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণা প্রেক্ষাবতাং ক্রিয়া প্রয়োজনানুসন্ধানমন্তরেণ দৃষ্টা। ন চাস্যাং চেতনস্যাপি চৈতন্যমনুপযোগি সম্প্রসাদেঽপি ভাবাদিতি যুক্তং প্রাজ্ঞস্যাপি চৈতন্যাপ্রচ্যুতেরন্যথা মৃতশরীরেঽপি শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। যথা চ স্বার্থপরার্থসম্পাদাসাদিতসমস্তকামানাং কৃতকৃত্যতয়াঽনাকুলমনসামকামানামেব লীলামাত্রাৎ সত্যপ্যনিপ্পাদিনি প্রয়োজনে নৈব তদুদ্দেশেন প্রবৃত্তিরেবং ব্রহ্মণোঽপি জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তির্নানুপপন্না। দৃষ্টঞ্চ যদন্নবলবীর্য্যবুদ্ধীনামশক্যমতিদুষ্করং বা তদন্যেষামন্নবলবীর্য্যবুদ্ধীনাং সুশকমীষৎকরং বা। ন হি বানরৈর্ন্নাকৃতিপ্রভৃতিভির্নৈগের্ন বদ্ধো

এই প্রণালীতে নিরস্ত (তাড়িত) হয়। যেমন লোকমধ্যে কোন এক প্রাপ্তকাম রাজার অথবা রাজ-অমাত্যের (যাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সমস্তই আছে, তাহার) বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র লীলারূপ প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতিকে বিনা প্রয়োজনে বা বিনা উদ্দেশে কেবলমাত্র স্বভাবের বশে লীলারূপে অর্থাৎ অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে যায়, সেইরূপ, ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও বিনা উদ্দেশে বা বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র স্বভাবের বশে নিষ্পন্ন হইতে পারে। লীলায় যৎকিঞ্চিৎ উল্লাসাদি প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য অথবা অভিসন্ধি নাই। কোনও বুদ্ধিমান্ অমুক হউক্ বা হইবেক, ভাবিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করেন না। তাহা স্বভাববশে আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। সেইরূপ, ঈশ্বরের যে কাল-কর্ম্ম-সচিব মায়াশক্তি আছে সেই মায়াশক্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাবের বশেই সৃষ্টি হয়, কেহ তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম

ভবিষ্যতি। ন হীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। যদ্যপ্যস্মাকমিয়ং জগদ্বিম্ববিরচনা গুরুতরসংরম্ভেবাভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিত্বাৎ। যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষেত তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্ত-কামশ্রুতেঃ। নাপ্যপ্রবৃত্তিরুন্মত্তপ্রবৃত্তির্ব্বা। সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ। ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যা-

---

নীরনিধিরগাধো মহাসত্ত্বানাম্। ন চৈষ পার্থেন শিলীমুখৈর্ন বদ্ধো ন চায়ং ন পীতঃ সংক্ষিপ্য চুলুকেন হেলয়েব কলশযোনিনা মহামুনিনা। ন চাদ্যাপি ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্রবিনির্ম্মিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমদবনানি শ্রীমন্নৃগনরেন্দ্রা-ণামন্যেষাং মনসাপি দুষ্করাণি নরেশ্বরাণাম্। তস্মাদুপপন্নং যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাদ্বা লীলয়া বা জগৎসর্জ্জনং ভগবতো মহেশ্বরস্যেতি। অপি চ নেয়ং পারমার্থিকী সৃষ্টির্যেনানুযুজ্যেত প্রয়োজনমপি ত্বনাদ্যবিদ্যানিবন্ধনা। অবিদ্যা চ স্বভাবত এব কার্য্যোন্মুখী ন প্রয়োজনমপেক্ষতে। ন হি দ্বিচন্দ্রালাত-চক্রগন্ধর্ব্বনগরাদিবিভ্রমাঃ সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজনা ভবন্তি। ন চ তৎকার্য্যা বিস্ময়-ভয়কম্পাদয়ঃ স্বোৎপত্তৌ প্রয়োজনমপেক্ষন্তে। সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদুৎ-পাদহেতুরিতি চেতনো জগদ্‌যোনিরাখ্যায়ত ইত্যাহ।—"ন চেয়ং পরমার্থ-বিষয়া" ইতি। অপি চ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্ত্বয়া বিবক্ষত্যাগমা অপিতু

নহে। [ন হীশ্বরস্য...প্রষ্টব্যম্] জগৎসৃষ্টিতে যে পরমাত্মার কোনরূপ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি অথবা প্রয়োজন আছে, তাহা নাই। শ্রুতি ও যুক্তি, দু-এর কোনওটার দ্বারা প্রয়োজনসদ্ভাব নিরূপিত হয় না। তিনি সৃষ্টি করেন কেন? চুপ্ করিয়া না থাকেন কেন? এ অনুযোগ (প্রশ্ন) করিতে পার না। স্বভাব-রূপ কারণ থাকিলে তাহার কার্য্য নিতান্ত অপরিহার্য্য। আমরা মনে করিতেছি, জগদ্রচনা অতি গুরুতর কার্য্য, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট ইহা গুরুতর নহে—কিছুই নহে। তিনি অপরিমিতশক্তি, তাঁহার নিকট ইহা লীলা-ই, অন্য কিছু নহে। যদিও লৌকিক লীলায় কিছু না কিছু প্রয়োজনের অস্তিত্ব ঊহ্য করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বরের জগদ্রচনারূপ লীলায় অত্যল্প প্রয়োজনও ঊহ্য করিতে পারিবে না। কেন-না, তিনি আপ্তকাম, পূর্ণ বা নিত্য-

কল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বা-চ্চেত্যেতদপি নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্ ॥ ৩৩ ॥

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥ *

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বমীশ্বরস্যাক্ষিপ্যতে স্থূণানিখনন-ন্যায়েন প্রতিজ্ঞাতস্যাঽর্থস্য দ্রঢ়ীকরণায়। নেশ্বরো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে, কুতঃ, বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কাংশ্চিদত্যন্ত-

---

র্জগতি ব্রহ্মাত্মভাবম্। তথা চ সৃষ্টেরবিবক্ষায়াং তদাশ্রয়ো দোষো নির্ব্বিষয় এবেত্যাশয়েনাহ।—"ব্রহ্মাত্মভাবে"তি।

অতিরোহিতোঽত্র পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। উত্তরস্তু চ্যতে। উচ্চাবচমধ্যম[illegible] ভেদবৎপ্রাণভৃৎপ্রপঞ্চঞ্চ সুখদুঃখকারণং সুধাবিষাদি চানেকবিধং বিরচয়তঃ প্রাণভৃদ্ভেদোপাত্তপাপপুণ্যকর্ম্মাতিশয়সহায়স্যাঽত্রভবতঃ পরমেশ্বরস্য ন বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে প্রসজ্যেতে। ন হি সভ্যঃ সভায়াং নিযুক্তো যুক্তবাদিনং যুক্তবাদ্যসীতি

ভূপ্ত। তিনি করেন নাই, অথবা তাঁহার এ প্রবৃত্তি উন্মাদের প্রবৃত্তির ন্যায়, ইহাও বলিতে পার না। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ—সমস্তই জ্ঞানপূর্ব্বক করেন। ইহাও মনে করিও না যে, সৃষ্টি-শ্রুতি সকল পরমার্থবিষয়িণী। অর্থাৎ শ্রুতি যে সৃষ্টি বলিয়াছেন সে সৃষ্টি সত্য সৃষ্টি। অবিদ্যার দ্বারাই নামরূপ ব্যবহার যোগ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হওয়াকে সৃষ্টি বলে, সুতরাং তাহা অপরমার্থ। অপিচ, ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিবাক্য-সমূহের উদ্দেশ্য, ইহা যেন বিস্মৃত হইও না।

ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ, এ বিষয়ে অন্য আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। নাবিকেরা যেমন স্থূণাকে (স্থূণা=খোঁটা বা লগা) একবার উঠায়,

---

* বিষমস্য ভাবো বৈষম্যং উত্তমাধমাদিভাবেন সর্জ্জনমিত্যর্থঃ। নির্ঘৃণস্য ভাবো নৈর্ঘৃণ্যং প্রাণিসংহারকত্বমিতি যাবৎ। এতৌ দোষৌ নেশ্বরস্য ভবতঃ সাপেক্ষত্বাৎ। অপেক্ষা নিমিত্তং তৎ সহিতত্বাৎ। ন হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে দুঃখযোগাদীংশ্চ বিদধাতি কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষ্য নির্ম্মিমীতে বিদধাতি চ। শ্রুতিরপি তথা দর্শয়তি বোধয়তি।—কেহ অত্যন্ত সুখী, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, এরূপ বিষম সৃষ্টি দেখিয়া সে দোষ ঈশ্বরে স্থাপন করিতে পার না; দুঃখের সৃষ্টি ও জগতের সংহার দেখিয়া তাঁহাকে নির্ঘৃণ অর্থাৎ নির্দ্দয় বলিতেও পার না। কারণ এই যে, ঐ সকল নিমিত্তান্তর যোগেই হয়। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন।

সুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখভাজঃ করোতি পশ্বাদীন্, কাংশ্চিন্মধ্যমভাজোমনুষ্যাদীনিত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমাণস্যেশ্বরস্য পৃথগ্‌জনস্যেব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ শ্রুতি-স্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাদীশ্বরস্বভাববিলোপঃ প্রসজ্যেত। তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বমতিক্রূরত্বং দুঃখযোগবিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত। তস্মাদ্বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গা-

চাযুক্তবাদিনমযুক্তবাদ্যসীতি ব্রুবাণঃ সভাপতির্ব্বা যুক্তবাদিনমনুগৃহ্ণন্নযুক্তবাদিনঞ্চ নিগৃহ্ণন্নরক্তো দ্বিষ্টো বা ভবত্যপি তু মধ্যস্থ ইতি বীতরাগদ্বেষ ইতি চাখ্যায়তে। তদ্বদীশ্বরঃ পুণ্যকর্ম্মাণমনুগৃহ্ণন্নপুণ্যকর্ম্মাণঞ্চ নিগৃহ্ণন্মধ্যস্থ এব নাং-মধ্যস্থঃ। এবং হ্যসাবমধ্যস্থঃ স্যাদ্‌যদ্যকল্যাণকারিণমনুগৃহ্ণীয়াৎ কল্যাণকারিণঞ্চ নিগৃহ্ণীয়ান্ন ত্বেতদস্তি। তস্মান্ন বৈষম্যদোষো হন্ত এব ন নৈর্ঘৃণ্যমপি সংহরতঃ সমস্তান্ প্রাণভৃতঃ। স হি প্রাণভৃৎকর্ম্মাশয়ানাং বৃত্তিনিরোধসময়স্তমতি-লঙ্ঘয়ন্নযুক্তকারী স্যাৎ। ন চ কর্ম্মাপেক্ষায়ামীশ্বরস্যৈশ্বর্য্যব্যাঘাতঃ। ন হি সেবাদিকর্ম্মভেদাপেক্ষঃ ফলভেদপ্রদঃ প্রভুরপ্রভুর্ভবতি। ন চ 'এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং

অন্যবার প্রোথিত করে, সেইরূপ করাতে তাহা দৃঢ় হইয়া যায়, শাস্ত্র-কারেরাও তেমনি পুনঃপুনঃ আপত্তি ও পুনঃপুনঃ খণ্ডন করিয়া প্রতিজ্ঞাত তত্ত্বকে দৃঢ় করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ, এ কথা অযুক্ত। ঈশ্বরকে সৃষ্টির ও প্রলয়ের কারণ বলিলে তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দুই দোষ আশ্রয় করিবেক। তিনি দেবতা প্রভৃতিকে অত্যন্ত সুখী, পশু প্রভৃতিকে অত্যন্ত দুঃখী, এবং মনুষ্য প্রভৃতিকে মধ্যাবস্থ করায় অবশ্যই বিষম (অসমান) কার্য্য করিয়াছেন। এরূপ বিষম সৃষ্টি করাতে তাঁহার পামর মনুষ্যের ন্যায় রাগদ্বেষাদি থাকা অনুমিত হয়। (পামরেরা রাগবশতঃ কাহার ভাল করে, আবার দ্বেষবশতঃ মন্দ করে, কষ্ট দেয়)। অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে যে তাঁহার নির্ম্মলস্বভাব বর্ণিত আছে, বিষম-সৃষ্টি করাতে সে স্বভাবের অভাবপ্রসক্তি হয়। দুঃখ বিধান করাতে ও প্রজা সংহার করাতে তাঁহাকে খল মনুষ্যের ন্যায় নির্দ্দয় বলাও যাইতে পারে। অতএব, বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দুই দোষ হয় বলিয়া বলিতে

স্নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে, কস্মাৎ, সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ। ন তু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বমস্তি। সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জ্জন্যো ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধা-

---

যমধোনিনীষত' ইতি শ্রুতেরীশ্বর এব দ্বেষপক্ষপাতাভ্যাং সাধ্বসাধুনী কর্ম্মণী কারয়িত্বা স্বর্গং নরকং বা লোকং নয়তি। তস্মাদ্বৈষম্যদোষপ্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিতি বাচ্যম্। বিরোধাৎ। যস্মাৎ কর্ম্ম কারয়িত্বেশ্বরঃ প্রাণিনঃ সুখদুঃখিনঃ সৃজতীতি শ্রুতেরবগম্যতে তস্মান্ন সৃজতীতি বিরুদ্ধমভিধীয়তে। ন চ বৈষম্যমাত্রমত্র ব্রূমো ন ত্বীশ্বরকারণত্বং ব্যাসেধাম ইতি বক্তব্যম্। কিমতো যদ্যেবম্, তস্মাদীশ্বরস্য সবাসনক্লেশাপরামর্শমভিবদন্তীনাং ভূয়সীনাং শ্রুতীনামনুগ্রহায়োন্নিনীষতেঽধোনিনীষত ইত্যেতদপি তজ্জাতীয়পূর্ব্বকর্ম্মাভ্যাসবশাৎ প্রাণিন ইত্যেবং নেয়ম্। যথাহুঃ—

হয়, ঈশ্বর এ জগতের কারণ নহে। সূত্রকার এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—[বৈষম্য⋯বদামঃ] ঈশ্বরে ঐ দুই দোষ আশ্রয় করে না। কেন-না, তিনি সাপেক্ষ। অর্থাৎ এরূপ বিষম সৃষ্টি নিমিত্ত বশতঃই হয়; কাজেই ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতে পার না। যদি কেবল ঈশ্বর বিষম-সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার বৈষম্যাদি দোষ হইত। কেবল ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না, তৎসঙ্গে নিমিত্তান্তরেরও কর্তৃত্ব আছে। অর্থাৎ ঈশ্বর নিমিত্তান্তরপ্রযুক্ত হইয়াই এরূপ বিষমসৃষ্টি করেন। যদি বল, নিমিত্ত কি? আমরা বলি, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই নিমিত্ত। [অতঃ⋯দৃশ্যতি] সৃজ্যমান জীবের যে ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ। সুতরাং ঈশ্বর সে বিষয়ে অনপরাধী। ঈশ্বর মেঘের ন্যায় সাধারণ কারণ মাত্র। মেঘ যেমন যবাদিশস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিশেষ

রূণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদি-সৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি। এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দূষ্যতি। কথং পুনরবগম্যতে সাপেক্ষ ঈশ্বরো নীচমধ্যমোত্তমং সংসারং নির্ম্মিমীত ইতি। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ, এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে, ইতি। পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ইতি চ। স্মৃতিরপি প্রাণিকর্ম্মবিশেষা-

জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥

ইত্যভ্যুপেত্য চ সৃষ্টেস্তাত্ত্বিকত্বমিদমুক্তমনির্ব্বাচ্যা তু সৃষ্টিরিতি ন প্রশ্নপূর্ব্বাবসরোপি। তথা চ মায়াকারস্যেবাঙ্গসাকল্যবৈকল্যভেদেন বিচিত্রান্ প্রাণিনো দর্শয়তো ন বৈষম্যদোষঃ সহসা সংহরতো বা ন নৈর্ঘৃণ্যমেবমস্যাপি ভগবতো বিবিধবিচিত্রপ্রপঞ্চমনির্ব্বাচ্যং বিশ্বং দর্শয়তঃ সংহরতশ্চ স্বভাবাদ্বা লীলয়া বা ন কশ্চিদ্দোষ ইতি স্থিতে শঙ্কাপরিহারপরং সূত্রম্।

যেমন সে সকলের বৈষম্যের (ছোট বড়, ভাল মন্দ প্রভৃতির) অসাধারণ কারণ, সেইরূপ, ঈশ্বরও দেব মনুষ্যাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ, এবং কর্ম্ম ('শুভাশুভ অদৃষ্ট) সকল তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ কারণ। তদ্রূপ সাপেক্ষতা থাকাতে ঈশ্বর বৈষম্যাদিদোষে দূষিত হন না। (কোনও কারণ নাই অথচ অসমান কার্য্য করিলেন, এরূপ হইলে অবশ্যই দোষ হইত)। [কথং...জাতীয়কা] কিসে জানিলে, ঈশ্বর কর্ম্মানুযায়ী সৃষ্টি করেন? শ্রুতিই বলিয়াছেন, ঈশ্বর কর্ম্মানুযায়ী সৃষ্টি করেন। যথা—"ঈশ্বর যাহাকে এ লোক হইতে উচ্চ লোকে লইবার ইচ্ছা করেন তাহাকে সৎকর্ম্ম করান্। যাহাকে এ লোক হইতে অধঃপাতিত করিবার ইচ্ছা করেন তাহাকে অসৎ কর্ম্ম করান।" "পুণ্যকর্ম্মে উত্তমতা লাভ হয়, পাপ কর্ম্মে অধমত্বপ্রাপ্তি হয়।" স্মৃতিও বলিয়াছেন, জীব কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন ও কর্ম্মানুসারে

পেক্ষমেবেশ্বরস্যানুগ্রহীতৃত্বং নিগ্রহীতৃত্বঞ্চ দর্শয়তি—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্, ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥৩৪॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ *

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরবিভাগাবধারণান্নাস্তি কর্ম্ম যদপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত। অতো বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম, প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাত্তুল্যৈবাদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতি চেৎ, নৈষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেদেষ

শঙ্কোত্তরে অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যগ্রন্থেন ব্যাখ্যাতে। অনাদিত্বাদিতি সিদ্ধবদুক্তং তৎসাধনার্থং সূত্রম্।

নিগ্রহের পাত্র হয়। যথা—"আমাকে যে যে-রূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই রূপে প্রাপ্ত হই।" ইত্যাদি।

"হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ শূন্য এক সৎ ছিল।" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভাগ (একরূপ বা ভেদরাহিত্য) নিশ্চিত থাকায় তৎকালে বিষম-সৃষ্টির প্রযোজক কর্ম্ম ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। সৃষ্টির পরে শরীরাদি বিভাগ হইলে কর্ম্ম হয় এবং কর্ম্ম হইতে শরীরাদি বিভাগ হয়, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষও প্রসক্ত হয়। (বিনা শরীরাদি বিভাগে কর্ম্ম হয়-না, আবার বিনা কর্ম্মে শরীরাদি বিভাগ নিষ্পন্ন হয় না, সুতরাং কর্ম্মানুযায়ী সৃষ্টি, এ কথা অপ্রমাণ)। অতএব, ঈশ্বর বিভাগের পর অর্থাৎ সৃষ্টির পরে কর্ম্মানুযায়ী ফল দেন দিউন, কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে কর্ম্ম না থাকায় অবশ্যই সমান সৃষ্টি হইবেক, তাহা না হওয়ায় বৈষম্যাদি

---

* শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম। তচ্চ সৃষ্টেঃ প্রাক্ শ্রুত্যা বিভাগাভাবনির্দ্ধারণাৎ নাস্তি দিতি গম্যতে ইতি না ভণ্যতাম্। কুতঃ? অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। সংসারো নাদিমান্। অতো নোক্তদোষাবতারসম্ভবঃ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও বিভাগ ছিল না, কেবলমাত্র এক ও একরূপ কারণ ছিল, এরূপ নিশ্চয় থাকায় বৈষম্যকারক কর্ম্ম ছিল না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সংসার অনাদি। সংসার যখন অনাদি তখন ঐ আপত্তি হইতেই পারে না।

দোষো যদ্যাদিমানয়ং সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে। কথং পুনরবগম্যতে অনাদিরেষ সংসার ইতি, অত উত্তরং পঠতি ॥ ৩৫ ॥

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥ *

উপপদ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বম্। আদিমত্ত্বে হি সংসারস্যাঽকস্মাদুদ্ভূতের্ম্মুক্তানামপি পুনঃ সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃ-

তেঽকৃতে কর্ম্মণি পুণ্যে পাপে বা তৎফলং ভোক্তারমধ্যাগচ্ছেৎ। তথা চ বিধিনিষেধশাস্ত্রমনর্থকং ভবেৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যভাবাদিতি। মোক্ষশাস্ত্রস্য চোক্তমানর্থক্যম্। ন চাবিদ্যা কেবলেতি ন্যায্যতিপ্রায়ম্। বিক্লেশলক্ষণাবিদ্যা-সংস্কারস্য কার্য্যাত্বাৎ স্বোৎপত্তৌ পূর্ব্বঃ বিক্লেশমপেক্ষতে। বিক্লেশশ্চ মিথ্যা-প্রত্যয়ো মোহাপরনামা পুণ্যাপুণ্যপ্রবৃত্তিহেতুভূতরাগদ্বেষনিদানম্। স চ রাগা-দিভিঃ সহিতঃ স্বকার্য্যৈর্ন শরীরং সুখদুঃখভোগায়তনমন্তরেণ সম্ভবতি। ন চ

দোষ আসিতে পারে। যদি এরূপ বল, তাহা হইলে আমরা বলিব, সংসারের অনাদিত্ব বিধায় ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না। সংসারের যদি আদি থাকিত, প্রাথম্য থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য প্রদর্শিত দোষ হইত। যেহেতু সংসারের আদি নাই, প্রথম নাই, বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি, সেই হেতু বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যের হেতুহেতুমদ্ভাব আছে। ফলিতার্থ, সৃষ্টিবৈষম্য কর্ম্মনিমিত্তক, ইহা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। পাছে কেহ বলেন, সংসার অনাদি, ইহা কিসে জানিলে? তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিবার জন্য সূত্র বলিতেছেন—

সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসিদ্ধ এবং শ্রুতি-স্মৃতি উভয়সিদ্ধ। সংসারকে আদিমান্ বলিতে গেলে আকস্মিক উৎপত্তি, মুক্ত জীবের পুনঃসংসার, অকৃতা-ভ্যাগম ও কৃতনাশ (কিছু না করিয়া ফলভোগ ও করিয়াও অভোগ) এই সকল স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ, বিনা নিমিত্তে সুখদুঃখের বৈষম্য হওয়া মানিতে হইবে। (এ সকল মানা বা স্বীকার করা অসঙ্গত।

* সংসারস্যানাদিত্বং যুক্ত্যা সিধ্যতি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চোপলভ্যত ইতি যোজনা।—সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসিদ্ধ এবং তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই কথিত আছে।

তাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। সুখদুঃখাদিবৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ। ন চেশ্বরো বৈষম্যহেতুরিত্যুক্তম্। ন চাবিদ্যা কেবলা বৈষম্যস্য কারণং, একরূপত্বাৎ। রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা ত্ববিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ। ন চ কর্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি ন চ শরীরমন্তরেণ কর্ম্ম সম্ভবতীতীতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ। অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তের্ন কশ্চিদ্দোষো ভবতি। উপলভ্যতে চ সংসারস্যানাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। শ্রুতৌ তাবৎ—অনেন জীবেনাত্মনা ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরমাত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেনাভিলপন্ননাদিঃ সংসার ইতি

রাগদ্বেষাবন্তরেণ কর্ম্ম। ন চ ভোগসহিতং মোহমন্তরেণ রাগদ্বেষৌ। ন চ পূর্ব্বশরীরমন্তরেণ মোহাদিরিতি পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরাপেক্ষো মোহাদিরেবং পূর্ব্বপূর্ব্বমোহাদ্যপেক্ষং পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরমিত্যনাদিত্বেনাত্র ভগবতী চিন্তমনাকুলয়তি। তদেতদাহ—"রাগাদি[illegible]কর্ম্মাপেক্ষা ত্ববিদ্যা বৈষম্যকরী স্যা"দিতি। রাগদ্বেষমোহা রাগাদ[illegible] স[illegible]দুঃখমনুভাবা ক্লেশয়ন্তীতি ক্লেশাস্তেষাং বাসনাঃ কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যনু[illegible]ক্ষিপ্তানি প্রবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি তদ-

---

কেন-না, আকস্মিক-সৃষ্টি পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই ব্যর্থ হয়)। ঈশ্বর বৈষম্যের কারণ নহেন, তাহা বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদন করাও হইয়াছে। [ন চাবিদ্যা... ভবতি] একরূপতা নিবন্ধন কেবল অবিদ্যাও বৈষম্যের হেতু নহে। রাগ দ্বেষ ও মোহরূপ ক্লেশের বাসনা নামক সংস্কার হইতে যে কর্ম্ম জন্মে, সেই কর্ম্মই অবিদ্যার সাচিব্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিবৈষম্যকরী হয়। (এতাবতা বলা হইল যে, অবিদ্যাসহচর ক্লেশের ও তদাক্ষিপ্ত কর্ম্মের অনাদি প্রবাহ আছে)। সংসারের সাদিত্ব পক্ষে, বিনা কর্ম্মে শরীর হয় না, আবার বিনা শরীরে কর্ম্ম হয় না, এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আছে। কিন্তু অনাদি পক্ষে বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে উক্ত ঘটনা দোষ বলিয়া গণনীয় হয় না। [উপলভ্যতে...নিষ্পন্নত্বাৎ] সংসারের অনাদিত্ব শ্রুতিতেও দেখা যায়, স্মৃতিতেও দেখা যায়। শ্রুতিতে যথা—"আমি এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া—" ইত্যাদি। এই শ্রুতি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার শরীরস্থ আত্মাকে প্রাণধারণার্থক জীব-শব্দে বিশেষিত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন

দর্শয়তি। আদিমত্ত্বে তু ততঃ প্রাগনবধারিতঃ প্রাণঃ স কথং প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখেঽভিলপ্যেত। ন চ ধারয়িষ্যতীত্যতোঽভিলপ্যেত। অনাগতাদ্ধি সম্বন্ধাদতীতঃ সম্বন্ধো বলীয়ান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নত্বাৎ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসদ্ভাবং দর্শয়তি। স্মৃতাবপ্যনাদিত্বং সংসারস্যোপলভ্যতে।—ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা ইতি। পুরাণে চাতীতানামনাগতানাঞ্চ কল্পানাং ন পরিমাণমস্তীতি স্থাপিতম্ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥ *

পেক্ষা লয়লক্ষণা বিদ্যা। স্যাদেতৎ। ভবিষ্যতাঽপি ব্যপদেশো দৃষ্টো যথা পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতীত্যাত আহ।—"ন চ ধারয়িষ্যতীত্যত" ইতি। তদেবমনাদিত্বে সিদ্ধে সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি প্রাক্ সৃষ্টেরবিভাগাবধারণং সমুদাচরদ্রূপনামাদিনিষেধপরং ন পুনরেতান্ প্রসুপ্তানপ্যপাকরোতীতি সর্ব্বমবদাতম্।

যে, সংসারের প্রথম নাই, সংসার অনাদি। ইহার আদি থাকিলে কিরূপে সৃষ্টিমুখে (সৃষ্টির প্রথমে) প্রাণধারণবাচক জীব-শব্দের অভিলাপ (উচ্চারণ) সঙ্গত হইতে পারে? প্রাণ ধারণ করিবেন, এইরূপ ভবিষ্যৎ প্রাণধারণ লক্ষ্য করিয়া জীব-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কেন-না, ভবিষ্যৎসম্বন্ধ অপেক্ষা ভূতসম্বন্ধের বলবত্তা আছে। (হইয়াছে ও হইবে, এই দুএর মধ্যে যাহা হইয়াছে তাহাই প্রবল)। [সূর্য্যা…স্থাপিতম্] "বিধাতা পূর্ব্বকল্পনানুরূপ চন্দ্রসূর্য্যের সৃষ্টি করিলেন" এই মন্ত্র পূর্ব্বকল্প থাকা দেখাইয়াছেন। স্মৃতিও সংসারকে অনাদি বলিয়াছেন। যথা—"এ সৃষ্টিতে ইঁহার (ব্রহ্মের) রূপ, অন্ত (সীমা), আদি (প্রথম) ও অবিদ্যা অর্থাৎ আস্পদ উপলব্ধ হয় না।" পুরাণেও খ্যাপিত হইয়াছে, অতীত ও অনাগত কল্পের পরিমাণ বা ইয়ত্তা নাই।

* সর্ব্বে ধর্ম্মা সর্ব্বধর্ম্মাস্তেষামুপপত্তিস্তস্মাৎ অপি। যে যে ধর্ম্মাঃ কারণে প্রসিদ্ধা

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্মিন্নবধারিতে বেদার্থে পরৈরুপক্ষিপ্তান্ বিলক্ষণত্বাদীন্ দোষান্ পর্য্যহার্ষীদাচার্য্যঃ। ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধপ্রধানং প্রকরণমারিপ্সমাণঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণমুপসংহরতি।—যস্মাদস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মা উপপদ্যন্তে সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্‌ব্রহ্ম ইতি তস্মাদনতিশঙ্কনীয়মিদমৌপনিষদং দর্শনমিতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

অত্র সর্ব্বজ্ঞমিতি দৃশ্যতে। সর্ব্বস্য চেতনাধিষ্ঠিতস্যৈব লোকে প্রবৃত্তিরিতি লোকানুসারো দর্শিতঃ। "সর্ব্বশক্তী"তি। সর্ব্বস্য জগত উপাদানকারণং নিমিত্তকারণং চেত্যুপপাদিতম্। "মহামায়"মিতি। সর্ব্বানুপপত্তিশঙ্কা পরাস্তা। তস্মাজ্জগৎকারণং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্।

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

চেতন ব্রহ্ম জগতের উভয়বিধ কারণ (নিমিত্ত ও উপাদান) এই সুনিশ্চিত বেদান্তার্থের প্রতি ঐরূপ অর্থ নিশ্চিত থাকিলেও বাদিগণ যে দোষার্পণ করেন, আচার্য্য (ব্যাস) সে সকল দোষ পরিহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পরপক্ষনিষেধপ্রধান প্রকরণ আরম্ভ করিবেন বলিয়া স্বপক্ষসংশোধনপ্রধান প্রকরণের উপসংহার (সমাপ্তি) করিতেছেন। যেহেতু চেতন ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে গ্রহণ করিলে তাঁহাতে প্রদর্শিতপ্রকারে সমুদায় কারণধর্ম্ম (সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিতা ও মহামায়াবিত্ব প্রভৃতি) উপপন্ন হয়, সেই হেতু এই ঔপনিষদ দর্শন (উপনিষদজনিত জ্ঞান) সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কার অতীত। অর্থাৎ এ দর্শনে অল্পমাত্রও শঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষ স্থানপ্রাপ্ত হয় না।

ন্তে সর্ব্বে ব্রহ্মণ্যপি কারণে যুজ্যন্ত ইতি ব্রহ্মকারণবাদ এব সাধীয়ান্।—যে কিছু কারণধর্ম্ম সমস্তই ব্রহ্মকারণে সঙ্গত হয় সুতরাং ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তের মত নির্দ্দোষ।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥ *

যদ্যপীদং বেদান্তবাক্যানামৈদম্পর্য্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং ন তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলাভির্যুক্তিভিঃ কঞ্চিৎ সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং দূষয়িতুং বা প্রবৃত্তং, তথাপি বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ

স্যাদেতৎ। ইহ হি পাদে স্বতন্ত্রা বেদানপেক্ষাঃ প্রধানাদিসিদ্ধিবিষয়াঃ সাংখ্যাদিযুক্তয়োনিরাকরিষ্যন্তে, তদযুক্তমশাস্ত্রাঙ্গত্বাৎ। ন হীদং শাস্ত্রমুচ্ছৃঙ্খল-তর্কশাস্ত্রবৎ প্রবৃত্তমপি তু বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্মপরাণীতি পূর্ব্বপক্ষোত্তরপক্ষাভ্যাং বিনিশ্চেতুম্। তত্র কঃ প্রসঙ্গঃ শুষ্কতর্কবৎ স্বতন্ত্রযুক্তিনিরাকরণস্যেত্যত আহ—"যদ্যপীদং বেদান্তবাক্যানা"মিতি। ন হি বেদান্তবাক্যানি নির্ণেতব্যানীতি নির্ণীয়ন্তে, কিন্তু মোক্ষমাণানাং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনায়। যথা চ বেদান্তবাক্যেভ্যো জগদুপাদানং ব্রহ্মাবগম্যতে, এবং সাংখ্যাদ্যনুমানেভ্যঃ প্রধানাদ্যচেতনং জগদুপাদানমবগম্যতে। ন চৈতদেব চেতনোপাদানমচেতনোপাদনঞ্চেতি সমুচ্চেতুং শক্যং, বিরোধাৎ। ন চ ব্যবস্থিতে বস্তুনি বিকল্পোযুজ্যতে। ন চাগমবাধিতবিষয়ত্বাদনুমানমেব নোদীয়ত ইতি সাম্প্রতম্। সর্ব্বজ্ঞপ্রণীততয়া সাংখ্যাদ্যা-

যদিও এই শাস্ত্র (মীমাংসা শাস্ত্র) বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত, তর্কশাস্ত্রের ন্যায় যুক্তি মাত্র অবলম্বনে কোন কিছু নির্ণয় করিতে ও কোন কিছুরও দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত নহে, তথাপি, বেদান্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে গেলে তৎপ্রতিপাদ্য সম্যক্‌জ্ঞানের শত্রুস্বরূপ সাংখ্যাদি দর্শনের মত খণ্ডন করা আবশ্যক হয় এবং সেই কারণে এই দ্বিতীয় পাদের আরম্ভ। বেদান্তার্থ

---

* চেতনানধিষ্ঠিতজড়প্রকৃতিকারণপক্ষে জগতঃ সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারাদিযোগ্যো বিশিষ্টো-বিন্যাসো রচনা তস্যা অনুপপত্তিরসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহচেতনস্য জগৎকারণস্যানুমানং ন ভবতীতি যোজনা।—যেহেতু চেতনের প্রেরণা ব্যতীত এরূপ বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগৎ রচনা করা অচেতন প্রধানের পক্ষে অসিদ্ধ বা অসম্ভব—সেই হেতু জগৎ কার্য্য দেখিয়া অচেতন প্রধানের অনুমান অসিদ্ধ অর্থাৎ হয় না।

সম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাঙ্খ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানীতি তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ সম্যগ্দর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং তদ্ধ্যভ্যর্হিতং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাদিতি। নন্ু মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্দর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তং কিং পরক্ষনিরাকরণেন পরবিদ্বেষকারণেন। বাঢ়মেবং তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাঙ্খ্যাদিতন্ত্রাণি সম্যগ্দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তান্যুপলভ্য ভবেৎ কেষাঞ্চিন্মন্দমতীনামেতান্যপি সম্যগ্দর্শনায়োপাদেয়ানীত্যপেক্ষা। তথা যুক্তিগাঢ়ত্বসম্ভবেন

গমস্য বেদাগমতুল্যত্বাৎ তদুদ্ভাবিতস্যানুমানস্য প্রতিকৃতিসিংহতুল্যতয়াঽবাধ্যত্বাৎ। তস্মাত্তদ্বিরোধান্ন ব্রহ্মণি সমন্বয়োবেদান্তানাং সিধ্যতীতি ন ততস্তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষমর্হতি। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদৃতে মোক্ষ ইতি স্বতন্ত্রাণামপ্যনুমানানামাভাসীকরণমিহ শাস্ত্রেঽসঙ্গতমেবেতি। যদ্যেবং ততঃ পরকীয়ানুমাননিরাস এব কস্মাৎ প্রথমং ন কৃত ইত্যত আহ।—"বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ" ইতি। নন্ু বীতরাগকথায়াং তত্ত্বনির্ণয়মাত্রমুপযুজ্যতে ন পুনঃ পরপক্ষাধিক্ষেপঃ। স হি সরাগতামাবহতীতি চোদয়তি।—"নন্ু মুমুক্ষূণা"মিতি। পরিহরতি।—"বাঢ়মেবং তথাপী"তি। তত্ত্বনির্ণয়াবসানা বীতরাগকথা। ন চ পরপক্ষদূষণমন্তরেণ তত্ত্বনির্ণয়ঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিতি তত্ত্বনির্ণয়ায় বীতরাগেণাপি পরপক্ষো দূষ্যতে ন তু পরপক্ষতয়েতি ন

নিরূপণের প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞান, তাহা ইতিপূর্ব্বে বেদান্তার্থনিরূপণপূর্ব্বকে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পরপক্ষ খণ্ডনের দ্বারা ত[illegible] পোষকতা (পুষ্টি) হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে এই পরপক্ষখণ্ডনাত্মক দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে। [নন্ু·· প্রযত্যতে] যদি বল, মুক্তির কারণ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ ও তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণের জন্য স্বপক্ষস্থাপন, মাত্র এই দুই কার্য্য করা উচিত, তাহাতে পরবিদ্বেষাত্মক পরমত খণ্ডন করার প্রয়োজন? আমরা বলি, প্রয়োজন আছে। সে সকল মতের অসারতা দেখানই প্রয়োজন। সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও মহত্ত্ব আছে, দেখিবামাত্র আপাত-জ্ঞানে বোধ হয়, ঐ সকল শাস্ত্রও মহাজন (ঋষিগণ) পরিগৃহীত ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যুৎপাদনার্থ প্রবৃত্ত। অবিচক্ষণ লোক সহসা মনে করিতে পারে—তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রই গৃহীতব্য। বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞ কপিলের কথিত ও যুক্তিপরিপূর্ণ বলিয়া সাংখ্য

সর্ব্বজ্ঞভাষিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেষ্বিত্যতস্তদসারতোপপাদনায় প্রযত্যতে। নম্বু, ঈক্ষতের্নাশব্দং [অ০ ১। পা০ ১। সূ০ ৫] কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা [অ০ ১। পা০ ১। সূ০ ১৮] এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ [অ০ ১। পা০ ৪। সূ০ ২৮] ইতি চ পূর্ব্বত্রাপি সাঙ্খ্যাদিপক্ষপ্রতিষেধঃ কৃতঃ কিং পুনঃ কৃতকরণেনেতি। তদুচ্যতে। সাঙ্খ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্তবাক্যান্যপ্যুদাহৃত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তো ব্যাচক্ষতে, তেষাং যদ্ব্যাখ্যানং তদ্ব্যাখ্যানাভাসং ন সম্যগ্ব্যাখ্যানমিত্যেতাবৎ পূর্ব্বত্র কৃতম্, ইহ তু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রস্তদ্যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়ত ইত্যেষ বিশেষঃ। তত্র সাঙ্খ্যা

বীতরাগকথাত্বব্যাহতিরিত্যর্থঃ। পুনরুক্ততাং পরিচোদ্য সমাধত্তে।—"নম্বীক্ষতে"রিতি। "তত্র সাংখ্যা" ইতি। যানি হি যেন রূপেণাস্থৌল্যাদা চ সৌক্ষ্ম্যাৎ সমন্বীয়ন্তে তানি তৎকারণানি দৃষ্টানি যথা ঘটাদয়ো রুচকাদয়শ্চাস্থৌল্যাদা চ সৌক্ষ্ম্যান্মৃৎসুবর্ণান্বিতাস্তৎকারণাঃ। তথা চেদং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ ভাবজাতং সুখদুঃখমোহাত্মনান্বিতমুপলভ্যতে তস্মাত্তদপি সুখদুঃখমোহাত্মসামান্যকারণকং ভবিতুমর্হতি। তত্র জগৎকারণস্য যেয়ং সুখাত্মতা তৎ সত্ত্বং, যা চ দুঃখাত্মতা তদ্রজো, যা চ মোহাত্মতা তত্তম ইতি ত্রৈগুণ্যকারণসিদ্ধিঃ। তথা হি প্রত্যেকং ভাবাস্ত্রৈগুণ্যমন্তোমুভূয়ন্তে। যথা মৈত্রদারেষু পদ্মাবত্যাং মৈত্রস্য সুখং তৎ কস্য হেতোস্তং প্রতি সত্ত্বগুণসমুদ্ভবাৎ। তৎসপত্নীনাঞ্চ দুঃখং তৎ কস্য

শাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিচারিত শ্রদ্ধা হইতে পারে। কাযেই মুমুক্ষুদিগের হিতের জন্য সে সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখান ও তৎপক্ষে যত্ন করা বিধেয়। [নম্বু··· বিশেষঃ] তবে এই বলিতে পার যে, পূর্ব্বে সাংখ্যাদি মতের খণ্ডন করা হইয়াছে আবার তাহা কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে এই যে, সাংখ্যাদি শাস্ত্র নিজপক্ষ স্থাপনার্থ বেদান্তবাক্য উল্লেখপূর্ব্বক সে সকলকে যে আপন মতের অনুরূপ করিয়া লইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। পূর্ব্বে এতাবন্মাত্র বলা হইয়াছে ও দেখান হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পাদে, তাঁহাদের যে বেদবাক্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র যুক্তি আছে সে সকল যুক্তির খণ্ডন করা হইবেক। বিশেষ এই যে, পূর্ব্বে তাঁহাদের যুক্তিখণ্ডন প্রাধান্যরূপে করা হয় নাই, এই পাদে তাহা করা হইবেক। [তত্র ··বিষতে] তন্মধ্যে সাংখ্যের বিবেচনা

মন্যন্তে যথা ঘটশরাবাদয়ো ভেদা মৃদাত্মতয়াঽন্বীয়মানা মৃদাত্মক-সামান্যপূর্ব্বকা লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্ব্ব এব বাহ্যাধ্যাত্মিকা ভেদাঃ সুখদুঃখমোহাত্মতয়াঽন্বীয়মানাঃ সুখদুঃখমোহাত্মক-সামান্যপূর্ব্বকা ভবিতুমর্হন্তি। যত্তৎ সুখদুঃখমোহাত্মকং সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বদচেতনং চেতনস্য পুরুষস্যার্থং সাধয়িতুং প্রবৃত্তং স্বভাবভেদেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা প্রবর্ত্তত ইতি। তথা পরিমাণাদিভিরপি লিঙ্গৈস্তদেব প্রধানমনুমিমতে। তত্র বদামঃ, যদি দৃষ্টান্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যতে নাচেতনং লোকে

হেতোস্তাঃ প্রত্যস্যা রজোগুণসমুদ্ভবাৎ। চৈত্রস্য তু স্ত্রৈণস্য তামবিন্দতো মোহো বিষাদস্তৎ কস্য হেতোস্তং প্রত্যস্যাস্তমোগুণসমুদ্ভবাৎ। পদ্মাবত্যা চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং সুখদুঃখমোহান্বিতং জগত্তৎকারণং গম্যতে। তচ্চ ত্রিগুণং প্রধানং—প্রধীয়তে ক্রিয়তে হনেন জগদিতি প্রধীয়তে নিধীয়তে হস্মিন্ প্রলয়সময়ে জগদিতি বা প্রধানং, তচ্চ মৃৎসুবর্ণবদচেতনং চেতনস্য পুরুষস্য ভোগাপবর্গলক্ষণমর্থং সাধয়িতুং স্বভাবত এব প্রবর্ত্ততে, ন তু কেনচিৎ-প্রবর্ত্ত্যতে। তথা হ্যাহুঃ 'পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণ'-মিতি। পরিমাণাদিভিরিত্যাদিগ্রহণেন 'শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ কারণকার্য্যবি-ভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য' ইত্যব্যক্তসিদ্ধিহেতবো গৃহ্যন্তে। এতাংশ্চোপরিষ্টা-দ্ব্যাখ্যায় নিরাকরিষ্যত ইতি। তদেতৎপ্রধানানুমানং দূষয়তি।—"তত্র বদামঃ" ইতি। যদি তাবদচেতনং প্রধানমনধিষ্ঠিতং চেতনেন প্রবর্ত্ততে স্বভাবত এবেতি সাধ্যতে, তদযুক্তং, সমন্বয়াদের্হেতোশ্চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিরুদ্ধ-চেতনাধিষ্ঠিতত্বেন মৃৎসুবর্ণাদৌ দৃষ্টা স্বধর্ম্মিণি ব্যাপ্তেরুপলব্ধের্ব্বিরুদ্ধত্বাৎ। নহি

এই যে, যেমন ঘটাদি মৃণ্ময় পদার্থে মৃত্তিকারূপের অন্বয় থাকায় মৃত্তিকাজাতি সে সকলের কারণ, তেমনি, যে কিছু বাহ্যিক ও আন্তরিকভাব (পদার্থ) সে সমস্তই সুখ দুঃখ মোহরূপে অন্বিত থাকায় সুখদুঃখমোহাত্মক কোন এক সামান্য (জাতি) সে সমস্তের কারণ। সেই সুখদুঃখমোহাত্মক সামান্য পদার্থটী ত্রিগুণ ও মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতন। চেতন এবং চেতন পুরুষের (আত্মার) প্রয়োজন সাধনার্থ তাহা স্বনিষ্ঠ বিচিত্রস্বভাবপ্রভাবে বিবিধাকার বিকারে পরি-ণমিত হয়। পরিমাণ প্রভৃতি বোধকহেতুর দ্বারাও তাহার (প্রধানের) অনু-মান হইয়া থাকে। [তত্র বদামঃ...দৃষ্টত্বাৎ] এই মতের উপরে আমরা বলি,

চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্ব্বর্ত্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিহারভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভির্যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্যা রচিতা দৃশ্যন্তে, তথেদং জগদখিলং পৃথিব্যাদিনানাকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ শরীরাদিনানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিন্যাসমনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভির্ম্মনসাপ্যালোচয়িতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং প্রধানং রচয়েৎ লোষ্ট্রপাষাণাদিষ্বদৃষ্টত্বাৎ। মৃদাদিষ্বপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে, তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ।

মৃৎসুবর্ণদার্ব্বাদয়ঃ কুলালহেমকাররথকারাদিভিরনধিষ্ঠিতাঃ কুম্ভরুচকরথাদ্যাপাদদতে। তস্মাৎ কৃতকত্বমিব নিত্যত্বসাধনায় প্রযুক্তং সাধ্যবিরুদ্ধেন ব্যাপ্তঃ বিরুদ্ধম্। এবং সমন্বয়াদিচেতনানধিষ্ঠিতত্বে সাধ্য ইতি রচনানুপপত্তেরিতি দর্শিতম্। যদ্যপ্যচোক্ত দৃষ্টান্তধর্ম্মিণ্যচেতনং তাবদুপাদানং দৃষ্টং তত্র যদ্যপি তচ্চেতনপ্রযুক্তমপি দৃশ্যতে তথাপি তৎপ্রযুক্তত্বং হেতোরপ্রয়োজকং বহি-

---

সাংখ্য কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত-বল অবলম্বন করিয়া ঐরূপ জগৎকারণ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত কোনও অচেতনকে বিশিষ্টপুরুষার্থ নির্বাহক বিকার (বস্তুভেদ) রচনা করিতে দেখেন নাই। (অর্থাৎ অচেতন কারণ পক্ষে দৃষ্টান্ত নাই)। গৃহ, অট্টালিকা, শয্যা, আসন ও ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি যে কিছু সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্য বস্তুভেদ—সমস্তই বুদ্ধিমান্ শিল্পীর দ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায়, কেবল পাষাণাদি অচেতন কর্ত্তৃক সে সকল রচিত হইতে দেখা যায় না। লোষ্ট্র-পাষাণাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণা ব্যতীত অল্পমাত্রও বিশিষ্ট-রচনা করিতে পারে না, তখন, অচেতন প্রধান কিরূপে এই পৃথিব্যাদি লোক—এতন্মধ্যবর্ত্তী কর্ম্মফলভোগযোগ্য নানা স্থান—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক শরীরাদি—মানুষাদি জাতি—অসাধারণরূপে বিন্যস্ত ও রচনাপারিপাট্যযুক্ত নানা কর্ম্মফল অনুভব করিবার উপযুক্ত আশ্রয়—বুদ্ধিমান্ শিল্পীরও দুর্ব্বোধ্য—কল্পনার অতীত—এই অদ্ভুত জগৎ-রচনা করিবে? [মৃদা…ভবতি] এ সম্বন্ধে এই মাত্র দেখা যায় যে, মৃত্তিকাদি দ্রব্য কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া

ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্মেণ মূলকারণমব-ধারণীয়ং ন বাহ্যকুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিঞ্চিৎ নিয়ামক-মস্তি। ন চৈবং সতি কিঞ্চিদ্বিরুধ্যতে প্রত্যুত শ্রুতিরনুগৃহ্যতে চেতনকারণত্বসমর্পণাৎ। অতোরচনানুপপত্তেশ্চ হেতোর্নাচে-তনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি। অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চেতি

রজস্বাদন্বয়ং স্বচৈতন্যমাত্রমুপাদানানুগতং হেতোঃ প্রযোজকম্। যথাহুঃ—'ব্যাপ্তেশ্চ দৃশ্যমানায়াঃ কশ্চিদ্ধর্মঃ প্রযোজকঃ' ইতি। তত্রাহ।—"ন চ মৃদাদী"তি। স্বভাবপ্রতিবন্ধং হি ব্যাপ্যং ব্যাপকমবগময়তি। স চ স্বভাব-প্রতিবন্ধঃ শঙ্কিতসমারোপিতোপাধিনিরাসে সতি নিশ্চীয়তে। ক্কচিদন্বয়ব্যতিরেকয়োরায়ত্তত্তে। তৌ চান্বয়ব্যতিরেকৌ ন তথোপাদানচৈতন্যে যথা চেতনপ্রযুক্তত্বেপি পরিস্ফুটৌ। তদলমত্রান্তরঙ্গত্বেনেতি ভাবঃ। এবমপি চেতনপ্রযুক্তত্বং নাভ্যুপেয়েত যদি প্রমাণান্তরবিরোধো ভবেৎ, প্রত্যুত শ্রুতিরনুগৃহ্যতরামেবেত্যাহ।—"ন চৈবং সতী"তি। চকারেণ সুখদুঃখাদিসমন্বয়লক্ষণস্য হেতোরসিদ্ধত্বং সমুচ্চিনোতীত্যাহ।—"অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চে"তি। আন্তরাঃ খল্বমী সুখদুঃখমোহবিষাদা বাহ্যেভ্যশ্চন্দনাদিভ্যোঽত্যন্তবিভিন্নপ্রত্যয়-প্রবেদনীয়েভ্যো ব্যতিরিক্তা অধ্যক্ষমীক্ষ্যন্তে। যদি পুনরেত এব সুখদুঃখাদি-স্বভাবা ভবেয়ুস্ততঃ স্বরূপবাক্ষেমন্তেপি চন্দনঃ সুখঃ স্যাৎ। ন হি চন্দনঃ কদাচিদচন্দনঃ। তথা নিদাঘেষপি কুঙ্কুমপঙ্কঃ সুখো ভবেৎ। ন হ্যসৌ কদা

বিবিধাকারে বিরচিত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানেরও কোন এক চেতন অধি-ষ্ঠাতা আছে, এইরূপই অনুমান হইতে পারে। এমন কোন নিয়ামক নাই যে তদ্দ্বারা মূল কারণে মৃত্তিকাদি উপাদান স্বরূপের অতিরিক্ত ধর্ম থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে এবং কুম্ভকারাদির ন্যায় অধিষ্ঠাতাকে পরিহার করা যাইতে পারে। (অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে অচেতনত্ব ধর্ম আছে, তাহাতে অন্য-সাপেক্ষতা ধর্ম নাই। মৃত্তিকা কুম্ভকারকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া ঘটাদি আকারে পরিণত হয়, কিন্তু মূল প্রকৃতি যে সেরূপ নিয়মের অধীন নহেন, এমন কথা বলিতে পারিবে না)। অচেতন মাত্রেই চেতনাধিষ্ঠিত, এরূপ হইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না প্রত্যুত চেতন-কারণ-সমর্পণ করায় শ্রুতির আনুকূল্য হয়। অতএব, অচেতন কারণ পক্ষে বিচিত্র জগদ্রচনা উপপন্ন না হওয়ায় অচেতন প্রধানই জগৎ কারণ, এ অনুমান হইতেই পারে না। [অন্বয়া-বিশেষাৎ] সূত্রস্থ চ-শব্দের দ্বারা সাংখ্যোক্ত অন্বয়াদি হেতুর অসিদ্ধতা বিজ্ঞাপিত

চ-শব্দেন হেতোরসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। ন হি বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং সুখদুঃখমোহাত্মকতয়াঽন্বয় উপপদ্যতে, সুখাদীনামন্তরত্বপ্রতীতেঃ শব্দাদীনাঞ্চা ঽতদ্রূপত্বপ্রতীতেঃ তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেশ্চ। শব্দাদ্যবিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদিবিশেষোপলব্ধেঃ। তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলাঙ্কুরাদীনাং সংসর্গপূর্ব্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং

চিদকুঙ্কুমপঙ্ক ইতি। এবং কণ্টকঃ ক্রমেলকস্য সুখ ইতি মনুষ্যাদীনামপি প্রাণভৃতাং সুখঃ স্যাৎ। ন হ্যসৌ কাংশ্চিৎ প্রত্যেব কণ্টক ইতি। তস্মাদ সুখাদিস্বভাবা অপি চন্দনকুঙ্কুমাদয়ো জাতিকালাবস্থাদ্যপেক্ষয়া সুখদুঃখাদিহেতবো ন তু স্বয়ং সুখাদিস্বভাবা ইতি রমণীয়ম্। তস্মাৎ সুখাদিরূপ সমন্বয়ো ভাবানামসিদ্ধ ইতি নানেন তদ্রূপং কারণমব্যক্তমুন্নীয়ত ইতি। তদিদমুক্তং "শব্দাদ্যবিশেষেপি চ ভাবনাবিশেষা"দিতি। ভাবনা বাসনা সংস্কারস্তদ্বিশেষাৎ। করভজন্মসম্বর্দ্ধকং হি কর্ম্ম করভোচিতামেব ভাবনামভিব্যনক্তি, যথাস্মৈ কণ্টকা এব রোচন্তে। এবমন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। পরিমাণাদিতি সাংখ্যীয়ং হেতুমুপন্যস্যতি। "তথা পরিমিতানাং ভেদানা"মিতি। সংসর্গপূর্ব্বকত্বে হি সংসর্গস্যৈকস্মিন্নন্বয়ে ঽসম্ভবাদ্নানাবিধকার্থসমবেতস্য নানাকারণানি সংসৃষ্টানি কল্পনীয়ানি। তানি চ সত্ত্বরজস্তমাংস্যেবেতি ভাবঃ। তদেতৎ পরিমিতত্বং সাংখ্যীয়বাক্যান্তালোচনেনানৈকান্তিকমিতি দূষয়তি।—

হইয়াছে। বাহ্যিক আধ্যাত্মিক যে কিছু বিকার—সমস্তই সুখ দুঃখ মোহাত্মক—সমস্ত বিকারে সুখদুঃখাদির অন্বয় আছে,—এ প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না। কেন-না, সুখ দুঃখ মোহ, এসকল অন্তরস্থ বলিয়াই প্রতীত হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহ্যিক বলিয়াই অনুভূত হয়। (বাহ্যবস্তুতে সুখ দুঃখাদি নাই)। একই শব্দ, একই স্পর্শ, একই রূপ, কেবল ভাবনার পার্থক্য অনুসারে কাহার কিছুতে দুঃখ, কাহার কিছুতে সুখ হইয়া থাকে। (ইহাতেও বুঝা যায়, বিষয় সুখাদ্যাত্মক নহে)। যাঁহারা পরিমিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ অঙ্কুরাদি বিকারের সংসর্গপূর্ব্বক উৎপত্তি দেখিয়া * পরিমিতত্ব হেতুর দ্বারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকারের (জড় পদার্থের) সংসর্গপূর্ব্বকত্ব অনুমান করেন,

* ঘট, কপালকপালিকাসংসর্গ জন্য। অঙ্কুর, বীজভূমিজলাদিসংসর্গ জন্য। সংসর্গ, মিলিত পরস্পর।

পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্ব্বকত্বমনুমিমানস্য সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্ব্বকত্বপ্রসঙ্গঃ পরিমিতত্বাবিশেষাৎ। কার্য্যকারণভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বনির্ম্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট ইতি ন কার্য্য-কারণভাবাৎ বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানামচেতনপূর্ব্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্॥ ১॥

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥ *

আস্তাং তাবদিয়ং রচনা, তৎসিদ্ধ্যর্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যা-

"সত্ত্বরজস্তমসা"মিতি। যদি তাবৎ পরিমিতত্বমিয়ত্তা, সা নভসোঽপি নাস্তীত্য-ব্যাপকো হেতুঃ পরিমাণাদিতি। অথ ন যোজনাদিমিতত্বং পরিমাণমিয়ত্তাং নভসো ভ্রমঃ, কিং ত্বব্যাপিতা মব্যাপি চ নভস্তন্মাত্রাদেঃ। ন হি কার্য্যং কারণ-ব্যাপি, কিন্তু কারণং কার্য্যব্যাপীতি পরিমিতং নভস্তন্মাত্রাদ্যব্যাপিত্বাৎ। ইত্থং সত্ত্বরজস্তমাংস্যপি ন পরস্পরং ব্যাপ্নুবন্তি। ন চ তত্ত্বান্তরপূর্ব্বকত্বমেতেষামিতি ব্যভিচারঃ। ন হি যথা তৈঃ কার্য্যজাতমাবিষ্টমেবং তানি পরস্পরং বিশন্তি, মিথঃ কার্য্যকারণভাবাভাবাৎ। পরস্পরসংসর্গস্বাবেশশ্চিতিশক্তৌ নাস্তি। ন হি চিতিশক্তিঃ কূটস্থনিত্যা তৈঃ সংসৃজ্যতে। ততশ্চ তদব্যাপকা গুণা ইতি পরি-মিতাঃ। এবং চিতিশক্তিরপি গুণৈরসংসৃষ্টেতি সাপি পরিমিতেত্যনৈকান্তিকত্বং পরিমিতত্বস্য হেতোরিতি। তথা কার্য্যকারণবিভাগোঽপি সমন্বয়বদ্বিরুদ্ধ ইত্যাহ— "কার্য্য কারণভাবস্ত্বি"তি।

ন কেবলং রচনাভেদা ন চেতনাধিষ্ঠানমন্তরেণ ভবন্ত্যপি তু সাম্যা-

তাঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণেরও সংসর্গপূর্ব্বকত্ব প্রসক্ত হইবে। কারণ; উক্ত গুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব ধর্ম্ম আছে। [কার্য্য · কল্পয়িতুম্] বুদ্ধিপূর্ব্বক বিরচিত যান, আসন, শয্যা প্রভৃতিতে কার্য্যকারণভাব দৃষ্ট হয়, এ নিমিত্ত, কার্য্যকারণ ভাব গ্রহণপূর্ব্বক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের (ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের) অচেতনপূর্ব্বকত্ব অর্থাৎ অচেতনকারণনির্ম্মিতত্ব অনুমান করিতে পার না।

রচনা দূরে থাকুক, রচনাসিদ্ধির জন্য যে প্রবৃত্তি—তাহাও অচেতন প্রধা-

---

* চ-কারেণ অনুপপত্তিপদমনুষজ্যং সূত্রং যোজ্যম্। স্বতন্ত্রমচেতনং জগৎ কারণমেব নানু-মাতব্যং তস্য স্বষ্ট্যর্থং প্রবৃত্তেরনুপপত্তেরিতি সূত্রার্থঃ।—অচেতন কারণ-পক্ষে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি আছে। কার্য্যোন্মুখ হওয়াকে প্রবৃত্তি বলে, তাহা স্বতন্ত্ররূপে অচেতনের সম্বন্ধে অসম্ভব।

বস্থানাৎ প্রচ্যুতিঃ সত্ত্বরজস্তমসামঙ্গাঙ্গিভাবরূপাপত্তির্বিশিষ্টকার্য্যাস্থাভিমুখপ্রবৃত্তিতা সাপি নাচেতনস্য প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্যোপপদ্যতে মৃদাদিষ্বদর্শনাৎ রথাদিষু চ। ন হি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা স্বয়মচেতনাঃ সন্তশ্চেতনৈঃ কুলালাদিভি-রশ্বাদিভির্ব্বাহনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। দৃষ্টাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ। অতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরপি হেতোর্নাচেতনং জগৎকারণমনুমাতব্যং ভবতি। সত্যমেতৎ, ন কেবলস্য

বস্থায়াঃ প্রচ্যুতির্বৈষম্যম্। তথা চ যদুক্তং বলীয়স্তদঙ্গ্যভিভূতঞ্চ তদনুগুণতয়া স্থিতমঙ্গম্। এবং হি গুণপ্রধানভাবে সত্যস্য মহদাদৌ কার্য্যে প্রবৃত্তিঃ সাপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি। ন হি চেতনাধিষ্ঠানমন্তরেণ মৃৎপিণ্ডে প্রধানেঽঙ্গভাবেন চক্রদণ্ডসলিলসূত্রাদয়োঽবতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ প্রবৃত্তেরপি চেতনাধিষ্ঠানসিদ্ধিরিতি শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চেত্যয়মপি হেতুঃ সাংখ্যীয়ো বিরুদ্ধ এবেত্যুক্তং বক্রোক্ত্যা। অত্র সাংখ্যশ্চোদয়তি।—নহু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তিরিতি। অয়মভিপ্রায়ঃ—ত্বয়া কিলৌপনিষদেনাম্মদ্ধেতুন্ দূষয়িত্বা কেবলস্য চেতনস্যৈবাত্মনিরপেক্ষস্য জগদুপাদানত্বং নিমিত্তত্বঞ্চ সমর্থনীয়ম্। তদযুক্তম্। কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তের্দৃষ্টান্তধর্ম্মিণ্যনুপলব্ধেরিতি। ঔপনিষদস্য চেতনহেতুকাং তাবদেষ সাংখ্যঃ প্রবৃত্তিমভ্যুপগচ্ছতু পশ্চাৎ স্বপক্ষমত এব

নের পক্ষে স্বাধীনভাবে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশিষ্ট বিন্যাসের নাম রচনা এবং তৎসাধক ক্রিয়াবিশেষের (চেতনের পক্ষে ইচ্ছাসম্বলিত যত্নের) নাম প্রবৃত্তি। সৃষ্টির উদ্দেশে প্রধানের প্রবৃত্তি কি-না সাম্যাবস্থার ভঙ্গ। সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণ পরস্পর পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাব প্রাপ্তি। তদনন্তর কোন এক বিশিষ্টাকার কার্য্যে উন্মুখ হওয়া। এরূপ প্রবৃত্তি চেতনানধিষ্ঠিত অচেতন প্রধানের পক্ষে হইতেই পারে না। হেতু এই যে, মৃত্তিকার ও রথাদি অচেতনের তাদৃশী বিশিষ্ট প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। [ন হি ভবতি] মৃত্তিকাই হউক, আর রথাদিই হউক, কুম্ভকারের ও রথবাহকের অধিষ্ঠান ব্যতীত আপনা হইতে কেহ কখন মৃত্তিকাকে ও রথকে বিশিষ্ট কার্য্যাভিমুখ হইতে দেখেন নাই। দৃষ্টান্ত থাকিলেই তদ্দ্বারা অদৃষ্টের জ্ঞান হইতে পারে সত্য; কিন্তু দৃষ্টান্ত নাই। যেহেতু অনুমান উৎপাদক দৃষ্টান্ত নাই সেই হেতু অচেতনের প্রবৃত্তি অনুমেয়। যেহেতু অচেতনের বিশিষ্টকার্য্যপ্রবৃত্তির অনুমান দুর্ঘট, সেই হেতু অচেতন জগৎকারণের অনুমানও দুর্ঘট। [সত্যমেতৎ রীতি] যদিও কেবল

চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টেতি; তথাপি, চেতনসংযুক্তস্য রথাদে-রচেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা। ন ত্বচেতনসংযুক্তস্য চেতনস্য প্রবৃত্তি-র্দৃষ্টা। কিং পুনরত্র যুক্তং। যস্মিন্ প্রবৃত্তির্দৃষ্টা তস্য সেতি, উত যৎসংযুক্তস্য দৃষ্টা তস্যৈব সেতি। ননু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তি-স্তস্যৈব সেতি যুক্তম্। উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ন তু প্রবৃত্ত্যা-শ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ। প্রবৃত্ত্যাশ্রয়-দেহাদিসংযুক্তস্যৈব তু চেতনস্য সদ্ভাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতন-রথাদিবৈলক্ষণ্যং জীবদ্দেহস্য দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে

সমাধাস্যামীত্যভিসন্ধিমানাহ।—"সত্যমেতৎ। ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তি-র্দৃষ্টা" ইতি। সাংখ্য আহ।—"ন ত্বচেতনসংযুক্তস্য" ইতি। তু-শব্দ ঔপ-নিষদপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। অচেতনাশ্রয়ৈব সর্ব্বা প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে ন তু চেতনাশ্রয়া কা চিদপি। তস্মাৎ ন চেতনস্য জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। অত্রৌপনিষদো গূঢ়াভিসন্ধিঃ প্রশ্নপূর্ব্বকং বিমৃশতি।—"কিং পুনরত্র" ইতি। অত্রান্তরে সাংখ্যো ব্রূতে। "ননু যস্মিন্নি"তি। ন তাবচ্চেতনঃ প্রবৃত্ত্যা-শ্রয়তয়া তৎপ্রযোজকতয়া বা প্রত্যক্ষমীক্ষ্যতে, কেবলং প্রবৃত্তিতদাশ্রয়শ্চা-চেতনো দেহরথাদিঃ প্রত্যক্ষেণ প্রতীয়তে, তত্রাচেতনস্য প্রবৃত্তিতন্নিমি-ত্তৈব ন তু চেতননিমিত্তা। সদ্ভাবমাত্রন্তু তত্র চেতনস্য গম্যতে রথাদি-বৈলক্ষণ্যাজ্জীবদ্দেহস্য। ন চ সদ্ভাবমাত্রেণ কারণত্বসিদ্ধিঃ। মা ভূদাকাশ উৎপত্তিমতাং ঘটাদীনাং নিমিত্তকারণমস্তি হি সর্ব্বত্রেতি। তদনেন দেহাতি-রিক্তে সত্যপি চেতনে তস্য ন প্রবৃত্তিং প্রতি নিমিত্তভাবোঽস্তীত্যুক্তম্।

চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না; তথাপি, চেতন সংযুক্ত রথাদি অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় কিন্তু অচেতনসংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কর, যে আধারে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় সেই আধারের প্রবৃত্তি? অথবা যাহার সংযোগে আধার বিশেষ প্রবৃত্ত হয় তাহার প্রবৃত্তি? কাহার প্রবৃত্তি? কাহার প্রবৃত্তি যুক্তি সিদ্ধ? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, যাহাতে প্রবৃত্তির দর্শন হয় তাহারই প্রবৃত্তি, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন-না, ঐরূপ হইলে উভয়েরই প্রত্যক্ষতা সংরক্ষিত হয়। তত্ত্ব চেতন প্রবৃত্তির আশ্রয়, কিন্তু তাহা রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ নহে। আরও দেখ, প্রবৃত্তিযুক্ত দেহেই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, মৃত দেহে নহে। সুতরাং কেবল অচেতন রথাদি, জীবদ্দেহ

দেহে সতি চৈতন্যস্য দর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ, দেহস্যৈব চৈতন্যমপীতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তস্মাদচেতনস্যৈব প্রবৃত্তিরিতি। তদভিধীয়তে। ন ব্রূমো যস্মিন্নচেতনে প্রবৃত্তি-র্দৃশ্যতে ন তস্য সেতি, ভবতি তু তস্যৈব সা। সাপি চেতনাদ্ভ-বতীতি ব্রূমঃ। তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। যথা কাষ্ঠাদিব্যপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশাদিলক্ষণা বিক্রিয়াঽনুপলভ্য-মানাপি চ কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি তৎসংযোগে দর্শনাৎ তদ্বিয়োগে চাদর্শনাৎ তদ্বৎ। লোকায়তিকানামপি

যতশ্চাস্য ন প্রবৃত্তিহেতুভাবোঽস্তি অত এব প্রত্যক্ষে দেহে সতি প্রবৃত্তি-দর্শনাদসতি চাদর্শনাদ্দেহস্যৈব চৈতন্যং লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তথা চ ন চিদাত্মনিমিত্তা প্রবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্। তস্মান্ন রচনাযাঃ প্রবৃত্তের্বা চিদাত্মকারণত্বসিদ্ধির্জগত ইতি। ঔপনিষদঃ পরিহরতি—"তদভিধীয়তে। ন ব্রূম" ইতি। ন তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমসিদ্ধঃ শারীরো বা পরমাত্মা বা-ঽস্মাভিরিদানীং সাধনীয়ঃ। কেবলমস্য প্রবৃত্তিং প্রতি কারণত্বং বক্তব্যম্। তত্র মৃতশরীরে বা রথাদৌ বাঽনধিষ্ঠিতে চেতনেন প্রবৃত্তেরদর্শনাৎ তদ্বি-পর্য্যয়ে চ প্রবৃত্তিদর্শনাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চেতনহেতুকত্বং প্রবৃত্তের্নিশ্চীয়তে, ন তু চেতনসদ্ভাবমাত্রেণ, যেনাতিপ্রসঙ্গো ভবেৎ। ভূতচৈতনিকানামপি চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং প্রবৃত্তিরিত্যত্রাবিবাদ ইত্যাহ।—"লোকায়তিকা-

---

হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সেই কারণেই প্রবৃত্তিযুক্ত দেহের জ্ঞানে চৈতন্য সদ্ভাবের জ্ঞান হয়, তদভাবে চৈতন্যের অভাব অনুভূত হয়। এই অভি-প্রায়েই নাস্তিকেরা দেহেরই চৈতন্য স্বীকার করে। এই সকল যুক্তিতে স্থির হয়, জানা যায়, অচেতনই প্রবৃত্ত হয় এবং শুদ্ধ চেতনের প্রবৃত্তি নাই। [তদভি - প্রবর্ত্তকত্বম্] সাংখ্যের এবম্বিধ মত খণ্ডনার্থ ইহা বলা হইল অর্থাৎ সূত্র বলা হইল। অর্থ এই যে, অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে প্রবৃত্তি সে অচেতনের নহে, এমন কথা আমরা বলি না। সে প্রবৃত্তি তাহারই, কিন্তু তাহা চেতন-হইতেই হয়। অর্থাৎ চেতনই তৎপ্রবৃত্তির কারণ। চেতনকে কারণ বলিবার হেতু এই যে, চৈতন্য থাকিলেই প্রবৃত্তি (দেহের) থাকে, না থাকিলে থাকে না। কাষ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত দাহাদি অগ্নের বিকার অনুভূত হয় না সত্য; কিন্তু অগ্নিসংযোগ ব্যতীত দাহাদি অগ্নের